সূচিপত্র।

ভূমিকা।

প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক
ব্যাসাম্বরীষ-শুক-শৌনক-ভীষ্মদালভান্।
রুক্মাঙ্গদার্জ্জুন-বশিষ্ঠ-বিভীষণাদীন্
পুণ্যানিমান্ পরমভাগবতান্ স্মরামি॥

শরীরঞ্চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রস্তং কলেবরং।
ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ॥

কৃষ্ণের ইচ্ছায় আজ চারি বৎসরাধিক পরে শ্রীশ্রীদ্বারকালীলা মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইল। কৃষ্ণের এই উত্তর চরিত জ্ঞান গরিমা, কর্ম্মকুশলতা, রাজনীতি, ধর্ম্ম নীতি ও সমাজনীতি, ভক্তিপ্রীতি, প্রেম ও ভগবৎস্বরূপতা লাভের সুমহৎ আদর্শ। তিনি ভূভার হরণ জন্য আগমন করিলেও, হস্তে তরবারি লইয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মনুষ্যমস্তক দ্বিখণ্ডিত করেন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন মনুষ্যরূপে, কর্ম্মও করিয়াছেন মনুষ্যের ন্যায়। জগতে আদর্শ স্থাপন, মানবগণের ধর্ম্ম রক্ষা ও তাহাদের শিক্ষার জন্যই তাঁহার আগমন। বাল্যে ব্রজগোকুলে আনন্দের হাট বসাইয়াছেন। প্রীতিপ্রেমের চূড়ান্ত আদর্শ দেখাইয়াছেন। চুম্বকপর্ব্বত যেমন সাগরগর্ভে থাকিয়া দূরস্থ অর্ণবতরণীকে আকর্ষণ করত বিপর্য্যস্ত করে, তদ্রূপ তিনি কংসানুচর অসুরগণকে গোকুলে আকর্ষণ পূর্ব্বক ধ্বংস করত কংসেরও বিনাশ সাধন করিয়া তাহাদের মূলোৎপাটন করেন।

এক দিকে তিনি যেমন সর্ব্বত্রই প্রেমের আদর্শ, আনন্দের পরিপূর্ণ চন্দ্র, অন্য দিকে তেমনই ধর্ম্ম-রক্ষকরূপে কঠোর শাস্তা। তিনি কত নারীর নাথ, কত বালকের সখা, ভ্রাতা ও পিতা; কত জনের সুহৃদ, কত রাজার মিত্র! তাঁহার কত আত্মীয়স্বজন, তিনি কত জনের আত্মীয়—স্বজন! যে তাঁহাকে ভালবাসে তিনি তাঁহার,—একবারে ভাই বন্ধু পরিজন! সংসারের কর্ত্তব্য পালন শিক্ষাদান, পরস্পরের সহিত সুহৃদ্ভাবে অবস্থান, গৃহী, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয়স্বজনের কর্ত্তব্য পালন, এবং গৃহস্থধর্ম্মই সর্ব্ব-ধর্ম্মের সার, গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বাশ্রমের শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি শিক্ষায় জগতের কলুষনাশই

তাঁহার অবতারণার উদ্দেশ্য। তিনি যে কি এবং কি নহেন, তাহা বুঝাইবার বা বলিবার সাধ্য কাহার? ফলতঃ জগতে মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি, মনুষ্যরূপে তিনি তাহার সমুদয় শিক্ষাই প্রদান করিয়াছেন। এমন বিচিত্র চরিত্র, এমন বিচিত্র কর্ত্তব্য, এমন বিচিত্র ব্যবহার, এমন বিচিত্র শিক্ষা, এমন বিচিত্র বুদ্ধি, এমন বিচিত্র কর্ম্ম অন্য কোন অবতারে নাই। যে দিক দিয়া দেখ, সেই দিকেই কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ। তিনি আদিরসের দেবতা, শান্তরসের ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ঈশ্বর, দাস্যরসের প্রভু, সখ্যরসের রাখাল-বালক সখা, বাৎসল্যরসের গোপাল, মধুররসের কৃষ্ণ, বীররসের কংসারি বাসুদেব, বীভৎসরসের যদুবংশ ধ্বংসকারী কাল, অদ্ভুতরসের অর্জ্জুন সারথি, শৃঙ্গাররসের লম্পট, করুণরসের প্রেম-ভিক্ষুক, হাস্যরসের গোপী-অনুগত ভৃত্য,—দ্বারকাবাসী গৃহী: ভয়ানক রসের গোবর্দ্ধন, রৌদ্র রসের শিশুপাল-হন্তা। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত আদ্যোপান্ত কি অদ্ভুত বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাহা যাঁহারা তাঁহার জীবনী আলোচনা করেন, তাঁহারা তাহা কতক কতক অবগত আছেন। সংসারী বা গৃহী যদি শিক্ষা গ্রহণ করিয়া মানুষ হইতে চান, তবে তাঁহাকে একমাত্র কৃষ্ণ-চরিত আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের ইহকাল পরকালের যাহা কিছু কৃত্য, তাহার সমুদয়ই তাঁহার কর্ম্মাদর্শে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তিনি মহামহীয়ান্ আদর্শ পুরুষ। তিনি সর্ব্বদাই আত্মস্থ। তিনি আপনাকে ভুলেন নাই। তিনি জানিতেন তিনি কে, কি নিমিত্ত আসিয়াছেন, তাঁহার কর্ত্তব্য কি? তথাপিও নন্দ যশোদা, বসুদেব দেবকীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, সখা সখীদের প্রতি প্রীতিপ্রেম, বৃষ্ণি ও পাণ্ডবের প্রতি আত্মীয়তা, সুহৃজ্জনের প্রতি সদাশয়তা প্রদর্শন তাঁহার কর্ম্ম-কর্ত্তব্যের প্রাণহর সৌষ্ঠব!

কৃষ্ণ এ দেশে সর্ব্বব্যাপক। এমন কৃষ্ণকে জানিতে হইলে ভাগবত পুরাণে তাঁহার যে অমৃতময়ী কথা বা চরিত্র বর্ণিত আছে তাহা বিশেষরূপে জানিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাবল্যে ভাগবত পুরাণ হইতে কৃষ্ণ-চরিত নিষ্কাশনে করিবার প্রবৃত্তি বা সময় অনেকেরই নাই। তাঁহারা চান হোমিওপ্যাথিক ডোজ। দু একটা দানা মুখে ফেলিয়া দিলেই যেন রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। যাহাহউক, যাঁহারা ঐরূপ হোমিওপ্যাথিক মিষ্ট ঔষধ প্রয়াসী, তাঁহারা একবার কৃপাপূর্ব্বক এই দ্বারকালীলা পাঠ করুন। অনেক অজ্ঞাত বিষয়

পরিজ্ঞাত হইবেন। কৃষ্ণ যে কি মহামহীয়ান্, কি নির্ম্মম আত্মস্থ পুরুষ, তাহা জানিয়া আনন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন। তাঁহাদিগকে আর ভাগবত পুরাণের অগাধসিন্ধু আলোড়ন করিয়া অমৃত উৎপাদন করিতে হইবে না। এক নিশ্বাসেই তাঁহারা ভাগবত পুরাণে পণ্ডিত হইয়া উঠিবেন!

কৃষ্ণের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ (Politician & Statesman) জগতে আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহার রাজনীতির ছায়া অবলম্বনে জগতে কত লোক স্বনাম ধন্য হইয়া উঠিয়াছেন। আমাদের দেশের এই কৃষ্ণকে না জানিলে আমরা যে আত্মবঞ্চিত হই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ কি আমাদের শুষ্ক রাজনীতিজ্ঞ? কৃষ্ণ যে আমাদের সর্ব্বস্ব। আমাদের ইহকাল পরকালের পরম পুরুষ। বিজাতীয়গণ কৃষ্ণকে যে চক্ষে দেখেন, আমরা ত তাঁহাকে সে চক্ষে দেখিতে পারি না। আমরা যৌবনে যত উচ্ছৃঙ্খল হই, যত অনাচার করি না কেন, বার্দ্ধক্যে তাঁহাকে ভুলিতে পারি না। তিনি জোর করিয়া আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসেন, শেষের দিনে আমরা কৃষ্ণ নাম না শুনিয়া যেন ইহ জগৎ ত্যাগ করিতে পারি না! পাশ্চাত্য শিক্ষিত কত মনীষী এইরূপ সৌভাগ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তজ্জন্যই মনে হয়, কৃষ্ণের দেশে কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকা উচিত নয়। সময় মত কৃষ্ণবীজ হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে আশঙ্কা কমিয়া যায়।

হিন্দুধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিবার জন্য বিদেশীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণ অগ্রেই কৃষ্ণের নিন্দায় অবতীর্ণ হয় কেন? কারণ, কৃষ্ণ গো ব্রাহ্মণের কিরূপ সেবা করিয়াছিলেন, "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখান।" তিনি কিরূপ আচরণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, কিজন্য আমরা

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকি, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে বলিয়াই তাহারা অগ্রে কৃষ্ণকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে। কৃষ্ণের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের কতদূর ওতপ্রোত সম্বন্ধ, তাহা তাহারা বুঝে। বুঝে বলিয়াই কৃষ্ণকে উড়াইবার চেষ্টা করে। এবং কৃষ্ণকে হীন প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই সহজেই তাহারা আপন ধর্ম্মমত স্থাপন করিতে পারিবে, ইহাই তাহাদের ধারণা। কিন্তু

যাঁহারা কৃষ্ণ চরিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তাহাদের কোন মতই স্থান পায় না। তিনি শুধু ভারতহিতৈষী, হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক নহেন; পরন্তু তিনি জগৎহিতৈষী। জগৎ তাঁহার; তিনি জগতের। জগতের কল্যাণের জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষার যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, জগৎ তাঁহাব অনুসরণ কবিলে প্রভূত কল্যাণেব অধিকারী হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রাকৃত জীবনের অভিব্যক্তিব মধ্য দিয়াই যে ভাগবত লীলার বিকাশ ঘটে, তাহাই তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহান্ জীবন-ব্রত ছিল,—ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। বেদ-প্রবল দেশে একমাত্র তিনিই বিশাল ভারতবর্ষ একীভূত করিয়া উচ্চ কণ্ঠে প্রচার কবিয়াছিলেন,—বেদের ধর্ম্ম কি?—ধর্ম্ম লোকহিতে। ত্যাগ ও সেবাব পথে মানুষ কেমন করিয়া সত্যকে জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়া উপলব্ধি কবিয়া উত্তরোত্তব আত্মোন্নতি ও জগৎক্যাণ সাধন করিতে পারে এবং পবিণামে আত্ম-স্বরূপ বোধে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়, তাহারই প্রমাণ আমবা শ্রীকৃষ্ণ চবিত্রে দেখিতে পাই। আজকাল দেশহিতকব অনুষ্ঠানে অনেকেই ঝম্ফ প্রদান কবিতে উৎসুক, কিন্তু কিরূপ অত্যুগ্র ত্যাগ ও সেবার অধিকারী হইলে সে পবিত্র প্রয়াস সার্থক হয়, তাহা বুঝিতে হইলে কৃষ্ণের জীবন ও সাধনার প্রতি অবহিত হইতে হইবে।

এমন কৃষ্ণ-চরিত যত প্রকারে লোক সমাজে প্রচারিত হয়, তাঁহার কৃপা-প্রাপ্ত ভক্তিমান্ সুধন্য ব্যক্তি ঐ বিষয়ে তদ্রূপ চেষ্টা করিলে তাঁহাদেব অমৃতময়ী লেখনী জীব জগৎকে অচিরেই সঞ্জীবিত করিতে পারিবেন। তাঁহার ইচ্ছায় তাহা হইবেই। আমি অধম অকৃতি। আমাব লিখিবার সামর্থ্য নাই, উপযুক্ত শব্দ-সম্পদ নাই, প্রীতি ভক্তি শ্রদ্ধা নাই। আপনারা সবাই বিরক্তি-ব্যঞ্জনায় মূঢ় বলিয়া হতভাগ্যকে পদাঘাত করিলেও ধন্য হইব। কারণ সে অবজ্ঞা আপনাদের ন্যায় কৃষ্ণ-ভক্তজনের। কৃষ্ণ-ভক্তগণের পাদস্পর্শে কৃতার্থ হইব, সে পদধূলি অমূল্য।

মেদিনীপুর।
ভাদ্র। ১৩৩৪ সাল।

ভক্তপদরজঃ প্রার্থী
শ্রীমন্মথ নাথ নাগ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্॥

সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহু র্যো মাং মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি।
জীবো জপত্যনুদিনং মরণে রণে বা পাষাণকাষ্ঠসদৃশায় দদাম্যভীষ্টম্॥

সাধনার সহজ পন্থা কি?

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্ত্বমগতীনাং গতির্ভব।
সংসারার্ণবমগ্নানাং প্রসীদ পুরুষোত্তম॥

জন্ম গ্রহণ করিলেই মৃত্যু অনিবার্য্য। জন্ম মৃত্যুই জীবের অপরিহার্য্য প্রাক্তন ফল। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যস্থলেই পঞ্চভূতাত্মক জীব শরীরের প্রকাশ। মানব সর্ব্ব জীবের শ্রেষ্ঠ। সদসৎ মিশ্র কর্ম্মফলেই মানব, দেহ পরিগ্রহ করে। দেহ পরিগ্রহ করিয়া জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকিলেও মানবের সদসৎ বিচার বুদ্ধি আছে। সে কর্ম্ম, অকর্ম্ম, পাপ পুণ্য বুঝিতে এবং ক্রমশঃ [illegible] অতিক্রম করিয়া কৈশোর ও যৌবনে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পারিপার্শ্বিক জ্ঞানের সহিত বিষম আশয় সংসৃষ্ট আপন সুখ দুঃখের সীমা অবধারণ করিতে পারে। কিন্তু আবার যৌবনে ইন্দ্রিয় সমুদয়ের পরিপুষ্টির সহিত সংসার মোহে ভোগলালসাতেও অধীর হয়। যখন ক্রমশঃ যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢত্ব ও বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়, তখন তাহার কতক কতক মোহ কাটিয়া যায়। তখন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, "মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইতেছি।" চুল পাকিতেছে, দাঁত নড়িতেছে, চক্ষের দৃষ্টি শক্তি হীন হইয়া আসিতেছে, জঠরাগ্নির আর সে তীব্রতা নাই, শারীরিক শক্তি সামর্থ্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, হস্ত পদ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। আপনার শরীর যেন আর আপন বশে নাই!

রক্তও জল হইয়া আসিতেছে। আর সে উদ্যম উৎসাহ নাই! জরা দেহকে আক্রমণ করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। তখন আর বিষয় আশয়ে রতি নাই, কর্ম্মে স্পৃহা নাই, তখন কি যেন কি ভীষণ মৃত্যু-বিভীষিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

এই ত মানব জীবন। এই জন্যই কি মানব জীবন? জন্ম মৃত্যুর অধীন ও বিষয় আশয় ভোগ লালসায় জর্জ্জরিত হইয়া অনন্ত দুঃখ কষ্টে পুনঃপুনঃ দেহ পাত এবং জন্ম গ্রহণ করাই কি মানব জীবন? না, তাহা নহে। ইহা ত পশুত্ব। তবে মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ কি সে? শ্রেষ্ঠ,—ধর্ম্মে। ধর্ম্মই মানুষকে পশু হইতে পৃথক করিতেছেন। ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই মানব অনন্ত দুঃখকেও অবহেলায় অতিক্রম করেন। ধর্ম্ম না থাকিলে মানব জীবন ভীষণ হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিত। ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই মানব জন্ম মৃত্যুকেও অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম যে কি শান্তি সুখের দেবতা, তাহা ধার্ম্মিক ভিন্ন অপরে কি বুঝিবে? সংসারে ধর্ম্ম না থাকিলে মানব এক তিলও জীবন ধারণ করিতে পারিত না। ধার্ম্মিক ব্যক্তি রোগ শোক, দুঃখ দৈন্যকে বায়ুর ন্যায় শীতল-স্পর্শ বলিয়াই অনুভব করেন। তিনি ভক্তি বিশ্বাসে পরম দেবতার ধ্যানেই তাহাদিগকে অনায়াসেই অঙ্গের ভূষণ করিয়া লয়েন।

সংসারে দয়া মায়া স্নেহ মমতা যেমন আমাদিগকে সর্ব্বদাই সর্ব্ব বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া দয়া-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া পরোপকারে প্রণোদিত করিতেছে; তেমনই, ধর্ম্ম আমাদিগের আত্মোন্নতি বিধান কল্পে আমাদিগকে এমন একটী সুমহান্ বস্তুর সন্ধান দিতেছেন, যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করিলে আমাদের যুগ যুগান্তরের অভাব-তৃষ্ণা মিটিয়া যায়!

অন্ধ মানুষ, না বুঝিয়া পর সর্ব্বনাশ করিয়া ভোগলালসা পূরণের চেষ্টা করে, ঐশ্বর্য্য বিভব সংগ্রহ করিয়া পরম সুখে মানব জীবন যাপন করিতে চায়! কিন্তু সে এক দিনও বুঝে না যে, সুখ কোথায়? যাহাকে সুখ বলিতেছি তাহা প্রকৃত সুখ কিনা? সে বুঝে না যে, চোখ বুজিলেই এখানকার সব সম্বন্ধ লোপ পায়। উপরন্তু, যাহাদের বা যে জন্য পর-সর্ব্বনাশ ও অনাচার অত্যাচার করিয়া পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাকেই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে॥

সে মৃত্যুকালে আজীবন তাহার কৃতকর্ম্মের পাপরাশির ভয়ঙ্কর প্রতিচিত্র (ফটো) অবলোকন করিয়া ভীষণ বিভীষিকা দর্শন পূর্ব্বক অতি কষ্টে দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

আর ধার্ম্মিক ?—তিনি সুকৃত কর্ম্মের মনোমোহন ছবি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক চিরবাঞ্ছিত পরমধামে গমন করেন। মৃত্যুভয় তাঁহার ত্রিসীমাও স্পর্শ করিতে পারে না।

ভগবান্ মানুষকে বিবেক দিয়াছেন এই জন্য যে, সে স্বয়ং ভাল মন্দ বিচার পূর্ব্বক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারিবে। সুকৃত কর্ম্মে জন্ম জন্মান্তরের পাপরাশি স্খালন করিয়া ক্রমোন্নতি সোপানে আরোহণ করিবে। এবং ইহজীবনের কৃতকর্ম্মে (ক্রিয়মান কর্ম্মে) আপনার জন্ম-জন্মান্তরের অদৃষ্ট সংগঠন করিবে। ভালমন্দের বিচার তাহার নিজের উপর। এইজন্য ভাগ্যবান্ চতুর লোক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পর জীবনকে ত উন্নত করেনই, পরন্তু, ইহজীবনের অবশ্য ভোগ্য দুষ্কর্ম্মফলজাত অনন্ত দুঃখকেও বিষ বিবর্জ্জিত করিয়া জন্মজন্মান্তরের পরম সুখদায়ক অতুল সম্বল লইয়া গমন করেন।

মানব ভুলিয়া যায় আপনার একমাত্র সুখের নিদান—ধর্ম্ম। ইহ জীবনে ধর্ম্মার্জ্জন করিতে পারিলেই সুকৃতির বলে পর পর জন্মেও প্রভূত ধর্ম্ম অর্জ্জিত হয়। একবার মূলধন সঞ্চয় করিতে পারিলে চতুর লোক তাহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি করিতে পারেন। আবার এই ধর্ম্মরূপ মূলধন ভগবদাশ্রয়ে যেমন বর্দ্ধিত হয়, তেমন আর কিছুতেই নয়। এইজন্য বিশেষ বিচার পূর্ব্বক ভগবল্লাভের সহজ পথ কোন্‌টী তাহা বাছিয়া লইতে হইবে।

মানব কি জন্ম জরা মৃত্যুর অধীন হইয়া অনন্ত দুঃখে কালযাপন করিবে? না, তাহা নহে, তাহার পরম প্রীতির জন্য—মানব জীবনকে ধন্য করিবার জন্য—অনন্ত দুঃখময় মানব জীবনকে সরস ও অমৃতময় করিবার জন্য,—ধর্ম্ম তাহাকে অমৃতের সন্ধান দেন। ভাগ্যবান্ মানব সে অমৃতের সন্ধান পাইলে ধন্য হয়; এবং জন্মজরা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অনন্তকাল অনন্তসুখে কালযাপন করে।

সে অমৃতসিন্ধু ভগবান্। ভগবানে চিত্ত সমর্পিত না হইলে জীবের আর কোন সুখের আশা নাই।

এখন তাঁহাকে পাইবার উপায় কি, জীবের একমাত্র চিন্তা তাহাই।

সাধাবণতঃ ভগবল্লাভেব পথ তিনটী—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি। জ্ঞানে নেতি নেতি কবিয়া পবব্রহ্মেব সত্তা উপলব্ধি; কর্ম্মে,—যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, দান, ধ্যান, তপস্যা, দয়াধর্ম্ম, পরোপকাব প্রভৃতি হৃদয়ের সদ্বৃত্তি সমূহের পরিস্ফুরণ; আর ভক্তিতে কেবল লীলাবাদ পরিপোষণ।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

ভক্তিতে শুধু আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ!!—আদ্যোপান্ত আনন্দ!

ভক্তি চায় লীলা-মনুজের লীলা গুণ স্মরণ ও কীর্ত্তন, সর্ব্বদাই তচ্চিন্তায় বিভোব হইয়া পাদসেবন, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্ম নিবেদন। সর্ব্ব সেবায় সার আত্ম-নিবেদন না কবিলে যেন তাহার পবিতৃপ্তির পবিপুষ্টি হয় না।

জ্ঞান কর্ম্মেও কি ভক্তি নাই? অবশ্যই আছে। শ্রদ্ধা না থাকিলে জীবেব জ্ঞানে বতি জন্মিবে কেন? জ্ঞানান্বেষী জীব, জগতের নশ্বরত্ব দেখিয়া মুক্তিকামী হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন এইজন্য যে, জীব জগৎ সকলই মরণশীল; অতএব মাযা মোহে মুগ্ধ হইয়া আমাব আমার করিয়া কেন বিষয় আশয়ে বদ্ধ হইয়া দুর্লভ মানবজন্মকে বৃথা নষ্ট কবি? আরও জীব দেহে সদাই রোগ শোক ব্যাধি, মায়ার বন্ধনে মৃত্যুব পর জন্ম এবং জন্মেব পর মৃত্যু পুনঃপুনঃ ভোগ কবিয়া কেন আবহমান কাল উপর্য্যুপবি দুঃখে নিমগ্ন হই? এ দুঃখ নাশের কি কোন উপায় নাই? ইত্যাদি চিন্তা কবিয়াই জ্ঞানান্বেষী শুষ্ক বিচাব বুদ্ধি লইয়া শাস্ত্রান্বেষণে যুক্তি তর্কের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাব সমুদয় তর্ক ও বিচার বুদ্ধিব পশ্চাতে মৃত্যুভয় আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করে। প্রধানতঃ তিনি মৃত্যুভয় অতিক্রম কবিতেই চেষ্টা করেন। সুতরাং "নেতি নেতির" বিচাব বুদ্ধির যুদ্ধে তাঁহাকে সর্ব্বদাই তর্কাদি অস্ত্রাঘাত সহ্য কবিতে করিতে বিশুষ্ক হৃদয়ে অগ্রসর হইতে হয়। তিনি যতক্ষণ না তর্কের পর্য্যন্ত সীমায় উপস্থিত হইতেছেন, যতক্ষণ না রসসিন্ধুর অমৃত পরিমল আঘ্রাণ করিতে পাবিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার চিত্ত-স্থৈর্য্য নাই। যদি বহু সাধনায়, বহু যত্ন চেষ্টায় তথায় উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তবেই তাঁহাব আত্যন্তিক

দুঃখের নিবৃত্তি হয়। তিনি একবারে নূতন রাজ্যের অপরিসীম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব ভাবে আপ্লুত হইয়া অনির্ব্বচনীয় অবাঙ্মনসগোচর জ্যোতির্দর্শনে বিগলিতচিত্তে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতে থাকেন! ইহাই তাঁহার প্রাথমিক ভক্তির আস্বাদ!

কর্ম্মযোগী, ভগবৎ-সম্পর্কশূন্য তর্কবাদী জ্ঞানান্বেষীর ন্যায় অতটা শুষ্ক না হইলেও কর্ম্মের অন্তরালে ভগবল্লাভের প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার বিদ্যমান রাখিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। অহং ভাবের বিরাট তন্ময়তা না জন্মিলে তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। সুতরাং উদ্দেশ্য-প্রসূত কর্ম্মের দ্বারা বলপূর্ব্বক ভগবল্লাভের বাসনায় নিশ্চয়ই পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার অভাব থাকিয়া যায়। অতএব ঐকান্তিক আন্তরিকতার অভাবে ভগবল্লাভও সুদূরপরাহত হয়। কিন্তু কর্ম্মযোগী যদি অহমিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদুদ্দেশে কর্ম্মফল অর্পণ করত ভগবৎ কৃপালাভে ধন্য হয়েন; এবং কৃপা লাভ করিয়া যখন কর্ম্মে রতি হারাইয়া প্রেমে গলিয়া সেবার আকাঙ্ক্ষায় চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া ভক্তির আস্বাদ গ্রহণ করেন, তখনই তাঁহার জীবন ধন্য হয়!

আর লীলাবাদী সেবক?—তাহার আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই; সে পুণ্য চায় না, মুক্তি চায় না। সে চায় কেবল সেবা। যুগে যুগে, জন্মে জন্মে সে চায় স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, বন্দন, অর্চ্চন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। সে চায় আপনাকে বিলাইতে। তাহার অহমিকা নাই, আমিত্ব নাই, স্বামীত্ব নাই। সে চায় বিরাট পুরুষের লীলা-মনুজত্বের গুণগান। তাহাতেই সে মজিয়া যায়! তাহার ক্লান্তি নাই, ভ্রান্তি নাই! সে আনন্দে ডগমগ! তাঁহার স্মরণে পুলকে তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে, হর্ষে দেহ কম্পিত হয়, প্রেমে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসে! সে কত সাধে মালা গাঁথে, কত আনন্দে মনচোরার ভোগ বাঁধে, কত প্রেমে আপনা বিলাইয়া তাঁহার শয্যা রচনা করে, মালা চন্দনে তাঁহাকে বিভূষিত করে, কত চুম খায়, কত আলিঙ্গন করে, কত সাজ সজ্জা, বেশভূষা সংগ্রহে আত্মহারা হয়! সে কিছুই চায় না, চায় শুধু সেবা—আত্মনিবেদন! সে চায় আপনা বিলাইয়া তাঁর সুখভোগ সম্পাদন। সে চুলচেরা বিচার চায় না, সে যাগ যজ্ঞ, ব্রত তপস্যার অপেক্ষা রাখে না। সে আত্মরতি, পররতি, উপপত্তি, প্রতিপত্তির কিছুই

জানে না। সে চায় সবল সহজ ভাবে আপনা বিলাইয়া ভালবাসিতে, তাহাতেই ভাবের আধিক্যে অশ্রু কম্প পুলকে তাহার যে আনন্দের উদয় হয়, তাহা লীলা-মনুজ ভিন্ন আর কাহারই বোধগম্য নহে।

কলির মানুষের পরমায়ু অল্প। জ্ঞান বা কর্ম্মফল লাভের তাহার সময় বা সুযোগ নাই। তজ্জন্য ভক্তি পথই তাহার একমাত্র অবলম্ব্য।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্॥

আমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বভূতের পরমেশ্বর স্বরূপ পরমার্থ তত্ত্ব না জানিয়া, আমার মনুষ্য মূর্ত্তিতে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে।

সুতরাং তাঁহার লীলা প্রকাশক মনুষ্য মূর্ত্তিই কলির জীবের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার লীলাগুণগান, শ্রবণকীর্ত্তনাদিই সর্ব্ব তপস্যার সার। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, মূঢ়গণ পরমার্থ তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহার মনুষ্য মূর্ত্তিকে অবজ্ঞা করে। আমরা কলির জীব, ওজঃ বিহীন হইয়া তাঁহার নিরাকার রূপ চিন্তা করিতে পারি না। তাই তিনি কৃপাপূর্ব্বক মায়া-মনুজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার লীলারূপ অবলম্বন প্রদান করত কৃতার্থ করিয়াছেন। আমরা যেমন মোটা মানুষ, তেমনই মোটা ভাবেই চলিতে হইবে। লীলামাধুর্য্য স্মরণ কীর্ত্তন শ্রবণাদিতেই জীবের সর্ব্ব সাফল্যের উদয় হইবে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকাদি দ্বারা তাঁহার লীলা উপলব্ধি কর, স্থূলতঃ তাঁহার সেবা পূজায় শরীর মন নিয়োগ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ কর। তুমি যেমন স্থূল জীব, তেমন স্থূলভাবেই হস্তাদির দ্বারা তাঁহার সেবা কর; এই সেবা অভ্যাস হইলেই তোমার সর্ব্ব সাফল্য। তখন যোগীধ্যেয়ং পরমপদং তোমার তুচ্ছ হইবে। তোমার সে ভাবের সমকক্ষ হইতে যোগীরও কত যুগ চলিয়া যাইবে।

অতএব **লীলা প্রকাশক মূর্ত্তির প্রতি** আত্মনিবেদনে শ্রবণকীর্ত্তনাদি লীলাগুণগানে **ভক্তি অর্পণই সাধনার একমাত্র সহজ পথ।**

শ্রীগোপালস্তোত্রম্ ।

নারদ উবাচ ।

নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনম্ ।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপাল-রূপিণম্ ॥ ১
স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধ নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্ ।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধ-বনমালা-বিভূষিতম্ ॥ ২
গণ্ডমণ্ডল-সংসর্গি চলৎকুঞ্চিত-কুন্তলম্ ।
স্থূলমুক্তাফলোদার-হার-দ্যোতিত বক্ষসম্ ॥ ৩
হেমাঙ্গদ-তুলাকোটিকিরীটোজ্জ্বল-বিগ্রহম্ ।
মন্দ-মারুতসংক্ষোভ-চলিতাম্বরসঞ্চয়ম্ ॥ ৪
রুচিরৌষ্ঠপুটন্যস্তবংশীমধুর-নিঃস্বনৈঃ ।
লসদ্গোপালিকাচেতো মোহয়ন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৫
বল্লবী-বদনাম্ভোজ-মধুপান-মধুব্রতম্ ।
ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সস্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ ৬
যৌবনোদ্ভিন্নদেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরম্
বিচিত্রাম্বরভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতম্ ॥ ৭
প্রভিন্নাঞ্জনকালিন্দী-জল-কেলিকলোৎসুকম্ ।
বোধয়ন্তং কচিদ্গোপা ব্যাহরন্তং গবাং গণম্ ॥ ৮
কালিন্দী-জলসংসর্গ-শীতলানিল-সেবিতে ।
কদম্বপাদপ-চ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে কচিৎ ॥ ৯
রত্নভূধর-সংলগ্ন-রত্নাসন-পরিগ্রহম্ ।
কল্পপাদপ-মধ্যস্থ-হেমমণ্ডপিকাগতম্ ॥ ১০
বসন্তকুসুমামোদ-সুরভীকৃত-দিঙ্মুখে ।
গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকম্ ॥ ১১
সব্যহস্ততল-ন্যস্ত-গিরিবর্য্যাতপত্রকম্ ।
খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্তমুক্তাসারঘনাঘনম্ ॥ ১২
বেণুবাদ্য-মহোল্লাস-কৃত-হুঙ্কারনিঃস্বনৈঃ ।
সবৎসৈরুন্মুখৈঃ শশ্বদ্-গোকুলৈরভিবীক্ষিতম্ ॥ ১৩

কৃষ্ণমেবানুগায়দ্ভিস্তচ্চেষ্টা বশবর্ত্তিভিঃ ।
দণ্ডপাশোদ্যতকরৈর্গোপালৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৪
নারদাদ্যৈর্মুনিশ্রেষ্ঠৈর্ব্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ।
প্রীতিসুস্নিগ্ধয়া বাচা স্তূয়মানং পরাৎপরম্ ॥ ১৫
য এনং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত্যা সংস্তৌতি মানবঃ ।
ত্রিসন্ধ্যং তস্য তুষ্টোঽসৌ দদাতি বরমীপ্সিতম্ ॥ ১৬
রাজবল্লভতামেতি ভবেৎ সর্ব্বজন-প্রিয়ঃ ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শ্রীগোপালস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

(০)-

একোঽপি কৃষ্ণস্য সকৃৎ প্রণামো, দশাশ্বমেধাবভৃতেন তুল্যঃ
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম, কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥

স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্ ।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াঽস্তু মে ॥

বাসুদেবস্য যে ভক্তাঃ শান্তাস্তদ্গতমানসাঃ ।
তেষাং দাসস্য দাসোঽহং ভবে জন্মনি জন্মনি ॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

——:(০):——

মঙ্গলাচরণ।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

শরদ্বিকচপঙ্কজশ্রিয়মতীব বিদ্বেষকং
মিলিন্দমুনিসেবিতং কুলিশকঞ্জচিহ্নাবৃতম্।
স্ফুরৎ কনকনূপুরং দলিতভক্ততাপত্রয়ং
চলদ্দ্যুতি পদদ্বয়ং হৃদিদধামি রাধাপতেঃ॥
বঙ্গবাসী প্রকাশিত গর্গ সংহিতা গোলোকখণ্ডম্। ১।১

শরৎকালীন প্রস্ফুটিত কমলশোভা বিনিন্দিত, মধুকররূপ মুনিজন সেবিত, বজ্র ও পদ্ম চিহ্নিত, সমুজ্জল সুবর্ণ নূপুরশোভিত, ভক্তজনের ত্রিতাপহারী, বিচ্ছুরিত কান্তিযুক্ত রাধাকান্তের পদদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করি।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥
বিদগ্ধ মাধব। ১।২

যাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি কোন যুগে কোন অবতার কর্ত্তৃক অর্পিত হয় নাই, সেই উন্নত উজ্জ্বলরস অর্থাৎ শৃঙ্গাররস দ্বারা পরিপুষ্ট ভক্তিরূপ সম্পত্তি সর্ব্বসাধারণ জনগণকে বিতরণ করিবার জন্য, যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি সুবর্ণ হইতেও অতি সুন্দর কান্তিযুক্ত, সেই শ্রীশচীনন্দন আপনাদিগের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হউন। (অর্থাৎ তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হউন।)

বৈষ্ণবমাত্রেই এই প্রার্থনা করেন। কারণ শ্রীশচীনন্দনের কৃপা না হইলে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বুঝিবার শক্তি লাভ হয় না।

আদি বা শৃঙ্গাররস জীবমাত্রেরই সহজাত। যে কবিতায় আদিরস নাই, সে কবিতা নীরস! জগতে যাঁহারা বড় বড় কবি, আদিরসই তাঁহাদিগকে সে সম্মানের অধিকারী করিয়াছে। অর্থাৎ জগতে আদিরস, জীব সাধারণের এত প্রিয় যে, যাঁহারা তাহার কথা এমন করিয়া বলেন, যাহাতে মৃদুমধুর স্পন্দনে অন্তরে আদিরস ঘটিত এমন একটা আনন্দের উদয় হয়, যাহা তাহাদিগকে আত্মহারা করে। এই আনন্দ লাভের মাত্রা যিনি যত বাড়াইতে পারেন, তিনি ততই বড় কবি।

জীব আদিরসের দাস। শ্রীকৃষ্ণ আদিরসের দেবতা। তিনি কেমন করিয়া জীবকে সেই আদিরসে ভাসাইয়াছেন, কেমন করিয়া সেই রসের আস্বাদ দিয়াছেন, জীব সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া কেমন করিয়া আত্মহারা হয়, এবং সেই আত্মহারার মধ্যে কেমন করিয়া ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ধন্য হইতে পারে, তাহার রীতি প্রদর্শনই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা।

জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ ব্রজলীলা সম্বন্ধে নানা কবিতা লিখিয়া আদিরসের মনোমোহন ভাব প্রকটিত করিলেও রসাস্বাদনের আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে আদিরসের বিষ নষ্ট হয় নাই; বরং তাহা শতগুণ শক্তিশালী হইয়া জীবকে আক্রমণ ও লালসা-জর্জ্জরিত করত বিষবিহ্বল করিয়া তুলিত। শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া ব্রজলীলার সেই আদিরসে কত অমৃত আছে তাহা জীবকে প্রদর্শন জন্য "আপনি আচরি" দেখাইয়াছেন যে, তাহা পরম সাধনার বস্তু। সে রসে সাধনা করিলে জীব সহজেই সিদ্ধ হয়। লালসা-বিষে জর্জ্জরিত করিয়া তাহা জীবকে নিরয়গামী করে না। যেহেতু :—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ ভাঃ।

অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

এই শুদ্ধা ভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্র ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ।

ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্মজ্ঞানযোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥ চৈঃ চঃ।

তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান হরিরীশ্বর।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ং॥ ভাঃ ২।১।৫

যাঁহারা নির্ভয় হইতে বা সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সর্ব্ববিশ্বের আত্মস্বরূপ সকলের ঈশ্বর ভগবান্ হরির লীলাগুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

ভজ ইত্যেব ধাতুঃ বৈ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তি সাধনভূয়সী॥
গরুড় পুরাণ।

ভজ ধাতু সেবা অর্থে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে; সুতরাং বিদ্বদ্গণ সেবাকেই ভক্তি বলিয়া থাকেন এবং ভক্তি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভূয়সী।

ব্রজলীলা-রস কত পবিত্র, কত মহান্, ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণ-বিরহে আকুল হইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে সহজেই তাহা উপলব্ধি হইবে। তাঁহারা বলিয়াছেন:—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহতম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ ভাঃ।

যাঁহারা এই পৃথিবীতে সন্তপ্তজনের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মাদি দেবতা কর্তৃক প্রশংসিত, কাম ও কর্ম্ম নিবারক এবং পাপনাশন, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলসাধক তোমার স্নিগ্ধ কথামৃত সবিস্তারে বর্ণন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সুকৃতী ও পূর্ব্বজন্মে বহু দান করিয়াছেন।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সে রস আস্বাদ করিয়া জীবের জন্য যে আস্বাদন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতে অতুল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্রজলীলারস পুঁথিগতই ছিল! সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা সম্বন্ধে জগতের লোক এক প্রকার বিরূপ ধারণা লইয়াই কালযাপন করিতেছিল। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধাভাব লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণরূপ আস্বাদনচ্ছলে জগৎকে ব্রজরসের অপূর্ব্ব মহিমা প্রদর্শন করেন। যে নিমিত্ত অজ্ঞ তথাকথিত শিক্ষিতগণ কৃষ্ণ নিন্দায় শতমুখ হইত, তিনি তাহাদিগের ভ্রান্তি নিরসন জন্য গম্ভীরায় যে প্রেম মহিমা প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-কলঙ্ক অপনোদন করিয়াছেন, জীব তাহা কত পুণ্যবলে গ্রহণ করিতে পারে, তাহা বলিবার সাধ্য কাহার?

কৃষ্ণ কি সাধনার বস্তু, কত প্রেমের ঠাকুর, যিনি তাহা জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন, তিনি জীবের কত আরাধ্য দেবতা, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার সামর্থ্য কাহারই নাই। তাই গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে সেই মহামহীয়ান্ অসীম অপরিমেয় প্রেমময়, অহৈতুক কৃপাসিন্ধু প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদ্দেশে হৃদয়ের সমুদয় ভক্তি প্রীতি অর্পণ করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহারা শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার পরম ভক্তগণের পদধূলির আশায় মস্তক ভূলুণ্ঠিত করত করযোড়ে এই কৃপাভিক্ষা করিতেছি, তাঁহারা জীবকে কৃষ্ণ-ভক্তি প্রদান করুন। কারণ কৃষ্ণ-ভক্তিতে তাহাদেরই অধিকার আছে। যেহেতু গৌর কৃপায় গৌর-ভক্তি না জন্মিলে কৃষ্ণ-ভক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। ভক্ত ভগবান্ এক; এবং ভক্তের কৃপাই ভগবান্ লাভের একমাত্র উপায়।

গ্রন্থ বাড়িয়া যায়, সেজন্য শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে পারিলাম না। দরিদ্রের হৃদয়ের কথা শুনিবার লোক এবং শুনাইবার অর্থ সামর্থ্যও নাই। তাই হৃদয়ের কথা হৃদয়ে রাখিলাম; তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তাঁহার অবিদিত কি আছে?

শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বারকালীলা।

———:(•):———

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব শ্রীরূপ গোস্বামীকে ইঙ্গিতে বলিলেন, দুই কৃষ্ণ। শ্রীরূপ প্রথমে তাহা ভাল বুঝিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণ নাটক লিখিয়া তাহাতে একত্রে ব্রজ মথুরা দ্বারকার লীলা বর্ণন করিতেছিলেন। মহাপ্রভুর ইঙ্গিতের পর শ্রীরূপ স্বপ্ন দেখিলেন, এক মহীয়সী পরম লাবণ্যময়ী যুবতি রমণী বলিতেছেন, আমার নাটক পৃথক কর। প্রথম দিনের স্বপ্নে তিনি তত মনোযোগ দিলেন না। পরদিন আবার সেই স্বপ্ন। তখন তিনি বুঝিলেন ইহা সত্যভামার আদেশ। আদেশ পাইয়া তিনি নাটক হইতে ব্রজ ও মথুরালীলা পৃথক করিলেন। ইহা যে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাসম্ভূত অনুপ্রেরণা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তিনি রাগাত্মিকা ভক্তি সাধনের পন্থা নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি ব্রজের কৃষ্ণকে ব্রজেই সীমাবদ্ধ করিলেন। মাধুর্য্যের অমৃতস্বরূপ—অমৃতসাগর ব্রজবালক গোপীবল্লভ কৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। তিনি ইঙ্গিতে রাগমার্গের পথিকদিগকে ব্রজ-আবেষ্টনের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিলেন এই জন্য যে, বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষ্ণলীলা অনুসরণ করিয়া দ্বারকা পর্য্যন্ত সমভাবে গমন করিতে সকলে সমর্থ

হইবে না; তাহাতে ভাবের ব্যত্যয় ঘটিবে। তাহা অপেক্ষা বরং এক এক লীলা-আবেষ্টনের মধ্যে সবদ্ধ থাকিলে ভাব ভক্তির দৃঢ়তা জন্মিবে। এবং সাধক শীঘ্র শীঘ্র আপন গন্তব্যপথে পৌঁছিতে পারিবেন।

তাহার পর সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের লীলা অবধারণ কি সহজ কথা? যে, যে রূপ রস আশ্রয় করিয়া থাকিবে, সে সেই রূপ রসই উপলব্ধি করিয়া তাহাতেই মজিয়া যাইবে। এই "মজিয়া যাওয়ার" সত্বরতা সম্পাদন জন্যই শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব দুই কৃষ্ণের কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহাব পর, যদি আমার ধারণা হয়, ব্রজপতি গোপীবল্লভ কৃষ্ণ ও যদুপতি সাম্য সংস্থাপক বিগ্রহশীল কৃষ্ণ পৃথক পৃথক; এবং আমি যদি তদ্রূপেই সেই সেই কৃষ্ণেব আরাধনা করিতে থাকি; আরাধনার্থ আমার যদি প্রবল আগ্রহ জন্মে, তবে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" সত্যে তিনি কি আমাকে সেইরূপে দেখা দিয়া আমাব মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন না?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন কতগুলি লোকে গিরগিটেব রূপ বর্ণনা করিতেছিল। কেহ বলিতেছিল সে কৃষ্ণবর্ণ; কেহ বলিতেছিল লাল; কেহ বলিতেছিল পীতবর্ণ; কেহ বলিতেছিল ধূসববর্ণ; কেহ বলিতেছিল সে নানাবর্ণ-রঞ্জিত। ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে বেশ তর্ক বিতর্ক ও বচসা হইতেছিল; কিন্তু কেহই কাহারও কথা না শুনিয়া কোন মীমাংসাই করিতে পারিতেছে না দেখিয়া, আম্রবৃক্ষতলে যে দর্জ্জি ছিল, তাহারা তাহার নিকট উপনীত হইয়া আপনাদের তর্কের কারণ জানাইলে দর্জ্জি বলিল,—তোমাদের সকলের কথাই ঠিক। যে তাহাব যে রূপ দেখিয়াছ, সে তাহাকেই সেই রূপ বলিয়া বলিতেছ। ইহাতে কোন সংশয় নাই। কারণ, সে যে বহুরূপ! সে যে ক্ষণে ক্ষণে প্রয়োজন অনুসারে রূপ বদলায়!

দর্জ্জির কথায়, রহস্য অবগত হইয়া—গূঢ়ত্ব বুঝিয়া সকলেই শান্তমনে গৃহে ফিরিল!

এইজন্য বলিতেছি, তর্কের কিছু নাই। ব্রজপতি কৃষ্ণ, যদুপতি কৃষ্ণ দুইয়ে এক; এবং একে দুই।—কেবল উপলব্ধির তারতম্য মাত্র!

তিনি বলিয়াছেন "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্—সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বান্তর্যামী! কোটী কোটী ভক্তে কোটী কোটী প্রকারে তাঁহাকে উপলব্ধি ও উপভোগ করিতেছেন! সুতরাং কে বলিবে তিনি কত প্রকার?

শ্রীচৈতন্যদেব কৌশলে যাহা বলিয়াছেন, রাগানুগা ভক্তিতে গণ্ডির আরোপ করিয়া—সীমাবদ্ধ করত তাহাকে যে তিনি কতদূর শক্তিশালিনী করিয়াছেন তাহা ভক্তেরই অনুভাব্য। রাগানুগা সাধন প্রণালীর তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

কিন্তু অন্তর্বিকাশ লক্ষ্য করিয়া জীবন-ধারাকে ব্যাহত বা বিভক্ত করিবার শক্তি, জীবনী লেখকের নাই। বাহ্য আচরণ—বাহ্য কর্ম্মস্রোতই তাহার লক্ষ্য ; কারণ,—তাহাই জীবনীর উপকরণ। আরও, বাহ্য আচরণে তাঁহার যে অখণ্ড লীলা-জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বাপর অব্যাহত !—ব্রজ হইতে দ্বারকার সীমায় সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন ! সুতরাং বাহ্যতঃ আমরা তাঁহাকে ভাগ করিতে পারিনা। অর্থাৎ কার্য্য-সীমার গণ্ডি দিয়া ব্রজপতি কৃষ্ণ ও যদুপতি কৃষ্ণ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কৃষ্ণ রচনা করিতে পারি না। কেন পারি না, তাহার বাহ্য প্রমাণেরও অভাব নাই।

প্রথমতঃ, শ্রীচৈতন্যদেবের অভিপ্রায়ই বুঝা যাউক।

রথযাত্রার দিন নৃত্য করিতে করিতে তিনি একটী শ্লোক আওড়াইয়া বিহ্বল হইতে লাগিলেন।—

> যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
> স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
> সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
> রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে॥

অর্থাৎ যিনি আমার কৌমার হরণ করিয়াছেন, ইনি আমার সেই অভিমত পতি। সেই চৈত্রমাসের রজনী, সেই বিকসিত মালতীর সৌরভযুক্ত কদম্বকাননের মন্দ মন্দ সমীরণ। আর সেই আমি। তথাপি সেই রেবানদীর তীরবর্ত্তী বেতসী তরুতলে সুরতবিধানার্থ আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

মহাপ্রভু যে ইঙ্গিত করিলেন, শ্রীরূপ তাহারই উত্তর স্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করত তালপত্রে লিখিয়া, চালে গুঁজিয়া রাখিয়া সমুদ্রস্নানে গেলেন। এ দিকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তথায় আসিয়া তালপত্রে লিখিত শ্লোকে নিজ অভিলষিত উত্তর প্রাপ্ত হইয়া বিহ্বল হইয়া আছেন। এমন সময়, স্নান সমাপন করিয়া আসিয়া

রূপ গোসাঞি আসি পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া ॥
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে।
মোর মনের কথা তুমি জানিলে কেমনে ॥
এত বলি তারে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপ গোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লইয়া ॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ॥
স্বরূপ কহেন যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥
প্রভু কহে তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ় রস বিবেচনে।
তুমি কহিও তারে গূঢ় রসাখ্যানে ॥

চরিতামৃত।

রূপের শ্লোক—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

অর্থাৎ শ্রীরাধিকা বলিতেছেন, হে সহচরি! আমার সেই প্রণয়াস্পদ শ্রীকৃষ্ণ এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। আমিও সেই রাধিকা। উভয়ের মিলন জনিত সুখও সেই। তথাপি আমার মন সেই যমুনাপুলিনবর্ত্তী বিপিন, যাহার অভ্যন্তরে মুরলীর পঞ্চমতান খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, সেই বিপিনের জন্য ব্যাকুল হইতেছে।

এই শ্লোক ও উত্তরে চৈতন্যদেবের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। যদি ব্রজপতি কৃষ্ণ ও যদুপতি কৃষ্ণ এক না হয়েন, তবে কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়া

শ্রীরাধিকার মনে এমন স্পৃহা জন্মিবে কেন? মনের মানুষ না হইলে তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ ও গুহ্যাতিগুহ্য স্পৃহাও জন্মে না।

পাঠক! প্রভাসে মিলিত নন্দ, যশোদা ও গোপীদিগের কথা যথাস্থানে পাইবেন। বহুকাল পরে তথায় পিতামাতা নন্দযশোদাকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের ক্রোড়ে বসিয়া, কৃষ্ণ অবিরাম অশ্রুধারায় বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিলেন! ধন্য ভগবান্! জীবরূপে জীবের প্রতি তোমার এত মায়া? এই জন্যই—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥"

তোমার যদি এত মায়া, তবে আমাদের কথা আর কি বলিব? যাহাহউক, ইহা কি সেই বাল্যের আত্যন্তিক অনুরক্তির নিদর্শন নহে?

তাহার পর নিভৃতকক্ষে ব্রজগোপীদিগকে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের সহিত গূঢ়ভাষণে নিরত হইলেন। তাঁহাদিগকে বলিলেন :—

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া।
গতাংশ্চিরায়িতান্ শত্রুপক্ষক্ষপণচেতসঃ॥ ভাঃ ১০।৮২।২৮।

হে সখিগণ! আমাদিগকে কি তোমরা স্মরণ কর? আত্মীয়গণের প্রিয়সাধনেচ্ছায় আমাদের অনেক বিলম্ব হইয়াছে। এখন শত্রুপক্ষ নাশের জন্যই আমাদের চিত্ত নিবিষ্ট। ইত্যাদি।

এখন পাঠক বিচার করুন, এক কৃষ্ণ, কি দুই কৃষ্ণ। এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অভিপ্রায়ও অবগত হউন।

আবার কেহ কেহ কৃষ্ণকে তিন ভাগ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, ব্রজের কৃষ্ণ,—ঐশ্বর্য্য রহিত, মাধুর্য্যপূর্ণ! অতি বড় কাজ করিলেও, অতিশয় তেজোবীর্য্য প্রকাশ করিলেও, অতি বড় শত্রুর বিনাশ সাধন করিলেও তাঁহার মাধুর্য্যের হ্রাস হয় নাই। তিনি যেমন ছোট, তেমন ছোটই ছিলেন,—রাখালত্বের উপরে উঠেন নাই! সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্যকে ঢাকিয়া, অতি ছোট দেহে, অনায়াসে—অবহেলায় অতি বড় কাজ করিয়াও ব্রজের রেণুতে আপনাকে মিশাইয়া রাখিয়া ছিলেন। ক্ষুদ্র দেহের পরিমাণে, কার্য্যের গুরুত্বের তুলনায় বিস্ময়ের অবধি না থাকিতে পারে,—কিন্তু মাধুর্য্যে সে সমুদয় কোথায় ভাসিয়া যাইত! সে দেহে—সে কার্য্যে বড়ত্বের বিন্দু বিসর্গ চিহ্নও থাকিত না!—কারণ, মানুষ বড়কে বড় ভয় করে!

বড়ত্ব ত্রিসীমা মাড়াইতে চায় না! নেহাত দায়ে না পড়িলে, কেহ বড়র কাছে যায় না। বড়ত্ব মনে পড়িলে ছোটকে অনেক ছোট হইয়া যাইতে হয়! বুকের রক্ত শুকাইয়া যায়! কি জানি যদি কিছু দোষ ঘটে। সাবধানে সতর্কে সভ্যভব্য হইয়া যাইতে হয়! কথা কহিতে জিহ্বায় জড়তা আসে! তিনি বলবান্, তিনি শাসক,—কি জানি কোন দোষে যদি অপরাধ ঘটে, তবেই ত সর্ব্বনাশ! তাই বলিতেছিলাম, লোকে বড়কে বড় ভয় করে! এত ভয় লইয়া—এত সঙ্কোচ সন্দেহ লইয়া কে বড়র কাছে যাইতে চায় বল দেখি?

শাসক শাসিতের ভাব থাকিলে মাধুর্য্যের বিকাশ হয় না! প্রাণ খুলিয়া প্রাণের আদান প্রদান চলেনা! তাই ব্রজের কৃষ্ণ মাটীর মানুষ! অত যে মহৎ কার্য্য, তাহা যেন এক একটা খেলা! যেন খেলাধূলার সাথীদের আনন্দ কৌতুক বৃদ্ধির এক একটা উপকরণ!

ওরে হাঁবে কি যে জাতীয় স্বভাব,
কিন্তু অন্তরেতে ওর বড়ই ভক্তিভাব!

এই ভাবের আস্বাদ যে পায়, সে ছোট না হইয়া থাকিতে পাবে না! সে ছোট হইয়া ছোটদের অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করে! সমানে সমানে যেমন প্রীতি প্রেমের আদান প্রদান চলে,—সর্ব্ব সামঞ্জস্যের প্রীতির উৎস খুলে, অসমানে তেমন হয় না; সবই অসমান রহিয়া যায়! অসমানে কেহই মন খুলিয়া কথা বলেনা, বলিতে পারে না। তাই ব্রজের কৃষ্ণ, সর্ব্ব বড়ত্ব—সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া পাঁচনবাড়ী হাতে লইয়া ব্রজবালকগণের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া খেলায় ধূলায়-তাহাদের সাথী। এবং সেই সঙ্গে তিনি ব্রজবাসীদিগের তাড়ন ভৎ'সনের অঙ্গীভূত হৃদয়ের বস্তু,—প্রেমের ধন! গোপদিগের অতি বড় স্নেহের প্রিয়তম সন্তান! তিনি ব্রজের গোপগোপী সখাসখীদের প্রীতি প্রেমের ভিখারী! তাই তিনি ঐশ্বর্য্য সরাইয়া রাখিতেন। ঐশ্বর্য্যে মর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই আমাদের ব্রজের কৃষ্ণ, ঐশ্বর্য্য অহঙ্কার বিরহিত রসের ভিখারী—রসিকনাগর! চুম্বন, আলিঙ্গন, আনন্দ, মান-সাধন, যাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, ঐশ্বর্য্য কি তাঁহার ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে পারে? তাই ব্রজের কৃষ্ণ মনের মানুষ, মরমের ধন!—হৃদয়ে হৃদয়ে সদা আলিঙ্গনবদ্ধ!—সরল—সুন্দর! প্রেমের ভিখারী—খাঁটী মানুষ!

রাজার ঐশ্বর্য্য, রাজ্যের প্রজাগণের ভয় বিস্ময়োৎপাদক বটে ; রাজার গাম্ভীর্য্য রাজ্যের ত্রাসোৎপাদক শান্তি সামঞ্জস্য বিধায়ক বটে ; রাজা তাহাদের নিকট পণ্য-মান্য পূজার্হ সন্দেহ নাই ; সন্দেহ সঙ্কোচ তাহাদিগকে সর্ব্বদাই বলে "নহি বিশ্বাস কর্ত্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ!" কিন্তু পুত্রকন্যাকলত্র, ভাইভগিনী, আত্মীয় স্বজনের নিকট রাজার বলবীর্য্য—গাম্ভীর্য্যের সে অধিকার নাই। পুত্র কন্যা ঘাড়ে চড়িতেছে! বন্ধু বান্ধব রহস্যালাপে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেছেন! স্ত্রী আদেশ করিতেছেন! ভাই ভগিনী, আত্মীয় স্বজন ভাল মন্দের পরামর্শচ্ছলে হিতোপদেশ পালনে বাধ্য করিতেছেন! ভয়, সঙ্কোচ, সন্দেহ, অবিশ্বাস তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। তাঁহাদের নিকট তিনি রাজা নহেন ;—পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, সখা, স্বজন। তাঁহারা তাঁহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। নগ্নসৌন্দর্য্যে তাহাদের যেমন আনন্দ, রাজ-পোষাকের ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের নিকট যেমন আদরনীয় নহে। উপাধি-পরিচ্ছদ, রাজ্যে—নগরে—বাহিরে সম্মান লাভ করে বটে, কিন্তু অন্দরে তাহার খাতির নাই। অন্দরে যে আন্তরিকতা, অন্যত্র তাহা দুর্লভ!

মহৈশ্বর্য্যশালী প্রতাপবান্ ভারতসম্রাট আকবরকে তাঁহার মাতা "আকু" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মাতার মৃত্যু হইলে আকবর বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন "হায়! আর কে আমায় "আকু" বলিয়া সস্নেহ সম্ভাষণ করিবে?"

সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যে আকবর "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া সম্পূজিত হইলেও মাতার নিকট চিরদিন সেই শিশু "আকুই" ছিলেন। আহা! সেই সম্বোধনে কি হৃদয়ভরা স্নেহের উৎসই ফুটিয়া উঠিত! জ্ঞানবান্ গুণবান্, বলবান্, ধনবান্, বিদ্বান্,—এত বিশেষণেও মাতার মন টলাইতে পারে নাই! তাঁহার নিকট তিনি চিরশিশু! সে শিশুত্ব ভিন্ন মাতার স্নেহভাণ্ডার উন্মুক্ত হয় না! এই জন্য ঐশ্বর্য্য, যে কোন অবস্থায় প্রীতিপ্রেম স্নেহ প্রভৃতি হৃদ্বৃত্তির অন্তরায়!

তাই ব্রজের কৃষ্ণ, মথুরা দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেও গোপগোপীদিগের নিকট নিরুপাধি—নিরৈশ্বর্য্য ব্রজের রাখালই রহিয়া গেলেন! কেন? তিনি যে তাঁহাদের প্রীতি-প্রেম-স্নেহের ধন! তাঁহারা কি তাঁহাকে বড় ভাবিতে পারেন? তিনি যত বড়ই হউন, সেই রাখাল! বুক চিরিয়া প্রীতিপ্রেম স্নেহ দিয়া তাঁহারা যে রাখালকে মানুষ করিয়াছেন ; কত আদরে, কত সন্তর্পণে, কত আনন্দ উৎসবে, কত সেবা শুশ্রূষায়, কত পান ভোজনে, কত বুকে কাঁধে কোলে,

কত হাস্য-পরিহাসে, সেই রাখালের অণুতে পরমাণুতে তাঁহাদের কত আবেগ উৎসাহ চিন্তা ও প্রিয়-চিকীর্ষা বিজড়িত রহিয়াছে! তাঁহারা কেমন করিয়া তাঁহাদের সেই স্নেহের পুতুল, প্রীতির দেবতা, প্রেমের মানুষকে বিরূপ ভাবিবেন? তাহা হইতে পারে না—কোনকালে হইবেও না! তাই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে রাখালরূপে সীমাবদ্ধ রহিলেন! তাই যশোদা প্রভাসেও মহাযশস্বী অদ্বিতীয় বলশালী রাজরাজেশ্বর ধুরন্ধর কৃষ্ণকে "আমার গোপাল" বলিয়া ননী মাখন খাওইয়াছিলেন!

দ্বিতীয়তঃ মথুরার কৃষ্ণ,—ব্রজ ছাড়িয়া যখন মথুরায় গেলেন, তখন ব্রজে বিরহ মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশিত হইল। চারিদিকে হাহাকার! নন্দ, যশোদা, সখা সখীদের অবিরাম ক্রন্দন! তখনও আশা, কৃষ্ণ ফিরিলেও ফিরিতে পারেন!—তখন হা হুতাশ—আবেদন নিবেদনের মর্ম্মভেদী বার্ত্তা মথুরায় পৌছিতে লাগিল! আর, তাহা ত বেশী দূরও নহে। তখনও কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজের সম্বন্ধ ছাড় ছাড় হইয়াও ছাড়ে নাই! কিন্তু নিষ্ঠুর কৃষ্ণ তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না! একান্ত অত্যক্ত হইয়া উদ্ধবকে সান্ত্বনার জন্য ব্রজে পাঠাইলেন। তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া একবারও ব্রজে পদার্পণ করিলেন না! সেই জন্য বৈষ্ণবগণ বলেন এমন নিষ্ঠুর কৃষ্ণ, ব্রজের নহেন; তাহা মথুরারই কৃষ্ণ। ব্রজের কৃষ্ণ অপ্রকাশ্যভাবে ব্রজেই রহিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে অক্রূর লইয়া গেলেন কাহাকে? নন্দাদি কাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, ব্রজাঙ্গনাগণ কাহাকে পথে বাধা দিয়াছেন? কত অনুনয় বিনয় করিয়াছেন, কত কাতরতা দেখাইয়াছেন! তিনি যে "আসিব" বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া গিয়াছেন গো!

তাহা নহে, তবে "গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"! কর্ম্মের দ্বারাই তিনি ব্রজের সহিত পার্থক্য ঘটাইয়াছেন। এই জন্য বৈষ্ণবগণ মধ্যভাগে তাঁহাকে মথুরার চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, দ্বারকার কৃষ্ণ;—মথুরায় ছিলেন, নিকটে ছিলেন, তবু কুশলবার্ত্তা মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইত। কিন্তু ক্রমশঃ যুদ্ধাদিতে ব্যাপৃত হইয়া উত্তরোত্তর রাজনীতি-বিশারদ হইয়া উঠিলেন। ব্রজের নীতি খালন করিয়া মথুরায় আসিয়াছিলেন, এবং ক্রমশঃ মথুরার নীতিও দূরে পরিহার করত রাজনীতি-বিশারদের কূটনীতি অবলম্বন করিয়া দূরে—বহুদূরে দ্বারাবতীতে গমন করিলেন। ব্রজ মথুরা চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিলেন! মথুরায় থাকিয়া তবুও উদ্ধবাদি দ্বারা ব্রজের

বার্ত্তা লইতেন, এখন একবারে ব্রজ ভুলিয়া গেলেন। এই জন্ত ইহা তৃতীয় পর্য্যায়।

তাই বলিয়া তিনি কি আমাদের পর হইয়া গেলেন? তাহা কি প্রাণ থাকিতে ভাবিতে পারা যায়? আমার সন্তান, আমার সখা, আমার বন্ধু, আমার ভ্রাতা, আমার পতি, যদি আমাকে ভুলিয়া বিদেশে উত্তরোত্তর মান সম্ভ্রম লাভ করেন, লোক মুখে তাঁহার কীর্ত্তি-কথা জগতে পরিব্যাপ্ত হয়;—জগৎ তাঁহাকে ধন্ত ধন্ত করে, তবে আমি যেমন অবস্থাতেই থাকি না কেন, তাহাতে কি আমার আনন্দ হয় না? আমি যদি স্বার্থপর না হই, আমার সুখবাঞ্ছা করিয়া তাঁহার সুখ ভুলিয়া যাই, তবেই আমি ক্ষুণ্ণ হইব। আমি যদি তাহাকে বাস্তবিকই ভালবাসি.. অন্তরের সমুদায় সদ্বৃত্তি প্রয়োগে তাঁহার মঙ্গল কামনা করি, তবে তাঁহার কীর্ত্তি কথা শুনিয়া কি আমার প্রাণ পুলকিত হইবে না? তিনি যেখানে থাকুন তিনি যে আমার! লোকে তাঁহাকে ধন্ত ধন্ত করিলে, আমিও আমাকে, তাঁহার সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া, ধন্ত মনে না করিয়া থাকিতে পারি না! সুতরাং কেমন করিয়া বলিব, তিনি আমাদের নহেন? তিনি যদি আমাদের সে কৃষ্ণ নহেন, তবে আমরা তাঁহাকে দেখিতে প্রভাসে যাইব কেন?

যেমন ভক্তপ্রবর মহাবীর হনুমান বলিয়াছিলেন,

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ॥

জানি আমি শ্রীনাথ ও জানকীনাথে কোন প্রভেদ নাই। তথাপি কমললোচন রামই আমার হৃদয়-দেবতা—আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব! সেই রূপই আমার নয়ন-মনো-মুগ্ধকর! সে রূপ ছাড়িয়া আমি অন্ত রূপ দেখিতে চাহি না,—অন্তরূপ ভাবিতে পারি না! সেই রূপে আমার মন মজিয়াছে, আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব সেই রূপে বিকাইয়াছি!

বড়জোর, তেমনই বলিতে পারি, তোমার ও পোষাক, ও ঢং, আমাদের ভাল লাগে না। তোমার রাজ-রাজেশ্বর মূর্ত্তি, তোমার রাজনীতির ছন্দ, তোমার ঐশ্বর্য্য গাম্ভীর্য্য, জগৎ সংসারের সুখের কারণ হইতে পারে; আমরাও যে উহাতে সুখী নহি, এমন নহে; তবে তোমার সেই চঞ্চলতা, তোমার সেই বংশীধ্বনি, সেই গোচারণ, সখা সখীদের প্রতি তোমার সেই প্রীতি প্রেম, তোমার সেই জোর জুলুম, তোমার সেই বিনয় নম্রতা সেই চোরের ন্তায় "কিন্তু কিন্তু" ভাব, অপরাধীর ন্তায় আত্ম-

সমর্পণ—আমাদের বড় ভাল লাগে! সেই সব ভাব অহোরাত্র আমাদের হৃদয়ে জাগরুক আছে, আমরা সে ভাব ভুলিতে পারি না, এবং জীবনে পারিবও না। আমরা আজীবন—এমন কি জন্ম জন্ম—অনন্তকাল এই ভাব লইয়া তোমার সেবা করিতে চাই! পাছে এ ভাবের ব্যতিক্রম ঘটে, পাছে আমাদের এ ভাবে আঘাত লাগে, এইজন্য আমরা তোমার নিকটস্থ হইতে ভয় পাই। কারণ শুনিতেছি তোমার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে! পাছে আমাদিগকে দেখিয়া তোমার কষ্ট হয়, তোমার স্বভাবের অভাব দেখিয়া পাছে আমাদের প্রাণে আঘাত লাগে, তোমাকে বিরূপ ভাবিয়া বসি, এইজন্য তোমার কাছে যাইতে আমাদের সাহস হয় না! নতুবা তুমি যে আমাদেরই! তাহাতে কি আর অন্যমত আছে, না অন্যরূপ ভাবিতে পারি? তবে স্বভাবের অভাব—ভাবের বৈপরীত্য কাহারই সহ্য হয় না। যে বাপ মা কোলে কাখে করিয়া সন্তানকে মানুষ করেন—যাহার বিষ্ঠা মূত্র উদরস্থ করিয়াও আনন্দে তাহার কল্যাণ কামনা করেন,—অবস্থার পরিবর্ত্তনে জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও রাজগদী প্রাপ্ত হইয়াও যে, সেই বাপ মাকে ভুলিয়া যায়; বাল্যের বন্ধু বান্ধব, সখা সখীদিগকে দেখিলেও চিনিতে পারে না; তাহাকে কি আমরা বলিতে পারি না যে, সে আর সে মানুষ নাই? তোমার মতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তুমি এখন বিশেষ বিজ্ঞ হইয়া উচ্চপদ লাভ করিয়া আমাদের সহিত কথা কহ না,—কহিতে বুঝি অপমান বোধ কর,—দেখিয়াও চিনিতে পার না! সেই জন্যই কি আমরা বলিতে পারি না, তুমি আর আমাদের সে মানুষ—সে কৃষ্ণ নহ? সেই তুমি,—সেই আমি, সেই আমরা,—কিন্তু তোমাকে দেখিয়া, তোমার এ রূপ, এ ভাব দেখিয়া আর আমাদের মন ভুলে না! ভাব-বৈপরীত্যে তুমি নূতন মানুষ হইয়াছ! তুমি আমাদের সে কৃষ্ণ ত নও। আমাদিগকে ঠেলিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছ!—আপনা আপনি পর হইয়া বসিয়া আছ! ইহাই আমাদের দুঃখ। তাই অতি দুঃখেই বলিতে হয়, তুমি আমাদের সে কৃষ্ণ নও! তুমি যখন কথা কওনা, আমাদিগের প্রতি চাওনা, আমাদের দুঃখ মনে কর না, তখন আমরা তোমার সেই বাল্যস্মৃতি লইয়া—সেই মূর্ত্তির পূজা না করিয়া যে থাকিতে পারি না! তোমাকে ত আমরা ভুলিতে পারি,না,—জীবনে ভুলিতে পারিবনা—যুগ যুগান্তেও নহে! যখন আমরা তোমার কৈশোর যৌবনে উপেক্ষিত, তখন আমরা তোমার বাল্য মূর্ত্তি লইয়াই জীবন কাটাইব। তাহাকেই সঙ্গের সাথী—গলার হার করিয়া রাখিব।

তাই বারবার বলি, তুমি আমাদের সে কৃষ্ণ নও!

পাঠক! ইহাকে বিভাগ বা বিভক্তি যাহাই বলিতে হয় বলুন। কিন্তু এমন কথা বলিতে পারেন কি যে, ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকার কৃষ্ণ পৃথক পৃথক? তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকায়, কৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য ছিল। যে স্বাতন্ত্র্যে তিনি তিন স্বতন্ত্র কৃষ্ণ হইয়াছেন!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলিতেছি ঐশ্বর্য্যই মাধুর্য্যের অন্তরায়। এই অন্তরায় দূরীকরণের জন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বৈশ্বর্য্য রহিত, ললিত কলাকুশল, ব্রজবাসীর গৃহে গৃহে উৎপাতকারী, ব্রজবাসী রাখালবালকগণের সঙ্গী, কুমারীযুবতী ব্রজাঙ্গনাগণের খেলার নিত্য সঙ্গী—তাড়ন ভৎর্সন—প্রীতিপ্রেম—আদর যত্নের লীলাপুতুল, ব্রজকুমারীগণের চরণপতিতমানভঞ্জনকারী, সহজ বালক কৃষ্ণকে আলাহিদা করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

যদিও দেখা যায়, ব্রজাঙ্গনাগণের কাতর ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া মথুরাগত কৃষ্ণ তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছেন; কংস বধের পর, মা যশোদার কৃষ্ণ-বিরহ স্মরণ করিয়া ব্রজগোপাল, পিতা নন্দকে প্রবোধ দিয়া ব্রজে পাঠাইতেছেন; এবং প্রভাসের প্রেমালাপেও সেই সম্বন্ধসূত্র অক্ষুন্ন আছে; তথাপিও তিনি ঐশ্বর্য্য রহিত কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য ব্রজের কৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠের কৃষ্ণ হইতেও উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন। এ পার্থক্য—এ বৈশিষ্ট্য-সম্মান, তিনি ভিন্ন আর জানিবার অধিকার কাহার? তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অবনত মস্তকে সকলেরই শিরোধার্য্য। তাঁহারই ইঙ্গিতে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন:—

তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ।
যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনোহর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥
সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।৩১।

"একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা গোবিন্দ কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্ত তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। রুক্মিণী-পতি কৃষ্ণের অনুগ্রহও তাঁহাদের মন হরণ করিতে পারেন না। যদিচ সিদ্ধান্ত দ্বারা দ্বারকাপতি পরব্যোমাধিপ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপী-

বল্লভ শ্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই, তথাপি গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই উৎকৃষ্ট। তিনি প্রেমময় ও প্রেমের আস্পদ।" মহাভারতের কৃষ্ণ পরব্যোমের অধিপতি বিষ্ণু। ভাগবতের কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

আরও বলেন :—আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।৯। জীব গোস্বামী বলেন,—কৃষ্ণ শব্দশ্চাত্র স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্রূপানাং চান্যেষামপি গ্রাহকঃ। "অনুকূল ভাবে যে কৃষ্ণের অনুশীলন উত্তমা ভক্তি, সে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ; এবং কৃষ্ণরূপী অন্য অন্য কৃষ্ণ।" অর্থাৎ সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর কৃষ্ণ ও মধুর কৃষ্ণে ভেদ নাই।" শ্রীশ্রীচৈতন্য কথা।

অতএব অনুকূল ভাবে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি। ব্রজে এই আনুকূল্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এখানে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের পরিপূর্ণ প্রবাহ!—কৃষ্ণ আমাদের, আমরা কৃষ্ণের!—ভয় সম্ভ্রম রহিত ভজনা,—ভালবাসা, প্রীতি, প্রেম!—অতি সহজ সাধনা। এইজন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব মাধুর্য্য-আবেষ্টক ব্রজের কৃষ্ণকে আলাহিদা করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এখন কথা এই যে, তিনি ব্রজ মথুরা ছাড়িয়া দ্বারকায় আসিলেন কেন? কথা অবশ্য আছে বৈকি! সে কথাটা এই যে, বাপের পয়সায় বড়মানুষী করিবার ছেলে তিনি নন। তিনি ব্রজে নন্দের রাজ্য-ধনৈশ্বর্য্য ঠেলিয়া মথুরায় আসিলেন; মথুরায় উগ্রসেনকে রাজা করিয়া নিজে আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

তিনি যে আদর্শ পুরুষ! তিনি কি কাহারও ভূমি সম্পত্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারেন? তিনি কাহারও রাজ্যে, এমন কি কাহারও অধিকৃত ভূমিতেও বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে, পরম অধার্ম্মিক, হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর রাক্ষস রাজার রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করিয়া ধর্ম্ম-সঙ্গতভাবে তাহাতে বসবাস করিতেও সঙ্কুচিত হইলেন। তিনি জীবনে কোন রাজার,—সে যতই অধার্ম্মিক হউক,—ধর্ম্মের নামে—রাজ্য হরণ করেন নাই। কেবল তাহাকে শাসন করিয়া রাজ্যের অমঙ্গল ও ধর্ম্ম-কণ্টক দূর করিয়াছেন। পর রাজ্য হরণ যে পাপ, তাহার আদর্শ প্রদর্শনই যে তাঁহার কার্য্য! সেই জন্য তিনি সমুদ্রগর্ভস্থ জনমানব শূন্য দ্বারাবতী দ্বীপে রাজপুরী নির্ম্মাণ করাইয়া বসবাস করিতে ইচ্ছা করিলেন। বোধ হয়, ইহাই তাঁহার আন্তরিক কামনা। বাহিরে সে কামনা, যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিয়েছি। যাঁহারা স্বাধীন, তাঁহারা

পরানুবর্ত্তিতা আদৌ সহ্য করিতে পারেন না। পররাজ্যের আকাশ বাতাসও যেন তাঁহাদের কেমন কেমন লাগে! আর যিনি জগতের আদর্শ-পুরুষ, যিনি জগতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের আদর্শ প্রদর্শন করিতে আসিয়াছেন, তিনি কি পররাজ্যের পর আইনে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন? তাঁহাকে যে আদর্শ রীতিনীতি—আইন গড়িতে হইবে। সুতরাং তিনি কেমন করিয়া অন্যের রাজ্যে বাস করিবেন? আবার, যদি তিনি অন্যের রাজ্যে বাস করেন, তবে হয় ত তাঁহার জন্য তাহাকেও শঙ্কিত থাকিতে হইবে। ইহাও অধর্ম্ম। কারণ তাহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে! জগতের শিক্ষক—আদর্শ পুরুষ কি ঘুর্ণাক্ষরেও কাহারও স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারেন? তাই তিনি পররাজ্যের বহির্ভূত সাগর বেষ্টিত-ভূভাগে পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া বসবাসের ইচ্ছা করিলেন। যেমন ইচ্ছা, অমনি ইচ্ছার অনুকূল কর্ম্মস্রোতও আসিয়া পৌঁছিল।

-(•)-

দ্বারাবতী-পুরী নির্ম্মাণ।

জরাসন্ধ পুনঃপুনঃ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও বহু অক্ষৌহিনী সৈন্যসহ সপ্তদশবার যাদবগণকে আক্রমণ এবং পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। কৃষ্ণ তাহাকে পরাজিত করিয়াও নিহত না করায়, সে পুনঃপুনঃ সৈন্য সংগ্রহ করত কৃষ্ণ-রূপ অনলে তাহাদিগকে আহুতি দান করিতে লাগিল! কৃষ্ণও তাহাই চাহেন। ভূভার হরণ জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপে কৃষ্ণ, যে সমুদয় সৈন্য ও বীরগণকে সংহার করিয়াছেন বোধহয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাহার একাংশ সৈন্যও সমাবিষ্ট হয় নাই।

যাহা হউক, জরাসন্ধ এইরূপে যত পরাজিত হয়, ততই তাহার ক্রোধ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। ততই সে ছলে বলে কৌশলে বহু রাজাকে বশীভূত ও সুহৃদ্রূপে তাহার রাজ্যের সৈন্যসমেত তাহাকেও যুদ্ধে অবতরণ করাইয়া বলবত্তা প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে সৈন্য সংগ্রহ করত জরাসন্ধ অষ্টাদশমবার মথুরা আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় কালযবন নামক এক মহাবলপরাক্রান্ত বীর মর্ত্ত্যভূমিতে পরাক্রমশালী সমযোদ্ধা অবলোকন না করিয়া দুঃখিত হইলে, রঙ্গপ্রিয় দেবর্ষি নারদ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান জন্য বৃষ্ণিগণকে তাহার সমকক্ষ বীর বলিয়া বিজ্ঞাপন করিলে, সে তিনকোটী ম্লেচ্ছ-সৈন্য লইয়া যাদবগণকে আক্রমণ ও পুরী অবরোধ করিল।

কৃষ্ণ সহসা এই মহাবিপদ দেখিয়া বলদেবকে বলিলেন, কালযবনের এইরূপ আক্রমণের সংবাদ শুনিলে জরাসন্ধ সুযোগ বুঝিয়া অচিরে আক্রমণ করিবে। তাহা হইলে আমরা উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইব। এবং আমরা উভয়ে কাল যবনের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলে বলবান্ জরাসন্ধ, হয় যদুগণকে বিনাশ করিবে, না হয় ধরিয়া লইয়া যাইবে। অতএব অদ্যই মানবগণের দুরধিগম্য সাগর-বেষ্টিত একটী পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বান্ধবগণকে স্থাপন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা লীলা   দ্বারকাপুরী।   ১৪ পৃষ্ঠা।
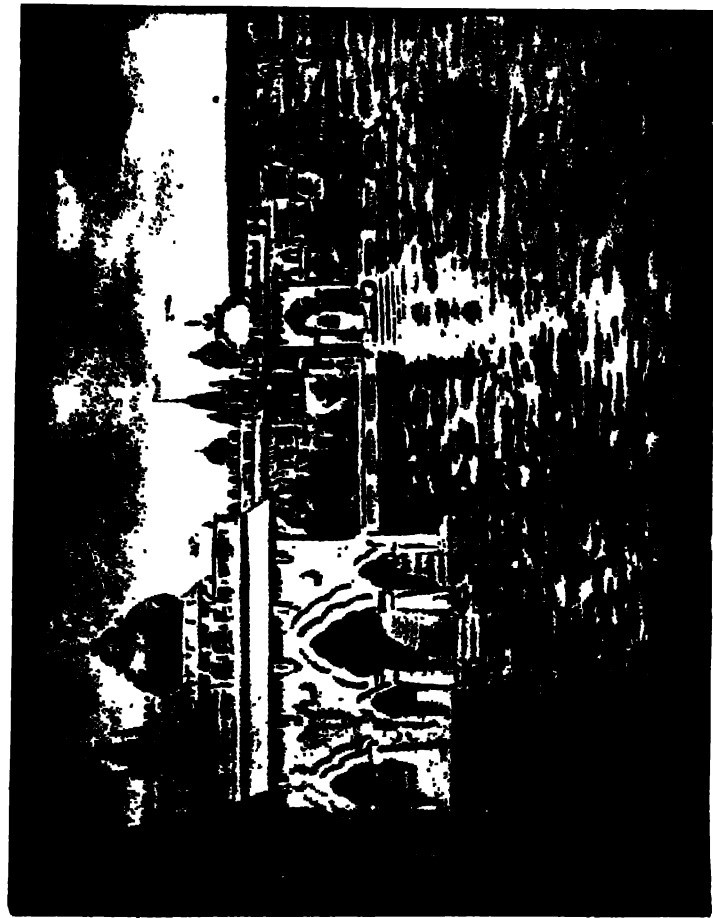
ইহা বলিয়া তিনি সমুদ্র মধ্যে দ্বাদশ যোজন পরিমিত স্থানে দুর্গ এবং তন্মধ্যে অদ্ভুত নগর নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে বিশ্বকর্ম্মার বিজ্ঞান ও শিল্প নৈপুণ্য দৃষ্টি-গোচর হইতে লাগিল। বাস গৃহ নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান রাখিয়া রাজমার্গ এবং অঙ্গন সকল সুনির্ম্মিত হইল। স্থানে স্থানে দেবতরু, লতা সমন্বিত বহু বহু উদ্যান ও উপবন, এবং অভ্রস্পর্শী স্বর্ণচূড় স্ফটিক নির্ম্মিত সৌম সৌধরাজি, অত্যুচ্চ বিশাল স্তম্ভাদি পরিশোভিত তোরণবৃন্দ সমলঙ্কৃত হইয়া দর্শককে অতুলানন্দ দান করিতে লাগিল। লৌহ ও পিত্তল নির্ম্মিত অশ্ব ও বন্ধনশালা এবং স্বর্ণকুম্ভ পরিশোভিত পদ্মরাগাদি মণি নির্ম্মিত শিখর, মহামারকততল-বিশিষ্ট সুবর্ণময় গৃহ সমূহ নগরীর অপূর্ব্ব শোভা সম্পদ পরিবর্দ্ধিত করিয়া ভূতলে ইন্দ্রপুরীকেও সৌন্দর্য্যে লজ্জা প্রদান করিতে লাগিল!

নগরের চারিপার্শ্বে বাস্তু ও গ্রাম্য দেবতা সমূহের গৃহ, চন্দ্রশালাদি পরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি-বর্ণের জনমণ্ডলী নগরের চারিদিক পরিব্যাপ্ত করিয়া আনন্দে বসবাস করিতে লাগিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র তথায় দেবসভা ও পারিজাত বৃক্ষ প্রেরণ করিলেন। সেখানে বাস করিয়া মানবগণ মর্ত্ত্যধর্ম্ম (ক্ষুৎপিপাসাদি ও অপমৃত্যু) হইতে বিমুক্ত হইলেন।

বরুণ মনের ন্যায় দ্রুতগামী শ্যামবর্ণ, একবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট বহু অশ্ব, কুবের অষ্টনিধি এবং লোকপাল সকল স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য উপহার প্রদান করিলেন! ভগবান্ অন্যান্য সিদ্ধগণকে অধিকার সাধন জন্য যে যে আধিপত্য দান করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আনন্দ সহকারে ভূতলে অবতীর্ণ সিদ্ধেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিকে সেই সমুদয় প্রত্যর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দ্বারকাপুরী সর্ব্ব সম্পদের আকর হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ ভক্ত-দুঃখহারী হরি, যোগপ্রভাবে সকলের অজ্ঞাতসারে আপন বন্ধুগণকে আকর্ষণ ও সেই দুর্গমধ্যে স্থাপন করত মথুরায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বলদেবের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলিলেন "আপনি এইস্থানে থাকিয়া প্রজাপালন করুন, আমি কাল যবনকে বিনাশ করিয়া আসি।" ইহা বলিয়া তিনি পদ্মমালী ও নিরায়ুধ হইয়া পুরদ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন।

কাল যবন বধ।

——:(•):——

লোভের সম্মুখে যদি ফাঁদ পাতা যায়,
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়?

সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, শ্যামসুন্দর, পীতপট্টবাস, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, কৌস্তভ-পরিশোভিত সুবিশাল-বক্ষঃ, কম্বুগ্রীব, দীর্ঘস্থূল চতুর্ব্বাহু, নবোদগত কোকনদ সদৃশ রক্তরাগ রঞ্জিত প্রসন্নোজ্জ্বল নয়ন, ভুবন মনোহর সুশুভ্রহাস্য, মকর-কুণ্ডল সমলঙ্কৃত মুখারবিন্দ, দিব্যগন্ধোদ্ভাসিত বনমালী মহান্ পুরুষকে পুরী নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া কালযবন তাঁহাকে দেবর্ষি নারদ বর্ণিত মুকুন্দ বলিয়াই অবধারণ করিল। এবং তাঁহাকে নিরস্ত্র ও পাদচারী দেখিয়া "আমিও নিরস্ত্র ও পাদচারী হইয়া ইহার সহিত যুদ্ধ করিব!" এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া যোগীগণের দুষ্প্রাপ্য রণবিমুখ কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল।

সেই নবনীত কোমল, নবঘনশ্যাম অজাতশত্রু নবীনকিশোর মুকুন্দকে দর্শন করিয়া তাহার সমর-কণ্ডূয়ন প্রবল হইয়া উঠিল। সে সেই কুসুম-পেলবাঙ্গ নবীন বালককে দর্শন করিয়া অতি সুলভ বিজয়াশার লোভে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে দেবর্ষি নারদের পিতৃপিতামহকেও যে কত পিণ্ড প্রদান করিল তাহার ইয়ত্তা নাই! কারণ, সে দেখিল, নারদ তাহাকে ঠকাইয়াছে। যেহেতু একটা অর্ব্বাচীন দুগ্ধপোষ্য শিশুর সহিত যুদ্ধে আহ্বান করাইয়া লোক সমাজে তাহাকে উপহাসাস্পদ করানই তাহার উদ্দেশ্য! আচ্ছা, অগ্রে এই মলয়জ-শীতল, বিচিত্র বেশভূষাধারী অপূর্ব্ব বিলাসী, নবীন বনমালীকে যমালয়ে প্রেরণ করা যাক, তাহার পর নারদকে তাহার তীব্র পরিহাসের মর্ম্ম ভাল করিয়াই বুঝাইব! যাহাকে এক চপেটাঘাতেই যমালয়ে প্রেরণ করা যায়, তাহার সহিত যুদ্ধের জন্য তিন কোটী সৈন্য সমাবেশ!—ছি ছি কি লজ্জার কথা! শুধু লজ্জা? লাঞ্ছনাও ত কম নহে! এত অশ্ব, রথ, গজ, শিবির, রসদ, সৈন্যসজ্জা, এত উদ্যোগ আয়োজন! বাস্তবিকই বিচিত্র পরিহাস! মশা মারিতে কামান পাতা!

ইত্যাদি কল্পনা যতই প্রবল হইতে লাগিল, দেবর্ষি নারদের পিতৃহৃদয়ও ততই উদ্বেল হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারও আর সময় নাই। মায়া-মৃগের মত লোভ দেখাইয়া তিনি তাহার সমর-কণ্ডূতি প্রবর্দ্ধন জন্য অতি নিকটস্থ হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যবনেশ্বর কালযবন আশায় উৎফুল্ল হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণ মাত্র একহাত ব্যবধান দেখাইয়া গমন করিতে লাগিলেন। সে যতই তাঁহাকে ধরিতে না পারে ততই আগ্রহের সহিত দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া উত্তেজিত হইয়া বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করে। শ্রীকৃষ্ণ তখন যেন হঠাৎ একটু সরিয়া গেলেন, এইরূপ ভাব দেখাইয়া, সেইরূপ ব্যবধানে চলিতে লাগিলেন। কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া যবন অধিকতর ক্রোধে দ্বিগুণ উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া "ধরিলেই এই কাপুরুষকে নখে ছিঁড়িয়া ফেলিব" এইরূপ সংকল্প করিয়া তীরবেগে ছুটিতে লাগিল।

অচিন্ত্য-লীলাময় হরি তাহাকে এই প্রকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশে লইয়া গিয়া এক পর্ব্বত গুহাভ্যন্তরে প্রবেশের উপক্রম করিলে, যবন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ওহে! যদুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কাপুরুষের ন্যায় তোমার এইপ্রকারে পলায়ন সঙ্গত নহে।" শ্রীকৃষ্ণ এই তিরস্কারের কোন উত্তর না দিয়া বা ফিরিয়া না চাহিয়া বেগে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, কালযবনও তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত কোন পুরুষকে তথায় দেখিয়া বলিল—"এই ধূর্ত্ত আমাকে এত দূরে আনয়ন করিয়া সাধুর ন্যায় এইখানে শয়ন করিয়া আছে।" ইহা বলিয়াই ক্রোধোন্মত্ত প্রতিদ্বন্দ্ব্যানুসন্ধিৎসু অদ্বিতীয়-বীরা-হঙ্কার যবনেশ্বর, বাসুদেব ভ্রমে সেই নিদ্রিত পুরুষকে ভীষণ বলে, পদাঘাত করিলে, দীর্ঘকাল নিদ্রিত সেই ব্যক্তি অত্যন্ত আহত হইয়া সক্রোধে সহসা চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক পার্শ্বস্থ কালযবনকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। তাঁহার সেই রোষকষায়িত তীব্র দৃষ্টি সম্ভূত প্রচণ্ড অগ্নি, নিমিষ মধ্যে সেই দাম্ভিক যবনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। পাপও শেষ মুহূর্ত্তে দেখিয়া গেল যে, ধন জনের অহঙ্কার, তেজোবীর্য্যের অহঙ্কার, জীবন যৌবনের অহঙ্কার, কালের এক ফুৎকারে নিমিষে কোথায় মিশিয়া যায়।

কবি বলিয়াছেন :—

ধন জন যৌবনের গর্ব্ব কর মন,
জান না যে নিমিষে হবে সকলি শমন।

ইক্ষ্বাকু বংশীয় মান্ধাতা তনয় বেদ-ব্রাহ্মণ-হিতকারী সত্যসন্ধ রাজা মুচুকুন্দ দেবগণের প্রার্থনায় স্বর্গরাজ্যে গমন করত বহুকাল দেবারি অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের রক্ষা করেন। অনন্তর দেবগণ স্বর্গলোক পালক কার্ত্তিকেয়কে পাইয়া অতি শ্রান্ত মুচুকুন্দকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ, করিলে দেবদত্ত নিদ্রা লাভ করিয়া তিনি ঐ গুহা মধ্যে প্রবেশ করত নিদ্রিত হয়েন। দেবতারা তাঁহাকে ইহাও বর দেন যে, যে অসময়ে নিদ্রা ভাঙ্গাইবে, সে আপনার দৃষ্টিপাত মাত্রেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে!

শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে মুচুকুন্দ কর্ত্তৃক কালযবন নিহত হইলে ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী হরি তাঁহাকে দর্শন দানে আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। মুচুকুন্দ নবজলধরশ্যাম, পীতপট্টবসন, শ্রীবৎসকৌস্তুভশোভন, চতুর্ভুজ, বৈজয়ন্তীমাল্যধর উৎফুল্লানন, মকরকুণ্ডলধারী, সপ্রেমহাস্য-নিরীক্ষণ, নবকিশোরনটবর, মত্তমাতঙ্গ-বলশালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নরোত্তম পুরুষের অত্যুজ্জ্বল অঙ্গজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া আনন্দ, ভক্তি ও সম্ভ্রম-শঙ্কায় আকুল হইয়া নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন ""রাজন্! আমার জন্ম কর্ম্ম নাম অনন্ত বলিয়া আমিই তাহা গণনায় শেষ করিতে পারি নাই; অন্যে কি প্রকারে তাহা নির্দ্ধারণ করিবে? বহু জন্মের চেষ্টায় কেহ পৃথিবীর ধূলিকণার পরিমাণ করিলেও করিতে পারে; কিন্তু আমার গুণ, কর্ম্ম, নাম ও জন্মাদির পরিমাণ কেহই করিতে পারে না।

ধর্ম্মরক্ষা ও পৃথিবীর ভার হরণের জন্য ব্রহ্মা প্রার্থনা করিলে তাঁহার প্রার্থনায় আমি যদুকুলে বসুদেব গৃহে আবির্ভূত হইয়াছি; এইজন্য লোকে আমাকে বাসুদেব বলে। কালনেমী ও কংস আমা কর্ত্তৃকই নিহত হইয়াছে। সাধুগণের অনিষ্টকারী প্রলম্বাদি অসুরকেও আমি বিনাশ করিয়াছি। আমারই কৌশলে আপনার উগ্রদৃষ্টি দ্বারা এই কালযবন বিনষ্ট হইল। পূর্ব্বে আপনি ভক্তবৎসল বলিয়া অনেক প্রার্থনা করিয়াছেন, আপনার আনন্দের নিমিত্তই আমি এই গুহায় আসিয়াছি।

হে রাজন! বর প্রার্থনা করুন; আমি সকল রকম অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি। প্রার্থনা করিয়া আমাকে পাইলে কোন জীব আর কষ্ট পায় না।"

মুচুকুন্দ দেবাদিদেব শ্রীনারায়ণ আসিয়াছেন জানিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন:—

"হে ভগবন! আপনার মায়ায় মুগ্ধ নরনারী অনর্থকেই অর্থ মনে করিয়া সুখের আশায় সংসারে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে। কিন্তু উত্তরোত্তর দুঃখ ভিন্ন সুখ পায় না। এই কর্ম্মভূমিতে অতি ভাগ্যবলে, ভগবৎ কৃপায় জীব অবিকলাঙ্গ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া লোভ বশে অসদ্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া, তৃণ লোভে অন্ধকূপে পতিত পশুর ন্যায় গৃহ পুত্রাদির মমতায় অধঃপতিত হয়; আপনার শ্রীচরণ ভজনা করে না।

হে অজিত! রাজ্যধন সম্পদাদির গর্ব্বে গর্ব্বিত, দেহাত্মবুদ্ধিযুক্ত, স্ত্রী পুত্রাদির মায়ামুগ্ধ অত্যাসক্ত নৃপতি যে আমি, আমার এতাবৎকাল অসৎ চিন্তায় অকারণ অতিবাহিত হইয়াছে। ক্ষণভঙ্গুর ঘট-সদৃশ এই দেহে "আমি রাজা" এই অভিমানে কত শত সহস্র হস্ত্যশ্বরথপদাতি পরিবৃত হইয়া ভগবানকে উপেক্ষা করত অহঙ্কারে পৃথিবী পর্য্যটনে অকারণ অমূল্য সময় যাপন করিয়াছি। যে ব্যক্তি নিত্য নব নব বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষায় ভগবন্নাম একবারও মনে করে না; আবার একবার ভোগসুখ পাইলে পুনরায় অভিনব ভোগবাঞ্ছা করে, তাদৃশ ব্যক্তিকে, জিহ্বা লেহনে ক্ষুধার্ত্ত কালসর্পের মূষিক গ্রহণবৎ কালরূপী আপনিও তাহাকে সহসা গ্রহণ করিয়া তাহার ভোগাকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করিয়া দেন। যে দেহ কত সোহাগে, কত যত্নে লালিত পালিত, হীরা, মণি মাণিক্য ভূষিত, হস্ত্যশ্বরথবাহিত, ভোগবিলাস-সেবিত হইয়া কত আদর অভ্যর্থনা, কত বীরত্ব পৌরুষ, কত মান সম্ভ্রম লাভ করিয়াছে, সেই দেহই ভবদীয় অমোঘ কালশক্তি প্রভাবে প্রাণিগণের উদরস্থ হইলে মলমূত্র, প্রোথিত হইলে কীট এবং দগ্ধ হইলে ভস্মরূপে পরিণত হয়। হে নাথ! যে দিগ্বিজয়ী জগতের নৃপতিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়, সে ঐ প্রকার অত্যুচ্চ সম্মান লাভ করিয়াও মায়াবশে সুখ দুঃখাদি সঙ্কুল গৃহে স্ত্রী-পরতন্ত্র হইয়া পরিচালিত হয়! তাহার বলবীর্য্য, যশঃশ্রী অনায়াসেই মায়াবিনী স্ত্রী করতলগত করিয়া জ্ঞানবৈরাগ্যকে চিরান্ধকারে নিমগ্ন করে। সে ভগবান ভুলিয়া স্ত্রীর নিকট পরাজিত হয়!

কেহ কেহ জ্ঞান বৈরাগ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভের কামনায় ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও দানাদি কার্য্যে রত হইয়া আকাঙ্ক্ষা-মরীচিকায় জীবন বিসর্জ্জন করত ভোগ-তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত হয়! সুতরাং প্রকৃত সুখ পায় না!

হে ভগবন্! যখন সংসার-ভ্রমণকারীর পাপ ক্ষয় হইয়া আসে, তখনই তাহার

সৎসঙ্গ লাভ হয়। অনন্তর সেই পুণ্যফলে ভক্তজনপ্রিয় পরাৎপর পরমেশ্বর আপনাতে মতি হয়। নৃপতিগণ রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করিবার জন্য গহন বন বা পর্ব্বতকন্দরে একান্তমনে তপস্যা করিয়া তাহা অর্জ্জন করেন। কিন্তু হে সর্ব্বেশ্বর! আমার প্রতি আপনার বিশেষ কৃপায় তাহা অনায়াসেই নিবৃত্ত হইয়াছে। প্রভো! পরম ভক্তগণের একান্ত প্রার্থনীয় আপনার শ্রীচরণ সেবা ভিন্ন আর কোন প্রার্থনাই আমার নাই। আপনাকে লাভ করিয়া আর কোন্ ভাগ্যবান্ বন্ধন-সাধক বর প্রার্থনা করে? রজস্তঃমগুণের কথা দূরে যাউক, সত্ত্বগুণাত্মিকা কামনাও বন্ধন! তাহাও প্রার্থনা করি না; কেবল ত্রিগুণাতীত শ্রীচরণ সেবাই কামনা করি।

হে আশ্রিত জনপালক পরমাত্মন্ প্রভো! এই কর্ম্মভূমিতে দীর্ঘকাল ভোগ বাসনায় অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়রূপ পরম শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া কর্ম্মফল ভোগে নিপীড়িত ছিলাম, এক্ষণে একান্ত দৈব বশতঃ জনন মরণ শঙ্কা শূন্য অমৃত স্বরূপ আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় পাইয়া শান্তি লাভ করিলাম। হে নাথ! আর যেন ভোগ-বাসনারূপ কুম্ভিপাকে পড়িয়া চরণ ছাড়া না হই। আমায় এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

রাজা মুচুকুন্দের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ;— হে মহারাজ! আমি বহু বহু বরদানের লোভ প্রদর্শন করিলেও তোমার মতি তাহাতে প্রলুব্ধ হইল না দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তোমার মতি অতি নির্ম্মল ও বাসনাকুল শূন্য। তোমাকে যে সমুদয় বরদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। তাহা তোমার নির্ম্মল স্বভাবের পুরস্কার স্বরূপ ;—পতনের নিয়ামক নহে। কারণ একান্ত ভক্তগণের চিত্ত কখনও ভোগ-বাসনায় আসক্ত ও কলুষিত হয় না। হে রাজন্! অভক্ত অষ্টাঙ্গ যোগানুষ্ঠানকারীর চিত্ত প্রাণায়ামাদি দ্বারা আমাতে অভিনিবিষ্ট হইলেও বাসনা শূন্য নহে। সেইজন্য ভোগাদির সম্ভাবনা উপস্থিত হইলেও তাহাদের চিত্ত কখনও কখনও ভোগ স্পৃহায় চঞ্চল হইয়া উঠে!

প্রকৃত ভক্ত, আমাতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া অতি দীনহীনভাবে সতত আমার কৃপালাভেরই আকাঙ্ক্ষা করে।

তুমি আমাতে মতি রাখিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ কর। আশীর্ব্বাদ করি আমাতে তোমার এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তি চিরকালই থাকুক।

রাজন! তুমি ক্ষাত্রধর্মানুযায়ী মৃগয়া ব্যপদেশে বহু জন্তু বিনাশ করিয়াছ অতএব আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাতে মন রাখিয়া তপস্যা দ্বারা সেই সমুদয় হিংসা জনিত পাপ ক্ষয় কর। পরজন্মে তুমি সর্ব্বভূতের সুহৃত্তম পরম শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া আমাকেই পাইবে।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন ;—"লাউ কুমড়ার আগে ফল, তার পর ফুল হয়।" অর্থাৎ আগে তিনি মহাত্মারাব দর্শন লাভে কৃতকৃতার্থ হয়েন, পরে তপস্যা করেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণও তাহাই বলিতেছেন। মুচুকুন্দ তাঁহার দর্শন লাভে কৃতকৃতার্থ হইলেও তিনি পাপক্ষয়ের জন্য তপস্যা করিতে উপদেশ দিলেন। অতএব কর্ম্মক্ষয় না হইলেও যে ভগবৎ প্রাপ্তি না ঘটে, বুঝি তাহা নহে। ভগবৎ কৃপাই জীবের ভাগ্য-মূল। তাঁহার ইচ্ছাতেই সব হয়। ফুল হইতে ফল হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু লাউ কুমড়াদিতে তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভগবৎ কৃপাকে বালকের ইচ্ছার সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—বালক আপনার পরিধেয় বস্ত্রটী বগলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কত লোক তাহার সেই কাপড় চাহিতেছে, সে তাহাদিগকে দিতেছে না ; বরং কাপড় ধরিয়া টানিলে চীৎকার করিয়া কাঁদে! আবার এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে, সে তাহাকে কাপড় চাহে নাই, হয় ত তাহার কাপড়ের প্রতি সে লক্ষ্যও করে নাই, বালক দৌড়িয়া গিয়া তাহার হাতে কাপড় দিয়া তাহাকে বিপুল আনন্দিত করিল!" ভগবানের স্বভাবও ঠিক বালকের মত। কখন কাহার প্রতি কৃপা করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে, যেমন বালকের সম্মুখস্থ পথ দিয়া গমন করায় পথিক অযাচিত হইলেও বস্ত্র পায়, তদ্রূপ যাঁহারা ভগবানের সম্মুখস্থ পথের পথিক, ভগবান্ তাঁহাদিগকে কৃপা করিলেও করিতে পারেন। জীব ভগবানের কৃপালাভের বাঞ্ছা করিলে তাহাকে তাঁহার সান্নিধ্য-লাভ পথের পথিক হইতে হইবে।

তাহা যাহাই হউক, সমস্যা কিন্তু কর্ম্মের! ভগবদ্দর্শন লাভ হইলেও কর্ম্মকের ঘুচাইতে জীবকেই কর্ম্ম করিতে হইবে! ভগবান্ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ! কারণ সে কর্ম্মই যে ভগবল্লাভের বিদ্যা!—তাহার মূল সূত্র!—মূল মন্ত্র! সে বিদ্যা না শিখিলে যে, এ বিদ্যা আয়ত্ত হয় না—ইহার লাভ লোকসান জানা যায় না। তাই ভগবান্ দয়া করিয়াও তাহাকে প্রস্তুত করিবার

জন্য—তাহাকে দয়ার মর্যাদা বুঝাইবার জন্য—তাহাকে, দয়ার সদ্ব্যবহারের নিমিত্ত. কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় করিতে আদেশ দেন।

কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান না পারেন কি? তাঁহার ইচ্ছায় কি কর্ম্ম ক্ষয় হয় না?—তিনি কি লৌহকে স্বর্ণ করিতে পারেন না? পারেন। তাঁহার ইচ্ছায় সবই হয়! তবে? তবে তিনি কৃপণতা করেন কেন? তিনি যে দয়াময়! ভক্তকে আনন্দ দানই যে তাঁহার উদ্দেশ্য! ভক্ত অণুতে অণুতে পরমাণুতে পরমাণুতে আনন্দে ডগমগ হউক, ইহাই যে তাঁহার ইচ্ছা! তাই তিনি তাহাকে চিনি করিতে নারাজ! ভক্ত যে চিনি হইতে চায় না;—ভক্ত যে চায়, "চিনি হওয়া চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল!"—অল্পে অল্পে আস্বাদ করিতে করিতে ভক্ত যে আনন্দ উপলব্ধি করে,—যে রসে ডুবিয়া যায়, যে আত্ম-বিহ্বলতা প্রকাশ করে, তাহাই যে তাঁহার ক্রীড়া। সে ক্রীড়ায় সচ্চিদানন্দ শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্‌ও যে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। তাই খেলার সাথী প্রস্তুত করিতে বুঝি ভগবানের এ চাতুরী! তাহা যাহাই হউক, ইহার ভিতর এমন একটা কিছু গুপ্ত রহস্য আছে! যদি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ভক্তকে চিনি করিয়া দেন, তবে তাঁহাকে আস্বাদন করিবে কে? আর সেই চিনি হওয়ায় ভক্তের সার্থকতা কি? ভগবানে যে কত রস—কত আনন্দ, তাহা তিনি ভক্তের মুখে প্রকাশ করেন। সে সন্ধান না জানিলে জীব লোলুপ হইয়া দৌড়িবে কেন? জগতের জীবকে কৃপা করিয়া সন্ধান দিবার জন্য তাই তিনি ভক্তকে তাঁহাতে মন রাখিয়া কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় করিতে উপদেশ দেন। জীব তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করুক, তাঁহার স্বরূপোলব্ধি করিবার প্রয়াসে কর্ম্মকুশল হইয়া দান ধ্যানাদি কার্য্যে নিরত হউক,—জগতে সৎ-পথের—সৎকর্ম্মের প্রদর্শক হউক, জগৎ তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া উন্নতি ও আনন্দ লাভ করুক, এই জন্যই বুঝি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ভক্তকে অমৃত দৃষ্টিতে—অমৃতনিষেকে নিষিক্ত করিয়া—গুণ কর্ম্মের অতীত করিয়াও কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মক্ষয় করিতে আদেশ করেন।

যাহা হউক, এদিকে যবন নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রত্যাগমন করিয়া নায়কহীন ম্লেচ্ছগণকে অচিরেই বিনাশ করত তাহাদের অতুল ধনরত্ন বহু মনুষ্য ও গবাদি দ্বারা দ্বারকায় প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া জরাসন্ধ মথুরায় রামকৃষ্ণকে

আক্রমণ করিলে রজপ্রিয় প্রভুদ্বয় অতি ভীতের ন্যায় ধন রত্নাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেগে দৌড়িয়া বহু দূরস্থ প্রবর্ষণ নামক পর্ব্বতের ভীষণ জঙ্গলে আত্মগোপন করিলেন।

এদিকে রামকৃষ্ণকে ভীরুর ন্যায় বেগে পলায়ন করিতে দেখিয়া জরাসন্ধের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সেও সসৈন্যে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। এবং তথায় উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতের ঘন জঙ্গল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল! গালিবর্ষণে পর্ব্বত-কান্তার ভাসাইয়া দিল! কিন্তু যখন দেখিল যে রামকৃষ্ণ তাহাতেও আত্ম প্রকাশ করিলেন না, তখন সে পর্ব্বতের চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিবার মানস করত সৈন্যগণকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিল। তাহারা বহু তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা পর্ব্বত পরিবেষ্টন করত তাহাতে অগ্নি প্রদান করিল। অগ্নি পর্ব্বত সানুদেশ হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখে অভ্রভেদী লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করত ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল দেখিয়া রামকৃষ্ণ, প্রায় একাদশ যোজন উচ্চ পর্ব্বত-গাত্র হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অগ্নি অতিক্রম করত জরাসন্ধের অজ্ঞাতসারে সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী নিজ পুরী দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে জরাসন্ধ অগ্নির উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান তেজোরাশি নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অত্যল্পকাল মধ্যে অগ্নি পর্ব্বত কান্তার গ্রাস করত শিখর দেশে আরোহণ করিল। পর্ব্বতগাত্রস্থ সমুদয় তৃণ গুল্ম, বন জঙ্গল পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল দেখিয়া, জরাসন্ধ রামকৃষ্ণ ইহাদের সহিত ভস্মসাৎ হইয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত আনন্দে সসৈন্যে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।

ভগবানের মায়া বুঝিবার সাধ্য কাহার? কেন তিনি এমন ভীরুতা প্রদর্শন করিলেন? সপ্তদশবার পুনঃপুনঃ জরাসন্ধকে পর্য্যুদস্ত করিয়া আজ কেন আপনি হারিলেন? তাহার কারণ অবশ্যই আছে। কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। বুঝি জরাসন্ধ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বাহির হইয়াছিল যে, এবার যদি রামকৃষ্ণকে পরাজিত ও সংহার করিতে না পারি তাহা হইলে জন সমাজে আর এ কালা-মুখ দেখাইব না। জরাসন্ধ বীর—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহার মরণ-সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু জরাসন্ধ মরিলে তাঁহার যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না! তাই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান বুঝি আপনি হারিয়া তাহাকে আনন্দ দান

করিলেন! বুঝি উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তার জন্য, অথবা তাহার নিধনকারীরূপে অন্য কাহাকেও যশস্বী করাইবেন সেইজন্য তাহার প্রাণদান করিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়ের প্রকার ভেদে জরাসন্ধ অত্যন্ত আনন্দিত হইল! কারণ তাহার একটীও সেনার শরীরে বিন্দুমাত্রও রক্তপাত হইল না, অথচ তাহার মহা প্রতিদ্বন্দ্বী রামকৃষ্ণ আগুণে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! জগতে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাশক্তিশালী হইয়া উঠিল! ইহা চিন্তা করিতে করিতে সে তেজোদম্ভে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা উপভোগের বিরাট কল্পনা সুখে বিস্ফারিত হইয়া রাজগণের হৃদয়ে অতি ত্রাস সঞ্চারক নানাবিধ দুষ্কার্য্য সাধনায়োজনের আশায় দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল।

যাহাহউক শ্রীকৃষ্ণের এই কৌশলে বান্ধবগণ কিছু কালের জন্য নিরুপদ্রব হইলেন। কারণ কৃষ্ণকে অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত হইতে হইবে; তাই তিনি এদিককার কার্য্য বুঝি একরূপ শেষ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা লীলা — রুক্মিণী হরণ। — ২৫ পৃষ্ঠা।

রুক্মিণী হরণ।

—:(১):—

বিদর্ভরাজ ভীষ্মক দুহিতা রুক্মিণী বিবাহযোগ্যা হইলে চারিদিক হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণকর্ম্ম রূপযৌবন, যশোবীর্য্য শ্রবণ করিয়া মোহিতা হইয়াছিলেন। ভীষ্মকরাজের পাঁচ পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ রুক্ম ব্যতীত সকলেই কৃষ্ণের গুণগ্রামে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র স্থির করিলে রুক্ম তাহাতে বাধা দিয়া দম ঘোষের পুত্র কৃষ্ণ-বিদ্বেষী চেদিরাজ শিশুপালকেই বর, নির্দ্ধারণ করিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিল।

রুক্মিণী ইহা শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন; তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোরা হইয়া চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া দিনরাত অনাহার, অনিদ্রা ও উদ্বেগে কাল যাপন করত এই উপায় স্থির করিলেন যে, পত্র লিখিয়া কৃষ্ণের নিকট এক দূত প্রেরণ করিবেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে নিলর্জ্জা ভাবিয়া কি বলিবেন তাঁহাকে গ্রহণ কি প্রত্যাখ্যান করিবেন, সেদিকে তাঁহার দৃক্‌পাত রহিল না। কৃষ্ণ-চিন্তায় বিভোরা হইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত আবেগময়ী ভাষায় পত্র লিখিলেন। পত্রের প্রতি বর্ণ, প্রতি ছত্র, প্রতি বাক্য তাঁহার হৃদয়ের প্রেমপ্রীতির অমৃত রসে পরিপূর্ণ হইয়া অঙ্কিত হইতে লাগিল।

সময় সংক্ষেপ জানিয়া এক অতি বিশ্বাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অতি গোপনে আপন হৃদয়ের ভাব জানাইয়া, বহু কাকুতি মিনতি করিয়া প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিবার জন্য অতি সত্বর দ্বারকায় যাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ দেবীর তদবস্থা অবলোকন করিয়া অতি কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে দ্বারকায় যাত্রা করিলেন।

ব্রাহ্মণ রুক্মিণীর সেই অতি বিপন্ন আগ্রহোৎকণ্ঠাকুল ভাব স্মরণ করত পথে

বিলম্ব বা বিশ্রাম না করিয়া অতি দ্রুতপদে দ্বারকায় উপনীত হইয়া কৃষ্ণ দর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে দ্বারপালগণ তাঁহাকে কৃষ্ণ সমীপে লইয়া গেল। তিনি দেখিলেন আদি পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বর্ণাসনে সমুপবিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণ ধূলিধূসরিত চরণ, অতিপথশ্রান্ত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সরল সুপ্রসন্নবদন ব্রাহ্মণকে সহসা সম্মুখে দর্শন করিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে আসন হইতে উঠিয়া আগ্রহাকুল সাদর আহ্বানে অভ্যর্থনা করত তাঁহাকে আপন আসনে উপবেশন করাইলেন।

অনন্তর পদ প্রক্ষালন, স্নানাহার ও নিদ্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের সম্যক শ্রান্তিদূর হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদ সেবা করিতে করিতে অব্যগ্রভাবে ধীরে ধীরে কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে দ্বিজবর! সর্ব্বদা প্রফুল্ল মনে থাকিয়া অক্লেশে আপনার ধর্ম্ম সাধন হইতেছে ত? কারণ, স্বধর্ম্মে অবিচল থাকিয়া ব্রাহ্মণ যদি যথালাভে সন্তুষ্ট থাকেন, তবে ঐ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই সকল কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন। অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ সুরেশ্বর হইয়াও উত্তরোত্তর কামনা পীড়ায় অতিমাত্র পীড়িত ও চঞ্চল হইয়া উঠেন। সুতরাং বহুকাল একভাবে শান্তিতে যাপন করিতে পারেন না। আর সন্তুষ্ট ব্যক্তি সাধারণ হইলেও সর্ব্বদা শান্তি লাভ করেন। যথালাভে সন্তুষ্ট, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সর্ব্বভূত হিতে রত নিরহঙ্কার, শান্ত স্বভাব সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণকে আমি অবনত মস্তকে বারম্বার প্রণাম করি।

হে ব্রাহ্মণ! আপনার কুশল ত? যে রাজার রাজ্যস্থ প্রজাকুল সুখে বাস করে, সেই রাজা আমার অতিশয় প্রিয়।

হে ব্রাহ্মণ! যেখান হইতে যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া এখানে আসিয়াছেন, যদি তাহা একান্ত গুহ্য না হয় তবে তাহা আমায় বলুন, আমি আপনার কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিব।

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পাইয়া ব্রাহ্মণ আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবৃত করিয়া রুক্মিণী প্রদত্ত পত্রখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে তিনি তাঁহাকেই পত্রখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

ব্রাহ্মণ সহানুভূতি ব্যঞ্জক করুণ স্বরে পত্রখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন :—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গ তাপং।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থ লাভং ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥
কা ত্বাং মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপবিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যং।
ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা কালে নৃসিংহ নরলোকমনোভিরামং॥
তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্ষতু চৈদ্য আরাদ্গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ॥
পূর্ত্তেষ্ট-দত্তনিয়মব্রত দেববিপ্রগুর্বর্চ্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ।
আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং গৃহ্ণাতু মে ন দমঘোষ সুতাদয়োঽন্যে॥
শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্ গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।
নির্ম্মথ্য চৈদ্যমগধেশ বলং প্রসহ্য মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্য্যশুল্কাং॥
অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধূং স্ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ং।
পূর্ব্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেব যাত্রা যস্যাং বহির্নববধূর্গিরিজামুপেয়াৎ॥
যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎ প্রসাদং জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান শতজন্মভিঃ স্যাৎ॥

১০।৫২।২৯—৩৫।

অর্থাৎ হে ভুবনসুন্দর অচ্যুত! শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়-তাপহারী আপনার গুণ এবং চক্ষুষ্মান্‌দিগের চক্ষুর প্রকৃত সার্থকতা স্বরূপ আপনার অতুলনীয় রূপ লোক মুখে শুনিয়া আমার চিত্ত লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতেই আকৃষ্ট হইয়াছে।

হে মুকুন্দ! বিবাহযোগ্যা বুদ্ধিমতী কুলশীলবতী কোন্ কন্যা, কুল, শীল, রূপ, বিদ্যা, ধন ও প্রভাবাদি দ্বারা সর্ব্বজনপ্রিয় আপনাকে নিজযোগ্য পতি বলিয়া বরণ করিতে কামনা না করে?

হে সর্ব্বশক্তিমান! আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ এবং আপনাতেই সর্ব্ব প্রকারে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া এ স্থানে আগমন পূর্ব্বক আমার পত্নী বলিয়া গ্রহণ করুন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। দেখিবেন যেন সিংহের ভোগ্য শৃগালে হরণ না করে। শিশুপাল যেন শীঘ্র আসিয়া বীরের ভোগ্যা আপনার দাসীকে স্পর্শ না করে, ইহাই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা।

যদি দমঘোষ পুত্রাদি অন্য কেহ আমায় স্পর্শ না করে, এবং যদি আমার একান্ত প্রার্থনীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমার পাণি গ্রহণ

করেন, তবেই বুঝিব কূপ, পুষ্করিণী আদি প্রতিষ্ঠা, দান নিয়ম, ব্রতোপবাস, যাগ যজ্ঞ, গুরু ও ব্রাহ্মণসজ্জনাদি দ্বারা আমার ভগবদারাধনা সার্থক হইয়াছে।

হে অজিত! কল্য বিবাহের দিন। অতএব আপনি অদ্যই প্রথমতঃ গুপ্তভাবে আগমন করুন। পশ্চাৎ সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া চেদিরাজ শিশুপাল ও মগধরাজ জরাসন্ধের সৈন্তসমুদ্র মন্থন করত বলপূর্ব্বক আমায় গ্রহণ করিয়া রাক্ষস বিধানানুসারে বিবাহ করুন। যদি বলেন "তুমি অন্তঃপুরে অবস্থান কর, তোমার বন্ধুগণকে সংহার না করিয়া কি প্রকারে তোমাকে বিবাহ করিব? তাহারও উপায় বলি,— বিবাহের পূর্ব্ব দিন আমাদের কুল-প্রথানুসারে কন্তাকে অন্তঃপুরের বহিঃস্থ কুলদেবী অম্বিকার অর্চনা করিতে পুরমহিলাগণে পরিবৃত হইয়া মহামহোৎসবে যাত্রা করিতে হয়। আপনি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ঐ সময় আমায় হরণ করিতে পারেন।

হে কমললোচন! উমাপতির ন্যায় ব্রহ্মাদি লোকপালগণ আত্মজ্ঞান পরিশুদ্ধ করিবার জন্য আপনার যে পাদপদ্ম-ধূলি প্রার্থনা করেন, যদি আমার ভাগ্যক্রমে তাহাতে বঞ্চিত হই, তবে আর জীবন ধারণের আবশ্যক কি?—ব্রত নিয়মাদি দ্বারা শরীর ক্রমশঃ কৃশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব! এবং এইরূপ শত শত জন্ম চেষ্টা করিলেও কি আপনার কৃপা হইবে না?

পত্র পাঠ শেষ হইলে ব্রাহ্মণ বলিলেন হে যদুপতে! আমি এই সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। এখন বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত চিত্তে ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, হে সৌম! রুক্মিণী যেমন আমার জন্য উৎকণ্ঠাকুলা, আমিও তদ্রূপ রুক্মিণীর জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছি। চিন্তায় রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় না। ভীষ্মক রাজপুত্র রুক্মী আমার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ চেদিরাজ শিশুপালের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছি। যাহা হউক, কাষ্ঠকে উন্মথন করিয়া লোকে যেমন অগ্নি গ্রহণ করে, আমিও তদ্রূপ নির্লজ্জ ক্ষত্রিয়াধমগণকে বিমর্দ্দিত ও পরাজিত করিয়া আমাগতপ্রাণা রুক্মিণীকে আনয়ন করিব।

ইহা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ দারুককে রথ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলে, দারুক অতি সত্বর তাহা চতুরশ্ব সমন্বিত ও সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সহিত রথে আরোহণ করিয়া বেগে রথ চালনা করিতে আদেশ করিলে এক রাত্র মধ্যেই রথ আনর্ত্ত দেশ হইতে বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিদর্ভ নগরে মহামহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। পুত্র-স্নেহাকৃষ্ট রাজা ভীষ্মক শিশুপালকে কন্যা দানার্থ জন্য সমুদয় আয়োজন করিতেছেন। রাজপথ, চতুষ্পথ সমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নানাবিধ ধ্বজপত্র পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিত, এবং স্থানে স্থানে বিরাট তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে; বাদ্য ভাণ্ডে তাহা মুখরিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। নানাবিধ বসনভূষণ ও মাল্যচন্দনে বিভূষিত হইয়া নর-নারীগণ ও অপূর্ব্ব সজ্জিত মনোরম প্রাসাদশ্রেণী কালোপযোগী আনন্দে পুরীকে আনন্দিত করিয়াছে। রাজা পিতৃ, দেব ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিয়া যথাশাস্ত্র মঙ্গল কর্ম্ম সম্পাদন, স্তোত্র পাঠ ও ভোজনাদি করাইতেছেন।

এবং এয়োগণ কন্যাকে স্নান করাইয়া তাঁহার হস্তে মঙ্গল সূত্র বাঁধিয়া বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিত করিতেছেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সাম, ঋক, যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা কন্যার রক্ষা বন্ধন করিতেছেন। অথর্ব্ব বেদজ্ঞ পুরোহিত গ্রহ-শান্তি জন্য মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন। রাজা সর্ব্ব-প্রকার বিধিবিদ্ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণে স্বর্ণ, রৌপ্য, নানাবিধ বস্ত্র, গুড় মিশ্রিত তিল লাড়ু ও বহু ধেনু দান করিতেছেন।

আবার এদিকে চেদিপতি দমঘোষ, পুত্র শিশুপালের মঙ্গলের জন্য মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা বিবাহোচিত নান্দীমুখাদি সমুদয় মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করাইয়া মদস্রাবী হস্তী সমূহ ও হেমমাল্য বিভূষিত রথনিচয়, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া পুত্র শিশুপাল সহিত কুণ্ডিন নগরে সমাগত হইলে বিদর্ভরাজ ভীষ্মক সাদরে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করত নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন। শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ ও পৌণ্ড্রকাদি শিশুপালের বহু হিতৈষী রাজগণও অসংখ্য হস্ত্যশ্বরথ ও সৈন্যাদি সমভিব্যাহারে মহা আড়ম্বরে একে একে বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হইতেছে; ইহা অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, "ইহারা আমার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ, পাছে আমি কন্যা হরণ করি এই জন্য যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে।"

যাহা হউক, কন্যা হরণ জন্য শ্রীকৃষ্ণ একাকী বিদর্ভ নগরে গিয়াছেন এবং বিপক্ষ রাজগণও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে, ইহা অবগত হইয়া ভ্রাতৃস্নেহাকৃষ্ট কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব অতি সত্বর চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে কুণ্ডিন নগরে উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিয়া রুক্মিণী কৃষ্ণ চিন্তায় তন্ময়ী হইলেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ অনুধ্যানে মজিয়া রহিলেন। ভয়ে প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।—কণ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল! কি জানি কি হয়! যদি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে উপায়? কত অমঙ্গল চিন্তায় তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তিনি কৃষ্ণ রূপ চিন্তায় উদ্দেশে কত সকাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। আবার এদিকে যত সময় যাইতেছে, শিশুপালের সুহৃদ রাজগণের সসৈন্যে আগমনের বার্ত্তা যত অবগত হইতেছেন, ভীষ্মক দুহিতা রুক্মিণী ততই ভয় ও নিরাশায় উৎকণ্ঠাকুল হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে কত রকমের কত চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণ ধ্যানে—কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর হইয়া চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিতে লাগিল। তিনি অতি মাত্র কাতরতায় নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন—"হায়! হায়! আমার ন্যায় অভাগিনী আর কে আছে? রাত্রি প্রভাত হইলে বিবাহ হইবে, কৈ এখনও ত কমললোচন কৃষ্ণ আসিলেন না। অনিন্দিতাত্মা কৃষ্ণ বোধ হয় আমাতে কিছু নিন্দার কারণ দর্শন করিয়াছেন; হয় ত, পত্র লেখাতেই আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে তাই বুঝি তিনি আমার পাণিগ্রহণ জন্য আগমন করিতেছেন না! হায় হায়! আমি কি করি, কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর কাহাকেও যে আমার এ দেহ স্পর্শ করিতে দিব না; আমি যে কৃষ্ণকেই আমার রূপ যৌবন, মান সম্ভ্রম, জীবন সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছি! আমি যে এখন কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারই নহি, কৃষ্ণ কি ইহা বুঝিতেছেন না? হে গোপেশ! হে মদনমোহন! হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ চিত্তচোর! আমায় রক্ষা কর, পাদপদ্মে স্থান দাও, অল্পবুদ্ধি দাসী যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে তবে তাহা এ যাত্রা ক্ষমা কর। একবার তোমার পাদপদ্ম দর্শন করাও, তাহার পর আমার ভাগ্যে যাহা হইবার হউক, তাহাতে আমার কোন কষ্ট নাই। আমি বড় অস্থির! তোমায় না দেখিয়া আমার হৃদয় অসহ্য যাতনায় কাতর! আমি কি করি, কে আমায় তোমার

সন্ধান বলিয়া দিবে ? কে তোমায় আমার দুঃখের কথা জানাইবে! হে ভগবান! হে মহেশ্বর! হে গিরি তনয়া সতি রুদ্রানি! দেবি গৌরি! তোমরাও কি আমার প্রতি বিরূপ হইলে ? তোমরাও কি এই হতভাগিনীর প্রতি কৃপা করিয়া আমার প্রাণেশ্বর শ্রীগোবিন্দকে এখানে আনয়ন করিবে না ? তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া মরিলেও আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিব! মা হরপ্রিয়ে! তুই যদি হতভাগিনীর প্রতি না চাস্, তবে তোর মন্দিরেই এ দেহ ত্যাগ করিব!"

ইত্যাদি দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়াও দেবী রুক্মিণী আশা ছাড়িতে পারিতেছেন না! মুহুর্মুহুঃ ব্রাহ্মণের আগমন প্রতীক্ষায় অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত চারিদিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন! এমন সময়, একান্ত অব্যভিচারী সর্ব্বস্ব প্রদানকারী ভক্তেরও অগ্নি-পরীক্ষক দয়াময়ের দয়া হইল,—তাঁহার বামোরু, বাহু ও নেত্র স্পন্দিত হইল। শুভ লক্ষণ দর্শন করিয়া তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মোচন করত অনিন্দ্য-সুন্দর অক্ষি যুগল উন্মীলিত করিলেই সম্মুখে সহাস্য বদন শান্তগতি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলেন। এবং সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার তদবস্থা অবলোকন করিয়া কার্য্য সিদ্ধির বিষয় তাঁহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ব্রাহ্মণকে বহু সমাদর পূর্ব্বক হৃদয়কে শান্ত করিয়া ধীর ভাবে ব্রাহ্মণের কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যেন এক দণ্ডে ঝড় কোথায় উড়িয়া গেল! ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ধীর স্থির দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বুঝিলেন ইহা ঝড়ের পরের অবস্থা। সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ঝড় শান্ত হইয়াছে! কারণ, তিনি গোপন করিলেও তাঁহার মুখ চোখ এবং দেহ প্রচণ্ড ঝড়ের গত চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "মা! তোমার কোন চিন্তা নাই, শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন। তুমি শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইবে যে, তিনিও তোমার জন্য, তোমা অপেক্ষা বহুগুণে উদ্বিগ্ন। তিনিও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি আগমন করিয়াই বোধ হয় তোমার কাতরতা অবগত হইয়া আমায় শীঘ্র তাঁহার আগমন সংবাদ তোমায় জানাইতে আদেশ করিয়াছেন। আমি এখন চলিলাম। কিন্তু দেখিস্ মা যেন আমায় ভুলিস্ না।

ইহা শুনিয়া দেবী রুক্মিণীর চিত্ত আনন্দে গদ্গদ হইয়া উঠিল! মুখে ভাষা

ফুটিল না—চক্ষে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল! তিনি সুধাপানোন্মত্ত আনন্দবিহ্বলীকৃত জনের ন্যায় জড়ীভূত হইয়া পরমপ্রিয় ব্রাহ্মণকে দানের নিমিত্ত প্রিয়বস্তু সম্মুখে কিছুই না দেখিয়া গললগ্নীকৃতবাসে নীরবে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। আহা! বুঝি ব্রাহ্মণের চরণে প্রণত হওয়া অপেক্ষা জগতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছুই নাই!

এদিকে কন্যার বিবাহ দর্শনার্থী হইয়া রামকৃষ্ণ সমাগত হইয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া বিদর্ভরাজ নানা বাদ্যাদি সহিত বহুবিধ পূজোপকরণ লইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা এবং মধুপর্ক, অত্যুত্তম বস্ত্র ও বহুবিধ উপহার প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের সৎকার করিলেন। অনন্তর অনুচরবর্গের সহিত রামকৃষ্ণের বাসোপযোগী প্রাসাদশ্রেণী নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাদের সাদর সম্বর্দ্ধনা করত গৃহে ফিরিলেন।

এই প্রকারে রাজা সমাগত রাজন্যবর্গের বল, বিত্ত, শক্তি, সাহস, বয়স ও বাসনানুযায়ী বিবিধ দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া যথাবিধি সৎকার করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, এ সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদর্ভ নগরে বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হওয়ায়, তাঁহার গুণ, কর্ম্ম ও কীর্ত্তি শ্রবণ মুগ্ধ নরনারী, তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন জন্য দলে দলে আসিয়া তাঁহার বাসাগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা লোক পরম্পরায় শ্রুত তাঁহার রূপগুণের সমষ্টি সমাবেশে মনে মনে যে অতুল সৌন্দর্য্যরাশি সম্পন্ন কত কাল্পনিক মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিয়াছিল, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন জন্য আজ তাহারা অতি আগ্রহে তাহার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে আসিয়া, যে শ্যামসুন্দর মদনমোহন মূর্ত্তি দেখিল, তাহাতে তাহাদের মনঃপ্রাণ, জীবন, যৌবন, ধর্ম্ম কর্ম্ম, আত্ম-সর্ব্বস্ব সব ভাসিয়া গেল! তাহারা কৃষ্ণ-মুখ-পদ্মমধু পানে বিভোর এবং আনন্দে তাহাদের চক্ষু বিস্ফারিত হইল, প্রেমে তাহাদের হৃদয় উছলিয়া উঠিল! কাহারও মুখে কোন কথা নাই! যে দর্শনের পূর্ব্বে কত বাচালতা প্রকাশ করিয়াছে, সেও দৃষ্টিমাত্রেই চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল! মুখে কোন কথা না ফুটিলেও অন্তরে তাহাদের ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল:—"এ কি রূপ! মানুষে কি এ রূপ সম্ভব? মানবে এত সৌন্দর্য্য? কি ভাষায় এ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা যায়? কি কল্পনায় এ মাধুর্য্যের মূর্ত্তি গড়া যায়? কোন যোগে এ রূপের সীমা নির্দ্ধারিত হয়? যাঁহারা ইঁহার আত্মীয় স্বজন,—যাঁহারা দিন রাত এ রূপ মাধুরী পান করিতেছেন,

"তাঁহারাই ধন্য !" অহো ! রাজকুমারী রুক্মিণীর কি এত সৌভাগ্য হইবে যে, ইনি তাঁহার পতি হইবেন ? আমাদের যদি যৎকিঞ্চিৎও পুণ্য থাকে তবে তাহা লইয়া হে বিশ্ববিধাতঃ ! ইহাকে আমাদের রুক্মিণীর পাণি-গ্রহণ প্রয়াসী করুন। রুক্মিণী ইহার সহধর্ম্মিণী হইলে আমরা অন্ততঃ আর একবারও ইহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া জন্ম কর্ম্ম-সফল করিতে পারিব।"

ইহা ভাবিতে ভাবিতে নারীগণ অতৃপ্ত অক্ষি এবং অফুরন্ত বাসনা লইয়া সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ চরণে লুটাইয়া অবশ হইয়া রহিল! বুঝি ভাবিতে লাগিল, হে রমণ! একবার কি চরণ স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব না ? হে রমণীমনচোর ! আমরা কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া দর্শন করিতে আসিয়া একি সর্ব্বনাশ করিলাম! আর যে ফিরিবার বাসনা নাই! সতী ধর্ম্ম বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহা তোমার দর্শনেই বিলুপ্ত হইয়াছে। হউক, তাহাকে হেলায় বিসর্জ্জন দিয়া যদি অনন্ত নরকে অনন্তকাল পচিয়া মরিতে হয় তাহাও ভাল, তবু তোমায় যে হৃদয় হইতে নামাইতে পারিতেছি না! হে হৃদয়রঞ্জন! তোমার ন্যায় পতি বুঝি জগৎ সংসারে আর নাই। যিনি এমনই করিয়া বলপূর্ব্বক চিত্ত চুরি করিয়া অবাধ পতিত্ব করিতে পারেন—তিনিই ত পতি! যে পতি, মনপ্রাণ, দেহ, ধর্ম্ম, বাক্, বাসনা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাতে মিশাইয়া লয়েন, তিনিই ত পতি। নতুবা নারীচিত্তহারী এমন মনচোর কে ? জগতের সমুদয় নারীর মনোহারী তুমি বুঝি সেই জগৎ-পতি! জগতের সমুদয় নারীর সৌন্দর্য্যের খনি! অথবা নারীচিত্তহারী চৌম্বক! তোমায় কি সংজ্ঞায় অভিহিত করিব, জানি না। "লুপ্তগাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়!" জগতের সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধাররূপিনী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া বুঝি তোমার দেহে আত্ম গোপন করিয়া আমাদের ন্যায় অভাগিনীদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য আকর্ণ বিস্ফারিত পদ্মপলাশলোচন দুইটীর ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন! অথবা, না না তাহাও ত নহে, তুমিই ত সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার! তোমারই অপূর্ব্ব অননুভূত পূর্ব্ব—অভাবনীয় জ্যোতিঃসাগরে জাগতিক চিত্তবৃত্তি পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হয়! বৃহদ্বস্তু ক্ষুদ্রকে আকর্ষণ করে, ইহাই জাগতিক নিয়ম! বোধ হয় তোমার ন্যায় বৃহৎ জগতে আর নাই! তাই সর্ব্ব জগৎ জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ তোমার দিকেই ধাবিত হইতেছে! তুমি কি আমরা বলিতে পারি না, চিন্তাও করিতে পারি না,

তবে তোমায় দেখিয়াই আত্মহারা হইয়াছি। আত্ম সম্বরণে আমাদের শক্তি নাই। এত দয়া যখন করিয়াছ প্রভু, তখন চরণে স্থান দাও, এই কামনা। ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিতেও পারি না, কারণ চিন্তাও অবশ হইয়া যাইতেছে!

এইরূপে বিদর্ভ নগরবাসী নরনারী দলে দলে কৃষ্ণ দর্শনে আগমন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল।

এদিকে কুল-প্রথানুযায়ী কুলদেবী অম্বিকার অর্চ্চনার্থ সখি ও মাতৃগণে পরিবৃত হইয়া কন্যা রুক্মিণী অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলে উদ্যতাস্ত্র মহাবলশালী রাজপুরুষগণ তাঁহাদিগের রক্ষী রূপে চলিল।

কন্যা সংযত-বাক্ হইয়া আশঙ্কাকুল চিত্তে মুকুন্দের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে করিতে ভবানীর মন্দিরাভিমুখে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন।

অসংখ্য মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ভেরী, তুরী প্রভৃতি বাদ্য বাজিতে লাগিল। নানাবিধ উপহার লইয়া সহস্র সহস্র বারবিলাসিনী, মাল্য, গন্ধ ও বস্ত্রাভরণ প্রভৃতি লইয়া ব্রাহ্মণ পত্নীগণ এবং গায়ক, বাদক, সূত, মাগধ ও বন্দী প্রভৃতি গীত বাদ্য ও স্তব করিতে করিতে কন্যাকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিল,—রাজপথে মহামহোৎসব ও বিপুলানন্দের সঞ্চার হইল!

অনন্তর দেবী-মন্দিরে গমন করত মাতৃ ও সখীগণের সহিত কুমারী হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া শুচি ও স্থিরচিত্তা হইয়া আচমন পূর্ব্বক দেবীর নিকট গমন করিলে নিয়মজ্ঞা সাধ্বী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ পত্নীগণ তীর্থ জল, চন্দন, অক্ষত, পুষ্প, বিল্বদল, গন্ধ, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, সুবর্ণমালা, নানাবিধ অলঙ্কার, লবণ, পূগ (গুবাক) তাম্বুল, কণ্ঠসূত্র, ফল ও ইক্ষু আদি নানাবিধ পূজোপকরণ লইয়া পার্ব্বতী পরমেশ্বরের পূজা করাইলেন।

তদনন্তর বিবাহ কল্যাণ জন্য আপনারাও হরপার্ব্বতী পূজা করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করত আশীর্ব্বাদ করিলে কন্যা দেবী রুক্মিণী গললগ্নীকৃতবাসে দেবী ও ব্রাহ্মণ পত্নীগণে প্রণাম পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। এবং সভয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে দেবীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, হে মঙ্গলস্বরূপা গণেশজননি! তোমাকে ও তোমার গণেশাদি সন্তানগণে কোটী কোটী নমস্কার করি, আশীর্ব্বাদ করুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন আমার স্বামী হন।

পূজাদি কার্য্য শেষ হইলে আবার শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাজিয়া উঠিল;

মহাকলরবে দেবালয়েব বিরাট প্রাঙ্গন ভরিয়া গেল। এবং শোভাযাত্রা সুসবদ্ধ হইলে কন্যা মৌনব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক রত্নাঙ্গুরীয় সুশোভিত হস্তে সখীর হস্ত ধাবণ করিয়া অম্বিকায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এইবাব তাঁহার মুকুন্দচরণ ধ্যানেব ঐকান্তিকতা শত সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইল। আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল;—চরণ যেন অবশ হইল! তিনি অতি সাবধান হইয়া অতি কষ্টে অতি ধীর মন্থর গতিতে চলিতে আরম্ভ করিলেন। মনঃ মুকুন্দ চবণে রাখিয়া বাহ্য চক্ষে তাঁহাব অবস্থান স্থান কোথায় তাহা নিরীক্ষণ এবং কন্যা দর্শনার্থী সমবেত রাজন্যবর্গের শ্রেণীবদ্ধ বথশ্রেণী দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। কিন্তু যতই অগ্রসব হইতেছেন তন্মধ্যে শ্যামসুন্দব চিত্তচোর কৃষ্ণকে দর্শন না করিয়া ততই আশঙ্কাকুল ও উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন!

তাং দেবমায়ামিব ধীরমোহিনীং সুমধ্যমাম্ কুণ্ডলমণ্ডিতাননাম্।
শ্যামাং নিতম্বার্পিতবত্নমেখলাং ব্যঞ্জৎস্তনীং কুন্তলশঙ্কিতেক্ষণাম্॥
শুচিস্মিতাং বিম্বফলাধবদ্যুতিং শোণায়মানদ্বিজকুন্দকুট্মলাম্।
পদা চলন্তীং কলহংসগামিনীং শিঞ্জৎকলানূপুরধামশোভিনা।
বিলোক্য বীরা মুমুহুঃ সমাগতা যশস্বিনস্তৎকৃতহৃচ্ছয়ার্দ্দিতাঃ॥ ১০।৫৩ অঃ।

এদিকে রাজন্যবর্গ সোৎসুক নয়নে মন্থবগমনা কুমাবীর সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কুমারী দেবমায়াব ন্যায় ধীব—সংযমী ব্যক্তি দিগেরও মোহোৎপাদনকাবিনী! তাঁহার ক্ষীণ কটি অতি মনোরম; কুণ্ডলপ্রভা সমুদ্ভাসিত অনিন্দ্যসুন্দব বদনমণ্ডল! শ্যামা (তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা) অজাত বজস্কা; তাঁহার মনোরম নিতম্বে রত্নখচিত হেম-মেখলা সুবিন্যস্ত! যৌবন উন্মেষের চিহ্ন স্বরূপ কুচযুগ ঈষদুদ্ভিন্ন; অলকাজাল দর্শনের বাধা প্রদান কবিতেছে বলিয়া যেন কুন্তল-ভয় চঞ্চলা; আয়তলোচনা, সুনির্ম্মল হাস্যযুক্তা—সুহাসিনী; বিম্বাধর রাগরঞ্জিত কুন্দকুসুমদন্তপংক্তি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত! অলঙ্কার সমূহের শ্রুতিবিমোহন অব্যক্ত মধুরধ্বনির সহিত রত্ন-বিজড়িত সুন্দর নূপুরগুঞ্জিত পদদ্বয় সঞ্চালনে কলহংসীর ন্যায় মন্থবগমনা কুমাবীকে দর্শন করিয়া সমাগত যশস্বী বীরবৃন্দ অনঙ্গতাপে সন্তপ্ত ও মোহিত হইলেন।

হস্ত্যশ্বরথ সমারূঢ় রাজন্যবর্গ রাজকুমারীর সেই সুমধুর হাসি ও সলজ্জ ভাবাবলোকনে হৃতচিত্ত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম-বিহ্বল চিত্তে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। কুমারী গমনকালে অপূর্ব্ব লাবণ্য কৃষ্ণের প্রতি অর্পণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া তাহারা তাঁহার লাবণ্য প্রভায় বিচলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে আরম্ভ করিল।

রুক্মিণী লজ্জা সঙ্কুচিতা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি কামনায় চম্পক কলিকা সম বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা অলকাজাল উত্তোলন করিয়া সলজ্জ নয়নে নৃপতিগণ ও পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ দর্শন করিয়াই তাঁহার প্রতি স্থির হইল! হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল! লজ্জাবনতমুখী হইয়া এমন অব্যক্ত কাতর ভাবাপন্ন হইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই তাঁহার আগ্রহাকাঙ্ক্ষার মাত্রাক্ষর অবগত হইয়া তদ্দণ্ডেই প্রস্তুত হইলেন। রাজকুমারী রথে আরোহণ করি করি করিয়াও উঠিতে পারিতেছেন না,—অলঙ্কার, বস্ত্র, পুষ্পমালা, ও অলকা প্রভৃতি সামলাইবার অছিলায় বিলম্ব করিয়া ঘন ঘন কৃষ্ণের প্রতি বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন!

আহা! সে নয়নে—সে দৃষ্টিপাতে যেন কত কাতরতার স্রোত বহিতেছে! যেন কত অপরাধের পুঞ্জীভূত ক্ষমা প্রার্থনা কূল না পাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে! যেন বলিতেছে, কৈ প্রভু বিলম্ব করিতেছ কেন? দাসীকে চরণে স্থান দাও। তোমার রথ ছাড়িয়া আমি আর কোন রথে আবার কোথায় যাইব? আমার চরণ যে চলিতেছে না, তোমায় দেখিয়া আমার অঙ্গ যে অবশ হইয়াছে, আমায় ধর ধর! আমি কি করি, কোথায় যাই, আমি যে তোমার চরণ দেখিয়া উন্মাদিনী হইয়াছি, আমায় ধর ধর! দেখিতেছ না, কত শত্রু আমার আশে পাশে? আমি যে তোমার রূপ দেখিয়া নয়ন ফিরাইতে পারিতেছি না! দাসীর অপরাধ ক্ষমা কর, আমায় রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার জন্য নহে, তোমার সেবা করিয়া ধন্য হইতে আমার প্রাণ ভিক্ষা চাই! যে তোমাতে আত্ম-সর্ব্বস্ব দান করে, সে-ই বুঝে, তুমি তার কি শ্রদ্ধার, কি প্রীতি প্রেমের, কি হৃদয়ের বস্তু! সে ভাব, সে ভাষা আমি কেমন করিয়া বুঝাইয়া দেব! কৈ এখনও আসিতেছ না, এখনও নামিতেছ না? তোমার আসার আশায়, ক্ষণে ক্ষণে আমার বুকের রক্ত যে জল হইয়া যাইতেছে!—আমার যে কি দারুণ যন্ত্রণা হইতেছে তাহা বুঝিতেছ

না? দেখিতেছ না? আমার পায়ের নূপুর খসিয়া পড়িতেছে, আমি শত চেষ্টাতেও তাহাকে যথাস্থানে রাখিতে পারিতেছি না! আমার বস্ত্র বন্ধন শিথিল হইতেছে, পুষ্পমালা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, অলঙ্কার অঙ্গে বাজিতেছে! অলকা, দৃষ্টি রোধ করিতেছে! মাথা ঘুরিতেছে! অঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে! আমায় ধর ধর ধর !!!

বুঝি, তাঁহার এই ভাব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; বিদ্যুদ্বেগে অবতরণ করিয়া সেই রাজগণের সমক্ষেই রুক্মিণীকে আকর্ষণ করতঃ আপন রথে উত্তোলন পূর্ব্বক শিশুপাল-হিতৈষী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণকে পরাজিত করিয়া স্বস্থানে গমন করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে বলদেব আসিয়া কৃষ্ণের সহিত যোগদান করিলেন।

একটা মস্ত গোল পড়িয়া গেল! রাজগণের মদন-মাদকতা-মোহ তৎক্ষণাৎ কাটিয়া গেল! সকলেই গা ঝাড়া দিয়া উঠিল! অস্ত্র ঝনঝনায় সে স্থান ভরিয়া গেল। তাহারা কি করিবে প্রথমতঃ তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। মনে হইল, যেন কি নেশার বশে তাহারা সুখ স্বপ্ন দেখিতেছিল সহসা কাহার প্রচণ্ড আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল! তাহাদের হৃৎপিণ্ড বিজড়িত কল্পনামাধুরীকে কে যেন হৃৎপিণ্ডের সহিত বলপূর্ব্বক ছিঁড়িয়া লইল। ছিন্ন হৃৎপিণ্ডের দারুণ বেদনায় তাহারা যেন বিষম কাতর হইয়া পড়িল! জরাসন্ধের বিস্ময়টা হইল বেশী। সে দারুণ বেদনায় মর্ম্মাহত হইয়া কিয়ৎকাল অবশ হইয়া রহিল!

রামকৃষ্ণকে জীবিত ও বিদর্ভ নগরে আগমন করিতে দেখিয়া জরাসন্ধ পূর্ব্বেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। এখন এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল এমন অচিন্ত্য কৌশলী শত্রু ত কোথাও দেখি নাই! সপ্তদশবার পরাজিত হইয়া যে অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া ছিলাম, অষ্টাদশবারে তাহার প্রতিশোধ দিয়াছি বলিয়া রাজগণ সমক্ষে যে দম্ভ প্রকাশ করিয়াছি, আজ ইহাদিগকে সেই রাজগণ সমক্ষে জীবিত দেখিয়া তাহার শত সহস্রগুণ অপমান ও লাঞ্ছনায় মর্ম্মাহত হইতেছি! যাহা হউক এই সুযোগে শত্রু নিপাতের অবসর ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা চিন্তা করিয়া সে পরাজিত রাজগণে উত্তেজনা সূচক বাক্যে বলিতে লাগিল, হে রাজন্যবর্গ! সিংহের ভোগ্য মৃগে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে. ইহা অত্যন্ত অসহ্য ও আপনাদের কীর্ত্তিনাশকর। আপনারা অবিলম্বে কবচাদি

পরিধান ও অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন। ইহা বলিয়াই জরাসন্ধ রাজন্যবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

রাজাদিগকে পশ্চাদ্ধাবিত হইতে দেখিয়া রামকৃষ্ণ রথ স্থাপন করিয়া তাহাদের সমর পিপাসা মিটাইবার জন্য আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যাদব সৈন্যগণ ধনুকে টঙ্কার দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া রাজন্যবর্গ হস্তী অশ্ব ও রথ হইতে যাদব সৈন্যগণের উপর বর্ষার বারিধারার ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।

সরলা রুক্মিণী বিপক্ষের বাণ বর্ষণে পতির সৈন্য সমাচ্ছন্ন দেখিয়া ভয় বিহ্বল নেত্রে অত্যন্ত অপরাধিনীর ন্যায় কৃষ্ণের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন! যেন বলিলেন, হায়! হায়! আমি কি অপরাধ করিলাম। ডাকাইয়া আনিয়া এইরূপ বিপদে ফেলিলাম! আহা! পদ্মপলাশলোচনের কুসুমকোমল অঙ্গে শরাঘাত হইলে আমার হৃদয় যে ফাটিয়া যাইবে! আমি কি করিলাম! আমার মৃত্যু হইলে ত আর এমন দৃশ্য দেখিতে হইত না! এমন উত্তাল তরঙ্গ—সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় এমন ভীষণ শব্দ আর কখনও ত শুনি নাই। এত রাজার এমন ভীষণ পরাক্রম অতিক্রম করা কি এই ননীর পুতুলের কর্ম্ম? হায়! হায়! আমি না বুঝিয়া কি বিপদ ডাকিয়া আনিলাম! আমি কি করি, আমি কি রথ হইতে লাফাইয়া পড়িব? তাহা হইলেও ত উহারা ইহাকে ছাড়িবেনা। না তাহা হইবেনা, যুদ্ধ যদি ভীষণ হয় তবে আগে আমি মরিব; ইহার উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত শররাজি আমি অঙ্গ পাতিয়া লইব। এমন নিধি পাইয়া আমি ছাড়িব কেমন করিয়া? যেন মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া ভয়বিহ্বল-নেত্রে মুগ্ধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন!

ভগবান্ তাঁহার তদ্রূপ ভাব অবলোকন করিয়া বলিলেন সুন্দরি! তুমি ভয় পাইও না; এই যে বিপক্ষের বল দেখিতেছ, ইহা এই ক্ষণেই তোমার বল দ্বারা বিনষ্ট হইবে।

দেখিতে দেখিতে অল্পকাল মধ্যে গদ ও সঙ্কর্ষণাদি বীরগণ বিপক্ষের হস্তী অশ্ব, রথ ও রথী এবং সৈন্য সমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ধরাশায়ী করিলেন।

হস্ত্যশ্বরথারোহী সৈন্যবৃন্দের কুণ্ডল, কিরীট ও উষ্ণীষ ভূষিত কোটী কোটী নরমুণ্ডের শোণিতস্রোতে পৃথ্বীতল পরিপ্লাবিত ও ভয়ানক রস-সমুদ্রের সৃষ্টি

করিল! গদা, অসি ও বাণাদি মুষ্টিবদ্ধ ছিন্ন হস্ত, প্রকোষ্ঠ, উরু, আজ্মি, আদি দেহ বিচ্যুত এবং অশ্বতর, উষ্ট্র, নাগ, খর ও অশ্বাদির দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূপতিত হইতেছে দেখিয়া জরাসন্ধাদি ত্রাসে রণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

শরজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূপতিত হইলে আবার আকাশ পরিচ্ছন্ন হইল! শত্রুগণের রণ ভঙ্গে পলায়ন দেখিয়া রুক্মিণী যুদ্ধকে ইন্দ্রজালের স্তায় বোধ করিলেন! বিস্ময় ও আনন্দে তাঁহার পদ্মমুখে অপূর্ব্ব হাসি বিকসিত হইল! শ্রীকৃষ্ণের অমিত বিক্রম লক্ষ্য করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আহ্লাদে গদগদ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হার, কুণ্ডল ও অলকাবলী পুনঃপুনঃ অতি ধীরে সঞ্চালন পূর্ব্বক লজ্জায় নতমুখে এক একবার তাঁহার পদ্মপলাশলোচনের দিকে চাহিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অপার আনন্দ অনুভব করিয়া বলিলেন চারুশীলে! ইহা তোমারই শক্তি! তুমি অনুকূল না থাকিলে এ যুদ্ধ জয় কি সম্ভব? তুমি যতক্ষণ আমার পার্শ্বে, ততক্ষণ পৃথিবী তোমার পদতলগত! তুমি মহাশক্তি! তুমি আমায় চুম্বন করিলে আমাকে জয় করে কে? ইহা বলিয়াই তিনি লজ্জাশীলা দেবীকে চুম্বন করিলে তিনি সঙ্কুচিতা হইয়া তাঁহার বক্ষে মাথা লুকাইলেন! শ্রীকৃষ্ণ দুই হস্তে তাঁহার লজ্জানত দেহ ধরিয়া আলিঙ্গন করত আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

এদিকে মহা বিভ্রাট ঘটিল। রাজগণকে পলায়মান দেখিয়া শিশুপাল নিরাশ হইয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িল। যেন বিবাহিত স্ত্রীকেই অপহরণ করিয়াছে এই ভাবে অতি কাতর, ভ্রষ্টশ্রী, শূন্যোদ্যম, শুষ্কবদন শিশুপালকে দেখিয়া ভয় কাম্পত-কলেবর পলায়িত রাজগণ তাহাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল, হে রাজন! চিরদিন কাহারই একভাবে যায় না। কাষ্ঠ পুত্তলিকা যেমন নর্ত্তনকারীর ইচ্ছানুসারেই নৃত্য করে, তদ্রূপ সকলেই কালের বিধানানুসারে সুখদুঃখে চালিত হয়। জরাসন্ধ বলিল, হে রাজন! আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না, আমি ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ সপ্তদশবার পরাজিত হইয়াও একবার জয় লাভ করিয়াছি। সুতরাং নিরাশায় ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। চিরদিন কাহারও সমান যায় না। এখন উহাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, সেই জন্য অতি অল্পমাত্র সৈন্য লইয়াও আমাদের সকলকে পরাভূত করিল। আবার যখন আমাদের

সুসময় আসিবে তখন আমরাও নিশ্চয়ই উঁহাদিগকে পরাজিত করিব। বৃথা খেদের প্রয়োজন নাই, কালের চক্রই এইরূপ।

পরাজিত পলায়িত নৃপতিবৃন্দের মুখপাত্র জরাসন্ধ এইরূপ বলিলে সকলেই ম্লান মুখে ক্রমে ক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল।

কিন্তু গ্রহ এখনও কাটিল না। কৃষ্ণ-দ্বেষী রুক্মী রাজন্যবর্গকে পরাজিত ও অপমানিত হইতে দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োজন! সুতরাং তাহার উত্তেজনা যে স্বাভাবিক তাহাতে আর সন্দেহ কি? সে সমবেত রাজগণকে কাপুরুষ স্থির করিয়া অক্ষৌহিণী সৈন্য সমভিব্যাহারে অত্যুচ্চ কণ্ঠে তাহাদিগকে শুনাইয়া বলিল, "হে রাজন্যবর্গ! আপনারা শ্রবণ করুন আমি যুদ্ধে দুর্বৃত্ত কৃষ্ণকে বিনাশ না করিয়া কুণ্ডিন নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। ইহা আমার ত্রিসত্য-বদ্ধ প্রতিজ্ঞা। দুর্ম্মতি কৃষ্ণ আমার ভগিনীকে সহসা অপহরণ করিয়া আমাদিগকে যে প্রকার অপমানিত করিয়াছে, তাহার সমুচিত ফল প্রদান না করিয়া আমি আর বীরসমাজে এ মুখ দেখাইব না।"

পরাজিত রাজন্যবর্গ তাহার এই আস্ফালন শুনিয়া নীরবে পরস্পর পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিল। কেহ উৎসাহ-সূচক কোন কথাই বলিল না। তাহাদের ঐ প্রকার দর্শন ভঙ্গীতে যেন ইহাই সূচিত হইতে লাগিল যে, "বাপু! ও আস্ফালন অধিকক্ষণ থাকিবে না। আমাদের দশা দেখিয়া যখন তোমার জ্ঞান হয় নাই, আমাদিগকে যখন নিতান্ত কাপুরুষ ঠাওরাইয়াছ, তখন তোমার অদৃষ্টে যে নিগ্রহ ভোগ যথেষ্টই আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে যে কেমন পুরুষ, তাহা তাহার দুই একটা শরাঘাতেই বুঝিতে পারিবে। আমরা এতগুলি যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলাম, ইহা কি আমাদের কাপুরুষতা? তুমি কি এত বড় বীর? কৌশলী কৃষ্ণের হস্তে যে তোমার মরণ সন্নিকট, ইহা তাহারই পূর্ব্ব লক্ষণ! যাহাহউক, যাও, ফলেন পরিচিয়তে!" এদিকে, রুক্মী ঐ কথা বলিয়াই রথারোহণে বেগে দৌড়িয়া "রে পাষণ্ড! তিষ্ঠ, তিষ্ঠ!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে কৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়াই সুতীক্ষ্ণ তিনটী বাণ কৃষ্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিল। বাণ নিক্ষেপ করিয়াই আবার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "রে যদুকুল কলঙ্ক! কাক যেমন যজ্ঞীয় হবি অপহরণ করে, তদ্রূপ তুই আমার

ভগিনীকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিস্, যদি বাঁচিবার সাধ থাকে তবে অবিলম্বেই তাহাকে পরিত্যাগ কর্।"

কৃষ্ণ তাহার আস্ফালনের উত্তর না দিয়া ক্ষিপ্রহস্তে বাণত্রয় কাটিয়া ছয়টী শরে তৎক্ষণাৎ রুক্মীকে বিদ্ধ করিলেন। চারিটী বাণে তাহার অশ্বদ্বয়কে, দুইটী বাণ দ্বারা তাহার সারথীকে এবং তিনটী বাণ দ্বারা ধ্বজা কাটিয়া ফেলিলেন। রুক্মী পুনর্ব্বার ধনুক ধারণ করিয়া পাঁচটী বাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলে তিনি অবিলম্বে তাহার ধনুক ছেদন করিলেন। সে আবার ধনুক গ্রহণ করিলে অচিরে তাহাও ছেদন করিলেন। তখন সে পরিঘ, পট্টিশ, শূল, চর্ম্ম, অসি, শক্তি ও তোমর প্রভৃতি যে সমুদয় অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহাও খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিলেন। ইহাতে সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে কাটিবার মানসে অসি হস্তে লইয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বেগে ধাবিত হইল। ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ বিদ্যুদ্বেগে তাহার খড়্গ ও চর্ম্ম তিল তিল করিয়া কাটিয়া দিয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য সুতীক্ষ্ণ অসি ধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণের উদ্যোগ করিলে, ভ্রাতৃবধ আতঙ্কে অত্যন্ত শঙ্কিতা রুক্মিণী স্বামীর চরণদ্বয়ে পতিত হইয়া অতি কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন :—

"হে যোগেশ্বর! হে অসীমপ্রভাব! হে দেব-দেব! হে জগৎপতে! হে বীরশ্রেষ্ঠ! হে মঙ্গলময়! আমার ভ্রাতাকে বধ করিবেন না, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন!"

ভয়কম্পিত-কলেবরা, শোকশুষ্ক-বদনা, বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠা, চাঞ্চল্য বশতঃ আলুথালু বেশা, স্খলিতাভরণা রুক্মিণীকে সকাতরে পদদ্বয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ করুণার্দ্র হইয়া তাহাতে বিরত হইলেন। এবং পট্টবস্ত্রে শ্যালক উদ্ধত রুক্মীকে বন্ধন পূর্ব্বক রসিক কৃষ্ণ অসি দ্বারা তাহার শ্মশ্রুর স্থানে স্থানে মুণ্ডন করিয়া দিয়া তাহাকে বিরূপ করিয়া দিলেন। কেবল গালে চুণ কালী দিতে বাকি রাখিলেন এইজন্য যে, পরাজয়েই তাহার সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু বলরাম রুক্মীকে অপমানে মৃতপ্রায় দর্শন করিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন, কৃষ্ণ! তুমি ঐ কার্য্য ভাল কর নাই, ইহা আমাদের পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয় হইয়াছে। আমার বোধ হয় সুরসিক বলরাম ইঙ্গিতে বলিলেন, কৃষ্ণ! ঐরূপ না করিয়া

মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দিলেই ভাল হইত, শ্মশ্রু অক্ষুণ্ণ থাকিলেও কোন ক্ষতি ছিলনা। যাহাহউক, তিনি প্রকাশ্যে সহজ ভাবার মড়াব উপব খাঁড়ার ঘা দিয়া বলিলেন, বান্ধবগণ গর্হিত কর্ম্ম কবিলেও কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডম করিয়া বিরূপ করাই তাহাদের মৃত্যু! বান্ধব বধযোগ্য গর্হিত আচবণ করিলেও তাহাকে বধ করিতে নাই, ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ! নিজ দোষে যে ব্যক্তি হত হইয়াছে তাহাকে পুনর্ব্বার বধের আবশ্যক কি? এবং রুক্মিণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "মাতঃ! ভ্রাতাব এইরূপ বৈরূপ্য দর্শন কবিয়া আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না, কেহ কাহাকেও সুখ বা দুঃখ দিতে পাবে না। মানুষ আপনি আপনাব সুখ দুঃখেব কর্ত্তা। তাহার নিজকৃত কর্ম্মফলই তাহাকে ভোগ কবিতে হয়। হে সতি। তুমি এজন্য দুঃখ করিও না। কাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃকই ক্ষত্রিয়দিগের এই কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে এ জন্য ভ্রাতাও ভ্রাতাকে বিনাশ কবিতে পাবে। এই ধর্ম্ম অতি কঠোর। তোমাব ভ্রাতা জীবের অহিতকাবী; দণ্ড বিধানই তাহাব প্রকৃত কল্যাণ। তুমি জ্ঞানহীনার ন্যায় হয় ত তাহাব ঐ মঙ্গলকে অমঙ্গল মনে কবিতেছ। কারণ, তোমাব মঙ্গলই যদি তাহার অভিপ্রেত হইত, তবে যে কর্ম্ম তোমার মঙ্গলের বাধক, তাহা সে করিবে কেন? সুতরাং তোমার মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা তাহাব নাই। সে নিজ দুর্ব্বুদ্ধি প্রণোদিত দাম্ভিকতায় যে আত্মসর্ব্বনাশ করিয়াছে, সে কর্ম্মফল তাহাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এজন্য তুমি মনঃকষ্ট করিও না।

ইহা বলিয়া বলদেব মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর শাস্তি প্রদান করিতে রুক্মীর বন্ধন মোচন করিয়া দিলে, সে অপমানে মৃতপ্রায় ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ কবিয়া পলায়ন করিল যে, "দুষ্ট কৃষ্ণকে বিনাশ ও ভগিনীকে উদ্ধার না কবিলে সে কুণ্ডিন নগবে প্রবেশ করিবে না।" সুতবাং কোন্ কালা মুখ লইয়া আবার দেশে ফিরিব? তজ্জন্য রুক্মী কুণ্ডিন নগরের বাহিরে ভোজকট নামক পুবী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

এদিকে রুক্মিণী বলদেবের প্রবোধে আশ্বস্ত হইলেন এইজন্য যে, বাস্তবিকই যদি আমার মঙ্গল ইহাদের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের বাধক এমন কোন কার্য্যে, ইহাবা এমন কবিয়া প্রাণপাত করিতে আসিত না। ইহারা আমার মিত্র নহে, শত্রু! রুক্মিণী এইরূপ চিন্তা কবিতে করিতে পথে চলিতেছেন,

এদিকে রথ বিজয়োল্লাসে চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্বারকায় উপনীত হইলে বহু সমাদরে তাঁহারা পুরী প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর চারিদিকের মিত্র রাজগণে নিমন্ত্রণ করিয়া নির্দ্ধারিত দিনে কৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। মহামহোৎসবে দ্বারকায় আনন্দের স্রোত বহিল। চতুর্দ্দিক হইতে কত জনে কত মহামূল্য উপহার আনিয়া নব বধূকে প্রদান করিতে লাগিলেন। কুরু, সঞ্জয়, কেকয়, বিদর্ভ, বহু ও কুন্তী বংশীয় রাজগণ আনন্দোচ্ছ্বাস করিতে করিতে দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন। দ্বারকাপুরীর প্রতি গৃহ, পত্র পুষ্প, পল্লব, পতাকা ও হেম-কুম্ভাদিতে সুসজ্জিত ও আনন্দ মুখরিত হইয়া উঠিল। রূপ-যৌবন-সম্পন্না লালসাবা ষোড়শী রমণীগণ দলে দলে পরস্পর পরস্পরের গলদেশ আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ বিস্ফারিত নেত্রে দ্বারকাপুরীর অতুলৈশ্বর্য্য সম্পন্ন চারিদিক দর্শন করিতে করিতে নববধূ অবলোকন উদ্দেশে গমন করত পথশোভা পরিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা প্রাসাদে প্রবেশ পূর্ব্বক নববধূর লক্ষ্মীর ন্যায় মোহিনী রূপ দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া, শতমুখে প্রশংসায় নগরী মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

এইরূপে নববধূর অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্যের মধুময় কথা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া দ্বারকায় বিবাহের আনন্দ-স্রোত কিছু দিন ধরিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। অপরিচিত জনগণের মধ্যে বধূ, ঘনিষ্ট আত্মীয়ার ন্যায় বহু সমাদরে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

-(•)-

কামদেবের জন্ম।

——০:(০):০——

শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরক্তা বিদর্ভরাজ-নন্দিনী রুক্মিণীর গর্ভে কৃষ্ণ পুত্র কামদেব প্রদ্যুম্ন জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আকার, প্রকার, রূপ ও গুণ প্রায় পিতার ন্যায়ই হইল।

পতিতে অত্যন্তানুরক্তা পত্নীর পতি সদৃশ পুত্রই লাভ হয়। পতির বলবীর্য্য, রূপগুণ পুত্রে বিকাশ লাভ করে। এইজন্য পুত্রকে আত্মজ বলে। রামচন্দ্র পুত্র লব কুশও পিতার স্বারূপ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই রমণীর প্রেম প্রীতি, ভালবাসা ও সতীত্বের পরিচায়ক। যে সমাজে এইরূপ অনুরক্তা স্বামী-সোহাগিনী সহধর্ম্মিণীর সংখ্যা অধিক, সেই সমাজই জগতে যশোলাভ করিয়া থাকে। ইহার বৈপরীত্যই সমাজের পাপের সংখ্যার পরিচয় দেয়। আজকাল সমাজের যে এই প্রকার অধঃপতন, ইহার প্রধান কারণই এই। পিতা পাপাসক্ত, কুক্রিয়ারত, মাদক দ্রব্য-সেবী ও নীচমনা; মাতা, ধর্ম্মত্যাগিনী, ইন্দ্রিয় পরায়ণা, বিলাসিনী, দেবদ্বিজে শ্রদ্ধা-হীনা! পিতামাতা ধর্ম্মাচারী হইলে তাঁহাদের সন্তান যেমন ধার্ম্মিক ও নয়নানন্দদায়ক হয়; এবং সেই সন্তান হইতে যেমন দেশ, দশ ও সমাজ কল্যাণ সাধিত হয়; আবার তদ্বিপরীতে পিতামাতা ব্যাসক্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, হৃদয়হীন ও অধার্ম্মিক হইলে তাহাদের সন্তানও যে তদ্রূপ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেইরূপ সন্তান হইতে পিতামাতা কোন প্রকার সুখের আশাই করিতে পারেন না। বরং তাহাদের অত্যাচারে নিতান্ত লাঞ্ছিত, প্রহৃত, হৃত-সর্ব্বস্ব ও দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, এমন কি অপঘাত মৃত্যুকেও বরণ করিতে বাধ্য হন। সুতরাং সন্তানোৎপাদনে পিতামাতার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিক দিয়াও দায়ীত্ব কম নহে! অপরিণামদর্শী মূঢ়জন কাম-লালসায় নিমজ্জিত হইয়া আপনাদের ও সমাজের ঘোর অমঙ্গল ডাকিয়া আনে। এইজন্য হিন্দু শাস্ত্র দম্পতি বা ভাবী সন্তানের জনক জননীকে কত সংযমের উপদেশ দিয়াছেন! হিন্দুর ন্যায় পরিণামদর্শী জাতি

জগতে দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিলাসিতার মোহে আমরা খাল কাটিয়া কুমীর আনিতেছি! আমরা আমাদের সনাতন ধর্ম্ম ভুলিয়া, কাম-কাঞ্চন-লালসা-পর্য্যুসিত যে জাতির অনুকরণ করিয়া, জাতি ধর্ম্ম হারাইয়া, যে নরকে উপস্থিত হইতেছি তাহা হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা আর বুঝি ইহ জন্মে নাই! যে ঘৃণ্য পাপে এখন পাশ্চাত্য দেশ ভরিয়া গিয়াছে, যে পাপ হইতে আত্ম রক্ষা করিবার জন্য এখন তাঁহারা প্রকাশ্য আইন করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন। সেই পাপ এখন আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমাদের তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিত জনগণের অধিকাংশের মধ্যে তাহা পাপ বলিয়াই গণ্য নহে। আপন আপন স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিয়া সমাজকে রসাতলে লইয়া যাইতেছে! ভগবান্ রক্ষা করুন, নতুবা আর উপায় নাই।

ভাই! মোহে ভুলিও না। ভুলিও না, তুমি হিন্দু। সংযমই হিন্দুর আচার ও অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য। যদি পুত্র কন্যা হইতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চাও, তবে নিজে সাবধান ও সংযত হও। পত্নীকে হিন্দুর আচার, হিন্দুর ধর্ম্ম শিক্ষা দাও। নতুবা নিজে যেমন হইবে, পত্নীকে যেমন শিক্ষা দিবে, তদ্রূপই সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। স্বহস্তে বিষবৃক্ষ রোপণ করিবে! তাহার ফলে লাঞ্ছনা, নিগ্রহ ও প্রাণত্যাগ ঘটিলে তজ্জন্য অপর কেহই দোষী নহে, দোষী তুমি নিজে। তোমার মনোবৃত্তির অনুরূপই সন্তান লাভ করিবে। তুমি সৎ হইলে সৎ, এবং অসৎ হইলে অসৎ সন্তান জন্মিবে। আজকাল বিকৃতরুচি পিতামাতার বিসদৃশ সন্তানে সমাজ ভরিয়া যাইতেছে! কাজেই সর্ব্বপ্রকারে দেশ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। হৃদয়ের সদ্বৃত্তি লোপ পাইতেছে। ধর্ম্ম দেশ ছাড়া হইয়াছেন! কারণ পিতামাতার প্রকৃতির অনুরূপই সন্তান জন্মায়। সেইজন্য ভাগবত বলিতেছেন, কৃষ্ণের ঔরসে কৃষ্ণানুরক্তা রুক্মিণীর গর্ভে রূপেগুণে কৃষ্ণ সদৃশ পুত্রই জন্মগ্রহণ করিলেন।

কামদেব রুদ্র কোপানলে ভস্মীভূত হইয়া দেহ ধারণ জন্য পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকেই আশ্রয় করিয়া তাঁহার দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন নামক পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলে শাম্বর নামক এক অসুর তাহা অবগত হইয়া তাঁহাকে আপনার শত্রু বলিয়া জানিয়া বিশেষ সতর্কতা

অবলম্বন করিল। এবং পরে পাছে বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া তাহার কোন অনিষ্ট সাধন করেন, এইজন্য সেই অসুর মায়া মূর্ত্তি ধরিয়া দশ দিনেরও ন্যূন বয়স্ক সেই শিশু কামদেবকে সূতিকা গৃহ হইতে অপহরণ করত সমুদ্র জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিজ গৃহে প্রস্থান করিল।

বালক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র এক অতি বৃহৎকায় মৎস্য তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রাস করিয়া ফেলিল। কিন্তু সেই মৎস্য তৎক্ষণাৎ ধীবরগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া শম্বর অসুরের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইলে পাচকগণ সেই অদ্ভুত মৎস্য লইয়া রন্ধন শালায় গমন করিল। এবং তাহার উদর বৃহৎ দেখিয়া ডিম্বের আশায় তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা ধীরে ধীরে তাহা ছেদন করিবামাত্র তন্মধ্যে একটী অপূর্ব্ব বালক দৃষ্টিগোচর হইল। তাহারা অতি যত্ন সহকারে বালকটীকে বাহির করিয়া মায়াবতীকে অর্পণ করিলে তিনি তাহার রূপ দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া এই অপূর্ব্ব বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া বালকের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত, জন্মাদি ঘটনা, শম্বর কর্ত্তৃক হরণ এবং মৎস্য কর্ত্তৃক ভক্ষণ প্রভৃতি অবগত হইলেন।

রুদ্র কোপানলে ভস্মীভূত প্রাণপতি কন্দর্পের পুনর্জ্জন্ম কামনায় কন্দর্প পত্নী রতি এতদিন মায়াবতী নামে অভিহিত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্প্রতি শম্বর গৃহে পাকাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নারদ কথিত সেই শিশুকে কামদেব জ্ঞানে যথেষ্ট যত্ন ও স্নেহে পালন করিতে লাগিলেন।

সেই শিশু যথাকালে যৌবনে পদার্পণ করিলে আরও অপূর্ব্ব কান্তিতে যুবতিগণের মোহোৎপাদন করিতে লাগিলেন। নিজ পতি কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নদেবের এইরূপ রূপ লাবণ্য দেখিয়া একদিন মায়াবতী সলজ্জ ভাবে মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে ভ্রুকুটি কুঞ্চিত কটাক্ষপাত দ্বারা সুরত প্রার্থনায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন "মাতঃ! আজ তোমার বিপরীত ভাব দেখিতেছি কেন? তুমি মাতৃভাব বিসর্জ্জন দিয়া কুলটা কামিনীর ন্যায় হাব ভাব হেলা লীলায় এমন কুভাব প্রকাশ করিতেছ কেন?

সর্ব্বনাশ এইখানে! কাম, ধীর স্থির অচঞ্চল! রতি আগ্রহান্বিতা—ভাবপ্রবণা—মোহে অধীরা! কাম যা বলিলে সে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে!—সে ভাব চাপিয়া রাখিতে পারে না! কাম তাহার নিকট জ্ঞানহীন অতি শিশু!

সে তাহাকে আপন পতি জানিয়া সাগ্রহে রক্ষা ও পালন করে!—আপন ইঙ্গিতে চালায়, আপনার বশে রাখে ও পরিপুষ্টি দান করে! কাম যন্ত্র, সে যন্ত্রী; কাম কর্ম্ম, সে কর্ত্রী! তাই বলিতেছি সর্ব্বনাশ এইখানে! মাতৃ স্থানীয়া হইয়াও সে বলপূর্ব্বক তাহার পত্নীত্ব করে!

মণিপুর অঞ্চলে অতি শিশুর সহিতও যুবতির বিবাহ হয়। সে সেই শিশুকে পতিত্বে বরণ করিয়া আপন গৃহে আনিয়া মাতার ন্যায় আদর যত্নে লালন পালন করে! কিন্তু তাহার লক্ষ্য থাকে সেই শিশুর যৌবনে! সে যৌবন প্রাপ্ত হইলেই তাহাকে পতিত্বের আসন দিয়া আপনাকে তাহার অধিকৃতা পত্নী বলিয়া আত্ম-দান করে!

অহো! ভাবের কি বিকার! মাতৃরূপে লালন পালন, আর পত্নীরূপে আত্ম-সর্ব্বস্ব গ্রাসের আক্রমণ!

এইজন্য বিচারের প্রয়োজন। রতি অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে দমন করিতে না পারিলে কামের উপর কর্তৃত্ব করা যায় না। কাম, তেজঃ ও আয়ুবর্দ্ধক—লোক হিতকারী, অপগণ্ড শিশুর ন্যায় অতি সরল ও ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল!—অদম্য শক্তিশালী ও অসম্ভব সম্ভবকারী! তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে জীবন যৌবন, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সকলই বিফল! এইজন্য ভালমন্দ কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার চাই। বিচার আসিলেই সর্ব্বনাশী রতি পলায়ন করে!

মাংসাশী, জনগণ ছাগ ও মেষগ প্রভৃতি পুষে,—বাল্য হইতে তাহাদিগকে যত্নে রক্ষা করে এবং তাহাদের দেহ পুষ্টির জন্য ভাল খাদ্য দেয়—মাংসের লোভে! তদ্রূপ যাহারা পতি পুষে, তাহাদেরও লোভ ঐ আমিষে! তাই বলিতেছি, আমিষ ভোজিনী রাক্ষসী রতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বিচার চাই।

যাহাহউক, রতি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাক্ষাৎ কামদেব! সূতিকা গৃহ হইতে শম্বরাসুর আপনাকে হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে তথায় এক বৃহৎ মৎস্য আপনাকে গ্রাস করে। ধীবরগণ কর্তৃক সেই মৎস্য ধৃত ও উপহার স্বরূপে শম্বরের নিকট প্রেরিত হইলে তাহার উদর হইতে এখানে আমি আপনাকে পাই; এবং সেই অবধি অতি যত্নে আপনার সেবা করিয়া আসিতেছি। আমি আপনার অধিকৃতা পত্নী রতি।

শম্বর অতিশয় বলবান ও অজেয়। বহু মায়া জানে। আপনি মোহনাদি

বিবিধ মায়া শক্তির বিস্তারে আপনার এই পরম শত্রুকে অবিলম্বে সংহার করিয়া সত্বর আপনার জননী রুক্মিণী দেবীর নিকট চলুন। অহো! আপনার অভাবে আপনার মাতা অত্যন্ত কষ্টে কাতরকণ্ঠে রোদন করিতেছেন! আমি আপনাকে সর্ব্বপ্রকার মায়ানাশিনী মহামায়া-বিদ্যা প্রদান করিতেছি। আপনি তাহা গ্রহণ করিয়া হইয়া অচিরে অসুর সংহার করুন।

মহামায়া-বিদ্যা লাভ করিয়া রতির প্রার্থনায় প্রদ্যুম্ন শম্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া বিবিধ তিরস্কার বাক্যে তাহাকে উত্তেজিত করিলে সে পদাহত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া বিপুল গদা ঘুরাইয়া প্রচণ্ডবেগে তাহা প্রদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করত বজ্রধ্বনির ন্যায় ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

তৎক্ষণাৎ প্রদ্যুম্ন গদা দ্বারা তাহা প্রতিরোধ করত তাহার প্রতি স্বীয় গদা নিক্ষেপ করিলে, শম্বর দৈত্যাচার্য্য ময় কর্ত্তৃক উপদিষ্ট অন্তর্দ্ধানাদি দৈত্যমায়ার সাহায্যে অন্তর্হিত ও আকাশমার্গে গমন করিয়া বারিধারার ন্যায় শিলা সমূহ দ্বারা প্রদ্যুম্নকে আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া সর্ব্ব মায়া বিনাশিনী সত্বগুণময়ী মহাবিদ্যার প্রয়োগ করিলে অনন্যোপায় হইয়া শম্বর,—গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি নানা মায়া প্রয়োগে তাঁহাকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কৃষ্ণ-নন্দন একে একে সকল মায়া নিরসন করিয়া সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা তাহার কিরীট-কুণ্ডল-শোভিত তাম্র শ্মশ্রুবিশিষ্ট শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তাহা ভূপাতিত করিলেন।

অনন্তর শম্বর নিধন জন্য দেব আশীর্ব্বাদ লাভ করত প্রদ্যুম্ন স্বীয় পত্নী রতির সহিত ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া দ্বারকায় উপনীত হইলেন। নবঘনশ্যাম-কলেবর পীতকৌষেয়-বসন আজানুলম্বিতবাহু, সুমধুরহাস্যময়, সুনীল ও কুঞ্চিত অলকাজালশোভিত বদনমণ্ডল এবং ঈষদারক্তলোচন প্রদ্যুম্নকে সহসা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রমণীললামভূতা নবযৌবন-সম্পন্না অপূর্ব্ব রূপসী ললনাগণ দূর হইতে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমে লজ্জায় স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিলেন। পরে বিশেষ নিরীক্ষণে শ্রীবৎসাদি চিহ্ন না দেখিয়া যখন বুঝিলেন তিনি কৃষ্ণ নহেন, তখন তাঁহাদের বিস্ময় দ্বিগুণ বাড়িল এবং নিকটস্থ হইয়া অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ সদৃশ রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া নবাগত যুবকের পরিচয় জানিতে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার মধুময় কথা

শুনিয়া রুক্মিণীব ভাবান্তব উপস্থিত হইল। মাতৃস্নেহে তাঁহাব পয়োধর হইতে দুগ্ধ ক্ষবিত হইতে লাগিল। এবং সূতিকাগৃহ হইতে অপহৃত সন্তানের কথা মনে পড়িল।

তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! এই পদ্মপলাশলোচন পুরুষশ্রেষ্ঠ বালকটী কে? কাহাঁব পুত্র? কোন্ বত্নগর্ভা এমন সন্তানকে উদবে ধবিয়াছেন? আব এই পবম লাবণ্যময়ী অত্যদ্ভুত সুন্দবী কামিনীই বা কে? ইঁহারা কোথা হইতেই বা আসিলেন?

হায়! হায়! আমাবও একটী পুত্র সূতিকা গৃহ হইতে অপহৃত হইয়াছে, আব তাহাকে পাইলাম না। অহো! সে যদি জীবিত থাকে, তবে বয়স ও রূপগুণে সম্পূর্ণ ইঁহাব মতই হইবে। হায়! হায়! আমাব কি এমন ভাগ্য হইবে, তাহাকে কি আবাব আমি ফিবিয়া পাইব? ভগবান্ কি আমাব প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন? আহা! কি অপরূপ রূপ! ইহাব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, গতি, কণ্ঠস্বব, হাস্য ও চাহনি প্রভৃতি কৃষ্ণেব মতই বোধ হইতেছে! আজ কেন সহসা ইঁহাকে দর্শন করিয়া আমাব গর্ভজ সন্তানের কথাই মনে হইতেছে! বাৎসল্য স্নেহে আমাব হৃদয় ভবিয়া উঠিতেছে! একি! আমার বাম বাহু নাচিতেছে! তবে কি সত্য সত্যই এই অপূর্ব্ব বালক আমাব সেই সন্তান? আমাব হৃদয় যে অবশ হইয়া আসিতেছে! পূর্ব্ব স্মৃতি যে আমাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে। ভগবান্! আবাব কি আমি আমাব সেই সন্তানকে ফিবিয়া পাইব? সংসাবে এত কষ্ট? শোক দুঃখই বুঝি ইহাব ভিত্তি! সুখ—মরীচিকা—ছায়াবাজি মাত্র! হায়! হায়! কে আমাব সেই গভীব শোক নিবসন কবিবে? এ যদি আমাব পুত্র না হয়, তবে আর আমাব এ জীবন ধাবণ বৃথা। আমি যে আব শোকভাব সহ্য কবিতে পারি না! হায়! হায়! পতি অপেক্ষা পুত্রস্নেহ যে এত অধিক, তাহা জানিতাম না! যে কৃষ্ণকে আমি সর্ব্বময় কবিয়া বাখিয়াছিলাম, পুত্র স্নেহেব নিকট, আজ যেন তাহার স্থান নাই,—তাহা যেন দূবে কোথায় চলিয়া গিয়াছে! ইহা আমি ভাবিতেও পারি না; কিন্তু কি কবি, তাহা যেন আমার আয়ত্ত নহে! যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি সেই স্নেহে আমাকে ডুবাইয়া রাখিতেছে! সেই পুবাতন শোক আজ যেন উথলিয়া উঠিতেছে! হা ভগবান্! আমি কি করি? আমার এ কি করিলে।

বিদর্ভ-রাজনন্দিনী একান্ত মনে চিন্তা করিতে করিতে অধীরা হইয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিতেছেন, এমন সময় বসুদেব দেবকী সহ শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত এবং সমুদয় ব্যাপার অবগত হইয়াও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞের ন্যায় উদাসীন ও নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তদ্রূপ ভাব দেখিয়া রুক্মিণী সহিত সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কারণ তিনি তাহাদিগকে কোন প্রশ্নই করিলেন না।

ইতিমধ্যে সকল বিস্ময় সমাধান জন্য অবিলম্বে দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইলেন। সকলেই সসম্ভ্রমে সম্মান সূচক বিশেষ সমাদরে পরিতুষ্ট করিয়া উপবেশন জন্য তাঁহাকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন। তিনি উপবেশন করিয়া কুশল প্রশ্ন করত ধীরে ধীরে প্রদ্যুম্ন হরণ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলে রুক্মিণী আনন্দে অধীরা হইয়া উঠিলেন। এবং নীরবে গললগ্নীকৃতবাসে অতি ভক্তির সহিত তাঁহাকে প্রগাঢ় প্রণাম করিলেন।

নারদ মুখে শম্বরের শিশুহরণ, তাহাকে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ, মৎস্যোদরে প্রাপ্তি, শম্বর গৃহে অবস্থিতি, শম্বর বিনাশ ও রতি লাভ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। বসুদেব, দেবকী, কৃষ্ণবলরাম ও রুক্মিণী নবদম্পতিকে আলিঙ্গন করিয়া বিপুল হর্ষে আশীর্ব্বাদ করত গৃহে তুলিলেন।

দ্বারকাবাসীমাত্রেই এই সংবাদ শুনিয়া হর্ষ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

কন্দর্পের সেই অনুপম দেহ কান্তি অবলোকন করিয়া কান্তভ্রমে রুক্মিণী ব্যতীত কৃষ্ণকান্তাগণও কন্দর্পশরে জর্জ্জরিতা হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে পুত্র স্থানীয় জানিয়া অতি কষ্টে সে ভাব সম্বরণ পূর্ব্বক গৃহে ফিরিলেন। সুতরাং অন্যে পরে কা কথা? অতএব মদনের রূপ-প্রভাবের কথা আর কি বলিব?

সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদিবা সুতং।
পরন্তপ যোনি ক্লিদ্যতি সত্য সত্য হি নারদ॥ পঞ্চতন্ত্র।

আদি পুরুষ, আদি রসের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "হে নারদ! সুঠাম সুরূপ পুরুষ দর্শন করিলে—সে ভ্রাতা বা সুত হইলেও—রমণীর চিত্ত বিকার উপস্থিত হয়!"

এইজন্ত ইহাবা কামিনী। এমন কামিনীদিগকে যাহারা অবাধ স্বাধীনতা দিয়া বন্ধুব সহিত ভ্রমণ করিতে পাঠান, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য শিক্ষাই এইরূপ হস্তীমূর্খতার জননী। তরুণ তরুণীর অবাধ সম্মিলন,—অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় লালসা পরিবর্দ্ধন করিয়াই চলে। আমাদের পবম ভক্তিভাজন ত্রিকালদর্শী মহামহর্ষি মনু এইজন্য নাবীকে বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে পতিব এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। —ন স্ত্রীনাং স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

হায়! আমবা আমাদের ত্রিকালদর্শী ঋষি বাক্য না মানিয়া কি অধঃপাতেই চলিয়াছি! ভগবন্! অধঃপতিত জাতিকে রক্ষা করুন।

শাস্ত্রও বলিতেছেন :—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ ভাঃ ৯।১৯।১৫।

মাতা, ভগিনী এবং কন্যার সহিতও কদাপি নির্জ্জনে অপ্রশস্ত আসনে বসিবে না। কারণ বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া কুকর্ম্মে রত করাইতে পারে।

কথিত আছে, ভাগবতের টীকাকাব পরম পূজ্যপাদ কোন মহাত্মা "বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" ইহা দেখিয়া বিরক্ত হইলেন; এবং মনে মনে ভাবিলেন তাহাও কি কখনও হয়? এজন্য তিনি লেখার ভুল হইয়াছে মনে কবিয়া মূল শ্লোক "অবিদ্বাংশ মপি" লিখিয়া টীকা করিলেন। তাহার পর তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিলে বেলা অধিক হইল দেখিয়া পথি মধ্যেই স্নানাহ্নিক সারিয়া গমন করিবার ইচ্ছা করিলেন। এবং অদূরে এক জলাশয় দেখিয়া বস্ত্রাদি রাখিয়া স্নানার্থ জলে নামিলেন। অনন্তর স্নানান্তে জলাশয়ের তীরে বসিয়া আহ্নিক করিতেছেন, এমন সময় ভীষণ ঝড় আসিয়া তাঁহার বস্ত্রাদি উড়াইয়া কোথায় লইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে করকা সহিত প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল! নিকটে আর কোন গৃহাদি নাই দেখিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে পুষ্করিণীর তীরস্থ এক ধোপার কুটীরে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় প্রার্থী হইলেন। ধোপা তখন বাড়ীতে ছিলনা; অন্যত্র গিয়াছিল। ধোপানী তাঁহাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতা হইয়া বলিল, আমার স্বামী বাড়ীতে নাই, এ অবস্থায় আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে পারিনা। আমার স্বামী দেখিলে

নানা প্রকার সন্দেহ করিবে। অতএব তুমি এখনই এস্থান হইতে প্রস্থান কর। ঝড়েব সহিত বৃষ্টিব বেগ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ একে ত শীতে কাঁপিতে ছিলেন, তাহাব উপর ধোপানীব এই কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া আবও কাঁপিতে লাগিলেন এবং শীতের প্রকোপে মূৰ্চ্ছিত হইয়া দ্বারদেশে পড়িয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া ধোপানী ঘরে টানিয়া লইয়া শুশ্রূষা করিলে কতক্ষণ পবে তিনি কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এবং ধোপানী শুষ্ক কাপড় দিলে তিনি তাহা পরিধান ও গাত্র আবৃত করিয়া কতকটা সুস্থ হইলেন বটে; তথাপি তাঁহাব শীত গেলনা; পূৰ্ব্ববৎ কাঁপিতে লাগিলেন। ধোপানী তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া বলিল, ঠাকুব! তুমি এখন নিকটবৰ্ত্তী কোন গৃহে আশ্রয় লও। আমার স্বামীর আসিবাব সময় হইয়াছে। সে আসিয়া তোমায় এখানে দেখিলে আমায় বিষম প্রহাব করিবে। এমন কি তোমারও নিস্তাব নাই। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি আশী বৎসবের বৃদ্ধ, আমায় দেখিলে কিছুই বলিবে না, সে ভয় তোমাব নাই। আবও তুমি ধোপার মেয়ে, আর আমি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। সে বলিল,—না ঠাকুব! তাহা হইবে না; আমি যুবতি, তুমি যত বৃদ্ধই হও, পুরুষ দেখিলেই সে ক্রোধে আমায় বিষম প্রহার করিবে, তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া সে কিছুই শুনিবে না। তাহাব শাসন বড়ই ভীষণ! সে আমায় বড়ই অবিশ্বাস কবে! তুমি এখনই প্রস্থান কব; নতুবা তোমাব ও আমাব অশেষ বিপদ! সে এই কথা বলিতে বলিতেই—ব্রাহ্মণেব কম্পন বেশী হইতে লাগিল, তিনি ধোপাব শুষ্ক বস্ত্র রাশির উপর শুইয়া পড়িলেন এবং আবও শুষ্ক বস্ত্র তাঁহাব গায়ে দিবাব জন্য অনুবোধ করিয়া অত্যন্ত অস্থিবতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধোপানী ব্রাহ্মণের তদবস্থা দেখিয়া অগত্যা তাঁহার গায়ে কতকগুলি কাপড় চাপাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ তবুও, কাঁপিতে কাঁপিতে ধোপানীকে তাহার দেহ চাপিয়া ধরিতে বলিলেন। সে বলিল আপনি ব্রাহ্মণ, আমি ধোপার মেয়ে; আমি কেমন করিয়া আপনার দেহ চাপিয়া ধরিব? ব্রাহ্মণ বলিলেন, প্রাণ যায়, এ অবস্থায় দোষ নাই,—আমার প্রাণ যায়, ধব ধর! সে বলিল, না ঠাকুর! পব পুরুষকে আমি ছুঁইব না। শীতের কম্পনে ব্রাহ্মণের আবার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল, ক্রমেই তাঁহাব স্বর জড়াইয়া আসিল! সেই অবস্থায় শেষ অনুনয় জানিয়া ধোপানী ব্রাহ্মণকে চাপিয়া ধবিল। পূর্ণাঙ্গী যুবতী ধোপানীর কঠিন কুচযুগ বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণের গাত্রাচ্ছাদিত বস্ত্র সমষ্টি ভেদ করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে এক মনোরম অনুভূতি প্রদান করিল! তৎক্ষণাৎ সেই দারুণ শীতের ভীষণ কম্পন যাতনার মধ্যেও ব্রাহ্মণের মরা গাঙে বান ডাকিল!—তিনি মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া কম্পনকে কাঁপাইয়া ধোপানীকে আঁকাড় করিয়া ধরিলেন! ধোপানী বলিল, ছাড়ুন ছাড়ুন! আপনি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ! আপনার একি রীতি! আমি নীচ জাতি,—ধোপার ব্যবহৃতা স্ত্রী! ব্রাহ্মণ যেন সংজ্ঞা শূন্যের ন্যায় দশ হস্তীর বলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—তা—হ'ক!

পর মুহূর্ত্তেই ব্রাহ্মণ চাহিয়া দেখিলেন—ধোপানী নাই, কুটীর নাই, ঝড় বৃষ্টি নাই,—ত্রিশূল হস্তে রুদ্র দণ্ডায়মান! তিনি হাসিয়া—"বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণ লজ্জিত ও অধোবদন হইলেন।

ক্ষণমাত্র সংসর্গে এমন অশীতিপর নিষ্ঠাবান্ সুসংযত বৃদ্ধ ঋষির যদি এরূপ অবস্থা হয়, তবে অসংযত যুবক যুবতীর অবাধ সম্মিলনের ফলাফল কিরূপ, তাহা কি আবার অনুমানের অপেক্ষা করে? এমন যে নারী, তাহা হইতে কত দূরে কেমন সাবধানে থাকা এবং তাহাকে কিরূপ ভাবে রাখা কর্ত্তব্য, তাহা উপেক্ষা করিয়া আমরা সর্পের মুখ-চুম্বন করিতেছি। আমাদের শাস্ত্র—আমাদের ঋষি-বাক্য অবহেলা করিয়া আমরা সভ্যতার নামে দিনে দিনে যে অধঃপাতে যাইতেছি,—যে স্বাধীনতার ধূয়া তুলিয়া ভারতবর্ষের পবিত্র আকাশ বাতাস যে কলঙ্কে কলুষিত করিতেছি, হে রুদ্র! তুমি একবার ত্রিশূল লইয়া না দাঁড়াইলে তাহা হইতে আর মুক্তির উপায় নাই!

মুখে যতই সভ্যতার বাণী ছড়াও, স্ত্রী স্বাধীনতার যতই পুস্তিকা লেখ, বুকে হাত দিয়া বল দেখি, সুবিধা পাইয়া যৌবনে কত অত্যাচার অনাচার করিয়াছ? সেই পাপ ঢাকিতে এখনও স্বাধীনতার প্রবন্ধ লিখিতেছ! গালি দিতে হয় দাও, কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একবার চিন্তা করিয়া দেখ, সংযম স্বাধীনতা কাহাকে বলে! আমাদের শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ ভাঃ ৯।১৯।১২।

উপভোগের দ্বারা মদন প্রশমিত হয় না বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হয়। ইহা কি অসত্য?

নার্য্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা!—যেখানে নারীর পূজা সেখানে দেবতারা সন্তুষ্ট থাকেন।

কিন্তু মনে রাখিও যেভাবে পূজা করিতেছ ইহা নারীর পূজা নহে। ইহা নারীর ঘোর অসম্মান—অপমান! দেবদ্বিজে ভক্তি, শাস্ত্র সংযমে আকাঙ্ক্ষা, ইহ পরলোকের ধর্ম্মকামনা, পতি পুত্র শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি পরিজনবর্গের সেবা, প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত নারীর সম্মান—নারীর পূজা! তদ্বিপরীতে তাহাকে বিলাসের অনন্ত সমুদ্রে নিক্ষেপ,—তাহার পূজা নহে। ভারতের ধাতে ইহা সহিবার নহে। ভারতই প্রকৃত নারী পূজা করিতে জানে। নারীকে মা ভবানীর স্বরূপা বলিয়া পূজা করে।

হে রুদ্র! সে যুগের আর কত বাকি?

স্বামীতে স্ত্রীর আত্যন্তিক অনুরক্তি না জন্মিলে পতি সদৃশ পুত্র লাভ হয় না। প্রদ্যুম্নের কৃষ্ণ সদৃশ মূর্ত্তিই রুক্মিণীর কৃষ্ণানুরক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয়। পিতা পুত্রে এমন অভেদ-দর্শন যে, কৃষ্ণ কামিনীগণও প্রদ্যুম্নকে চির পরিচিত কৃষ্ণ বলিয়াই শুধু অবধারণা নহে, কামনার বিষয়ীভূত মদনমোহন হৃদয়-দেবতা জানিয়া সম্ভোগেচ্ছায় অবশ হইয়া পড়িলেন!

এই শিক্ষাই আর্য্য শিক্ষা—এইরূপ পতিনিষ্ঠাই ভারত-রমণীর প্রকৃতি-গত সতীত্বের পরিচায়ক। পিতার মনোভাব পুত্রে সংক্রামিত হয়। এজন্য সৎপুত্র লাভ করিতে হইলে সৎপিতা হওয়া প্রয়োজন। পিতা ব্যভিচারী, উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইলে পুত্রও তদ্রূপ গুণ-সম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার উপর মাতাও যদি পতিকে উপেক্ষাশীলা, বিলাসময়ী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণা হন, তাহা হইলে ত কথাই নাই! আমাদের আত্মদোষে যদি তদ্রূপ পশু-ভাবাপন্ন পিশাচ সন্তান জন্মগ্রহণ করে; এবং কালে বৃদ্ধাবস্থায় যদি তাহারা আমাদের উপর রাক্ষসিক অত্যাচার করে, তবে সে জন্য আমরাই দোষী! তাহা আমাদেরই কৃত কর্ম্মের ফল! আজকাল আমাদেরই দোষে এইরূপ কারজ সন্তানে দেশ ছাইয়া যাইতেছে। এইজন্যই সর্ব্বত্র এত অনর্থ! তাই বলিতেছি, সৎপুত্র লাভ করিতে হইলে, সুসন্তানের জনক জননী হইয়া পরিণামে অতুল সুখ লাভ করিতে হইলে, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রার্থী হইয়া অন্তিমে ভগবচ্চরণারবিন্দ লাভের বাসনা করত দেশ ও দশের মুখোজ্জ্বল করিবার বাসনা হইলে আমাদিগকে সুসংযত,

নিষ্ঠাবান্, দেবদ্বিজে ভক্তি-পরায়ণ আদর্শ গৃহী হইতে হইবে। অপরের কথা ছাড়িয়া দাও, শুধু আমাদের সুখ শান্তির জন্য আমাদিগকে সংযত হইতে হইবে। আমরা যেমন বৃক্ষ রোপণ করিব, তাহার ফলও ত তদ্রূপ হইবে! আমরা যদি অপরিণামদর্শী হই, বিলাসের স্রোতে দেহ ভাসাইয়া আপাতঃমধুর পাপে ডুবিয়া যাই, তবে তৎভাবোৎপন্ন সন্তানও যে আমাদের অপেক্ষাও শত সহস্র গুণ পাপাচারী হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! এইজন্য সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান জন্য আর্য্য ঋষিগণ আমাদের সর্ব্বকার্য্যে সংযম সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিলাসে সর্ব্বত্রই গূঢ়োৎপন্নের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। ইহা নরনারীর ইন্দ্রিয় সেবারই বিষময় ফল! এইজন্যই পাপের প্রাচুর্য্যে ভক্তিশ্রদ্ধা, নিষ্ঠাতপস্যা অন্তর্হিত হইলে দেব-মানব সম্বন্ধ তিরোহিত হয়। এইজন্যই "পৃথিবীতে অল্প শস্য, অল্প মেঘে জল!"

হায়! হায়! আমরা এমনই মোহান্ধ যে, আত্মসুখেরও কামনা করি না? —তাহা চিন্তা করিবারও আমাদের অবসর নাই! ভগবান্ পাপ হইতে রক্ষা করুন!

জাম্বুবতী ও সত্যভামার পাণিগ্রহণ।

সত্রাজিৎ নামক একজন সূর্য্যভক্ত, সূর্য্য প্রদত্ত স্যমন্তক মণি ধারণ করিয়া দ্বারকায় আগমন করেন। সেই মণি প্রত্যহ আট ভার (কোন বিশেষ পরিমাণ) স্বর্ণ প্রসব করিত। মণির আরও গুণ ছিল, সে যেখানে থাকিত তথায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সর্পভয়, আধিব্যাধি প্রভৃতি কোন প্রকার অকল্যাণ হইত না। সেই মণি দেখিয়া দ্বারকাবাসীবৃন্দ মণিধারী সত্রাজিৎকেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃসম্পন্ন সূর্য্যদেব কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইহা অবধারণ করত শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, সূর্য্যদেব আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে সত্রাজিৎকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, উনি সূর্য্যদেব নহেন, স্যমন্তক মণিধারী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সত্রাজিৎ! শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন।

পরে এক সময় শ্রীকৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনের জন্য উক্ত স্যমন্তকমণি প্রার্থনা করিলে সত্রাজিৎ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া মণি গোপনের চেষ্টা করেন। অনন্তর সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন উক্ত মণিধারণ করিয়া মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিল। এক সিংহ অশ্ব সহিত প্রসেনকে নিহত করিয়া অপূর্ব্ব খাদ্য জ্ঞানে মণি মুখে লইয়া গুহায় প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিলে জাম্ববান্ তাহা দেখিয়া তাহাকে হত্যা করত মণি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এদিকে প্রসেন বহুদিন প্রত্যাবৃত্ত না হওয়ায় সত্রাজিৎ রটনা করিল যে, কৃষ্ণ তাহাকে নিধন করিয়া মণি হরণ করিয়াছেন। এই পরীবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা স্খালন জন্য নগরবাসী জনগণকে সঙ্গে লইয়া মণি অন্বেষণে বন

প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অন্বেষণ করত দেখিলেন, প্রসেন অশ্ব সহিত এক সিংহ কর্ত্তৃক নিহত এবং সিংহও জাম্ববান্ কর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গীদিগকে তাহা দেখাইয়া তিনি বলিলেন জাম্ববানই নিশ্চয় মণিহরণ করিয়াছে। অনন্তর নগরবাসীজনগণকে গুহার বাহিরে অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া তিনি জাম্ববানের গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দেখিলেন তাহার পুত্র মণি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি মণি গ্রহণ বাসনায় অগ্রসর হইলে তাহার মাতা অপরিচিত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষকে দর্শন করত ভয়ে বিষম চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার ভয়-বিহ্বল চীৎকার শুনিয়া জাম্ববান্ ভীষণ ক্রোধে অগ্রসর হইলে, ক্রোধ তাহাকে পরম রতন চিনিতে দিল না। সে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শ্রীপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভীষণ যুদ্ধে আঠাইশ দিন কাটিয়া গেল। জাম্ববানের শরীর ভীষণ প্রহারে জর্জ্জরিত ও অত্যন্ত বেদনায় অবসন্ন হইয়া পড়িলে তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইল। তখন সে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীপতি বলিয়া বুঝিয়া অপরাধ ভঞ্জনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কারণ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করা শ্রীপতি ভিন্ন অপর কাহারই সাধ্য নহে। অনন্তর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার অঙ্গে অমৃত-হস্ত বুলাইয়া দিলে তাহার সমুদয় ক্লান্তি দূরীভূত হইল।

পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণমুখে মণিহরণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার পরীবাদ স্খালনার্থ মণিসহ স্বীয় কন্যা জাম্বুবতীকে অর্পণ করিলেন।

এদিকে দ্বারকাবাসী যে সমস্ত লোক কৃষ্ণের সহিত আসিয়া গুহার বাহিরে অবস্থান করিতে ছিলেন, তাঁহারা দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও কৃষ্ণকে নির্গত হইতে না দেখিয়া বিষণ্ণ মনে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করত বসুদেব দেবকী ও রুক্মিণী প্রভৃতিকে সে সংবাদ প্রদান করিলেন। তাঁহারা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া রোদন করত সত্রাজিৎকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। দ্বারকায় তখন মহা দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। দ্বারকাবাসী অত্যন্ত স্নেহে পরম প্রীতি-ভাজন কৃষ্ণের অমঙ্গল চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। স্নেহ বড়ত্ব দেখিতে পায় না! স্নেহ সর্ব্বদাই অকল্যাণ আশঙ্কায় শঙ্কিত! শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমানত্বের শত সহস্র প্রমাণ অহরহঃ তাঁহাদের নিকট বিদ্যমান থাকিলেও স্নেহ তাহাদিগকে আমল দিল না, তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে দলে দলে

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার আশায় চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গতিনাশিনী দুর্গার আরাধনা করিতে গমন করিলেন। সর্ব্বজ্ঞা দেবী তাঁহাদের কাতরতায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দান করিলে তাহারা সুস্থ মনে গৃহে ফিরিলেন।

এদিকে কয়েক দিন পরে শ্রীকৃষ্ণ ভার্য্যা জাম্বুবতী সহ মণি লইয়া পরমানন্দে দ্বারকা প্রবেশ করিলে চারিদিকে আনন্দের উৎস ফুটিয়া উঠিল।

এখানে একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। তাহা এই যে, কৃষ্ণ-ভক্ত মাত্রেই শাক্ত। কৃষ্ণকে পাইতে হইলে শক্তির উপাসনা চাই। শক্তি সন্তুষ্ট হইয়া বর দান না করিলে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ঘটে না। যেখানে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশা সেইখানেই শক্তির উপাসনা,—শক্তিব দ্বারস্থ হইয়া বর প্রার্থনা! গোপীগণ অগ্রে মহামায়া কাত্যায়নীর পূজা করিয়া বর লাভ করত তবে কৃষ্ণ-চরণ পূজার অধিকারিনী হইয়াছেন। যাঁহারা কৃষ্ণ চরণ পূজার্থী হইয়া দেবী-দ্বেষ করেন তাঁহারা সাবধান হউন। তাঁহারা গোড়ায় ভুল করিতেছেন। একমাত্র মহামায়াই কৃষ্ণ-চরণ পূজাব অধিকার দাত্রী। কৃষ্ণ-ভক্তি মন্দিবের দ্বারদেশে তিনি অবস্থান করিতেছেন। তিনি কৃপা করিয়া দ্বার না ছাড়িলে কাহাবই প্রবেশের সাধ্য নাই। এ মায়া তাঁহারই মায়া! দুগ্ধের ধবলত্ব যেমন দুগ্ধ হইতে পৃথক হইতে পারে না, অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকা শক্তিতে যেমন কোন প্রভেদ নাই, আবার অঙ্গার ছাড়া যেমন অগ্নি থাকিতে পারে না, অগ্নির অগ্নিত্বই থাকে না, তদ্রূপ কৃষ্ণে মহাশক্তি, এবং মহাশক্তিতে কৃষ্ণ ওতপ্রোত ভাবে সংমিশ্রিত—অভেদ! একটীর অভাবে অন্যটী থাকিতে পারেন না। ইহাই হইল বৈজ্ঞানিক যুক্তি। কিন্তু ইহার উপরেও আছে, তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্। তিনি তাই শক্তিকেও পৃথক কবিতে পারেন। কিন্তু তখন তিনি নিস্ক্রিয়! তাঁহাকে ক্রিয়মান্ করিতে হইলে তাঁহাতে শক্তি সংযোগ আবশ্যক। সুতরাং শক্তির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন না করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে॥

আমার মায়া দুস্ত্যজ্যা হইলেও যে আমাকে একান্ত আশ্রয় করে, সে তাঁহা হইতে পরিত্রাণ পায়। অর্থাৎ মায়া দয়া করিয়া তাহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিয়া

ত্রাণ করেন। কারণ তিনি যে কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রদায়িনী! কৃষ্ণে একান্ত ভক্তি দেখিলে তিনি যে আগ্রহ সহকারে তাহার পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন! পুরাণে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণপ্রাপ্তি কামনায় কৃষ্ণ-ভক্তগণ—কৃষ্ণ-পরিবার দুর্গতিনাশিনী মহামায়ার শরণ লইয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন।

যাহা হউক, তাঁহাকে দেখিয়া রাজ্য মধ্যে আবার মহামহোৎসব আরম্ভ হইল—আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। বিরহেই প্রেমের ওজন বুঝা যায়। কয়েক দিনের কৃষ্ণ অদর্শনে দ্বারকায় হা হুতাশের ঝড় বহিতেছিল! কৃষ্ণ যে তাঁহাদের কি প্রাণের বস্তু,—কি হৃদয়ের ধন তাহা অনুভব করিয়া তাঁহারা চারিদিক শূন্য দেখিতেছিলেন। কৃষ্ণের মহত্ত্ব, কৃষ্ণের আনন্দময়ত্ব, কৃষ্ণের বর্ত্তমানত্ব দ্বারকায় যে নির্ভীকতা, যে প্রেম-প্রস্রবণ, যে হৃদয়হারী আত্মীয়তার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাঁহার অদর্শনে যেন সে সমুদয় শূন্যে বিলীন হইয়া গেল! তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দ্বারকার আকাশ বাতাস যেন নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠে! কৃষ্ণ যে তাঁহাদের কি, তাহা যেন তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াও ঠাহর করিতে পারেন না। তাঁহার অদর্শনে তাঁহাদের যেন প্রাণের সঞ্জীবনী শক্তি—বল বুদ্ধি ভরসা হারাইয়া যায়! অহো! কৃষ্ণকে যাঁহারা এমনই করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন তাঁহারাই ধন্য! কিন্তু তাঁহারা আত্মসাৎ করিয়াছেন, না কৃষ্ণ আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহাই ভাবিবার বিষয়! তাঁহারা তাঁহাকে আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই! কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের এমন দশা ঘটিত না। এমন হা হতোস্মি করিতেন না, আনন্দে ভরপুর থাকিতেন! কৃষ্ণই তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন তাই তাঁহারা তাঁহার অদর্শনে আত্মবিস্মৃত হইতেন।

কয়েকদিন পরে একদিন কৃষ্ণ রাজ-সভায় সত্রাজিৎকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে মণি প্রাপ্তির বিষয় বর্ণন করত তাঁহাকে সেই স্যমন্তকমণি প্রদান করিলে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও অধোবদন হইলেন। এবং কি প্রকারে আপন দোষ স্খালন করিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া সত্রাজিৎ একমাত্র কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণ করে অর্পণ করত উক্ত মণিও যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিলেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মণি গ্রহণ না করিয়া তাহা তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,

আপনি অপুত্রক ; আপনাদের অবর্ত্তমানে উহা আমরাই পাইব। এখন উহা আপনার নিকটই থাকুক, আপনারাই উহা সম্ভোগ করুন।

ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ দেখাইলেন যে, তিনি আপনার জন্য মণি-প্রার্থনা করেন নাই। তিনি অর্থ-লোভী, বিলাসী বা স্যমন্তকমণির নানা আধি ব্যাধি প্রভৃতি অকল্যাণ নাশের গুণমুগ্ধও নহেন। তাঁহার ইচ্ছায় এমন কত কোটী কোটী স্যমন্তক মুহূর্ত্তে জন্মিতে পারে! তিনি সত্রাজিতের স্যমন্তকমণি চোর নহেন। অথবা বুঝি, আসক্তির জিনিস তিনি লন না, প্রেমের সহিত—প্রাণের সহিত না দিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন না।

সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে মণি-চোর বলিয়াছিলেন ; হয় ত কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এই অনুমান করিয়া তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছায় ভয়ে মণি সহিত সত্যভামাকে দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাই বুঝি তিনি তাহা লয়েন নাই। মনে দ্বিধা থাকিলে তৎপ্রবৃত্তি মূলক বস্তু তিনি গ্রহণ করেন না। তবে বলিতে পারেন, মণি গ্রহণ করিলেন না, সত্যভামাকে গ্রহণ করিলেন কেন? তাহার উত্তর এই যে, সত্যভামা উচ্ছিষ্ট হন নাই। কৃতবর্ম্মা শতধন্বাদি যুবকগণ সত্যভামার অলোকসামান্য রূপরাশি ও গুণ-গ্রাম দর্শন করিয়া তাঁহার প্রণয়প্রার্থী হইলে তিনি সকলকেই উপেক্ষা করত শ্রীকৃষ্ণ চরণেই মনঃপ্রাণ অর্পণ পূর্ব্বক একান্ত মনে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতেছিলেন। এইজন্য তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

-(•)-

জতুগৃহ দাহ।

হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন যে, পাণ্ডবগণের শিক্ষা, সদাচার, শারীর বল, ধর্ম্ম, নীতি, যুদ্ধনৈপুণ্য, বিনয় ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি সদগুণে পুরবাসী ও প্রজা সাধারণ মোহিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রশংসা করিতেন। এবং তাঁহাদের প্রতি ক্রমশঃ বর্দ্ধমান সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলে দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধিত হিংসায় প্রজ্বলিত হইয়া তাহাদিগকে শৈশবে বিষদানাদি কার্য্যে নানা প্রকারে সংহারের চেষ্টা করিয়াছে! কিন্তু ভগবৎ কৃপায় ধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহারা সকল বিপদ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুরবাসী ও প্রজাসাধারণ পাণ্ডবগণের গুণমুগ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে কণ্ঠলগ্ন শল্যের ন্যায় দুর্য্যোধনের তাহা অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। সে দুষ্ট মন্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণের বধ সাধনের জন্য আবার নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা পাণ্ডবগণকে বারাণাবত নগরে প্রেরণ করিয়া নিধন করিবার সংকল্প করত পুরোচন নামা জনৈক মন্ত্রীকে তথায় প্রেরণ পূর্ব্বক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইল।

এদিকে একদিন ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিগণ রাজ-সভায় পাণ্ডবগণের সমক্ষে বারাণাবত নগরের অতুলৈশ্বর্য্য ও শোভা সম্পদের কথা বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগের নগর দর্শনেচ্ছা বলবতী করিয়া তুলিতে লাগিল। তাঁহারা অতুল শোভা সম্পদের কথা শুনিয়া তাহা দর্শনেচ্ছা প্রকাশ করিলে ধৃতরাষ্ট্র, মন্ত্রিগণ এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এবং আনন্দ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া একদিন পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্থানীয় পাণ্ডবগণে ডাকিয়া বলিল যে, তোমরা বারাণাবত নগরের অতুলৈশ্বর্য্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তোমরা সমাতৃক

গমন কবিয়া তথায় কিছুদিন আনন্দে কাল যাপন কর। অনন্তর ফিরিয়া আসিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। তোমরা ভবিষ্যতের আশা ভরসা! দেশ দর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ করা তোমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। অতএব তোমরা কাল বিলম্ব না করিয়া যাত্রা কর।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের এই অযাচিত অনুগ্রহ দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনোভাব বুঝিলেন। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

যুধিষ্ঠির বোধ হয় ভাবিলেন ক্ষত্রিয় আমরা—রাজপুত্র। জানি আসন্ন বিপদ, কিন্তু মরণে ভয় কবিব? মরণকে উপেক্ষাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম! ইষ্ট-লাভের জন্য সর্ব্বদা বিপদের সম্মুখীন হওয়াই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। তাহার উপর একবার যাহাতে হাঁ বলিয়াছি, তাহাতে না বলা ঘোর অধার্ম্মিকের কার্য্য। প্রাণ যায় যাক্, ধর্ম্মহানি কবিতে পারিব না। তাই প্রকাশ্যে সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তাঁহাদিগকে গমনোদ্যত দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা বিদুর যুধিষ্ঠিরকে ম্লেচ্ছ ভাষায় প্রকারান্তরে ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি জানাইলে তিনিও "বুঝিলাম" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম পুরঃসর গমন করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ সমাতৃক বারণাবত নগরে উপস্থিত হইলে পুরোচন আগ্রহ সহকারে অতিযত্ন প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জতুগৃহে লইয়া গিয়া বহু মূল্য আসনে উপবেশন করাইল। গৃহ মনোরম কারুকার্য্য খচিত এবং বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা পরিশোভিত অতুলৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, ইহা নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণ বিস্মিত হইলেন।

যাহা হউক, তাঁহারা তথায় অতি সতর্কতার সহিত অবস্থান করিয়া গোপনে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, গৃহ জতু এবং শণ প্রভৃতি অতি দাহ্য পদার্থে নির্ম্মিত। ইহা অবগত হইয়া যুধিষ্ঠির বিদুর প্রেরিত খনক দ্বারা গৃহাভ্যন্তর হইতে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করাইয়া বহির্গমনের পথ উন্মুক্ত রাখিলেন। এবং উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভীমসেন অগ্রে পুরোচনের গৃহে পরে জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। অগ্নি সর্ব্বতোভাবে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলে পাণ্ডবগণ মাতার সহিত সুড়ঙ্গ দিয়া বহির্গত হইয়া পলায়ন করিলেন।

এদিকে এক নিষাদী পঞ্চপুত্র সহ ঐ রাত্রিতে জতুগৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। সুতরাং পঞ্চপুত্র সহ সে এবং পুরোচনও ভস্মীভূত হইল। সমাতৃক পাণ্ডবগণ সহ পুরোচনও ভস্মীভূত হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনাদির আনন্দের সীমা রহিল না। কারণ দুষ্ট-ব্যক্তিগণ আপনাদের কার্য্য-সাধনান্তে পাছে তাহা অন্যের গোচরীভূত হয়, এই আশঙ্কায় দুষ্কর্ম্ম-সাধকগণের বিনাশই কামনা করিয়া থাকে। দুষ্টগণ বুঝে যে, ন গণস্যাগ্র গচ্ছেৎ,—সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলং। যদি কার্য্যে বিপত্তিস্যাৎ সান্ মুখরস্তত্র হন্যতে!

যাহা হউক, পুরোচন তাহার কর্ম্মের উপযুক্ত ফলই লাভ করিল! তাহাতে আনন্দ ভিন্ন কাহারই দুঃখ নাই! কিন্তু নিষাদী পঞ্চপুত্র সহ ভস্মীভূত হইল ইহাই আপাততঃ দুঃখের কারণ বলিয়া মনে হয়। মদ্যপান-বিভোরা ও মৃতকল্পা হইয়া সম্ভবতঃ সে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতসারে জতুগৃহের কক্ষান্তরে অবস্থান করিতেছিল। তবে প্রাক্তন কর্ম্মই যে তাহাদের এবম্ভূত মৃত্যুর কারণ তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

যেহেতু, ভোজনন্দিনী কুন্তী তাহাদিগকে ভূরি ভোজনে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। বহুশত লোক তাহার দানে পরিতুষ্ট ও অপর্য্যাপ্ত ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া কে কোথায় রহিল বা চলিয়া গেল তাহার সন্ধান লওয়াও তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। সে যাহা হউক, দৈবই যে ইহার মূল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কারণ ধর্ম্ম-পরায়ণ পাণ্ডবগণ জ্ঞানতঃ কখনই এমন পাপাচার করিতে পারেন না।

যাহা হউক, নিশ্চয়কে সুনিশ্চয় করিবার জন্য ভস্মরাশির মধ্যে নিষাদী ও তাহার পঞ্চপুত্রের অস্থি দর্শন করিয়া সকলেই স্থির করিল যে, পাণ্ডবগণ সমাতৃক ভস্মীভূত হইয়াছেন! ইহা শুনিয়া হস্তিনায় কুরু রাজপুরীতে কৃত্রিম ক্রন্দনের ধুম পড়িয়া গেল! ধৃতরাষ্ট্র আর কাল বিলম্ব করিতে পারিলেন না; তিনি সমুদয় আত্মীয় স্বজনকে এই দুঃসংবাদ প্রদান করিয়া পাণ্ডবগণ ও কুন্তীর শ্রদ্ধাদি ঔদ্ধদেহিক কার্য্যের কোন প্রকার ত্রুটি না হয় তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আহবান করিলেন। এবং অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, এ সময়ে তাঁহারা যদি উপস্থিত না হয়েন তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। এবং কুন্তী ও পাণ্ডবগণের স্বর্গ গমনের সুবিধা কল্পে পুরোহিতগণের ফর্দ্দ মত বৃষোৎসর্গ,

হব্যোৎসর্গ, দান সাগর, তিল কাঞ্চন, মণি কাঞ্চন, চৌষট্টি ষোড়শ প্রভৃতি অনুকল্প, প্রতিকল্প, বিকল্প বা সংকল্প হিসাবে যত প্রকার ব্যবস্থা আছে, সমুদয় ব্যবস্থার একত্র সমাবেশে পিণ্ডদানের যতদূর উৎকট ব্যবস্থা হইতে পারে তজ্জন্ত তিনি ধনাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিতেও কুণ্ঠিত নহেন বলিয়াও তাঁহাদের নিকট ঘোষণা বাণী প্রেরণ করিলেন।

যাঁহারা পাণ্ডবের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা তাহা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন! এবং অতিমাত্র দুঃখে মুহ্যমান ও ব্যাপার কি জানিবার জন্ত সত্বর সমাগত হইলেন। আর যাঁহারা তদ্বিপরীত, তাঁহারাও কৃত্রিম শোক প্রকাশার্থ অবিলম্বে আগমন করত দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত সম্মিলিত হইলেন।

রামকৃষ্ণও এ সংবাদ শ্রবণমাত্রেই আত্মীয় স্বজনের অভিলাষ পূরণার্থ হস্তিনায় সমাগত হইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ রামকৃষ্ণের এ ছলনা কেন? কারণ অবশ্যই আছে। ধর্ম্মাত্মা বিদুরকেও কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিতে হইয়াছে! সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্‌কেও সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। এখনও কৌরবগণের পাপ চারি পুরা পূর্ণ হয় নাই। আবও তাহারা এখন প্রবল, পাণ্ডবগণ সহায়-হীন দুর্ব্বল। প্রবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার একটা নীতি আছে। সে নীতি এক্ষেত্রে কৌশল বা ছলনা। কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও প্রচ্ছন্ন;—মানব রূপী, এবং কুরু পাণ্ডবের সম আত্মীয়। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের পূর্ণরূপে পরিব্যক্তির সময় হয় নাই। তাই ঘটনা স্রোতে রামকৃষ্ণ ও বিদুর গা ভাসান দিলেন।

কৌরবগণ তাঁহাদের শোক দর্শন করিয়া নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিল, নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, এবার আর কোনরূপ ছলা কলায় আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই!

যাহা হউক, দুর্য্যোধন এই অপূর্ব্ব সুযোগে কাল বিলম্ব না করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন! ধৃতরাষ্ট্র মহানন্দে মহাড়ম্বরে তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন! দুর্য্যোধন প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন ও অকুতোভয়ে যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণও চাহেন তাহাই। তিনি ভূভার হরণের জন্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কংসকে নিধন করিয়াছেন; এখন বাকি দুর্য্যোধন ও জরাসন্ধ! এবং তৎসহ তাহাদের মিত্ররাজগণ!

———(০)———

সত্রাজিৎ বধ

দ্বারকায় রামকৃষ্ণের অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বাকে বলিল, আমরা বারম্বার প্রার্থনা করিলেও সত্রাজিৎ আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণকে সত্যভামা সম্প্রদান করিল। এই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তুমি এখনই ইহার প্রতিশোধ লও। অসুর প্রকৃতি শতধন্বা তাহাদের কথায় উত্তেজিত হইয়া সত্রাজিৎকে সংহার পূর্ব্বক মণি হরণ করিলে সত্যভামা পিতার দেহ তৈলে নিমজ্জিত করিয়া শোকাকুল চিত্তে হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। এবং বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে পিতার নিধন বৃত্তান্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া রামকৃষ্ণ সত্যভামা সমভিব্যাহারে সত্বর দ্বারকায় আগমন করত শতধন্বাকে বধের নিমিত্ত বহির্গত হইলে সে ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বেগে অনুসরণ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। এবং অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিকট মণি না পাইয়া বলদেবকে বলিলেন শতধন্বার নিকট মণি নাই, বৃথায় তাহাকে সংহার করিলাম।

ভগবানের এ ভুল কেন? কারণ অবশ্যই আছে। শতধন্বার পাপ ছিল। সত্যভামার প্রতি তাহার লোভ ছিল। সত্রাজিৎও নাকি তাহাকে সত্যভামা অর্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের মুখেই প্রকাশ। এক্ষণে কৃষ্ণকে সত্যভামা অর্পণ করায় তাহার বিষম ক্রোধ জন্মে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সূত্রে মণিও তাহার হস্তগত হইত কিন্তু তাহাও হইল না। এই জন্যই সে সত্রাজিৎকে নিধন করিয়া নিজের মৃত্যুও টানিয়া আনিল।

যাহা হউক, বলদেব মণি অপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া মিথিলায় গমন করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ, মণি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শতধন্বার নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃতবর্ম্মা আপনাকে সত্রাজিতেব নিধনকারী শতধন্বার সহায়ক ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে স্থানান্তরে পলায়ন করিল।

এদিকে শতধন্বা পলায়ন সময়ে অক্রূরকে মণি দিয়া যায়। অক্রূরও তাহা গোপন করত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। কিন্তু মণির গুণের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ অবগত ছিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন মণি অক্রূরের নিকটই আছে। কারণ অক্রূর প্রত্যহ ব্যয়সাধ্য যাগ যজ্ঞ সম্পন্ন করাইতেছেন, বহু দীন দরিদ্র ও বেদবেত্তা ঋষিগণে ভুরি ভোজন করাইয়া প্রচুর ধন দান করিতেছেন। ইহা মণি প্রসূত প্রচুর অর্থেরই পরিচায়ক! ইহা অবধারণ করিয়া তিনি একদিন রাজ-সভা মধ্যে অক্রূরকে আহ্বান করিলেন। অক্রূর আসিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে দানপতে! আপনার নিকট মণি আছে তাহা আমি জানি; আমাদের মণির প্রয়োজন নাই, তাহা আপনার নিকটেই থাকুক; শতধন্বার নিকট মণি অপ্রাপ্তির কথা বলিলে বলদেব তাহা বিশ্বাস করেন নাই। অতএব আপনি একবার আপনার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে মণি বাহির করিয়া সভাসদগণকে প্রদর্শন করুন। আপনি জিতেন্দ্রিয়, আপনিই মণি রক্ষার উপযুক্ত পাত্র। বলদেব মদ্যপায়ী এবং আমিও কৃতদার। সুতরাং আমরাও মণিধারণের উপযুক্ত পাত্র নহি। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা প্রদর্শন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলিলে অক্রূর বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে মণি বাহির করিয়া সকলকে দেখাইলে শ্রীকৃষ্ণের মণি হরণের অপবাদ দূরীভূত হইল।

এই মণি হরণ বৃত্তান্তে শ্রীকৃষ্ণ ইহাই শিক্ষা দিলেন যে, সর্ব্বার্থকর ভগবান্ সঙ্গে থাকিলেও বিশেষ সাধনা ব্যতীত জীব সহসা তাহাকে চিনিতে পারে না।

অক্রূরের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা জিতেন্দ্রিয় পুরুষও ভ্রমে পতিত হইয়া অনর্থকর অর্থ-লালসায় লালায়িত হয়েন। নতুবা শ্রীকৃষ্ণ হইতে মণির মূল্য অধিক বলিয়া ধারণা করিতেন না। যাঁহার ইচ্ছায় ঐরূপ কত কোটী কোটী মণি মুহূর্ত্তে জন্মিতে পারে, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া আজ যাদবগণ মণির মাহাত্ম্যে মজগুল! ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? প্রবল ভয় মাথার উপর থাকিলে লোকে ত্রাহি মাং মধুসূদন বলিয়া অহর্নিশ তাঁহার প্রতি মন রাখিয়া তাঁহাতেই আত্মহারা হয়। আহা! এই জন্তই ভগবান্ বুঝি জীবের প্রতি দয়া করিয়া তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির মধ্যে ফেলিয়া অন্তর্মুখ করিয়া গড়িয়া তুলেন। কংস ভয় অপনোদিত হওয়াতেই বুঝি যাদবগণের আজ এই দশা! যে দুর্লভ নীলকান্ত-মণি লাভ জন্য কত যোগীঋষি অনাহারে অনিদ্রায় কত শত সহস্র বর্ষ একাগ্রচিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণে ধ্যান-মগ্ন আছেন। প্রহ্লাদ যাঁহাকে

ন শব্দ গোচরে যস্ত যোগিধ্যেয়ং পরম্পদম্।
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ॥

বলিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই; সেই ভক্ত-দুর্লভবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের স্বজনরূপে পাইয়া আজ যাদবগণ তাঁহাকে নকড়া ছকড়া করিতেছেন! ইংরাজিতে একটা কথা আছে:—familiarity breeds contempts অর্থাৎ অতি আত্মীয়তা অবজ্ঞা উৎপাদন করে! তবে সকলই তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না। নতুবা যে অক্রূর কংস প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে আনিতে গিয়া যমুনার জলে রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিয়া ধ্যানে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন, ধ্যান ছাড়িয়া আসিতে চান নাই! আজ তিনিই কেন মণির লোভে তাঁহা হইতে দূরে দূরে লুকাইয়া বেড়াইতেছেন? সকলই তাঁহারই ইচ্ছা।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ বেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পথিমধ্যে শুনিলেন, পাঞ্চালদেশে পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। চারিদিক হইতে রাজন্যবর্গ পাঞ্চাল রাজধানীতে উপনীত হইতেছেন। রাজা দ্রুপদ তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান করিয়া তাঁহাদের মর্য্যাদানুযায়ী বিবিধ ব্যবস্থা করিতেছেন।

বহু ব্রাহ্মণও বহু দূরদেশ হইতে স্বয়ম্বর উৎসব দর্শন জন্য আগমন করিতেছিলেন। পথে পাণ্ডবগণের সহিত পরিচয় হইলে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ জানিয়া বলিলেন, আমরা পাঞ্চাল দেশে রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দর্শনে গমন করিতেছি; আপনারাও আমাদের সঙ্গে চলুন। তাঁহাদের তেজোবীর্য্য, শারীরিক গঠন ও রূপ দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আপনাদের যে প্রকার শক্তি সামর্থ্য ও রূপ-লাবণ্য দেখিতেছি তাহাতে দ্রুপদকুমারী আপনাদের রূপে মুগ্ধ হইবেন। এবং আপনারাও অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদী লাভ করিতে পারেন।

এইরূপে কথোপকন করিতে করিতে পাণ্ডবগণ পাঞ্চাল দেশে উপস্থিত হইয়া এক কুম্ভকার গৃহে আশ্রয় লইলেন। ব্রাহ্মণগণ সভায় প্রবেশ করিয়া বিহিত পূজা পাইলেন।

পরে পাণ্ডবগণ পূর্ব্ব পরিচিত ব্রাহ্মণগণের সহিত নিত্যই সভায় গিয়া নানা প্রকার নৃত্য দর্শন ও গীত বাদ্যাদি শ্রবণ করিতেন।

এইরূপে সভার ষোড়শ দিবসে কৃতস্নানা অপূর্ব্ব বেশভূষা সজ্জিতা দ্রৌপদী বিচিত্র কাঞ্চনী মালা হস্তে লইয়া রাজ-দর্শনার্থিনী হইয়া পুরী হইতে বহির্গত হইলে, তাঁহার অসীম রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া রাজগণ মুহুর্মুহুঃ কুসুমধনুর কুসুমবাণে জর্জ্জরিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা লীলা] দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। ৬৮ পৃষ্ঠা।

দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া সভাস্থ মঞ্চোপরি উপবিষ্ট এক এক রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার রাজ্যধন, ঐশ্বর্য্য, বলবিক্রমের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাজা দ্রুপদ আকাশ চক্র নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে লক্ষ্য স্থাপন এবং একটী অতি সুদৃঢ় দুরানম্য শরাসন প্রস্তুত করাইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, "যে ব্যক্তি সজ্য শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।"

এজন্য রাজগণ দ্রুপদ-কুমারীর রূপে আত্মহারা হইয়া বহু আস্ফালন পূর্ব্বক একে একে গমন করত শরাসনে জ্যারোপণ করিতে গিয়া কেহ আহত, কেহ উৎক্ষিপ্ত, কেহ ভগ্নজানু, কেহ বা ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও লজ্জাপমানে মৃতপ্রায় হইয়া ফিরিতে লাগিলেন। শল্য ও শিশুপালেরও এই দশা ঘটিল। মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধও ধনুরাঘাতে ভূতলশায়ী হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। রাজগণকে অপমানিত, আহত, ধনুরাঘাতে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্তাভরণ এবং দ্রৌপদী লালসায় হতাশ ও ম্রিয়মান দর্শন করিয়া সূত-পুত্র কর্ণ সহাস্যবদনে শরাসনে জ্যা-যোজনা পূর্ব্বক শর গ্রহণ করিলে দ্রৌপদী বলিলেন আমি সূত পুত্রকে বরণ করিব না। ইহা শুনিয়া কর্ণ সামর্ষ-হাস্যে সূর্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। রাজগণের মধ্যে ভয়ে আর কেহ উঠিলেন না। সকলেই মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ইহা অবলোকন করিয়া কিয়ৎকাল পরে ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন উত্থিত হইয়া শরাসনের অভিমুখে গমন করিতেছেন দেখিয়া সভামধ্যে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। ব্রাহ্মণগণ অজিন বিধূনন পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন। কেহ উৎসাহ সূচক বাক্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ রাজগণের দশা নিরীক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ অপমানিত হইবেন, ইহা চিন্তা করিয়া বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অর্জ্জুনের তেজোবীর্য্য ও অপরূপ রূপ সন্দর্শন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই সভাস্থ জনগণ আবার নীরব হইয়া অসীম সামর্থ্যব্যঞ্জক কার্য্য সন্দর্শন জন্য সোৎসুক হৃদয়ে বিস্ফারিত নেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণ স্বজন সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর পরিদর্শন করিতে আসিয়া

সম্মান-সূচক সমুচ্চ মঞ্চে উপবেশন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত সভায় প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দেখাইয়া বলদেবকে বলিলেন "আর্য্য! ঐ দেখুন, পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্নবেশে সভায় উপস্থিত হইয়াছে।" ইহা বলিয়া তিনি একে একে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে প্রদর্শন করিলেন। বলিতে কি শ্রীকৃষ্ণ ইতি পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে সন্দর্শন করেন নাই। অন্যান্য রাজগণ দ্রৌপদীর রূপে মোহিত হইয়া অনঙ্গবাণে এমন জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন যে, অন্যকে দেখিবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। দ্রৌপদী লিপ্সায় তাহাদের হৃদয় এমন প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল যে, পার্শ্বস্থ রাজাকেও শত্রু ভাবিয়া দম্ভ প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। সুতরাং পাণ্ডবগণকে চিনিবার তাঁহাদের অবকাশ কোথায়?

এইখানে পাঠককে দুই একটী কথা না বলিয়া ইহার উপসংহার করিতে পারিতেছি না। শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে প্রথমেই ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রদান করিলেন কেন? শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জানেন দ্রৌপদী পাণ্ডবগণেরই প্রাপ্য—পাণ্ডবগণেরই সহধর্ম্মিনী। সেইজন্য বলদেবকে তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিয়া যদুবংশীয় বীরগণকে বুঝি লোভ সম্বরণের ইঙ্গিত করিলেন। নতুবা সর্ব্বশক্তিমান্ রামকৃষ্ণ বা অসীম শক্তিশালী যাদব বীরগণ লক্ষ্যভেদ করিতে উঠিলেন না কেন?

যাহা হউক, বলদেব শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া সানন্দচিত্তে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং কৃষ্ণের মনের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার প্রতি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর, অর্জ্জুন বরদ মহাদেবকে প্রণাম পুরঃসর শরাসন প্রদক্ষিণ ও শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া জ্যানম্য শরাসনে পাঁচটী শর সন্ধান পূর্ব্বক কষ্টবেধ্য যন্ত্র ছিদ্র দিয়া বাণ নিক্ষেপ করত লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্য যন্ত্রচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে সভায় মহাকোলাহল উত্থিত হইল। ব্রাহ্মণগণ আনন্দে চীৎকার করিয়া সভাস্থল পরিপূর্ণ করিলেন।

কৃষ্ণা, ইন্দ্রপ্রতিম, মহাশক্তিশালী আজানুলম্বিতভুজ, সিংহের ন্যায় প্রশান্ত, কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণোজ্জ্বল অপরূপ লাবণ্যবান্ সুস্মিতবদন সুরূপ অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া সানন্দচিত্তে শুভ্র নবপুষ্প ও সুগন্ধযুক্ত মনোরম পুষ্পমাল্য-দাম

লইয়া সমুপস্থিত হইলে অর্জ্জুন মাল্যদাম গ্রহণ পূর্ব্বক বিজয় লাভে উৎফুল্ল হইয়া দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে রঙ্গস্থল হইতে বহির্গত হইলেন।

এদিকে রাজা দ্রুপদ লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণকে কন্যা সম্প্রদানের উদ্যোগ করিলে দুর্য্যোধন, শল্য, কর্ণ, শিশুপাল ও জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ তাহা অবগত হইয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। দ্রুপদের এই ধৃষ্টতার প্রতিফল প্রদান জন্য সকলেই অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধোদ্যম প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল যদি কৃষ্ণা আমাদের কাহাকেও বরণ না করে, তবে তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইব।

দ্রুপদ, রাজগণের এইরূপ আড়ম্বর নিরীক্ষণ করিয়া প্রমাদ গণিলেন; এবং সৈন্য সমাবেশ করিতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণগণও রাজগণের এইরূপ গর্হিতাচরণ দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "ভয় নাই, আমরাও তোমাদের সাহায্যার্থ যুদ্ধ করিব।" মহাবলশালী ভীমার্জ্জুন তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনাদের কোন চিন্তা নাই, আপনারা দূরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন।" ইহা বলিয়া লোকাতীত ধীশক্তিশালী অচিন্ত্যকর্ম্মা অর্জ্জুন শরাসন লইয়া লইয়া দণ্ডায়মান হইলে রাধেয় তাঁহাকে, এবং মহাবলপরাক্রান্ত ভীম সহসা প্রকাণ্ড বৃক্ষোৎপাটন করিয়া তাহাকে নিষ্পত্র করিতে আরম্ভ করিলে, প্রচণ্ড বেগে শল্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

ইহা অবলোকন করিয়া মহানুভাব শ্রীকৃষ্ণ মহাবীর্য্য বলদেবকে বলিলেন, যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন অনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন ইনিই অর্জ্জুন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহু বলে বৃক্ষোৎপাটন পূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজ মণ্ডলে প্রবেশ করিলেন ইনি বৃকোদর। ভীম ব্যতিরেকে যুদ্ধস্থলে ঈদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে? এবং যে কমললোচন গৌরবর্ণ পুরুষ অতি বিনীত ভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন ইনিই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির; আর কুমার তুল্য সুকুমার ঐ কুমারদ্বয় দেখিয়া বোধ হইতেছে ইহারা নকুল ও সহদেব। শুনিয়াছি পৃথা পুত্রগণ সহ জতুগৃহদাহ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখন দেখিতেছি তাহা সত্য। ইহা শুনিয়া বলদেব অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

এদিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিবাহ-বাসর যুদ্ধ-তাণ্ডবে পরিণত হইল। কিয়ৎকাল

ঘোরতর যুদ্ধের পর ভীম শল্যকে ভূপাতিত এবং অর্জ্জুন কর্ণকে নিপীড়িত করিলে রাজগণ ভয়ে স্থিরভাব অবলম্বন করিল।

কর্ণ পরাজিত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিল, হে ব্রাহ্মণ! অর্জ্জুন ব্যতীত আমাকে পরাজিত করিতে পারে ত্রিভুবনে এমন কেহ নাই। যাহা হউক, আমি আপনার যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়াছি। শল্যও মৃত্তিকা হইতে উঠিয়া কর্ণ সদৃশ বক্তৃতায় ভীমের প্রশংসা করিয়া প্রাণ লইয়া পলাইবার পন্থা দেখিতে লাগিল।

দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ ও শিশুপালের ক্রোধের সীমা নাই। তাহারা সকলে একত্র হইয়া ভীষণ যুদ্ধের কল্পনা ও মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান হইয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন "হে রাজগণ। আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। ইহারাই রাজ-কুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের জলদ-গম্ভীর বাক্য শুনিয়া রাজগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের ভয় হইল, পাছে এই অদ্ভুতকর্ম্মা অমিত বলশালী ব্রাহ্মণগণের সহিত রামকৃষ্ণ যোগদান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। এইজন্য তাহারা দন্দশূক-মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

রাজন্যবর্গ ভয়ে পলায়ন করিলে পাণ্ডবগণ সানন্দে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কৃষ্ণাকে সঙ্গে লইয়া জননীর নিকট ভার্গবশালায় উপস্থিত হইলেন। ভীমার্জ্জুন উপস্থিত হইয়াই অতি আগ্রহ সহকারে দূর হইতেই কুন্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মা! আজ এক অপূর্ব্ব পদার্থ ভিক্ষা পাইয়াছি।" কুন্তী পুত্রগণের বিলম্ব দেখিয়া নানা আশঙ্কায় বিচলিতা ছিলেন, তিনি তাঁহাদের আগমনে অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়া গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে সেই অপূর্ব্ব পদার্থ না দেখিয়াই বলিলেন "যাহা পাইয়াছ তাহা সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।" অনন্তর কৃষ্ণাকে দেখিয়া "হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম!" বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন "আমার বাক্যও না লঙ্ঘন হয়, অথচ ইহারও কোনরূপ অধর্ম্ম বা অবমাননা না হয় এরূপ বিহিত উপায় কর।

ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, অর্জ্জুন! দ্রৌপদী তোমারই বিজয়লব্ধ; তুমিই ইহাকে শাস্ত্র বিহিত আচারে বিবাহ কর। অর্জ্জুন তাহা শুনিয়া বলিলেন তাহা কখনও হইতে পারে না; জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ কখনও ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে। অতএব আপনি অগ্রে

দ্রৌপদীর পাণি-গ্রহণ করুন। তাহার পর মহাশক্তিশালী মধ্যম পাণ্ডবের, তাহার পর আমার, অনন্তর নকুল এবং তদনন্তর সহদেবের বিবাহই কর্ত্তব্য। আমরা সকলে এবং সুশীলা কৃষ্ণা আপনারই আজ্ঞানুবর্ত্তী। আপনার আদেশ পালনই আমাদের কর্ত্তব্য ও প্রধান কর্ম্ম।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রীত হইলেন; এবং ভ্রাতৃগণের বদন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদের মনোভাব বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, অসামান্যা রূপশালিনী কৃষ্ণার রূপে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছেন। অনন্তর তিনি মহাত্মা ব্যাসদেবের কথা স্মরণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন যে, কৃষ্ণা আমাদের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন। তাহা শুনিয়া ভ্রাতৃগণ পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিয়া অতি বিস্ময়ে মনে মনে নানারূপ আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভীমার্জ্জুন স্বয়ম্বর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দ্রৌপদী সহ ভার্গবশালায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, পাছে তাঁহাদের কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয়, এজন্য পলায়নপর রাজগণের গতি বিধির সহিত শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের উপরও বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ছিলেন। কেহ পাণ্ডবগণের উপর সহসা আর কোন বাধা বিঘ্ন উৎপাদন বা অত্যাচার করিতে না পারে তজ্জন্য তিনি অতি গোপনে তাঁহাদের প্রকৃষ্ট সহায়করূপে অবস্থান করিয়া ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বস্ত চর দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যাবলী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অবগত হইতে ছিলেন। যখন দেখিলেন, রাজগণ বাস্তবিকই ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে, তাহাদের আর কোন উদ্যমই নাই, তখন রামকৃষ্ণ কুম্ভকার গৃহে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর পাণ্ডবগণ একত্র উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় রামকৃষ্ণ সহাস্য বদনে কুম্ভকার গৃহে উপস্থিত হইলে মহানন্দের স্রোত বহিল। রামকৃষ্ণ আপনাদের পরিচয় প্রদান করিয়া ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণে "আমরা আপনাদিগকে চিনিয়াছি" বলিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমের পাদ-বন্দন, অর্জ্জুনকে সাদরালিঙ্গন এবং সস্নেহে নকুল সহদেবের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর দুই ভাই পিশীমা কুন্তীর নিকট গমন করত তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে কুন্তী তাঁহাদিগকে চুম্বনালিঙ্গন

করিয়া "কৃষ্ণরে! মনে পড়েছে?" বলিয়া বহুকালব্যাপী নিগ্রহ-যন্ত্রণা-দগ্ধিত হৃদয়ের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন!

উৎস-মুখের গুরু-ভার-প্রস্তর অপসারিত হইলে অন্তস্থ চাপরিষ্ট জলরাশি যেমন বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ বহুদিন সঞ্চিত দুঃখভারক্লিষ্ট অশ্রুরাশি, যে আশঙ্কায় এতদিন গুমরিয়া গুমরিয়া তাঁহার অসহ্য ক্লেশ উৎপাদন করিতেছিল, কৃষ্ণ দর্শনে আজ যেন তাহা অপসারিত—ভয় বিরহিত হইয়া বেগে বহির্গত হইল! তিনি কৃষ্ণকে কোলে লইয়া অনেকক্ষণ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন; পরে কৃষ্ণ সান্ত্বনায় কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া দ্বারকার কুশল প্রশ্ন করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ অভয় দিয়া বলিলেন, পিসি মা! আর কোন চিন্তা নাই, অদ্য দুঃখের অবসান হইয়াছে। এখন হইতে আমরা সর্ব্বদাই আপনাদের তত্ত্ব লইয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিব; এবং সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিবার চেষ্টা করিব। এইরূপে অনেকক্ষণ পরস্পরের কুশল প্রশ্নে অতিবাহিত হইলে যুধিষ্ঠির হাসিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণ! আমরা এখানে আছি বলিয়া কেমন করিয়া জানিলে? আমাদিগকে চিনিলেই বা কেমন করিয়া? আমরা ত এতদিন তোমাদের অজ্ঞাতই ছিলাম। তোমরা যেমন লোক পরম্পরায় আমাদের কথা শুন, আমরাও তেমনই লোক পরম্পরায় তোমাদের কথা শুনি, কখনও ত পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই?

কৃষ্ণ বলিলেন, সিংহ গর্দ্দভ-চর্ম্মাবৃত থাকিলেও বিক্রমেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়! পাণ্ডবের ন্যায় অদ্ভুতকর্ম্মা জগতে আর কে আছে? চন্দন তরু কি বনমধ্যে আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে পারে? এইরূপ বহু কথালাপে পরস্পর পরস্পরকে আনন্দিত ও সম্মানিত করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণের বিপন্মুক্তিতে রামকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক সহানুভূতি প্রদর্শন করত ভগবানের নিকট তাঁহাদের উত্তরোত্তর শ্রীসম্পদ কামনা করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হয় নাই, আপনারা ধর্ম্মবলে যে সেই ভীষণ অগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়াছেন ইহা অপেক্ষা আমাদের নিকট আর কিছুই জোমরা বিশেষ আনন্দপ্রদ নহে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আন্তরিকতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বাহাহউক, কিয়ৎকাল পরমানন্দে অতিবাহিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরকে

অনুমতি লইয়া রাম সমভিব্যাহারে শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে দ্রুপদের চিন্তার সীমা নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল পাণ্ডু-পুত্র অর্জ্জুনকেই কন্যা দান করিবেন। তিনি শুনিয়াছিলেন পাণ্ডবগণ জতুগৃহ-দাহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। সেই জন্য অদ্বিতীয় লক্ষ্য বেদ্ধা অর্জ্জুনের উদ্দেশেই ঐ প্রকার দুর্নমনীয় শরাসন প্রস্তুত করাইয়া আকাশ-যন্ত্রের ছিদ্র মধ্য দিয়া লক্ষ্য ভেদের আয়োজন করিয়া চারিদিকে ঐরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুন ব্যতীত আর কেহই যে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে বলিয়াও তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে বাছিয়া লইতে হইলে ঐরূপ পন্থা অবলম্বন ভিন্ন উপায় নাই; তজ্জন্য তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যে কেহ লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে তাঁহাকেই কন্যা-রত্ন দান করিবেন। কিন্তু অন্তরে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, অর্জ্জুন ব্যতীত আর কেহই সেই দুষ্কর কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। তাই তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন,—ত্রাসে তাঁহার অন্তর শুকাইয়া যাইতেছিল!—তাই তিনি অতি ব্যগ্রতার সহিত আপন পুত্রকে লক্ষ্যবেদ্ধার জাতি নির্ণয়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন?

পরদিন প্রভাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন গৃহে প্রত্যাগমন করিলে রাজা দ্রুপদ জাতি নাশ ভয়ে সাগ্রহে সন্ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! বল বল কেহ পঙ্কলিপ্ত চরণ আমার মস্তকে অর্পণ করে নাই ত? যাজ্ঞসেনীকে কোন নীচ জনা গ্রহণ করে নাই ত? লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ কি পার্থ? দ্রৌপদী কোন হীন কুলোদ্ভব শূদ্র বা কোন করদ বৈশ্যের হস্তগত হয় নাই ত? আমার সুললিতা কুসুম মালা কি শ্মশানে পতিত হইল? অথবা সৌভাগ্য ক্রমে পাঞ্চালী মহাবীর, পার্থেরই পদাশ্রয় লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থা হইয়াছে?

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন "পিতঃ! রজনী যোগে তাঁহাদের ভ্রাতৃগণের যে প্রকার কথোপকথন শ্রবণ করিলাম তাহাতে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্র বলিয়া বোধ হয় না; কারণ তাঁহারা দিব্য রথ, অত্যুত্তম হস্তাশ্ব, এবং অসংখ্য প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রের ও শক্তি সাহসের অপূর্ব্ব কথায় রজনী যাপন করিয়াছেন। তাঁহারা তৃণ শয্যায় শয়ন করিলে সুকোমলা কৃষ্ণা তাঁহাদের পদতলে শয়ন করিয়া পরমোপাধানস্বরূপ হইয়া রজনী যাপন করিয়াছে। তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা অসীম। তাঁহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ অদ্ভুত ও সুসংযত। আমাদের

অদৃষ্ট যে সুপ্রসন্ন এবং আমাদের উদ্দেশ্য ও অভিলাষ যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাজা দ্রুপদ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া আপন পুরোহিতকে পাণ্ডবগণের জাতি নির্ণয়ার্থ ভার্গবশালায় প্রেরণ করিলেন।

তিনি আসিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের ন্যায় ক্ষত্রিয় রাজোচিত আচার, নিয়ম, ব্যবহার ধর্ম্ম ও মহানীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বই প্রতিপন্ন করিলে পাঞ্চাল-রাজ তাঁহাদিগকে রাজভবনে আনয়ন করিতে নানাবিধ উপঢৌকন সহ অত্যুত্তম রথ প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ পাঞ্চালরাজ ভবনে সমাগত হইলে দ্রুপদ-রাজ আগ্রহ সহকারে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, আপনারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র বা কোন দেবতা ছল করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন, তাহা আমাকে সত্য করিয়া বলুন। কারণ আমাকে তদনুরূপই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যুধিষ্ঠির বলিলেন মহারাজ। আপনার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে, আমরা ক্ষত্রিয় ; মহারাজ পাণ্ডুর তনয়। আমার নাম যুধিষ্ঠির। যিনি বৃক্ষোৎপাটন পূর্ব্বক রাজগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি ভীমসেন। যিনি লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছেন তিনি অর্জ্জুন। আর সুকুমারদ্বয় নকুল ও সহদেব। এবং সমভিব্যাহারিনী রমণী, আমাদের মাতা কুন্তীদেবী।

ইহা শুনিয়া আনন্দে দ্রুপদ-রাজের কিয়ৎকাল বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। অনন্তর তিনি তাঁহাদের দুর্দ্দৈবের কথা, ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার তনয়গণের মহা-চক্রান্তের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া তদ্‌বৃত্তান্ত আগ্রহ সহকারে শুনিতে লাগিলেন। তদনন্তর বিবাহের জন্য অর্জ্জুনকে আদেশ করিতে বলিলে যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমারও দার-সম্বন্ধ কর্ত্তব্য হইয়াছে, আমিও অকৃতদার। রাজা দ্রুপদ বলিলেন, বেশ আপনিই বিবাহ করুন। অথবা আপনার মনোনীত পাত্রকে আদেশ করুন। যুধিষ্ঠির বলিলেন তাহা হইবে না, দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই পত্নী হইবেন। রাজা চমকিয়া উঠিলেন! বলিলেন, একি! এক পুরুষের বহু পত্নী হয়, কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতি হয়, ইহা কখনও শুনি নাই। ইহাতে স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। আর্য্য ধর্ম্মের ইহা অভিপ্রায় নহে। আচার ও বেদ বিহিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ তোমার ন্যায় ধার্ম্মিকের মুখে উচ্চারিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বলিলেন, ইহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে; প্রমাণ আছে, তাহা হয়। ধর্ম্ম-পরায়ণা জটিলা নাম্নী গৌতমবংশীয়া এক কন্যা, সাত জন ঋষিকে বিবাহ করেন; এবং বার্ক্ষী নাম্নী মুনিকন্যা প্রচেতা নামক ভ্রাতৃগণের সহধর্ম্মিনী হয়েন।

ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; ধর্ম্মের গতি আমরা কিছুই জানি না, পূর্ব্ব পুরুষগণের আচরিত পথেই চলিয়া থাকি। আমার মুখে কখনও অনৃত বাক্য উচ্চারিত হয় না; এবং আমার হৃদয়েও কদাচ অধর্ম্ম স্থান লাভ করিতে পারে না। গুরুজন যাহা অনুমতি করিবেন তাহাই ধর্ম্ম। যেহেতু আমাদের জননী এ বিষয়ে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন এবং ইহা আমারও অভিপ্রেত।

তখন কুন্তী বালিকার ন্যায় অতি সরলভাবে বলিলেন, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহা বলিতেছে, আমি তাহাই বলিয়াছি বটে। আমি অনৃত বাক্যে বড় ভয় করি, হায়! আমি কিরূপে এই মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইব? এমন সময়, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া বলিলেন, হে ভদ্রে! অনৃত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। অনন্তর, যুধিষ্ঠিরের বাক্য সমর্থন করিয়া পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলে তিনি পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত ও নিরুত্তর হইলেন। তিনি দেখিলেন পাণ্ডবগণ অপূর্ব্ব দেব ঐশ্বর্য্যপূর্ণ এক একটী শাপ ভ্রষ্ট ইন্দ্র!—মহাদেবের বরে স্বর্গলক্ষ্মী দ্রৌপদী তাহাদের পত্নী হইয়াছেন।

ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন মহর্ষে! আপনাতে সকলই সম্ভব। আপনার পক্ষে বিচিত্র কি? আমি সবিশেষ না জানিয়া বৃথা তর্ক করিয়াছি। অদৃষ্টের ফল অখণ্ডনীয়। স্বেচ্ছানুসারে কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারেনা। বর হেতু যাহা বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আপনার ন্যায় ত্রিকালদর্শী ঋষির বাক্যই অলঙ্ঘনীয় শাস্ত্র।

অনন্তর মহাত্মা ব্যাসদেবের সিদ্ধান্তে আনন্দিত হইয়া পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ পাঞ্চালীকে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। পাঞ্চাল রাজ্যে মহামহোৎসব হইতে লাগিল। রাজা দ্রুপদ কন্যাকে নানা বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া পাণ্ডবগণকে শত সহস্র হস্ত্যশ্ব রথ, মহার্ঘ বহু বহু বসনভূষণ,

বুঝিতেছেন, কৌরবের সর্ব্ব আপনার পুত্রগণ নহে—পাণ্ডবগণ। অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া কৃষ্ণাকে লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণার সহিত পাণ্ডবগণের বিবাহ হইয়াছে।

তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, ভাল ভাল, তাহাই বা মন্দ কি? পাণ্ডবগণও আমার পুত্র স্থানীয়। তাহাদিগকেও আমার পুত্রগণের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকি। তাহারা যে বিপন্মুক্ত হইয়াছে, ইহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। ধর্ম্মাত্মা রাজা দ্রুপদকে মিত্র রূপে পাইয়া তাহারা যে বিশেষ বলবান্ হইয়াছে, ইহাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমার দুষ্ট পুত্রগণ যদি তাহাদের সহিত মিত্রতা না করে, তবে সমূলে বিনষ্ট হইবে।

বিদুর বলিলেন, মহারাজ! একথা যেন মনে থাকে।

এদিকে দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের ঐ প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আরও মর্ম্মাহত হইয়া কর্ণের সহিত নির্জ্জনে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইল, এবং দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক পিতার ঐ প্রকার উক্তির প্রতিবাদ করিলে তিনি বলিলেন, তোমরা যাহা বল তাহাই আমার অভিমত। পাছে বিদুর আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারে এইজন্য তাহার নিকট পাণ্ডবগণের প্রশংসা করি। যাহাহউক, এখন তোমাদের অভিমত কি বল।

পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া দুর্য্যোধন সাম, দান, দণ্ড, ভেদের অতীত নানা প্রকার ছল কৌশলের অবতারণা করিয়া পাণ্ডবগণের বধের বাসনা জানাইলে, কর্ণ বলিল মহারাজ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা অসম্ভব। ছল কৌশলে তাহাদিগকে হত্যা করিবার কত চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু দৈব সহায়ে তাহারা সে সকল বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। এখন বল বা কোন প্রকার ভেদ বুদ্ধি দ্বারা অথবা ছল কৌশলে তাহাদিগকে নিহত করিতে পারিবে না। এখন তাহারা পাঞ্চালরাজের সহায়তা লাভ করিলেও, এখনও তাহারা সর্ব্ব বিষয়ে বহু অপূর্ণ রহিয়াছে। এই সময় দ্রুপদরাজকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে নিহত করিলে পাণ্ডবগণ বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এবং তখন অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজিত ও বধ করা যাইতে পারিবে। তবে বাসুদেব পাণ্ডবগণকে অত্যন্ত ভালবাসে। তাহাদের জন্য সে রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারে। কিন্তু আমরা সহসা আক্রমণ করিলে বাসুদেব যাদব সৈন্য আনাইবারও সময় পাইবে না।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, তোমরা যাহা বলিলে তাহা বুঝিলাম। এখন ভীষ্ম দ্রোণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয়, তাহাই কর।

অনন্তর আহূত হইয়া মহাবলশালী ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মদ্রোণ আগমন করত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, যদি কুরুবংশের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তবে অচিরেই বহু সমাদর পুরঃসর পাণ্ডবগণকে আনাইয়া অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের সহিত মিত্রতা করুন।

কর্ণ বিরোধী হইলেও ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া বহু ধনরত্ন বসনভূষণ হস্ত্যশ্বরথ সহিত রাজোচিত সম্মানে পাণ্ডবগণকে পাঞ্চাল রাজপুরী হইতে আনয়ন জন্য ধর্ম্মাত্মা বিদুরকে আদেশ করিলেন।

বিদুর সত্বর তদুপযোগী রাজ-বিধানে সৈন্য সমভিব্যাহারে পাঞ্চাল নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা দ্রুপদ ও পাণ্ডবগণকে, পৌর ও জানপদবর্গ এবং ধৃতরাষ্ট্রের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া, পাঞ্চালী সহিত পাণ্ডবগণকে হস্তিনাপুরী লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করত ধৃতরাষ্ট্র প্রদত্ত ধনরত্ন ও বিবিধ উপহার দ্রব্য প্রদান করিলেন।

রাজা দ্রুপদ ধর্ম্মাত্মা বিদুরের বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এবং রামকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালীকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

কৃষ্ণ বিদুরের বাক্য শুনিয়াও "দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই!" এই নীতি অবধারণ করত পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহারাও পাণ্ডবগণের সহিত বিশিষ্ট সহাকরূপে মহোল্লাসে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন।

পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে আগমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে অর্দ্ধ-রাজ্য প্রদান করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে অবস্থান করিতে এই বলিয়া আদেশ করিলেন যে, দূরে থাকিলে কুরুপাণ্ডবের বিবাদের সম্ভাবনা থাকিবে না। পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রামকৃষ্ণের সহিত যাজ্ঞসেনীকে লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গমন পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রমণীয় খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবগণকে সুখে কালযাপন করিতে দেখিয়া কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলেন।

রামকৃষ্ণের গমনে পাণ্ডবগণ অত্যন্ত কাতর হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়া গেলেন, আবার সত্বরই আসিব, চিন্তা নাই। অগত্যা পাণ্ডবগণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিলেন।

অর্জ্জুনের বনবাস।

এদিকে, একদিন এক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কাতর হইয়া আসিয়া অর্জ্জুনের নিকট অভিযোগ করিলেন যে, কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত চৌর তাঁহার গোধন সমূহ হরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করিতেছে, সত্বর তাহাদিগকে দমন করিয়া গোধন উদ্ধার করুন। ব্রাহ্মণের কাতরতায় তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইল। এবং প্রবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য, ইহা অবধারণ করিয়া তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কারণ, তাঁহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, এক জন দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশ করিলে অন্য জন সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, যদি কেহ প্রবেশ করেন, তবে তাঁহাকে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য ও বনবাস করিতে হইবে। যেহেতু দ্রৌপদীর উক্ত গৃহেই পাণ্ডবগণের অস্ত্র শস্ত্র রক্ষিত ছিল। সুতরাং অর্জ্জুনকে চিন্তিত এবং বিলম্ব করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন! এবং রাজ-কর্ত্তব্যের উল্লেখ করিয়া কর্ত্তব্য-হানির জন্য মিষ্ট ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিলে অর্জ্জুন আপন বনবাস শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন। সেই গৃহেই যুধিষ্ঠির শয্যায় দ্রৌপদীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। অর্জ্জুন গৃহে প্রবেশ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত নিবেদন করত তাঁহার আজ্ঞা ও আবশ্যক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এবং অচিরকাল মধ্যে দস্যুদিগকে সংহার পূর্ব্বক গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করত বনবাসে গমন করিলেন।

অনন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি বহু তীর্থ সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হইলে বাসুদেব তথায় গমন করিয়া তাঁহার সাদর সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দ্বারকায় আহ্বান করিয়া তাঁহার বিশেষ সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনা উৎসব জন্য

প্রশস্ত রাজপথ সমূহ নির্ধূলীকৃত ও পুষ্পসারে অভিষিক্ত হইল; এবং মধ্যে মধ্যে পত্র-পুষ্প-পল্লব-পতাকা পরিশোভিত সুবৃহৎ তোরণ সমূহ সুমধুর বাদ্যগানে মুখরিত হইয়া উঠিল! উপবন ও পর্ব্বত সমূহে নানাপ্রকার ক্রীড়ামোদের ব্যবস্থা হইল—সখের বাজার বসিল! রঙ্গ তামাসায় নগরী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় বৃদ্ধ, নর নারী নানা সাজে সজ্জিত ও আত্মীয় স্বজন, সহচর সহচরী এবং দাস দাসীগণে পরিবৃত হইয়া নগরের চারিদিকে ভ্রমণ করত আনন্দোচ্ছ্বাস দর্শন করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন দ্বারকায় প্রবেশ করিলে দ্বারকাবাসিনী রমণীগণ তাঁহাকে দর্শন জন্য গৃহ দ্বারে, ছাদে, বারাণ্ডা ও প্রশস্ত বাতায়ন পথে একত্র হইয়া সোৎসুক নয়নে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় যখন যেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইতে লাগিলেন, তখনই সেইখানে তাঁহারা মহানন্দে হুলুধ্বনি দিয়া তাঁহার উদ্দেশে শকটে পুষ্প ও লাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ সদৃশ মোহনরূপ দর্শন করিয়া তাঁহারা আনন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

অর্জ্জুন দ্বারকাবাসী নর নারী কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে অভ্যর্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত রৈবতক পর্ব্বতের উৎসবে আনন্দ বাজার পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় তিনি, সহচরী পরিবৃত যৌবনোন্মুখী পরম লাবণ্যবতী এক রমণীকে দর্শন করিয়া পুষ্পশরে জর্জ্জরিত হইলেন। তাঁহার নয়ন সেই রমণীর সৌন্দর্য্য -সুধাপানে বিভোর হইয়া রহিল। তিনি আত্মহারা হইয়া নিশ্চল হইলেন!

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চিত্তবিকার দর্শন করিয়া বলিলেন "সখে! বনচর ব্রহ্মচারীর এ মোহ কেন? তুমি যে অনঙ্গবাণে জর্জ্জরিত হইলে!" অর্জ্জুন বলিলেন এই মুনিজনমনোহারিণী রমণী কে? ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই ব্রহ্মচারীর মন হরণ করে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রমণী, বসুদেব কন্যা সারণের সহোদরা আমার ভগিনী সুভদ্রা। অর্জ্জুন বলিলেন সখে! তবে, মাধব-ভগিনী ব্রহ্মচারীর মন হরণ করিবে না কেন?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন সখে! ইহার প্রতি যদি তোমার চিত্ত বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে তুমি ক্ষত্রিয়বিধানানুসারে ইহাকে হরণ করিয়া

[শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা লীলা] অর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ ৮২ পৃষ্ঠা।

The Indian Art School Calcutta

লইয়া যাও, স্বয়ম্বরের অপেক্ষার প্রয়োজন নাই। কারণ, রমণীর মন সর্ব্বদাই চঞ্চল ও ভাল মন্দ জ্ঞান রহিত ; কখন কোন দিকে চলিয়া পড়ে তাহার স্থিরতা নাই। অতএব তুমি সুযোগ বুঝিয়া এই অবসরেই উহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাও।

এদিকে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ শুনিয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বরবর্ণিনী সুভদ্রা রৈবতক পর্ব্বতে সখিগণের সহিত যথেচ্ছ বিচরণ করিতে করিতে আনন্দ বাজারের উপবনে উপস্থিত হইয়া গৃহে ফিরিতে আরম্ভ করিলে তিনি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আপন রথে তুলিয়া লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে বেগে গমন করিতে লাগিলেন।

সুভদ্রার সখিগণ অকস্মাৎ এই ব্যাপার দর্শন করত হায়! হায়! করিয়া উঠিল। এবং অচিরেই তাহা মধুপানোন্মত্ত বলদেব প্রভৃতি যাদব বীরগণকে বিজ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া অর্জ্জুকে বধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। হস্ত্যশ্বরথ ও চতুরঙ্গ সেনা সজ্জিত হইতে লাগিল! কুলের সম্বন্ধ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া যাদববীরগণ আস্ফালন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধভেরী বাদিত হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে আনন্দবাজার যুদ্ধোদ্যোগের ভীষণ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল!

সকলকেই উৎসাহ পূর্ণ ও যুদ্ধোন্মুখ এবং শ্রীকৃষ্ণকে মৌনী ও কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে না দেখিয়া বলদেব বলিলেন "হে যদুবীরগণ! তোমরা এখন নিরস্ত হও ; অগ্রে কৃষ্ণ এ বিষয়ে কি বলে তাহা শুনা যাউক। কারণ তাহার অভিমত না হইলে তোমাদের সমস্ত উদ্যমই বৃথা হইবে।

অনন্তর তিনি কৃষ্ণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, অর্জ্জুন অপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র আর কে আছে? ভীম কর্ত্তৃক তাহার পৃষ্ঠদেশ দেহ রক্ষিত হইলে জগতে এমন কোন বীর আছে যে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে সমর্থ হয়? ইহাতে আমাদের সম্ভ্রম বা কুল গৌরব নষ্ট না হইয়া বরং উজ্জ্বলই হইয়াছে। রমণী আপন হিতাহিত বিচার পূর্ব্বক উপযুক্ত পতি গ্রহণ করিবার অবসর পায় না। সে প্রায়শঃই রূপমোহে আকৃষ্ট হইয়া আত্ম-সর্ব্বনাশই করিয়া থাকে। স্বয়ম্বরে সে কাহাকে বরণ করিবে কে জানে? আপনারা অর্থ

লোলুপ নহেন, সেইজন্য অর্জ্জুন আপনাদিগকে অর্থে বশীভূত করিবার প্রয়াস পায় নাই। আরও, মহাযোদ্ধা ক্ষত্রিয়সন্তান হইয়া অর্জ্জুন কেমন করিয়া পিতাব মত লইয়া কন্যা গ্রহণ করিবে? বল পূর্ব্বক হরণই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। এই সমুদয় চিন্তা করিয়াই মহামতি অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছে। আমার মতে আপনারা এখনই গিয়া আদর করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসুন। নতুবা তাহার হস্তে যাদব সৈন্য পরাজিত হইলে লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না,—অপযশেঃ ভুবন ভরিয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণের এই ইঙ্গিতে যাদববীরগণ ভীত হইলেন। এবং দ্রুতগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া বহু সম্মান করত তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন।

দ্বারকায় আবার আনন্দোৎসবের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মহা সমারোহে অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ হইয়া গেল।

সুভদ্রার সহিত মহানন্দে দ্বারকায় সম্বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া অর্জ্জুন নববধূ লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন। কুন্তী প্রভৃতি মহানন্দে নববধূকে বরণ করিয়া লইলেন। সুভদ্রা দ্রৌপদীর চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে দ্রৌপদী কৃষ্ণ-ভগিনীকে আদর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন!" সুভদ্রা হাসিয়া বলিলেন "তাহাই হউন।"

এই "তাহাই হউন" বলিয়া সুভদ্রা বিশেষ রসজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। কারণ দ্রৌপদীর কথা দ্ব্যর্থ বোধক। এক পক্ষে আত্ম মরণের কথা বলিতেছেন; অন্যপক্ষে সপত্নীর মৃত্যু-কামনাও করিতেছেন। সুভদ্রার কথাও তদ্রূপ অর্থ বোধক। তিনি "তাহাই হউন" বলায় আত্ম মরণের আভাস স্পষ্টীকৃত করিলেন বটে, কিন্তু অন্যপক্ষে দ্রৌপদীর ন্যায় সপত্নীর মরণ কামনাও জানাইলেন। অবশ্য ইহা পরিহাস! এই পরিহাসে সুভদ্রারই জয় লাভ হইল।

এই ছোট্ট কথায় দ্রৌপদী বিশেষ আনন্দিতা হইলেন, এবং বুঝিলেন সুভদ্রা কৃষ্ণ-ভগিনীর স্পর্দ্ধা-সম্পন্না বটে।

যাহাহউক, এইরূপে পরস্পর প্রীতিসম্পন্ন হইয়া দুই ভগিনীতে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ-ভগিনী বলিয়া কৃষ্ণা যেন অধিকতর স্নেহে অচিরে তাঁহাকে আপন করিয়া ফেলিলেন।

দ্বাদশবর্ষ পরে অর্জ্জুন হস্তিনাপুরে সমাগত হইলে, যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃবর্গ এবং পৌর ও জানপদবর্গ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কৃষ্ণ-ভগিনীকে বধূরূপে গৃহে আনয়ন করায় তাঁহাদের আনন্দ ও আশা ভরসা যেন সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইল। হস্তিনায় আবার আনন্দের স্রোত বহিল। অর্জ্জুন সমাগমে হস্তিনায় সুভদ্রা বিবাহ উৎসব যেন নব আকার ধারণ করিয়া রাজ্যময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে কত উপহার কতরূপ ধারণ করিয়া আসিতে লাগিল তাহার সীমা নাই।

এইরূপে আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল।

খাণ্ডব দহন।

——(০)——

একদা কৃষ্ণার্জ্জুন, গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ রমণীগণের সহিত যমুনা বিহার আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বিহারে কিয়দ্দিবস আনন্দ লাভ করিলে একদিন গৃহে সমুপবিষ্ট কৃষ্ণার্জ্জুনের নিকট অগ্নি ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত! আমি অতিশয় ভোজন করিয়া থাকি, আমায় ভোজ্য দানে পরিতৃপ্ত করুন। তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন নানাবিধ খাদ্যের মধ্যে কোন্ খাদ্য আপনার অভিপ্রেত বলুন, তাহাই প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমি অন্ন ব্যঞ্জনাদি চাহি না, আমি খাণ্ডব বন দহন করিব, আপনারা আমার সহায় হউন। খাণ্ডব বনে ইন্দ্র মিত্র তক্ষকরাজ সপরিবারে বাস করে বলিয়া ইন্দ্র উহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। উক্ত বন-প্রদেশ ভীষণ হিংস্র-জন্তু-সমাকুল। আমি উক্ত অরণ্যানীর সহিত সমুদয় পশু পক্ষী, উরগ পন্নগাদি ভক্ষণ করিব।

ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন আমরা উপযুক্ত শস্ত্র সমন্বিত নহি। আপনি যদি আমাকে ধনুক ও রথাদি এবং কৃষ্ণকেও অস্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই আপনার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি।

অগ্নি তাহা শুনিয়া বরুণ প্রদত্ত বিশ্ব-বিশ্রুত গাণ্ডীব ধনুঃ, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং গান্ধর্ব্য অশ্বযুক্ত কপিধ্বজ রথ অর্জ্জুনকে, এবং লোকক্ষয়কারী মহাতেজঃ সম্পন্ন, নিক্ষিপ্ত হইয়াও পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত চক্র ও দৈত্যান্তকারী কৌমোদকী নাম্নী গদা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন।

অস্ত্র শস্ত্র লাভ করিয়া তাঁহারা খাণ্ডব বন দাহন কার্য্যে অগ্নির সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

অবিলম্বে অগ্নির তেজে চারিদিক ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যে পশু পক্ষী সর্প—সরীসৃপাদি বন হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষার উদ্যোগ করিল,

অর্জ্জুন বাণ দ্বারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অতি সত্বর অগ্নি, জীব জন্তুর মেদ মাংসে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। অগ্নির ভীষণ তেজে গগন মণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। দেবগণ প্রলয়াগ্নি শঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র খাণ্ডব বনের এই দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া বারি বর্ষণ দ্বারা অতি সত্বর তাহা নির্ব্বাণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অনন্তর দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু পরিশেষে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

এদিকে পশু পক্ষী আদি সমুদয় জীব জন্তু সহ খাণ্ডব বন পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মসাৎ হইল। তক্ষক ইতি পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে গমন করায় প্রাণে বাঁচিল। ময় নামক এক দানব অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইল; শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা তাহাকে বধ করিবার উপক্রম করিলে সে ভয়ে "রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিয়া অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইল। অর্জ্জুন "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণও তাহার নিধনে নিবৃত্ত হইলেন।

ময়দানব প্রাণ পাইয়া কৃতজ্ঞতাতিশয্যে কৃতাঞ্জলিপুটে বার বার নমস্কার করিয়া অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিল,—মহাত্মন্! আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আজ্ঞা করুন, আমি প্রত্যুপকার করিব।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃতজ্ঞ! তোমার বাক্যেই আমার প্রত্যুপকার করা হইয়াছে। তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিও, আমিও তোমার প্রতি প্রসন্ন রহিলাম।

ময়দানব বলিল—হে মহাত্মন্! আপনার মহত্বানুযায়ী বাক্যই বলিলেন, কিন্তু আপনার উপকার করিবার আমার অত্যন্ত বাসনা জন্মিয়াছে; আমরা দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা। আপনার মহত্বে আমার হৃদয় অত্যন্ত আর্দ্র হইয়াছে। আপনার কোন উপকার করিতে না পারিলে আমি জীবনে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিব না।

ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন হে মহাসুর! তুমি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার উপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এইজন্য আমি তোমার দ্বারা কোন কর্ম্ম করাইতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু তোমার অভিলাষ অপূর্ণ রাখিতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই; অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর। ইহার কোন কার্য্য করিলে তাহা আমারই উপকার করা হইবে।

তাহা শুনিয়া ময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আগ্রহপূর্ণ নয়নে চাহিয়া আপন অনুরোধ জ্ঞাপন করিল।

শ্রীকৃষ্ণ তাহার তদ্রূপ কৃতজ্ঞ ভাব অবলোকন করিয়া বলিলেন, হে শিল্পকর্ম্ম বিশারদ! যদি নিতান্তই আমার প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানে বাঞ্ছা করিয়া থাক, তবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এরূপ এক সভা নির্ম্মাণ কর, যাহাতে মনুষ্যগণ উপবেশন এবং সম্যগ্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও তাহার অনুকরণ করিতে না পারে। এবং সেই সভাতে যেন দেব, মনুষ্য ও অসুরের অভিপ্রায় অবিকল স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ শুনিয়া ময় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিল। অনন্তর কৃষ্ণার্জ্জুন তাহাকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট লইয়া গিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করত তাহার সভা নির্ম্মাণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

যুধিষ্ঠির তাহা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক ময় দানবের যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

অনন্তর, ময় শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়ানুসারে শুভদিনে শুভ মুহূর্ত্তে বহু সহস্র ব্রাহ্মণকে বহু সহস্র বস্ত্র ও অর্থাদি দান এবং পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া সভাস্থলীর ভিত্তি স্থাপনজন্ত পঞ্চসহস্র হস্ত পরিমিত স্থানের পরিসর নির্দ্ধারণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিল।

শ্রীকৃষ্ণ বিদায়

——(০)——

পাণ্ডবগণের সহিত আনন্দে কালযাপন করিয়া খাণ্ডবদাহনের কিছুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণ পিতৃ-দর্শন জন্য উদগ্রীব হইয়া দ্বারকা যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, পাণ্ডবগণের মধ্যে কেমন একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিতে তাঁহাদের প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহারা কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। অন্তঃপুরেও সেই ভাব তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল! যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ যখন সাজিয়া দাঁড়াইলেন,—যখন পাণ্ডবগণ, কুন্তী, দ্রৌপদীর প্রভৃতির নিকট বিদায় লইতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের বিরহ-শোক প্রবল হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ যে তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ! একদণ্ড কৃষ্ণের অদর্শন, তাঁহাদের পক্ষে কোটী যুগ পরিমাণ! স্নেহে শ্রদ্ধায়, প্রীতি প্রেমে তাঁহারা কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছেন! যে কোন ভাবে কৃষ্ণে আত্যন্তিক প্রীতি জন্মিলে জীব আত্মহারা হইয়া যায়! কৃষ্ণে ওতপ্রোত ভাবে—এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে, কৃষ্ণের অদর্শন হইলে তাহাদের অসহ্য যন্ত্রণা হয়! শরীরের অণু পরমাণু হইতে কৃষ্ণ মূর্ত্তি বাহির করিবার চিন্তা আসিলেই হঠাৎ তাঁহাদের নশ্বর প্রাণ বিয়োগও ঘটিয়া থাকে! কৃষ্ণ রতি যে কি জিনিস, কৃষ্ণ কৃপায় তাহা যাঁহাদের হইয়াছে তাহা তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন।

আবার কৃষ্ণ এমন বস্তু যে, তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাদিগকে তাহার সঙ্গ লাভের অধিকার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ না করিয়াও স্থির থাকিতে পারেন না। একে নবঘনশ্যামসুন্দরভুবনমোহনরূপ, মন্মথ-মন্মথ-কুসুম-পেলবদেহ; আকর্ণবিস্তৃতপদ্মপলাশলোচন, মধুকেশী, গোলাপ-কোমল আরক্তিমচরণ, সুঠামসুন্দরনয়নমনোরমকলেবর যেমন হঠাৎ, লোকের

চিত্ত হরণ করে, তদ্রূপ অমিয়মধুরবাক্য, অপরিমিত তেজ, অভাবনীয় মন্ত্রণাকৌশল, অপূর্ব্ব স্বজনপ্রিয়তা, অল্পদিন মধ্যেই পাণ্ডবগণকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল! তাঁহারা কৃষ্ণ বলিতেই আনন্দগদগদভাবে অজ্ঞান হইয়া পড়েন! কৃষ্ণের স্বভাবই এই! কর্ষতীতি—কৃষ্ণ! যিনি জীবকে অবসর না দিয়া স্বয়ংই আকর্ষণ করেন! তাঁহার আকর্ষণের বেগ সহ্য করা কি সাধারণ জীবের কর্ম্ম? তাই শাপগ্রস্ত ইন্দ্র—পাণ্ডবগণ অধীর হইয়া উঠিয়াছেন! কৃষ্ণকে ছাড়িতে কিছুতেই তাঁহাদের প্রাণ চাহিতেছে না! কিন্তু উপায় কি? কৃষ্ণেরও ত পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, ভাই ভগিনী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব আছেন; তাঁহারাও ত তাঁহাদেরই মত কৃষ্ণ বিরহে আকুল হইয়াছেন! তাঁহারাও যে কৃষ্ণ দর্শনের জন্য আগ্রহে আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন! তাই পাণ্ডবগণ, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি নয়নের জল ফেলিতে ফেলিতে প্রেমপ্রীতি-ভরে আলিঙ্গন, আশীর্ব্বাদ ও নমস্কারাদি করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দনা করিয়া কুন্তীরও পাদ বন্দন করিলে, কুন্তী তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর ভগিনী সুভদ্রার নিকট গমন করিয়া নানা হিতকর বাক্যে তাঁহাকে উপদেশ দান করিলেন। সুভদ্রাও পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনকে প্রণামাদি জানাইয়া তাঁহার অভিপ্রায় তাঁহাদিগকে জানাইবার জন্য দাদাকে বলিয়া দিলেন! তদনন্তর তিনি দ্রৌপদী ও পাণ্ডব পুরোহিত মহর্ষি ধৌমের সহিত সাক্ষাৎ করত, দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া এবং ধৌমকে যথাবিধি বন্দনা পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ সমভিব্যহারে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। অতঃপর স্নানান্তে বহুবিধ অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক মাল্য, জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব-দ্বিজগণের পূজা করিলেন। অবশেষে তিনি বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলে স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র, ফল, পুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য-দ্রব্য হস্তে লইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ধনদান পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন।

পরে অত্যুত্তম তিথি নক্ষত্রযুক্ত শুভ মুহূর্ত্তে গদা, চক্র, অসি ও শার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া গরুড়ধ্বজ বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া গমনের উদ্যোগ করিলে, মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া রথে

উঠিয়া বসিলেন। এবং সারথী দারুকের হস্ত হইতে বল্গা লইয়া স্বয়ং রথ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সারথী সরিয়া বসিল। অর্জ্জুনও রথে চড়িয়া স্বর্ণদণ্ড শোভিত চামর লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করিবার জন্য দাঁড়াইলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল, সহদেব, ঋত্বিক ও পুরোহিতগণও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি তাঁহাদের ভাবে প্রভাবিত ও আকুল হইয়া উঠিয়া আনন্দে আবার অর্জ্জুনকে গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের পাদবন্দন এবং নকুল সহদেবকে সম্ভাষণ করিলে, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর রথ চলিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির বল্গা ধরিয়া চলিলেন। অর্জ্জুন চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। ভীমসেন, নকুল সহদেব, ঋত্বিক ও পুরোহিতগণ অনুগমন করিতেছেন দেখিয়া রথ অর্দ্ধ যোজন গমন করিলে, বাসুদেব আর পাণ্ডবগণের সে ভার সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরের পদদ্বয় ধারণ করিয়া "আর না ক্ষান্ত হউন" বলিয়া চরণতলে পতিত হইলে তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, চরণতলে পতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্তোলন করিয়া প্রীতি-ভরে মস্তকাঘ্রাণ করত বলিলেন "আচ্ছা ভাই! এবার তুমি এস!" কিন্তু ভাই তোমার অদর্শনে আমাদের যে কি কষ্ট হয়, তাহা বলিবার নহে! তাই তোমায় ছাড়িতে প্রাণ চায় না। আবার কতদিনে তোমায় দেখিতে পাইব!

শ্রীকৃষ্ণ ত্রিসত্য করিয়া বলিলেন আবার আমি শীঘ্রই আসিব। আপনাদের কোন চিন্তা নাই। মনে কোন কষ্ট পাইবেন না; আপনারা ধীরে ধীরে আসুন।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অতি কষ্টে পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলে তাঁহারা দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার রথ চলিতে লাগিল। রথের সহিত পাণ্ডবগণের মনও উধাও হইয়া যাইতে লাগিল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রথপানে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দেখার আশা পূর্ণ হইতে না হইতেই রথ অদৃশ্য হইয়া গেলে অগত্যা তাঁহারা বাসুদেব চিন্তায় বিভোর হইয়া সেই স্থান হইতে ফিরিলেন।

কামাদ্দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ৭।১।২৯—৩০

দেবর্ষি নারদ বলিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! বৈধী ভক্তিতে ঈশ্বরে চিত্ত-নিবেশ করিয়া পাপাদি নাশ হইলে যেমন সদ্গতি লাভ হয়, সেইরূপ কাম, দ্বেষ ভয় ও স্নেহ দ্বারাও কৃষ্ণে আবিষ্ট-চিত্ত বা তন্ময় হইলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া অনেকেই তদ্গতি লাভ করেন। তজ্জন্য গোপীগণ কাম দ্বারা, কংস ভয় দ্বারা, শিশুপালাদি বিদ্বেষ হেতু, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ বুদ্ধিতে কৃষ্ণে আবিষ্ট-চিত্ত হইয়া যেরূপ কৃষ্ণোন্মাদনা-ফল লাভ করে, তোমরা স্নেহাবিষ্ট হইয়া যেরূপ কৃষ্ণ-গতি লাভ করিয়াছ, আমরা ঋষিগণ বৈধী ভক্তি দ্বারা কৃষ্ণে চিত্তাবেশ পূর্ব্বক তদ্রূপই কৃষ্ণ-গতি লাভ করি।

দেবর্ষি নারদের এই উক্তি হইতে গোপীগণের অতুলনীয় কৃষ্ণপ্রেমের ন্যায়, পাণ্ডবগণের কৃষ্ণ-স্নেহাতিশয্যেরও অদ্ভুতত্ব প্রমাণিত হইতেছে! আরও প্রমাণিত হইতেছে এই কৃষ্ণ,—এই দ্বারকার কৃষ্ণ,—ব্রজের সেই কৃষ্ণ! গোপীগণ যে কৃষ্ণে প্রেমাবিষ্ট হইয়া কুলশীলমান, লজ্জাভয় কাক বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কংস যে কৃষ্ণ ভয়ে জগন্ময় কৃষ্ণ সন্দর্শন করিয়া কৃষ্ণ-গতি লাভ করিয়াছে, শিশুপালাদি রাজন্যবর্গ যে কৃষ্ণ বিদ্বেষী হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, বৃষ্ণিবংশীয় যাদবগণ যে কৃষ্ণে সম্বন্ধ-বুদ্ধি বশতঃ অর্থাৎ কৃষ্ণ আমাদের,—কৃষ্ণ আমাদের পিতা, মাতা, খুড়া, জ্যেঠা, মেসো, পিশে ইত্যাদি সম্বন্ধানন্দে যে কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিয়াছেন, পাণ্ডবগণ যে কৃষ্ণে স্নেহাবেশে অধীর হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণই এই কৃষ্ণ!—ব্রজ-মথুরা-দ্বারকার কৃষ্ণ!

যাহাহউক, এদিকে শ্রীকৃষ্ণের রথ দ্বারকায় উপস্থিত হইলে তথায় মহানন্দের রোল উঠিল। রাজা উগ্রসেন তাঁহার আগমন সংবাদে প্রীত হইয়া স্বজনগণের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৎকার ও সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর তিনি পিতা ও মাতা এবং তৎপরে বলভদ্রকে প্রণাম করিয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর আত্মীয় স্বজনে যথাযোগ্য প্রণাম, আলিঙ্গন ও সাদর সম্ভাষণ এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া সুচিন্তিতা রুক্মিণীর ভবনে প্রবেশ করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের সভা গৃহ নির্ম্মাণ।

·:(•):·

এক সময়ে কৈলাসের উত্তরে মৈনাক সন্নিধানে দানবগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করে। সেই সময় বিচিত্রশিল্পবিশারদ বিশ্বকর্ম্মা ময়দানব তথায় বিন্দু সরোবর তীরে, উক্ত যজ্ঞস্থলী নির্ম্মাণ করে মণিময় রমণীয় দ্রব্য সম্ভার আহরণ করিয়া রাখিয়া ছিল। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পাইয়া ময় সানন্দে তথায় গমন পূর্ব্বক দানবরাজ বৃষপর্ব্বার অধিকৃত স্ফটিকময় সভা নির্ম্মাণোপযোগী সেই সমুদয় দুষ্প্রাপ্য অত্যদ্ভুত দ্রব্য, বিন্দু সরোবরে নিমজ্জিত সুবর্ণ-মণ্ডিত শত্রুনাশিনী গদা ও দেবদত্ত সুস্বন বিরাট শঙ্খ এবং বহু সংখ্যক কিঙ্কর ও রাক্ষস রক্ষিত ধন রত্ন আনয়ন করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন।

যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার!
বিকসিত তামরসে অলি আসি উড়ে বসে
ভেক ভাগ্যে কেবল চীৎকার!

অসুরগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত গৃহনির্ম্মাণ বাসনায় নানা স্থান হইতে কত অত্যদ্ভুত অমূল্য রত্ন-রাজি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের বাসনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দানবের সদুদ্দেশ্যের পরিণতিই এইরূপ। কারণ ইহা তাহাদের একটা কৌতুককর খেয়াল মাত্র। খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা নবীন উদ্যমে যে সকল অত্যদ্ভুত কার্য্য করে,—মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল চিত্তবিকারই যাহাদের স্বভাব,—তাহাদের সেই সমুদয় অদ্ভুত কার্য্যের পরিণতিও সেই প্রকার। তাহাদের সমুদয় পরিশ্রম খেয়ালের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতের যৎসামান্য গতিপরিবর্ত্তনে চিরদিনের জন্য ভস্মে ঘৃতাহুতিতে পরিণত হয়! যাহাদের চিত্তের দৃঢ়তা নাই, তাহারাই অসুর। যাহাদের স্বভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, যাহারা উত্তেজনায় বশে তালপাতার আগুণের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া

এই মুহূর্ত্তে সৎকার্য্যে প্রবোচিত ও প্রণোদিত, এবং পর মুহূর্ত্তেই আবার স্বভাবজ আসুবিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাবাই অসুব। চিত্তচাঞ্চল্য প্রযুক্ত সর্ব্ব-প্রকাব সৎকার্য্যের উদ্যমে তাহাদের পরিশ্রমই সার হইয়া থাকে ; তাহারা কথনই সৎকার্য্যেব ফলভোগী হইতে পারে না।

অসুবগণ যজ্ঞ-গৃহ-নির্ম্মাণ জন্য বহু আয়াসে যে সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা বাজা যুধিষ্ঠিবের সভাগৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে নিয়োজিত হইল। যে উপাদানে যাহাদেব দেহ নির্ম্মিত, তাহারা তদ্রূপ ভাবাপন্ন হইয়াই কার্য্য করে। এইজন্য অসুব—অসুর!

প্রহ্লাদাদি অসুর-কুলে জন্মগ্রহণ কবিলেও ভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত। ময় দানবও সেই প্রকৃতির। তাই কৃষ্ণের আদেশ শিবোধার্য্য কবিয়া সভা-গৃহ নির্ম্মাণার্থ বহু আয়াস স্বীকাব স্বেচ্ছায় ববণ কবিয়া লইল। কে কাহাব জন্য কি কার্য্য কবিয়া রাখে, তাহা ভগবান ভিন্ন কেহই বলিতে পাবে না। অসুরগণ কত রাজার ধন, কত মণিমাণিক্য, কত বহুমূল্য প্রস্তবাদি কাহার জন্য সংগ্রহ কবিয়াছিল, তাহা তাহারা জানে না। যিনি কর্ত্তা তিনি ভিন্ন আব কেহ তাহা জানিত না। কেবল তিনিই জানিতেন, তাহারা কোন কর্ম্ম সাধনের জন্য প্রবোচিত ও প্রণোদিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ময়দানব ভীমসেনকে সেই গদা এবং অর্জ্জুনকে সেই দুর্লভ শঙ্খ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বিপুল শক্তিশালী ও আনন্দিত করিলেন।

অনন্তব অত্যল্প কাল মধ্যেই ময় বহু সংখ্যক মণিবত্ন ও মণিময় প্রস্তর দ্বাবা অলোকসামান্য ত্রিলোকবিখ্যাত মণিময়ী সভাস্থলী নির্ম্মাণ কবিল। পঞ্চ সহস্র হস্ত-পরিমিত সভামণ্ডপের চাবিদিকে সুবর্ণ নির্ম্মিত তরুরাজি বিরাজিত ছিল। তাহার প্রভা প্রভাবে প্রভাকরের অতি ভাস্বব প্রভাও যেন মলিন হইয়া গেল! নানাবিধ মণিরত্নের তেজঃপুঞ্জ প্রভায় সমুদ্ভাসিত মনোবম কুট্টিম সমন্বিত সুবিশাল সেই সভামণ্ডপ ত্রিজগতেব মধ্যে এক অপূর্ব্ব সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বস্তুরূপে নয়ন ঝলসিয়া দিতে লাগিল। নবীননীরদসঙ্কাশ অতি বিশাল অনুপম রমণীয়, পাপনাশক্য শ্রমাপহারক রত্নপ্রাকারমণ্ডিত বহু চিত্রোপশোভিত অত্যুত্তমদ্রব্য-সম্ভারশালী, বৃহদ্ধনবলসম্পন্ন অভ্রভেদী বিশ্বকর্ম্মাবিনির্ম্মিত যাদব, দেব ও ব্রহ্ম সভাগৃহও এই সভামণ্ডপের সৌন্দর্য্য ও বিচিত্রতায় ম্লান হইয়াছিল।

ময়দানবের আদেশে গগনচর মহাঘোর মহাকায় মহাবল রক্তনেত্র, শুক্তি-কর্ণ আয়ুধধারী অষ্ট সহস্র কিঙ্কর ও রাক্ষস নিরন্তর এই অত্যদ্ভুত সভা রক্ষণা বেক্ষণ করিত এবং আবশ্যক হইলে ইহাকে বহন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইত। *

ময়দানব উক্ত সভাস্থলে এক অপূর্ব্ব সরোবর প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহার সোপান সমূহ স্ফটিকময়, পরিসর-বেদিকাসমূহ মণিনির্ম্মিত, জল অতি স্বচ্ছ, পঙ্কশূন্য ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত মৎস্য, কূর্ম্ম ও স্বার্থ-সঙ্কুল। মণিময় মৃণালে পরিশোভিত, বৈদূর্য্যপত্রে সমলঙ্কৃত বিকসিত কনককমলকহ্লারজালে তাহার অত্যদ্ভুত মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। হংস, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ উহার তীরে ও নীরে বিহার করিয়া জনগণের নয়নমন পরিতৃপ্ত করিল। মুক্তাফল ও নানাবিধ রত্নে তাহার চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সরোবর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া সহসা তাহাকে সরোবর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই! প্রত্যুত, তাঁহারা

* অধুনা আমেরিকাতেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ স্থানান্তরিত করিবার সংবাদ শুনা যায়। কিন্তু এই সভামণ্ডপের তুলনায় মার্কিণদিগের উক্ত কার্য্য অতি তুচ্ছ। কারণ ১৭৬০ গজ বা ৩৫২০ হাতে এক মাইল। অতএব চারিদিকে পঞ্চ সহস্র হস্ত অর্থাৎ ২৫০০০ বর্গ হস্ত পরিমিত স্থান কলিযুগের মানুষের হস্ত পরিমাণে দীর্ঘ প্রস্থে প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত।

কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সে সময়ের মানুষ সাত হাত লম্বা অর্থাৎ আমাদের দেহ পরিমাণের দ্বিগুণ ছিল। সুতরাং সেই হিসাবে তাঁহাদের পঞ্চ সহস্র হস্ত আমাদের হস্ত পরিমাণে দশ সহস্র হস্ত হইবে। তাহা হইলে আমাদের আধুনিক পরিমাণে সভাস্থলী প্রায় তিন মাইল প্রস্থ ও তিন মাইল দীর্ঘ হইবে। ইহার উপরিস্থ অতি বিশাল অভ্রভেদী প্রাসাদ বহন করা অধুনাতন জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে কল্পনীয়ও কিনা তাহা সুধিগণ বিচার করুন। আর যে বিদ্যার অহঙ্কারে আধুনিক বিজ্ঞান জগৎ মত্ত, সেকালে সেই বিদ্যায় তাঁহারা কিরূপ মণ্ডিত ছিলেন, উক্ত ঘটনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতীয় উড্ডীন তন্ত্রের বিদ্যা অধিগত করিয়া জার্ম্মাণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতি যে প্রকার ব্যোমযান (এরোপ্লেন) আদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অদ্ভুতত্ব প্রদর্শন করিতেছে, সে যুগে এ বিদ্যা তাঁহাদের সাধারণ জ্ঞানেরই পরিচায়ক ছিল। পরন্তু, তাঁহারা যাহা জানিতেন তাহার কণামাত্রও এখনও আধুনিক বিজ্ঞান জগতের অধিগত হয় নাই। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা এ বিদ্যায় কত অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন তাহার ধারণা করা যায় না।

অজ্ঞানতা বশতঃ সরোবরের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই সভার উভয় পার্শ্বে ফলপুষ্পকিসলয়োপশোভিত সুশীতল নীলবর্ণ ছায়া সম্পন্ন মনোরম বহুবিধ সমুন্নত পাদপাবলী সন্নিবিষ্ট ছিল। অতি সুরভিকানন ও হংসকারণ্ডবচক্রবাকোপশোভিত পুষ্করিণী সকল সভার চারিদিকে শোভা বিস্তার করিল। সমীরণ তত্রত্য জলজ ও স্থলজ পদ্মের গন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সেবা করিতে লাগিল। ময়দানব চতুর্দ্দশ মাসে রমণীয় সভাভূমি নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমাপ্তি সংবাদ প্রদান করিল।

পাঠককে মহাভারতীয় ভাষায় সভার বর্ণনা শুনাইলাম। উক্ত বর্ণনায় ভাষার লালিত্যের সহিত বিষয়েরও গুরুত্ব সম্যগ্ পরিস্ফুট! এই সভাই খলের চক্ষুশূল! এই সভা হইতেই যত অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে! তাই পাঠকের নয়ন সমক্ষে সভার অদ্ভুতত্ব এবং মনোহারিত্ব প্রদর্শক দৃশ্যপটের যবনিকা উত্তোলন করিয়া রাখিলাম।

রাজসূয় যজ্ঞ।

সভা নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে পাণ্ডবগণ দেব-দ্বিজের পূজা করিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে দেবর্ষি-নারদ বীণা হস্তে হরিগুণ গান করিতে করিতে শূন্যমার্গ হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে অবতীর্ণ হইয়া পাণ্ডবগণের যজ্ঞাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়াই পাণ্ডবগণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পুরঃসর পাদ্য অর্ঘ দ্বারা তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। অনন্তর দেবর্ষি উপযুক্ত-আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বসিতে আদেশ করিলে তাঁহারা উপবেশন করিলেন।

দেবর্ষি-নারদ প্রসঙ্গচ্ছলে নানা উপদেশ দান করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের বহুবিধ প্রশংসা কীর্ত্তন করিলে যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণে রাজসূয় যজ্ঞ করিবার বাসনা জন্মিল। দেবর্ষি-নারদও তাঁহাকে উক্ত যজ্ঞ সমাধানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করত যজ্ঞারম্ভের আদেশ দান পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন।

এদিকে ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গ, মন্ত্রিগণ, পুরোহিত মহর্ষি ধৌম্য এবং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সহিত পরামর্শ করিয়া সকলের অভিমতানুসারে কৃষ্ণকে আনয়ন করিবার জন্য দ্বারকায় দূত প্রেরণ করিলেন।

দেবর্ষি-নারদ যখন পদার্পণ করিয়াছেন, তখন একটা গুরুতর কাণ্ড সংঘটিত হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই। কারণ তিনি যে বিষয়ের অবতরণিকায় অবতরণ করেন তাহা অতি বৃহৎ। জগন্মঙ্গলকর দেব-মানব কার্য্য সমাধানই তাঁহার ব্রত। অতি বড় কাণ্ড সমাধানে তিনি অদ্বিতীয়। অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব বা দেবাসুর যুদ্ধের তিনিই প্রবর্ত্তক। এইজন্য তাঁহার আবির্ভাবেই হিন্দুস্থানের হিন্দু জন-সাধারণের পরিজ্ঞাত বিষয় যে, কোন স্থানে কোথায় বুঝি আগুন জ্বলিয়া উঠে।

যাহাহউক, তিনি যে সূত্রের খেই ধরাইয়া দিয়া গেলেন; তাহার পরি সমাপ্তি কোথায় পাঠক ধৈর্য্য-সহকারে তাহাই অনুসন্ধান করুন।

যুগে যুগে ঋষিগণের ইহাই নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনই তাঁহাদের অভিপ্রেত। যে সূত্রে যাহা হয়, যে সামান্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হইতে বিরাট আগুণ জ্বলিয়া উঠে, তাহা তাঁহাদিগেরই কার্য্য। জাগতিক জীব তাঁহাদিগেরই হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকা মাত্র। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, ধর্ম্মের উপর অধর্ম্মের পীড়ন, তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। তাই পাপীর—প্রবলের—উৎপীড়কের তেজোদম্ভ—অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য কেবলমাত্র ইঙ্গিতে ঘটনা-স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন! যাঁহাদের ইঙ্গিতে মুহূর্ত্তে বিশ্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে, বা সমুদয় পাপী বা উৎপীড়ক বিনষ্ট হইতে পারে, তাঁহারা সেরূপ ব্যবস্থা করেন নাই কেন? উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য বিহীন কার্য্য হইতে পারে না। কারণ, সেরূপ করিলে পাপীর শিক্ষা বা প্রবল উৎপীড়কের চৈতন্য হয় কি? তাহারা যে ঘটনা পরম্পরায় শিক্ষা লাভ করিবে! তাহারা যে ধর্ম্মাধর্ম্ম—কার্য্যাকার্য্যের ফলাফল দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিবে! যাঁহারা সৎ ও ধার্ম্মিক তাঁহারাও ইহা দর্শন করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলে অবহিত ও সতর্ক হইবেন। তাঁহাদেরও প্রচুর শিক্ষা লাভ হইবে। পক্ষান্তরে তাঁহাদেরই শিক্ষার জন্য পাপী, অধার্ম্মিক ও উৎপীড়কের নির্য্যাতন ব্যবস্থা। তাহা দর্শন করিয়া ধার্ম্মিক ধর্ম্মে দৃঢ় প্রত্যয়ী, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ধর্ম্মপথ হইতে পদ স্খলিত না হন তজ্জন্য সতর্ক হইবেন। পথভ্রষ্ট সাধারণ লোকও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীতি ও ধর্ম্মের বশ্য হইবে। কারণ, গঠনই তাঁহাদের মূল মন্ত্র, ধ্বংস তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে।

যাহা হউক, দূত মুখে সকল সমাচার অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ, ধৌম, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়াও কৃষ্ণের অনুমতি ভিন্ন কিছুই করিতে পারেন না। অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা কৃষ্ণের বলবীর্য্য, মন্ত্রণা কৌশল, তীক্ষ্ণদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তা দর্শনে কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশেষরূপ বুঝিয়াছিলেন কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্ব-তত্ত্ববেত্তা, দূরদর্শী

অদ্বিতীয় মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ। তাই পরামর্শ জন্য কৃষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। কৃষ্ণ আসিলে তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। কৃষ্ণের আদেশ ভিন্ন তাঁহাদের যেন এক পদও চলিবার সামর্থ্য নাই।

কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে গ্রাস করিয়াছেন। কার্য্য সুসাধনই তাঁহার কামনীয়। তিনি ধবার সুখ উপভোগ করিতে আসেন নাই। তাঁহার কোন সুখের কামনাও নাই। তিনি সুখদুঃখ-দ্বন্দ্বাতীত মহাপুরুষ। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ জন্যই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কারণ জগতে কেহই তাঁহার প্রেষ্ঠ বা শত্রু নাই। কেবল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ জন্য কতকগুলি উপলক্ষ্য, কতকগুলি "নিমিত্ত মাত্র" মায়ার আবরণে সজ্জিত করাইয়া ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে আসেন। ব্রজ মথুরার ক্রীড়াকে দূরে ফেলিয়া দিয়া এখন ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণকে প্রধান ক্রীড়নক রূপে গ্রহণ করিয়া ক্রীড়ার বাঞ্ছা করিয়াছেন।

যাহাহউক, এ যজ্ঞের প্রধান উপকরণ বিক্রম। সমুদয় রাজাকে বশীভূত করিয়া একচ্ছত্রাধিপতি না হইতে পারিলে যজ্ঞ সমাপ্তি ও ফল লাভের আশা নাই।

শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করত উপযুক্ত বিশ্রাম লাভ করিলে, যুধিষ্ঠির বলিলেন, কৃষ্ণ! আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিবার বাসনা করিয়াছি। কিন্তু ইহা যে কেবল বাসনা করিলেই সুসম্পন্ন হয় তাহা নহে। যেরূপে ইহা সম্পন্ন হয় তাহা তোমার অবিদিত নাই। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে সর্ব্বত্র পূজ্য, এবং যিনি সমুদয় পৃথিবীর অধীশ্বর তিনিই রাজসূয় যজ্ঞের উপযুক্ত পাত্র। আমার সুহৃদ্‌গণ আমাকে উক্ত যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিতেছেন; কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। হে কৃষ্ণ! পাছে বন্ধু ক্রুদ্ধ হয়েন, পাছে তাঁহার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ বন্ধুর প্রকৃত দোষোল্লেখ করেন না, প্রত্যুতঃ তাহা গোপনই করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে প্রকৃত বন্ধু নহেন—স্বার্থান্বেষী; —স্বার্থের জন্যই প্রিয় বাক্য বলেন, তাহা না বলিলেও চলে। পৃথিবীতে ঐ প্রকার লোকের সংখ্যাই অধিক। তুমি উক্ত দোষ রহিত, কামক্রোধ বর্জ্জিত, স্থিরপ্রজ্ঞ এবং পাণ্ডবের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী। অতএব তুমিই আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মহারাজ! আপনি সর্ব্ব-গুণান্বিত; আপনার পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ অবিধেয় নহে। আপনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনার এ যজ্ঞ সমাপন করা অসম্ভব। সে অমিত বল প্রভাবে অতি তেজস্বী বহু শত রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে দেবোদ্দেশে বলি-দানার্থ বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তাহার অত্যাচারে আমরাও পলায়ন করিয়া সমুদ্র বেষ্টিত দ্বারাবতীতে আশ্রয় লইয়াছি। সে অত্যন্ত বলশালী। তাহার রাজ্য সুদৃঢ় দুর্গাদি বেষ্টিত। এবং বহু শক্তি শালী রাজন্য তাহার শরণাগত।

ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হতাশ হইয়া বলিলেন, তবে আর রাজসূয় যজ্ঞের প্রয়োজন নাই। কারণ, তোমরা যখন তাহার অত্যাচারে ভীত হইয়া সমুদ্র মধ্যে আশ্রয় লইয়াছ তখন আর তাহাকে পরাজয়ের আশা কোথায়?

তাঁহা শুনিয়া ভীমার্জ্জুন বিনীত ভাবে বলিলেন, মহারাজ! আমরা ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই আমাদের জীবন। ক্ষত্রিয় হইয়া ভীত হইলে চলিবে কেন? যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তখন একদিন মরণ ত নিশ্চিতই। আরও, ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে? আমরা যে বিজয়ী না হইব, তাহাই বা কে জানে? বলবীর্য্য লইয়া নিভৃতে বসিয়া থাকিলে কি তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে? বিশেষতঃ, কৃষ্ণ আমাদের সম্মুখে ও সহায় থাকিতে আমরা নরের কথা দূরে থাকুক, দেব, যক্ষ, রক্ষঃ, নাগ, কিন্নর, অপ্সর প্রভৃতি কাহাকেও ভয় করি না।

আরও, আমরা যখন অগ্নি ও ময়দানব দত্ত বিবিধ অদ্ভুত অস্ত্র শস্ত্র রথাদি লাভ করিয়াছি, তখন আমাদের ভয়েরই বা কারণ কি? যে শত্রু জয় দ্বারা বর্দ্ধিত হয় সেই যথার্থ ক্ষত্রিয়। বীর্য্যবান্ ব্যক্তিদিগের কুলে উৎপন্ন দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ সম্মান লাভ করে না। পরন্তু, নিবীর্য্য কুলোদ্ভব বীর্য্যবান্ ব্যক্তিগণ সম্মানাস্পদ হয়। অভিনিবেশই জয়ের হেতু। উহা কর্ম্ম ও দৈব, এই উভয়ের আয়ত্ত। যে ব্যক্তি বল সম্পন্ন হইয়াও অনবধানতা বশতঃ কার্য্য কালে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, সে সংগ্রামে শত্রু কর্তৃক পরাজিত হয়। বলহীন বিপক্ষের দৈন্য অবলোকন করা যেরূপ দোষাবহ, বলবান্ শত্রুর প্রতি অনবহিত হওয়াও তদ্রূপ। অতএব যে রাজা জয়াভিলাষী, তাহাকে অবশ্যই উক্ত দাম্ভিক হেতুদ্বয়

পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি আমরা এই যজ্ঞ সমাধান উপলক্ষে জরাসন্ধের বিনাশ ও কারারুদ্ধ রাজন্তবর্গকে মুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কার্য্য আর কি হইতে পারে? আমরা আমাদের শক্তি সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করিয়া এই মহান্ যশঃ অর্জ্জনের জন্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিব।

ভীমার্জ্জুনের ক্ষত্রিয়োচিত এই প্রকার অদ্ভুত সাহস দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মধ্যম পাণ্ডব, আমি ও অর্জ্জুন, তিন জনে একত্র যুদ্ধার্থ গমন করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিব। জরাসন্ধ মহাদেবের নিকট বর লাভ করিয়া যাদবগণের অবধ্য হইয়াছে বলিয়াই উৎপীড়নাশঙ্কায় আমাদিগকে সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপে আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

অর্জ্জুন বলিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণের কৌশল, মধ্যম পাণ্ডবের বল ও আমার অস্ত্রক্ষেপ ক্ষিপ্রতা একত্র হইলে ত্রিজগতে কাহার সাধ্য আমাদিগকে পরাজিত করে?

যুধিষ্ঠির বলিলেন, কৃষ্ণ! ভীমার্জ্জুন আমার চক্ষুর্দ্বয়; তুমি আমার মন। আমি কেমন করিয়া তোমাদিগকে সেই ভীষণ শত্রুর সম্মুখীন করিয়া মনোনয়ন হীন হইয়া শূন্য দেহে কাল যাপন করিব? আমার হৃদয় স্নেহে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে!

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মহারাজ! ইহা ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত স্নেহ নহে। আপনার ন্যায় কর্ত্তব্য পরায়ণ মহানুভাব বীর্য্যবান্ ব্যক্তির এ প্রকার মোহ সমুচিত নহে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্ত্তব্য অবধারণ না করিয়াই কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া নানা প্রকারে বিড়ম্বিত হয়। আপনি সে ভয় করিবেন না। আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে হইবে।

ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, কৃষ্ণ! তুমিই পাণ্ডবগণের অধীশ্বর, তুমিই পাণ্ডবগণের বলবীর্য্য ভরসা; আমরা তোমারই আশ্রিত। লক্ষ্মী যাহাদের প্রতি প্রতিকূলা, তুমি কখনই তাহাদের নিকট থাক না। আমরা যখন তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী রহিয়াছি, তখন আর জরাসন্ধকে বধ, কারারুদ্ধ ভূপতিগণকে উদ্ধার এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার অপেক্ষা কি? অতএব তুমি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ কর অচিরেই তাহার অনুষ্ঠান কর।

জরাসন্ধ বধ।

মহানুভাব কৃষ্ণদেব যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমার্জ্জুন সহ তেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক মগধ দেশে যাত্রা করিলেন।

পরে তাঁহারা জরাসন্ধ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার অত্যদ্ভুত শব্দ সম্পন্ন ভেরীত্রয় ভগ্ন করিলেন। অনন্তর নানা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহারা ভীষণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে চৈত্য প্রাকারের নিকট উপস্থিত হইয়া সবলে তাহার শিখরদেশ ভগ্ন করত পুরী প্রবেশ করিলেন।

তদনন্তর, তাঁহারা অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজপুরী অভিমুখে গমন কালে পথি পার্শ্বস্থ মাল্যকারদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মাল্য চন্দন গ্রহণ করিয়া, তাহা এবং কুণ্ডলধারণ করত দীপ্তিমান্ হইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন।

মগধবাসী জনগণ বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশুভুজ, প্রভৃত শক্তিমান্ অলোকসামান্য জনত্রয় দর্শন করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে স্তম্ভীভূত হইয়া রহিল!

অনন্তর তাঁহারা সিংহবিক্রমে গমন পূর্ব্বক অহঙ্কার প্রকাশ করত জরাসন্ধ সমীপে সহসা উপস্থিত হইলে, সে ব্রাহ্মণ দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদ্য ও মধুপর্কাদি দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা ও স্বাগত প্রশ্ন করিল।

তাহার সে প্রশ্নে ভীমার্জ্জুন বিনত বদনে নীরব হইয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ইঁহারা নিয়মস্থ; পূর্ব্ব রাত্র অতীত না হইলে কথা কহিবেন না।

ইহা শুনিয়া জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে যজ্ঞ শালায় যথোপযুক্ত স্থানে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিয়া প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিল।

তখনকার সহিত দেশের এখনকার অবস্থার তুলনা করুন। তখন অতি পাষণ্ডও ব্রাহ্মণকে ভয় ও ভক্তি করিত; এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে অতিশয় শ্রদ্ধাবান্ ছিল। এখন কাল প্রভাবে ব্রাহ্মণগণের নানা বৃত্তি অবলম্বনের জন্য তাঁহাদের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধাও লোপ পাইয়াছে। সমাজের অতি স্লেচ্ছ নীচ কর্ম্মী নীচ জাতীয় ব্যক্তিও ব্রাহ্মণকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। হায় ব্রাহ্মণ! যে ব্রাহ্মণের তেজ অবগত হইয়া অতিদর্পী অমিত পরাক্রমশালী

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা লীলা। ভীম ও জরাসন্ধের যুদ্ধ। ১০২ পৃষ্ঠা।

ক্ষত্রিয়ও ভয়-চকিত-নেত্রে মস্তক অবনত করত মুক্তফবে আজ্ঞার অপেক্ষা করিত, যে ব্রাহ্মণের বেশমাত্র দর্শন করিয়াই বিচার-বিরহিত হইয়া পাদ্যার্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজার জন্য শশব্যস্ত হইত, আজ সেই ব্রাহ্মণের বংশকে——" বলিতে পারি না। লেখনী সঙ্কুচিত হইতেছে! কতশাসন কত কি করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই! ব্রাহ্মণ! উঠ—জাগো!—বৃত্তি পরিত্যাগ কর! আতপ চাউল আর কাঁচকলায় নির্ভর করুন, বিলাসিতা পরিত্যাগ করুন। আবার তেমনই জগৎকে উপেক্ষা করিয়া ত্রিসন্ধ্যা ভগবচ্চিন্তায় সমাধিমগ্ন হউন। জড়তা পরিহার করুন! তপঃপ্রভাবে ইচ্ছামাত্রে জগন্মঙ্গল সাধিত হউক।

হে ব্রাহ্মণ! হে ঋষিসত্ব! হে ধর্ম্মরক্ষণকারী মহাত্মগণ! আর অত্যাচার সহ্য হয় না। কবে আপনাদের সর্ব্ব-পাপ-হর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ভারতের জনগণ আবার নিরুদ্বিগ্ন হইয়া আপনাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইয়া পড়িবে? কবে আপনারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সর্ব্ব গ্লানি হরণ করিয়া অজ্ঞানিগণকে আবার চক্ষুষ্মান করত তাঁহার সনাতনত্ব প্রদর্শন করিবেন? হে জগৎপাবন ঋষি-বৃন্দ! কবে আবার আপনাদের নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া ভারতবাসী স্ব স্ব অধিকার-যোগ্য পন্থায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গঙ্গাযমুনাসরস্বতী, কৃষ্ণাতাপ্তি সিন্ধুকাবেরী তট-মুখরিত স্বাধ্যায়ধ্বনি-সংঘাত, সংযমপূত ও কৃতকৃতার্থ হইবে? কবে আবার আপনাদের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন, ভারতীয় জনপদবাসীর সহজ লভ্য হইবে? কবে আবার তাহারা আপনাদের পদপ্রান্তে বসিয়া অষ্টসিদ্ধির ফলোপভোগ করিবে? কবে আবার তাহারা আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইবে? কবে আবার সোণার ভারতে প্রেম শান্তির মন্দাকিনী প্রবাহিত হইবে? কবে আবার ভারতবাসীর জড়বাদ মোহ নিরাকৃত হইয়া মনের ময়লা দূরীভূত হইবে? কবে আবার আমরা আপনাদের অহঙ্কার দূর হইয়া উঠিব? সে দিনের আর কত বিলম্ব দেব?

যাহাহউক, এদিকে জরাসন্ধ প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, ইহারা কে? ব্রাহ্মণ কি এমন শারীর-তেজ প্রকাশ করেন? ইহাদের অসীম বীর্য্য, শারীর গঠন ও লাবণ্যে সমুদ্ভাসিত হইতেছে! আজানু-লম্বিত ভুজযুগলে জ্যা চিহ্ন ও বীরত্ব লক্ষিত হইতেছে। ইহারা কে? আজ

কেন দুর্লক্ষণ ও দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতেছি? যাহাই হউক, ভগবান্ অদৃষ্টে যাহা রাখিয়াছেন, তাহাই হইবে। ক্ষত্রিয়ের এ দুর্বলতা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ সেবার যে নিয়ম পরম্পরায় আমি আবদ্ধ, কদাচ তাহা হইতে বিচ্যুত হইব না। ইঁহারা যিনিই হউন যখন ব্রাহ্মণবেশী, তখন আমার কোন প্রকার সন্দেহের কারণ নাই। ক্ষত্রিয় কখনও জীবনের জন্য শঙ্কিত হয় না। ইত্যাদি চিন্তা করিয়া মহাবলশালী রাজা জরাসন্ধ নিজ কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর মধ্যরাত্র সময়ে যজ্ঞ শালায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পূজা করিলেন। তাঁহারাও রাজাকে দেখিবামাত্রই "স্বস্তি" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা জরাসন্ধ বীরত্রয়কে বসিতে আদেশ করিলে তাঁহারা উপবেশন করিলেন।

জরাসন্ধ তাঁহাদের বিচিত্র বেশ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি জানি স্নাতক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ সভা গমন সময় ব্যতীত কখনও মাল্য চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের পরিধেয় বস্ত্র রক্তবর্ণ, অঙ্গ পুষ্পমাল্য ও অনুলেপনে সুশোভিত; ভুজদণ্ড জ্যা চিহ্নে চিহ্নিত; আকারে ক্ষত্র তেজের স্পষ্ট পরিচয় পরিস্ফুট। অতএব সত্য করিয়া বলুন, আপনারা কে? এবং কি নিমিত্ত আপনারা দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ না করিয়া নির্ভয়ে চৈত্যক পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভঙ্গ পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণগণ বাক্য দ্বারাই বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিয়াছেন। আরও আপনারা আমার নিকট আসিয়াছেন, আমিও বিধি পূর্ব্বক আপনাদের পূজা করিলাম; কিন্তু কি নিমিত্ত আপনারা আমার পূজা গ্রহণ করিলেন না? যাহা হউক; এক্ষণে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, বলুন।"

মহারাজ জরাসন্ধ এইরূপ কহিলে মহামতি কৃষ্ণ স্নিগ্ধ গম্ভীরস্বরে কহিলেন হে রাজন! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু হে নরাধিপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতক ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিশেষ ও অবিশেষ নিয়ম, উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে লক্ষ্মীশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয় বলিয়া আমরা পুষ্প ধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, বাগ্বীর্য্যশালী

নহেন। এজন্য তাঁহাদের বাক্যে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ নিষিদ্ধ। বিধাতা ক্ষাত্রিয়গণের বাহুতেই বলপ্রদান করিয়াছেন। হে রাজন! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিবার বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে সন্দেহ নাই। ধীর ব্যক্তিগণ শত্রু গৃহে অপ্রকাশ্য এবং সুহৃদ্‌ গৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থকেন। আমরা স্বকার্য্য সাধন জন্য শত্রু গৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করি নাই। ইহাই আমাদের নিত্যব্রত।

জরাসন্ধ বলিল, "হে বিপ্রগণ! আমি কোন সময়ে তোমাদের কি শত্রুতা বা অপকার করিয়াছি, তাহা ত আমার স্মরণ হইতেছে না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা শত্রু জ্ঞান করিতেছ? দেখ ধর্ম্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া বিনাপরাধে লোকের ধর্ম্মার্থে উপঘাত করে তাহার ইহকালে অমঙ্গল, পরকালে নরকবাস হয় সন্দেহ নাই। আরও ত্রিলোক মধ্যে সৎপথগামিগণের পক্ষে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মবিদ্‌ ব্যক্তিরা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমি স্বধর্ম্মনিরত প্রজাগণের কোন প্রকার অপকার করি নাই। তবে কি নিমিত্ত তোমরা আমাকে শত্রু স্থির করিয়াছ বলিতে পারি না। বোধ হয় তোমাদের ভ্রম হইয়া থাকিবে।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে মহাবাহো! যে কুলপ্রদীপ একাকী কুলকার্য্যের ভার বহন করিতেছেন, আমরা তাঁহারই নিয়োগ ক্রমে তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি। হে রাজন। ক্ষত্রিয়গণকে পূজোপহার স্বরূপ করিবার মানস করাতে তুমি যৎপরোনাস্তি অপরাধী হইয়াছ। তবে কি বলিয়া আপনাকে নিরপরাধ বিবেচনা কর? হে নৃপসত্তম। নিরপরাধ নৃপতিগণের প্রতি হিংসাচরণ করা কি রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? তবে কি জন্য নৃপতিগণকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া মহাদেবের নিকট বলি প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ? হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও তৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে! যেহেতু আমরা ধর্ম্মাচারী ও ধর্ম্ম রক্ষণে সমর্থ। সামর্থ্য থাকিতে যাহারা পাপাচার দমনে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক নীরবে তাহা সহ্য করেন, তাহাদিগকেও তত্তৎপাপে পাপী হইতে হয়। আমরা বলবান্‌, পাপ দমনে সমর্থ; সুতরাং কেমন করিয়া আমরা তোমার

এই পাপানুষ্ঠান সহ্য করিব? আমরা কখনও নরবলি দেখি নাই। তুমি কি বলিয়া নরবলি প্রদান পূর্ব্বক ভগবান্ পশুপতির পূজা করিতে বাসনা করিয়াছ? রে বৃথামতি জরাসন্ধ! তোমা ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি স্ববর্ণের পশু-সংজ্ঞা প্রদান করিতে পারে? দেখ, যে ব্যক্তি যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্ম করে, সে সেই সেই অবস্থায় তাহার ফলভাগী হয়। আমরা দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিয়া থাকি। তুমি জ্ঞাতি ক্ষয়কারী। আমরা জ্ঞাতি বৃদ্ধি ও তাঁহাদিগকে রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে সংহার করিতে সমাগত হইয়াছি। তুমি মনে মনে স্থির করিয়াছ যে ভূমণ্ডলে ক্ষত্রিয়কুলে তোমার ন্যায় ক্ষমতাশালী পুরুষ আর কেহই নাই, সে কেবল তোমার অহঙ্কার ও বুদ্ধিভ্রম মাত্র। কোন্ স্বজাতি পক্ষপাতী ক্ষত্রিয়কুল সম্ভূত ভূপতি স্বজন রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক অতুল স্বর্গসুখভোগ কামনা না করে? প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরাক্রম আছে। এই ভূমণ্ডলে তোমার সম তেজা ও তোমা অপেক্ষা বীর্য্যবান্ ব্যক্তি অনেক আছেন। তাহা তোমার অজ্ঞাত থাকাতেই তুমি এইরূপ ভীষণ দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছ। ইহা আমাদের নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় তোমাকে জানাইয়া দিলাম। যদি আপন মঙ্গল কামনা কর, তবে দর্প ও অভিমান পরিত্যাগ কর। নতুবা পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণের সহিত যমালয়ে গমন করিবে। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, উত্তর ও বৃহদ্রথ অতি দর্পে স্ব স্ব মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সসৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছে। হে রাজন! তোমাকে কৌশলে সংহার করিবার জন্য এইরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি। আমরা প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়। আমি বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ, আর এই বীরদ্বয় পাণ্ডু তনয় ভীম ও অর্জ্জুন। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর।

জরাসন্ধ বলিল হে কৃষ্ণ! আমি জয় না করিয়া কোন রাজাকেই আনয়ন করি নাই। যাহাকে আমি পরাজিত করি নাই, এবং যে আমার সহিত বিরোধ করিতে সমর্থ, এই ভূমণ্ডলে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে? হে বাসুদেব! বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক লোককে আপন বশে আনিয়া তাহার প্রতি স্বেচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আমি ক্ষাত্রব্রতাবলম্বী, দেব পূজার জন্য

রাজগণকে আনয়ন করিয়াছি। এখন কি নিমিত্ত ভয় পাইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব? আমি একাকীই ব্যূহ-মধ্যস্থিত এক, দুই বা তিন মহারথের সহিত এককালে বা পৃথক পৃথক যুদ্ধ করিতে পারি। ইহা বলিয়া তেজো-গর্ব্বিত জরাসন্ধ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় আপন পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেকের আদেশ প্রদান করিল। তাহার আহ্বানে কৌশিক ও চিত্রসেন নামক দুইজন সেনাপতিও উপস্থিত হইল।

বৃহদ্রথ তনয় জরাসন্ধ ব্রহ্মার বরে যাদবগণের অবধ্য। ইহা জানিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যসন্ধ বাসুদেব স্বয়ং তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি জরাসন্ধকে কৃতনিশ্চয় জানিয়া বলিলেন, হে রাজন! আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হইয়াছে বল, তাহা হইলে তাহাকেও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহা শুনিয়া জরাসন্ধ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ শালপ্রাংশু পূর্ণাঙ্গ প্রভৃত শক্তিশালী ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা জানাইল।

ইহা শুনিয়া ভীম সোৎসুকনেত্রে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক প্রণাম করিলে, পবননন্দন সাগ্রহে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া অতি হৃষ্ট ও অমিত বল লাভ করত সেই শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে জরাসন্ধ পুরোহিত যুদ্ধমঙ্গল বিধানার্থ রচনা, মাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গল্য দ্রব্য এবং দুঃখমূর্চ্ছা নিবারক অগদ ঔষধ সমূহ লইয়া ভীম পরাক্রম শার্দ্দূল বিক্রান্ত জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ জরাসন্ধ যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে বর্ম্ম পরিধান এবং কিরীট পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেশ বন্ধন করত বেগবান্ সমুদ্রের ন্যায় উত্থিত হইয়া ভীমকে আক্রমণ করিল। ভীমও সোৎসুক হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনিও তাহার আহ্বানে কৃষ্ণের অনুমতি লইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া অগ্রসর হইলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া বিপুল বিক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করত ভীষণ চীৎকারে চারিদিক প্রকম্পিত করিলেন।

প্রথমতঃ তাঁহারা কর-গ্রহণ পূর্ব্বক পাদাভিবন্দন করিয়া কক্ষাস্ফোটন

করিতে লাগিলেন। এবং বারম্বার করাঘাত ও অঙ্গে অঙ্গে সমাশ্লেষ করিয়া পুনরায় আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পরে চিত্রহস্তাদি বিবিধ বন্ধন করিয়া কক্ষাবন্ধ করিলেন, এবং পরস্পর ললাটে ললাটে এরূপ আঘাত করিলেন যে উভয়ের ললাট হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বহির্গত ও ঘোরতর শব্দ হওয়াতে বোধ হইল যেন বজ্রাঘাত হইতেছে! অনন্তর বাহুপাশাদি বন্ধন করিয়া পরস্পর মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক মত্ত হস্তীর ন্যায় বিক্রম ও ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন পুরঃসর সংক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় পরস্পর নিরীক্ষণ, কর প্রহার ও বারম্বার আকর্ষণ করত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরস্পর অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ সমাপীড়ন ও বাহু দ্বারা উদর আবরণ করত স্ব স্ব কটি ও পার্শ্বদেশ দ্বারা উভয়ে উভয়কে আঘাত এবং স্ব স্ব কণ্ঠ, কক্ষ ও উদরে হস্তাস্ফালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর পৃষ্ঠভঙ্গ এবং বাহু দ্বারা সম্পূর্ণ মূর্চ্ছা ও পূর্ণ কুম্ভ প্রভৃতি করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা তৃণপীড়, পূর্ণযোগ ও সমুষ্টিক প্রভৃতি নানাপ্রকার যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের এই বিপুল যুদ্ধ দর্শন জন্য যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বনিতা ও বৃদ্ধগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, প্রকর্ষণ, অনুকর্ষণ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও জানু দ্বারা আঘাত এবং কঠোর শব্দে ভৎর্সনা করত বজ্র সদৃশ মুষ্টি প্রহারে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন। উভয়েই বিস্তৃত-বক্ষঃ, উভয়েই দীর্ঘবাহু এবং উভয়েই রণকুশল। সুতরাং উভয়েই লৌহার্গল সদৃশ বাহু দ্বারা উভয়কে আঘাত করিতে লাগিলেন।

মহাবলশালী বীরদ্বয় কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবস হইতে অনাহারে অনিদ্রায় দিবারাত্র সমভাবে ত্রয়োদশ দিবস পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিলেন। চতুর্দ্দশ দিবস রাত্রিতে মগধরাজ জরাসন্ধ ক্লান্ত হইয়া নিবৃত্ত হইল।

মহাকৌশলী অদ্বিতীয় চতুর বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া তাহার প্রকৃত অবস্থা জানাইবার জন্য ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কারণ অধিকতর পীড্যমান হইলে সে জীবন পরিত্যাগ করে। অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ! ইহার সহিত বাহু যুদ্ধ কর।

শত্রু-নিসূদন ভীম কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্জ্জয় জরাসন্ধকে তদবস্থ জানিয়া তাহাকে জয় করিবার জন্য সোৎসাহে অধিকতর কোপাবিষ্ট হইলেন। এবং প্রবলবেগে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সহসা তাহাকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত ও শতবার বিঘূর্ণিত করিয়া জানুদ্বারা আকুঞ্চন পূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন ও নিষ্পেষণ করত, কৃষ্ণের ইঙ্গিতে চরণদ্বয় ধরিয়া সিংহনাদ সহকারে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ-নখ ছিন্ন বেণুপত্রের ন্যায় তাহাকে মাঝামাঝি দুইখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

তাহার মৃত্যুকালীন ভীষণ চীৎকার ও ভীমসেনের রোষপূরিত গভীর গর্জ্জনে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। অতি ত্রাসে জনসঙ্ঘ বিচলিত হইয়া পলায়ন করিল।

এদিকে বন্দী রাজগণ অতি ভয়ে একনিষ্ঠহৃদয়ে হা ভগবান্ হা ভগবান্ বলিয়া দিন যাপন করিতে ছিলেন। সে হৃদয় বিদারক রোদন ধ্বনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিচলিত করিয়াছিল। তাঁহাদের যোগনিষ্ঠ হৃদয়ের কাতর প্রার্থনাই তাঁহাকে জরাসন্ধে বধে প্রণোদিত করিল। ভক্তের ভগবান সর্ব্বদাই অলক্ষ্যে ভক্ত রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় তাঁহার হৃদয় গলিয়া যায়!—তিনি এক দণ্ডও স্থির থাকিতে পারেন না! ভক্ত কষ্ট তাঁহার হৃদয়ে শেল অপেক্ষাও ভীষণ আঘাত করে। তাই তিনি, যে জরাসন্ধকে অষ্টাদশবার পরাজিত করিয়াও বিনাশ করেন নাই, আজ ভক্তের ডাকে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না;—নিরস্ত্র হইয়া প্রবল পরাক্রম জরাসন্ধ-বধ জন্য উপস্থিত হইলেন। অতি ভয়ে ভগবচ্চরণে উৎসর্গীকৃতদেহ বন্দী রাজগণের অলক্ষ্যে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি আপন কার্য্য সাধন পূর্ব্বক ভক্ত ভয় নাশ করিয়া তাঁহাদিগকে অভয় দিলেন।

জরাসন্ধ নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন সহকারে জরাসন্ধের অপূর্ব্ব রথে আরোহণ করিয়া বন্দী রাজগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন। তাঁহারা জরাসন্ধের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণে অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য স্বীকার ও বহু রত্নধন প্রদান পূর্ব্বক বিনীতভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি বলিলেন ধর্ম্মরাজ মহাত্মা যুধিষ্টির সাম্রাজ্য চিকীর্ষু হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, আপনারা সকলেই তাঁহার যথাসাধ্য সাহায্য করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

রাজগণ আনন্দ সহকারে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর জরাসন্ধ পুত্র সহদেব বহু রত্ন-ধন সহকারে অতি বিনীত ভাবে প্রণিপাত পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে তিনি ভয়ার্ত্ত জরাসন্ধ তনয়কে অভয় দান পূর্ব্বক ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে সানন্দে তাহার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

এদিকে বন্দী রাজগণ মুক্তি পাইয়া রাজ্য মধ্যে মহা কোলাহল ও আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ পূর্ব্বক পুরুষোত্তম শ্রীমান্ কৃষ্ণকে ভক্তি প্রীতি, আন্তরিকতা, আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া একে একে গমন করিতে লাগিলেন। জরাসন্ধ প্রবল বিক্রমে দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের চতুষ্পার্শ্বস্থ যে সমুদয় সমুন্নত শির প্রবল পরাক্রান্ত রাজাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত কৌশলে জরাসন্ধ নিধনের সহিত যুগপৎ তাঁহাদিগকেও পরাজিত, অধীন ও অনুগত করিলেন। একদণ্ডেই দেশের প্রায় সমুদয় রাজশক্তিই তাঁহার পদানত ও মুষ্টিবদ্ধ হইল। তদ্দণ্ডেই এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ তাঁহার অসাধারণ কলকৌশল, বীরত্ব, প্রতিভা ও ধর্ম্ম রক্ষণ শক্তির অপূর্ব্ব যশোপ্রভাব শ্রবণের সহিত ভয় ও ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া উঠিল।

পুরাকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ প্রাধান্য লাভের জন্য রাজ্য জয় করিতেন বটে, কিন্তু পররাজ্য হরণ করিতেন না। তাঁহারা বিজিত রাজ্য তত্তদ্দেশীয় রাজগণ বা রাজার উত্তরাধিকারীগণকে প্রদান পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

আনুগত্য স্বীকার ভিন্ন কেহই তাঁহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর এই মহা কুরুক্ষেত্রের অবসানে জাতীয়সঙ্ঘ (League of Nations) সমাধানের যে ব্যবস্থার জন্য পাশ্চাত্য দেশ আজ এত বিব্রত, যে শক্তি ও ধর্ম্ম সামঞ্জস্য জন্য কত কত নবোদ্ভাবনায় বিভোর, প্রাচীন ভারতবর্ষ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা যাহার যাহা অধিকার, তাহাকে তাহাই দিয়া ধর্ম্ম রক্ষণে শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিয়াছেন, "হে বৃহদ্রথ তনয়!

আমাদিগকেও তৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মাচারী ও ধর্ম্ম রক্ষণে সমর্থ।” সেইজন্য তিনি ধর্ম্মরক্ষাকল্পে পাপিষ্ঠ জরাসন্ধকে শাস্তি প্রদান জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাঁহারা পাপ প্রশমনে সমর্থ, তাঁহারা যদি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহাহইলে তাঁহাদিগকেও পাপিষ্ঠকৃত, পাপের অংশ গ্রহণ করিতে হয়। সেইজন্য সমর্থ ব্যক্তির যে কোন প্রকার পাপের প্রশমন চেষ্টা করা উচিত। এই চেষ্টা ও শক্তি সামর্থ্যের মূল ভিত্তি ধর্ম্ম। ধর্ম্মভাবাক্রান্ত হইয়া জগৎ কল্যাণের নিমিত্ত পাপ প্রশমনে সমুদ্যত হইলে তবেই সাফল্য লাভ করা যায়। অধীন জাতির ধর্ম্মাচারণও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিতে পারে না। এইজন্য পুরাকালীন ধর্ম্মাচারী ও ধর্ম্মরক্ষক রাজগণ রাজ্য জয় করিয়াও সম্পূর্ণ ধর্ম্মাচরণ জন্য বিজিতকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেন। রঘুবংশে রাজা রঘুর যে দিগ্বিজয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এমন মহদুদ্দেশ্য সম্পন্ন নহে। শ্রীকৃষ্ণের বিজয়, শক্তির বিজয় নহে, ধর্ম্মের বিজয়। তাহা ধর্ম্ম সংরক্ষার্থ—পাপিষ্ঠের অত্যাচার প্রশমন পর্য্যন্তই! খ্যাতি প্রতিপত্তি বা ধনরত্নলাভমূলক প্রণোদনা নহে। তিনি রাজা নহেন কিন্তু রাজরাজেশ্বর! মন্ত্রী নহেন কিন্তু মন্ত্রণা-চাতুর্য্য-চূড়ামণি! তিনি মান যশঃ অর্থের ভিখারী নহেন—সর্ব্ব সম্পদ তাঁহার করতল গত। তিনি ভক্তের নিকট সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্। ইদানীন্তন পাশ্চাত্য শিক্ষিত রুচিবাগীশের নিকট তিনি আদর্শ পুরুষ। তিনি যে নির্লোভ, ত্যাগী এবং ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষক, তাঁহার এক একটী কার্য্যও যে ধর্ম্মের গূঢ়োদ্দেশ্য বিরহিত নহে, তাহা কি আবার প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপন্ন করিতে হইবে?

তিনি জরাসন্ধ পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক, জরাসন্ধের নিধনের সহিত অসংযমীর পরিণাম দেখাইয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ-লাবণ্য দর্শন, নিরাসক্তি ও তেজো প্রভাব অবগত হইয়া সহদেবের সহিত মগধরাজ্য কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল ও আবার ভক্তিরাজ্যে পরিণত হইল!

শ্রীকৃষ্ণ, সহদেব ও মুক্তি প্রাপ্ত রাজগণ প্রদত্ত রাশি রাশি ধনরত্ন গ্রহণ করত ভীমার্জ্জুন সহ মগধবাসী কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া বিচিত্র রথে আরোহণ

পূর্ব্বক সকলকে যথাবিধি অভিনন্দন পুরঃসর সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদের বিজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ সহকারে কৃষ্ণ ও ভ্রাতৃদ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন। রাজ্যের চারিদিকে মহা মহোৎসব হইতে লাগিল।

জরাসন্ধ-কবলমুক্ত রাজগণ একে একে আসিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞের সফলতা কল্পে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির জরাসন্ধকে বধ করিয়া বন্দী রাজগণকে মুক্ত করিয়াছেন এ সংবাদ শুনিয়া চারিদিকে আনন্দস্রোতের সহিত পাণ্ডবগণের বলবীর্য্য, মহত্ব, গাম্ভীর্য্য ও যশঃ-সৌরভে দেশ ভরিয়া গেল!

কিন্তু এ সংবাদ ধৃতরাষ্ট্র ও কর্ণ দুর্য্যোধনাদির কর্ণে বজ্রাপেক্ষাও ভীষণ আঘাত করিল! তাহারা শঙ্কায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। হায় হায়! খলের কি দুর্দ্দশা!

কোন রূপে আপনার ইষ্টলাভ নাই,
কিসে কার মন্দ হবে শুধু খুঁজে তাই!

পরের ভাল তাহার চক্ষে সয় না। পরের মন্দের কুচিন্তায় সে সর্ব্বদা জ্বলিয়া মরে! ইহা অপেক্ষা তাহার আর কি শাস্তি হইতে পারে?

নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ ময়ূরাঃ মেঘদর্শনে।
সাধবঃ পরসম্পত্তৌ খলাঃ পরবিপত্তিষু।

বিষয়নির্লিপ্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ব্রাহ্মণ উদর পরিতৃপ্ত হইলেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। মেঘের মনোরম শোভা দর্শন করিলেই ময়ূর আনন্দে নৃত্য করে। পরকে সম্পত্তিশালী হইতে দেখিলে সাধুগণ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর খল? খল পরের বিপদ দেখিলেই আনন্দে আটখানা হইয়া পড়ে। ইহাই তাহার স্বভাব। অহো! খলের কি দুর্ভাগ্য!

যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণ কয়েকদিন ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বিষয়ের যথোচিত পরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক আত্মীয় স্বজনগণকে অভিনন্দন পুরঃসর বায়ু-তুল্য বেগগামী রথে আরোহণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সংসার।

শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা ও লক্ষণা এই পাঁচটী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। জরাসন্ধ নিহত হইলে তাহার অন্তঃপুর হইতেও অবরুদ্ধা বহু সহস্র পরম রূপবতী রাজকন্যা শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমনোহর রূপমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহারা বিজিত রাজগণের কন্যা। তাঁহারা তাঁহাদের সেই ভয়াবহ বিপদ সাগরে একমাত্র ভগবান্ ভিন্ন আর উদ্ধারের উপায় নাই দেখিয়া দিন যামিনী কেবল তাঁহাকেই ডাকিতে ছিলেন,—নামে প্রেমে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতে ছিলেন। ভগবানের কেমন রূপ তাহা তাঁহারা জানিতেন না। কেবল অতি বড় বিপদে মনঃপ্রাণ দেহ-সর্ব্বস্ব তাঁহাতে সঁপিয়া তদ্গতচিত্তে তন্ময়ী হইয়া যেন কাহার অপেক্ষায় অতি দুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন। ভক্তাধীন ভগবান্ তাঁহাদের অন্তর জানিয়া সদয় হইয়া তাঁহাদিগকে শুধু উদ্ধার নহে, আত্মদান করিলেন! তাঁহারা একদিন প্রভাতে সহসা দেখিলেন, অপরূপ রূপ-মাধুরী লইয়া এক অশ্রুতপূর্ব্ব ভুবনমোহন নটবর শ্যাম তাঁহাদের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান! তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল! এ কি! এ কারাগারে মদন মোহনের এ কি ছলনা! এক নিমিষে এক দৃষ্টিপাতে যে দেহমনপ্রাণ সব বিকাইয়া গেল! তখন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শপথ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "এক মন হইয়া, দেহ প্রাণ দিয়া, নিশ্চয় হৈলাম দাসী!" তাঁহাদের আর বাক্য স্ফূর্ত্তির সময় নাই, কেবলমাত্র চকিত দর্শনেই অন্তর বিনিময় হইয়া গেল। তাঁহারা ভগবানের এমন অপূর্ব্ব উদ্ধারে অবিরল প্রেমাশ্রু ধারায় হৃদয় প্লাবিত করিতে করিতে দ্বারকায় গমন এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

নরক নামক এক অসুর, নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়া ভূমণ্ডলে মহা অনর্থোৎপাদন করিয়াছিল। সে প্রচণ্ড প্রতাপে দেব, যক্ষ, রক্ষ, নর, নাগ,

গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, কিন্নর প্রভৃতিকে পরাভূত করিয়া নানা ধনরত্ন ও তাহাদের পরম রূপবতী ষোড়শ সহস্র কন্তা হরণ করিয়া আপন গৃহে আনয়ন করে। ঐ সময়ে ইন্দ্র মাতা অদিতির কুণ্ডল, দেবগণের মণি-পর্ব্বত এবং ইন্দ্রের বিচিত্র ছত্রও কাড়িয়া লইয়া আসে। ইন্দ্র ভগবান্ কৃষ্ণকে তাহার একমাত্র শাস্তা বিবেচনা করিয়া আপন দুঃখ কাহিনী বিবৃত করত অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলে তিনি সত্যভামার সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া নরকের রাজধানী ভৌমপুরী (প্রাগ্-জ্যোতিষপুর) নাম্নী স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সেই পুরী গিরি দুর্গ, শস্ত্র দুর্গ, জল দুর্গ, অগ্নি দুর্গ এবং বায়ু দুর্গ দ্বারা দুর্গম ও ঘোরতর সুদৃঢ় মুর দানবের বহুবিধ পাশে আবৃত।

শ্রীকৃষ্ণ গদা দ্বারা গিরি দুর্গ, বাণ দ্বারা শস্ত্র দুর্গ, চক্র দ্বারা অগ্নি দুর্গ, খড়্গ দ্বারা জল, বায়ু ও মুরপাশ দুর্গ ভেদ করত পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ পূর্ব্বক বীরগণের হৃদয় এবং গুরুতর গদাঘাতে প্রাচীর স্থিত যন্ত্র সকল ও প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন।

যদি ইউরোপে প্রলয়ঙ্কর ভীষণ জর্ম্মাণ মহাসমর না বাধিত, তাহা হইলে আমরা হয় ত মহামহিম পুরাণকারের উক্ত উক্তিকে কতরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিতাম। শস্ত্র দুর্গ, জল দুর্গ, অগ্নি দুর্গ ও বায়ু দুর্গ জার্ম্মাণগণ কতক কতক দেখাইয়াছে। মাইন প্রভৃতি যন্ত্র দ্বারা সীমান্ত প্রদেশ যেরূপ সুরক্ষিত করা যায়, আজ কাল তাহার উদাহরণ অতি সাধারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নরকপুরীর এই যে বর্ণনা, এই বর্ণনানুযায়ী দুর্গ সমাবেশ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষিত পাশ্চাত্য জাতিগণের এখনও কল্পনার অতীত! ভগবান্ করুন, আর তাহার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জগদ্বাসীর যেন না হয়। এখন শান্তি স্বস্তিই যেন তাহাদের হৃদয়ে পরস্পরের কল্যাণ কামনাতেই প্রবুক্ত হয়।

যাউক, প্রলয়কালীন বজ্রধ্বনির ন্যায় অতি ভয়ানক পাঞ্চজন্যের ঘোরতর বিকট রব শ্রবণ পূর্ব্বক মুর দৈত্য সহসা জল হইতে উত্থিত হইয়া ভীষণ বেগে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ অচিরকাল মধ্যে তাহাকে ও তাহার পুত্রগণকে বিনষ্ট করিলে নরকাসুর নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বহু সৈন্যসহ সমুদ্র-সম্ভূত গজে আরোহণ করিয়া গম্ভীর নাদ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়া অতিশয় বল প্রকাশ করত তাঁহার প্রতি শতঘ্নী নামক অস্ত্র

প্রয়োগ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা সামলাইয়া লইয়া ক্ষিপ্র হস্তে তাহার অস্ত্র ও বল সমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া অসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্ত শূল গ্রহণ করিল। সে শূল নিক্ষেপের পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ চক্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তাহা দেখিয়া স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রক্ষঃ নাগ কিন্নর প্রভৃতি আসিয়া আনন্দে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি যথাবিহিত আদর ও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

ভক্ত-প্রাণ ভগবান্ ভক্তের জন্যই আজ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া অসুর বধে বহির্গত হইয়াছেন। পাষণ্ড নরক, দেবতা গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, নাগ. কিন্নর ও নৃপতিগণের যোড়শ সহস্র কন্যা হরণ করিয়া আনিয়া আপন পুরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহারা উদ্ধারের আর অন্য উপায় না দেখিয়া দিন যামিনী নীরবে অশ্রুপাত করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ভয়ের ভয়, ভীষণের ভীষণ, সর্ব্বপ্রকার আত্যন্তিকতার সংযামক, কঠোর শাস্তা, অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, বিপন্নের বন্ধু, একমাত্র সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

মানুষের যখন শক্তি থাকে, তখন সে আপনার উপর নির্ভর করে; যখন তাহাতে না কুলায়, তখন আত্মীয় স্বজনকে আহ্বান করে, যখন তাহাও বিফল হয়, তখন পথিককে ডাকিয়া কাতর প্রার্থনা জানায়। যখন পথিকের সাধ্যেও না কুলায়, তখন সর্ব্ব-নির্ভরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক "ভগবান্ রক্ষা কর" বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তাঁহার শরণ লয়। যখন বিপদ-সাগরে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইয়া হস্ত পদ অবশ হয়, তখনও বুক নাড়িয়া বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করে। যখন তাহাও অবসন্ন ও বাহ্য চৈতন্য লোপপ্রায় হয়, এবং মুখেও আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না, তখন নীরবে ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া চক্ষের জলে গণ্ড অভিষিক্ত করে!

মনুষ্যাদি যখনই এমনই করিয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করে, তখনই তিনি ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন। তখনই তিনি বিপদ সাগরে শ্রীচরণ তরি ভাসাইয়া দিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।

নরকের অন্তঃপুরে আবদ্ধা রাজ-কন্যাগণ চারিদিকেই অকূল পাথার নিরীক্ষণ

করিয়া অনাথ-শরণ সর্ব্ব-বিপদহারী ভগবানে আত্ম-সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করত একান্তচিত্তে দিবস রজনী অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া অবিচ্ছেদে তাঁহারই ধ্যান করিতেছিলেন। তাই প্রবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায় শ্রীহরি অসি-পাশ লইয়া যোদ্ধ্বেশে নরকের দ্বারে উপস্থিত! ভক্তগণের হৃদয়ভেদী নীরব-ক্রন্দন ভক্তপ্রাণ ভগবানের হৃদয়ে শেলবৎ বিদ্ধ হইতেছিল, তাই তিনি নরকের দুর্ভেদ্য প্রাকার পরিবেষ্টিত দুর্গাদি অতি সত্বর ভঙ্গ করিয়া আকুল প্রাণে নীরব আহ্বানের সম্বর্দ্ধনায় ব্যস্ত হইয়া পুরী প্রবেশ করিলেন। ভক্ত হৃদয়ের বেদনা যে তাহারই বেদনা। সে বেদনা যে তাঁহাকে মুহূর্ত্তে আকুল করিয়া তুলে! তাই তিনি নরককে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের সময় না দিয়াই নিমেষে দ্বিখণ্ড করিয়া অবিরাম রোরুদ্যমানা শোকাশ্রুক্ষতায়ত -লোচনা মর্ম্মন্তুদ-যন্ত্রণা-কৃশা ভগবানোন্মুখী ষোড়শ সহস্র কন্যার শোক সমাচ্ছন্না পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক অভয়দাতা মদনমোহনরূপে দণ্ডায়মান হইলেন! ভুবনমোহন রূপে পুরী পরিব্যাপ্ত হইল! অভয় বাক্যের গদগদ ভাষায় অমৃত প্রবাহ বহিল! বাষ্পাকুলা বালাগণ সহসা সম্মুখে এই কোটী শশী স্নিগ্ধোজ্জল, ভয়হারী অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া, ত্বরিত বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, আকর্ণ বিস্ফারিত নেত্রে অনিমেষে সেই রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। কত দিনের তপ্ত হৃদয় নিমেষে সুশীতল হইল! কত দিনের উষ্ণ শোকাশ্রু প্রবাহ মুহূর্ত্তে আনন্দ সলিলোচ্ছ্বাসে পরিণত হইল! কত দিনের কত সাধনায় আকাঙ্ক্ষা আজ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত! ভাবে তাঁহাদের ভাষা নিরুদ্ধ, অঙ্গ অবশ—চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল! তাঁহারা তাঁহাদের আবাহনের মন্ত্র ভুলিলেও, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন তাঁহাদের সেই অভূত-পূর্ব্ব প্রেমভাব অবলোকন করিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া তাঁহাদিগকে আত্ম দান করিয়া কৃতকৃতার্থ করিলেন।

নীরব আত্মদান-মন্ত্রে দেবতার তুষ্টি ও বর লাভ অবগত হইয়া নরককে তাঁহারা শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। নরকাসুর তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়া এইরূপে আবদ্ধ করত কঠোর যন্ত্রণা প্রদান না করিলে, আজ ত তাঁহাদের ভাগ্যে এই অপ্রত্যাশিত রত্ন লাভ হইত না। আজ ত তাঁহারা কোটীকল্পের জীবন মরণের এ সার্থকতায় কৃত-কৃতার্থ হইতে

পারিতেন না। নরকই যে তাঁহাদের এই অলভাবিত সুখের মূল। তাই তাঁহারা এ সুখে, নরকের প্রতি পূর্ব্ব-কৃত অভিশাপে অনুতপ্ত হইয়া, নীরবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

আজ তাঁহাদের বড় সুখের দিন! আজ তাঁহাদের শত্রু মিত্র সমান! যাঁহাকে পাইলে জীবের দিব্য-জ্ঞান পরিস্ফুট হয়, যাঁহাকে পাইলে জীব শত্রুকেও মিত্র জ্ঞান করে, যাঁহাকে পাইবার পূর্ব্বাভাসই ভেদাভেদ রাহিত্য, যাঁহাকে পাইলে জীব জগন্ময় অমৃতের আস্বাদে মোহিত হয়, আজ যে কন্যাগণ তাঁহাকেই পাইয়াছেন। আজ যে তিনি দয়া করিয়া তাঁহাদিগকেই আত্ম-বিক্রয় করিতে আসিয়াছেন! তাই তাঁহার কৃপায় আজ কন্যাগণ তন্ময়! তাই কন্যাগণ তাঁহাকে দেখিয়াই আত্ম সম্বরণ করিতে পারেন নাই। মনে মনে সকলেই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া দাসীত্ব প্রার্থনা করিয়াছেন।

ভক্তাধীন ভগবান্ তাঁহাদের মস্তকে কর স্পর্শ করিয়া মৃদুমন্দ হাস্তে তথাস্ত বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলেই অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া দীন-লগ্নীকৃত বাসে প্রণাম পূর্ব্বক ঈষন্নমিত মস্তকে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ কুটিল কটাক্ষ বিক্ষেপে সেই অপরূপ রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কাল বিলম্ব না করিয়া নরক পালিত চারিদন্ত বিশিষ্ট ছয় সহস্র অতিকায় হস্তী সজ্জিত করিয়া বহু ধন রত্নাদি সহিত কন্যাগণকে তাহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দ্বারকায় পাঠাইয়া দিলেন। কন্যাগণ কৃষ্ণ-গুণ গান করিতে করিতে মহাহর্ষে দ্বারকা প্রবেশ করিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অদিতির কুণ্ডল লইয়া স্বর্গে গমন করত ইন্দ্রকে তাহা প্রদান করিলে ইন্দ্রাদি বহুমান পুরঃসর তাঁহার পূজা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

স্বর্গের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সত্যভামা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। নন্দন কাননে পারিজাত বৃক্ষের অত্যদ্ভুত সৌন্দর্য্য ও অননুভূত-পূর্ব্ব পুষ্প-সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া তাহা দ্বারকায় লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার অনুরোধ করিলে তিনি তাহা উৎপাটন পূর্ব্বক দ্বারকায় আনয়ন করিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া; সাষ্টাঙ্গ-ভূমিষ্ঠ লুণ্ঠিত প্রণত ইন্দ্র স্বার্থ নাশ সম্ভাবনায় বিচলিত ও ক্রোধে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সমরে পরাভূত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতা কৃষ্ণের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক আত্ম-জ্ঞান লাভ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ লইয়া দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক তাহা সত্যভামার উদ্যানে রোপণ করিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ ও নবকপুরী হইতে আনীত কন্যাগণের জন্য পৃথক পৃথক অত্যদ্ভূত বহু সহস্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও বহু রত্নধনাদি দ্বারা তাহা সুসজ্জিত করাইয়া শুভ দিনে শুভ ক্ষণে যথাশাস্ত্র তাঁহাদিগের পাণি-গ্রহণ করিলেন।

এইখানে তাঁহার সর্ব্ব-শক্তিমানত্ব ও ভগবত্তার অন্যতম নিদর্শন পরিস্ফুট! ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণ জন্য তিনি পৃথক পৃথক ভাবে একই সময়ে প্রত্যেকেরই পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন। এবং সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকের সহিত প্রতিদিন চতুঃষষ্টি কলার অভিনয় করত বিহার করিয়াছেন!

দেবর্ষি নারদ ভগবানের এই অদ্ভুত বিহার দর্শন জন্য দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, একই সময়ে তিনি কোন গৃহে অতুল বিলাসে শয়ন করিয়া আছেন, কোন গৃহে তিনি আচমনাদি করিতেছেন, কোন গৃহে বালক বালিকা-গণের সহিত রঙ্গ ক্রীড়ায় আনন্দ করিতেছেন, কোন গৃহে গীত বাদ্যাদিতে রত আছেন, কোন গৃহে ভামিনী দত্ত পরম রসাল খাদ্য ভোজন করিতেছেন, কোন গৃহে বরাঙ্গনার সহিত সুবিস্তৃত উদ্যানে পাদ-চারণ করিতেছেন, কোন গৃহে কাহারও সহিত প্রণয় কোন্দল আরম্ভ করিয়াছেন, কোন গৃহে সস্ত্রীক সহসা সমাগত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের পদ সেবা করিয়া কুশল প্রশ্ন করিতেছেন, কোন গৃহে নবনীত কোমল শিশুর গণ্ড চুম্বন এবং তাহার হস্ত পদ বিক্ষেপক ক্রীড়া দেখিয়া প্রণয়িণীর সহিত উচ্চ হাস্য করিতেছেন, কোন গৃহে যেন রাত্রি জাগরণ হেতু অবসন্ন হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন, কোন গৃহে গৃহ-সজ্জার পারিপাট্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শিল্পীকে যথাযথ উপদেশ দিতেছেন! আবার বন্ধুগণের সহিত যথাবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনকে কুশল প্রশ্নাদি করিয়া তাঁহাদের পান ভোজনাদি ও বিহিত কর্ম্মের সৌষ্ঠব সম্পাদনে নিরত আছেন, কোন রমণী পাদ প্রক্ষালন, কেহ তাম্বুল দান, পাদ সম্বাহন, কেহ ব্যজন, কেহ গন্ধমাল্য দান ও কেশ প্রসাধন, কেহ উপহারাদি প্রদান দ্বারা তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন।

সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্ ভিন্ন সহস্র সহস্র যুবতীর সহিত একই সময়ে এইরূপ

বিভিন্ন ভাবে ক্রীড়া ও বিহার পরম যোগীরও সাধ্যাতীত। অষ্টসিদ্ধি ঋষিগণের করতল গত হইলেও এই প্রকার কার্য্য তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

দেবর্ষি নারদের ভ্রান্তি জন্মিল। তিনি মনে করিলেন যিনি আত্মারাম ভগবান্ তাঁহার আবার দ্বারকায় সহস্র সহস্র স্ত্রী সম্ভোগ ও পুত্র পরিবার পালনের বিপুল আড়ম্বর কেন? তবে কি বাসুদেব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ নহেন? এই প্রকার সন্দেহান্দোলিত হইয়া তিনি দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং যাহা দেখিলেন তাহাতে অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহার এই অমানুষিক কার্য্য অষ্ট-সিদ্ধি প্রাপ্ত ঋষিগণেরও স্বপ্নাতীত! শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার কার্য্যাবলী নিরীক্ষণের পর তাঁহার ভ্রান্তি নিরসন হইল। তিনি স্বস্থ হইয়া অপ্রতিভ হইলেন। বুঝিলেন যিনি ব্রহ্মাকে সম্মোহিত করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই ক্রীড়া মাত্র! যিনি বিশ্বের জীব জন্তু—জগতের নর নারী মূর্ত্তিতে অহরহঃ ক্রীড়া করিতেছেন, যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্ব, যিনি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই, তাঁহার এ কার্য্য ত অতি তুচ্ছ—সামান্য ও সাধারণ! বুঝি ইহাই প্রদর্শন জন্য আমাকে ভ্রমে ফেলিয়াছিলেন। যিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্ তাঁহার পক্ষে এই প্রকার ক্রীড়া কি আত্মারামত্বের ব্যাঘাতক? তিনি একই সময়ে একবারেই স্ত্রী-পুত্র পরিবার সম্ভোগত্ব ও আত্মারামত্ব উভয়ই উপলব্ধি করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহার আদৌ দোষ স্পর্শ হয় না, কারণ তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্। আবার সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় যে, তিনি ভিন্ন জগতে আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই! সুতরাং কে কাহাকে আস্বাদ করে? দোষই বা কাহার? এই উপপত্তিতে উপস্থিত হইলে উপাসক বা ভক্তের পার্থক্য বা রসাস্বাদনের নাম গন্ধও থাকে না।

দেবর্ষি নারদ ভগবান্‌কে আত্মারাম ভাবিয়া যে গণ্ডীতে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি বুঝি তাঁহার সেই ভ্রান্তি অপনোদন জন্য এই লীলা প্রদর্শন করিতে তাঁহাকে উক্ত ভ্রমে ফেলিয়াছিলেন। তিনি নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় ও আত্মারাম হইলেও একাই বহুরূপে তাহা আস্বাদন জন্য ভক্ত হইয়াছেন। তিনি আপনাকে আস্বাদন করাইতে ভক্তকে যে শত সহস্র অমৃত-প্রবাহ-পথের সন্ধান দিয়াছেন, যে আগ্রহাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত করিয়াছেন; তদ্রূপ ভক্তকে আস্বাদ করিতেও তাঁহার কত অদ্ভুত লীলা অহর্নিশ সাধিত হইতেছে তাহা প্রদর্শন

জন্তই বুঝি দেবর্ষির এই মোহোৎপাদন করিয়াছিলেন। ফলতঃ যিনি একাই বহু হইয়া আপনাকে আস্বাদন করিতেছেন, যিনি ভিন্ন জগতে আর কেহ নাই, তিনি ভিন্ন জগতে আর আত্মারাম কে? তিনিই ত বহুরূপে আপনাকে আপনিই আস্বাদন করিতেছেন! জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিগত আত্মাই যে তিনি! সুতরাং তিনি ভিন্ন আর কিছুতেই যে তিনি নাই। আবার তাঁহার এইরূপ সমষ্টিগত শরীরের বাহিরে আর জগৎও নাই। অতএব তাঁহার আত্মারামত্বের বিঘ্নই বা কোথায়?

কথিত আছে কৃষ্ণ ভামিনীগণ মহা মহা ঋষি। কত শত জন্ম কঠোর তপস্তা করিয়া তাঁহাকে সম্ভোগ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষার ক্রমশঃ বর্দ্ধমান সংস্কার সমষ্টির ঘনীভূত আকারে কৃষ্ণ কৃপায় রমণীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-ভামিনী হইয়াছেন!

মধুর রস পঞ্চ রসের প্রধান। আবার শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য তাহাতেই বর্ত্তমান। এই জন্তই সীতা-বিয়োগ-বিধুর ভগবান্ রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন :—

কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষমা চ ধাত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা রঙ্গে সখী লক্ষণ সা প্রিয়া মে॥

সৎকার্য্যের সৌষ্ঠব সম্পাদনে যিনি আমায় সদুপদেশ দান করিতেন, আমার আনন্দ বিধায়ক পরিচর্য্যায় যিনি দাসীর ন্যায় সেবা করিতেন, ধর্মকার্য্য প্ররোচন—প্রণোদনায় যিনি আগ্রহাতিশয়ে বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম-পত্নীর অধিকার প্রদর্শন করিতেন, যিনি ধরিত্রীর ন্যায় আমার অসংখ্য দোষ অনায়াসে সহ ও ক্ষমা করিতেন, যিনি মাতার ন্যায় সর্ব্ব কার্য্যেই প্রবল মমতার আমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করিতেন, যিনি শয্যায় লজ্জা সঙ্কোচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রকারে আমার আনন্দ বিধান করিতেন, যিনি হাস্য পরিহাস কৌতুকে সখীর ন্যায় আমার চিত্ত প্রফুল্ল রাখিতেন, হা লক্ষণ! আমার সেই ধর্ম্ম-পত্নী সীতার গুণ আর কি বলিব?

পতিই রমণীর একমাত্র আস্বাদ্য বস্তু। রমণী পতিকে যেমন আস্বাদন করিতে পারে, পঞ্চ রসে, যেমন তাঁহাকে বাহিরের অন্তরাল হইতে আর্দ্ধ মিলিয়ে আপনার করিয়া লয়, যেমন ওতপ্রোত ভাবে তাঁহাতে মিশিয়া যায়, যেমন রস সমষ্টির অপূর্ব্ব আস্বাদনে তাঁহাকে মোহিত করে, যেমন আপনা বিকাইয়া পতিসুখে

আত্মদানে আত্মহারা হয়! বুঝি পতি, পত্নীপ্রেমে তেমন মাধুর্য্য, তেমন চমৎকারিত্ব, তেমন রস, রসিকতা, আত্মীয়তা ও আত্মোৎসর্গ দেখাইতে পারেন না বা তাহা চিন্তা করিবারও তাঁহার ক্ষমতা নাই। পতি, সম্ভোগ করিতে ব্যস্ত; পত্নী, সম্ভোগ করাইতে আত্মহারা! পতির ভালবাসা সম্ভোগ-স্বার্থে, পত্নীর প্রেম নিঃস্বার্থ আত্মদানে! পত্নী পতিকে যেমন কায়মনোবাক্যে সার্ব্বাঙ্গিক আস্বাদন করে, পতি পত্নীকে তেমন আস্বাদন করিতে পারে না। কারণ পতি প্রভু, পত্নী দাসী। প্রভুত্বের অহমিকায় পতির মনঃপ্রাণদেহ পরিপূর্ণ। সুতরাং তাহার আত্মদান-আস্বাদনের সুযোগ বা স্থান কোথায়? পক্ষান্তরে পত্নী দাসী, অহমিকা বর্জ্জিতা, আত্মোৎসর্গে আগ্রহান্বিতা!—শূন্য হৃদয় পতি প্রেমে পূর্ণ করিয়া পতি-পরিচর্য্যা ভিখারিণী, পতি আজ্ঞা-পালন-তৎপরা, পতির অণুপরমাণুতে সম্প্রবিষ্টা সমপ্রাণা সখী। জগতের যাহা কিছু উত্তম, তাহারই সম্ভোগে পতির আনন্দ-বিধান তৎপরা! পতিকে তাহার অদেয় কিছুই নাই। তাহার ঐহিক ত দূরের কথা, যদি কিছু পারত্রিক সম্বল থাকে, তাহা যদি দানযোগ্য হয়, তবে তাহাও দিয়া তাঁহার পরিতুষ্টি সাধন তাহার একমাত্র লক্ষ্য! সেই পত্নীত্ব যে ভক্তগণের কামনীয়, এবং তাহা ভগবানের বিলাসে সমর্পণ করিয়া তাহার সার্থকতার চরম সমাপ্তি সম্পাদনের সহিত তাঁহাকে আত্মসাৎ পূর্ব্বক তাঁহার উপর পত্নীত্বের স্বত্ব-সূত্রে সেবার পূর্ণ প্রভুত্বাধিকার স্থাপনানন্দ লাভই যে তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য তাহা তাঁহারা ভিন্ন অন্যের অনধিগম্য!

এই পত্নীত্বই যে ভয় শূন্য হইয়া ভগবানকে আস্বাদন করিবার অপূর্ব্ব পন্থা, তাহা মহামহা ঋষিগণের কত শত সহস্র জন্মের পত্নীত্ব-লাভাকাঙ্ক্ষা-সংস্কার-ঘনীভূত-রমণীয়া-কৃষ্ণ-ভামিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহে সহজেই উপলব্ধি হইতেছে!

দেবর্ষি নারদ ইহা উপলব্ধি করিয়া বুঝিলেন, "আমি ভুল করিয়াছি যিনি কৃমি কীট পতঙ্গ হইতে নর, যক্ষ, রক্ষঃ, নাগ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও দেবতা হইয়া কোটী কোটী শরীরে স্ত্রীপুরুষরূপে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে কতরূপে আনন্দে বিভোর, মায়া-মোহিত লোক তাঁহাকে ব্যষ্টিরূপে দর্শন ভ্রান্তিরই কার্য্য! যিনি ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর! তাঁহাকে এইরূপে দর্শক, নিশ্চয় নিজের অক্ষমতারই পরিচয়! এই সমস্ত সমষ্টি-সম্ভূত ব্রহ্মাণ্ড যে তাঁহারই শরীরাংশ। তিনি যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপলব্ধির বাহিরে!

তিনি যে শিল্পীস্রষ্টা! নিজ শিল্প-সম্ভূত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, তারকা ও আকাশ সমষ্টিজাত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কত কত নব নব সৃষ্টি কৌশলে আত্মানন্দে আপনি বিভোর! পুনঃপুনঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়ই তাঁহার কার্য্য! গম ধাতু কিপ্ প্রত্যয়ান্ত জগৎ! যাহার গতির বিরাম নাই, যাহা অনন্তকাল চলিতেছে;—ভাঙ্গা গড়াই যাহার স্বভাব! একটাকে একভাবে গড়িয়া যে আনন্দ লাভ, তাহাকে ভাঙ্গিয়া অন্যভাবে গড়িয়া প্রকারান্তরের সেই আনন্দ লাভ! কেবল প্রকার-ভেদমাত্র! শুধু আনন্দ! আনন্দ!! আনন্দ!!!—আনন্দই তাঁহার স্বভাব! আনন্দের বশেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার এই ভাঙ্গা গড়া! সুতরাং কে তাঁহার এই আনন্দ নির্দ্ধারণ করিবে?

কৃষ্ণ যে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্। ভক্তগণ তাঁহাকে যে যেমন ভাবে আস্বাদন করিতে চায়, তিনি যে তাহাকে তেমনই ভাবে গ্রহণ করিয়া সেইরূপ সুযোগ দান করেন, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণই যে তাঁহার আত্মারামত্বের অঙ্গীভূত। কারণ ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান্—তিনই যে অভিন্ন। অথবা তাঁহার আত্মারামত্ব কি তাহা অবধারণ করিবার শক্তিই বা আমার কোথায়?”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন যে, “শুকদেব ডিঙ্গে পিপড়েরূপে সেই আনন্দ-পাহাড়ের একটা রোওা মুখে করে এনে ছিলেন!” অর্থাৎ সে আনন্দের তুলনা হয় না। মহামহা ঋষিগণও তাহার এক একটী রোওা (অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতমাংশ) পাইয়াই একবারে চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া যান! সেই পাহাড়ের তুলনায় মহামহা ঋষিগণও অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকাবৎ! সুতরাং কে কত সেই অমৃতময় আনন্দ-পাহাড়ের কতখানি ভক্ষণ করিতে সমর্থ? অতএব কেমন করিয়াই বা সেই আনন্দের পরিমাণকে অবধারণ করিবেন? এবং কত যুগেই বা সেই আনন্দ-পর্ব্বত নিঃশেষে উদরস্থ করা যাইবে? শুকদেবের ন্যায় “ডিঙ্গে পিপড়েই” বা কয়টী? এইজন্যই তিনি অবাঙ্মনসগোচর—অব্যক্ত! সেই আনন্দ পরিমাপ করিবার তিনি ভিন্ন আর কেহই যে নাই!

যাহা হউক, দেবর্ষি নারদ বোধহয় সন্দিহান হইয়া ধ্যানে বসিলেন এবং ভগবৎ কৃপা লাভ করত প্রকৃত বিষয় অবগত হইয়া প্রচুর শিক্ষা লইয়া উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণকে কোটী কোটী প্রণাম করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

প্রণয়-কোন্দল !

দাম্পত্য-প্রণয় কোন্দল বড়ই মধুর। সে মধুরতা কোন্দলের পর মিলনে অনুভূত হয় ! কামিনী প্রণয়বসজ্ঞ তরুণী-নবযৌবনরূপ-সম্ভোগ-লোলুপ তরুণগণের তাহা অবিদিত নাই। সামান্য মানবগণের রসসম্ভোগলালসা যখন এইরূপ প্রবল ও অনুসন্ধিৎসা-সঙ্কুল, তখন আদিবসেব দেবতা আদর্শ মনুষ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে তাহার পরিপুষ্টি কিরূপ, তাহা তাঁহার আচরিত দৃষ্টান্ত ভিন্ন মানবের বুঝিবার সাধ্য কি ? তবে তিনি মানবের সম্ভোগার্থ বসপুষ্টিব উদাহবণ মানবীয় ভাবেই প্রদান কবিয়াছেন এই জন্য যে, মানব তাহা সহজেই গ্রহণ করিয়া প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম উপলব্ধি ও আস্বাদন করত আনন্দ লাভ করিবে। মানব-জীবন পশু-জীবন নহে। মানব প্রতি কার্য্যেরই চরম সীমায় সমুপস্থিত হইয়া তাহার পরিণতির পবিপুষ্টিতে ভগবৎ সত্বা উপলব্ধি করিলে তবেই তাহার পূর্ণতা সাধিত হয়। আদিরসেই সমুদয় জগৎ মজগুল ! অণুবীক্ষণ-দৃষ্ট অতি ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র কৃমিকীট হইতে মহামনস্বী মানব পর্য্যন্ত সমুদয় জীব আদিবস সম্ভোগ লোলুপ ! সেই আদিবসকে মানুষ পশুর ন্যায় আস্বাদন না করিয়া যাহাতে মানবের বিশেষত্ব লইয়া আস্বাদন কবত ধন্য হইতে পাবে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তজ্জন্য নানারূপে তাহা প্রদর্শন করত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সেই শিক্ষাই মানবের পূর্ণ পরিণতি।

তত্বজ্ঞ ও তত্ববেত্তা মহামহা ঋষিমুনি, মহামনস্বীবৃন্দ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন কবিতেছেন। কিন্তু সকলকেই জননী জঠরে জন্ম-গ্রহণ করিতে হইয়াছে। জননী জঠর ভিন্ন তাঁহাদিগের আত্ম প্রকাশের অন্য কোন উপায় আছে কি ? অনেক অদূব দর্শী গৃহীও গৃহস্থাশ্রমকে দোষ দিয়া থাকে।

কিন্তু মহাত্মা মনু লিখিয়াছেন :—

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব জন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ ॥

যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥ মনু।

যেমন সর্ব্ব-প্রাণীই বায়ুকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ অন্য তিনটী আশ্রমও গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্ব আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। যেহেতু অন্য তিনটী আশ্রমীই গৃহস্থাশ্রমীর নিকট প্রতিদিনই জ্ঞান ও অন্ন —(উপদেশ অভিজ্ঞতাদি) দ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকেন তজ্জন্য গৃহীই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থাশ্রমকে বাদ দিলে সন্ন্যাসাশ্রমও গৃহীর সাহায্য ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না। আমরা এই আশ্রমের প্রকৃত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারি না এবং ইহা আদিরসের ক্ষেত্র বলিয়া, সেই রসোপভোগের নানা বিকৃত পন্থার আবিষ্কার ও অনুসরণ করত এই শ্রেষ্ঠ আশ্রমকে অতি জঘন্য করিয়া তুলিয়াছি।

ভগবান্ গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়াই অবতীর্ণ হয়েন। গৃহস্থাশ্রমকে সুসংস্কৃত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কারণ গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্ব আশ্রমের জনক ও প্রাণ স্বরূপ। গৃহস্থাশ্রম বিকৃত হইলে সর্ব্ব আশ্রমই বিকার প্রাপ্ত হয়। গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্যপরায়ণতার উপর নির্ভর করিয়াই অন্য তিনটী আশ্রম জীবিত থাকে। কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রকৃত হিন্দু গৃহী সন্ন্যাসীরও নমস্য।

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কেবলমাত্র আত্মোন্নতি সাধন, ভগবানের নাম জপ, কীর্ত্তন, ধ্যান ধারণা ও নিদিধ্যাসন। গৃহীর কর্ত্তব্য অসীম!— অতিথি অভ্যাগত, আতুর নিরাশ্রয়, পীড়িত ও আর্ত্তের সেবা, দেবতা ব্রাহ্মণ, পিতৃ, প্রেত এবং পশুগণের পূজা, পরিতুষ্টি ও আহর্য্যাদির ব্যবস্থা,—স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যসাধন। কৃষি ও ব্যবসায় বাণিজ্যে অকৃত্রিমতা রক্ষা। এই জন্যই গৃহস্থাশ্রমে চতুর্ব্বর্ণের ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ,—ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভগবদ্ধ্যান, পূজা, আচার, নিষ্ঠা, সংযম, সাধনায় রত থাকিয়া জীব কল্যাণের হেতুভূত রীতি নীতিতে আবদ্ধ করত সমাজ রক্ষা করিবেন। ক্ষত্রিয়,— ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রকে আপদ বিপদে রক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষা ও সমাজ শাসনে ব্রাহ্মণের সহায়তা করত চতুর্ব্বর্ণের আহার বিহার ও সুখ স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করিবেন; রাজ্য শাসন ও কর গ্রহণ করিয়া প্রজাবৃন্দের শম, দম, তপঃ, নিষ্ঠা ও সত্য রক্ষা করিবেন। বৈশ্য,—কৃষি ও বাণিজ্যে অকৃত্রিমতা রক্ষা করিয়া দেবতা

ব্রাহ্মণ সেবাপূজার সহায়তা ও সমাজসৌষ্ঠব এবং জাতির পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করিবেন। শূদ্র,—ধর্ম রক্ষার জন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করিবেন। ইহাই ছিল সমাজগত চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম ; এবং চতুর্ব্বর্ণগত সমাজপুষ্ট হিন্দু জাতির সকলেরই লক্ষ্য ছিল ধর্ম ও সমাজ রক্ষা। মস্তক, কর, চরণ প্রভৃতি দেহেরই অংশ বা অঙ্গ। একটাকে বাদ দিলে অন্যটী অঙ্গ বা শক্তি সামর্থ্য হীন হইয়া পড়ে। সমাজগত চতুর্ব্বর্ণ ই জাতিগত এক হিন্দু শরীর ছিল। দেহের প্রত্যেক অঙ্গেরই কর্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যেমন মস্তকের কার্য্য পদের দ্বারা বা পদের কার্য্য মস্তকের দ্বারা, কর্ণের কার্য্য চক্ষু দ্বারা বা চক্ষুর কার্য্য কর্ণের দ্বারা, হস্তের কার্য্য পদের দ্বারা বা পদের কার্য্য হস্তের দ্বারা সম্পন্ন হয় না। প্রত্যুত, বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত পরস্পরের কার্য্য একই স্বার্থে শরীরেরই কার্য্য। শরীরের তৃপ্তি পুষ্টি সাধন জন্ত প্রত্যেক অঙ্গেরই নির্দ্দিষ্ট কর্ম আছে। তদ্রূপ সমাজগত বর্ণ-চতুষ্টয়ের নির্দ্দিষ্ট কর্মই জাতির পুষ্টি, তৃপ্তি ও পরমায়ুঃ বৃদ্ধিকর। মস্তকের দ্বারা পদের কার্য্য করিতে যাইলে যেমন দেহের বিকৃতি, কষ্ট ও পতন অনিবার্য্য। তদ্রূপ ব্রাহ্মণের কার্য্য শূদ্রে বা শূদ্রের কার্য্য ব্রাহ্মণে করিতে যাইলে; সমাজ ও জাতি ধ্বংসও অনিবার্য্য। আমরা ধর্ম ভুলিয়াছি, অর্থকেই পরমার্থ জ্ঞান করিয়াছি, ইহকাল ও পরকালের চিন্তা দূর করিয়াছি, মানুষের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছি; দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গো-সেবার অর্থ পরিগ্রহে অসমর্থ হইয়াছি, তাই আমাদের আজ এই দুর্দ্দশা! “আমি বড়” “আমি বড়” করিয়া অস্থির হইয়াছি। আনুগত্য ভুলিয়াছি; সংযম সাধনা বাতুলের কথা বলিয়া উপহাস করিতেছি। দেবতা ব্রাহ্মণ,—বিকারগ্রস্ত রোগীর দুঃস্বপ্ন বলিয়া পরিহাস করিতেছি। কর্ম্মের দ্বারা যে বর্ণ ও জাতি গঠিত হয়, তাহার চিন্তাও বাতুলতা বলিয়া মনে করি। বিকৃত বুদ্ধির বিকৃত চিন্তায় মস্তকের কার্য্য, পদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সমাজগত জাতীয় শরীর কতায়ত ও ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে! এই সমুদয় বিকার নিবৃত্তির জন্ত অতি মহান্ শক্তিশালী বৈদ্যের বিষ বড়ির প্রয়োজন। এ বিকার না কাটিলে জাতীয় শরীর স্বাস্থ্য লাভ করিবে না। জগতের কোন জাতিই চতুর্ব্বর্ণ সমস্যা হইতে দূরে থাকিয়া বাঁচিতে পারে না। প্রত্যেক জাতির ভিতরই বর্ণ বৈষম্য আছে, এবং তাহা থাকা প্রয়োজন। গুণ কর্ম বিভাগশঃ বর্ণ বা অঙ্গ না থাকিলে সমাজ বা জাতি কখনই বাঁচিতে পারে না।

আমরা মৃত্যু চিন্তা ভুলিয়াছি বলিয়াই আমাদের সর্ব্বনাশের পথ আমরাই প্রস্তুত করিতেছি। যতই বাহাদুর হও, চিন্তা ও কর্ম্মের অনুরূপই ফল ও স্থান বা বর্ণ লাভ করিবে, ইহা নিশ্চিত।

আর্য্যগণ ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও চিন্তায় মানুষ খাঁটী ছিলেন। সংযম সাধনায় বীর ছিলেন, পরোপকারে মনঃপ্রাণে সর্ব্বস্ব ত্যাগী ছিলেন। কোন বিষয়েই তাঁহাদের কৃত্রিমতা ছিল না; কৃত্রিমতাকে পাপ বলিয়াই মনে করিতেন। এখন ভাব ভাষায়, আহারে বিহারে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, চিন্তায় কল্পনায়, ব্যবসায় বাণিজ্যে, আইন কানুনে কৃত্রিমতার যুগ। সর্ব্ব বিষয়ে বর্ণসাঙ্কর্য্যই এই বিকারের সর্ব্ব প্রধান হেতু। অর্থ-লালসায় মানুষ মানুষের ——— ভাই ভাইয়ের মাথা খাইতেছে! কৃত্রিমতায় খাদ্য দ্রব্যাদিতে বিষ মিশ্রিত করিতেছে! গৃহস্থের কর্ত্তব্য পদদলিত করিতেছি। কর্ত্তব্যে যে গৃহস্থ চতুরাশ্রমের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, যে স্থান ধর্ম্মের উৎস স্বরূপ ছিল, যে স্থানে স্ত্রী ছিলেন ধর্ম্ম-পত্নী, পিতৃ-পুরুষকে পিণ্ডদানের জন্য স্ত্রী গ্রহণ পুণ্যব্রত ছিল, সে স্থান আজ বিলাসের ভীষণ দহ! এখন এ স্থান প্রধানতঃ ধর্ম্ম শূন্য। ধর্ম্ম শূন্য হওয়ায় যত কিছু অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; এবং বিলাসব্যসনে সর্ব্বশূন্য দরিদ্রতা আসিয়া তাহা গ্রাস করিয়াছে!

হা ভগবন্! কি ভীষণ কাল উপস্থিত। হায় হায়! আবার কবে আমরা গৃহস্থাশ্রমের মর্ম্ম বুঝিব? কবে আবার পূর্ব্বের ন্যায় দেবতা ব্রাহ্মণের সেবাপূজায় মনপ্রাণ ব্যাকুল হইবে? আবার কবে ভারতে এক একটী গৃহ এক একটী দেবপ্রতিষ্ঠানরূপে, সেবাপূজায় আর্ত্ত, বিপন্ন, অনাথ, পীড়িত, অতিথি অভ্যাগতকে সবল, সুস্থ, আনন্দিত ও কৃতকৃতার্থ করিবে? আবার কবে ব্রহ্মচর্য্যের মর্ম্ম বুঝিয়া ইহকাল পরকালের ধর্ম্ম কার্য্যে নিয়োজিত হইব? আবার কবে পরোপকারে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয়ে প্রেম শান্তি লাভ করিব? আবার কবে অর্থ-সামর্থ্যে ধর্ম্ম দানে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে? আবার কবে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত স্বাধ্যায়-ধ্বনিতে গগন নিনাদিত হইবে? আবার কবে চতুর্ব্বর্ণ—স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে আগ্রহান্বিত হইয়া, ভগবৎ প্রীতি লাভ স্বরত সমাজধর্ম্মের গূঢ়োদ্দেশ্য সাধন ও গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ প্রদর্শন করিবেন? আবার কবে এই সুরাকাঙ্ক্ষ মন অর্থগৃধ্নুতা রূপ ভীষণ বাড়বানল

হইতে মুক্ত হইয়া প্রীতি শান্তি লাভ করিবে? আবার কবে এই মুক্তি ক্ষেত্রে দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া প্রীতি প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে? আবার কবে ব্রাহ্মণের অনুগত হইয়া আমরা ধন্য হইব? আবার কবে ভারতের জল বায়ু, আকাশ, স্বাস্থ্য এবং সদ্ভাবে পূর্ণ ও আমুষ্ট হইয়া উঠিবে?

লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! চিন্তায় দেহ মন প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছে! হা নাথ! হা জগন্নাথ! হা দীনবন্ধো! সে দিনের আর কত বাকি? কতদিনে এই ভীষণ মোহ হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবেন? ইহসর্ব্বস্ব জীব কবে বুঝিবে ইহ জগতের কিছুই তাহার সঙ্গের সাথী নহে? স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ভাই, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন কেহই তাহার কেহই নহে! বিষয় আশয় সহায় সম্পত্তি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাহাকে একাই কোন অজ্ঞাত ভীষণ স্থানে যাইতে হইবে! হা দেব! কবে মোহমুগ্ধ মূঢ় মন ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া এ জীবনের পারে কি, তাহার অনুসন্ধান করিবে? কবে সে শান্ত সুস্থির হইয়া একান্তচিত্তে শেষের দিনের সম্বলের সন্ধান লইবে? যে লোকোত্তরচরিত্র গৃহস্থের সর্ব্ব-পাবন স্বভাবের পরিচয় পাইয়া আজ জীবন মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে; যে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগের পরিপূর্ণ আদর্শ, যেখানে ভোগও ভগবদুদ্দিষ্ট—সংযম সাধনায় সংযত—মুক্তি বাসনায় অনুপ্রাণিত, যে আশ্রম আর্ত্ত, বিপন্ন, ক্ষুধিত, উৎপীড়িতের সেবাক্ষেত্র, সর্ব্ব আশ্রমের ভর্ত্তা—শান্তিপ্রদ পরমানন্দাশ্রম, যেখানে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, শোকে শান্তি, পীড়ায় পরিচর্য্যা, বিপদে সহায়—সাহায্য সহানুভূতি, গো-ব্রাহ্মণের পূজা, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, অধ্যয়ন অধ্যাপনা, ভগবচ্চর্চ্চা, ভগবদারাধনা, ভগবন্নাম কীর্ত্তন, ভক্তি প্রীতি প্রেম,—জ্ঞান, বৈরাগ্য, ত্যাগ, শান্তি, মুক্তি; হে ভগবন্! আমাদের সেই আদর্শ আশ্রম আবার কবে ভারতে তেমনই ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিবেন?

এখন সেই শ্রেষ্ঠাশ্রম ইন্দ্রিয় লালসা ভোগ বাসনায় কলুষিত, দ্বেষ হিংসা, মিথ্যা প্রবঞ্চনায় জর্জ্জরিত, ধর্ম্মহীনতা ও স্বেচ্ছাচারে দূষিত! এখন অর্থই পরমার্থ! এই অর্থার্জ্জনে গো ব্রাহ্মণ বধও অধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত নহে,—আত্ম-ঘাতী হইতেও বাধা নাই! এখন ধর্ম্মাধিকরণের বিচারক চাতুরীর মোহে বিচারকে খেলায় পরিণত করিয়াছেন!—যাহা খুসী তাহাই করিতেছেন!

ছাতা লাঠি ফেলিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পড়ে! গৃহিনী যদি "তাঁর স্বা" পাইয়া আসন ও পাখা লইয়া দৌড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হন, তবে সে দুঃখ বুঝি সঙ্গে সঙ্গেই উধাও হয়! এমন যে বিদ্যুৎবরণী চপলা-"চমকিনী" দুঃখহারিনী প্রণয়িনী, তাঁহার সহিত কোন্দলে যে গৃহীর কত সুখ, কত দুঃখ কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা যে মুহূর্ত্তে কোথায় উবিয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে গম্ভীর হইয়া ধীরে ধীরে প্যাঁচ লাগাইয়া যেরূপে দেবী রুক্মিণীর অন্তরে বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহার আখ্যায়িকাই আজ আমাদের তরুণ তরুণী রসিক পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিলাম। রসগ্রহ করিয়া আনন্দ লাভ করুন, ইহাই কামনা ; কারণ সংসার-চিত্রশালায় ইহা একটী প্রধান ও উল্লেখ যোগ্য আলেখ্য।

রুক্মিণী সর্ব্ব প্রধানা। তাঁহার গৃহ সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত! গৃহের অভ্যন্তরে মুক্তাদাম-বিলম্বিত চন্দ্রাতপ, মণিময় দীপশ্রেণী এবং চারিদিকে সুসজ্জিত মল্লিকা ফুলের মালা! মালার সুগন্ধে সমাকৃষ্ট ঝঙ্কারকারী ভ্রমর সমূহের আগমন, গবাক্ষদ্বার সম্প্রবিষ্ট চন্দ্রকিরণ, পারিজাত বন হইতে আমোদিত উদ্যান বায়ুর মৃদুমন্দ সঞ্চালন, এবং গৃহ গবাক্ষ হইতে বহির্গত ধূপ ও অগুরু গন্ধ যেন গৃহ সৌন্দর্য্যে তরঙ্গায়িত হইতেছিল!

এইরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠবময় গৃহে একদিন জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ স্বর্ণ-পালঙ্কে শয়ন করিয়াছেন, দেবী রুক্মিণী সখিজন পরিবৃত হইয়া চামর ব্যজন করত তাঁহার সেবায় নিরত আছেন।

দেবী স্বয়ং চামর ব্যজন করিতেছেন, হস্তে অঙ্গুরীয়, বলয়, কঙ্কণ শোভা পাইতেছে, মৃদুমন্দ দেহ কম্পনে মণিময় নুপুরাদির মধুর শিঞ্জন হইতেছে, বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত কুঙ্কুমরাগরঞ্জিত কুচযুগোপরি বিলম্বিত গজমুক্তাহার, গুরু নিতম্বোপরি পরিবেষ্টিত মণিমুক্তা খচিত হেমকাঞ্চী সমলঙ্কৃতা হইয়া ললনা ললামভূতারূপে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিতা হইয়াছেন! দেবী কমলা নারায়ণ মনোমোহিনী মূর্ত্তি রুক্মিণীরূপে সুধাবিনিন্দিত সুমধুর হাস্যবিকসিত অধরে কৃষ্ণগতপ্রাণা জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন দেখিয়া জগন্মোহন কৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক মৃদুমন্দ হাস্যে বলিলেন, অয়ি রাজনন্দিনি! তোমার এইরূপ ভুবনমোহনরূপ দেখিয়া ইন্দ্রাদি লোকপাল সদৃশ শক্তি-সামর্থ্যশালী

ধনবান্, বলবান্ এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের আকর বহু নরপতি তোমার পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন ; তোমার ভ্রাতা ও পিতাও তাঁহাদের হস্তে তোমায় অর্পণ করিবার বাসনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তুমি তাদৃশ কন্দর্পশর-মর্দ্দিত প্রার্থীদিগকে উপেক্ষা করিয়া ধনৈশ্বর্য্যে তোমার পিতার অসমকক্ষ আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে বরণ করিলে কেন ? পরাক্রমেও যে আমি অতুল তাহাও ত নহে, জরাসন্ধের ভয়ে আমি সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপে বাস করিতেছি। বলবান্ ব্যক্তিদিগের সহিত বিরোধ করিয়া রাজ-সিংহাসন বিচ্যুত হইয়াই চিরকাল কাটাইলাম। হে সুভ্রু ! যাহারা আমার ন্যায় আচার ব্যবহার ও লোকানুশাসন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির অনুসরণ করে, তাহারা পরিণামে ক্লেশই পাইয়া থাকে। যেহেতু আমাদের কোন ধন সম্পত্তি বা ধনৈশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের সহিত সৌহৃদ্যও নাই। হে সুমধ্যমে ! নিঃস্ব ব্যক্তিগণের সহিতই আমাদের সম্বন্ধ—সম্পর্ক হেতু কোন ধনবান্ই আমাদের সহিত সম্বন্ধ রাখে না, আমাদের দিকে ফিরেও চায় না। দেখ, যাহাদের ধন সম্পদ তুল্যরূপ, বংশ-মর্য্যাদা, সম্মান, সৌন্দর্য্য, সমান্ সমান, বিবাহ সম্বন্ধ বা মিত্রতা স্থাপন সেই সমকক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যেই শোভা পায়। নতুবা উত্তমে অধমে সেরূপ সম্বন্ধে কোন পক্ষেরই সুখ না। হে বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনি ! তুমি আমাদের এতাদৃশ বৈলক্ষণ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নিতান্ত অদূরদর্শিনীর ন্যায় আমার মত গুণহীন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ ! তুমি বোধ হয় জান না যে, নিতান্ত নিঃস্ব ভিক্ষুক ব্যতীত কেহই আমাদের সহিত সম্বন্ধ রাখে না। তুমি রাজনন্দিনী ! বাল্যকাল হইতে কত ঐশ্বর্য্য বিলাসে প্রতিপালিত হইয়াছ,—কত সুখে জীবন কাটাইয়াছ, এখন নিজ অপরিণায় দর্শিতার ফলে জীবনটাকে বিপন্ন করিয়াছ, সুতরাং তোমার আর সুখের আশা কোথায় ? অতএব আমার বিবেচনায় এই সময় তুমি নিজের অনুরূপ কোন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কে পতিরূপে গ্রহণ করিলে তোমার ইহকাল পরকাল দুইই সুখকর হইত !

তবে তুমি বলিতে পার যে, আমিই তোমার এই সব দুঃখের কারণ। যেহেতু আমি তোমায় হরণ করিয়া আনিয়াছি। শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র এবং এমন কি তোমার ভ্রাতা রুক্মী পর্য্যন্ত আমার বিলক্ষণ শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে বলিয়া তাহাদের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্তই আমি তোমায় হরণ

করিয়াছিলাম। কারণ আমি অসতের অসঙ্গত চেষ্টা কখনই সহ্য করিতে পারি না।

ভোগ সম্বন্ধে আমরা চিরদিন উদাসীন। স্ত্রী-পুত্রাদির জন্ত আমাদের কখন কোন কামনার উদয় হয় না। গৃহাভ্যন্তরস্থ নির্লিপ্ত দীপ শিখার ন্যায় আমরা অন্তরস্থ আত্মার সাক্ষাৎকারে নিরন্তর পূর্ণানন্দে অবস্থান করি। ভোগবৃত্তি চরিতার্থের জন্ত রূপসী রমণী লাভের কামনায় তোমায় আনয়ন করি নাই।

দেবী রুক্মিণী আপনাকে কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী জানিয়া কিছু গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন। দর্পহারী মধুসূদন কাহারই দর্প রাখেন না। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর অন্তরে কিছু তমভাবের গন্ধ পাইয়া অভিমান চূর্ণ করিবার বাসনায় ঐ পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন।

হায়! নির্ম্মম কৃষ্ণ! তুমি শুদ্ধ সত্ব। তুমি তিন গুণের অতীত! আবার গুণত্রয় তোমাতেই বর্ত্তমান থাকিলেও তুমি নির্লিপ্ত। তমের গন্ধ পর্য্যন্ত তোমার সহ্য হয় না। তুমি শ্রীরাধিকাকে কাঁধে চড়িতে বলিয়া ফেলিয়া পলাইয়াছিলে! তোমার গুণ অফুরন্ত! বল ত দেখি তোমার চরণ-সেবা করিতে পাইলে কাহার না হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে? তোমা ধনে যে ধনী, তাহার হৃদয়ে তোমার অহঙ্কার যে স্বতঃই আসে! যদি তাহাতে দোষ হয়, তবে সে দোষ তোমার! হে নিঠুর! তোমার চাপল্যই যে তাহার কারণ!

না না, তাহা নহে;—তুমি শুদ্ধ সত্ব; তাহা যে তোমাব অঙ্গে কণ্টক স্বরূপ বিদ্ধ হয়! তাই তুমি আপনাব জনে অতি প্রিয় করিবার অভিপ্রায়ে খাদ বিরহিত করিতে চাও, বিরহের ভয় দেখাইয়া—বিরহাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া খাদ উড়াইয়া আপনার করিয়া লও! ইহা তোমার নিঠুরতা নহে—নির্ম্মমতা নহে—বরং আত্যন্তিক আন্তরিকতা! তুমি যাহাকে আপনার করিয়া লও—আপনার করিতে চাও—তাহাতে কখনও খাদ থাকিতে পারে না—খাদ থাকে না!

তবে নিঠুর এইজন্ত বলি যে, তুমি জ্ঞান, তুমি তার! সেজন্ত তোমার মন শান্ত থাকে। কিন্তু সে যে বিচ্ছেদ ভয়ে কি প্রকার আকুল হয়, তাহা বোধ হয় তুমি বুঝিতে পার না। আজ দেবী রুক্মিণীর দশাটা একবার দেখ দেখি। তোমার ঐ প্রকার বক্রোক্তি শুনিয়া আজ যে তাঁহার হইয়া গেল!

বিচ্ছেদ ভয়ে তাঁহার সর্ব্ব-শরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! কি ভীষণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাহা তিনি ভিন্ন আর কে বুঝিবে? সুকোমল বাম পদকমলের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃসম্পন্ন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ধরণী পৃষ্ঠে কতক্ষণ কি লিখিলেন। কজ্জল রঞ্জিত লোচনদ্বয়কে প্লাবিত করিয়া অঞ্জন-বিগলিত অশ্রুধারা অবিরাম ধারে কুঙ্কুম রঞ্জিত স্তন-যুগলকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল! ভীষণ দুঃখের আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। চারিদিক শূন্য দেখিয়া বজ্রাহতের ন্যায় সংজ্ঞা শূন্য হইয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন! দুঃখ কষ্ট ও বিচ্ছেদ আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় এমনই বিহ্বল হইয়া পড়িল যে শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া গেল! মণিবন্ধ হইতে রত্ন-বলয় এবং হস্ত হইতে চামর খসিয়া পড়িল! ক্রমশঃ শোকাবেগে চৈতন্যশূন্য হইয়া ধরাতলে পতিত হইলে হেমতরুর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইলেন। কবরীবন্ধন শিথিল হইয়া কেশজাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। অলঙ্কার সমূহ আঘাত প্রাপ্ত ও বিক্ষিপ্ত এবং অঙ্গের বসনও স্থানচ্যুত হইল!

শ্রীকৃষ্ণ বক্তব্য শেষ করিয়া পালঙ্কে পশ্চাৎ ফিরিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, হঠাৎ ভীষণ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে পালঙ্ক হইতে উঠিয়া ভূলুণ্ঠিতা ভামিনীকে করকমলে আকর্ষণ পূর্ব্বক অঙ্কে ধারণ করত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বিক্ষিপ্ত কেশজাল বন্ধন করিয়া দিয়া অশ্রুসিক্ত লোচনদ্বয় ও কুচযুগ বস্ত্রাঞ্চলে পরিমার্জ্জিত করত পতিপ্রাণা সতীকে মৃণালকোমল ভুজদ্বয়ে বেষ্টন পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন! পরে ধীরে ধীরে তাঁহার চেতনা সঞ্চার করাইয়া উপহাসের গভীর তত্ত্বে একান্ত অনভিজ্ঞা সরল হৃদয়া রুক্মিণীকে বিবিধ প্রণয় বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন।

বলিলেন, হে বৈদর্ভি! আমার উপর ক্রোধ করিও না, আমি যে তোমার একমাত্র অবলম্বন, তাহা আমি জানি। তুমি আমার পরিহাসের পাত্রী! আমার বিদ্রূপ বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তুমি কিরূপ বল, তাহাই শুনিবার জন্য আমি এরূপ পরিহাস করিতেছিলাম। [illegible] কোপে অধর প্রকম্পিত ও কুটিল কটাক্ষে আরক্ত লোচনপ্রান্ত [illegible] হইলে তোমার বদন কমলের

কেমন শোভা হয়, তাহা দেখিবার জন্যই তোমার ক্রোধোদ্রেক করাইতেছিলাম। কিন্তু তুমি এতই ভীরু যে পরিহাস বাক্যও সহ্য করিতে পার না। হে সুন্দরি! এই দুঃখপ্রধান গৃহে প্রেয়সীসহ হাস্য পরিহাস প্রেমালাপে কালযাপন করিবার সৌভাগ্য হইলে গৃহীর দুঃখের ভার অনেক লাঘব হয়, তুমি ইহাও জান না।" তোমার মত প্রাণ-প্রিয়া রমণীর সহিত রহস্যালাপে হৃদয়ে কত আনন্দ সঞ্চার হয়, তাহা বাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না। তুমি শান্ত হও। তোমার কোন ভয় নাই। আমি কখনই তোমায় পরিত্যাগ করিব না। তবে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিও না!

ইহা শুনিয়া রুক্মিণী আশস্তা হইলেন; এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিত্যাগের ভয় অন্তর্হিত হইলে তাহা পরিহাসোক্তি বলিয়াই অবধারণ করিলেন। হৃদয় বিকার মুক্ত হইলে তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিল। লজ্জা সঙ্কোচে অঙ্গে বসন চাপিয়া সলজ্জহাস্যে মৃদুমধুর কুটিলকটাক্ষপাতে অনিমিষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন:—

হে পদ্মপলাশলোচন! আপনি সর্ব্ব-ব্যাপক ও সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ। আপনি বলিয়াছেন যে আমি কোন অংশে আপনার সহিত তুলনীয়া নহি। তাহা সর্ব্বাংশেই সত্য। কারণ, নিজানন্দ স্বরূপ অপার মহিমায় অবস্থান পূর্ব্বক আপনি অশেষ গুণের পরিচয়ই প্রদান করিতেছেন। সত্ব, রজঃ ও তম—গুণত্রয়ের নিয়ন্তা ও ব্রহ্মাদি লোকপালগণের প্রেরয়িতা আপনার সহিত, গুণত্রয়ের কার্য্য সমূহে আবিষ্ট-চিত্তা, এবং রূপ-ভোগলালসাপর্য্যাসিত কামান্ধ মূঢ় জন কর্ত্তৃক বন্দিত-চরণা, আমার তুলনা হয় কি? আপনাতে আমাতে যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আপনি বলিয়াছেন রাজগণের ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্রে বাস করিতেছেন তাহা যথার্থ বটে। কারণ, যাঁহার চরণত্রয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আচ্ছন্ন হইয়াছিল, রাজগণ হইতে তাঁহার ভয় সম্ভব বৈ কি! তবে রজস্তমাদি গুণ-সম্ভূত শব্দাদির কার্য্য বিবিধ ভাবে বিরাজ করে বলিয়া তাহা রাজা নামে অভিহিত হয়। আপনি সেই সকল রাজার ভয়ে অগাধ সমুদ্র সদৃশ আপনার অন্তঃকরণের গভীর গর্ভে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বগুণ রহিত হইয়া চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করেন। অর্থাৎ আপনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, আত্মারাম। রজস্তমাদির গুণ,

সমুদ্রের কার্য্য আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আপনি সেই সমুদ্র হইতে এত গভীর প্রদেশে অবস্থান করেন যে, তথায় পৌছিবার শক্তি তাহাদের নাই। আপনি তাহাদের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা এবং শাস্তা। সুতরাং আপনার ভয় কোথায়? আপনি স্বভাবতই গুণরহিত, দুরধিগম্য, জ্যোতির্ম্ময়! জ্যোতিঃসাগরের অন্তর্নিহিত সুগভীর প্রদেশে অনন্ত-শয্যায় শায়িত, আপনি অসীম অপার! অচিন্ত্য অজ্ঞেয়!

আপনি যে বলিয়াছেন, বলবান্ ব্যক্তিগণের সহিত আপনার নিরন্তর কলহ, তাহা সত্য। বিষয়োন্মুখ কুৎসিত ইন্দ্রিয়বর্গই আপনার সেই বিদ্বেষী বলবান্। সেই ইন্দ্রিয় চালিত মোহান্ধ মূঢ়গণ আপনাকে প্রভু—সেব্য, এবং আপনাদিগকে সেবক বলিয়া চিন্তা করিবারও অবসর পায় না, এইজন্যই তাহাদের সহিত আপনার নিত্য বিরোধ ঘটিয়া থাকে।

আপনি রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন বলায় কিছুই অত্যুক্তি হয় নাই। কারণ যাঁহারা আপনার প্রিয়-সেবক সেই প্রিয়ব্রতাদি ভক্তবৃন্দ যখন ঘোর অজ্ঞানের আস্পদ বলিয়া রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আপনি স্বয়ং তাহা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আপনার পাদপদ্ম-মকরন্দরূপ পরমানন্দ রসে যাহারা একবার নিমগ্ন হয়, সেই মননশীল মুনিঋষি এবং আপনার ভক্তগণের আচরণ ও চেষ্টাই যখন অলৌকিক; পশু তুল্য অবিবেকী মানবগণ যখন তাঁহাদেরই কার্য্য কলাপ ও আচরণ অবধারণ করিতে পারে না, তখন হে সর্ব্বস্বামিন! সর্ব্বাধিপতি আপনার কার্য্যাবলী যে অলৌকিক ও চিন্তার অতীত, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

হে প্রভো! আপনি যে নিষ্কিঞ্চনতায় পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যথার্থ ই বটে! তবে আপনার কিছু নাই বলিয়া যে আপনি নিষ্কিঞ্চন, তাহা নহে, আপনার কোন অভাব নাই বলিয়াই আপনি নিষ্কিঞ্চন! কারণ পূজ্যপাদ ব্রহ্মাদি লোকপালগণ আপনাকে অজস্র পূজোপহার—বলি প্রদান করিয়া থাকেন, আপনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী—সুতরাং আপনার দারিদ্র্য কোথায়? আপনি বলিয়াছেন, দরিদ্রগণই আপনাকে প্রেম করে, তাহাও সত্য। কারণ, এক এক ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি মহামহীয়ান্ ব্রহ্মাদি লোকেশ্বরগণ আপনাকে

স্তব, ধ্যান ও পূজাদি করিয়া আপনার কৃপা প্রার্থী এবং আপনার উপর প্রেমার্পণ করিয়া তাঁহারা সুখী হয়েন, আপনিও তাঁহাদের প্রতি কৃপা-প্রেম প্রদর্শন করেন। তবে যাহারা ইন্দ্রিয়সেবী ঐশ্বর্য্যমদান্ধ মূঢ়, কেবল তাহারাই বুঝিতে পারে না যে, কালরূপে আপনি তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

আপনি জীবকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বিধ ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা। আপনাকে দর্শন করিবার জন্য মতিমান্ বিবেকিগণ সাংসারিক সমস্ত ব্যবহারই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আপনার সহিত সেব্য সেবক ভাব সম্বন্ধ রক্ষা করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কার্য্য, এবং পরস্পরের অনুরাগের বিনিময় লাভই একমাত্র লক্ষ্য। অতএব সংসার সম্বন্ধে একান্ত দুঃখী নরনারীর পক্ষে প্রাকৃতিক সম্বন্ধকে উপেক্ষা করিয়া এই পরমার্থ সম্বন্ধের জন্য যত্নশীল হওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ভিক্ষুকগণ নিরর্থক আপনাতে প্রেম করেন না। তাঁহারা হিংসাবুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করত আপনার ঐশ্বর্য্যের বর্ণনায় আনন্দ লাভ করেন। আপনি স্বীয় ভক্তগণকেই আত্ম-স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা অবধারণ করিয়াই আমি আপনাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি। কারণ আপনার ঈষৎ কটাক্ষে যে প্রচণ্ড কালের উদয় হয়, তাহার বেগ ইন্দ্রাদি-লোকপালগণ, এমন কি কমলজ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ধারণ করিতে পারেন না। কাল স্রোতে তাঁহারাও ভোগে বঞ্চিত ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়েন! অতএব আমি যখন তাদৃশ অমরনাথ ইন্দ্র বা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া সাক্ষাৎ কালকর্ত্তা আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন শিশুপালাদি নৃপতিগণ যে আমার নিকট নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর তাহাতে আর সন্দেহ কি?

হে গদাগ্রজ! পশুরাজ সিংহ যেমন ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি পশুগণকে দূরীভূত করত আপন ভাগ বলপূর্ব্বকই গ্রহণ করিয়া থাকে, আপনিও সেইরূপ স্বীয় শার্ঙ্গ ধনু নিনাদের দ্বারা জরাসন্ধাদি নরপতিগণকে পলায়নপর করিয়া আমাকে হরণ করিয়াছেন। হে পরমেশ! সেই সমুদয় রাজগণের ভয়ে ভীত হইয়া আপনি সমুদ্রে বাস করিতেছেন, ইহা আপনার কৌতুককর উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

হে পদ্মপলাশলোচন! অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি এবং গয়াদি রাজ-চক্রবর্ত্তী

নৃপতিবৃন্দ স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার শ্রীচরণ দর্শন কামনায় তপস্যার্থ বনে গমন করিয়াছেন, এবং কঠোর তপস্তায় আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহারা কি আবার সাধারণ ভোগী জীবের স্তায় এই মায়ামুগ্ধ সংসারে পুনরায় মোহাচ্ছন্ন হইতে প্রার্থনা করেন?

হে ভগবন! যাঁহারা ভবদীয় গুণগ্রাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বিষয়ে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা যে অন্তে মুক্তি লাভ করেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ আপনার শ্রীচরণের মহিমা অনন্ত। স্বয়ং কমলা ঐ চরণে আশ্রয় লইয়া ঐশ্বর্য্যরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছেন। বিবেকী সাধুগণই আপনার মহিমার পরিচয় দিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্ব-গুণাধার সর্ব্ব-কল্যাণের আকর ভবদীয় শ্রীচরণ কমল-সৌরভের একবার আঘ্রাণ পাইয়া কোন বিবেকবতী রমণী আপনাকে উপেক্ষা করিয়া নিরন্তর সংসার ভয়ে ভীত চৈত্যাদির স্তায় তুচ্ছ ভোগীর আশ্রয় প্রার্থনা করে?

অতএব হে পরমপ্রিয়! জগতের অধীশ্বর সর্ব্বান্তর্য্যামী যে পরাৎপর পরম পুরুষের কণামাত্র কৃপা লাভে সংসারস্থ সকল জীবের সকল প্রার্থনাই পূর্ণ হইয়া থাকে, সেই অনুপম প্রভাবশালী উপযুক্ত পতি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। যাঁহার উপাসনা করিলে সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান হয়, দেহ, গেহ ও বিষয়াভিমান দূরে পলায়ন করে, যিনি কৃপা পূর্ব্বক উপাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শ্রীচরণ দানে তাহাকে কৃত-কৃতার্থ করেন, আমার একান্ত প্রার্থনা, দেবতির্য্যগাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিলেও সেবার পরম আশ্রয়রূপ, আপনার সেই শ্রীচরণ হইতে যেন বিচ্যুত না হই, এই কৃপা করুন।

হে শত্রুনিসূদন! শিব বিরিঞ্চি প্রভৃতির সভামণ্ডপে পরিকীর্ত্তিত আপনার পবিত্র গুণকথা যে কামিনীর কর্ণ-কুহরে কখন প্রবিষ্ট হয় নাই, হে অচ্যুত! সেই কামিনীই আপনার উপদিষ্ট গর্দ্দভ, বৃষ, কুকুর, বিড়াল ও ভৃত্যের স্তায় নারীসেবী-নৃপতিবৃন্দকে পতিরূপে প্রাপ্ত হউক। আমার তাদৃশ পশু ভাবাপন্ন স্ত্রৈণ পতিতে প্রয়োজন নাই।

হে হৃষীকেশ! যে নারী ভবদীয় শ্রীচরণ কমলের অপূর্ব্ব সৌরভ আঘ্রাণ করে নাই, এবং কমনীয় কান্ত বিবেচনায় আপনাকে উপেক্ষা করিয়া মায়ামুগ্ধ

মানবকেই পতি জ্ঞানে আসক্ত হয়, সেই কামিনীই প্রকৃত ভ্রান্ত ও বিমূঢ়-চিত্তা। কারণ, বাহিরে ত্বক, শ্মশ্রু, লোম, নখ ও কেশাদি এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বাতাদি পূর্ণ মরণশীল,—জীবদ্দশাতেই শবতুল্য পুরুষকেই ভোগাভিলাষে ভজনা করিয়া থাকে।

হে কমললোচন! আপনি যখন পরমানন্দ স্বরূপ স্বীয় পরমরসে নিরন্তর বিরাজ করেন, তখন আমাতে আপনার চিত্ত আসক্ত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমার চিত্ত তবদীয় চরণকমলে নিত্য অনুরক্ত থাকে। এই অনন্ত বিশ্ব-সংসারের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় আপনার ইচ্ছাকৃত রজোগুণের আতিশয্যে যখন আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন আমার ন্যায় সকল শক্তির উপরই আপনার অনুগ্রহ বর্ষিত হয়!

হে মধুসূদন! "অন্য কোন শক্তিশালী ক্ষত্রিয়কে পতিরূপে বরণ কর" বলিয়া আমার প্রতি যে অযাচিত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে আমি মিথ্যা বা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি না। কারণ ভীষ্ম কাশীরাজের কন্যাত্রয়কে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেও তাহাদের মধ্যে অম্বা শল্যের প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। অতএব বর-প্রার্থিনী কন্যার প্রেম কোন পুরুষ বিশেষের প্রতি যে প্রযুক্ত হয় না, এমন কথা বলা যায় না। সেইজন্য আমার প্রতি আপনার এ উক্তি আদৌ অসঙ্গত নহে।

দেবী রুক্মিণী এই বক্রোক্তিতে ইহাই বলিলেন যে, পূর্ব্ব হইতেই আপনার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। সেই জন্যই অন্য সমুদয় রাজগণ মধ্যে আপনাকেই জীবন যৌবন অর্পণ করিয়াছি। আমি ব্যভিচারিণী নহি। আমার মন প্রাণ পূর্ব্বেই আপনাকে অর্পণ করিয়াছি, আমার যথাসর্ব্বস্ব পূর্ব্বেই আপনি হরণ করিয়াছেন, আমার দেহটাকে হরণ করিয়াছেন পরে। রাজগণের মধ্যে অতুলশক্তিশালী ক্ষত্রিয় আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি।

যেহেতু, পরিণীতা পত্নী যদি পরপুরুষে আসক্ত হয়, তবে তাহার চিত্ত নিত্য নূতন পুরুষের প্রতিই ধাবিত হইয়া থাকে। তাদৃশী পুংশ্চলী বা ব্যভিচারিণী কামিনীকে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন না। সেই প্রকার ব্যভিচারিণী পত্নীর সহবাসে ভর্ত্তার উভয় লোকই বিনষ্ট হয়। তিনি ইহ ও পরলোকে, একান্ত দুঃখই অনুভব করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, হে রাজপুত্রি! তুমি প্রকৃতই সাধ্বী বটে। তোমার এই সমুদয় কথা শুনিবার জন্যই আমি তোমার সহিত পরিহাস করিতেছিলাম। আমার কথার যেরূপ ভাব-ব্যাখ্যা করিলে তাহা ঐরূপই বটে।

হে কামিনি! তুমি সকল মঙ্গলেরই সুপাত্রী! সাংসারিক সুখের হেতুভূত যাবতীয় কামনার নিরসনার্থ আমার নিকট যাহা যাহা প্রার্থনা করিয়াছ—প্রতি একান্ত ভক্তিবলে তোমার সেই সেই প্রার্থনা নিত্য পূর্ণ হইবে।

হে নিষ্পাপে! এই প্রকার বিপরীত বচনেও যখন আমার প্রতি তোমার ভক্তির অন্যথা হয় নাই, তখন তোমার পতি-প্রেম এবং পাতিব্রত্য কত গভীর তাহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি। আমি জীবকে সংসার ক্ষেত্র হইতে মুক্তি দিয়া থাকি। কিন্তু গুরুতর তপস্যা ও ব্রতাদির অনুষ্ঠানে আমার আরাধনা করিয়াও যাহারা আমার নিকট কামভোগ প্রার্থনা করে, প্রকৃত পক্ষে তাহারা আমার মায়ায় মোহিত!

হে মানিনি। ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তির পূর্ণ মূর্ত্তি আমাকে প্রাপ্ত হইয়া যাহারা কেবল বিষয় সম্পদই কামনা করে, সর্ব্ব-সম্পদের আকর, আমার সাক্ষাৎকারের আকাঙ্ক্ষা করে না, তাহারা প্রকৃতই মন্দভাগ্য। কারণ, শূকরাদি অতি নিকৃষ্ট যোনিতেও জীব ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকে। বিষয় নরকেরই অনুরূপ। যেহেতু, বিষয় ও নরক একই উপাদানে নির্ম্মিত। বিষয়াভিলাষী ভোগী ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া নরককেও ভোগের বস্তু বলিয়া অবধারণ করে। এই প্রকার মূঢ়গণ ইচ্ছা পূর্ব্বকই নিজের অনিষ্ট করিয়া থাকে।

হে গৃহেশ্বরি! তুমি নিষ্কাম ভাবে নিরন্তর যেরূপ আমার সেবা করিতেছ, তাহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। তুমিও সংসার অতিক্রম করিয়া বিশেষ কল্যাণ লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। যাহাদের অসদভিপ্রায় থাকে, পরের উপকার বা প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল নিজের ইন্দ্রিয় বা ভোগবাসনা চরিতার্থের জন্যই লালায়িত হয়, তাহাদের পক্ষে তোমার ন্যায় এরূপ ঐকান্তিক সেবা একান্ত অসম্ভব।

হে মানিনি! আমার অন্যান্য বনিতাগণের মধ্যে তোমার ন্যায় প্রণয়িনী

তাহা, আমি আর দ্বিতীয় দেখি না। তোমার বিবাহকালে পাণি-গ্রহণ প্রত্যাশায় শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য সম্পন্ন অনেক নৃপতি তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তুমি লোক মুখে আমার সদ্‌গুণের কথা শুনিয়াই আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সমুদয় নৃপতিকে উপেক্ষা করত অতি গোপনে ব্রাহ্মণের দ্বারা আমার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলে।

তোমার অগ্রজ ভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তোমার সমক্ষেই তাহাকে বিরূপ করিয়াছিলাম; পরে অনিরুদ্ধের বিবাহোৎসবকালে দ্যূত সভায় তাহার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছি। কিন্তু পাছে আমার মনে কোন কষ্ট হয়, এজন্য বিয়োগ ভয়ে তুমি তোমার ভ্রাতৃ শোকের কোন চিহ্নই আমার নিকট প্রকাশ কর নাই। কোমল হৃদয়া রমণী হইয়াও আমার বিরহ ভয়ে বীরের ন্যায় অনায়াসে সে শোক সহ্য করিয়াছ। আমার প্রতি তোমার এ অতুলনীয় প্রেমাধিক্যের জন্য আমি তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক অপরিশোধ্য প্রেমঋণে আবদ্ধ হইয়াছি।

অধিক আর কি বলিব?—"কল্য বিবাহ হইবে।" বলিয়া অতি বিচক্ষণ দূতের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়াছিলে; কিন্তু তোমার প্রার্থিত যথা সময়ে যাইতে বিলম্ব হওয়ায় সংসারকে শূন্যময় বোধ করিয়া, পাছে শিশুপালাদি কেহ, আমার উৎসর্গীকৃত তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে, এই ভয়ে জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলে! অহো! তোমার কর্ম্ম তোমাতেই থাকুক; তাহার প্রশংসা ব্যতীত সে ঋণ প্রতিশোধের ক্ষমতা আমার নাই!

এবং সৌরত সংলাপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্॥
অথান্যাসামপি বিভুর্গৃহেষু গৃহবানিব।
আস্থিতো গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম্মাল্লোকগুরুর্হরি॥

শুকদেব বলিলেন, হে নরনাথ! ভগবান্ দেবকীসুত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইলেও মায়া-মোহিত নরলোকের সংসারানন্দের আদর্শ প্রদর্শন জন্য আপনাকে হীন করিয়াও রুক্মিণীর সহিত সুরতালাপে আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

জগদ্‌গুরু লোকনাথ বিভু শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে রুক্মিণীর ন্যায় অন্যান্য বনিতা

সমূহের গৃহেও গৃহীর স্থায় গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম সমূহ প্রতিপালনে তাঁহাদের সহিত প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! কৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বনিতাগণ প্রত্যেকে দশ দশটী করিয়া পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। সেই সকল পুত্র পিতার সৌন্দর্য্য ও গুণে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না।

কৃষ্ণকান্তা রাজ-নন্দিনীগণ প্রত্যেকে প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর আপনাদের গৃহেই অবস্থান করিতে দেখিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই বুঝিতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গৃহ ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন বনিতার গৃহে কখনও গমন করেন না। এবং তাঁহার সহিত প্রেম সম্ভোগেও কৃষ্ণের কখনও বীতরাগ নাই।

কামিনীগণ কৃষ্ণের পরমানন্দ স্বরূপ পরমভাব সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকায় প্রত্যেকেই আপনাকে কৃষ্ণের একান্ত প্রিয়-পাত্রী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

ভগবানের পদ্মকোষ-সদৃশ সুচারু বদনমণ্ডল, কর্ণায়ত লোচনদ্বয়, আজানুলম্বিত ভুজযুগল, সুমধুর হাস্য সহকারে সপ্রেম নিরীক্ষণ এবং মনোহর পরিহাস বাক্যে সম্পূর্ণ আকৃষ্ট হৃদয়া রমণীগণ স্ব স্ব হেলালীলা হাস্য-বীক্ষণাদি বিভ্রম দ্বারা আত্মানন্দে পরিপূর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিভু শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

গূঢ় হাস্য বিশিষ্ট কটাক্ষের দ্বারা অভিব্যক্ত মনোগত অভিপ্রায় সমূহ ও মনোহর ভ্রূযুগলের সঞ্চালনে প্রকাশিত সুরত মন্ত্রণার উচ্ছৃঙ্খলতা বা প্রগল্‌ভতা রূপ মদন শরাসনে প্রযুক্ত অনঙ্গবাণে সেই ষোড়শ সহস্র বনিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনোমধ্যে কামভাব উদ্দীপনে সমর্থা হন নাই।

ব্রহ্মাদি যাহাকে অবধারণ করিবার উপায় নির্ণয় করিতে পারেন নাই, কৃষ্ণকান্তা কামিনীগণ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত অনুরাগপূর্ণ হাস্য, কুটিলকটাক্ষে অবলোকন ও নবীন সঙ্গমে নিত্য নূতন ভাবের অনুপ্রাণনা এবং তাঁহার সঙ্গ লালসার উৎকট ইচ্ছায় সেই রমাপতি বিষ্ণুকে অনায়াসে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বনিতাগণ প্রত্যেকে শত শত দাসীতে পরিবৃতা থাকিলেও পতির শুশ্রূষাদি

কার্য্য সতত নিজেরাই সম্পন্ন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিলেই আগ্রহাতিশয়ে শশব্যস্তে অগ্রে গমন করিয়া তাঁহাকে মণিমুক্তাখচিত মহার্ঘ্য সুকোমল আসন প্রদান করত পাদ্যার্ঘ্য দানান্তর তাঁহার পদ প্রক্ষালন করাইয়া দিতেন। অনন্তর তাম্বুল দান পূর্ব্বক পাদ-সম্বাহনে তাঁহার শ্রমাপনোদন করাইয়া চামর ব্যজনে আনন্দিত ও মাল্য চন্দনাদি দ্বারা পূজার্চ্চনা করিয়া তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি করিতেন। সুগন্ধীকৃত অত্যুত্তম সলিলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া তাঁহার গাত্র মার্জ্জনা, পরিচ্ছদ পরিধান ও অত্যুত্তম সুরসাল বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্যাদি প্রদান কার্য্যে তাঁহাদের আনন্দ উথলিয়া উঠিত। কেহ দাসীর উপর পতির সেবা কার্য্যের ভারার্পণ করিতেন না।

-(•)-

দেবর্ষির দ্বারকা দর্শন।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নরকাসুরের নিধন এবং তিনি একাকী বহু সহস্র স্ত্রীর পাণি-গ্রহণ পূর্ব্বক লীলা করিতেছেন, শুনিয়া দেবর্ষি নারদ তাহা দেখিবার জন্ত দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন।

দেবর্ষি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! যিনি একটী মাত্র দেহ অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি ষোড়শ সহস্র কামিনীর পৃথক পৃথক ষোড়শ সহস্র গৃহে এক সময়ে উপস্থিত হইয়া কি প্রকারে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম করিতেছেন! ইত্যাদি চিন্তা করিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সমুৎসুক-চিত্তে দ্বারকায় উপনীত হইলেন।

দ্বারকায় উপনীত হইয়া তাহার শোভা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। দেখিলেন ফলপুষ্প পরিশোভিত দ্বারকার বন, উপবন ও উদ্যান সমূহ পক্ষীকুলের কাকলি ও অলিকুলের ঝঙ্কারে আমোদিত হইতেছিল। প্রফুল্ল কমল, ইন্দীবর, কুমুদ, কহ্লার ও উৎপল সকলে পরিব্যাপ্ত জলাশয় সমূহে হংস ও সারসগণ উচ্চকণ্ঠে কলধ্বনি করত ক্রীড়া করিতেছিল।

স্ফটিক ও রজতময় অভিনব লক্ষ লক্ষ প্রাসাদে মহামারকতের ন্যায় অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট স্বর্ণ-রত্নময় বিচিত্র পরিচ্ছদ সকল শোভা পাইতেছিল।

পুরীমধ্যে সুপ্রশস্ত রাজপথ, চতুষ্পথ, চত্বর, বিপণিশ্রেণী, অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা, সুবৃহৎ বিশ্রামাগার—ভোজনালয়, সভাস্থল ও দেব মন্দিরাদি যথাযোগ্য স্থানে শোভা পাইতেছিল।

রাজপথ, আপণ (হট্টাদি পণ্য বিক্রয় স্থান) বীথি (গৃহ সংলগ্ন চত্বর) ও দেহলী (গৃহদ্বার-বেদিকা) প্রভৃতি স্থান নিত্য জলসিক্ত ও উত্তমরূপে ধৌত হইত। এবং শত শত শকে উড্ডীয়মান ধ্বজ পতাকাদির আবরণে দ্বারকাপুরে

দিবাকরও প্রচণ্ড কিরণ দানে সমর্থ হইতেন না। শ্রীহরির অন্তঃপুর রচনায় বিশ্বকর্ম্মা যেন তাঁহার সমুদয় নৈপুণ্যের আদর্শ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি-লোকপালগণের বহুল প্রশংসিত শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র পত্নীর ষোড়শ সহস্র গৃহ পরিশোভিত অনির্ব্বচনীয় রত্ন সম্পদ ভূষিত অন্তঃপুর মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদ প্রথমতঃ একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন।

গৃহটী প্রবালস্তম্ভে পরিশোভিত, বৈদূর্য্য মণিফলকে সমাচ্ছাদিত! অভ্যন্তরস্থ প্রাচীর (দেওয়াল) সমূহ ইন্দ্রনীলময় (মণি) বিলেপনে এমনই স্বচ্ছ যে, ভিত্তির বহির্ভাগের ঔজ্জ্বল্য ও জ্যোতিঃ কিছুতেই ম্লান হইত না।

বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত মুক্তামালা বিলম্বিত চন্দ্রাতপ, গজদন্ত নির্ম্মিত আসন ও উৎকৃষ্ট মণি সমূহে খচিত পর্য্যঙ্কে প্রত্যেক গৃহ সুসজ্জিত ছিল।

অনুপম বেশভূষায় সজ্জিতা নিষ্ককণ্ঠী—হেমহারালঙ্কৃতা দাসী সমূহ এবং কঞ্চুকোষ্ণীষ ও মণিময় কুণ্ডলধারী উৎকৃষ্ট পরিধেয় বস্ত্র পরিহিত সুসজ্জিত পুরুষগণ পরিসেবিত তাদৃশ ভবন দর্শনে দেবর্ষি নারদের আনন্দের সীমা রহিল না।

দেখিলেন, রত্নময় প্রদীপ সমূহের দীপ্তিতে গৃহ আলোকিত! এবং স্তম্ভের অগ্রভাগ হইতে প্রসারিত বক্র দারুময় বড়ভী সমূহের উপর উপবিষ্ট শিখীকুল গবাক্ষ দ্বার বহির্গত অগুরু ধূপ দর্শনে নবীন নীরদ বোধে আনন্দে নৃত্য করত কেকারব করিতেছিল।

দেবর্ষি ভবনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, রুক্মিণী দেবী আপনার সমবয়স্ক ও আত্ম-তুল্য রূপ-লাবণ্যে দেদীপ্যমানা সহস্র দাসীতে পরিবৃত্ত হইয়া স্বর্ণদণ্ড চামর ব্যজন দ্বারা সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন।

ধার্ম্মিক চূড়ামণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারদকে সহসা গৃহ-প্রবেশ করিতে দেখিবা-মাত্র, তৎক্ষণাৎ পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কিরীট-শোভিত মস্তক ভূতলে লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় আসনে উপবেশন করাইলেন।

যিনি জগৎ সংসারের আরাধ্যতম ও ভক্তগণের একমাত্র গতি, তিনি আজ নারদের পদ ধৌত করিয়া সেই পাদোদক স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলেন!

যাঁহার শ্রীচরণ নিঃসৃত পবিত্র বারি গঙ্গানামে খ্যাত হইয়া ত্রিজগতে পবিত্রতা সাধন করেন, তিনি আজ নারদের পাদোদক মস্তকে ধারণ করায়, ব্রহ্মণ্যদেব,— এই সগুণ নামের সার্থকতা প্রতিপাদন করিলেন।

সর্ব্ব-মন্ত্র-প্রবর্ত্তক পুরাণঋষি নরসখা নারায়ণ শাস্ত্রোক্ত বিধানে দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন ও পূজা করিয়া অমৃত-বর্ষিণী স্বল্পাক্ষরা কথায় কুশল প্রশ্ন করত বলিলেন, হে প্রভো! এক্ষণে আপনার কি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা আমায় বলুন।

দেবর্ষি বলিলেন, হে প্রভো! আপনি লোক সমূহের অধীশ্বর! সরল প্রকৃতি সাধুজনের প্রতি সৌহার্দ্দ প্রকাশে তাঁহাদের উপকার এবং আমাদের ন্যায় খল-প্রকৃতি পরাপকারী দুষ্টগণকে শিক্ষা প্রদান উপলক্ষে দমন করায় আপনার কোন বৈষম্যের পরিচয়ই দৃষ্টি হয় না। আপনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণকে স্থিতি ও পালন দ্বারা মুক্তি প্রদানের নিমিত্তই স্বেচ্ছাধীন দেহ ধারণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি যে বিবিধ নাম ও ভাবে জগতে পরিকীর্ত্তিত তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি।

হে নিখিলজনশরণ! অদ্য অপূর্ব্ব সৌভাগ্যবলেই ভবদীয় চরণ-যুগল নয়নগোচর করিয়া জন্ম সার্থক করিলাম। এ চরণের সাক্ষাৎ লাভ সহসা কাহারই ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মাদি লোকপালগণ বিশেষ যত্ন করিয়া যে শ্রীচরণপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন মাত্র; হে অনাথশরণ! আমার প্রতি আপনি এই অনুগ্রহ করুন, দুরতিক্রম্য সংসার-কূপে পতিত জনগণের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ,—অখিল জীবের মুক্তিপ্রদ যে ভবদীয় চরণকমল, তাহা চিন্তা করিয়াই যেন আমি চিরদিন বিচরণ করিতে পারি;—কখনও যেন ও চরণ বিস্মৃত না হই।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ বলিয়া যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় যোগমায়া সন্দর্শন কামনায় সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার অপর এক বনিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় ভার্য্যাকে লইয়া উদ্ধবের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। নারদকে উপস্থিত দেখিয়া, যেন এইমাত্র তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল, এইরূপ ভাবে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক বিশেষ প্রকারে তাঁহার

অভ্যর্থনা এবং অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক আসনাদি প্রদানে ব্রহ্মর্ষির যথোচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর যেন কিছুই জানেন না এইরূপ ভাবে তাঁহাকে বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি কি অভিপ্রায়ে কতক্ষণ এখানে আগমন করিয়াছেন? আমরা অতি সামান্য ব্যক্তি—আপনি মহামনা, আপনার কিছুরই অভাব নাই। আমাদের দ্বারা আপনার কোন আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই! তথাপি হে ব্রহ্মণ! আপনার মনোভিলাষ প্রকাশে আমাদের জন্ম সফল করুন।

শ্রীকৃষ্ণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে দেবর্ষি বিস্মিত হইলেন, এবং তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তুষ্ণীভাবে অন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তথায় গিয়া দেখিলেন, গোবিন্দ শিশু সন্তানগুলিকে আদর যত্ন করিতেছেন। তথা হইতে আবার অন্য গৃহে গিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন।

দেখিলেন, কোন গৃহে পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে আহবনীয়াদি অগ্নিতে হোম করিতেছেন; কোথাওবা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতেছেন, কোথাও বা যজ্ঞাদি কার্য্য সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ ভোজনের পর স্বয়ং ভোজন করিতেছেন।

কোথাওবা বাগ্‌যত বা মৌনী হইয়া পরব্রহ্মের নাম জপ পূর্ব্বক সন্ধ্যা করিতেছেন। কোথাওবা বর্ম্ম চর্ম্ম ও কৃপাণ হস্তে অসি বিদ্যার স্থলে উপস্থিত হইয়া কখন অশ্বে, কখন গজে, কখন বা রথে আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ ক্রীড়ার্থ বিচরণ করিতেছেন। আবার অন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন, স্তুতি-পাঠকগণ তাঁহার স্তব করিতেছে।

কোথাও গিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবাদি মন্ত্রিগণের সহিত বসিয়া কোন গভীর বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেছেন, কোথাওবা অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যবতী বারাঙ্গনা-গণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন!

কোন গৃহে গোবিন্দ উত্তমরূপে অলঙ্কৃত গাভী সমূহ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণে দান করিতেছেন। এবং ইতিহাস, পুরাণ, শান্তিসূক্তাদি পবিত্র পুণ্য-গীত সমূহ শ্রবণ করিতেছেন।

তথা হইতে অন্যত্র গিয়া দেখিলেন, মদনমোহন প্রিয়-ভার্য্যাসহ হাস্য কৌতুক রসে আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। কোন গৃহে তিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিতেছেন, আবার কোন গৃহে অর্থ সংগ্রহ ও ভোগ চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন!

কোন গৃহে প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষ সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মার চিন্তায় নিমগ্ন; আবার কোন গৃহে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি কাম্য বস্তু প্রদানে ও পাদ সম্বাহনাদি দ্বারা গুরুজনগণের সেবা করিতেছেন!

কোথাও কাহারও সহিত বিবাদ, আবার কোথাও কাহারও সহিত সন্ধি করিতেছেন। কোথাও বলধামের সহিত মিলিত হইয়া সাধুগণের শুভ চিন্তায় ব্যস্ত আছেন।

কোন মহিষীর গৃহে গিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পুত্রকে উত্তম পাত্রীর এবং কন্যাকে উত্তম পাত্রের সহিত বিবাহ প্রদান ও তাঁহাদিগকে যৌতুকাদি প্রদানার্থ বিবিধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় ব্যস্ত আছেন।

আহা! যোগেশ্বর বাসুদেবের পুত্রবধূ আনয়ন বা কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণ বা আনয়নের উৎসব দেখিয়া তখন লোকের কত বিস্ময়ানন্দেরই সঞ্চার হইত!

বহু দক্ষিণাত্মক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোন গৃহে শ্রীকৃষ্ণ স্বগণ বিশিষ্ট দেবতাগণের অর্চ্চনা এবং কোথাওবা কূপ, আরাম ও দেব-মন্দিরাদি দ্বারা প্রচুর পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন।

কোথাও সিন্ধুদেশজ উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক যদুগণে পরিবৃত হইয়া মৃগয়ায় শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে শুদ্ধ-মাংস পশু সমূহ বধ করিতেছেন।

কোথাও মন্ত্রীদিগের গৃহ এবং নিজের অন্তঃপুরের গূঢ় রহস্য অবধারণ জন্য প্রচ্ছন্ন বেশ ধারণ পূর্ব্বক যোগেশ্বর মহাপুরুষকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দেখিয়া নারদ বিস্মিত হইলেন।

মানবলীলা করিবার জন্য অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অচিন্ত্য শক্তির অনির্ব্বচনীয় বিকাশ দর্শনে বিস্মিত নারদ ঈষৎ হাস্য করত সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন!—হে যোগেশ্বর! যোগেন্দ্রগণ ও মায়া-শক্তি সম্পন্ন ব্রহ্মাদি-লোকপালগণ যাঁহার সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন না, কেবল ভবদীয় চরণকমল সেবা ফলেই আমার মনোমধ্যে উদিত, আপনার যোগৈশ্বর্য্যের স্বরূপ আজ আমি প্রত্যক্ষ করিলাম।

হে দেব! অনুমতি করুন, এবার আমি এখান হইতে বিদায় লইয়া আপনার পবিত্র-যশো-পরিব্যাপ্ত লোকসমূহে আপনার ভুবন-পবিত্র-লীলা গান করিয়া ভ্রমণ করি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্! আমি ধর্ম্মের উপদেষ্টা এবং কর্ত্তা, সুতরাং অনুমোদক। কারণ জগৎকে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রণালী শিক্ষা দিতে হইলে আপনাকেও তাহার অনুষ্ঠান ও নিয়ম-পদ্ধতির অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয়; এজন্য হে পুত্র! আমি তোমায় ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছি বলিয়া দুঃখিত হইও না। তুমি আমায় জান, আমিও তোমায় জানি; কিন্তু যে জন্য আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, তাহা সম্পাদন করিতে হইলে, ধর্ম্ম-সঙ্গত নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হয়। আপনি আচরণ না করিলে জীবকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। অতএব হে পুত্র! আমি তোমার পিতা হইয়া ঐরূপ আচরণ করিয়াছি বলিয়া দুঃখিত হইও না। কারণ, আমি এখন নবলীলা করিতেছি। মানুষের যাহা কর্ত্তব্য আমায় তাহার ষোল আনা আচরণ করিয়া দেখাইতে হইবে। এখন তুমি নারদ নও, আমিও তোমার পরমপিতা নহি! এখন আমি গৃহী, তুমি গৃহীর পরম পূজ্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণ!

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন! গৃহস্থগণের অবশ্য করণীয় পরম পবিত্র উত্তম ধর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠানে সকল মহিষীর গৃহেই বিরাজমান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই দেবর্ষি নারদ সম্যক্‌রূপে অবলোকন করিলেন।

দেবর্ষি নারদ কৌতূহল পূর্ণ হৃদয়ে অনন্তবীর্য্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার তাদৃশ অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাব বারম্বার অবলোকন করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মার্থ-কাম্য বিষয়ে একান্ত শ্রদ্ধাবান্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে স্মরণ করত যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এবং মনুষ্যপদবীমনুবর্ত্তমানো নারায়ণোঽখিল ভবায় গৃহীতশক্তিঃ।

রেমেঽঙ্গ ষোড়শসহস্রবরাঙ্গনানাং সব্রীড়সৌহৃদনিরীক্ষণহাসজুষ্টঃ॥

নিখিল সংসারের মঙ্গল-কামনায় প্রয়োজন মত যিনি নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন, সেই পরাৎপর নারায়ণ সম্প্রতি মনুষ্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া এই প্রকারে রূপ-লাবণ্যবতী ষোড়শ সহস্র পত্নীর

সলজ্জ-প্রেমপূর্ণ হাস্য ও আনন্দ-বিস্ফারিত নয়নের অনুরাগ ভরা দৃষ্টিতে পরম সেবা প্রাপ্ত হইয়া যথোপযুক্ত বিহার করিয়াছিলেন।

যানীহ বিশ্ব-বিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ কর্ম্মাণ্যনন্য বিষয়ানি হরিশ্চকাব।
যস্তত্র গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা ভক্তির্ভবেদ্ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে॥

এই বিশ্ব-সংসারের উৎপত্তি স্থিতি এবং প্রলয়ের একমাত্র হেতু স্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরি যে সমস্ত অসাধারণ লীলার পরিচয় দিয়াছেন, মানব যদি তাহা কেবলমাত্র শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুমোদন (অর্থাৎ তাহা হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক তাহার প্রশংসায় আত্মহারা হইয়া পুনঃপুনঃ শ্রবণ কীর্ত্তন) করেন, তাহা হইলে তাঁহাব আব সৌভাগ্যেব সীমা থাকে না। এবং মোক্ষদাতা শ্রীহরিতে তাঁহার অচলা ভক্তি জন্মে।

-(০)-

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কৃত্য।

শুকদেব বলিলেন, হে নবনাথ! নিশাবসানে কুক্কুটগণ উচ্চকণ্ঠে রব করত উষার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতে উদ্যত হইলে, পতি কর্ত্তৃক গৃহীতকণ্ঠা মাধব পত্নীগণ বিরহ ভয়ে কাতর হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

পারিজাত বনের পুষ্প সৌরভে আকুল হইয়া ভ্রমরকুল ঝঙ্কার করিলে পক্ষীসকলও জাগ্রত হইয়া রাজ-রাজেশ্বরের নিদ্রাভঙ্গোপলক্ষে বন্দিগণের স্তুতি পাঠের ন্যায় যেন শ্রীকৃষ্ণকে জাগ্রত করাইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিতে লাগিল!

বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনী প্রভৃতি কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ প্রাণ-প্রিয় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া যে আনন্দলাভ করিতেছিলেন, যেন সহসা উষা সমাগমে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্নান পূজাদির উপযুক্ত সেই শুভ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তকে অপবিত্র বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন!

অর্থাৎ বাহ্যতঃ কৃষ্ণের আত্যন্তিক অনুরক্তিতে তাঁহারা এত মুগ্ধ যে কৃষ্ণকে ছাড়িয়া শয্যা ত্যাগ করিতে চান না, যেন রাত্রির প্রভাত কামনা মনে করিতেও তাঁহাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়! পাছে হারাই! পাছে হারাই! এই ভাব!

অহো! কৃষ্ণ-প্রেম বুঝি এমনই জিনিস! যাঁহারা একবার আস্বাদ পান, তাঁহাদের বুঝি আর দিবারাত্র জ্ঞান থাকে না। কোটী কোটী যুগেও বুঝি সে আলিঙ্গনের অবসান করিতে ইচ্ছা হয় না! কৃষ্ণ-প্রেম মদিরায় যাঁহাদের অঙ্গ অবশ ও বাহ্য জ্ঞান লোপ হয়, তাঁহারা বুঝি আর এ বৈষয়িক চৈতন্য পুনঃ ফিরিয়া পাইতে চাহেন না! ধন্য! তাঁহারা ধন্য! ধন্য ধন্য! তাঁহাদের পদরজঃ মাথায় লইবার সৌভাগ্য কয়জনের ঘটে? যুগান্তে তাহা কয়বারইবা হয়?

যাহাহউক, এদিকে শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ, মুখ প্রক্ষালন

ও গাত্র মার্জ্জনাদি করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গ ও দেহাদির প্রসন্নতা সাধনে নিদ্রা-জনিত জড়তা দূর করিলেন।

পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের হেতুভূত, অনির্ব্বচনীয় শক্তি সমূহে পরিলক্ষিত, নিত্যনিরঞ্জন আনন্দময়মূর্ত্তি, অবিদ্যাদিদোষশূন্য, স্বপ্রকাশ, অদ্বিতীয় পূর্ণ-ব্রহ্ম, নিরুপাধি পরমাত্মস্বরূপকে অপরোক্ষভাবে চিন্তার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ পবিত্র সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে প্রত্যহ যেরূপে গৃহীর কর্ত্তব্য সমাপন করিতেন, তাহার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পরে পবিত্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তর্পণাদি সমাপনান্তে সন্ধ্যোপসনাদি করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যথাবিধি অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক মৌনী হইয়া গায়ত্রী জপ করিতেন।

তৎপরে উদীয়মান সূর্য্য এবং আপনার অংশ স্বরূপ দেবগণ, ঋষি ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া, মাননীয় বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিতেন।

রৌপ্য-খুর, স্বর্ণ-শৃঙ্গ ও মুক্তাদাম শোভিত বস্ত্রাচ্ছাদিত প্রথম প্রসূতা সবৎসা শান্ত স্বভাব দুগ্ধবতী এক শত সাতটী গাভী প্রত্যহ একত্র শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, ক্ষৌম বস্ত্র, অজিন ও তিলসহ অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন।

অনন্তর স্বীয় বিভূতি স্বরূপ গো, বিপ্র, দেবতা, বৃদ্ধ, গুরু ও ভূত সমূহকে প্রণাম করত কপিলাদি মাঙ্গল্য বস্তু সমূহ স্পর্শ করিতেন।

তদনন্তর, স্বীয় কৌস্তুভমণি, পীতবসন, উৎকৃষ্ট মাল্য ও অনুলেপনাদি ভূষণের দ্বারা স্বয়ং সজ্জিত হইয়া নরলোক-মনোহর রূপ ধারণ করিতেন।

পরে মঙ্গলার্থ ঘৃত, দর্পণ, গো, বৃষ, দ্বিজ ও দেব-মূর্ত্তি সকল দর্শন করিয়া অন্তঃপুরস্থ জনগণ ও পুরবাসী চতুর্ব্বর্ণের অভীষ্ট পূরণ করিয়া অমাত্যবর্গের অভিলাষ পূর্ণ করিতেন।

স্রক্-চন্দনাদি বিলাসের দ্রব্য সমূহ স্বয়ং ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণগণকে তাহা দান করিতেন। পরে সুহৃদগণ, মন্ত্রী ও নারীগণকে ভোজন সামগ্রী, মাল্য ও অনুলেপনাদি দিয়া পরিতুষ্ট করত স্বয়ং ভোজনাদি করিতেন।

ভোজন সমাপ্ত হইলে সারথী সুগ্রীবাদি অশ্ব-চতুষ্টয়ে সংযোজিত পরমোৎকৃষ্ট রথ সজ্জিত করিয়া আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত অতি বিনম্রভাবে তাঁহার

সম্মুখে দণ্ডায়মান্ হইতেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া সারথীর অঞ্জলি নিজ হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক দিবাকরের উদয়াচলে আরোহণের ন্যায় সেই দিব্য রথে উপবেশন করিলে অন্তঃপুরস্থ বনিতাগণ সলজ্জ-প্রেম-দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেন। এবং যেন অতি কষ্টে তাঁহারা তাঁহাকে বিদায় দিলে তিনি সহাস্যবদনে তাঁহাদের চিত্ত হরণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সুধর্ম্মা নাম্নী সভায় প্রবেশ করিতেন। সেই সভায় বৃষ্ণিবংশীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিতেন। তাহাতে উপবেশন করিলে লোভ, মোহ, ক্ষুৎপিপাসা, জরা, ব্যাধি ও ষড়রিপুর উৎপীড়নে মানবকে উৎপীড়িত হইতে হইত না।

নরশ্রেষ্ঠ যদুগণে পরিবৃত হইয়া যখন বাসুদেব সভা মধ্যস্থ শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিতেন, তখন তারকাগণ পরিবেষ্টিত নভোমণ্ডস্থ নিশানাথের ন্যায় তাঁহার জ্যোতিঃতে দশদিক আলোকিত হইত!

অনন্তর পরিহাস-রসিক বিদূষকগণ নানাপ্রকার হাস্যরসের অবতারণা; নটাচার্য্যগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুরূপ মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ, বেণু, তাল, শঙ্খাদি-বাদন, নৃত্য গীত; নর্ত্তকীগণ বিশেষ বিশেষ নৃত্য ও সঙ্গীত; সুত, মাগধ ও বন্দিগণ নানারূপ স্তব স্তুতি দ্বারা তাঁহার আনন্দোৎপাদনের চেষ্টা করিতেন।

সভাস্থলে সমাগত ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র সমূহ ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য সূতাদি বাগ্মী ব্যক্তিগণ পুণ্যযশাঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণের পবিত্র কথার আলোচনা করিতেন।

ইহাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ক্রিয়া! গৃহী হইয়া কেমন করিয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতে হয়, তাহার আদর্শ প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। যিনি আত্মারাম, যাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, তিনি লীলার জন্য,—খেলার অভিপ্রায়ে স্বপুত্র মানবগণে অমৃত বিতরণের উদ্দেশে কি মহামহীয়ান্ বিরাট দেহকে সঙ্কুচিত করিয়া, কত ছোট—কত খাটো হইয়া আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবে শিখাইতেন! মানব! তুমি ধন্য! তোমার জন্য আজ বিরাট পুরুষ কি স্নেহ প্রেম লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছেন! হে অমৃতের পুত্রগণ! তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার পুণ্যযশঃ কীর্ত্তন ভিন্ন আর আমাদের অমৃত কি আছে?

শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি !

ব্যাসাত্মজ শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে বলিলেন, ভগবান্ বলরাম নন্দাদি আত্মীয় সুহৃদ্বর্গকে দেখিবার নিমিত্ত রথারোহণে একান্ত উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে নন্দ গোকুলে গমন করিলেন।

তথায় বহুকাল হইতে দর্শন আশায় একান্ত উৎকণ্ঠিত-চিত্ত গোপ-গোপীগণ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলরাম নন্দ যশোদাকে প্রণাম করিলে তাঁহারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রোড়ে বসাইয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত করত বলিলেন, রাম! তোমরা জগতের জীবন! তোমার অনুজ কৃষ্ণ সহ আমাদিগকে চিরকাল পালন কর!

অনন্তর বলরাম বৃদ্ধ গোপগণকে যথাবিধি অভিবাদন করিলেন। এবং ন্যূন-বয়স্কগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অভিনন্দন করিল। বয়স্যগণ রবাহূত হইয়া আগমন করিলে বলরাম তাহাদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন।

তদনন্তর বলদেবের বিশ্রাম লাভের পর, সকলে একত্র উপবিষ্ট হইলে সমবেত গোপগণ স্ব স্ব আত্মীয় বান্ধব যাদবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে রাম! কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, আমাদের সেই বন্ধুগণ কুশলে আছেন ত? হে রাম! তোমরা এক্ষণে পুত্র কলত্রাদি পরিবৃত হইয়া মধুপুরে সুখেই বাস করিতেছ! এখন আমাদের কথা কি আর তোমাদের মনে পড়ে?

কোন পরিণত বয়স্কা গোপী বলিলেন, অহো! অনেক কষ্টে পাপিষ্ঠ কংস নিহত হইয়াছে! তোমাদের সুহৃদ্বর্গ বসুদেবাদির সকল ক্লেশ দূর হইয়াছে; সম্প্রতি তাঁহারা সুখেই বাস করিতেছেন! তোমরাও কালযবন ও জরাসন্ধাদি শত্রুকুল বিনাশ করিয়া সৌভাগ্য-ক্রমে দ্বারকায় দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পরমানন্দেই অবস্থান করিতেছ।

কোন গোপী বলিলেন, হে মৃণালধবল নয়নাভিরাম রাম! পুরললনাগণের হৃদয়বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে কুশলে আছেন ত? সম্প্রতি বসুদেব পুত্র হইয়া, তিনি কি এখন আর বয়স্ত গোপগণ, পূর্ব্ব পিতা নন্দ ও মাতা যশোদাকে স্মরণ করেন? আমাদের সেবা শুশ্রূষা কি এখন আর মনে করেন?

হে প্রভো দাশার্হ! আমরা যাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিবার আশায় পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী এবং পতিপুত্রও পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহারই অনুসরণ করিতাম, সেই আমাদের বিষয় স্মরণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তিনি যখন আমাদের স্থায় একান্ত অনুগত জনকেও অকস্মাৎ পরিত্যাগ করিয়া সেই স্নেহ-সৌহৃদ্যের মূলোচ্ছেদন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন, তখন তিনি যে আমাদের কথা স্মরণ করেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়!

এরূপ ক্ষেত্রে, আমাদের পক্ষেও তাঁহার বিষয় বিস্মৃত হওয়াই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তিনি গমনকালে যেরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা কি প্রকারে অবিশ্বাস করি? অহো! তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমরা এক্ষণে বঞ্চিত হইলাম!

অপরা কামিনী বলিলেন, আমরা না হয়, গ্রামবাসিনী বুদ্ধিহীনা নারী; তাঁহার কুটিলতার গভীর তত্ত্ব বুঝিতে না পারিলেও আমাদের তত দোষ হয় না। কিন্তু পুরবাসিনী বিশেষ বুদ্ধিমতী কামিনীগণ অব্যবস্থিতচিত্ত ক্ষণপ্রেমিক কৃতঘ্নের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত আছে? অন্য একজন রমণী বলিলেন, বুঝিতেছ না? পুরবনিতাগণও কৃষ্ণের বিচিত্র কথায় বিমুগ্ধ ও মধুর হাস্য-বিকসিত কুটিল-কটাক্ষোচ্ছ্বাসিত মদনবাণে প্রপীড়িত হইয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে!

অন্য গোপী বলিলেন, হে গোপিগণ! আমাদের আর কৃষ্ণ কথায় কাজ কি? অন্য বিষয়ের আলোচনা কর। আমাদের কথা স্মরণ না করিয়া যদি তাঁহার দিন যায়, তবে তাঁহার কথা স্মরণ না করিয়া আমাদের দিনও না হয় অতি দুঃখেই কাটিবে! দিন ত আর থাকিবে না?

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের মধুর হাস্য, গুহ্যভাষণ, মোহনদৃষ্টি, গতি ও প্রেমালিঙ্গনাদি স্মরণ করিয়া প্রেম-বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন!

হায়! কৃষ্ণ-প্রেমের কি বিচিত্র গতি! স্মরণ হইলে আর কোন বাধাই মানে না! আজ তাঁহারা কৃষ্ণ মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া প্রেমে আকুল হইয়া হৃদয়ের আবেগে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন!

তাঁহাদের লজ্জা সরমের বাঁধ না থাকিলেও যে কঠোর সন্তাপ এতদিন হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ যেন তাহা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! বলরাম সন্দর্শনে আজ কৃষ্ণ-স্মৃতির কত কথাই তাহাদের মনে পড়িল!—আমাদের কৃষ্ণ!—হা নিষ্ঠুর কৃষ্ণ!—বলিয়াই বিচলিত হইয়া পড়িলেন! কৃষ্ণের সেই মদনমোহনরূপ, সেই বনমালা, সেই মৃদু হাস্য, সেই অপাঙ্গে চাহনি, সেই বংশীবাদন, সেই চপলতা, সেই ননীমাখন চুরি, সেই গোচারণ, সেই রস-রাসোৎসব! সেই প্রেম, সেই সুধামাখা কথা! সেই আলিঙ্গন—সেই চুম্বন! সেই যমুনা-ক্রীড়া, সেই বন-বিহার!—যুগপৎ তাঁহাদের মনে উদয় হইয়া তাহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিল! উন্মাদিনীর ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল! হা হুতাশে যেন নন্দালয়ে বিরহ-শোকের প্রবল ঝড় বহিল!

সঙ্কর্ষণস্তাঃ কৃষ্ণস্য-সন্দেশৈর্হৃদয়ঙ্গমৈঃ।
সান্ত্বয়ামাস ভগবান্ নানানুনয়কোবিদঃ॥

তাঁহাদের দশা দেখিয়া মিষ্টভাষী বলদেবও বিচলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আগমনের নানাপ্রকার বিশ্বাসযোগ্য সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাদিগকে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন। যেন কৃষ্ণ তাঁহাদের জন্য কত চিন্তিত, সেই সকল কথা অতি মনোরমভাবে বর্ণন করিয়া, কৃষ্ণের কার্য্যাধিক্যের অজুহাত দেখাইয়া তাঁহাদিগকে আশান্বিত করিলেন।

কৃষ্ণ আসিবেন, কৃষ্ণ তাঁহাদের জন্য উদ্বিগ্ন, এ কথা শুনিয়া তাঁহাদের সর্ব্ব-শোক যেন দূরে গেল। তাঁহারা পুনরায় শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্ণের শরীর, স্বাস্থ্য, কার্য্যাদির গুরুত্বের কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন।

এমনই হয়, প্রিয়তম আমাদিগকে ভুলেন নাই, এ কথা শুনিলে প্রাণ যেন আবার আনন্দে নাচিয়া উঠে! শোক তাপ সব দূরে যায়!

যাহাহউক, বলদেব তাঁহাদের প্রীতির জন্ত মধু-মাধব অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখ মাস গোকুলে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ দান করিতে লাগিলেন।

দ্বারকার কৃষ্ণের সহিত ব্রজের কৃষ্ণের কি সম্বন্ধ, পাঠক এই সমুদয় ঘটনা হইতেই তাহা অবধারণ করুন। ভাগবতের সর্ব্বত্রই ব্রজের কৃষ্ণের সহিত দ্বারকার কৃষ্ণের বাস্তবতঃ কোন পার্থক্যই নাই। প্রভাসেই এইরূপ পরিচয় পাইবেন। শিশুপালও তাঁহাকে গালিবর্ষণচ্ছলে তাঁহার ব্রজবিহার কালের অনেক ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছে, তাহাও যথাস্থানে পাইবেন।

-(•)-

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়

পাঠক! পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন যে, দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞের মন্ত্রণা প্রদান করিলে তিনি মহর্ষি বেদব্যাস ও পুরোহিত ধৌম্যাদির অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে দেবর্ষি নারদের ন্যায় তাঁহাকে রাজসূয় যজ্ঞের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভিমত জিজ্ঞাসা না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তজ্জন্য দ্বারকায় তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া দেবর্ষি নারদের আদেশ পালনের সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিলেন, প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাহাকে পরাজয় করিলে গিরিব্রজে বন্দীকৃত রাজগণ আপনার আনুগত্য স্বীকার করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনে আপনার প্রবল সহায়রূপে দণ্ডায়মান হইবেন। একমাত্র জরাসন্ধ বিজয়ে আপনি পৃথিবীর প্রবল পরাক্রান্ত প্রায় সমুদয় রাজ্যই জয় করিতে পারিবেন। কারণ, জরাসন্ধ যে সমুদয় রাজাকে জয় করিয়া আনিয়া মহাদেবের নিকট বলিদানার্থ গিরিদুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা সকলেই মহাপ্রতাপশালী। জরাসন্ধ বিজয়ে তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিলে তাঁহারা বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত আপনার আনুগত্য স্বীকার করিবে। ইত্যাদি।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনসহ যেরূপে জরাসন্ধের ভবনে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিহত করিয়াছেন, তাহা জানেন।

জরাসন্ধ নিহত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলেন। অনন্তর ভীম পূর্ব্বদিক, অর্জ্জুন উত্তরদিক, নকুল পশ্চিম এবং সহদেব দক্ষিণদিক জয় করিয়া ফিরিলে দ্বারকায় জয় সংবাদ প্রেরিত হইল।

তদনন্তর রাজসূয় যজ্ঞারম্ভের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণ সমভিব্যাহারে চতুরঙ্গিনী-

সেনা ও বহু রত্নধনসহ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া পৌছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি বেদব্যাস ও ধৌম্যাদিসহ তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমনে মহা আড়ম্বর করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে আনন্দের সিন্ধু উথলিয়া উঠিল! শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দে গদগদ হইয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না! রুক্মিণী, সত্যভামা, কালিন্দী মিত্রবিন্দা, লক্ষণা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বহু সহস্র মহিষী,—দ্রোপদী, সুভদ্রা ও কুন্তী প্রভৃতি কর্তৃক অত্যন্ত সমাদরে গৃহীত হইলেন। তাঁহাদের জন্ত বিভিন্ন গৃহে অবস্থানের ব্যবস্থা এবং সহস্র সহস্র দাস দাসী তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। যাদবগণসহ শ্রীকৃষ্ণ সমাগত হইলে যজ্ঞারম্ভের সূচনা হইল। কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বল বুদ্ধি ভরসা যেন কোটীগুণ শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিল!

শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন কবিয়া যুধিষ্ঠির আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, গোবিন্দ! তোমাকেই এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে, তুমি দীক্ষিত হইলেই আমি নিষ্পাপ হইব! অথবা আমাকেই অনুজগণের সহিত দীক্ষিত হইতে আজ্ঞা কর। তুমি আদেশ করিলেই আমি যজ্ঞের অনুত্তম ফলভাগী হইব সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের বহুল প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তুমিই মহাক্রতু, রাজসূয় অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। অতএব অবিলম্বেই যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি যজ্ঞ সমাপন করিলে আমরা সকলেই কৃতার্থ হইব। আমি তোমার হিতানুষ্ঠানে নিয়োজিত রহিলাম। আমাকে যে কার্য্য করিতে আদেশ করিবে আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব।

বসন্তকাল সমাগত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণানুসারে বেদার্থজ্ঞ উপযুক্ত ঋত্বিকগণকে যজ্ঞের নিমিত্ত বরণ করিলেন।

দ্বৈপায়ন ব্যাস, ভরদ্বাজ, সুমন্ত, গোমত, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, সুমতি, জৈমিনি, ক্রতু, পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্ব্বা, কশ্যপ, ধৌম, রাম, ভার্গব, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন, অকৃতব্রণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ও কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণগণ ঋত্বিকরূপে ব্রতী হইলেন।

যজ্ঞার্থ ব্রতী ব্রাহ্মণগণ স্বর্ণ-নির্ম্মিত লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ করত যজ্ঞ-ভূমি সংশোধন এবং বেদ-বিধানানুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিলেন, আমার ইচ্ছানুসারে তুমি যখন স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছ, তখন আমার সংকল্প সফল হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভেও আমার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞের দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ সম্বন্ধীয় যে সমুদয় দ্রব্য আহরণ করিতে বলিয়াছিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির অমাত্যবর্গ ও সহদেবকে তাহা সংগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, ইন্দ্রসেন, বিশোক ও অর্জ্জুন সারথি পূরু অন্নাদি আহরণ করুক, তুমি ব্রাহ্মণগণের জন্য মনোহর সুরস ও সুগন্ধিযুক্ত কাম্য বস্তু সমূহের আয়োজন কর। তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া সহদেব বিনীত ভাবে বলিলেন, এ সমুদয় পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছে।

অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস মূর্ত্তিমান্ বেদ স্বরূপ কতিপয় ঋত্বিক সঙ্গে লইয়া স্বয়ং সেই যজ্ঞের ব্রহ্ম-কার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য, অধ্বর্য্য, বসুপুত্র পৌল ও ধৌম হোতা এবং বেদবেদান্তপারগ তাঁহাদের শিষ্যবর্গ ও পুত্রগণ সদস্য হইলেন। শিল্পিগণ আদিষ্ট হইয়া তথায় দেব-গৃহ সদৃশ অত্যুত্তম গৃহ সমূহ নির্ম্মাণ করিল।

সহদেব আদিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণার্থ দ্রুতগামী দূত সকল প্রেরণ করিলেন। তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, ব্রাহ্মণ ও রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া বৈশ্য ও সম্মানযোগ্য সদ্বিদ্বান্ শূদ্রদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবে।

ব্রাহ্মণগণ যথাকালে যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত করিলে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ্বর্গ, জ্ঞাতিকুল, সহচরগণ, নানাদেশ সমাগত প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়সমূহ ও অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় তিনি যজ্ঞায়তনে গমন করিলেন।

রাজ্যের চতুর্দ্দিক হইতে বেদ-বেদান্তপারগ ব্রাহ্মণগণ তথায় সমাগত হইয়া বহুবিধ অন্নপান পরিপূর্ণ, বিচিত্র চন্দ্রাতপ ভূষিত, সর্ব্ব-সুখপ্রদ-দ্রব্যজাত সমাকীর্ণ অপূর্ব্ব গৃহ সমূহে বাস করিয়া নৃত্য-গীতাদি সন্দর্শন পূর্ব্বক নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব রসাল খাদ্য সামগ্রী সমূহ পরিবৃত হইয়া ভোজনাসক্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ভোজনানন্দে অপূর্ব্ব কোলাহল করিতে লাগিলেন!

ধর্ম্মরাজ নিমন্ত্রিত জনগণে পৃথক পৃথক গো, অত্যুত্তম শয্যা, অসংখ্য সুবর্ণ ও দিব্যাভরণ ভূষিতা রূপযৌবনবতী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী প্রদান করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃপাচার্য্য ও দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃবর্গকে নিমন্ত্রণ জন্ত নকুলকে হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন। নকুল তাঁহাদিগকে রাজসূয় যজ্ঞের সংবাদ দিয়া নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহাদের সহিত গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল শকুনি, অচল, বৃষক, কর্ণ, শাল্য, বাহ্লিক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, সপুত্র যজ্ঞসেন, ভগদত্ত, মহাসাগরের উপকূল নিবাসী ম্লেচ্ছগণ, পার্ব্বতীয় ভূপালবৃন্দ, রাজা বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বঙ্গ ও কলিঙ্গাধিপতি আকর্ষ, কুন্তল, মালবদেশীয় ভূপাল সকল, অন্ধকগণ, দ্রাবিড় রাজ্যাধিপতি, সিংহলেশ্বর, কাশ্মীররাজ, কুন্তিভোজ, গৌরবাহন, বাহ্লিকদেশীয় অন্যান্য রাজগণ, বিরাট রাজ ও তাঁহার পুত্রদ্বয়, সপুত্র শিশুপাল এবং অন্যান্য নানা জনপদেশ্বর ও রাজ-পুত্রগণ বিবিধ ধনরত্ন লইয়া ধর্ম্মরাজের রাজসূয় যজ্ঞ সন্দর্শনে আগমন করিলেন।

বলরাম, অনিরুদ্ধ, গদ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, কঙ্ক, উল্মুক, শিশট, মহাবীর অঙ্গবাহ প্রভৃতি যাদবগণ এবং মধ্যদেশীয় রাজগণ মহানন্দে মহাসমৃদ্ধ রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমাগত রাজগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে রাজোচিত পৃথক পৃথক আবাস প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন। সকল গৃহই নানাপ্রকার পরম রসাল নানাবিধ ভক্ষ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং পরম রমণীয় দীর্ঘিকা ও পুষ্পান্ত গুল্মলতা ও পাদপ সমূহে সুশোভিত ছিল। সেই সমুদয় প্রাসাদ কৈলাস শিখরের ন্যায় সমুন্নত শুভ্র, মণিময় কুট্টিমে অলঙ্কৃত, এবং উন্নত শুভ্র প্রাচীর পরিবেষ্টিত ছিল। তাহাদের গবাক্ষ সকল সুবর্ণ-জালে জড়িত, দ্বার সকল সমসূত্রপাতে অবস্থিত, ভিত্তি সমূহ অশেষ প্রকার ধাতুতে সুগঠিত এবং সোপান পংক্তি এরূপ মনোরম ভাবে সংঘটিত ছিল যে আরোহণ অবরোহণে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইত না। মহার্হ আসন সমূহ সুবিস্তৃত ছিল। সমুদয় গৃহ রাজোচিত রাজোপকরণে সুসজ্জিত ও কুসুমমালায় পরিশোভিত হওয়ায় তাহাদের সৌন্দর্য্যের তুলনা ছিল না! সুরভি অগুরু গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছিল! রাজগণ তথায় প্রবেশমাত্র গতক্লম হইয়া সভার পরম রমণীয় শোভা এবং সদস্য,

ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি সমূহে পরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মাদি ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ-ভবনে উপস্থিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির,—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন ও বিবিংশতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনারা সকলে সর্ব্বতোভাবে এই যজ্ঞানুষ্ঠানে আমার অনুগ্রহ করুন। আমার সমুদয় ধন সম্পত্তিতে আপনাদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয় তাহাই করুন। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের উপর এক এক বিষয়ের ভারার্পণ করিলেন। দুঃশাসনকে সমুদয় ভোজ্য দ্রব্য তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। অশ্বত্থামা বিপ্র-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সঞ্জয়ের উপর রাজ-পরিচর্য্যার ভার পড়িল। মহানুভাব ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে ব্রতী রহিলেন। কৃপাচার্য্যকে রজত সুবর্ণ প্রভৃতি ধনরত্নের রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষিণা প্রদানের আদেশ করিলেন। বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ গৃহপতির ন্যায় বিরাজিত হইলেন। দুর্য্যোধন উপায়ন প্রতিগ্রহ বা উপহার গ্রহণে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণগণের পদ-প্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন।

সকলেই রাশি রাশি ধনরত্নাদি উপহার প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরের সম্বর্দ্ধনা এবং "আমার প্রদত্ত ধনরত্নাদি দ্বারাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন হউক," এইরূপ স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক যেন প্রতিযোগিতায় সকল রাজাই বিপুল ধন দান করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞ সমাপনকালে অকাতরে অজস্র দক্ষিণা প্রদান করায় ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া মুক্তকণ্ঠে অকপটে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে দেবতাগণ পরিতৃপ্ত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সমাগত সকলকেই অভিলষিত বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।

অনন্তর অভিষেক দিবসে রাজা যুধিষ্ঠির সৎকারার্হ মহর্ষি, ব্রাহ্মণ ও রাজগণ সমভিব্যাহারে অন্তর্ব্বেদীতে প্রবেশ করিলেন। নারদ প্রমুখ মহাত্মগণ রাজগণের সহিত তথায় অধ্যাসীন হওয়ায় সেই প্রদেশ অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইল!

দেবর্ষি নারদ, ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ-বিধানজা লক্ষ্মী নিরীক্ষণ করত অতিশয় আনন্দিত ও ক্ষত্রিয়গণকে অবলোকন করিয়া চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন্। পূর্ব্বে ব্রহ্ম-ভবনে ভগবানের অংশাবতরণ বিষয়ে যে পুরাবৃত্ত

শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন সেই ক্ষত্র-সমাগমকে দেব-সমাগম জানিয়া তিনি মনে মনে পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। সুরারি-নিসূদন নারায়ণ প্রতিজ্ঞা-পালনার্থ স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুলে অবতীর্ণ হইলেন; এবং দেবতাদিগকে আদেশ করিলেন তোমরা পরস্পর হিংসা করত পুনর্ব্বার স্ব স্ব লোক প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ নারায়ণ দেবতাদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং যদুবংশে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রাদি সুরগণ যাঁহার বাহুবলের উপাসনা করেন, সেই অরি-নিসূদন হরি এক্ষণে মনুষ্যভাব অবলম্বন করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ভগবান্ স্বয়ম্ভু পুনর্ব্বার এই ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিবেন। যাঁহার উদ্দেশে লোক যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সেই যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং আসিয়া বহু মান প্রদর্শন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের মহাধ্বরে (যজ্ঞক্ষেত্রে) অবস্থান করিতেছেন! সর্ব্বজ্ঞ নারদ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া এই সমুদয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চিরকুমার ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ভারত। রাজাদিগের যথাবিধি সংকার ব্যবস্থা কর। আচার্য্য, ঋত্বিক, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি এবং প্রিয় ব্যক্তি, এই ছয়জন অর্ঘ্যার্হ। ইহারা অর্ঘ্য পাইবার মানসে বহু দিবসাবধি আমাদিগের অনুগত হইয়া রহিয়াছেন। অতএব ইহাঁদের সম্মানার্থ এক একটী অর্ঘ্য আনয়ন কর। পরে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমর্থ হইবেন তাঁহাকেই সেই অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে পিতামহ! আপনি কাহাকে অর্ঘ্য-দানের উপযুক্ত পাত্র মনে করেন? তিনি বলিলেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে যেমন ভাস্করের প্রভা সর্ব্বাতি-শায়িনী; তদ্রূপ এই সমস্ত লোকের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রমে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ।

যেমন বাদলে কয়েকদিন মেঘাবৃত থাকিবার পর প্রখর রবির কিরণ প্রকাশিত হইলে লোকের আনন্দের সীমা থাকে না, দারুণ গ্রীষ্মে সুশীতল মলয় বায়ু প্রবাহিত হইলে লোকে যেমন আনন্দে আটখানা হইয়া পড়ে! তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে আমাদের সভা আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! অতএব ইহাকেই অর্ঘ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। অতঃপর ভীষ্ম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলে তিনিও তাহা শাস্ত্র-সম্মত ও বিধি-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

ইহা দেখিয়া শিশুপাল ক্রোধে জলিয়া উঠিল। সে তেজোগর্ব্বে অসংখ্য মহামহীয়ান্ প্রচণ্ড প্রতাপশালী রাজগণের 'সভা মধ্যে সদম্ভে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল :—

হে পাণ্ডব! এই সমস্ত মহাশক্তিশালী রাজা উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণ কোন ক্রমেই পূজার্হ হইতে পারে না। তুমি কামতঃ কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছ; এরূপ ব্যবহার তোমাদের উপযুক্ত হয় নাই; তোমরা বালক ধর্ম্মের কিছুই জান না। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। আর এই ভীষ্ম অদূরদর্শী ও স্মৃতি-শক্তি হীন। হে ভীষ্ম! তোমার ন্যায় প্রিয়-চিকীর্ষু ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাধু-সমাজে অত্যন্ত অপমানিত হয়। যে কখনও রাজা নহে, তাহাকে তোমরা কি বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিলে? আর, সেই বা কোন সাহসে এই সমুদয় মহীপালের মধ্যে পূজা গ্রহণ করিল? তোমরা যদি কৃষ্ণকে স্থবির মনে করিয়া থাক, তাহা হইলেও তাহার বৃদ্ধতম পিতা বসুদেব বর্ত্তমান থাকিতে তাহাকে কেন অর্ঘ্য প্রদান করিলে? হে কুরুনন্দন! কৃষ্ণ তোমাদের স্নেহাস্পদ ও প্রিয়ার্থী হইলেও দ্রুপদ থাকিতে তাহার পূজা তোমার উচিত হয় নাই। যদি কৃষ্ণকে আচার্য্য মনে করিয়া থাকে, তবে দ্রোণ থাকিতে সে কি প্রকারে পূজার্হ হইতে পারে? যদি তাহাকে ঋত্বিক মনে করিয়া থাক, তবে বৃদ্ধ দ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণকে পূজা করা সঙ্গত হয় নাই। হে রাজন! স্বেচ্ছামরণ পুরুষসত্তম শান্তনুপুত্র ভীষ্ম, মহাবীর সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ অশ্বত্থামা, রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন, ভারতাচার্য্য কৃপ, কিংপুরুষাচার্য্য দ্রুম, রাজা রুক্মী, এবং মদ্রাধিপ শল্য প্রভৃতি মহাত্মারা বর্ত্তমান থাকিতে কৃষ্ণকে কেন অর্ঘ্য প্রদান করিলে? যিনি জামদগ্ন্যের প্রিয় শিষ্য, যিনি নিজ তেজোবীর্য্যে রণক্ষেত্রেও সমুদয় রাজাকে পরাভব করিয়াছিলেন সেই মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে কৃষ্ণের পূজা করিলে? বাসুদেব ঋত্বিক নয়, আচার্য্য নয় এবং রাজাও নয়। কেবল হৃদ্যতার দুর্ব্বলতায় তুমি তাহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছ। যদি কৃষ্ণের পূজাই তোমার অভিমত ছিল, তবে এই সকল রাজাকে সভায় আহ্বান করিয়া অপমান করিলে কেন? আমরা ভয়, সান্ত্বনা বা লোভ বশতঃ তোমাদের অনুবর্ত্তন বা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি নাই। তুমি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, সাম্রাজ্যে দীক্ষিত, এইজন্যই আমরা তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু

তোমরা আমাদের সম্মান রক্ষা করিলে না! এই রাজসভায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করা অপেক্ষা আমাদের অপমানের বিষয় আর কি আছে? অবশ্য ইহা ধর্ম্ম-পুত্রের যে আদর্শ ধার্ম্মিকতা তাহাতে আর সন্দেহ নাই!

কোন্ ধার্ম্মিক পুরুষ ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সজ্জনোচিত পূজা করিয়া থাকে? যে বৃষ্ণিকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে এবং অন্যায় আচরণ দ্বারা মহাত্মা জরাসন্ধের প্রাণ সংহার করিয়াছে, সেই দুরাত্মা কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করাতে আজ যুধিষ্ঠিরের নীচত্ব প্রদর্শিত ও ধার্ম্মিকতা বিনষ্ট হইল। কুন্তীনন্দনেরা ভীত, নীচ স্বভাব ও তপস্বী। কিন্তু হে কৃষ্ণ! তোমার সবিশেষ পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহারাই না হয় নীচতা প্রযুক্ত তোমাকে পূজা প্রদান করিল; কিন্তু, তুমি স্বয়ং অযোগ্য হইয়া তাহা কিরূপে গ্রহণ করিলে? যেমন কুক্কুর গোপনে ঘৃতের কণামাত্র ভক্ষণ করিয়া আত্মশ্লাঘা করে, তদ্রূপ তুমিও তাহার ন্যায় হবি-কণা গ্রহণে উৎফুল্ল অর্থাৎ অনুপযুক্ত হইয়াও রাজোচিত পূজা লাভ করিয়া আপনাকে সম্মানার্হ মনে করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছ! প্রত্যুত, ইহাতে রাজেন্দ্রগণ অপমানিত হন নাই, বরং স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ তোমাকেই বিদ্রূপ করিয়াছে। যেমন ক্লীবের দার পরিগ্রহ ও অন্ধের রূপ দর্শন নিরর্থক; সেইরূপ তোমার মত রাজ্যহীনের রাজ-সম্মান অতীব লজ্জাকর। এই ব্যাপারে রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের বিদ্যাবুদ্ধি এবং তোমার স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে!

ইহা বলিয়াই, শিশুপাল বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সভা ত্যাগ করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, হে মহীপাল! তুমি যাহা বলিলে তাহা তোমার উপযুক্ত হয় নাই। ইহা নিতান্ত অধর্ম্মযুক্ত, পরুষ ও নিরর্থক। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা তুমি নিজেই জান না। ধর্ম্ম-জ্ঞান থাকিলে পরম বৃদ্ধ ভীষ্মের অপমান করিতে না। যে সকল রাজা তোমা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ কৃষ্ণের পূজা তাঁহাদের সকলেরই অভিপ্সিত। সুতরাং তোমার ক্ষান্ত হওয়াই উচিত। কৌরবকুল কৃষ্ণ ও ভীষ্মকে যেমন চিনিয়াছেন, তুমি সেরূপ চিনিতে পার নাই। তাঁহাদের স্বরূপ চিনিয়া কৃতার্থ হও; ইহকাল পরকালের মঙ্গল লাভ করিবে।

তাহা শুনিয়া ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! লোকবৃদ্ধ কৃষ্ণের অর্চ্চনা, যাহার

অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে সান্ত্বনা বা অনুনয় করা অনুচিত। সমরে যে ক্ষত্রিয় অপর ক্ষত্রিয়কে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই সেই নির্জ্জিত ক্ষত্রিয়ের গুরু হয়েন। এই সুবিশাল নৃপ-সভায় এমন একজনও ক্ষত্রিয় দেখা যায় না, যাঁহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাভূত করেন নাই। অচ্যুত যে কেবল আমাদেরই অর্চ্চনীয়, তাহা নহে, ইনি ত্রিলোকের পূজনীয়। যিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের পরাজয় করিয়াছেন, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি কাহার না অর্চ্চনীয়? এইজন্যই আমরা মহাবলবান্ বর্ষিষ্ঠ ব্যক্তি থাকিতেও কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছি। হে শিশুপাল! তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া তোমার এরূপ গর্ব্ব প্রকাশ নিতান্তই গর্হিত। অতঃপর, আর যেন তোমার এরূপ বুদ্ধির ব্যতিক্রম না ঘটে। আমি অনেক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু পুরুষের সঙ্গ করিয়াছি। তাঁহাদের নিকট সর্ব্বগুণাধার কৃষ্ণের অশেষ গুণাবলী শুনিয়াছি। কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, আমার নিকট তাঁহারা পুনঃপুনঃ তাহা কীর্ত্তন করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয় প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া সেই ভূতসুখাবহ জগদর্চ্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি। নতুবা কোন প্রকার উপকার প্রত্যাশায় বা সম্বন্ধের অনুরোধে তাঁহার পূজা করি নাই। জগৎ গুণের পূজাই করিয়া থাকে। এজন্য গুণবাহুল্য প্রযুক্ত, বৃদ্ধদিগকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহার পূজা বিধান করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি জ্ঞান-বৃদ্ধ, তিনিই অর্চ্চনীয়; ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যিনি সমধিক বলশালী, তিনিই পূজনীয়; বৈশ্যকুলে ধনধান্যসম্পন্ন ব্যক্তিই সম্মান-ভাজন, এবং শূদ্র-বংশজাত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিই সৎকারার্হ হয়েন। কিন্তু কৃষ্ণের পূজ্যত্ব বিষয়ে দুইটী হেতু আছে, তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ও সমধিক শক্তিশালী। মনুষ্যলোকে তাঁহার ন্যায় বলবান্ ও তাদৃশ বেদবেদাঙ্গ সম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না। দান, দীক্ষা, শ্রুত, শৌচ, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপমশ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি গুণাবলী কৃষ্ণে নিয়ত বর্ত্তমান। অতএব এই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন আচার্য্য, পিতা ও গুরু স্বরূপ পূজার্হ কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা তোমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি ঋত্বিক্, তিনি গুরু, তিনি সম্বন্ধী, তিনি স্নাতক, তিনি রাজা এবং প্রিয় পাত্র, এইজন্য অচ্যুত অর্চ্চিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কর্ত্তা এবং সর্ব্ব-ভূতের অধীশ্বর! সুতরাং পরম পূজনীয়; তাহাতে আর সন্দেহ কি? মন, বুদ্ধি, মহতত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, সমুদয়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্ বিদিক্ একমাত্র কৃষ্ণেই অবস্থিত।

যেমন বেদ-চতুষ্টয়ের অগ্নিহোত্র, ছন্দের গায়ত্রী, মনুষ্যের রাজা, নদীর সাগর, নক্ষত্রমণ্ডলীর চন্দ্র, তেজঃপদার্থের আদিত্য, সমস্ত পর্ব্বতের সুমেরু এবং বিহঙ্গ-জাতির গরুড় মুখ স্বরূপ, সেইরূপ ত্রিলোক মধ্যে ঊর্দ্ধ, তির্য্যগ্ ও অধঃপ্রদেশে জগতের যে যাবতীয় গতি নিরূপিত আছে, ভগবান্ কেশবই তাহার মুখ স্বরূপ! বালক শিশুপাল সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে কৃষ্ণকে বুঝিতে পারেন না; এইজন্য ইনি বিসদৃশ বলিতেছেন। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তিনি যেমন ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, চেদিরাজ শিশুপাল তদ্রূপ কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। বালক, বৃদ্ধ ও ভূপালগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অচ্যুতকে অর্চ্চনীয় বলিয়া মনে না করেন? কোন্ ব্যক্তিই বা কৃষ্ণের সৎকারে অনাদর করিয়া থাকেন? যদি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের অসহ্য বোধ হইয়া থাকে তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহাই করুন।

মহাবল ভীষ্ম ইহা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে সহদেব সভা মধ্যে উত্থিত হইয়া বলিলেন, কেশী-নিসূদন অমিত-পরাক্রমশালী কেশব আমাদের পরম পূজনীয়। যে সকল নৃপাধম কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারে, আমি তাহাদের মস্তকে পদাঘাত করি! যদি তাহাদের ক্ষমতা থাকে তবে সমুচিত উত্তর দানে সাহসী হউক। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, সদসৎ বিবেচনা করিতে সমর্থ, তাঁহারা অবশ্যই কৃষ্ণ পূজার সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। সহদেব উক্ত প্রকার গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক পাদোত্তলন করিলে সেই অভিমান-পূর্ণ মহাবল নৃপতিগণের কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও সাহস করিল না।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-সংশয়চ্ছেদী নারদ সর্ব্ব সমক্ষে কহিলেন, যাহারা পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণের আরাধনায় পরাঙ্মুখ, সেই নরাধমগণ জীবন্মৃত! তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই।

অনন্তর ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-বিশেষজ্ঞ সহদেব পূজার্হ জনগণের পূজা করিয়া

অর্ঘ্যদান কার্য্য সমাপন করিলেন। কৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেন দেখিয়া সুনীথনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলাম, এখন যাদব ও পাণ্ডবকুলের সবংশে নিধন জন্য অদ্যই সমর-সাগরে অবগাহন করিব। চেদিরাজ শিশুপাল রাজগণের এই প্রকার উৎসাহ দর্শনে যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। শিশুপাল বলিল, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাভিষেক ও কৃষ্ণের পূজা-সম্মান যাহাতে অক্ষুণ্ণ না থাকে, আমাদের সর্ব্বতোভাবে তাহাই কর্ত্তব্য। তাহাদের মন্ত্রণা দেখিয়া কৃষ্ণ বুঝিলেন, তাহারা যুদ্ধের পরামর্শই কবিতেছে।

-(•)-

শিশুপাল বধ।

রাজাদিগের তদ্রূপ মন্ত্রণা দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠিব পিতামহ ভীষ্মকে বলিলেন, এই মহান্ রাজ-সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে—এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। যাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন ও প্রজাগণের অহিত না হয়, তাহারই উপায় বিধান করুন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, ভীত হইও না, কুক্কুর কথন সিংহকে হনন করিতে পারে না। এই প্রসুপ্ত বৃষ্ণিসিংহ বাসুদেবের সম্মুখে এই কুপিত রাজ-মণ্ডল কুক্কুরেব ন্যায় চীৎকাব করিতেছে। সিংহ স্বরূপ অচ্যুত যে পর্য্যন্ত জাগরিত না হইতেছেন, তদবধি চেদিরাজ এই সকল মহীপালকে সিংহ কবিয়া তুলিতেছে। শিশুপাল এই সকল নৃপতিকে যমালয়ে পাঠাইবার কামনা করিতেছে। নাবায়ণ শিশুপালের তেজ অবিলম্বেই প্রত্যাহাব করিবেন। ইহাদের মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। এই নরোত্তম নারায়ণ যখন যে যে ব্যক্তিকে পৃথিবী হইতে গ্রহণ কবিতে ইচ্ছা করেন, তখন চেদিরাজের ন্যায় তাহাদেব এইরূপ মতিভ্রমই ঘটে!

ইহা শুনিয়া শিশুপাল ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। এবং বলিল, হে ভীষ্ম! রাজগণকে ভয় দেখাইতে লজ্জিত হইতেছ না? বৃদ্ধ হইয়া কি কুলদূষক হইয়াছ? ভীমরথী হইয়াছে? বৃদ্ধ হইয়া কৌরব-কুলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, এখন ধর্ম্ম-সঙ্গত কথা বলাই তোমাব কর্ত্তব্য। যেমন বৃহৎ তরণীর পশ্চাতে ক্ষুদ্র তরণী বাঁধা থাকে; বা এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধেব অনুসরণ করে, হে ভীষ্ম! তুমি যাহাদের অগ্রণী সেই কৌরবগণের সেই দশাই ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পূতনা বধ প্রভৃতি বাসুদেবের যে সকল কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিলে তাহাতে আমাদের প্রাণে অধিকতর বেদনা প্রদান কবিয়াছ। হে ভীষ্ম! তুমি অহঙ্কৃত ও বিচেতন হইয়া দুরাত্মা কেশবের স্তুতিবাদ করিতেছ। তোমার জিহ্বা কেন এখনও বিগলিত হয় না? যাহাকে বালকেরাও ঘৃণা করে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া কেমন

করিয়া সেই গোপালের প্রশংসা করিতেছ? কৃষ্ণ বাল্যকালে শকুনি, যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ বধ করিয়াছিল, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? চেতনাশূন্য কাষ্ঠময় শকট পদ দ্বারা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাই অদ্ভুত কর্ম্ম,—না, বল্মীক পিণ্ডমাত্র যে গোবর্দ্ধন সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিল তাহাই বিস্ময়কর? এই ঔদরিক বাসুদেব পর্ব্বতোপরি ক্রীড়া করিতে করিতে যে রাশীকৃত অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহা শুনিয়াই সেই মূর্খ স্বভাব গোপবালকগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। এই দুরাত্মা, বলবান্ কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকেই সংহার করিয়াছে। এই সব পৌরুষের কার্য্যেই কি তুমি বিস্মিত হইয়াছ? হে কুরুকুলাধম ভীষ্ম! তুমি অধার্ম্মিক। তোমাকে কিছু উপদেশ দিতেছি শুন। সাধু ব্যক্তিরা সুশীলদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন যে, স্ত্রী, গো, ব্রাহ্মণ, অন্নদাতা, ভীত ও শরণাগত ব্যক্তির উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না। তোমাতে তৎসমুদয়েরই অন্যথা দৃষ্ট হইতেছে। হে কৌরবাধম। আমি যেন কিছুই জানি না, তুমি বয়োবৃদ্ধ হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াছ, ইহা মনে করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করত কেশবের মহিমার উল্লেখ করিতেছ। হে ভীষ্ম! তোমার বাক্যে গোহত্যা ও স্ত্রীহত্যাকারীকে কি পূজা করিতে হইবে? না, এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে প্রশংসাভাজন হইতে পারে? হে ভীষ্ম! তোমার কথাতে বাসুদেব আপনাকে প্রাজ্ঞেশ্বর ও জগদীশ্বর বলিয়া অভিমান করিতেছে! তোমার সমুদয় বাক্য মিথ্যা হইলেও তোমাকে কিছু বলিতে চাই না। স্তাবকের স্তব অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইলেও, তাহার চাটুকাবিতার জন্য কেহই তাহাকে শাসন করে না। কারণ, যাহার যে প্রকার স্বভাব। ভূলিঙ্গ-শকুনির * ন্যায় কে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলে? তুমি জঘন্য প্রকৃতি, অধার্ম্মিক ও সৎপথচ্যুত! অতএব তুমি যাহাদের মন্ত্রী, কৃষ্ণ যাহাদের পূজনীয়, সেই পাণ্ডবদিগের স্বভাব যে দূষিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ—মোহ প্রযুক্ত বা ক্লীবত্ব প্রযুক্ত, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! ইষ্ট, দান, অধ্যয়ন ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞ এ সমুদয়ে অপত্যফলের ষোড়শাংশও নাই। অপুত্রক ব্যক্তির ব্রতোপবাসাদি

* এক জাতীয় বিলশায়ী পক্ষী বিশেষ;—আকাশে মেঘ দেখিলে ইহারা বিলে শুইয়া পদদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখে। উদ্দেশ্য, মেঘটা পড়িয়া গেলে পদ দ্বারা তাহাকে ধরিয়া রাখিবে, ঘাড়ে পড়িতে দিবে না।

সমুদয় বিফল। তুমিও তাদৃশ অপত্যধনে বঞ্চিত, বৃদ্ধ এবং কপট ধার্ম্মিক। দেখিতেছি, তুমি জ্ঞাতিগণের নিকট হংসের ন্যায় সংহার প্রাপ্ত হইবে!

মহাবল জরাসন্ধ আমার অভিমত রাজা ছিলেন। তিনি দাস বলিয়া বাসুদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই কেশব তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ভীমার্জ্জুন দ্বারা যাহা করিয়াছিল কোন ব্যক্তি তাহা ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? এই দুরাত্মা ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক অদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া জরাসন্ধরাজের প্রভাব দৃষ্টি-গোচর করিয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা জরাসন্ধ এই দুরাত্মাকে পাদ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলে আপনাকে অব্রাহ্মণ জানিয়া তাহা গ্রহণ করে নাই। তিনি কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনকে ভোজন করিতে কহিলে কৃষ্ণ অনৈসর্গিক কাণ্ড করিয়া তুলিল। হে মূর্খ! তুমি ইহাঁকে যে প্রকার মনে করিতেছ, ইনি যথার্থই যদি সেই প্রকার জগতের কর্ত্তা হইতেন, তাহাহইলে ইনি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেছেন না কেন? আমি আশ্চর্যান্বিত হইতেছি যে, তুমি পাণ্ডবগণকে সাধু পথ হইতে আকৃষ্ট করিয়াছ, আর ইহারাও সেই ব্যবহারকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতেছে। তুমি পৌরুষহীন বৃদ্ধ, তুমি যাহাদের সর্ব্বার্থ প্রদর্শক তাঁহাদের গতি এইরূপই হইয়া থাকে।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন শিশুপালের সেই কঠোর বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সরোজ সদৃশ স্বভাববিস্ফারিত ও লোহিতবর্ণ নেত্রদ্বয় ক্রোধভরে অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। রাজগণ তাঁহার ললাটস্থ ত্রিশিখা ভ্রুকুটি ত্রিকূটস্থ ত্রিপথগামিনী গঙ্গার ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি দশনে দশন পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিয়া বোধ হইল যেন যুগান্তরে কালান্তক সমস্ত সংসার গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি ক্রোধ-বেগে উত্থিত হইতেছেন, এমন সময় মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাকে ধারণ করিলেন। বোধ হইল যেন শশিশেখর ষড়াননকে গ্রহণ করিতেছেন! ভীষ্ম বিবিধ গৌরবান্বিত বাক্যে তাঁহাকে নিবারিত করিলে তাঁহার কোপ শান্তি হইল।

ভীমকে কোপাবিষ্ট দেখিয়া শিশুপাল নিজ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া স্থির হইয়া রহিল। কুপিত সিংহ যেমন মৃগকে উপেক্ষা করিয়া থাকে, প্রতাপবান্ শিশুপাল সেইরূপ ভীম পরাক্রম ভীমসেনকে রোষ পরবশ দেখিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা

করত হাসিতে হাসিতে বলিল, হে ভীষ্ম! ইহাকে পরিত্যাগ কর, আমার প্রতাপানলে ভীষ্মপতঙ্গ দগ্ধ হইবে, নরপতিরা তাহা দর্শন করুন।

অনন্তর কুরুশ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞতম ভীষ্ম চেদিরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেনকে বলিলেন:—হে বৃকোদর! অবহিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। চেদিরাজের জন্ম-বৃত্তান্ত শুনিলে ইহার বল-বিক্রম ও তেজোবীর্য্যের অবসান কোথায় তাহা জানিতে পারিবে।

চেদিরাজ শিশুপাল ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে ত্রিনয়ন ও চতুর্ভুজ ছিলেন। এবং জাতমাত্র গর্দ্দভের ন্যায় বিকট চীৎকার করিতে লাগিলেন। পিতা ও বান্ধবগণ বিসদৃশ ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভীত হইয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করেন। চেদিরাজ, তাঁহার ভার্য্যা, অমাত্য ও পুরোহিত আকুল হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দৈববাণী হইল "হে নৃপতে! তোমার শ্রীমান্ পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিল! ইহাতে ভীত হইও না। স্নেহশীল হইয়া প্রতিপালন কর। যম ইহার অন্তক নহে। ইহার প্রাণ কেবল অস্ত্র দ্বারা নিহত হইবে; যিনি ইহার প্রাণ-হন্তা তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন।" দৈববাণী নিবৃত্ত হইলে ইহার জননী অপত্যস্নেহে অত্যন্ত আকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, যিনি আমার এই পুত্রের প্রতি এই আকাশবাণী কবিলেন, তিনি দেবতা বা অন্য যে কেহই হউন, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। তিনি যথার্থতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন, কোন্ ব্যক্তি আমার সন্তানের কালান্তক হইবে, আমি তাহার নাম শুনিতে ইচ্ছা করি। পুনরায় দৈববাণী হইল "হে দেবি! তোমার পুত্র যাঁহার ক্রোড়ে স্থাপিত হইলে পঞ্চ-শীর্ষভুজগপ্রতিম অধিক ভুজদ্বয় স্খলিত হইবে এবং যাঁহাকে দেখিয়া ললাটস্থ তৃতীয় লোচন তিরোহিত হইবে তিনিই তোমার প্রাণাধিকের প্রাণ হরণ করিবেন।

বহু রাজা শিশুকে ত্রিনেত্র ও চতুর্ভুজ এবং তাঁহার প্রতি দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিতে লাগিলেন। চেদিরাজ সমাগত ভূপতিবৃন্দকে সমাদর করিয়া তাঁহাদের ক্রোড়ে পুত্রকে স্থাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে শিশু, সহস্র রাজক্রোড়ে স্থাপিত হইলেও তাঁহার সেই বাহুদ্বয় বা তৃতীয় নেত্র স্থানচ্যুত হইল না। মহাবল বলরাম ও বাসুদেব দ্বারকায় ছিলেন, পিশীমার অদ্ভুত সন্তানের কথা শুনিয়া তাঁহাকে

দেখিবার জন্ত তথায় গমন করিলেন। তাঁহারা ভূপতি ও পিসীমাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে পিতৃস্বসা দেবী যাদবী আনন্দিত হইয়া শিশুপালকে দামোদরের ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপিত হইবামাত্র শিশুর ভুজদ্বয় খলিত ও তৃতীয় নয়ন অন্তর্হিত হইল। তাহা দেখিয়া শিশুপালেব মাতা ভয়ে অত্যন্ত কাতরা হইয়া বলিলেন, হে মহাভুজ! এই ভয়কাতবাকে বর প্রদান কর। তুমি আর্ত্ত ব্যক্তির আশ্বাসন ও ভীত ব্যক্তির অভয়প্রদ। শিশুপাল-জননীর এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনার কোন চিন্তা নাই, আমায় কি কবিতে হইবে, কি বর দিব আজ্ঞা করুন। তিনি বলিলেন, হে যদুপ্রধান! শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কবিতে হইবে। তাহা শুনিয়া বাসুদেব বলিলেন পিশিমা! শোক কবিবেন না, আমি আপনাব পুত্রেব বধোচিত শত অপরাধ ক্ষমা করিব।

ভীষ্ম ভীমকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন হে বীর! মন্দ বুদ্ধি শিশুপাল গোবিন্দের এইরূপ বর প্রদানে দর্পিত হইয়া তোমাকে আহবান করিতেছে।

শিশুপাল যে বুদ্ধিতে বাসুদেবকে আহ্বান করিতেছে, তাহা তাহার নিজের বুদ্ধি নহে, বাসুদেবের ইচ্ছাতেই তাহার এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। হে কৌন্তেয়! এই কুলকলঙ্ক আজ আমার যে প্রকার অবমাননা করিল, পৃথিবী মধ্যে কোন ব্যক্তি সেরূপ কবিতে পারে? শিশুপালে নাবায়ণের যে তেজোভাগ আছে, যাহার প্রভাবে সে দুর্ব্বুদ্ধিপবতন্ত্র ও বলদৃপ্ত হইয়া আমাদিগকে গণনা না করিয়া শার্দ্দুলেব ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। মহারাজ বাসুদেব অচিরেই সেই নিজ তেজঃ পুনর্গ্রহণ কবিবেন।

শিশুপাল ভীষ্মেব বাক্য সহ্য কবিতে না পারিয়া ক্রোধভবে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, ভীষ্ম! তুমি বন্দির ন্যায় উত্থিত হইয়া নিরন্তর যাহার স্তুতিবাদ করিতেছ, আমার প্রভাব সেই কেশবেরই বটে। কিন্তু তোমার মন যদি কেবল পরের তোষামোদ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তবে কেশবকে পরিত্যাগ করিয়া এই ভূপালগণের স্তুতিবাদ কর। নৃপতিপ্রধান বাহ্লীকরাজ দরদের স্তুতি-পাঠ কর, যিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। মহাবীর কর্ণের প্রশংসা কর, যিনি অঙ্গবঙ্গের অধ্যক্ষ ও ইন্দ্রতুল্য বলশালী। যে মহাবাহুর চাপ বিকর্ষণ অতি ভয়াবহ; কুণ্ডলদ্বয় সহজাত, দিব্য ও দেব-নির্ম্মিত;

কবচ বালার্ক সদৃশ, যিনি বাসবের ন্যায় দুর্জ্জয় জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে পরাজিত ও তাঁহার শরীর ভেদ করিয়াছিলেন। এই মহারথ দ্রোণ ও অশ্বত্থামার স্তব কর; যাঁহাদের একজন জাতক্রোধ হইলে চরাচর বিশ্ব নিঃশেষিত করিতে পারেন। সাগরাম্বরা পৃথিবীতে যিনি অদ্বিতীয়, সেই রাজেন্দ্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের স্তুতিবাদ করা কি ন্যায়ানুগত? না বুদ্ধিমানের কার্য্য? কৃতাস্ত্র দৃঢ়বিক্রম রাজা জয়দ্রথ, প্রথিতবিক্রম কিম্নরাচার্য্য দ্রুম, ভরতকুলের শিক্ষক বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য, মহাধনুর্দ্ধর রুক্মিরাজ, ভগদত্ত, যূপকেতু, জয়ৎসেন, মাগধেশ্বর, বিরাট, দ্রুপদ, বৃহদ্বল, শকুনি, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, পাণ্ড্র, শ্বেত, উত্তম, মহাভাগ শঙ্খ, বৃষসেন, বিক্রমশালী একলব্য, মহারথ কালিঙ্গ ও শল্য প্রভৃতি ভূপালবৃন্দের স্তব কর। তোমার জীবন ইহাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে।

তাহা শুনিয়া ভীষ্ম বলিলেন, হে চেদিরাজ! তুমি কি বলিতেছ, আমার জীবন এই রাজগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে? আমি ইহাদিগকে তৃণ-তুল্যও জ্ঞান করি না।

ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া রাজগণ কোপাবিষ্ট হইয়া কেহ উচ্চ হাস্য, কেহবা তাঁহার কুৎসা করিতে লাগিল। কেহ বলিল পাপগর্ব্বিত দুর্ম্মতি ভীষ্ম ক্ষমার যোগ্য নহে, ইহাকে পশুর ন্যায় বধ বা প্রদীপ্ত অনলে দগ্ধ কর।

ভীষ্ম তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, হে নৃপতিগণ! তোমাদের কথা শেষ হইবার নহে। তোমরা আমাকে পশুর ন্যায় হত্যাই কর, আর প্রদীপ্ত অনলেই দগ্ধ কর, আমি তোমাদের মস্তকে এই পদাঘাত করিলাম! আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি; তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহার নিতান্ত মরণ-কণ্ডূতি হইয়া থাকে, তিনি গদাচক্রধারী বাসুদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করুন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি আহ্বানকারীকে রণশায়ী হইয়া অবশ্যই যাদবদেব শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হইতে হইবে।

ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া অতিশয় বলশালী চেদিরাজ বিষম ক্রোধান্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ বাসুদেবকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল, হে জনার্দ্দন! আমি তোমায় আহ্বান করিতেছি, এস, আমার সহিত সংগ্রাম কর, আজ তোমাকে পাণ্ডবগণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করি! হে কৃষ্ণ! তুমি রাজা নহ, তুমি

দাস, তুমি দুর্ম্মতি ও পূজার অযোগ্য পাত্র! পাণ্ডবগণ বালত্ব প্রযুক্ত রাজগণকে উপেক্ষা করিয়া তোমায় পূজ্যবৎ পূজা করিয়াছে। এই অনভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ তাহাদের নিধন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। ইহা বলিয়া শিশুপাল ক্রোধে ভীষণ হুঙ্কার করিতে লাগিল।

তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ মৃদুস্বরে ভূপালগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে ভূপতিবৃন্দ! এই সাত্বতীনন্দন আমাদের পরম শত্রু। এই দুরাত্মা অনপকারী সাত্বতগণের সর্ব্বদা অপকার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই দুরাচার আমার পিশতুত ভাই হইয়াও আমরা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিয়াছি জানিয়া দ্বারকাপুর দগ্ধ করিয়াছিল। ভোজরাজ বিহারার্থ রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলে এই পাপিষ্ঠ তাঁহার সহচরগণের মধ্যে অধিকাংশকে বিনাশ এবং অবশিষ্টকে বদ্ধ করিয়া স্বপুরে গমন করিয়াছিল। আমার পিতার অশ্বমেধানুষ্ঠান সময়ে বিঘ্নোৎপাদন করিবার মানসে রক্ষকগণ পরিবৃত পবিত্র যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করিয়াছিল। এই দুরাত্মা নিতান্ত অননুরক্তা সৌবীর দেশ গামিনী বভ্রু পত্নীকে এবং কাপুরুষের ন্যায় মায়া অবলম্বন করিয়া স্বীয় মাতুল বিশালাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছিল। আমি কেবল পিশীমার অনুরোধেই এই পাপাত্মার দুষ্কর্ম্ম সকল এ পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছি। দুরাত্মা শিশুপাল ভাগ্যক্রমে আজ এই সমুদয় ভূপতি সন্নিধানে উপস্থিত আছে। আজ এই হতভাগ্য আমার প্রতি যে অত্যাচার করিল, ভূপতিগণ সকলেই তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে যাহা যাহা করিয়াছিল তাহাও শ্রবণ করিলেন। এই দুরাত্মা এই বিরাট রাজমণ্ডলীর সমক্ষে আমাকে যে অপমান করিয়াছে, আজ আমি তাহা কোন-ক্রমেই সহ্য করিব না। মূঢ়মতি শিশুপাল যমালয়ে যাইবার জন্য রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু হতভাগ্যের সে প্রার্থনা সফল হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া সভাস্থ ভূপালগণ শিশুপালের নিন্দা করিতে লাগিলেন। শিশুপাল কৃষ্ণের কথা শুনিয়া ভয়ঙ্কর অট্ট হাসি হাসিয়া বলিল, হে মধুসূদন! তোমার ন্যায় নির্লজ্জ ব্যক্তি ভিন্ন কি কেহ আপন স্ত্রীকে অন্যপূর্ব্বা বলিয়া সভা মাঝে স্বীকার করে? যাহাহউক, তোমার ক্রোধে আমার কিছুই হইবে না। যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ক্ষমা করিতে হয় কর, নতুবা তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, তোমার প্রসন্নতায় আমার কোন লাভই নাই।

হতভাগ্য শিশুপালের দম্ভ দর্শন করিয়া নারায়ণ চক্রকে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তিনি উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান্ চক্রপাণি রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শিশুপালের মাতা, ইহার শত অপরাধ ক্ষমার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমিও এপর্য্যন্ত তাহা ক্ষমা করিয়া আসিতেছি। আজ তাহার শত অপরাধ পূর্ণ হইয়াছে। আর এ ক্ষমা বা কৃপার পাত্র নহে। আপনারা দেখুন, আজ আমি আপনাদের সমক্ষেই এই মহত্তম অপরাধে ইহার মস্তকচ্ছেদন করিতেছি। ইহা বলিয়াই চক্রদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিলে সে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় সশব্দে ভূপতিত হইল। তাহার কলেবর হইতে সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া সর্ব্বলোক নমস্কৃত কমল লোচন শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার শরীরেই লীন হইল! ভূপতিগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন! ঈদৃশ অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেও কেহই আর কোন কথা কহিতেও সাহস করিল না। সভাস্থ রাজগণ, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম দর্শনে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির অনুজগণকে চেদিরাজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আদেশ করিলে তাহা সত্বর সম্পন্ন হইল। অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির শিশুপালপুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর মহাতেজা পাণ্ডুপুত্রগণ সেই সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন পরম প্রীতিকর, প্রভূত ধনধান্যযুক্ত মহাক্রতু রাজসূয় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিলেন। মহাবাহু বাসুদেব শার্ঙ্গ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্ব্বক আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির অবভৃথ * স্নান করিলে সমাগত নৃপতিবৃন্দ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনার সৌভাগ্যের সীমা নাই, আপনি নির্ব্বিঘ্নে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। আপনি আজমীঢ় বংশীয় নৃপতিগণের যশোবর্দ্ধন করিলেন। আমরা আপনার মহাযজ্ঞে আসিয়া সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু উপভোগ করিলাম; এক্ষণে অনুমতি করুন স্ব স্ব রাজ্যে গমন করি।

* যজ্ঞাদি সমাপনার্থে বিধিপূর্ব্বক অবগাহন করিয়া স্নানের নাম অবভৃথ স্নান।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে অত্যন্ত প্রীতি পূর্ব্বক পূজা করিয়া ভ্রাতৃগণকে তাঁহাদের রাজ্য সীমা পর্য্যন্ত অনুগমন করিতে আদেশ করিলে প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটের, অর্জ্জুন মহারথ দ্রুপদের, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের, সহদেব মহাবীর সপুত্র দ্রোণের, নকুল সপুত্র সুবলের, দ্রৌপদীনন্দন ও সুভদ্রা তনয়গণ পার্ব্বতীয় ভূপাল ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়রাজের অনুগমন করিলেন।

তৎপরে ব্রাহ্মণগণও বিধানানুসারে সম্পূজিত হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

ভূপাল এবং ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিবার কয়েক মাস পরে, ভগবান্ বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন হে কুরুবংশাবতংস! মহাক্রতু রাজসূয় সম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে অনুমতি করুন আমি দ্বারকায় যাই। তিনি তাহা শুনিয়া বলিলেন, হে গোবিন্দ! তোমার প্রসাদে আমার রাজসূয় সুসম্পন্ন হইল। তোমার প্রভাবেই ক্ষত্রিয় রাজগণ বশীভূত ও সর্ব্বোত্তম উপহার লইয়া আমার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। হে মহাত্মন্! কেমন করিয়া তোমায় বিদায় দিব? তোমা ছাড়া আমি এক মুহূর্ত্তও আনন্দ মনে থাকিতে পারি না। কিন্তু কি করিব তোমাকেও ত দ্বারকায় যাইতে হইবে।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিসীমা কুন্তীর আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রৌপদী ও সুভদ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যুধিষ্ঠিরাদির সহিত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

কৃষ্ণ-সারথি মহাবাহু দারুক মেঘ-বপু নামক রথ আনয়ন করিলে মহামতি বাসুদেব তাহা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সেই গরুড়কেতন রথে আরোহণ করিয়া স্ত্রী ও স্বজনগণ সহ মহা আড়ম্বরে দ্বারকা যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত কিয়দ্দূর অনুগমন করিলে কৃষ্ণ রথবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিলে তিনি শান্ত হইয়া গৃহে ফিরিলেন; শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলে রাজা দুর্য্যোধন ও সুবল নন্দন শকুনি যেন কি মোহের বশে অপূর্ব্ব আকর্ষণে সেই দিব্য সভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন, শকুনি সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মহাসমাদরে সুরসাল চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজ্যে পরম-প্রীতি পূর্ব্বক উদর পূর্ণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।—"একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যেই আজ যুধিষ্ঠির সুবিশাল ধরিত্রীর একচ্ছত্র সম্রাট। কৃষ্ণ যখন শিশুপালের শিরশ্ছেদ করিলেন, তখন একজন নৃপতিকেও একটী কথা কহিতে দেখা যায় নাই। সকলেই ভয়ে সন্ত্রস্ত! কৃষ্ণের কি অভাবনীয় শক্তি! তাঁহার প্রতি পাণ্ডবদিগের প্রীতিই বা কত! সকলেরই সকল মত অগ্রাহ্য করিয়া সহদেব যখন বলিল, "শ্রীকৃষ্ণই এই অগ্র-পূজার অধিকারী। ইঁহার ন্যায় ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত আর কাহাকেও নয়ন-গোচর করি না। অধিক কি সমস্ত দেবতাগণও ইঁহারই স্বরূপ। জীবের উপযুক্ত দেশ, কাল ও ধনাদির সমাগম একমাত্র ইঁহারই প্রসাদে ঘটিয়া থাকে। দেশ, কাল ও পাত্রের বিবেচনায় ইঁহার পূজা করিলেই সমুদয় দেবতারই পূজা করা হয়।

এই বিশ্ব-সংসার ইঁহার আত্ম-স্বরূপ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইনিই এই যজ্ঞ সমূহের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অগ্নি, আহুতি, মন্ত্র, জ্ঞান ও যোগ-সাধনাদি কার্য্য সমূহ একমাত্র ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই আরব্ধ হয়। ইনি জন্ম-কর্ম্মাদির অতীত এক—অদ্বিতীয় হইয়াও আত্ম-স্বরূপে এই অনন্ত সংসারের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন।

যাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষায় তপস্যা ও যোগাদি বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত জনগণ যাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মাদি প্রচুর শ্রেয় লাভ করিয়া থাকে, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ও সর্ব্ব-কর্ম্মফলপ্রদ বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ পূজার উপযুক্ত পাত্র। সর্ব্বতো-ভাবে ইঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই অগ্র-পূজা দান করুন। কৃষ্ণ পূজিত হইলে যাবতীয় ভূতের, এমন কি পূজকের আত্ম-স্বরূপেরও সম্যগ্ পূজা সাধিত হইবে।

দানের অনন্ত ফলের প্রত্যাশা করিলে, সকল জীবের অন্তরাত্মা স্বরূপ সর্ব্বত্র ভেদজ্ঞানবর্জ্জিত কামলোভাদিশূন্য পূর্ণানন্দমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দান করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

ইহা শুনিয়া ত কেহই কোন কথাও বলিতে পারিল না। সভাস্থ মুনি ঋষি ও দ্বিজগণও ত সহদেবের এই কথা একান্তবাক্যে অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাধুবাদই প্রদান করিল।

তাহার পর পাণ্ডবগণের তন্ময়তা ও কৃষ্ণ-প্রীতি!—যুধিষ্ঠির বাসুদেবের পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া সেই বারি পবিত্র জ্ঞানে স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলেন। অনুজ ভ্রাতৃগণ, পত্নী, অমাত্যবর্গ ও অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্বগণের মস্তকেও সেই বারি প্রদান করিলেন।

পীতকৌষেয় বস্ত্রযুগল, মহামূল্য মণিময় আভরণ সমূহ কৃষ্ণকে প্রদান করিয়া আনন্দে এমনই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, আনন্দাশ্রুতে তাঁহার দৃষ্টিরোধ হইল! তিনি কৃষ্ণকে আর সম্যগ্ অবলোকন করিতেও পারিলেন না!

কৃষ্ণকে এই প্রকারে সম্পূজিত দেখিয়া সমবেত জনগণ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল, জয় ও নমস্ শব্দে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়া গেল! ভগবান্ জ্ঞানে সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। দেবতাগণও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

এরূপ কৃষ্ণকে যাহারা সহায়রূপে পাইয়াছে তাহাদের বল বিক্রম—তেজোবীর্য্য সাম্রাজ্য ও সম্পদ যে অতুলনীয় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

একমাত্র অতুল তেজের আধার অমোঘবীর্য্য শিশুপাল ভিন্ন এই সদম্ভ পূজার প্রতিবাদ কেহই করে নাই। মাত্র তিনিই বলিয়াছেন কৃষ্ণ গোপালক, তাহার কোন প্রকার জাতি, আশ্রম বা কুলের নির্ণয় নাই, সে সনাতন ধর্ম্মের বহির্ভূত, স্বেচ্ছাচারী, বিবেকহীন ধৈর্য্যভ্রষ্ট! তাহা শুনিয়াও ত কেহই কোন কথা বলিল না। তাহার পর শিশুপাল হত্যায়, ভয় আরও ঘনীভূত হইল। হায় হায়! পাণ্ডবগণকে পরাজয়ের আর আশা নাই!

শিশুপালের ছিন্ন দেহ হইতে জ্যোতিঃ নির্গমন ও কৃষ্ণ শরীরে প্রবেশ! এই অলৌকিক ব্যাপারেও অনেক মূঢ় ব্যক্তিই মোহিত হইয়াছে। এই ইন্দ্রজালে কৃষ্ণ আপনাতে ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত করিয়া উপস্থিত রাজগণকে ভীত ও চকিত করিয়াছে!

তাহার পর মহাড়ম্বরে রাজসূয় যজ্ঞ যাহা দেখিলাম তাহা ত কল্পনারও অতীত! আমি ধনাধ্যক্ষ, দাতাকর্ণ দানে নিযুক্ত, ভীম পাকশালাধ্যক্ষ, দ্রৌপদী পরিবেশন-ব্যবস্থাকর্ত্রী! সুতরাং নিন্দার অবসর কাহারই নাই।

শিশুপালের নিধনে যজ্ঞের বিঘ্ন-বিনাশ ব্যপদেশে হর্ষোচ্ছ্বাস!—যজ্ঞ সমাপন; গঙ্গায় অবভৃত স্নান! স্নানের কি অপূর্ব্ব ঘটা! অসংখ্য বাদ্যধ্বনি, নর্ত্তকীগণের নৃত্য, গায়কগণের গান, স্বর্ণ-মালাধারী নৃপতিগণের বিচিত্র ধ্বজা ও পতাকাদি পরিশোভিত হস্তী অশ্ব রথে আরোহণ পূর্ব্বক চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে স্নান-যাত্রা; যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, কেকয় ও কোশল-রাজগণের, স্ব স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞের যজমান রাজা যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে লইয়া মেদিনী কম্পিত করিয়া সেই গমন; সদস্য, ঋত্বিক ও ব্রাহ্মণগণের উচ্চকণ্ঠে বেদধ্বনি; দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বগণের পুষ্প-বৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের সম্মান; গন্ধমাল্য ও বিচিত্র মহামূল্য আভরণাদিতে বিভূষিত নর নারীগণের হরিদ্রাদি বিবিধ রসের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিলিপ্ত ও অভিষিঞ্চিত করিয়া সেই আনন্দ বিহার; বারাঙ্গনাগণ নায়কগণ কর্ত্তৃক তৈল, গোরস, গন্ধজল, হরিদ্রা ও আর্দ্র কুঙ্কুমাদি দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া নায়কগণকেও তদ্দ্বারা প্রলিপ্ত করত যে আনন্দোচ্ছ্বাস বর্দ্ধন করিয়াছিল; সৈনিকগণে সুরক্ষিতা রাজ-পত্নীগণ রথারোহণ পূর্ব্বক বিমানচারিণী সুরবনিতাগণের ন্যায় যজ্ঞ-সমারোহ দর্শনার্থ গঙ্গাতীরে উপনীতা হইলেন, তথায় পতির মাতুলের কৃষ্ণ সখাগণ, ভীমাদি ও পতির ভ্রাতৃ স্থানীয় অন্যান্য দেবরগণ এবং সখীগণ কর্ত্তৃক পরস্পর পরিসিঞ্চিত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন! আহা! তখন রমণীগণের সেই সলজ্জ হাস্য বিকসিত বদন চন্দ্র কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছিল! আবার চর্ম্ম-নির্ম্মিত উদক-সেচনপাত্র দ্বারা দেবর ও সখিগণের অঙ্গে জল সেচন উপলক্ষে তাঁহাদের নিজেদের পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র জলসিক্ত হওয়ায় গাত্র, কুচভাগ, উরু ও মধ্যদেশ স্পষ্ট পরিদৃষ্ট ও আনন্দোৎসুক্য নিবন্ধন চঞ্চলতা হেতু তাঁহাদের কবরী হইতে পুষ্প সমূহ বিগলিত হইতেছিল! তাঁহাদের তাদৃশ মধুর বিহার ও অঙ্গাবয়ব দর্শনে ফুলধনুর ফুলশরে কাহার না হৃদয় মথিত হয়?

রাজা যুধিষ্ঠির অত্যুত্তম অশ্ব-সংযোজিত সুবর্ণ-হারাদি পরিশোভিত রথে আরোহণ করত বনিতাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরিকর্ম্ম ক্রিয়া সমূহে সুশোভিত যজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত হইয়াছিলেন। ঋত্বিকগণ পত্নীসংযাজ নামক যাগোপলক্ষিত অবভৃত সম্বন্ধীয় কর্ম্ম সমুদয় শেষ

করিয়া দ্রৌপদীসহ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আচমন করাইয়া গঙ্গাজলে স্নান করাইলেন।

তাঁহাদের স্নানের পর অন্যান্য সমস্ত লোক গঙ্গায় অবগাহন করিয়া স্নান করিল। সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!

স্নানের পর রাজা নূতন ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিয়া নানাবিধ অত্যুত্তম আভরণে ভূষিত হইলেন; এবং অত্যুত্তম বসন ও ভূষণ দ্বারা ঋত্বিক, বিপ্র ও সদস্যগণের পূজা করিলেন। তিনি রাজন্যবর্গ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, সুহৃদ্ মিত্র, বন্ধু বান্ধবাদি সকলকেই আদরাতিশয়ে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা যথেষ্ট পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যুবকগণ মণিময় কুণ্ডল, সুপুষ্পমালা, উষ্ণীষ, কঞ্চুক সূক্ষ্মবস্ত্র ও হারাদিতে বিভূষিত হইয়া মর্ত্ত্যধামে অমরবৃন্দের ন্যায় শোভা ধারণ করিল, এবং যুবতী রমণীগণও স্বচ্ছকুণ্ডল, কনক মেখলা এবং অলকাশোভিত বদনকমলের শোভায় অপূর্ব্ব দীপ্তি লাভ করিল!

চরিত্রবান্ ঋত্বিক, সদস্য, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি প্রজাবৃন্দ, সমাগত নৃপতিগণ, দেবর্ষিগণ, পিতৃলোক, ভূত সমূহ এবং অনুচরবর্গ সহিত লোকপালগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বিশেষ সম্মান লাভে পরিতুষ্ট হইয়া সানন্দে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এত বড় মহোৎসবে কাহারই কোন মনঃক্ষোভের কারণ উপস্থিত হয় নাই। সর্ব্বজনের আশীর্ব্বাদে যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী যে সর্ব্বদা সুপ্রসন্নাই থাকিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

ইহা চিন্তা করিয়া দুর্য্যোধন ক্ষোভ ও দুঃখে এবং ঈর্ষা ও বিদ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল!

চির-শত্রু শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাচ্ছলে যাহা বলিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে ইদানীন্তন বাসুদেবই বাল্যকালে শকটভঞ্জন, পুতনা ও বৎসাসুর বধ এবং গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি লীলা করিয়াছেন। ভীষ্ম পুতনাবধাদি কীর্ত্তন করিলে শিশুপাল পুতনাকে শকুনি বলিয়া পরিহাস করিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণকে স্ত্রী ও গোহত্যাকারী বলিয়া, পাপভাগী করিল। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পুতনাকে পরিহাসচ্ছলেই "শকুনি" বলিয়াছে। নতুবা পুতনাবধ জন্য যে স্ত্রী হত্যা; শ্রীকৃষ্ণকে তাহার পাপভাগী বলিয়া উল্লেখ করিত না। অতএব

ইনিই যে, ব্রজের সেই কৃষ্ণ তাহাতে আর সংশয় নাই। মতিমান্ মহাতেজস্বী চিরকুমার ভীষ্মও সেই বিশাল রাজ-সভা মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের এ সমুদায় বাল্য-লীলা বর্ণন করিয়া তাঁহার মহামহিমাময় চরিত্র কীর্ত্তন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, এই বিপুল রাজ-সভায় মহামনস্বী অতি বড় প্রশান্ত চরিত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, এবং শিশুপাল কৃত কৃষ্ণনিন্দা শুনিয়া পরম ভাগবত অব্যক্ত অচিন্ত্য সত্যসনাতন পুরাতনঋষি দেবর্ষি নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণেব প্রতি তাঁহাদের যে প্রগাঢ় প্রেমভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই তাহার অকাট্য প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে পাঠককে আর একটী মনোরম আখ্যায়িকা শুনাইতেছি ;—

বসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণার্থ বলদেবকে বলিলেন, আপনি মার্কণ্ডেয় মুনিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসুন। কিন্তু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি যদি কিছু বলেন, তবে তাঁহাব কোন কথার উত্তর না দিয়া চলিয়া আসিবেন।

বলদেব তদর্থে গমন করত তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি নিমন্ত্রণ করিলেন। বলদেব তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন ;—বলিলেন এত বড় স্পর্দ্ধা। ছোট লোক—নীচ জাতি গোপের অন্নপুষ্ট হইয়া আমাকে নিমন্ত্রণ? ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা যদি জানিতিস্ তাহা হইলে এ সাহস হইত না! দূর হ বেটা দূর হ! ইত্যাদি!” হলধর তাঁহার এই প্রকার কটূক্তি শুনিয়া ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিষেধ বাক্যেও আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার আশ্রমকে হল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে মনস্থ করিলেন। যেমন মনন, অমনই কার্য্য! হলাকর্ষণে আশ্রম কাঁপিতে লাগিল! তাহা সমুৎপাটনেব ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্মা নারদাদি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিলে তিনি হল লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার ক্রোধ ও কটূক্তির কথা বলিয়া রোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, দাদা! এই জন্যই ত তোমায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। যাহাহউক, কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে, ক্রুদ্ধ হইলে

চলিবে না। কারণ আমরা যে কুলে জন্মিয়াছি তাহা ক্ষত্রিয়কুলের নীচ এবং আমরা বৈশ্য গোপেরও অন্নপুষ্ট, সুতরাং আমরা একপ্রকার পতিত। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। ব্রাহ্মণ পরম পবিত্র; ঘুণাক্ষরেও কোন প্রকার পাপ স্পর্শ হইলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হয়!

অত্যল্প পাপৈর্বিপদ শুচীনাং পাপাত্মনাং পাপশতেন কিংবা।
গোমূত্রমাত্রেন পয়ো বিনষ্টং তক্রস্য গোমূত্রশতেন কিংবা॥

যেমন বিন্দুমাত্র গোমূত্রে বহুল পরিমাণ দুগ্ধ নষ্ট হয় কিন্তু ঘোলে শতবিন্দু গোমূত্র পড়িলেও তাহার কিছুই হয় না; তদ্রূপ পবিত্রাত্মাদিগের অত্যল্প পাপই বিপদ স্বরূপ। পাপাত্মাদিগের শত পাপেও তাহাদের কোন বিকারই ঘটে না।

অতএব ব্রাহ্মণের দোষ নাই, তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। আবার তিনি সপ্তকল্পান্তজীবী মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ! তিনি অনায়াসে তোমার বলবীর্য্য ও তেজকেও সংযত করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তে শত শত আশ্রম সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহার ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা বড়ই ক্ষমাশীল। ব্রহ্মতেজের হানিজনক কোন কার্য্য কখনই করেন না। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলে কোন ব্রাহ্মণই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না! অতএব, দাদা! আপনাকে আর একবার যাইতে হইবে।

ইহা বলিয়া তাঁহাকে কতক শান্ত করিলেন। মহাতেজস্বী রাম বলিলেন, আমি আর যাইব না। ইচ্ছা হয় তুমি নিজে যাও। শ্রীকৃষ্ণ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, আর একবার যাও দাদা, এ সব কার্য্য ত তোমারই; তুমিই জগৎ কর্ত্তা। তুমি আত্ম-বিস্মৃত হইতেছ কেন? জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ত তোমারই ইচ্ছাধীন। জগতে তোমার উপর কথা কহিবার কে আছে? আজ যে মার্কণ্ডেয় মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমায় দশ কথা শুনাইয়াছে, সে অধিকার ত তুমিই তাহাকে দিয়াছ। এ জগৎ যে তোমারই ক্রীড়া ক্ষেত্র! কর্ত্তাকে অনেক সহিতে হয়, নতুবা লীলা খেলা হয় না। তবে এবার তোমায় নিমন্ত্রণ করিতে হইবে না, কেবলমাত্র এই কথা বলিবেন যে, কৃষ্ণ আপনাকে

বলিতে বলিস, যে কুকুরের দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করে তাহার অপেক্ষা আমরা কি নীচ? আমরা ত মানুষের দুধ, মানুষের অন্ন খাইয়াছি।" এই কথা বলিয়াই চলিয়া আসিবেন, দাঁড়াইবেন না।

বলদেব কৃষ্ণের অনুনয়ে অগত্যা মুনির আশ্রমে গমন করিলেন এবং এ কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মার্কণ্ডেয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া পুনঃপুনঃ তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরে আহ্বান করিয়া আশ্রমে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বলদেব কৃষ্ণের কথামত তাহাতে সম্মত না হইলে তিনি অতিশয় নম্রতার সহিত বলিলেন, আমি দোষ করিয়াছি, কিছু মনে করিবেন না; শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার বিরুদ্ধ ধারণা ছিল। যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণকে বলিবেন আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম, গ্রহণ করিলাম, গ্রহণ করিলাম।

বলদেব ঋষির এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ এই কথা আগে বলিলেই ত হইত; তাহা হইলে ত আর এত অনর্থ হইত না। যাহাহউক, ব্যাপারটা কি? কুকুরের দুধের কথা বলা, আর একবারে জল! ইহা ভাবিয়া বলদেব আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপারটা কি? তোমার কথা যেমন বলা, অমনি একবারে জল! আমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসা, অনুনয়, বিনয়, নিমন্ত্রণ গ্রহণে আগ্রহ ও ত্রিসত্য! আমি ত ইহার কিছুই বুঝিলাম না। আগে বলিয়া দিলেই ত সব গোল চুকিয়া যাইত।

শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, দাদা! আমার এই কৃষ্ণ শরীরকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মার্কণ্ডেয় ঋষির বিশ্বাস ছিল না। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন কি না, তাহাই জানিবার জন্য আগে ওকথা বলি নাই। এক কল্পান্তে যখন সমুদয় জগৎ কারণ-সলিলে মগ্ন হইয়া যায়, তখন তাঁহার আশ্রমটীমাত্র দ্বীপরূপে জলে ভাসিতে ছিল। পরে তাহাও সলিল মগ্ন হইলে, তিনিও সলিলে ভাসিতে লাগিলেন। সেই সলিলে আমিও বটপত্রে অতি ক্ষুদ্র শিশুরূপে অবস্থান করিতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কল্পান্তে সকলেই নিঃশেষ হইয়াছে, জগতে আর কেহই নাই। একমাত্র আমিই কল্পান্তজীবী। তবে এ আবার কে? তাঁহার এইরূপ চিন্তার সময় আমি আনন্দে জলের ফুৎকার

করিতে করিতে জলের সহিত তাঁহাকেও আমার উদর মধ্যে আকর্ষণ করিলে তথায় তাঁহার আশ্রম ও প্রচুর খাদ্যাদির সহিত আপনাকে দর্শন করিয়া কিয়ৎকাল বিস্মিত হইলেন। পরে সমুদয় তুলিয়া গিয়া আশ্রম আশ্রয় করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন; এবং আমাকেও ভুলিয়া গেলেন! আমি কে তাহা জানিতে পারিলেন না। আমি তাঁহাকে ফুৎকারের দ্বারায় পুনরায় জলে নিক্ষেপ করিলে তখন আমার বিষয় তাঁহার ধারণা হইল। এবং অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বলিলেন, আমাকে সপ্তকল্পান্তজীবী করিয়াছেন, এখন ত জগৎ লয় হইয়াছে; আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, আমায় আহার দিন। আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত অস্থির হইতেছি। তাঁহার কাতর প্রার্থনায় আমি মায়াদ্বীপ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, ঐ দ্বীপে যান, ওখানে এক কুকুরীর পাঁচটী বাচ্ছা হইয়াছে। তাহারা পাঁচটা বাঁটে দুধ খাইতেছে; একটা বাঁট খালি আছে, আপনি গিয়া ঐ দুধ খাইয়া জীবন ধাবণ করুন। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্ষুধার তাড়নায় তাহাই খাইয়া জীবন ধাবণ কবিতে লাগিলেন। এ কথা আমি এবং তিনি ভিন্ন আর কেহই জানিত না। কারণ তখন জগতে আর কেহই জীবিত ছিল না। সেইজন্য এ কথাটী বলিয়া দেওয়ায় আমি যে সেই, এই বিশ্বাস হইয়াছে এবং নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবাব জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

—(০)-

দ্যূত ক্রীড়া।

রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার পর এক দিবস সশিষ্য ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন; এবং যথাবিধি পূজা করিলে ব্যাসদেব বলিলেন, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমা হইতে কুরুবংশের যশোপ্রভা সমুজ্জ্বল হইল। এক্ষণে আমি তোমায় আমন্ত্রণ করিতেছি, শীঘ্রই প্রস্থান করিব।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে পিতামহ! দেবর্ষি নারদের কথায় আমার বড়ই ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, দিব্য, অন্তরীক্ষ ও পার্থিব ত্রিবিধ উৎপাত উপস্থিত হইবে। শিশুপালের পতন হওয়াতেই কি তাহার নিবৃত্তি হইল?

অনাগতমতীতঞ্চ বর্ত্তমানমতীন্দ্রিয়ং।
বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক্ পশ্যন্তি যোগিনঃ॥

আপনারা (যোগিগণ) ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত অতি দূর বা অন্তরালবর্ত্তী সমুদয় বিষয়ই প্রত্যক্ষের ন্যায় দর্শন করিয়া থাকেন। হে পিতামহ! আমার যে দুরূহ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ব্যতীত তাহার মীমাংসা করে এমন কেহ নাই। অতএব কৃপা পূর্ব্বক তাহা অপনোদন করুন।

তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, হে রাজন! ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী এই ত্রিবিধ উৎপাত হইবে। দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বলে তোমাকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয় ভূপতি কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে রাজেন্দ্র! নিশাবসানে তুমি স্বপ্ন দেখিবে, ত্রিপুরান্তক মহাদেব বৃষভারূঢ় হইয়া শূল ও

পিণাক ধারণ পূর্ব্বক শমনাধিষ্ঠিত দক্ষিণদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন! তাহাতে তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না; কারণ, কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অপ্রমত্ত, স্থিতিমান্ এবং দমপরায়ণ হইয়া পৃথিবী পালন কর। আমি এক্ষণে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করি।

ইহা বলিয়া ভগবান্ ব্যাস সশিষ্য প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুল হইয়া বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, পৌরুষ দ্বারা দৈব অতিক্রম করা অতীব দুরূহ কার্য্য। মহর্ষি যাহা বলিলেন তাহা অবশ্যই ঘটিবে। ইহা চিন্তা করিয়া ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, হায়! হায়! আমিই সমুদয় ক্ষত্রিয় বিনাশের নিমিত্ত-কারণ হইলাম। হে ভ্রাতৃগণ! আজ হইতে আমি ভ্রাতৃগণ বা ভূপতিগণের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ বা রূঢ় আচরণ করিব না। জ্ঞাতি ও আত্মীয় স্বজনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া যোগ সাধন করিব। কি পুত্র, কি নিকৃষ্ট ব্যক্তি সকলের প্রতিই সমান ব্যবহার করিব তাহা হইলে আর কোনরূপ বিবাদের আশঙ্কা থাকিবে না। সুহৃদ্ভেদ হইতেই সংগ্রামের উদ্ভব হয়। যাহাতে সকলের প্রিয় কার্য্য করিতে পারি সর্ব্বদা সেইরূপ ব্যবস্থাই করিব তাহা হইলে আর কোনরূপ অনর্থোৎপাদনের সম্ভাবনা থাকিবে না।

যাহা অপরিহার্য্য, তাহা সহস্র চেষ্টাতেও নিবৃত্ত হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়নাশের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া যথাবিধি সাবধানতা অবলম্বন করিলেও কালচক্রে বিঘূর্ণিত দুর্ব্বিনীত ক্ষত্রিয় রাজগণের কর্ম্মফলের ভোগ সময় উপস্থিত! বিধির নির্ব্বন্ধে মহারাজ নিমিত্ত-কারণ; আর স্বয়ং চক্রী শ্রীকৃষ্ণ ফলদাতা রূপে সমাগত। সুতরাং চক্রীর চক্র মহারাজের বুদ্ধি স্তম্ভিত করিয়া তাহা নূতন আকারে নব ভাবে নূতন পথ ধরিয়া আগমন করিল। তিনি যে নিমিত্ত-কারণ তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিলেন না।

রাজা দুর্য্যোধন শকুনির সহিত ইন্দ্র প্রস্থে অবস্থান করিতে লাগিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজচক্রবর্ত্তীত্ব, অসংখ্য দাসদাসী, অপরিমেয় রত্নধন, অতুলনীয় রম্য হর্ম্ম্য এবং তাহাদের অচিন্ত্যপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৌশল ও দেবসভা সদৃশ পরম মনোহর, অত্যদ্ভুত মণিকাঞ্চনময় অশ্রুতপূর্ব্ব রাজসভা যতই দর্শন, স্পর্শন ও চিন্তা করিতে লাগিল, ততই বিদ্বেষ-বিষে তাহার হৃদয়

জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার উপর আবার অপমান!—ময়দানব রাজসভা এমনই কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তাহা দুর্য্যোধনের ন্যায় মহাবিলাসী পরমৈশ্বর্য্যশালী রাজাকেও বিষম ধাঁধায় ফেলিয়া দিল! রাজা দুর্য্যোধন সভামধ্যে কোথাও স্থলভ্রমে জলে পড়িয়া জলমগ্ন হইয়া লাঞ্ছিত হইতেছে, কোথাও জলভ্রমে স্থলেই পরিচ্ছদ উত্তোলন করিয়া গমনে কিঙ্কর সহিত ভীমাদির উচ্চ হাস্যে লজ্জিত হইয়া ম্রিয়মান হইতেছে! কোথাও দ্বার ভ্রমে প্রাচীর গাত্রে মস্তক আহত হইতেছে, কোথাও প্রাচীর ভ্রমে দ্বারদেশ দিয়া নীচে পড়িয়া দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে! রাজা যুধিষ্ঠির তাহাকে সলিলসিক্ত দেখিয়া শুষ্ক বস্ত্র আনাইয়া দিতেছেন, আহত হইতে দেখিয়া শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং অত্যন্ত সহানুভাবক ভাবে সঙ্গে লইয়া সভার প্রাচীর, দ্বার, প্রাঙ্গন, ও জলস্থলভাগের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। তাঁহাদের সহানুভূতি দেখিয়া দুর্য্যোধন উত্তরোত্তর ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে! সে শত বার দেখিয়াও সভার বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছে না। যখন এইরূপে পুনঃপুনঃ উপহসিত ও লজ্জিত হইতে লাগিল, তখন আর তথায় অবস্থান না করিয়া হস্তিনায় প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

আহত-করচরণমস্তক দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের অতি আদরে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া উপহার স্বরূপ অতুল ধনরত্ন ও পরিচ্ছদাদি সঙ্গে লইয়া যখন রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া মনোরম রথে রাজপথে উপস্থিত হইল, তখন তাহার অন্তরের পুঞ্জীভূত রোষবহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে তন্ময় হইয়া গভীর চিন্তায় দগ্ধ হইতেছে! এমন সময় মাতুল শকুনি তাহাকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিলেও উত্তর না পাইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বুঝিলেন ভাগিনেয় গভীর চিন্তামগ্ন! তিনি বলিলেন, দুর্য্যোধন! তোমার এরূপ গভীর চিন্তার কারণ কি? সে বলিল, মাতুল! পাণ্ডবগণের রাজৈশ্বর্য্য, একচ্ছত্রপতিত্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব সম্রাট-প্রভাব ও রত্নসভা দর্শন করিয়া দুঃখকষ্টে আমার দেহ জর্জ্জরিত হইতেছে! আমার জীবনে প্রয়োজন নাই! আমি না স্ত্রী, না পুরুষ! কারণ, স্ত্রী হইলে এমন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না, এবং পুরুষ হইলে অবশ্যই প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। যুধিষ্ঠিরের মহাজনোচিত রাজলক্ষ্মী দেখিয়া বুঝিলাম দৈবই প্রধান, পৌরুষ নিরর্থক। আমি আর

এ তাপ সহ্য করিতে পারিতেছি না। এইরূপ ভাবে জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আপনি আমাকে প্রাণ পরিত্যাগে অনুমতি দিয়া পিতাকে ইহা নিবেদন করিবেন।

দুর্য্যোধনের এই প্রকার ঈর্ষাবিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত পবিতাপ বাক্য শুনিয়া শকুনি বলিলেন, দুর্য্যোধন! পাণ্ডবগণ আপনাদেব অংশ ভোগ কবিতেছে এজন্য তোমাব ক্রুদ্ধ হওয়া সঙ্গত নহে। তাহাবা সর্ব্ব বিষয়েই রাজোচিত গুণশালী ও বিবিধ বিধানজ্ঞ। তুমি পূর্ব্বে তাহাদিগের প্রাণবধেব কত উপায়ই অবলম্বন কবিয়াছিলে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পাব নাই। দৈব তাহাদেব সহায়। তাহাবা দ্রৌপদীকে ভার্য্যা এবং প্রভূত শক্তিশালী সপুত্র দ্রুপদ ও অমিত তেজস্বী কেশবকে পৃথিবী লাভেব সহায় স্বরূপ পাইয়াছে। তাহাবা পৈতৃক অংশ লাভ করিয়া আপনাদের ভুজবীর্য্যে রাজ্যৈশ্বর্য্য সুবিস্তৃত কবিয়াছে! কৃষ্ণেব কৃপায় অগ্নি বরুণ প্রভৃতি হইতে দেবশস্ত্র সমূহ লাভ করিয়া অজেয় হইয়া উঠিয়াছে! ময়দানব সভা নির্ম্মাণ করিয়াছে; তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কিঙ্কব নামক বাক্ষসগণ তাহা বহন কবিতেছে; ইহাতে তোমাব সন্তাপ বা ক্রোধেব কাবণ কি? তুমি যে বলিতেছ তোমাব সহায় নাই। ইহা তোমাব ক্ষুব্ধ চিত্তেব ভ্রম মাত্র। কাবণ ভ্রাতৃগণ তোমার অনুগত, মহা ধনুর্দ্ধব বীর্য্যবান্ দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, গৌতম, আমি, আমার সহোদরগণ, রাজা সৌমদত্তি সকলেই তোমাব পবম সহায়। তুমিও অমিত তেজে অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় কর।

তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, মাতুল! আপনি আদেশ করুন, আপনাদের সাহায্যে আজই আমি পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব। তাহারা পবাজিত হইলেই অখণ্ড ভূমণ্ডল, সমস্ত মহীপাল ও মহাধন সভা আমাব অধিকৃত হইবে।

শকুনি বলিল, ধনঞ্জয়, বাসুদেব, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও সপুত্র দ্রুপদকে পরাজয় করা দেবগণেবও অসাধ্য। তাহাদিগকে বলে পরাজিত করা যাইবে না, কৌশল অবলম্বন কবিতে হইবে। বাজা যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়াসক্ত অথচ তাহাতে তাঁহার তাদৃশ নৈপুণ্য নাই। তাঁহাকে পাশক্রীড়ায় আহ্বান করিলে, না বলিতে পারিবে না। আমার ন্যায় পাশক্রীড়ায় দক্ষ আর কেহ

নাই। আমি ক্রমে ক্রমে পণ রাখিয়া তাঁহার রাজ্য সম্পদ সমুদয়ই হরণ করিব। তুমি তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করাও। তাহা শুনিয়া দুর্যোধন বলিল, আপনিই তাঁহাকে বলিবেন, আমি সেই দুর্দ্ধর্ষ ভূপালকে জানাইতে পারিব না।

অনন্তর যথাসময়ে শকুনি দুর্যোধন সহ হস্তিনাপুরীতে উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমুদয় নিবেদন করিলে তিনি দুর্যোধনকে তাহার সন্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্যোধন বলিল, পাণ্ডবগণের অপূর্ব্ব রাজশ্রী ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব প্রভাব লক্ষ্য করিয়া আমার অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের রাজ্যৈশ্বর্য্যের নিকট হীনপ্রভ হইয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আপনি যদি ইহার কোন প্রতিবিধান না করেন তাহা হইলে আমি কাপুরুষের ন্যায় জীবন যাপন না করিয়া দেহত্যাগ করিব।

তাহা শুনিয়া শকুনি বলিলেন, বলে পাণ্ডবগণকে পরাজিত করা যাইবে না, কৌশলে তাহাদিগকে পরাজিত করিব। আপনি পাণ্ডবগণকে হস্তিনাপুরে আহ্বান করুন; আমি যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান করিব।

শকুনির কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, আচ্ছা! আমি মহাবিজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞ বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া যথাকর্ত্তব্য করিব।

তাহা শুনিয়া শকুনি বলিল, বিদুর অক্ষক্রীড়ার বিরোধী। তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে নিবারণ করিবেন।

দুর্যোধন বলিল আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন। আমি পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্য্য-প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারিতেছি না। আপনি তাহাদের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় বিশেষরূপ অবগত নহেন বলিয়াই এরূপ বলিতেছেন। তাহাদের সহস্র সহস্র দাস দাসী। প্রত্যহ দশ সহস্র ব্যক্তি স্বর্ণ-পাত্রে তাহাদের গৃহে উত্তমান্ন ভোজন করিয়া থাকে। কাম্বোজেরা যুধিষ্ঠিরকে উৎকৃষ্ট কম্বল, করিণীগর্ভ-সম্ভূত শত সহস্র অশ্ব, ত্রিশত উষ্ট্র ও বামী প্রদান করিয়াছে। রাজগণ পূজোপকরণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগত হইয়া যে ধনরত্ন রাশি উপহার দিয়াছেন তাহা কখনও দর্শন বা শ্রবণও করি নাই।

স্বর্ণময় কমণ্ডলুধারী শত শত পথিক ব্রাহ্মণ গাভী সমূহের সহিত প্রভূত উপহার লইয়া প্রবেশ করিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন।

অঙ্গরাঙ্গনাগণ অমররাজের নিমিত্ত যেমন মধু ধারণ করিয়া থাকে, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত তাঁহারাও সেইরূপভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাসুদেব বহু রত্ন বিভূষিত মহামূল্য শৈক্য ও প্রধান শঙ্খ গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন। শৈক্য লইয়া কেহ কেহ পূর্ব্ব সাগরে, কেহ কেহ দক্ষিণ সাগরে, কেহ বা পশ্চিম সাগরে গমন করিল। উত্তর সাগরে পক্ষী ব্যতীত কাহারই গতিবিধি নাই—কিন্তু হে পিতঃ! কেমন আশ্চর্য্যের বিষয়, অর্জ্জুন সেখানেও গমন করিয়া অপরিমিত ধন আহরণ করিয়াছে। লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন কার্য্য সম্পন্ন হইলে একবার শঙ্খনাদ হয়। এইরূপ শঙ্খধ্বনি প্রতিনিয়তই হইয়াছিল। আমি মুহুর্মুহুঃ শঙ্খনাদ শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছিলাম। বাহ্মণগণ বৈশ্যের ন্যায় যেরূপ অজস্র রত্নধন লইয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পরিবেশক হইয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। যুধিষ্ঠিরের যেরূপ রাজলক্ষ্মী, দেবরাজ, যম, বরুণ বা গুহ্যকাধিপতিরও সেরূপ নহে। কাপুরুষেরাই অশন বসনে পরিতৃপ্ত ও অমর্ষ শূন্য হয়। হে রাজেন্দ্র! এই সামান্য রাজলক্ষ্মী আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। আমি যুধিষ্ঠিরের সমুজ্জ্বলা রাজলক্ষ্মী ও সমস্ত পৃথিবী তাহার বশবর্ত্তিনী দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। আমি অত্যন্ত পাষাণ হৃদয় সেইজন্য এইরূপ দুঃখেও জীবিত আছি। যুধিষ্ঠির নিকেতনে কদম্ব, চিত্রক, কোকুর, কারস্কর ও লোহজঙ্ঘ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল ফলপুষ্প-ভারে আনত রহিয়াছে। হিমগিরি হিমালয়, সাগর ও অন্যান্য কতিপয় জলপ্রায় ভূমি, ইহারা সকলেই রত্নাকর। এই সমস্ত রত্নাকর যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধ গৃহের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছে। হে রাজন! যুধিষ্ঠির আমাকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ জানিয়া সৎকার পূর্ব্বক বহু সমাদরে রত্ন পরিগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছিল। তথায় এত মহামূল্য রত্ন সমূহ সঙ্কলিত হইয়াছিল যে আমি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। আমি রাজন্যবর্গের উপহার প্রদত্ত রত্ন সমূহ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি পরিশ্রান্ত হইলে ভূপালগণ রত্ন সমূহ হস্তে লইয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ময়দানব বিন্দু সরোবরের রত্নরাশি দ্বারা এরূপ স্ফাটিক-দলশালিনী প্রস্ফুটিত পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়াছে যে, তদ্দর্শনে আমি সলিলস্থ প্রফুল্ল কমল বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম, এবং সলিল ভ্রমে সভাকুট্টিমেই আপনার পরিচ্ছদ উত্তোলন করিলে বৃকোদর আমাকে শত্রু সম্পত্তি দর্শনে বিভ্রান্ত এবং

রত্নামভিজ্ঞ মনে করিয়া উপহাস করিয়াছিল। আমি সমর্থ হইলে সেইখানেই তাহাকে নিপাতিত করিতাম, কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করিলে আমাকেও শিশুপালের অনুগমন করিতে হইত, সন্দেহ নাই। হে পিতঃ! সেই শত্রুর উপহাস আমাকে দগ্ধ করিতেছে। হে মহারাজ! আমি পুনবার সেইরূপ জলশালিনী দীর্ঘিকাকে সভাস্থলী মনে করিয়া তাহাতে পতিত হইয়াছিলাম। আমাকে পতিত দেখিয়া, কৃষ্ণ, পার্থ, দ্রৌপদী ও অন্যান্য স্ত্রীগণ মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রদান করত হাস্য করিতে লাগিল। সমধিক দুঃখের বিষয় এই যে, কিঙ্করগণ আমাকে আর্দ্রবস্ত্র দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাহার বস্ত্রাগার হইতে অত্যুত্তম বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল। দ্বার ভ্রমে প্রবেশ করিতে গিয়া ভিত্তি-শিলায় ললাট আহত হইলে নকুল দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক আমায় গ্রহণ করিল, সহদেব পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, হে রাজন! এই দ্বার, এই দিকে আসুন, ভীমসেন হাসিতে হাসিতে কহিল ঐ দিকে দ্বার; এই সকল কারণে আমি অত্যন্ত লজ্জিত, মর্ম্মাহত ও ম্রিয়মান হইয়াছি। আপনি নিবৃত্ত হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

অপত্য স্নেহে হতজ্ঞান ধৃতরাষ্ট্র অনুচরবর্গকে কহিলেন, "শিল্পিগণকে আনাইয়া সহস্র স্তম্ভ শোভিত হেমবৈদূর্য্য খচিত শত দ্বারবিশিষ্ট ক্রোশায়ত লোচনমনোহর এক সভা নির্ম্মাণ করাও, পরে তাহা রত্নাস্তরণ মণ্ডিত ও সুপ্রবেশ্য করিয়া আমায় সংবাদ দিবে।"

দুর্য্যোধনের পরিতাপ শান্তির নিমিত্ত অপত্য স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া ধৃতরাষ্ট্র এরূপ আদেশ প্রদান করিলেও দ্যূত বা অক্ষক্রীড়া নানা দোষের আকর জানিয়া বিদুরের অভিমত জিজ্ঞাসার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তিনি আসিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাদ-বন্দনা করিয়া কহিলেন, হে রাজন! অক্ষক্রীড়া কলহের দ্বার এবং বিনাশের মুখ স্বরূপ, আপনি কখনই ইহা অনুমোদন করিবেন না। যাহাতে পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত না হয়, তাহাই করুন। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, হে বিদুর! যদি দেবগণ অপ্রসন্ন হয়েন তথাপি আমার পুত্রগণের মধ্যে কলহ হইবে না। আমি, তুমি, দ্রোণ ও ভীষ্ম সন্নিহিত থাকিতে কোন প্রকার দ্যূত জনিত অবিনয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি অদ্যই দ্রুতগামী রথে গমন করিয়া খাণ্ডব-প্রস্থ হইতে যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর।

হে বিত্র! আমার এ ব্যবসায় বলিও না। দৈবই প্রধান, দৈব হইতেই এই ঘটনা ঘটিতেছে।

ধীমান্ বিদুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অতি দুঃখিত অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে করিতে মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন।

সভা নির্ম্মাণের আদেশে উৎসাহিত হইয়া মহাখল দুর্য্যোধন অব্যবস্থিত চিত্ত পিতাকে উত্তেজিত করিবার জন্য পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনায় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। বলিল, মহারাজ! ভূপালগণ যুধিষ্ঠিরকে যে সমস্ত অমূল্য বস্তু উপহার দিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমরা সেই সমুদয় রত্ন কখন চক্ষে দেখি নাই, এমন কি শ্রবণও করি নাই।

কাম্বোজ-রাজ ঊর্ণা নির্ম্মিত সামদ্রিক বিড়াললোম রচিত কাঞ্চন সদৃশ পরিষ্কৃত অত্যুত্তম পরিচ্ছদ সমূহ প্রদান করিয়াছেন। শত সহস্র গোসেবী ব্রাহ্মণ ও দাস যুধিষ্ঠিরের প্রীতির জন্য বিচিত্রবর্ণ শত শত উষ্ট্র, বড়বা (ঘোটকী) রাশীকৃত উপহার, স্বর্ণ কমণ্ডলু ও কার্পাসিক দেশবাসিনী লক্ষ দাসী সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল। যাহারা সিন্ধু পারে ও সমুদ্র সন্নিহিত উপবনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যাহারা ইন্দ্রকৃষ্ট ও নদীমুখ ধান্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই বৈরাম, পারদ অভীর ও কিতবগণ বিবিধ উপহার, বহুবিধ রত্ন, সদ্যঃপ্রসূত অজাদুগ্ধ, গো, হিরণ্য, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ফলজ মধু ও নানাবিধ কম্বল লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল; ম্লেচ্ছাধিপতি শৌর্য্যবীর্য্য সম্পন্ন মহারথ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, যবনগণ সমভিব্যাহারে অত্যুত্তম অশ্বসমূহ ও সর্ব্ববিধ অত্যুৎকৃষ্ট উপহার লইয়া আসিয়াছিল। তাহারা প্রবেশ করিতে না পারিয়া লৌহ নির্ম্মিত অশ্বভূষণ, নির্ম্মল গজদন্তনির্ম্মিত তসরুশোভিত অসি সমুদয়ও প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। অসংখ্য লোক নানা দিগ্দেশ হইতে আগমন করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত ছিল। তাহাদের মধ্যে দ্বিনেত্র, কতকগুলি ত্রিনেত্র, কতকগুলির নেত্র ললাট দেশে, কতকগুলি উষ্ণীষধারী এবং কতকগুলিকে দিগম্বর দৃষ্টি গোচর করিলাম। রোমক, নরমাংসভোজী, একপাদ বিশিষ্ট বহু রাজা নিরীক্ষণ করিলাম। তাহারা কৃষ্ণ-গ্রীব, মহাকায়, দূরগামী ও সুশিক্ষিত দশ সহস্র রাসভ আনয়ন করিয়াছিল। বঙ্গু তীরবর্ত্তী লোকেরা পূজার নিমিত্ত

অসংখ্য হিরণ্য ও কাঞ্চন যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিল। একপাদেরা ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, ইন্দ্রায়ুধবর্ণ, সন্ধ্যাকালীন জলদ ও নানাবর্ণ বিশিষ্ট কতকগুলি মহাজব আরণ্য অশ্ব, অতুল সুবর্ণরাশি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠির নিকেতনে প্রবেশ করিয়াছিল। চীন, শক, ওড্রদেশবাসী এবং বনবাসী বর্ব্বরজাতি, বৃষ্ণিবংশীয়, হূণদেশীয়, হিমালয়, নীপ ও অনুপগণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল। শক, তুখার, কঙ্ক, রোমক, শৃঙ্গযুক্ত মনুষ্য, ঊর্ণাজ, রাঙ্কব কীটজ, পট্টজ, কুট্টীকৃত, কমলসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ও কার্পাস নির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র, মেষচর্ম্ম, কোমল অজিন, নিশিত আয়ত খড়্গ, ঋষ্টি, শক্তি ও নানাবিধ পরশু, বিবিধ রস, গন্ধ ও সহস্র সহস্র রত্ন এবং বহুলোক সহস্র সহস্র গজ, শত শত অশ্ব, অপরিমিত সুবর্ণ লইয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছিল। পূর্ব্ব দেশাধিপতি ভূপতিগণ মহামূল্য আসন, যান, শয্যা, মণিকাঞ্চনখচিত গজদন্ত বিশিষ্ট বিচিত্র কবচ, বিবিধ শস্ত্র, সুশিক্ষিত অশ্বসংযোজিতসুবর্ণালঙ্কৃত বহুবিধ রথ, বিবিধ বস্ত্র, নারাচ, অর্দ্ধনারাচ প্রভৃতি অসংখ্য অস্ত্র লইয়া পাণ্ডবগণের যজ্ঞভবনে প্রবেশ করিল।

রাজগণ যজ্ঞার্থ পাণ্ডবগণকে বিপুল ধন প্রদান করিয়াছিল। যাহারা মেরু ও মন্দর গিরির মধ্যবর্ত্তিনী শৈলোদা নদীর উভয়তীরস্থিত কীচক ও বেণুর রমণীয় ছায়া উপভোগ করিয়া থাকেন, সেই সকল মহীপাল দ্রোণ পরিমিত (বত্রিশ সের) অত্যুৎকৃষ্ট হীরকরাশি প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ চমর, হিমগিরি সম্ভূত পুষ্পজ সুস্বাদ-মধু, উত্তর কুরুদেশ হইতে আনীত অপূর্ব্ব মাল্য, উত্তর কৈলাস হইতে আহৃত বল-বিধায়িনী ঔষধি এবং পর্ব্বতজ অন্যান্য উপহার সকল লইয়া শত শত ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল। উদয়াচলবাসী রাজগণ, কারূষ ভূপালগণ, সমুদ্রান্ত নিবাসী রাজন্যবর্গ, ব্রহ্মপুত্রের উভয়তীরবর্ত্তী রাজগণ এবং ক্রূরকর্ম্মা ক্রূরশস্ত্র, চর্ম্মবসন, ফলমূলোপজীবী কিরাতবৃন্দকে দেখিলাম। তাহারা চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠের ভার, চর্ম্ম, রত্ন, সুবর্ণ ও নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য, অযুত কিরাত দাসী, দূরদেশীয় বিবিধ মৃগ, পক্ষী ও পার্ব্বতীয় হিরণ্য প্রভৃতি নানাবিধ উপহার লইয়া সোৎসুক হৃদয়ে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছিল।

কৈরাত, দরদ, দর্ব্ব, বৈযমক, ঔদুম্বর, পারদ, বাহ্লিক, কাশ্মীর, হংসকায়ন

শিবি, ত্রিগর্ত্ত, যৌধেয়, মদ্র, কেকয়, অম্বষ্ঠ, কৌকুর, তাক্ষ্য, পহ্লব, বিশতি, মৌলেয়, ক্ষুদ্রক, মালব, পৌণ্ডিক, শক, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও গয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বর্গ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বহুবিধ বিত্ত আনয়ন করিতে লাগিলেন। বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সুপুণ্ডক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণ প্রাবরণ প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাঁহাদিগকে বলিল, সময় উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বার-প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্ব্বত-প্রতিম, কবচাবৃত, সহস্র কুঞ্জর প্রদান পূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন। তদ্ভিন্ন চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত অন্যান্য জনগণ নানাজাতীয় রত্নোপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বাসবানুচরগণ, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী চারি শত ঘোটক এবং তম্বুরু নামে অপর এক গন্ধর্ব্ব তাম্রবর্ণ সুবর্ণালঙ্কৃত এক শত অশ্ব প্রদান করিল। কৃতী শূকররাজ এক শত গজরত্ন প্রদান করিল। বিরাট-রাজ মৎস্য দুই সহস্র মত্তমাতঙ্গ উপহার দিলেন। রাজা বসুদান ষড়বিংশতি গজ ও মহাজব সমাসক্ত বয়ঃস্থ দুই সহস্র অশ্ব এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপহার পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিলেন। রাজা যজ্ঞসেন চতুর্দ্দশ সহস্র দাসী, সদার অযুত দাস, বহুশত গজরত্ন, গজযুক্ত ষড়বিংশতি রথ ও যজ্ঞার্থ কতকগুলি রাজ্য প্রদান করিলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনের বহুমান করত তাহাকে চতুর্দ্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট হস্তী প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের আত্মা এবং অর্জ্জুন কৃষ্ণের আত্মা। ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে যে কার্য্য করিতে বলেন, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করেন। তিনি ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত স্বর্লোকও পরিত্যাগ করিতে পারেন; এবং পার্থও সেইরূপ কৃষ্ণের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। হেমকুম্ভ সমাস্থিত সুরভি চন্দনরস, মলয় ও দুর্দ্দুরাচলজাত চন্দন ও অগুরুরাশি, দীপ্তিমান্ মণিরত্ন এবং সূক্ষ্ম কাঞ্চনবস্ত্র সমূহ লইয়া চোল ও পাণ্ড্য উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু দ্বার প্রাপ্ত হইলেন না। সিংহল দ্বীপের লোকেরা সমুদ্রের সারভূত বৈদূর্য্যমণি, মুক্তাকলাপ ও বিচিত্র আস্তরণ উপহার প্রদান করিয়াছে। রাজার প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মণ, নির্জ্জিত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুশ্রূষাপর শূদ্রেরা প্রীতি ও বহুমান পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার ম্লেচ্ছজাতি এবং নানাজাতীয় উত্তম, মধ্যম ও অধম লোক সকল

একত্র সমবেত হওয়ায় বোধ হইয়াছিল যেন পৃথিবীস্থ সমুদয় লোক তথায় সমুপস্থিত হইয়াছে।

হে রাজন্! রাজগণ প্রদত্ত নানাপ্রকার উপহার ও শত্রুদিগের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করত দুঃখে আমার মুমূর্ষা উপস্থিত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির সকল ভৃত্যের ভরণ পোষণ করিয়া থাকে। তাহার এক অযুত তিন পদ্ম গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য, অর্বুদ রথ এবং অসংখ্য পদাতি। কোন স্থানে দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণ হইতেছে, কোন স্থানে পাচকগণ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে, কোন স্থানে দান করিতেছে, কোথাও স্বস্ত্যয়ন বত ব্রাহ্মণগণের পবিত্রধ্বনি হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের গৃহে অভুক্ত, তৃষ্ণাতুর, অনলঙ্কৃত ও অসংকৃত ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তথায় অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক রহিয়াছেন। তাঁহাদের পরিচর্য্যার জন্য প্রত্যেকের নিকট ত্রিশজন করিয়া দাসী নিযুক্ত আছে। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের সকলেরই ভরণ পোষণ করে। তাঁহারাও প্রীত হইয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে যুধিষ্ঠিরের শত্রুক্ষয় কামনা করিতেছেন। যুধিষ্ঠির প্রাসাদে পরিবেশকগণ প্রত্যহ সুবর্ণ-পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া দশ সহস্র যতিকে ভোজন করাইতেছেন। হে মহারাজ। যাজ্ঞসেনী প্রতিদিন আপনি ভোজন না করিয়া অগ্রে কুব্জ বামন প্রভৃতির মধ্যে কাহারও ভোজন হইল কিনা তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত দেখিয়া তবে স্বয়ং ভোজন করিয়া থাকেন। পাঞ্চালদিগের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং অন্ধক বৃষ্ণি-বংশীয়েরা যুদ্ধে আনুকূল্য করেন, এই নিমিত্ত কেবল তাঁহারাই কুন্তীপুত্রকে কর প্রদান করে নাই; নতুবা অন্য সমস্ত রাজাই করদ।

মহাব্রত বিনয় সম্পন্ন মহামান্য ধর্ম্মাত্মা রাজগণ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিলেন। কেহ কেহ দক্ষিণা দানার্থ অসংখ্য আরণ্যক ধেনু দান করিলেন। কেহ কেহ অভিষেকার্থ মঙ্গল কলস স্বয়ংই বহন করিয়া আনিয়াছেন। বাহ্লীক সুবর্ণালঙ্কৃত রথ এবং সুদক্ষিণ শ্বেতকায় কাম্বোজদেশীয় অশ্ব দান করিয়াছেন। মহাবল সুনীথ প্রীতি-পূর্ব্বক রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ ও চেদিরাজ শিশুপাল ধ্বজোত্তলন করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য—বর্ম্ম, মাগধ—মালা ও উষ্ণীষ, বসুদান—ষষ্টি বর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গ, মৎস্য—সুবর্ণ-নির্ম্মিত অক্ষ, একলব্য—উপানৎ যুগল, অবন্ত্য—অভিষেকার্থ বহুবিধ জল আনয়ন করিয়াছিলেন। চেকিতান্—তূণীর,

কাম্য—ধনুঃ ও দৃঢ়মুষ্টি অসি এবং শল্য—কাঞ্চন ভূষিত শৈক্য প্রদান করিয়াছেন।

মহামুনি ধৌম ও ব্যাস,—নারদ, অসিত ও দেবলের সহিত যুধিষ্ঠিরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তৎপরে অন্যান্য মহর্ষিগণ, জামদগ্ন্য, পরশুরাম এবং অপরাপর বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অভিষেক করিলেন। সপ্তর্ষি যেমন ইন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণ সেই যজ্ঞে আগমন করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ছত্র ধারণ, ধনঞ্জয় ও ভীমসেন ব্যজন, নকুল ও সহদেব চামর গ্রহণ করিয়াছিল। সত্যযুগে প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে যে শঙ্খ প্রদান করেন, কলসোদধি সেই বারুণ শঙ্খ যুধিষ্ঠিরকে দান করিলেন। কৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত মহামূল্য শৈক্য দ্বারা যুধিষ্ঠিরের অভিষেক করিলেন। তাহা দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে! আমি আর কিছুতেই এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না। যুধিষ্ঠিরের রাজ্য সম্পত্তি দেখিয়া আমার আর প্রাণ ধারণে সুখ নাই। জ্যেষ্ঠের হীনদশা এবং কনিষ্ঠের অভ্যুদয় লাভ, ইহা চিন্তা করিতেও আমার দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইতেছে! এইজন্যই আমি দিন দিন দুর্ব্বল, বিবর্ণ ও শোকে মুহ্যমান হইতেছি!

তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে পুত্র! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তুমি স্ববাহুতুল্য পাণ্ডবগণের উচ্ছেদ কামনা করিও না। পাণ্ডবগণ ও তোমাদের একই পিতামহ। অদ্বেষ্টা যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্বেষ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। দ্বেষ্টা হইলে অসুখী ও নিধন প্রাপ্ত হয়। অতএব ভ্রম ক্রমেও যেন তোমার ভ্রাতার রাজ্যে স্পৃহা না জন্মে। পরস্ব গ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মকর্ম্মে উৎসাহ ও স্বোপার্জ্জিত ধনের রক্ষণাবেক্ষণকেই পণ্ডিতগণ বিভব লক্ষণ বলিয়া থাকেন। পাণ্ডবেরা তোমার ভ্রাতৃ সদৃশ, অতএব ধনের নিমিত্ত মিত্রদ্রোহ করিও না। অন্তর্ব্বেদি মধ্যে বিত্ত দান, বিবিধ কাম্য বস্তুর উপভোগ এবং নিঃশঙ্কচিত্তে মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া ক্ষান্ত হও। কারণ, মহাবুদ্ধি বিদুর কখনই আমাদের অহিতকর উপদেশ দেন না, বিশেষতঃ উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি, দেবরাজ ইন্দ্রকে যে সকল শাস্ত্রোপদেশ দিয়াছেন তিনি তাহার সমুদয় মর্ম্ম অবগত আছেন। উদ্ধব

যেমন বৃষ্ণিবংশের, ইনিও তেমনই কুরুবংশের প্রধান। হে পুত্র! বিদুর যাহা কহিতেছেন তাহাই উৎকৃষ্ট ও তোমার হিতকর। ইহার অন্যথা করিও না। দ্যূত হইতে সুহৃদ্ভেদ, এবং সুহৃদ্ভেদ হইতে রাজ্য নাশ হয়। পুত্রের প্রতি পিতামাতার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা হইয়াছে। প্রতিপালিত, অধীতবান্, কৃতবিদ্য এবং সকলের জ্যেষ্ঠ বলিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অনন্য সুলভ ভোজনাচ্ছাদন ভোগ করিতেছ, পৈত্রিক রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়াছ, প্রতিনিয়ত আজ্ঞা প্রদান করত দেবেশ্বরের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ, অতএব তোমার আর দুঃখের বিষয় কি ?

দুর্য্যোধন পিতার এই প্রকার শিষ্ট বাক্য শুনিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল! কতকটা ক্রোধে, কতকটা দুঃখে অবসন্ন চিত্তে ভীষণ মর্ম্মাহতের ন্যায় অর্দ্ধস্ফুট কাতরোক্তিতে বলিতে লাগিল ;—আপনি বলিতেছেন, "আপনি মহাত্মা বিদুরের শাসনানুবর্ত্তী, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন।" বিদুর পাণ্ডবগণের যেরূপ হিতৈষী, সেরূপ আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন। অতএব আপনি আর অন্যমত করিবেন না। পৌরুষশালী ব্যক্তি পরমার্থের অপেক্ষা করিয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয় না। কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বিষয়ে দুইজনের বুদ্ধি সমান হওয়া দুর্ঘট। মূঢ় ব্যক্তি নির্ভয় হইয়া আত্মরক্ষা করত বর্ষাকালীন আর্দ্র তৃণের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়। কি ব্যাধি, কি মৃত্যু কেহই শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রতীক্ষা করে না। অতএব ভবিষ্যৎ কালের অপেক্ষা না করিয়া শ্রেয়স্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন ব্যক্তিরা দ্যূত ব্যবহার করিতেন, তাহাতে কোন বিকৃতি বা সংগ্রাম ঘটিবার সম্ভাবনা হয় নাই। দুরোদর (অক্ষ) ক্রীড়া, ক্রীড়মান ও তদনুবর্ত্তীদিগের স্বর্গের দ্বার স্বরূপ। ইহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। অতএব পাণ্ডবগণের সহিত অক্ষক্রীড়া অবৈধ নহে।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে পুত্র! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা আমার শ্রেয়ো বোধ হইতেছে না। তবে তোমার অভিরুচি হয় কর। কিন্তু ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে না হয়। মেধাবী বিদুর বিদ্যা বুদ্ধি প্রভাবে এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি বশম্বদ নহে, ক্ষত্রিয়ান্তক মহৎ ভয় তাহাদের সমীপবর্ত্তী।

মহাতেজস্বী ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিয়া দৈবের উপর নির্ভর করত ক্ষান্ত হইলেন। দৈব যেন তাঁহাকে আশ্রয় পূর্ব্বক ধীরে ধীরে আপন কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়াছেন। কারণ দেখা যাইতেছে, ধৃতরাষ্ট্র ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় দৈবের অনুগত হইয়া কখনও সাম্য, কখনও বৈষম্যের অভিনয় করিতেছেন! প্রাক্তন ফলকে অতিক্রম্ করা অতি বড় সাধনার বিষয়। কিন্তু অবিবেকিতাদি দ্বারা যাহারা তাহার অনুকূলেই দেহ ভাসাইয়া দেয়, তাহাদের প্রাক্তনের পূর্ণ ফল-প্রাপ্তির বিষয়ে কোন্ সন্দেহই নাই।

যৌবনং ধনসম্পত্তি প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্॥

যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব এবং অবিবেকতা ইহাদের এক একটাই বিষম অনর্থ উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু যেখানে এই চারিটাই একত্র বিদ্যমান, তথায় যে কি ভীষণ অনর্থ বা অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার সাধ্য কাহার?

দুর্য্যোধনের ইহার কোনটার অভাব নাই। চারিটাই তাহাতে বর্ত্তমান। সুতরাং সর্ব্বনাশের কি আর বাকি থাকে? তাহার উপর অব্যবস্থিতচিত্ত বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বনাশকর সন্তান-স্নেহ! মানুষ স্নেহান্ধ হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানহীন হয়। যাহাদিগের প্রতি তাহার স্নেহ, তাহাদিগেরই অকল্যাণ করিয়া বসে। নির্ব্বোধ শিশু কি বুঝে যে ইহা বিষ, ইহা অমৃত? শিশু বিষের মনোরম লাবণ্য দেখিয়া তাহাকেই পান করিতে চায়। সেই আকাঙ্ক্ষার সহিত তাহার জীবন মরণের সম্বন্ধ যে জড়িত, সে কি তাহা বুঝে? যাহারা প্রকৃত স্নেহশীল তাহারা শিশুকে প্রহার করিয়াও তাহার সে আকাঙ্ক্ষা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিবে। শিশু কাঁদিলে স্নেহশীলতায় যাহারা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া তাহাদিগকে উত্তরোত্তর গর্হিত আচরণে বা মরণের পথে অগ্রসর করাইয়া দেয়, অবিচারিত আত্যন্তিক স্নেহের ফল স্বরূপ পরিশেষে তাহাদিগকেই কাঁদিতে হয়। আজ স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি আজ দুর্য্যোধনের অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া নীরব হইলেন। সুযোগ পাইয়া দুরাত্মা আত্মঘাতী

দুর্য্যোধন অমৃতবোধে হলাহল পানে আকুল হইয়া উঠিল,—প্রজ্বলিত মরণ-বহ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল!

যাহাহউক, কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। পুত্র স্নেহাকুল দুর্ব্বলচিত্ত ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে মহামতি বিদুর ইন্দ্র-প্রস্থে উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের বাসনা জানাইলেন। এবং যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন "তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করিয়া তোমার সভানুরূপ তাঁহাদের সভা অবলোকন কর এবং দুর্য্যোধনাদির সহিত সুহৃদ্‌তাতে প্রবৃত্ত হও। এবং আমার সহিত সমাগত হইলে তাঁহাব ও কুরুকুলের প্রীতিব সীমা থাকিবে না।" এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। যুধিষ্ঠির বলিলেন, অক্ষক্রীড়া কলহের আকর, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা অনুমোদন করে? আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী, আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। মহাত্মা বিদুর বলিলেন, আমিও ধৃতরাষ্ট্রকে অক্ষক্রীড়াব বহু দোষ প্রদর্শন করিয়াছি। তথাপিও তিনি তোমায় আহ্বান কবিয়াছেন। তোমার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞের যাহা কর্ত্তব্য হয় কব। যুধিষ্ঠির বলিলেন, বুঝিলাম জগৎ বিধাতার নিদেশেই চলিতেছে। যখন আপনি বলিতেছেন, এবং আহূত হইয়াছি, তখন নিবৃত্ত হইব না, ইহাই আমার সনাতন ব্রত।

পরদিন মহাবাহু যুধিষ্ঠিব দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সহ, অনুচর ও সহচরবর্গ পরিবৃত হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক হস্তিনাপুবে আগমন করিলেন। আগমন কালে যুধিষ্ঠিব বলিলেন, তেজ যেমন চক্ষুকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ দৈব প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে। সমস্ত মনুষ্যই পাশবদ্ধের ন্যায় বিধাতাব বশবর্ত্তী হইয়া আছে। যাহাহউক, তিনি হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, দুর্য্যোধন, শল্য, সৌবল ও দুঃশাসন প্রভৃতি অন্যান্য যে কেহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের সকলকে যথাযোগ্য সম্মান সম্ভাষণাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন।

পাণ্ডবগণ হস্তিনায় পৌঁছিবার পরদিন সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে পাশক্রীড়ায় আহ্বান করিয়া বলিল, আমার প্রতিনিধি হইয়া মাতুল শকুনি ক্রীড়া করিবেন। ক্রীড়া আরম্ভ হইলে কৌরব সভায় মহাহর্ষধ্বনি হইল।

শকুনি কপটদ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাভূত করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ পণ

রাখিয়া খেলা চলিতে লাগিল। পণে রাজা যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে ধনসম্পত্তি, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সমুদয় হারিতে লাগিলেন। পরিশেষে ভ্রাতৃগণ ও আপনাকেও পণে হারিলেন। সর্ব্বশেষে দুরাত্মা শকুনি দুর্য্যোধনের উত্তেজনায় দ্রৌপদীকেও পণ রাখিয়া খেলায় আহ্বান করিলে যুধিষ্ঠির তাহাতেও পরাজিত হইলেন।

স্নেহ-প্রমত্ত ধৃতরাষ্ট্র এ পর্য্যন্ত শকুনির ক্রীড়ায় আগ্রহ সহকারে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, কাহার জয় হইল ? কাহার জয় হইল ? যতই শকুনির জয় শুনিতেছিলেন, ততই আনন্দে আত্মহারা হইতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে পাণ্ডবগণের রাজ্যধন ঐশ্বর্য্য গেল; পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীও পণে বিক্রীত হইলেন! তথাপিও তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না। পুত্রের বিজয়লাভে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিলেন!

রাজা যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদীকে পণে হারিলেন, তখন কর্ণের প্ররোচনায় দুর্য্যোধন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল। বলিল; যখন দ্রৌপদীকে আমরা পণে জয় লাভ করিয়াছি, তখন তাহাকে সভামধ্যে আনয়ন কর। "সে আমাদের দাসীর ন্যায় কার্য্য করুক। যেমন মনন মূর্খ কাজে তাই করে!" যেমন মনন, অমনি দ্রৌপদীর গৃহে দূত প্রেরিত হইল। দুর্য্যোধনের পৈশাচিক প্রস্তাবে দূতেরও অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে বল-প্রকাশে দ্রৌপদীকে আনয়ন করিতে অসম্মত হইলে দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে পাঠাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সভায় আনাইবার আদেশ দিল। তাহা শুনিয়া মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অভিযোগ ও দুর্য্যোধনকে এই দুষ্ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। বিশেষ ভৎসনা করিয়া দুর্য্যোধনের এই প্রকার দুষ্ক্রিয়ায় প্রতিবাদ করিলে দুর্য্যোধন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র কিছুই না বলিয়া নীরব রহিলেন। অনন্তর তিনি ভীষ্ম দ্রোণের নিকটও দুর্য্যোধনের এই কার্য্যের প্রতিবাদ ও অভিযোগ করিলেন। দ্রোণ স্বকার্য্য সাধন বাসনায় নীরব রহিলেন। দ্রুপদের সহিত শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার নানা কল্পনা মনে আঁটিয়া বোধ হয় হৃষ্টই হইলেন। মহামতিমান্ ভীষ্ম যেন পাপের পরিণাম দেখিবার জন্যই ধীরস্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

এদিকে অতিশয় পাপিষ্ঠ দুঃশাসন দ্রৌপদীর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "আমরা তোমাকে পণে জয়লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমাদের দাসী।

কিন্তু ইচ্ছা করিলে তুমি মহারাজ দুর্য্যোধন ও কৌরবগণকে বরণ করিয়া রাজ্যেশ্বরীও হইতে পার। অতএব আমার সঙ্গে সভায় আইস। দ্রৌপদী তাহার প্রস্তাব শুনিয়া ঘৃণা লজ্জায় রাজ-বধুগণের নিকট পলায়নের উপক্রম করিলে হতভাগ্য পিশাচ দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করিল।

দ্রৌপদী সভামধ্যে আনীতা হইলে ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবগণের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত এবং সভাস্থ রাজগণের প্রতি সকরুণ বচনে উপযুক্ত বিচার প্রার্থনা করিলেন। ভীষ্ম বলিলেন, হে রাজনন্দিনি! একদিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে না, অন্যদিকে স্ত্রী স্বামীর অধীন। এই উভয়ই তুল্য বোধ হওয়ায় বিচার্য্য বিষয় অবধারণ করিতে পারিতেছি না।

লোকললামভূতা অনিন্দ্য সুন্দরী পরম সতী দ্রৌপদীকে উত্তরোত্তর কাতর দেখিয়া এবং দুঃশাসনের অশ্রাব্য প্রস্তাব শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুত্র বিকর্ণ সভাস্থ রাজগণকে বিচার করিতে বলিলেন। কিন্তু কেহই যখন তাঁহার কথার উত্তর দিল না, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, কেহ বলুন আর নাই বলুন, আমি যাহা ন্যায্য বলিয়া জানি তাহাই বলিব। মহাপুরুষেরা বলিয়া থাকেন রাজাদিগের ব্যসন চতুর্ব্বিধ:—প্রথম—মৃগয়া, দ্বিতীয়—সুরাপান, তৃতীয়—দ্যূতোদর, চতুর্থ—অভব্য বিষয়ে অত্যনুরাগ। এই বিষয়ে যাহারা অনুরক্ত হয়, ধর্ম্ম তাহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির অগ্রে আপনি পরাজিত হওয়ায় দ্রৌপদীর উপর স্বত্ব বর্জ্জিত হইয়াছেন। আরও, শকুনি পণার্থী হইয়া দ্রৌপদীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্মতি ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ইহা বিচার করিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধা বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

ইহা শুনিয়া পাষণ্ড কর্ণ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, হে বিকর্ণ! তুমি দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ, ধর্ম্ম বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান লাভ হয় নাই—তজ্জন্য জয়লব্ধ দ্রৌপদীকে অজিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ। যখন যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন, তখন দ্রৌপদী কি সেই সর্ব্বস্বের মধ্যে নহে? আর, এক বস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভা মধ্যে আনয়ন করাই কি অন্যায় হইয়াছে? দেবতারা

স্ত্রীলোকদের একমাত্র ভর্ত্তাই বিধান করিয়াছেন। যখন দ্রৌপদী সেই বিধি অতিক্রম করিয়া অনেক ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে, তখন সে বারস্ত্রী ভিন্ন কিছুই নহে। বেশ্যাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবসন করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের যাহা কিছু আছে, শকুনি সে সমুদয় ধর্ম্মতঃ জয় করিয়াছে। অতএব দুঃশাসন! বিকর্ণ অতি বালক, তুমি পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর সমুদয় গ্রহণ কর। কর্ণের কথা শুনিবামাত্র পাণ্ডবগণ আপনাদিগের উত্তরীয় বস্ত্রগুলি প্রদান করিয়া সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর পাষণ্ড নরপিশাচ দুঃশাসন সভামধ্যে বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে অতিমাত্র ভয়কাতরা দ্রৌপদী তন্ময় হইয়া বিপদে ত্রাণকর্ত্তা একমাত্র বিপদভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করত অতি কাতর প্রাণে হৃদয়ের সর্ব্বস্ব অর্পণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন:—হে গোবিন্দ! হে দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ! হে গোপীজনবল্লভ! আজ আমি বিপদ সমুদ্রে ভাসিতেছি। সনাথা হইয়াও আজ আমি ঘোর অনাথা! এই সভা মধ্যস্থলে আমার লজ্জাহানির যে ভীষণ প্রয়াস, ইহা অপেক্ষা আর আমার ঘোরতর বিপদ কিছুই নাই। কৌরবগণ যে আজ আমার উপর এই ভীষণ অত্যাচার করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না? হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশন! আমি কৌরব সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। তুমি ভিন্ন এ বিপদে আমার আর কেহ নাই। হা জনার্দ্দন! হা কৃষ্ণ! হা মহাযোগিন্! হে বিশ্বাত্মন্!—বিশ্বভাবন! আমি কুরু মধ্যে অবসন্ন হইতেছি। হে গোবিন্দ! এই বিপন্নজনকে পরিত্রাণ কর। ইহা বলিয়া অজস্র অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া দুঃখিনী ভামিনী ভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া অবগুণ্ঠিত-মুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্য্যামী করুণাময় কেশব যাজ্ঞসেনীর মর্ম্মান্তিক রোদন শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তের রোদনে কাতর হইয়া সত্বর উপস্থিত হইলেন; এবং অন্তরীক্ষে থাকিয়া ভক্ত রক্ষা করিলেন। আত্ম-প্রকাশ করিলেন না বোধ হয় এইজন্য যে, পাছে তাঁহাকে দেখিয়া ভীমাদি ভীষণ বিক্রমে কৌরবগণকে আক্রমণ করেন। কারণ তখনও কৌরবগণের পাপ পূর্ণ হয় নাই।

যাহা হউক, তাঁহার ইঙ্গিতে ধর্ম্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে সতী দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিবার নিমিত্ত যতই তাঁহার বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল, ততই নানাপ্রকার বস্ত্র প্রকাশিত হইল। তাহা দেখিয়া সভা মধ্যে ঘোর কলরব আরম্ভ হইল। মহীপালগণ দুঃশাসনকে ভৎর্সনা করত দ্রৌপদীর প্রশংসা কবিতে লাগিলেন। দুঃশাসনের কার্য্য দেখিয়া ভীমের ওষ্ঠাধর ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল!—তিনি রাজগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যদি আমি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক এই ভারতাধম দুঃশাসনেব বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া রক্ত পান করিতে না পারি, তবে আমি যেন পূর্ব্ব পুরুষগণের গতি প্রাপ্ত না হই।

এদিকে পাষণ্ড যখন বসন রাশি আকর্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিল না, তখন পরিশ্রান্ত ও লজ্জিত হইয়া সভামধ্যে উপবেশন করিল। কোন প্রকার শাসন নাই দেখিয়া সজ্জনগণ ধৃতবাষ্ট্রের নিন্দা করত পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

ইহা দেখিয়া নরপশু কর্ণ দুঃশাসনকে বলিল, হে দুঃশাসন! দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাও। তাহা শুনিয়া দুঃশাসন কম্পিত-কলেবরা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে পুনঃপুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে দ্রৌপদী অত্যন্ত কাতর হইয়া সভাস্থ রাজগণকে পুনঃপুনঃ বিচাব কবিতে অনুবোধ করিয়া বলিলেন, যে পাণ্ডবগণ, পূর্ব্বে গৃহ মধ্যে আমাকে বায়ুস্পর্শ করিলে, সহ্য করিতে পারিতেন না; আজ সেই পাণ্ডবেরাই দুষ্ট দুঃশাসনেব নির্ম্মম আকর্ষণ স্বচক্ষে দেখিয়াও নীরব হইয়া আছেন! সেই কৌরবগণই বধূকে ক্লেশে ক্লিশ্যমানা দেখিয়া অনায়াসেই তাহা সহ্য করিতেছেন! সুতরাং স্পষ্টই বোধ হইতেছে কালে সকলই ঘটিয়া থাকে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কল্যাণি! ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম! বিজ্ঞেরাও তাহা সম্যক্ নির্ণয় করিতে পাবেন না। বলবান্ লোক ধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকেন; কিন্তু সেই ধর্ম্ম অভিভূত হইয়া অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতেছে! কৌরবেরা এক্ষণে লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়াছে! অতএব বোধ হয়, অচিরাৎ ইহাদের বংশ লোপ হইবে। তুমি যে কুলের কুলবধূ, সেই কুলজাত লোকেরা অত্যন্ত দুঃখাভিহত হইলেও কদাপি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন না। অতএব

হে পাঞ্চালি! তুমি এরূপ লাঞ্ছিতা ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াও যে ধর্ম্ম পথ নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা তোমার সমুচিতই হইয়াছে। এই সমস্ত ধর্ম্মবেত্তা বৃদ্ধ দ্রোণাদি গতাসুর ন্যায় আনত হইয়া শূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছেন! এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এ প্রশ্নের যেরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। তুমি জিতা বা অজিতা উনিই তাহার সম্যক্ নিরূপণ করুন।

ব্যাধভয়ে ভীতা কুরঙ্গিনীর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনা দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ে সভাস্থ রাজগণ ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না দেখিয়া দুর্য্যোধন বলিল, হে যাজ্ঞসেনি! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর, ইহারা তোমাব প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

ইহারা তোমার নিমিত্ত অন্য লোকমধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করুন, এবং ধর্ম্মরাজকে মিথ্যাবাদী করিয়া তোমাকে দাসীত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন। কৌরবেরা তোমার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন! বিশেষতঃ তোমার স্বামীদিগের দুর্ভাগ্য দর্শন কবিয়া ইহারা কখনই যথার্থ কথা বলিতে পারিবেন না। সত্যসন্ধ মহাত্মা যুধিষ্ঠিব পবম ধার্ম্মিক, তিনি যাহা বলিবেন অবিলম্বে তাহাই প্রতিপালন করিবে।

মহাবলশালী ভীমসেন দুর্য্যোধনের ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া ভুজোত্তলন পূর্ব্বক বলিলেন, যদি এই উদার স্বভাব কুলপতি ধর্ম্মবাজ প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই ক্ষমা করিতাম না। যিনি আমাদের পুণ্য ও তপস্যার প্রভু, এবং জীবনেরও ঈশ্বর, যদ্যপি তিনি আপনাকে পরাজিত মনে করেন, তাহা হইলে আমরাও পরাজিত হইয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার প্রভুত্ব থাকিলে কি আজ পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া দুরাত্মা জীবিত থাকিতে পাবে? কি করিব, ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ রহিয়াছি! যদ্যপি ধর্ম্মরাজ কটাক্ষে অনুমতি করেন, তাহা হইলে মৃগেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ আমিও অবলীলা ক্রমে মুহূর্ত্ত মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের এই পাপ বংশ ধ্বংস কবিতে পারি।

ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাঁহাকে কহিলেন ভীম! শান্ত হও, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তোমাতে সকলই সম্ভবে।

ভীম শান্ত হইলে দুরাত্মা কর্ণ দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া বলিল হে ভদ্রে! দাসের পত্নী ও তাহার সমুদয় ধন, প্রভুর অধীন; এক্ষণে আমার পরামর্শানুসারে তুমি রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজ পরিবারের অনুগতা হও। এখন ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণই তোমার প্রভু; পাণ্ডবগণ নহে। তুমি তাঁহাদেরই একজনকে পতিত্বে বরণ করিলে আর তোমায় দাসীত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইবে না। এখন পাণ্ডবগণও আর তোমার পতি নহেন। তাঁহারা দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন, তুমি কৌরবগণের দাসী হইয়াছ।

তাহার কথা শুনিয়া ভীম অধিকতর উত্তেজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে রাজন্! আমি সূতপুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হই নাই। যথার্থই আমরা দাসভাবাপন্ন হইয়াছি। আপনি যদি পাঞ্চালীকে পণ না রাখিতেন তাহা হইলে শত্রুগণ কি আজ এইরূপ কঠোর বাক্য বলিতে পারিত?

কুলাঙ্গার পশু-প্রকৃতি দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কোন উত্তর দিতে না দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে নৃপতে! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব তোমার বশীভূত; এক্ষণে বল দ্রৌপদী পরাজিত হইয়াছে কি না? দুরাত্মা নরপশু দুর্য্যোধন এই কথা বলিতে বলিতে ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিল! এবং বিকট বিদ্রূপ করিয়া দ্রৌপদীর প্রতি কটাক্ষপাত করত পরিধেয় বসন উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে কদলীদণ্ড ও মধ্যোরু প্রদর্শন করিল। তাহা দেখিয়া পিশাচাধম কর্ণ হাস্য করিতে লাগিল! মহাবাহু ভীমসেন তদ্দর্শনে অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া লোহিতবর্ণ লোচনদ্বয় উৎফালন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া রাজগণ সমক্ষে বলিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যদি আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে পাষণ্ড দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ না করি তাহা হইলে অন্তে যেন আমার পিতৃলোকের সমান গতি না হয়। ইহা বলিতে বলিতে ক্রোধে ভীমসেনের লোমকূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল!

তাহা দেখিয়া বিদুর কহিলেন হে পার্থিবগণ! ভীমসেন ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিলেন, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দৈবই কুরুবংশকে সবংশে নিধন করিবার সূত্রপাত করিতেছেন! হে ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ! তোমরা অন্যায় দ্যূতক্রীড়া করিয়াছ! তোমরা সকলেই কুমন্ত্রণা পরতন্ত্র হইয়া আত্ম সর্ব্বনাশের পথে

অগ্রসর হইতেছ। আমার মতে দ্রৌপদী বিজিত হন নাই! যেহেতু যুধিষ্ঠির অগ্রে পরাজিত হইয়া দ্রৌপদীতে স্বত্বহীন হইয়াছেন।

দুর্য্যোধন বিদুরের কথা শুনিয়া বলিল হে যাজ্ঞসেনি! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল সহদেবের মতেই আমার মত। যদি ইহারা যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর কহেন, তাহা হইলে তোমার দাসীত্ব মোচন হইবে।

তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, মহারাজ ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বে আমাদের সকলের ঈশ্বর ছিলেন। এক্ষণেও তিনি আমাদের প্রভু হইয়া কাহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন, কুরুগণ তাহা জানেন।

এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্র গৃহে শৃগাল ও গর্দ্দভগণ চীৎকার করিয়া উঠিল, দুল´ক্ষণ জ্ঞাপক ভয়ানক পক্ষিগণ চারিদিকে ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল লক্ষণ সমূহ প্রকটিত হইতে লাগিল! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি আতঙ্কিত হইয়া স্বস্তি স্বস্তি বলিতে লাগিলেন! বিদুর ও গান্ধারী ঘোরতর উৎপাত দর্শনে অতিশয় ভীত ও কাতর হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমুদয় নিবেদন করিলেন।

গান্ধারীর কাতরতায় ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া দুর্য্যোধনকে তীব্র ভৎ´সনা করত কহিতে লাগিলেন, রে দুর্ব্বিনীত দুর্য্যোধন! তুই একবারে উৎসন্ন গেলি! কুলবধূ কুরুকুলকামিনী পাণ্ডবগণের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সম্ভাষণ করিতেছিস্!

পরম প্রাজ্ঞ বান্ধবগণ সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদয় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতকুল প্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন যে, আমার স্বামী ধর্ম্মরাজ দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, তোমার ইচ্ছানুযায়ী বর প্রদান করিলাম। তোমায় আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি এক বরের উপযুক্ত নহ।

দ্রৌপদী বলিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পাণ্ডবের দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন তোমার প্রার্থনানুরূপই

বর প্রদান করিলাম। তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। দুই বর দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই। তুমি ধর্ম্মাচারিণী আমার সমুদয় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!

দ্রৌপদী বলিলেন, হে ভগবন্! লোভ সর্ব্বনাশের হেতু। অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করিনা। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্তাও নহি। যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয় পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর এবং ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। আমার পতিগণ দাসস্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া তাহা হইতে উদ্ধার পাইলেন, এক্ষণে ইহারা পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন। ইহা অপেক্ষা আমার আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই।

ইহা দেখিয়া কর্ণের অত্যন্ত গাত্রদাহ হইল। সে বলিল, আমরা অনেক অসামান্য রূপবতী কামিনীর কথা শুনিয়াছি কিন্তু এমন কর্ম্মের কথা শুনি নাই। পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পরে অত্যন্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়াছিলেন। এক্ষণে দ্রৌপদী কুন্তীপুত্রগণের শান্তিস্বরূপ হইলেন। পাণ্ডবগণ অপার দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইতেছিলেন, দ্রৌপদী তরণীস্বরূপ হইয়া ইহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

তাহার কথা শুনিয়া ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, হীন ব্যক্তি উচ্চ কথা বলিলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। উহাতে কান না দেওয়াই ভাল। তাঁহার কথা শুনিয়া ভীম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে রাজেন্দ্র! এখানে আমাদের অনেক শত্রু সমাগত হইয়াছে। আপনি আদেশ করিলে এখনই ইহাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিই। তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর আমাদের কোন চিন্তার কারণ থাকে না।

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিয়া করযোড়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন হে মহারাজ! আপনি আমাদের অধীশ্বর; আমরা চিরদিন আপনার শাসনানুবর্ত্তী থাকিতে ইচ্ছা করি। অনুমতি করুন, এখন আমরা কি করিব?

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন হে অজাতশত্রো! তোমার কল্যাণ হউক। তোমরা সমস্ত ধনসম্পত্তি লইয়া গমন-পূর্ব্বক আপনার রাজ্য শাসন কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি বুঝিয়াছ, বিনীত হইয়াছ এবং বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাক।

যেখানে বুদ্ধি, সেখানেই ক্ষমা। অতএব তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর। যাঁহারা বৈরাচরণ জানেন না, দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণ দর্শন করেন, তাঁহারাই উত্তম পুরুষ। ধৈর্য্যশালী উত্তম পুরুষগণ কথিত বা অকথিত সর্ব্বপ্রকার অহিতকর পরুষবাক্য পরিত্যাগ করেন। সদাশয় লোকেরা সকলের প্রিয়দর্শন হন, কাহারও অর্থ ও মর্য্যাদা অতিক্রম করেন না। তুমিও আর্য্যতা বশতঃ সেই প্রকার আচরণ করিয়াছ। হে তাত! দুর্য্যোধনের নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে করিওনা। তুমি গুণগ্রাহিতাগুণে তোমার জননী গান্ধারী ও আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই দ্যূত ক্রীড়া আমাব উপেক্ষিত ছিল। কেবল মিত্রগণের পরীক্ষা ও পুত্রগণেব বলাবল বুঝিবার নিমিত্ত ইহাতে অনুমোদন করিয়াছিলাম। হে রাজন্! তুমি যাহাদিগের শাসন কর্ত্তা, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ধীমান্ বিদুর মন্ত্রী, সেই কুরুকুল তোমার দুঃখ-সন্তাপের কারণ নহে। তোমাতে ধর্ম্ম, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য্য, বৃকোদরে পরাক্রম, নকুলে গুরুতা ও সহদেবে গুরু-শুশ্রূষা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। অতএব, হে বৎস! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে গমন কর। ভ্রাতৃগণের সহিত সৌভ্রাত্র এবং তোমার মন ধর্ম্মে অনুরক্ত হউক।

ধৃতরাষ্ট্রেব আদেশে পাণ্ডবগণ শকুনির মন্ত্রণাজাল মুক্ত হইয়া আপনাদের রাজধানীতে গমনোদ্যোগ কবিলে, দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল। এবং সত্বর ধৃতরাষ্ট্র সম্মুখে গিয়া বলিল মহারাজ! সর্ব্বনাশ হইল। পাণ্ডবগণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ও বল প্রয়োগ পূর্ব্বক আপনার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক আপনার বংশ নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রাণসংহারোদ্যত ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গদিগকে কণ্ঠ ও পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া কে পরিত্রাণ পায়? অর্জ্জুন তূণীর, বর্ম্ম ও গাণ্ডীব, ভীম রথ যোজনা করিয়া গদা, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব অর্দ্ধচন্দ্রাকার বর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক হস্ত্যশ্ব-সংহার পূর্ব্বক সৈন্য আক্রমণের জন্য নির্গত হইয়াছে। দ্রৌপদীর পরাভবরূপ ক্লেশ কে সহ্য করিয়া থাকিবে? ইহারা আর আমাদিগকে ক্ষমা করিবে না। মুক্তি দিয়া আমরা একরূপ আমাদের বিপদ, আমরাই বরণ করিয়া লইয়াছি। যাহা হউক, হে মহারাজ! আমরা বনবাস পণ রাখিয়া পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতে চাহি। দ্যূতে পরাস্ত হইলে তাহারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও

এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবে। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি তাঁহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তবে তাহারা পুনরায় দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবে। তাহা হইলে বিনা যুদ্ধেই আমরা অতি প্রবল শত্রুকে জয়লাভ করিতে পারিব। আপনি অবিলম্বে অনুমোদন না করিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে—কুরুকুল সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইবে।

তাহা শুনিয়া অব্যবস্থিতচিত্ত ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে আনয়ন করিয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার আদেশ দিলেন।

· দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, বিদুর, অশ্বত্থামা, যুযুৎসু, ভূরিশ্রবা, ভীষ্ম ও বিকর্ণ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিলেও তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। গান্ধারী বলিলেন দুর্য্যোধন জন্ম গ্রহণমাত্রেই গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করায় মহাত্মা বিদুর তাহা দ্বারা কুল নাশ ভয়ে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, আপনি সন্তান স্নেহে তখন তাহা করেন নাই। এখন উহাকে পরিত্যাগ করুন, নতুবা উহা দ্বারা কুরুকুল ধ্বংস অনিবার্য্য। তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, যদি বংশনাশ হয়, তবে তাহা নিবারণ করিবার কাহারই সাধ্য নাই। এখন পুত্রদিগেব ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

অনন্তর দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পিতার আদেশ জানাইয়া পুনরায় তাঁহাকে দ্যূতে আহ্বান করিলে শকুনির কৌশলে বনবাস পণ রাখিয়া পুনরায় দ্যূত আরম্ভ হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠিব শকুনিব কপট দ্যূতে পরাজিত হইলে পাষণ্ড দুর্য্যোধনের সঙ্গিগণের মধ্যে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। দুঃশাসন পাণ্ডবগণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, পাণ্ডবগণ এবার অনন্ত নরকে পাতিত, সুখচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইল। ধনমদে মত্ত হইয়া আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল; এক্ষণে বনবাসেই তাহার সম্যক প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ইহাদিগেব দিব্যাম্বর ও বিচিত্র বর্ম্মাদি কাড়িয়া লইয়া মৃগচর্ম্ম পরিধান করাইয়া বিদায় দাও। যাহারা ত্রিলোক মধ্যে সদৃশ ব্যক্তি নাই বলিয়া অহঙ্কার করিত, এখন তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফলভোগের সময় আসিয়াছে। হে দ্রৌপদি! এক্ষণে বনচারী ভিখারী পাণ্ডবগণের সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া তোমার লাভ কি? তুমি কৌরবগণের মধ্যে কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিয়া অনন্ত সুখ ভোগ কর। পাণ্ডবগণের ন্যায় ক্লীবের অনুগমন করা তোমার আর কর্ত্তব্য নহে।

অতুল রলশালী ভীমসেন তাহার বাক্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, পাপিষ্ঠগণ যেরূপ আচরণ করে, তুই তাহাই করিতেছিস। তুই বাক্যরূপ ছুরিকা দ্বারা যেমন আমাদের মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছিস্, তদ্রূপ আমিও রণস্থলে তোর বক্ষের চর্ম্মোৎপাটন পূর্ব্বক রক্ত পান করিব। তাহা শুনিয়া পাষণ্ড দুঃশাসন তাঁহাকে "গরু গরু" বলিয়া উপহাস করত নাচিতে লাগিল!

পাণ্ডবগণ মৃগচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশে বন গমনার্থ সভা মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে নরাধম দুর্য্যোধন সিংহগতি ভীমসেন ও কৌন্তেয়গণের গমনের অনুকরণ করত ভঙ্গী করিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল! তাহা দেখিয়া ভীমসেন বলিলেন, রে মূঢ়! এখন আমরা সংযত, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুবর্ত্তী, তোমাদের এ পরিহাসের উত্তর দেওয়ার সময়, ইহা নহে। কিন্তু আমি আবার এই সভাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, যদি যুদ্ধ বাধে, তবে নিশ্চয় জানিও, গদা যুদ্ধে তোমার জীবন সংহার করিব। এবং ধনঞ্জয় কর্ণকে, সহদেব অক্ষশঠ শকুনিকে বিনষ্ট করিবে। অর্জ্জুন বলিলেন, আমিও বলিতেছি ভীমসেনের নির্দ্দেশ অনুসারে হিংসাদ্বেষ পরবশ, বক্তা ও আত্মশ্লাঘা-সম্পন্ন কর্ণ ও তাহার অনুগত সমুদয় ব্যক্তিকে সংহার করিব। যদি ত্রয়োদশ বর্ষ পরে দুর্য্যোধন আমাদিগকে রাজ্য ফিরাইয়া না দেয়, তাহা হইলে অবশ্যই এইরূপ ঘটিবে। সহদেব শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি যাহাদিগকে অক্ষ বলিয়া জানিয়াছ, তাহা অক্ষ নহে তীক্ষ্ণধার শর সমূহ! যুদ্ধে তাহাই তোমার প্রাণ সংহারের কারণ হইবে। মধ্যম পাণ্ডবের আদেশানুযায়ী আমি তোমার প্রাণ সংহার করিয়া তবে তৃপ্তিলাভ করিব। নকুল বলিলেন ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য যে সমস্ত পুত্র দ্রৌপদীর প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—সেই সমুদয় দুরাচারকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

যুধিষ্ঠির কাহারও কোন কথা বা বিদ্রূপ পরিহাসের কোন উত্তর না দিয়া অতি বিনয়ে ধীর ভাবে বলিলেন, আমি সকল ভারত, বৃদ্ধ পিতামহ, রাজা সোমদত্ত, বাহ্লিক, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও সঞ্জয় এবং অন্যান্য সভাসদগণের নিকট বিদায় লইয়া চলিলাম, পুনর্ব্বার আসিয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। পাণ্ডবগণের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। বিদুর বলিলেন, আর্য্যা পৃথা রাজপুত্রী, বৃদ্ধা, সুকুমারী,

বনবাসের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন না; অতএব তিনি আমার আবাসেই কালযাপন করুন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, আপনি পিতৃব্য—পিতৃতুল্য। আমরা আপনার একান্ত বশম্বদ, আপনার আজ্ঞা আমাদের শিরোধার্য্য। যদি আর কিছু কর্ত্তব্য থাকে তাহাও আদেশ করুন।

বিদুর বলিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! অধর্ম্মাচরণ করিয়া কেহ কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, ধনঞ্জয় যুদ্ধজেতা, ভীমসেন অরিহন্তা, নকুল অর্থ-সংগ্রহী, সহদেব সংযমী, ধৌম ব্রহ্মবিৎ, ধর্ম্মার্থ-কুশলা দ্রৌপদী ধর্ম্মচারিণী। তোমরা সকলেই পরস্পরের প্রিয়-দর্শন, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, শত্রুবর্গ তোমাদিগেব সৌহার্দ্দ বিচ্ছেদ করিতে পাবে না। হে ভাবত! তোমাব সমাধি ক্ষেমাস্পদী-ভূত; শক্র সদৃশ শত্রুও ইহাকে উপহাস করিতে পারে না। তুমি পূর্ব্বে হিমাচলে মেরু সাবর্ণি কর্ত্তৃক অনুশিষ্ট, বাবাণাবত নগরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নেব নিকট শিক্ষিত, ভৃগুতুঙ্গে রামেব নিকট উপদিষ্ট হইয়াছ, দৃষদ্বতীতে মহাদেবের নিকট জ্ঞান লাভ কবিয়াছ, কল্মাষী নদীতীবে মহর্ষি ভৃগুর শিষ্য হইয়াছ, দেবর্ষি নারদ তোমার সর্ব্ব-বিষয়ের পরিদর্শক এবং ধৌম তোমার পুরোহিত। হে বৎস! যুদ্ধকালে ঋষি প্রশংসিত তোমাব অসাধারণ বুদ্ধি-বৃত্তি পরিত্যাগ করিও না। তুমি বুদ্ধিতে পুরুববাকে ও শক্তিতে বাজগণকে পরাজয়, ধর্ম্মাচবণে ঋষিগণকে অতিক্রম, সন্তোষে ইন্দ্র, ক্রোধ সম্বরণে যম, বদান্যতায় কুবেরকে জয়, সংযমে বরুণকে হীন, ক্ষমাগুণে পৃথিবীকে অতিক্রম, তেজে সূর্য্যদেবকে জয় এবং বলে পবনকে পরাস্ত কবিয়াছ। তোমাদেব সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক। নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হও। তুমি সমুদয় কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদিষ্ট হইয়াছ। অতএব যখন যাহা উপস্থিত হইবে তখন তাহা অবিকল সম্পাদন করিও।

সাধ্বী দ্রৌপদী বনগমনের অনুমতি চাহিতে কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাব অদর্শন জনিত দুঃখে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তিনিও তাঁহাদের বিরহ স্মরণ কবিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিলেন। এবং অতিমাত্র দুঃখে কাতর হইয়া কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায় রহিলে? শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। তুমি সকলের ত্রাণ-কর্ত্তা; এই নিমিত্ত লোকে বিপদে পড়িলে উচ্চৈঃস্বরে তোমাকে স্মরণ করে। দেখিও,

যেন তোমার বিপদ-ভঞ্জন নামে কলঙ্ক না হয়। পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক। ইহারা দুঃখ ভোগ করিবার উপযুক্ত নহে। ইহাদের প্রতি করুণা কর, আমার এই ভিক্ষা। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি নীতি-বিশারদ মহাত্মগণ উপস্থিত থাকিতে এমন বিপদ কেন ঘটিল! ইত্যাদি বলিয়া তিনি শোক বিহ্বল হইলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দ্রৌপদী সহিত পাণ্ডবগণ বন গমন করিলে সূর্য্যসম তেজস্বী দেবর্ষি নারদ সহসা ধৃতরাষ্ট্রের সভামধ্যে আবির্ভূত হইয়া ভীষণস্বরে বলিলেন, "আজ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ মধ্যে দুর্য্যোধনের অপরাধে ভীমার্জ্জুনের বলে কুরুকুল নির্ম্মূল হইবে।" ইহা বলিয়াই তিনি আকাশ পথে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র সহিত দুর্য্যোধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। এবং সন্ত্রস্ত হইয়া মহাধনুর্ব্বেদ-বিশারদ দ্রোণকে পাণ্ডবগণের সমুদয় রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। দ্রোণ বলিলেন, আমি আশ্রিতকে যথাসাধ্য রক্ষা করিব। অর্জ্জুন আমার অত্যন্ত প্রিয় হইলেও বড়ই দুঃখের বিষয় যে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজা দ্রুপদ আমার প্রাণ সংহারের নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়া সন্তান লাভ করিয়াছে। সে পাণ্ডবগণের পরম মিত্র। সুতরাং অবস্থানুযায়ী নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য আমাকেও প্রস্তুত হইতে হইবে। অতএব পাণ্ডবগণের সহিতও আমার যুদ্ধ অনিবার্য্য। কিন্তু দৈবই মূলাধার। দেবর্ষি যাহা বলিলেন, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব দুর্য্যোধন! তুমি দানাদি সৎকার্য্যে তৎপর হও, এবং ভোগ করিয়া লও। মহর্ষিগণ পাণ্ডবগণকে অবধ্য বলিয়া থাকেন।

পাঠক! এবার একবার পাণ্ডবগণের চরিত্র বিচার করুন। যাঁহারা ধর্ম্মের দ্বারা সংযত তাঁহাদের চরিত্র কি মহামহিমময়! কি অসীম সহনশীলতা ও ক্ষমা! দুরাত্মা দুঃশাসন ও দুর্য্যোধন ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীর উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, অসীম শক্তিশালী পাণ্ডবগণ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও ধর্ম্ম লঙ্ঘনের ভয়ে অনায়াসেই তাহা সহ্য করিয়াছেন! তাঁহাদের আনুগত্যের সীমাই বা কতদূর! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ইঙ্গিত-অনুশাসন-সংযম ও তাঁহার প্রতি ভক্তির সীমাও অবধারণ করা যায় না। রক্ত মাংসের শরীরে মানুষের এমন

তিতিক্ষা নাই! তাই আমরা ইহা চিন্তাও করিতে পারি না। তবে কি পাণ্ডবগণ মানুষ নহেন? মানুষ; তবে আদর্শ মনুষ্য! ঐ সমুদয় আদর্শে তাঁহারা মনুষ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছেন। কেমন করিয়া তাঁহারা মানুষ হইয়াও এমন আদর্শ হইলেন?—ধর্ম্মের অনুশাসনে। ধর্ম্ম মানিয়া চলিলে মানুষ এইরূপ অসম্ভব কার্য্যও সম্ভব করিয়া আদর্শ হইতে পারেন।

যে পাণ্ডবের পরাক্রমে সসাগরা ধরা রাজসূয় যজ্ঞে আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক প্রীতি-প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছে। যাঁহাদের ইঙ্গিতে পলকে প্রলয় হইতে পারে, ধর্ম্মানুবর্ত্তিতায় আজ তাঁহারা তাঁহাদের শক্তিসমুদ্রকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ধীর স্থির ভাবে কি দুঃসহ যাতনা সহ্য করিলেন, তাহা চিন্তা করিবার শক্তিই বা আমাদের কোথায়? রাজ্য ঐশ্বর্য্য গেল,—ছলনা চাতুরী করিয়া শকুনি অপহরণ করিল,—তাহা দেখিয়াও মহারাজ যুধিষ্ঠির ধীর স্থির ভাবে তাহা সহ্য করিলেন, পাছে তাঁহার সত্যব্রততায় কোন প্রকারে অধর্ম্ম স্পর্শ করে। ধর্ম্মের প্রভাবে তিনি সুখেষু বিগতস্পৃহঃ দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন মনাঃ!—কোন আঘাত নাই—কোন উদ্বেগ নাই—কেবল ধর্ম্মের কোন অঙ্গ হানি না হয়, ইহাই তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও চিন্তার বিষয়। কৌরবগণ পাণ্ডবগণের ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হইল এইজন্য যে, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মানুশাসিত, ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মার্জ্জন প্রয়াসী। তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ধর্ম্ম! বিলাসব্যসন বা রাজ্য—ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের লক্ষীভূত নহে। এরূপ না হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সুহৃদ্ সখা এবং দেবর্ষি নারদাদি তাঁহাদের শুভানুধ্যায়ী হইবেন কেন?

এ জগতে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ! যাঁহারা ধর্ম্মরক্ষা করিয়া চলেন, তাঁহাদের ইহকাল পরকাল দুইই হয়! রক্ত, মাংস, হাড়, মজ্জা, মলমূত্র, কৃমি কীট পূর্ণ এই দেহ চিরদিন থাকিবে না। যতই সাবধান হও, যতই রাজ্যৈশ্বর্য্যশালী হও, যতই বিলাসী হও, যতই আতুথাতু করিয়া ইহাকে রাখিবার চেষ্টা কর, একদিন ইহার ধ্বংস অনিবার্য্য! "যতন করিলে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ!" কিন্তু এ দেহ থাকিবার নহে! স্বর্ণকারগণ মুচি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সোণা গলাইয়া লয়! সোণা গলান শেষ হইলে তাহারা মুচি ফেলিয়া দেয়; তাহাতে আর কোন কাজ হয় না। এ দেহও তদ্রূপ। ভগবানের অভিপ্রায়—এই দেহ মুচিতে ভগবদ্ভক্তি রূপ সোণা গলাইয়া লও। ইহার একমাত্র কার্য্য তাহাই!

যে মূর্ত্তির—যেমন আকারের প্রয়োজন তদ্রূপ মূর্ত্তিই গড়িয়া লও। কত শত সহস্র জন্মের কর্ম্মফলে, কত শত সহস্র বার, কত শত সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ, ও করিতেছ; তবুও কি উদাসীন থাকিবে? সময় যখন পাইয়াছ, তখন আর বিলম্ব করিও না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মূলধনকে অতি বিচক্ষণতার সহিত ব্যবসায়ে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে পারেন। যাহারা নির্ব্বোধ তাহারাই মূলধন খোয়াইয়া ভিক্ষুক হইয়া চির-যন্ত্রণা ভোগ করে। যিনি পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতির ফলে রাজগৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি যদি চতুর হন, তবে উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া সৎকর্ম্মাদির দ্বারা সেই সুকৃতিকে অতি উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে পারেন। আর নির্ব্বোধ হইলে বিলাসব্যসনে মজিয়া মূলধন হারাইয়া গোলোকধাম খেলার ন্যায় "সাত চিতে" পুনঃ নরকে পতিত হয়!

মানুষ সুখ চায়। এবং একমাত্র আপনাকে ভালবাসে। কিন্তু মোহে মানুষ ইহাও ভুলিয়া যায়! কারণ, যদি বাস্তবিকই আমরা সুখ চাই, তবে আমরা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হইয়া বিলাসব্যসনে না মজিয়া, কিসে আমাদের সুখ হয়, তাহার অনুসন্ধান করিব। আমরা দেখিতেছি, রাজপুত্র অত্যুত্তম বসনভূষণ, শয্যা ও খাদ্যাদি অতুল ভোগে কালযাপন করিয়াও দান ও পরোপকারাদি কার্য্যে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অনুত্তম ধর্ম্মার্জ্জন করিতেছেন! আর কেহ চুরি ডাকাইতি করিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না, হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া চিরজীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে! কেন? কর্ম্মফলে!

এক সময়ে বুদ্ধগয়ার নিকটবর্ত্তী কোন বুদ্ধমঠে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ শ্রমণ বা সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহারা আহার্য্য সংস্থান জন্য জমিতে গমের চাষ করিয়াছিলেন। গম পাকিলে তাঁহারা মাঠে গিয়া তাহা কাটিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাটা শেষ হইয়াছে এমন সময় বহু দস্যু লগুড় হস্তে তাঁহাদের প্রতি প্রধাবিত হইতেছে দেখিয়া শ্রমণগণ শস্যক্ষেত্র হইতে বেগে পলায়ন করিলেন। কেবল একজন শ্রমণ পলায়ন না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দস্যুগণ তাঁহার সমীপস্থ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এরূপ ভাবে আগমনের কারণ কি? তাহারা বলিল, আমরা এই ক্ষেত্রজ শস্য লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইব। তিনি বলিলেন, বেশ তা লইয়া যাও! কিন্তু তোমাদের দুঃখে আমার প্রাণ অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দলপতি বলিল, কি দুঃখ?

তিনি বলিলেন, জন্মান্তরে তোমরা কত পাপ করিয়াছিলে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কারণ, এ জন্মে তোমরা আপনাদের ভরণপোষণের জন্য কত কষ্ট পাইতেছ, এজন্য তোমরা নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত নহ। এ জন্মে তোমাদের এই হইতেছে, লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যে অতুল পাপ করিতেছ, তজ্জন্য পরজন্মে তোমাদের যে কি ভীষণ কষ্ট হইবে, খাদ্য না পাইয়া তোমরা যে কি অচিন্তনীয় দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিবে, তাহা ভাবিয়া আমি আকুল হইতেছি!

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা!—এই সজ্জন সন্ন্যাসী বৌদ্ধ শ্রমণের ক্ষণমাত্র সঙ্গলাভে দস্যু-দলপতি তাঁহার অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল! পরে সদলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এবং দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মঠের ক্ষেত্র সমূহ চাষ করিয়া শ্রমণদিগের সেবা করিতে লাগিল। ইহাই ধর্ম্ম—ইহাই আত্মসুখ! এ জন্মে চুরি ডাকাইতি, জাল জুয়াচুরি করিয়া লোকের মাথায় বাড়ি দিয়া উদরান্নের সংস্থান করিলে প্রকৃত সুখ হয় না। আমাকে সুখী করিতে হইলে পরজন্মের কথা ভাবিতে হইবে। আমি যে অবস্থায় আছি, পরজন্মে যাহাতে তাহা হইতে উন্নত হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টা কেবল ধর্ম্ম! ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে এ জন্মে আমি যে অবস্থায় থাকি না কেন, আমার সন্তোষ নষ্ট হইবে না। আমি সর্ব্বাবস্থাতেই ভগবানের খেলা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব। সেই আনন্দই আমার এ জন্মের সুখ ও পরজন্মের সুখ-সেতু! এ জন্মে আমি যেমন হীন অবস্থাতেই থাকি না কেন, পরোপকার, দয়া, দানাদি কার্য্য আমার শরীর দ্বারাই সম্পন্ন করিতে পারি। ইহাই আমার মূলধন। এই মূলধন ভগবদ্ভক্তিরূপ ব্যবসায়ে নিয়োগ করিলে অচিরেই অতুল ধনী হওয়া যায়।

আবার এই সংসারে ধর্ম্মলাভ যেমন দুরূহ, তেমনই সুলভ! দুরূহ এইজন্য বলিতেছি যে, ঠিক ঠিক সংসারী হওয়া চাই। গৃহস্থ-ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ঋষিগণ বলিয়াছেন:—

যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥

স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও ভিক্ষু এই তিন আশ্রমীকেই গৃহস্থগণ প্রতিদিন বৈদিক-জ্ঞান ও অন্নদানে রক্ষা করেন, সেইজন্ত গৃহস্থই অন্ত সকল আশ্রমবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যিনি পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ ও ইহলোকে সুখ বাঞ্ছা করেন, তিনি সতত প্রযত্ন সহকারে এই গৃহস্থাশ্রমে গৃহীর কর্ত্তব্য পালন করিবেন। কিন্তু, যাঁহারা **ইন্দ্রিয় সংযমে অপারগ, তাঁহারা এ আশ্রমের উপযোগী নহেন।**

অতএব গৃহীর কর্ত্তব্য কি তাহা অবধারণ করুন; গৃহী,—ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীরও গুরু। ইন্দ্রিয় সংযম করিতে না পারিলে গৃহী হওয়া যায় না। কারণ, গৃহীকে অনেক লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। তাহাতে ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনকর অনেক জিনিসই থাকে। অন্ত তিন আশ্রমী ব্যক্তি নিঃসঙ্গ হইয়া বন জঙ্গল বা পাহাড় পর্ব্বতের গুহায় ধ্যান ধারণায় কালযাপন করিতে পারেন। কিন্তু গৃহী নিঃসঙ্গ হইতে পারেন না। সর্ব্বদাই তাঁহাকে স্ত্রীপুরুষের সহিত বহু কার্য্যে একত্র অবস্থান করিতে হয়। এজন্ত গৃহীর সংযম সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাচরণে মনোযোগী না হইলে সংযম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। ধর্ম্মই সর্ব্ব উচ্ছৃঙ্খলতার নিয়ামক। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া গৃহী তাঁহার সর্ব্ব কর্ত্তব্য পালন করেন। ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইলে গৃহীর সর্ব্বনাশ হয়। তাহার দেহ মন ধন প্রাণ কলুষিত হয়। ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব কর্ত্তব্য-পালন-তৎপর হইয়া গৃহী যেমন সর্ব্ব আশ্রমীর শ্রেষ্ঠ হয়েন। তদ্রূপ ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইলে পাপিষ্ঠেরও চূড়ামণি হইয়া উঠে। সেই যে তাহার পতন; সে পতনের ন্তায় হাড়ভাঙ্গা সর্ব্বনাশকর পতন আর নাই! তাহার জন্ম-জন্মার্জ্জিত যে পুণ্য, তাহা নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে গভীর পাপপঙ্কে নিমগ্ন করে। এইজন্ত বীর সাধনার ক্ষেত্র গৃহ। কারণ, গৃহ ইন্দ্রিয় প্রলোভনের বহুবিধ উপকরণে পূর্ণ। ইহাদিগকে ঠেলিয়া রাখিয়া আত্ম-কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে।

মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন :—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।

বিকারের বস্তু সম্মুখে থাকিলেও যাঁহাদের চিত্তবিকার উপস্থিত না হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই ধীমান্।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন ;—যে ঘরে বিকারে রোগী, সেই ঘরেই জলের জালা, আর আচার !

গৃহীকে এমন অবস্থায় দিন কাটাইতে হয়। এত সাবধান হইয়া চলিতে হয়। যিনি এইসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, তিনিই প্রকৃত গৃহী।

পাণ্ডবগণ ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মভাবে সংযত। দেব দ্বিজে ভক্তি-পরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সুতরাং আদর্শ গৃহী। এজন্য ধর্ম্ম—ভগবান্ তাঁহাদের সহায়। তাঁহাদের ইহকাল পরকাল সুখশান্তিময়। ধর্ম্মাচরণ ও ভগবৎ রতির জন্য তাঁহারা বিকার শূন্য এবং সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন ! যাঁহাদের রাজ্য—ঐশ্বর্য্য—বিলাসব্যসন তৃষ্ণা নাই, তাঁহাদের অসুখের কারণও নাই। কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্যাদি ইন্দ্রিয় লালসাই অনন্ত দুঃখের মূল। এজন্য পাণ্ডবগণ জিতেন্দ্রিয়।

পক্ষান্তরে কৌরবগণ ধর্ম্ম বর্জ্জিত, তজ্জন্য কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি ইন্দ্রিয়লালসা জর্জ্জরিত। ধর্ম্ম না থাকিলে কর্ত্তব্যও নাই। কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইলে মানুষের অনন্ত নরক অনিবার্য্য ! কারণ যে ধর্ম্মভ্রষ্ট সে নর-পিশাচ। তাহাদের ইহকাল পরকাল অনন্ত পাপ পূর্ণ অনন্ত নরকের আকর। এই পাপ যতই পুঞ্জীভূত হয়, ততই দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। কালই হস্ত প্রসারিত করিয়া ক্রোড়ে টানিবার জন্য দুর্ব্বুদ্ধি রূপে উদয় হন। কৌরবগণের কাল সমীপাগত, তাই নানা দুষ্ক্রিয়ার মোহে তাহারা অন্ধ। দুষ্ক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণ অহর্নিশ নানা ভয়ে আকুল। যাহাদের ধর্ম্মে ভয় নাই, ভগবানে বিশ্বাস নাই, তাহাদিগের ইহ জন্মে দুশ্চিন্তা দুঃশঙ্কারূপ অনন্ত যন্ত্রণা, পরকালে ঘোর দুষ্ক্রিয়ার ফলস্বরূপ মর্ম্মভেদী অকথ্য অচিন্ত্য অসহ্য অনন্ত নরক ! কারণ ভগবান্ মানুষকে বিবেক দিয়াছেন, ভাল মন্দ বিচারের শক্তি দিয়াছেন। যে বিবেক বশে সংযত হইয়া ভাল কাজ করে, সে ভাল ফল পায়, যে মোহমুগ্ধ হইয়া বিবেকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া দুষ্কার্য্য করে, সে মন্দ ফলই পায়।

কর্ম্মই সুখ দুঃখের বিধাতা। কর্ম্মানুযায়ী ফলই অদৃষ্টলিপি! যে আপনাকে ভালবাসে,—আপনার সুখ চায়, সে সংযত হইয়া বিবেকের বশে ধর্ম্মাচরণ করে। ধর্ম্মাচরণই যে আত্মসুখ, মূঢ়গণ তাহা ভুলিয়া যায়। তাহারা আত্মসুখের মোহে অধর্ম্মাচরণ করিয়া আত্ম-সর্ব্বনাশই করিয়া বসে। ধর্ম্মাচরণে দেহ মনঃপ্রাণ পরম সুখে পুলকিত হয়। মানুষের অনুসন্ধেয় সুখ ইহকালেই সীমাবদ্ধ নহে,—সুখান্বেষণ কালে ইহাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মাংস খাইলেই দেহের পুষ্টি বা সুখ হয় না। তাহা জীর্ণ করিবার সামর্থ্য আছে কি না অগ্রে তাহাই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। অনেকে লোভের বশীভূত হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া প্রচুর "পলোয়া কালিয়া কোপ্তা" খাইয়া অচিরেই বিসূচিকায় আক্রান্ত হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবলীলা সাঙ্গ করে!—অনায়াস লভ্য বলিয়া ভাল মন্দ বিচার না করিয়াই তাহা উদরস্থ করার যাহা ফল, তাহা ফলিবেই। সেইজন্য বলিতেছিলাম, হজম করিতে পারিবে কি না, তাহা বিচার করা অগ্রে কর্ত্তব্য। এই প্রকার নিমন্ত্রণ খাওয়া অধর্ম্ম। এজন্য তাহার ফল লাভও সঙ্গে সঙ্গে ঘটে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন কামনায় প্রলুব্ধ হইলে অগ্রে তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য। তাহাকে নিজ বশে রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। তুমি তাহার বশীভূত হইলেই তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। আর, তাহার কবলে পড়িলেই তোমার সর্ব্বনাশ;—তোমার ইহকাল পরকালের সুখ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে। আরও ভাবা উচিত, সুখ তোমার এ জন্মের নহে; পর পর জন্মের জন্য সম্বল সংগ্রহ করিতে হইবে। এই যে, তোমার আত্মীয় স্বজন, এই যে তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দারা, সুতাসুত, কেহই তোমার কেহ নহে। কর্ম্মবশে তুমি ইহাদিগের নিকট যে পরিমাণ ঋণী ছিলে, সেই ঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছ। সকলের প্রতি তোমার যথা-কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য পালন করিয়া আত্মসুখ-সম্বল চিন্তা করিতে হইবে। ইহারা যে তোমার কেহই নয়, একমাত্র ভগবান্‌ই যে তোমার আপনার জন, সর্ব্বদা ইহাই ধারণা করিতে হইবে। দেখ নাই কি, যখন তুমি পীড়িত হও, তোমার শরীরে অসহ্য যাতনা উপস্থিত হয়, তখন কেহ কি তোমার সেই যন্ত্রণার অংশ লইতে পারে? তাহা তোমাকেই ভোগ করিতে হয়!

ধর্ম্মাচারীদিগের সহনশীলতা অত্যন্ত অধিক। তাঁহারা দুঃখ যন্ত্রণাকে

তাঁহাদের ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত করিয়া লয়েন। তাহাকে ভগবানের দান বলিয়া আদরে গ্রহণ করেন। প্রহ্লাদ অশেষ যন্ত্রণা পাইয়াও ভগবানকে ভুলেন নাই। বরং সেই অসীম দুঃখ যন্ত্রণার ভিতর ভগবানের করুণা প্রত্যক্ষের আশায় সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেন। ভগবানও নিশ্চিন্ত থাকেন না। ভক্ত পরীক্ষার যন্ত্রণার মধ্যস্থলে আপনি আসিয়া পদ্মাস্তৃত দেহ পাতিয়া অবস্থান করেন। ধর্ম্মাচারিণী কৃষ্ণৈক-প্রাণা কৃষ্ণসখী দ্রৌপদী অসীম দুঃখে কৃষ্ণ স্মরণ করিলে তিনি ভক্ত দুঃখে আত্ম-সম্বরণ করিতে পারেন নাই। আর, ভক্ত সেই বিপদ-সাগরে একবার তাঁহার করুণা-কণার সন্ধান পাইলে পুনঃপুনঃ সেইরূপ বিপদই চান! উদ্দেশ্য আবার সেই করুণাময়ের করুণার পরিচয় পাইবেন। এজন্য তিনি একান্ত মনঃপ্রাণে সেই সব বিপদকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত অহর্নিশ প্রস্তুত থাকেন। দারুণ দুঃখে যে অতুল সুখের সন্ধান পান, তাহার নেশা তিনি ভুলিতে পারেন না। তাই দুঃখকে তিনি অতুল সুখের নিদান জানিয়া আনন্দে অঙ্গের ভূষণ করিয়া লয়েন। সুতরাং ভয় তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে না; বিপদ তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। তাহার মধ্যস্থলে তাঁহারা ভয়ং ভয়ানাং, ভীষণং ভীষণানাং—আনন্দ-প্রতিম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রীতি-প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়েন। এজন্য পাণ্ডবগণ অক্লান্তমনে শ্রীহরি স্মরণ করিয়া বন গমন করিলেন।

পাণ্ডবগণ সন্ন্যাসীর-বেশে বনে গমন করিলেন। সঙ্গে পুরোহিত মহর্ষি ধৌম্য ও পাণ্ডবগণের অনুরাগী ধর্ম্মপরায়ণ বহুব্যক্তিও তাঁহাদের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বহু অনুনয় বিনয়েও তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গ পরি-ত্যাগ করিলেন না; অধিকন্তু, পরিচর্য্যায় তাঁহাদের তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মাচরণের যুক্তি দেখাইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া স্ব স্ব গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণের বন গমনের সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পাণ্ডবগণ অত্যন্ত আগ্রহে অভ্যর্থনা করত আনন্দ লাভ করিলেন। দ্রৌপদী তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বলিলেন হে কৃষ্ণ! আমি কৃষ্ণসখী, পাণ্ডবগণের সহধর্ম্মিণী, মহারাজ দ্রুপদের পুত্রী হইয়াও অনাথা! দুরাত্মা দুঃশাসন রজস্বলা

অবস্থায় বলপূর্ব্বক কৌরব সভায় আনয়ন করিয়া আমার যে প্রকার অপমানিতা ও মর্ম্মবেদনা প্রদান করিয়াছে, তোমাকে ভিন্ন তাহা জানাইবার আমার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। আমাকে সেইপ্রকার ভীষণ বিপন্না দর্শন করিয়াও এক একটী ইন্দ্রতুল্য পাণ্ডব, কেহ কোন প্রকারেই আমায় রক্ষা করিবার কোন প্রয়াসই করেন নাই। কৌরব সভায় পূজ্যগণের সমক্ষে আমার বস্ত্র হরণ করিয়া লজ্জা-হানির যে ভীষণ মর্ম্মবেদনা দিয়াছে তাহা আমি আর বলিতে পারি না। তাহা মনে হইলেই ত্রাসে আমার কণ্ঠ শুষ্ক ও রোধ হইয়া যায়! হে কৃষ্ণ! আমার এ জীবনে ধিক্! এমন ঘৃণিত জীবন লইয়া বাঁচিয়া থাকাও বিড়ম্বনা বলিয়া মনে করি। তুমিও এমন নিষ্ঠুর, যে সে সময় দর্শন দিয়া আমায় রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে কর নাই। যাঁহাদের দৃষ্টিপাতেই কর্ণ, দুঃশাসন ও দুর্য্যোধনের ন্যায় শত শত পাপাত্মা ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাঁহারা যদি তেমন ভীষণ বিপদে আমাকে রক্ষা না করেন, তবে আমি আর নারীর সম্মান লইয়া কেমন করিয়া জীবিত থাকিব? কোন সময় আমার আবার কোন বিপদ উপস্থিত হয় তাহা ত বলিতে পারি না; তখন তোমাদের উপর নির্ভরও ত করিতে পারি না। অতএব সম্মান থাকিতে থাকিতে এ প্রাণ নাশ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করি। ইহা বলিয়াই তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। আপনার জনে দেখিলে শোকসিন্ধু এমনই করিয়াই উথলিয়া উঠে। আবার যাহাকে মনঃপ্রাণ দিয়া ভালবাসা যায়, তাহাকে দেখিলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা সর্ব্ব-শক্তিমান্ বলিয়া জানেন, যিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তে বিপদ সমুদ্র অন্তর্হিত হয়, তাঁহাকে আপনার জনরূপে পাইয়াও যে অচিন্তনীয় কষ্ট ভোগ হেতু অভিমান, তাঁহার বুঝি সীমা নাই।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন সখি! সে জন্য পাপিষ্ঠগণের প্রতি তোমার ক্রোধের কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তজ্জন্য পাণ্ডবগণের উপর অভিমান করিও না। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন ধর্ম্মসংযত ছিলেন। তুমি যেমন রোদন করিতেছ, অশ্রুজলে তোমার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতেছে, তদ্রূপ সেই সমুদয় পাপাত্মাদিগের ভার্য্যাসমূহও রণক্ষেত্রে তাহাদিগের ছিন্ন মুণ্ড দর্শন করিয়া দুঃসহ শোকানলে চিরদগ্ধ হইবে। পাণ্ডবগণ কখনই তোমাকে উপেক্ষা করেন নাই। তুমি তাঁহাদিগের অতীব প্রিয়তমা। তোমার উপর অত্যাচার নিরীক্ষণ করিয়াও তাঁহারা যে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন

করিয়াছিলেন, তাহা কেবল ধর্ম্ম রক্ষার জন্য। তুমি ধর্ম্মপরায়ণা রাজলক্ষ্মী; তুমি অবশ্যই তাঁহাদিগের ঐ ধর্ম্মাচরণ অবগত আছ। এবং একমাত্র তুমিই তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথে অবিচলিত থাকিতে সহায়তা করিয়া আসিতেছ। অতএব, তোমার অভিমান বা দুঃখের কোন কারণ নাই। তোমার কেশস্পর্শ করিয়া পাষণ্ড দুঃশাসন এখনও যে জীবিত আছে, তাহা কেবল তোমাব মর্ম্মন্তুদ যাতনার ভীষণ প্রতিশোধেব আদর্শ দণ্ড গ্রহণের জন্য! সখি! চিন্তিত হইও না। অতঃপর আমি সর্ব্বদাই তোমাদেব সহিত অবস্থান কবিব। বিপদ উপস্থিত হইলে স্মরণ মাত্রেই আমার দর্শন পাইবে। মহাবাজ যুধিষ্ঠিব এখন তীর্থ ভ্রমণ প্রয়াসী। তাঁহার সহিত তীর্থেব পবম পবিত্র ধূলিকণা ও সলিলে দেহ মন পবিত্র ও বমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ কর।

আমি এখন সুভদ্রাকে লইয়া দ্বাবকায় গমন কবিতেছি। রাজা দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতিও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কবিতেছেন। তোমাদিগকে সাদর সম্ভাষণ কবিয়া আমি গমন করিতেছি। ধর্ম্ম তোমাদের মঙ্গল করুন।

ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে যথাযোগ্য অভিভাষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।

যে পরাৎপরের দর্শনে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ মায়াজাল দূরীভূত, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন, সর্ব্বপ্রকার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই সর্ব্বেশ্বর ভূতভাবন হরিকে নিত্য দর্শন কবিয়াও পাণ্ডবদিগের এ দুর্গতির অবসান হইতেছে না কেন? সাধারণ বুদ্ধিতে এই প্রশ্নই আসে। কিন্তু পাণ্ডবগণ অসাধারণ! তাঁহাবা যেমন অসাধারণ, তাঁহাদের কার্য্যও তেমনই অসাধারণ! সুহৃদ সখা আত্মীয়রূপে কৃষ্ণকে যে সম্ভোগ, সে সম্ভোগে তাঁহাদের তেমন তৃপ্তি হয় না,—যেমন তৃপ্তি বিপদে! বিপদে তাঁহারা, তাঁহাকে হৃদয় সর্ব্বস্ব দিয়া আকুল আহ্বানে চক্ষের জলে দীনাতি দীন ভাবে লাভ করিয়া যে আনন্দ পান, সে আনন্দের সহিত বুঝি তাহা তুলনীয় নহে; তাই ধর্ম্মাচারী ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে বিপদই

কামনা করেন। বিপদের সময় তাঁহার কার্য্য, তাঁহার আবির্ভাব দর্শনের আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগকে সততই তন্ময় করিয়া রাখে! এই জন্যই মহীয়সী কুন্তী বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণ! আমাদিগকে বিপদ দাও, যে বিপদে সর্ব্বদাই তোমাকে স্মরণ করিতে পারি।" মহাভক্ত প্রহ্লাদাদি এই বিপদ মাহাত্ম্য অবগত ছিলেন। বিপদ যতই ঘনীভূত দৃঢ়ীভূত হইত, বিপদতারণ হরি-স্মরণ-শরণও ততই তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনন্দ দান করিতেন! সে অনুভূতি, সে পরমানন্দ, সে প্রেমাশ্রু, সে আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা বর্ণন করিবে কে? সে বিপদে যে কত সুখ, কত নির্ভরতা, কত নির্ভীকতা, তাহা পরিমাপ করিবার সাধ্য কাহার? আবার বিপদে যেমন দৃঢ়তা আসে, যেমন কর্ম্মশক্তি, উদ্যম, অধ্যবসায় জাগে, বিচার বিবেচনা, চিন্তা ও সংকল্প মার্জ্জিত ও দৃঢ়ীভূত হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে। আবার তাঁহাদিগকে যে মহত্তম কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছে, যে ভীষণাতি ভীষণ কর্ত্তব্যের সম্মুখীন করা হইতেছে, তাহার শিক্ষা ও পরীক্ষাও তদনুরূপ!

পাণ্ডবগণ হরিপরায়ণ।—তাঁহাতেই সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছাতেই চালিত হইতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের বলিয়া কিছু নাই। যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহাদের আসক্তি বা উদ্বেগও নাই। তাঁহারা সেহালার মত স্রোতের অনুকূলেই গমন করেন।

পাণ্ডবগণ বনে বনে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। রাজপুত্র—মহামহীয়ান্—শক্তিশালী হইয়া দীনহীন বেশে অতি কৃচ্ছ্রতায় কাল যাপন করিতেছেন। এদিকে পাষণ্ড দুর্য্যোধন কর্ণাদির সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাদিগকে গভীর হইতে গভীরতম বিপদে ফেলিবার কত কৌশলই অবলম্বন করিতেছে!

এক দিবস মহর্ষি দুর্ব্বাসা দশ সহস্র শিষ্য লইয়া দুর্য্যোধনের আবাসে উপস্থিত হইয়া অন্নপ্রার্থী হইলে মহাসমারোহে তাঁহাদের জন্য অন্ন প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাঁহারা আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। এইরূপে দুর্ব্বাসা যখন তখন ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া ভোজনার্থী হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন অভিশাপের ভয়ে সশিষ্য দুর্ব্বাসার জন্য সর্ব্বদাই আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে আদেশ করিল। মহর্ষি রাত্রি দুই প্রহরেও আসিয়া অন্ন প্রার্থনা করিতেন। যখন দেখিলেন কোন সময়েই তাঁহার প্রার্থনা বিফল হইল না, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহা শুনিয়া কর্ণের পরামর্শে দুর্য্যোধন বলিল, যদি

আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে কৃপাপূর্ব্বক কুলশ্রেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া দশ সহস্র শিষ্য সহিত তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করুন। তিনি বলিলেন, তোমার প্রীতির জন্য আমি তাহাই করিব!

তাহা শুনিয়া কর্ণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে দুর্য্যোধনকে বলিল, মহারাজ! এবার আর পাণ্ডবগণের নিস্তার নাই। তাহারা ত এখন ভিখারী। দশ সহস্র শিষ্য সহিত দুর্ব্বাসার আতিথ্য সৎকার করিবার তাহাদেব কিছুই নাই। সুতরাং মুনির শাপে তাহাবা সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে।

যাহা হউক, একদিন দুর্ব্বাসা দশ সহস্র শিষ্য সহিত বনবাসী পাণ্ডবগণের কুটীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমরা জলাশয়ে স্নান করিয়া আসি, আমাদের জন্য অন্ন প্রস্তুত করাও! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দূর হইতে দুর্ব্বাসাকে দর্শন করিয়া যথাবিহিত সম্মান সহকারে তাঁহাব অভ্যর্থনা করিলেন, এবং অতি আগ্রহ ও মহাসমাদরে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সত্বর আগমন করিতে অনুরোধ করিলেন।

রাজলক্ষ্মী দ্রৌপদী সেদিন সর্ব্বশেষে ভোজন করিয়াছেন। দ্রৌপদীর ভোজনের অগ্রে যত সহস্র লোকই আসুক না কেন, অন্নের অভাব হইত না। কিন্তু দ্রৌপদীর ভোজন শেষ হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মহারাজ যুধিষ্ঠির জানিতেন না যে, দ্রৌপদী ভোজন করিয়াছেন! তাই তিনি অতি সমাদরে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদী যখন শুনিলেন যে মহারাজ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তখন অভিশাপের ভয়ে দ্রৌপদী অত্যন্ত চিন্তাকুলা হইয়া উঠিলেন। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল! তাঁহার ভোজন সমাপনের কথাও মহাবাজকে জানাইতে পারিলেন না। যখন দেখিলেন ভীষণ বিপদ সমুদ্রে তিনি পাণ্ডবগণকে নিমগ্ন করিয়াছেন, তখন হৃদয় সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া বিপদ-ভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। দুই চক্ষের বারিধারায় তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হইয়া যাইতে লাগিল! তিনি বলিতে লাগিলেন,—হে গোবিন্দ! হে প্রণতার্ত্তিনাশন! হে মুকুন্দ! হে মাধব! হে নীলোৎপলশ্যাম! হে পদ্মারুণেক্ষণ! হে পীতাম্বর! হে কৌস্তুভভূষণ! হে গোপাল! হে পরাৎপর! হে শরণাগতবৎসল! হে পুরাণপুরুষ! হে প্রাণ! হে সর্ব্বসাক্ষিন্! হে বরণ্যে! হে বরদ! হে অনন্ত! হে বিশ্বাত্মন্! তোমাকে আমি কোটী কোটী নমস্কার

করি। কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর। তুমিই আদি ও অন্ত, তুমিই সকল ভূতের আশ্রয়, তুমিই পরতর জ্যোতিঃ, তুমিই সর্ব্বতোমুখ, তুমিই সকলের বীজ ও সকলের নিধান; তুমি যাহাকে রক্ষা কব, তাহাব আর কোন ভয়ই থাকে না। হে মহাবাহো! হে জগন্নাথ! হে দেবকীনন্দন! তুমি পূর্ব্বে যেমন সভামধ্যে দুষ্ট দুঃশাসন হইতে আমাকে বক্ষা করিয়াছিলে, আজ সেইরূপ এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর। আজ তোমার অতি প্রিয় পাণ্ডবগণ ঘোর বিপন্ন! এ মহাসঙ্কটে তুমি ভিন্ন আর আমাদেব অন্যগতি নাই। আমাদিগকে সংহারই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। হে সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! আজ যে পাণ্ডবগণ কি ভীষণ বিপদে পড়িয়াছেন তাহা তোমার অবিদিত নাই! আমিই এই সর্ব্বনাশেব মূল! আমি ভোজন না কবিলে এমন বিপদ ঘটিত না। আমিই পাণ্ডবগণেব এ সর্ব্বনাশেব হেতু হইলাম এজন্য আমাব মনঃপ্রাণ অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। হে সখা। হে সঙ্কটনাশন! হে নবঘনশ্যামসুন্দব! হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! হে সর্ব্বজনপ্রিয়! হে ব্রজাঙ্গনা-মনচোব! হে রাধিকা-প্রাণবল্লভ! হে রুক্মিণীরমণ! এই ঘোব বিপদে পাণ্ডবগণকে বক্ষা কর, বক্ষা কর, বক্ষা কর।

ইহা বলিয়া দ্রুপদনন্দিনী অতিশয় কাতব হইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হবি পাণ্ডবগণেব ভীষণ বিপদ অবগত হইয়া পার্শ্ব-শায়িনী রুক্মিণীকে পবিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পাণ্ডব কুটীবে আবির্ভূত হইলেন।

দ্রৌপদী সহসা তাঁহাকে নিবীক্ষণ করিয়া শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা কবিলেন। এবং অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দুর্ব্বাসার দশ সহস্র শিষ্যসহ আগমন ও ভোজনাকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, হে দ্রৌপদি! আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি, অগ্রে আমাকে ভোজ্য প্রদান কর; তাহাব পর অন্য কর্ম্ম করিও।

তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন হে দেব! আমার ভোজন পর্য্যন্ত সূর্য্যদত্ত স্থালী অন্নে পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু আজ আমি ভোজন করিয়াছি, এখন ত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।

দ্রৌপদীর কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে রাজনন্দিনি! আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, এ সময় তোমার পবিহাস করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি শীঘ্র গিয়া সেই স্থালী লইয়া আসিয়া আমায় দেখাও।

দ্রৌপদী কৃষ্ণের এই প্রকার ক্ষুধার্ত্ত ভাব দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন। ভাবিলেন, ইহা যে আবার বিপদের উপর বিপদ! সশিষ্য দুর্ব্বাসার ক্ষুধা নিবারণের জন্য যাঁহাকে আহ্বান করিলাম, তিনিই আবার ক্ষুধায়—বিষম ক্ষুধায় অস্থির! স্বয়মসিদ্ধঃ কুতো সিদ্ধম্? যিনি নিজেই ক্ষুধায় অস্থির, তিনি কেমন করিয়া আমাদিগকে দুর্ব্বাসার এই ক্ষুধারূপ বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন? সহসা যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল! তিনি ভাবিলেন, ছি ছি! আমি কি ভাবিতেছি! যিনি বিশ্বাত্মা সর্ব্বশক্তিশালী, তাঁহার আবার অকরণীয় কি আছে? নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন গূঢ় রহস্য আছে; ইহা চিন্তা করিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সূর্য্যদত্ত স্থালী লইয়া কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে সেই স্থালীর কণ্ঠসংলগ্ন কিঞ্চিৎ শাকান্ন লইয়া অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে মুখে দিয়া বলিলেন, ইহাতে বিশ্বাত্মা পরিতৃপ্ত হউক। এবং ভীমসেনকে বলিলেন আপনি শীঘ্র গিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজনার্থ আহ্বান করুন।

তাহা দেখিয়া দ্রৌপদী অন্তরে অত্যন্ত হৃষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব অবগত হইলেন। এবং প্রকাশ্যে পরিহাস করত উচ্চ হাস্যে বলিলেন, হে মাধব! তোমার এ কি পরিহাস? তোমায় ডাকিলাম ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য; কিন্তু তুমিই ক্ষুধায় কাতর! তাহার পর, অবশ্য শাকান্ন কণায় তোমার সেই বিপুল ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল। এবং তোমার সেইরূপ আর কোন শাকান্ন কণার সংস্থানও নাই, তথাপি তুমি সশিষ্য দুর্ব্বাসাকে ভোজনার্থ আহ্বান করিতে ডাকিয়া পাঠাইতেছ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সখি! কৃষ্ণার ভোজনান্ত-স্থালী-সংলগ্ন-শাকান্নকণা মাধবের মুখে পড়িলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আর কেহই অভুক্ত থাকে না, সকলেরই উদর অতি ভোজনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে!

দ্রৌপদী বলিলেন তাহা যাহাই হউক, আমরা সশিষ্য দুর্ব্বাসার ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইতেছিলাম, তুমি আসিয়া আবার জ্বালার উপর জ্বালা দিয়া যেরূপ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলে, তাহাতে আমার দেহে ত প্রাণ ছিল না! তোমার জন্য কি করিব, কিছুই ঠিক্ করিতে পারিতেছিলাম না। তোমাকে দেখিলে আমাদের সর্ব্ব ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, আনন্দ ও সাহসে হৃদয় ভরিয়া উঠে! কিন্তু তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আমাদের কিছু আছে কিনা এতদিন ত তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। এখন দেখিতেছি, হে মাধব! নয়নের জলের সহিত ভুক্তাবশিষ্ট

শাকান্নকণাই তোমার ক্ষুধা শান্তির উত্তম ভোজ্য। হে প্রপন্নার্ত্তিহর! তোমার কৃপা ব্যতীত কেহই তোমায় সন্তুষ্ট করিতে পারে না। তুমি কত বড়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার শক্তি কাহার? আবার তুমি কত ছোট তাহার কল্পনাও ব্রহ্মাদির অগোচর। যোগে তুমি অতি বিরাট, প্রেমে তুমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গোপাল—রাখাল! পাণ্ডবের সখা—ব্রজাঙ্গনাদের দাস! তাই পাণ্ডবের বিপদে আজ নিদ্রাত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছ, পাণ্ডবগণের দাসীর ভুক্তাবশিষ্ট শাকান্নকণা খাইয়া পরমতৃপ্তি লাভ করিলে! হে সর্ব্বজনহৃদয়রঞ্জন! তোমার বিচিত্র লীলা, তোমার অদ্ভুত কৃপা, তোমার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য, আমাদিগকে তোমার প্রেমে বদ্ধ করিয়াছে! আমাদিগের এমন প্রেম ভক্তি প্রীতি কিছুই নাই যে, তদ্দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিতে পারি। তোমাকে স্মরণ করিয়াই পাণ্ডবগণ, জগতে এমন অসহনীয় কিছুই নাই, যাহা সহ্য করিতে না পারেন। তোমার কৃপা অবলম্বন করিয়াই আমরা এই অতি দীনাতিদীন কুটীরেও পরমসুখে রাজার রাজার ন্যায় কালযাপন করি। যখনই দুর্ব্বলতা আসে, তখনই তোমায় স্মরণ করিলেই হৃদয় অসীম সাহসে পূর্ণ হইয়া উঠে। আবও, বুঝিতে পারি না যে, সেই দুর্ব্বলতায় তুমি আমাদিগকে স্মরণ কর, না আমরা তোমাকে স্মরণ করি! কিন্তু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে ইহা স্পষ্টতঃ বোধ হয়, তুমিই স্মরণ করাও। সে স্মরণ পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার অপার কৃপা! তুমি যে পাণ্ডবের কত বল, তাহা তুমি ভিন্ন আর কেহই জানে না। তোমায় কেমন করিয়া আদর যত্ন করিতে হয়, তাহা ত আমরা কেহই জানি না। বরং তুমিই বিপদে সম্পদে আমাদের যে আদর যত্ন কর, তাহার তুলনা নাই। হে কৃষ্ণ! তুমি যে আমাদের কি, তাহা বলিতে পারি না। তুমি যাঁহাদিগকে ভালবাস জগতে তাঁহারাই ধন্য। আমি তোমায় স্তব করিতে বসি নাই; কিন্তু তোমায় দেখিলে আমাদের অদেয় কিছুই থাকে না। হে মদনমোহন! হে চিত্তচোর! কর্ম্মবশে যে কোন যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করি না কেন, তোমার কৃপা হইতে যেন বঞ্চিত না হই।

কৃষ্ণ বলিলেন, সখি! তোমরাই আমার আশ্রয়। তোমরা আদর কর বলিয়াই আমার আনন্দ হয়। তোমরা আমার স্বজন। তোমরা উচ্ছিষ্ট দিয়া আমায় অভ্যর্থনা কর না; তাই—এইরূপে তোমাদের উচ্ছিষ্ট খাইয়া আমি আনন্দ লাভ করি। আমাকে যে ভালবাসে, আমি তাহার উচ্ছিষ্ট খাইতে বড়

ভালবাসি! বিদুরের ক্ষুদ কুঁড়ায় এইজন্য আমার বড় লোভ! শবরীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে এইজন্যই আমার পরম তৃপ্তি জন্মিয়াছিল! যে আমাকে তাহাদেরই স্বজন বলিয়া ভালবাসে, আমি তাহাদের তিরস্কার—ভৎর্সনা ও প্রহারকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া লই! তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে আমরা পরম আনন্দ হয়! তাহাদিগকে কোলে কাঁধে করিয়া—তাহাদের দাস হইয়া আমি যে আনন্দ পাই, "দেবস্তুতি হ'তে তাহা হরে মোর মন!" এজন্য আমি উচ্ছিষ্ট খাইয়াছি, তজ্জন্য মনে কিছু করিও না। আরও আমি তোমাদের ছোট, সুতরাং উচ্ছিষ্ট ভক্ষণেরও অধিকারী।

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ! তুমি সকল বিষয়েরই আদর্শ! তোমার তুলনা কি এ জগতে আর আছে? আমরা তোমার গুণমুগ্ধ! তোমার গুণের কথা বলিবার শক্তিই বা আমাদের কোথায়? যাহাহউক, এক্ষণে উচ্ছিষ্ট খাইয়া গমন করিলে চলিবে না, কিছু আহার্য্য প্রস্তুত করি।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আর না, আমি পরম পরিতৃপ্ত। এমন কি ভোজনের গুরুত্বে তোমার সহিত ভালরূপে কথাও কহিতে পারিতেছি না। সখি! সশিষ্য দুর্ব্বাসার কথা ত তুমি আর চিন্তা কর নাই! আমি যে সেই চিন্তায় ভোজনের গুরুত্বে অবসন্ন! তোমার উচ্ছিষ্ট শাকান্নকণা ভোজনের ফলে সশিষ্য দুর্ব্বাসা অতি ভোজনে কাতর হইয়া পলায়ন করিয়াছেন! তিনি তাঁহার শিষ্যগণের গুরু ভোজন জনিত অবসাদে পুনরাহারে ঘোর অনিচ্ছা জানিয়া এবং আপনার উদরেও আর স্থান নাই দেখিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন, এখন আর রাজা যুধিষ্ঠিরের কুটীরে গমন করিয়া প্রয়োজন নাই; পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। কারণ, হে বিপ্রগণ! ধীমান্ অম্বরীষ রাজর্ষির প্রভাব স্মরণ হইলে হরিপদাশ্রিত ব্যক্তিমাত্র হইতেই ভীত হইতে হয়। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ সকলেই মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ, শৌর্য্যশালী, কৃতবিদ্য, ব্রতধারী, তপস্বী, সদাচাররত এবং নারায়ণপরায়ণ। তাঁহাদের ক্রোধানলী উদ্দীপিত হইলে তুলারাশির ন্যায় আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিতে পারে! অতএব তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। ইহা বলিয়া দুর্ব্বাসা দশ সহস্র শিষ্যসহ অতি ভোজন জনিত উদ্গারের রব করিতে করিতে, পাছে পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে আসেন, এই ভয়ে বেগে দশদিকে পলায়ন করিয়াছেন!

অতএব হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আর আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নাই! পাঞ্চাল কুমারী কোপন-স্বভাব দুর্ব্বাসার সহসা অন্নার্থী হইয়া আগমনে অত্যন্ত ভীত হইয়া আমার আহ্বান করায় আমি আসিয়াছিলাম। একণে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে; আপনারা সুস্থ হউন।

তাহা শুনিয়া দ্রৌপদীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

পরে ভীম আসিয়া সংবাদ দিলেন, দুর্ব্বাসা সশিষ্য পলায়ন করিয়াছেন; বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাদের দর্শন পাইলাম না।

তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, একণে আমি আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া গমন করিতেছি; অনুমতি করুন। তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, সিন্ধু-নিমগ্ন ব্যক্তির ভেলা প্রাপ্তির ন্যায় তোমাকে পাইয়া আমরা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। তুমি একণে গৃহে গমন কর।

-(০)-

ভক্তের-ভগবান্।

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! বেদার্থজ্ঞ প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয় এবং বিষয়াসক্তি-শূন্য শ্রীদাম নামে একজন ব্রাহ্মণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন; ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে গৃহাস্থাশ্রমে কালযাপন করিতেন। যদৃচ্ছালব্ধ অন্নাদিতে সন্তুষ্ট থাকিতেন। কখনও ধনাশায় উৎকণ্ঠিত বা ব্যস্ত হইতেন না। অতি দীন হীন ভিখারীর ন্যায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অর্থাভাবে অতি জীর্ণ মলিন বসন পরিধান করিয়াই তাঁহাকে কালাতিপাত করিতে হইত। তাঁহার পত্নীও একান্ত পতিব্রতা। অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াও সর্ব্বদাই স্বামীর চিত্ত-বিনোদনে নিরত থাকিতেন। তাঁহার সেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল।

একদিন গৃহে একবারে অন্নাভাব হইল। ক্ষুধার্ত্ত ভর্ত্তাকে কি দিয়া পরিতুষ্ট করিবেন, তাহার কিছুই নাই দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুলা হইলেন। কিন্তু পাছে সে সংবাদ শুনিয়া স্বামী ব্যস্ত বা চিন্তিত হন, তাঁহার মনে কোন প্রকার আঘাত লাগে, দুঃখে কাতর হন, এজন্য ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া ও একান্ত নিরুপায় হইয়া শুষ্কবদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন :—

হে ব্রহ্মণ্। আপনার মুখে পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, সাক্ষাৎ কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা! তিনি ব্রাহ্মণ, ভক্ত ও ভক্তজনের প্রতিপালক এবং একমাত্র তিনিই শরণ লইবার উপযুক্ত পাত্র। আপনিও বৈরাগ্যাদি অশেষগুণে সর্ব্ব-প্রকারে অলঙ্কৃত। অতএব সাধু-সজ্জনগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল, সেই পরম হিতৈষী বাসুদেবের নিকট আপনি যদি উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে আপনার আর এ সাংসারিক দুঃখ থাকে না। পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া অর্থাভাবে আপনি যথেষ্ট ক্লেশ পাইতেছেন। বহুদিনের পর দেখিয়া এবং আপনার দুঃখের কথা অবগত হইয়া তিনি আপনাকে প্রচুর ধন-সম্পত্তি দান করিতে

পারেন। আমার বোধ হয়, তাহাতে আপনার সকল অভাব পূর্ণ হইবে। বিশেষতঃ তিনি সম্প্রতি নিকটেই অবস্থান করিতেছেন;—ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকাদি যদুবংশীয়দিগের প্রতিপালকরূপে এক্ষণে দ্বারকায়-আছেন।

আহা! যাঁহার চরণকমল কেবল হৃদয় মন্দিরে চিন্তা করিলে, যিনি ভক্তকে আত্ম-স্বরূপ পর্য্যন্ত দান করেন, তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া, সম্পূর্ণ অনতি-প্রেত তুচ্ছ অর্থ-কামাদি প্রার্থনা করিলে সেই জগদ্‌গুরু যে তাহা প্রদান করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পত্নী কর্ত্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইলে মহাত্মা শ্রীদাম অর্থ-প্রাপ্তির কথায় মনে মনে হাস্য করত, অন্য কোন লাভ নাই হউক শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভের ইহা উত্তম্ সুযোগ মনে করিয়া, প্রকাশ্যে তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন পূর্ব্বক বলিলেন, হে ভদ্রে! সখার নিকট গমন করিতে হইলে তাঁহার জন্য কিছু উপায়ন লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য, রিক্ত-হস্তে যাইতে নাই। অতএব গৃহে যদি কিছু থাকে, তাহা আমায় দাও। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণী কিছু লজ্জিতা হইলেন; এবং প্রতিবাসী ব্রাহ্মণের বাড়ী হইতে চারি মুঠা চিড়া ভিক্ষা করিয়া আনিয়া একখানি অতি জীর্ণ পট্টবস্ত্রে বাঁধিয়া স্বামীর করে প্রদান করিলেন।

প্রেমে গদ্গদ সুদরিদ্র ব্রাহ্মণ সেই চিড়াগুলি অতি যত্নে লইয়া কি প্রকারে আমার কৃষ্ণদর্শন লাভ ঘটিবে, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকাভিমুখে গমন করত কৃষ্ণ সন্দর্শনের আনন্দে বিহ্বল হইতে লাগিলেন। বাল্যকালের কৃষ্ণসঙ্গ লাভের কত কথাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। এইরূপে কেমন করিয়া কত পথ অতিক্রম করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। দ্বারকার সন্নিহিত হইয়া ক্রমশঃ তিনটী সেনা সন্নিবেশ স্থল অতিক্রম করত পর পর তিনটী কক্ষা, দুর্গম্য প্রাচীরাদি অতিক্রম করিয়া অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশীয়গণের দুরতিক্রম্য বাসভবন সমূহও ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে অতিক্রম পূর্ব্বক যেখানে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষীর বাসভবন শোভা পাইতেছে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং অত্যন্ত আনন্দ সহকারে শ্রী[illegible] আবাসের একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই ব্রাহ্মণের [illegible] বাঁধা রহিল না। [illegible]

যায়; শ্রীদামও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়-পত্নী রুক্মিণীসহ পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন, দূর হইতে ব্রাহ্মণকে আগমন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করত সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রেম-পুলকে আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

আহা! ভক্তাধীন ভগবান্ সেই প্রিয়-সখা ব্রাহ্মণের অঙ্গ সঙ্গ জনিত আনন্দে যেন অপার আনন্দিত হইলেন। পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের লোচনদ্বয় হইতে দরদরিত ধারায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল!

অনন্তর সখা ব্রাহ্মণকে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সৎকার করিলেন। স্বয়ং ব্রাহ্মণের পদদ্বয় প্রক্ষালন করাইয়া সেই বারি জগৎপবিত্র জনার্দ্দন মস্তকে ধারণ করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন।

পরে শ্রীকৃষ্ণ অগুরুচন্দন ও কুঙ্কুমাদি অপূর্ব্ব গন্ধদ্রব্য ব্রাহ্মণের অঙ্গে মাখাইতে লাগিলেন। প্রদীপাবলি ও সুগন্ধি ধূপ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া তাম্বুল ও গাভী প্রদান পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্ব্বৈশ্বর্য্য স্বরূপা রুক্মিণী দেবীও সখিগণ পরিবৃতা হইয়া সেই জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত, অন্নাভাবে শীর্ণ কলেবর, শিরাব্যাপ্ত মলিনবেশধারী ব্রাহ্মণকে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরস্থ জনগণ সেই প্রকার অতি দীন হীন ব্রাহ্মণের এই প্রকার সেবা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আহা! এই শ্রীহীন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব জন্মে কি পুণ্যই সঞ্চয় করিয়াছেন! সংসারে ইহার ধন নাই, সুতরাং মানও নাই। কিন্তু কেহই ইহার সম্মান না করিলেও ত্রিলোকস্থ ব্রহ্মাদি লোকপালগণের যিনি একমাত্র গুরু সেই শ্রীপতি জনার্দ্দন পর্য্যঙ্কস্থা পতিপরায়ণা প্রিয়পত্নী রুক্মিণীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতেছেন! অতএব ইহার সঞ্চিত পুণ্যের আর কি পরিচয় দিব?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের হস্তধারণ পূর্ব্বক একত্র উপবিষ্ট হইয়া বাল্যকালে তাঁহার সহিত গুরু গৃহে বাসকালে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল সেই সকল মধুর বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্! পাঠ সাঙ্গ করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বযোগ্যা চিত্তাহ্লাদিনী সেবাপরায়ণা উপযুক্ত

ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছ ত? হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি গৃহী হইলেও তোমার চিত্ত বিষয় চিন্তায় ব্যাকুল নহে। তুমি যে ধনৈশ্বর্য্যের কামনা কর না, তাহা আমি বেশ জানি।

মনোমধ্যে ভোগের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও অনেকে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা কেবল লোক শিক্ষার জন্ত। যেমন আমার নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও আমি সৃষ্টি মর্য্যাদা রক্ষার জন্ত কর্ম্ম করি। তাঁহারাও সেইরূপ দৈবী-শক্তির অনির্ব্বচনীয় বিকাশমাত্র বোধে ভোগকে উপেক্ষা করত নিরন্তর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সমূহ করিয়া থাকেন।

গুরু গৃহে বাসের কথা তোমার কি স্মরণ হয়? কেনইবা না হইবে? গুরুর নিকট জগত্তত্ব, জীবতত্ব ও পরমাত্মতত্ব অবধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ এই দুস্তর সংসারকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। হে সখে! সংসারে যাঁহার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করা যায় তিনিই আদি গুরু, এবং পূজনীয়। কিন্তু জন্ম গ্রহণের পর যাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মাদি ও কর্ম্মের বীজ পাওয়া যায় অর্থাৎ যিনি বেদোপদেশাদি প্রদানে জ্ঞান, ভক্তি ও মোক্ষের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন, তিনি দ্বিতীয় গুরু; এবং ভগবানের ন্যায় পূজ্য ও আদরনীয়। আমার প্রতিভূস্বরূপ জ্ঞানপ্রদ গুরুগণের উপদেশ বাক্যকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, বর্ণাশ্রম বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই সকল সুচতুর ব্যক্তিই ভীষণ ভবজলধিকে অনায়াসেই অতিক্রম করিয়া থাকেন।

নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥

(ইজ্যা পঞ্চমহাযজ্ঞাদি গৃহস্থধর্ম্মঃ প্রজাতি পুত্রোৎপাদনং প্রকৃষ্টং জন্ম উপনয়নং চ গৃহস্থধর্ম্মঃ, তাভ্যাং ইজ্যা প্রজাতিভ্যাং, তপসা অনশনাদি বানপ্রস্থ ধর্ম্মেণ, উপশমেন ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদি যতি ধর্ম্মেণ চ সর্ব্বভূতাত্মা অহং তথা ন তুষ্যেয়ং প্রীতঃ ন স্যাৎ, যথা গুরুশুশ্রূষয়া তুষ্যেয়ং।)

আমি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা! সুতরাং আমার নিকট কাহারই কিছু অবিদিত নাই। আমি গুরুশুশ্রূষা দ্বারা যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকি, যাগ যজ্ঞাদি

গৃহস্থধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য—এবং তপস্যাদি যতি ধর্ম্মের কঠোর অনুষ্ঠানেও আমার তেমন তৃপ্তি হয় না।

আচ্ছা ভাই! সে দিনের কথা কি মনে হয়, যে দিন গুরু-পত্নীগণের আদেশে আমরা ইন্ধন সংগ্রহার্থ গমন করি? সেই আমরা এক মহারণ্যে প্রবেশ করিলাম; বর্ষা অতীত হইলেও ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে প্রচুর বারিবর্ষণে চারিদিক্ জলমগ্ন হইয়া গেল। এবং সূর্য্যও অস্তাচলে গমন করিলে দশদিক্ অন্ধকারময় হইল। সেই ভীষণ অন্ধকার ও জল প্লাবনে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া আমরা পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অবসন্নের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

আমাদের গুরু সান্দীপনি মুনি রমণীগণের মুখে, অপরাহ্নে আমাদের কাষ্ঠা-হরণার্থ বন গমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন ও আমাদিগকে অন্বেষণার্থ অতি প্রত্যূষে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বন প্রবেশ কবিলেন। এবং অনেক অনুসন্ধানেব পর আমাদিগকে সেই প্রকার অবসন্ন দেখিয়া বলিলেন, হে পুত্রগণ! তোমবা আমার জন্য অত্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াছ। দেখ! আত্মার ন্যায় জীবের প্রিয় পদার্থ আর কিছুই নাই। কিন্তু তোমবা আমার সেবার জন্য তাহাকেও উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছ। গুরুপ্রীতির জন্য সৎশিষ্যেব এইরূপ কর্ত্তব্যই বটে। অতি পবিত্র ভাবে গুরুকে ধনাদি সর্ব্বস্ব, এমন কি দেহ পর্য্যন্ত সমর্পণ করাই সাধু শিষ্যের প্রকৃত লক্ষণ। হে বৎসগণ! আমি তোমাদের প্রতি অতীব প্রীত হইয়াছি, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক! আমার সমীপে অধীত এবং অনধীত বেদাদি শাস্ত্র সমুহ ইহজন্মে এবং পরজন্মে চিরকালের জন্য তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুক।

হে ব্রহ্মণ্! গুরু গৃহে এই প্রকার যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কি স্মরণ হয়? বাস্তবিক, গুরুর কৃপা হইলেই মানব শান্তি লাভ করে।

শ্রীদাম বলিলেন, হে দেবদেব জগদ্‌গুরো! আপনি সত্যকাম! আপনার সহিত যখন একত্র গুরু গৃহে অবস্থান করিতাম, তখন আমাদেব আর অভাব কি? হে প্রভো! ছন্দোময় বেদ এবং বেদোক্ত কর্ম্মসমূহের শ্রেয়ই

যখন আপনার দেহ, তখন আপনার পক্ষে শিক্ষার জন্য গুরু গৃহে বাস করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র!

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! দ্বিজবর শ্রীদাম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিলে তিনি প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কিয়ৎকাল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। এবং ব্রাহ্মণ, ভক্ত-সাধু সজ্জনগণের একমাত্র শরণ কৃষ্ণ সহাস্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মণ্! বহুকালের পর বাড়ী হইতে আসিলে; আসিবার সময় অবশ্য রিক্ত-হস্তে আসা তোমার পক্ষে সম্ভব নহে। যাহাহউক, এখন আমার জন্য কি আনিয়াছ দাও, সামান্য বস্তু বলিয়া কুণ্ঠিত হইও না। কারণ, ভক্তগণ প্রেম পুরঃসর অতি সামান্য বস্তু প্রদান করিলেও আমি তাহা প্রচুর বলিয়া জ্ঞান করি। আবার যদি কেহ ভক্তি শূন্য হইয়া আমার উদ্দেশ্যে রাশি রাশি সামগ্রী প্রদান করে, তাহাতে আমার কিছুমাত্রও তৃপ্তি সাধিত হয় না।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভুক্ত্যপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

অধিক কি, পত্র, পুষ্প, ফল এবং জলও যে আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রদান করে, সংযতচিত্ত তাদৃশ ভক্তগণের সেই ভক্ত্যুপহার সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি।

ভক্তপ্রাণরঞ্জক শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ মধুর বাক্য শুনিয়াও শ্রীদাম লজ্জা বশতঃ জীর্ণ চেলবদ্ধ তণ্ডুল-চিপিটক কিছুতেই বাহির করিতে পারিলেন না; কেবল অধোবদনেই বসিয়া রহিলেন।

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপতি তাঁহার আসিবার কারণ অবধারণ করিয়া বুঝিলেন, ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্য কামনায় আমার আরাধনা করেন নাই। সুতরাং ইহার কোন কামনা না থাকায় ইনি আমাকে কিছু প্রদান করিতেও সাহসী হইতেছেন না; কেবল পতিব্রতা পত্নীর প্রিয়-সাধন মানসে আমার নিকট উপনীত হইয়াছেন। অতএব আজ আমি ইহাকে মর্ত্ত্যলোকের দুর্লভ সম্পত্তি দান করিব।

ভক্তের ভগবানের আর অপেক্ষা সহিল না। কীটদষ্ট জীর্ণ তণ্ডুলকণা ভক্ত প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হইলেও তাঁহার উদ্দেশে সযত্নে আনীত পুঁটুলি ব্রাহ্মণের বগল হইতে কাড়িয়া লইয়া প্রীতি-বিহ্বলচিত্তে বলিলেন, এই যে সখা!

এই যে আমার জন্ত আনিয়াছ! ইহা বলিয়াই পুঁটুলী খুলিয়া এক মুঠা চিড়া মুখে দিয়া বলিলেন, আহা! তোমার চিড়া কি মিষ্ট! আজ আমি বড় তৃপ্ত হইলাম!

এক মুঠা খাইয়া আর এক মুঠা গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া পতিব্রতা রুক্মিণী পরমেষ্ঠী শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, হে বিশ্বাত্মন্! আর আপনার চিড়া ভোজনের প্রয়োজন নাই। যাহা ভক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতেই যথেষ্ট হইয়াছে। আপনাকে পরিতুষ্ট করত ইহ সংসারে বা স্বর্গাদি পরলোকে জীবের যে কোন প্রাপ্তব্য ধন আছে, ঐ এক মুষ্টিতেই তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব আপনি নিবৃত্ত হউন। ইহা বলিয়া রুক্মিণী দেবী তাঁহাকে আর দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিতে দিলেন না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য রুক্মিণী দেবীর এরূপ করিবার কারণ কি? কারণ অবশ্যই আছে। নতুবা তিনি বাধা দিবেন কেন? দেবী রুক্মিণী কমলা। তিনি দেখিলেন, এক মুষ্টিতেই ব্রাহ্মণকে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সমুদয় ঐশ্বর্য্য ও মোক্ষাদি প্রদান করিলেন। দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-দানের সহিত তাঁহাকেও (রুক্মিণীকেও) ব্রাহ্মণ করে অর্পণ করিবেন। এজন্য তিনি অতি ব্যস্ত হইয়া, ভক্তের ভগবানের অদেয় কিছুই নাই জানিয়া, তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। যেহেতু তাহাতে তাঁহাদিগকে ভক্তের অধীন হইতে হইবে। ভক্ত তাহা চান না। ভক্ত চান সেবা। সমুদয় ঐশ্বর্য্য সহিত তিনি সে অধিকার পাইয়াছেন। "তবে আবার আমাকে ব্রাহ্মণের অধীন করিয়া তোমার সেবায় বঞ্চিত করিতেছ কেন?" ভক্তের প্রতি পরিতুষ্ট হইলে তাঁহার অদেয় কিছুই থাকে না, জানিয়া, বুঝি ভয়ে দেবী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন।

যাহাহউক, সুদরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীদাম উত্তম খাদ্য চোষ্যচোষ্যলেহ্যপেয় খাদ্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বর্গবাসী অমরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরে রজনী যাপন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ শয্যা হইতে উঠিয়া গমনোদ্যত হইলে পরমানন্দ মূর্ত্তি বিশ্বভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক আলাপ করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে কিয়দ্দূর গমন করিয়া বিশেষ বিনয়নম্র বচনে তাঁহার তৃপ্তি সম্পাদন পূর্ব্বক যথাবিহিত অভিবাদনাদি করিলে ব্রাহ্মণ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে স্ত্রীর অনুরোধে ধন-প্রাপ্তির আশায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আপাততঃ কিছুমাত্র ধন দিলেন না। এবং ব্রাহ্মণও লজ্জা বশতঃ তাহা চাহিতেও পারেন নাই। সুতরাং গৃহে গিয়া ব্রাহ্মণীকে কি বলিবেন তাহা চিন্তা করিয়া কিছু লজ্জিতও হইলেন। পরন্তু কৃষ্ণ সন্দর্শনে যে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, যে পরমা নির্বৃতি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সে লজ্জাও আর তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না।

তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অহো! অদ্য ব্রহ্মণ্যদেবের ব্রাহ্মণ-প্রীতির প্রকৃত পরিচয় পাইলাম। যে বক্ষঃ কমলাকে ধারণ করেন, সেই বক্ষঃ আমার ন্যায় দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সাগ্রহে আলিঙ্গন করিলেন! অহো! আমার ন্যায় ঘোর পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কোথায়, আর শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়! তিনি আমায় বাহুদ্বয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে যে কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহা আমার কত জন্মের সুকৃতি বলিতে পারি না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বকীয় পর্য্যঙ্কে আমায় উপবেশন করাইয়াছেন। আমার পথশ্রমের শান্তির জন্য পত্নীর দ্বারা ব্যজন করাইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের সম্মানকারী সেই দেবদেব জনার্দ্দন পাদ-সম্বাহনাদি বিবিধ শুশ্রূষা দ্বারা দেবতার ন্যায় আমার অর্চ্চনা করিয়াছেন। স্বর্গমর্ত্ত্যরসাতলের যাবতীয় সম্পদ লাভ করিতে হইলে, অথবা অণিমাদি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি বা মুক্তি কামনা করিলেও যে ভগবানের শ্রীচরণার্চ্চনই একমাত্র উপায়, সেই ভগবানই আজ আমার চরণ সেবা করিলেন! ইহা অপেক্ষা ভক্তপ্রাণতা আর কি আছে!

অহো! দীনবন্ধু বুঝি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই সুদরিদ্র ব্যক্তি ধন পাইলে উৎপথগামী হইয়া হয় ত তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে, এইজন্য দয়াময় হরি আমাকে প্রচুর ধন দান করেন নাই।

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ নিজ বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু তথায় আপন পর্ণকুটীর দেখিতে না পাইয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, চন্দ্রসূর্য্যপাবকোপম দীপ্তি বিশিষ্ট সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি বিরাজ করিতেছে! তাহার চতুর্দ্দিকে বিচিত্র উপবন সমূহ শোভা পাইতেছে; অলিকুলের গুঞ্জন ও পক্ষী সমূহের কাকলিতে তাহা নিনাদিত হইতেছে! কুমুদ, কহ্লার, পদ্ম, উৎপল-নিচয় প্রস্ফুটিত হইয়া জলাশয় সমূহকে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত করিয়াছে!

বিবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত পুরুষ ও হরিণনয়না নারীগণে পরিশোভিত রাজপ্রাসাদ সদৃশ সেই অট্টালিকাশ্রেণী অবলোকন করিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ অট্টালিকা কোথা হইতে আসিল? ইহাই বা কাহার? আমার পর্ণকুটীর কোথায় গেল?

ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় অমর সদৃশ অপূর্ব্ব-দর্শন বহু নর ও নারী বিশেষ আড়ম্বর সহকারে মনোরম গীত-বাদ্যে তাঁহার প্রত্যুদগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করিল। এদিকে পতি প্রত্যাগমন করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না।

কমলবনের মূর্ত্তিমতী কমলার স্তায় স্বামী সন্দর্শনার্থ সত্বর গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন; এবং বাহিরে আসিয়া স্বামীকে দর্শনমাত্র তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। প্রেমের আবেগে নয়ন হইতে অজস্র আনন্দবারিধারা নির্গত হইতে লাগিল!

এদিকে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীকে অলোকসামান্ত রূপশালিনী মণি-মাণিক্য খচিত অপূর্ব্ব রত্নালঙ্কারবিভূষিতা, এবং নানা স্বর্ণালঙ্কারধারিণী দাসীগণের মধ্যে বিরাজমানা, সাক্ষাৎ দেব-পত্নীর স্তায় শোভাবিশিষ্টা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন!

কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করত ব্রাহ্মণ মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া শত শত মণিস্তম্ভোপশোভিত মহেন্দ্র-ভবন অমরাবতী তুল্য স্বীয় ভগবদ্দত্ত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—গৃহে গৃহে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত সুবর্ণ-খচিত পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যা সমূহ—এবং বীজনার্থ হেমদণ্ড চামরাদি শোভা পাইতেছে। কোমল আস্তরণ বিশিষ্ট সুবর্ণ-খচিত আসন সমূহ সুবিস্তৃত, এবং মুক্তাদাম বিলম্বিত অত্যুৎকৃষ্ট চন্দ্রাতপ সকল গৃহ সমূহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। মহামারকতবিশিষ্ট স্বচ্ছ-স্ফটিকনির্ম্মিত গৃহ-ভিত্তিতে রত্নময় দীপ সমূহ, এবং পরম সুন্দরী ললনাগণের মনোরম প্রতিকৃতি রত্নময় আধারে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে!

যাবতীয় সম্পদের পূর্ণ-বিকাশ স্বরূপ স্বীয় অনির্ব্বচনীয় সম্পদের অকস্মাৎ উপস্থিতি অবলোকন করিয়া ব্রাহ্মণ শান্তভাবে মনে মনে সেই বিষয় আলোচনা করত বলিলেন;—

অহো! আমার স্তায় দুর্ভাগ্য আর এ সংসারে নাই! আমি জন্মাবধি

দীন দুঃখী! আমার পক্ষে এতাদৃশ সম্পত্তির অকস্মাৎ আগমন সেই যদুবংশাবতংস শ্রীপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অহো! দীনরঞ্জন হৃদয়সখা কৃষ্ণ নিজের প্রদত্ত সামগ্রীকে অত্যন্ত অপ্রচুর বলিয়াই মনে করেন, তাই এই দানের পূর্ব্বে কিছুই বলেন নাই। তিনি প্রচুর দিলেও তাহা সামান্য বলিয়া জ্ঞান করেন, আবার ভক্ত যৎসামান্য প্রদান করিলে তাহাকেই সুপ্রচুর বলিয়াই আনন্দে গ্রহণ করেন।

তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী দাস্যং পুনর্জ্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ।
মহানুভাবেন গুণালয়েন বিসজ্জতস্তৎ পুরুষপ্রসঙ্গঃ॥

অহো! তিনিই ধন্য! আমার আর সম্পত্তির প্রয়োজন নাই। ঐশ্বর্য্যাদি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মহানুভাব শ্রীকৃষ্ণই কৃপা পূর্ব্বক স্বয়ং আমাকে তাঁহার সঙ্গ-সুখ দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিয়া বুঝি সেই সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। হে কৃপাময়! হে দীনশরণ! হৃদয়রঞ্জন! ক্ষমা কর; ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া যেন তোমায় ভুলিয়া না যাই। সর্ব্বান্তঃকরণে দীন ভাবে প্রার্থনা করি, যেন ভবভয়হারীর প্রতি আমার প্রেম, সখ্যতা, মৈত্রী ও দাস্য ভাব, এবং তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গ জন্ম-জন্মান্তরে লাভ করিতে পারি!

ধনবান্ ব্যক্তিগণ ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হইয়া নরকগামী হয়, ভগবান্ অজ ইহা জানিয়া অবিবেকী ভক্তকে কখনও তাহা প্রদান করেন না। আমি অবিবেকী; আমার যেন ধনমদে কখনও মোহ উপস্থিত না হয়।

মনে মনে এইরূপ বিচার করত ব্রাহ্মণ জনার্দ্দনে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ করিবার অভ্যাস করত অনাসক্ত ভাবে পত্নীসহ ভগবদ্দত্ত সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন।

তস্য বৈ দেবদেবস্য হরের্যজ্ঞপতেঃ প্রভোঃ।
ব্রাহ্মণাঃ প্রভবো দৈবং ন তেভ্যো বিদ্যতে পরং॥

শুকদেব বলিলেন, অহো! যিনি ব্রহ্মাদি লোকপাল দেবতাগণেরও পূজ্য

ও যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের একমাত্র আরাধ্য সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীহরি, তাঁহার সমীপে ব্রাহ্মণগণই তাঁহার একমাত্র আরাধ্য!—ব্রাহ্মণের অপেক্ষা কাহাকেও তিনি উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন না।

যাহাহউক, ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ স্বীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিলেন, যাঁহাকে কেহ পরাজিত করিতে পারে না, সেই অজিত ভগবান্ কেবল স্বীয় ভক্ত-ভৃত্যের নিকটই অবলীলাক্রমে অধীনতা স্বীকার করেন। এইজন্যই তাঁহার নাম ভক্তের ভগবান্। তাঁহার অসীম প্রেমের বিষয় চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার চিত্তকে তন্নিষ্ঠ করত অবিদ্যা বন্ধন অতিক্রম পূর্ব্বক সজ্জনগণের প্রাপ্য দুর্লভ ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে অনায়াসে গমন করিলেন।

শ্রীদামকে, ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ সম্পত্তি দান ও তাঁহার ব্রাহ্মণ-ভক্তির বিবরণ যিনি একান্তচিত্তে শ্রবণ করেন; তিনিও কর্ম্মবন্ধন স্বরূপ এই সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন।

-(০)-

মানুষ কি ভ্রান্ত! আমরা ধন সম্পত্তি অর্জ্জনের আশায় বাল্যকাল হইতে বিদ্যা অর্জ্জন করি। বিদ্যার্জ্জন সমাপ্ত হইলেই অর্থ-লাভাকাঙ্ক্ষায় "অর্থ, অর্থ" করিয়া ঘুরিয়া মরি! যখন অর্থের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে, তখন ক্রমশঃই,—যতই অর্থ না পাই, ততই বিদ্যার্জ্জনের সুফল—বিনয়, শিষ্টাচার ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়াও সুখের আশায় অর্থ হস্তগত করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু সুখ কোথায়, তাহার অনুসন্ধান করি না; স্ত্রী পুত্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনরূপ পশুবৃত্তিকেই সুখের অঙ্গ বলিয়া মনে করি। তাহার জন্য কাহার গলায় ছুরি দিব, কেবল তাহারই সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াই! আমার স্ত্রী গায়ে এক গা গহনা পরিয়া গরবে ঝম্ ঝম্ করিয়া বেড়াইবে; আমার পুত্র কন্যা উত্তম উত্তম খাদ্য খাইবে; অত্যুত্তম পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধান করিবে; আমার ধনৈশ্বর্য্যের গরবে দেশবাসীর প্রাণে সন্ত্রাস উৎপাদন করিবে; ইহাই আমার সুখ কল্পনার সীমা!

হায়! হায়! আমরা কি অধম! সুখ কি এবং কোথায়, তাহা অর্জ্জন

করিতে হয়, না আপনিই আসে, তাহার চিন্তা করি না। পশুর ন্যায় উদর পূরণ ও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাই কি সুখ? তাহা যদি হইত, তবে পশুতে আর মানুষে প্রভেদ কি? মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রয়োজন কি? "কোথায় সুখ, কোথায় সুখ" বলিয়া চারিদিকে ঘুরিলে সুখ লাভ হয় না। কস্তুরিকা মৃগ নিজ নাভিস্থ কস্তুরির গন্ধে আকুল হইয়া কোথা হইতে তাহা আসিতেছে, তাহার অন্বেষণেই চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। কিন্তু উৎপত্তি স্থানের সন্ধান না পাইয়া তাহার অন্বেষণ যেমন কোন সার্থকতাই লাভ করিতে পারে না; তদ্রূপ, আমরা "সুখ সুখ" করিয়া জগৎময় ঘুরিয়া বেড়াইলেও যতক্ষণ না আমরা সেই সুখোৎসের সন্ধান পাই—ততক্ষণ কখনই আমাদের প্রকৃত সুখ লাভ হয় না। সে ভ্রমণ কেবল নৈরাশ্যেরই কারণ হয়!

আজ আমরা এই সভ্যতার যুগে যে বিদ্যা অধিগত করি, তাহা সুখের লোভ দেখাইয়া প্রথমতঃ আমাদের ধর্ম্ম কাড়িয়া লয়। তাহার পর, ধীরে ধীরে নানা দুষ্প্রবৃত্তিতে ডুবাইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে।

ভাল খাওয়া, ভাল পরা, গাড়ী ঘোড়া—মটর চড়া,—সুরম্য অট্টালিকায় বাস, নাটক নভেল পড়া, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতায় বিলাসের স্রোতে নিমজ্জিত হওয়া, সুখ নহে। বিষ্ঠাভোজী শূকর ভিন্ন কে ইহাদিগকে সুখের সংজ্ঞা প্রদান করে?

প্রকৃত সুখের অন্বেষণ করিতে হইলে আমাদিগকে সংযত হইতে হইবে, ধর্ম্ম ও ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। ভগবানে চিত্ত অর্পিত হইলে সুখের আর কিছুই বাকি থাকে না। যে ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া নিঃস্ব হইতে পারে, তাহার ন্যায় সুখী জগতে আর কে আছে? তাহার মনে পাপ নাই, দুশ্চিন্তা নাই, আধি ব্যাধির ভয় নাই, কাহারও সর্ব্বনাশের কল্পনা নাই, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার উদ্ভট কল্পনায় দণ্ডে দণ্ডে মৃত্যুর আশঙ্কা নাই, বিষয় ভোগ—ধনৈশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার চিত্ত—শান্ত—প্রশান্ত—সদানন্দে বিভোর! ভগবান্‌কে পাইবার ইহাই পূর্ব্ব লক্ষণ! তাঁহাকে পাইলে আর তাহার কোন কিছুরই অভাব থাকে না।

সকলের ভাগ্যেই যে এক জন্মে ভগবান্ লাভ ঘটিবে এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। কারণ উৎকট আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

যাঁহারা সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃজন করিতে পারেন, তাঁহারা ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও জন্মাবধি যদি আমরা আমাদের হিন্দু ধর্ম্মোচিত বিধি নিষেধ মানিয়া চলিবার সুযোগ পাই, সংযম সাধনা শিক্ষা করি, সুখ কি ও কোথায় তাহার মর্ম্ম অবগত হই, এবং তদনুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করিতে সচেষ্ট হই, তাহা হইলে এ জন্মে না হউক, এক জন্মে না এক জন্মে ভগবৎ কৃপা লাভ করিবার উপযুক্ত হইবই হইব। আমার হৃদয় এখন হইতেই প্রস্তুত হইতে থাকিবে যে, এই সভ্যযুগের সংজ্ঞাপ্রাপ্ত "খাওয়া মাখা, শোওয়া পরার" অভ্যন্তরস্থ বিলাস-ব্যসনের কটাক্ষ, সুখ নহে! সুখ বিলাসে নহে, সুখ ত্যাগে! যে যত ত্যাগ করিতে পারে, সেই তত সুখী! যে শয্যা বিনা বৃক্ষতলে শুইয়া গভীর নিদ্রা যায়; যে কাহারও সেবাব অপেক্ষা না রাখিয়া আপন কর্ম্ম আপনি করিয়া লয়; যাহার হস্ত পবোপকার সাধনেব জন্য সর্ব্বদাই প্রসারিত; পর ব্যথায় যাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠে; যে যৎসামান্য অশন বসনে সন্তুষ্ট; যে ভগবানের পূজাব জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করে; ভগবান্ ব্যতীত, দেহে যাহাব মন নাই; আধি ব্যাধিতে যাহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারে না; সেই সুখী, সেই স্বাধীন, সেই বীর, সেই বলবান্!

ধর্ম্ম ও ভগবানে চিত্ত উৎসৃষ্ট হইলে, আধি ব্যাধি প্রভৃতি পার্থিব কোন সন্তাপই আব তাহাকে ব্যাকুল করিতে পারে না। ভগবল্লাভ সুদূর পবাহত হইলেও ভগবানে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক সুখী হইতে পাবে। আর, একবাব যদি বিশেষ পরিশ্রম ও অভ্যাস পূর্ব্বক ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিতে পার, তবে আর তাঁহার কৃপাই বা না পাইবে কেন? যদি তাঁহার কৃপা পাই, তবে আর আমার অপূর্ণই বা কি রহিল?

তাঁহাকে পাওয়াই পরম লাভ—পরম সুখ। তিনি ভক্ত-প্রাণ! ভক্তের সুখ-স্বচ্ছন্দ দাতা! ভক্ত কি পাইলে সুখী হয়, তাহা তিনি জানেন। ভক্তকে তাহা অন্বেষণ করিতে হয় না।

সুখ অর্থ আনন্দ! মানুষ আনন্দই চায়। আনন্দ লাভই যদি মানব জীবনেব উদ্দেশ্য হয়, তবে তিনি যে আনন্দ দান করেন, সে আনন্দের স্বাদ, মানুষ একবার পাইলে, অন্য কোন আনন্দ চায় না!

যে দুগ্ধ কি জিনিস কখন জানে না, দুগ্ধের নাম করিয়া অন্য কোন জিনিস

সহজেই তাহার গলাধঃকরণ করান চলে; কিন্তু যে একবার দুধের স্বাদ পাইয়াছে, দুধ কি তাহা চিনিয়াছে, তাহাকে কেহ ফাঁকি দিতে পারে না।

ভগবানের ইচ্ছায় ক্ষণিকের মধ্যে শ্রীদামের অতুল সম্পত্তি—সুরম্য হর্ম্ম্য শ্রেণী, অসংখ্য দাসদাসী, রাশি রাশি রত্নালঙ্কার, অপূর্ব্ব মণিরত্ন-খচিত পর্য্যঙ্ক সমূহ, মহারাজাধিরাজ-ভোগ্য কত শত শয্যাসনাদি ও গৃহোপকরণ প্রভৃতি আবির্ভূত হইল। উপার্জ্জন করিয়া মানুষ কত দিনে—কত বৎসরে—কত যুগে তাহা করিতে পারে? আরও, পারিলেও কি তেমন হয়? ভগবানের দানে যে সুখ স্বচ্ছন্দ, যে আনন্দ-প্রীতি, যে স্বর্গীয় ভাব, যে ত্রিতাপ-সংস্পর্শ শূন্যতা, মানব রচিত পদার্থে তাহা নাই; তাহা হইতে পারে না!

একজন সন্ন্যাসীকে বলিতে শুনিয়াছি, যে, "লেখা পড়া শিখিয়া বৃথায় এত সময় নষ্ট করিয়াছি। এখন দেখিতেছি ভগবান্ লাভের জন্ত ইহার কিছুরই আবশ্যক নাই। এ মূল্য দিয়া ভগবান্‌কে কেনা যায় না। তাঁহাকে কিনিতে হইলে যাহা আবশ্যক, তাহা আমার জন্মের সহিত জন্মিয়াছে। কেবল ইচ্ছা, প্রণোদনা, অভ্যাস ও কর্ম্মের প্রয়োজন।"

ধর্ম্ম উপার্জ্জের বস্তু। শিক্ষা ও সংযম চাই, অভ্যাস ও কর্ম্ম চাই, বিশ্বাস ও ভক্তি চাই, প্রাণ ও প্রণোদনা চাই! দেহাদির পাপ বিনাশ জন্ত তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া চাই।

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্ব পাপ হরোহরিঃ ॥

আমি পাপী, আমি পাপকর্ম্মা, আমি পাপাত্মা, পাপ হইতে আমার উদ্ভব। অতএব হে পাপনাশন পুণ্ডরীকাক্ষ! আমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে রক্ষা কর। ইহা বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে। জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মের জন্ত কর্ম্মের আবশ্যক। যদি একজনকে একটা পয়সা দান কর, কাহাকেও ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া অন্ন বস্ত্র, কাহাকেও জল বা পানীয়, চোর বা দস্যু, বিপদ বা ব্যাধি হইতে রক্ষা কর, ইত্যাদি, তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্মে ধর্ম্মোপার্জ্জন হয়। আর চিত্তশুদ্ধির জন্ত চাই—সংযম, উপবাসক্ষমতা, পূজার্চ্চনা,

ভক্তিবন্দনা, শ্রবণকীর্ত্তন, স্মরণমনন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন, জপ—ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি ও সাধুসঙ্গ।

এ জন্মে ধর্ম্ম অর্জ্জিত হইলে, পরজন্মে তাহা সুখ দান করে। সুখ আপনি আসে না। সুকর্ম্মে সুখের এবং দুষ্কর্ম্মে দুঃখের জন্ম হয়। এইরূপে কত জন্ম-জন্মান্তরের ভোগাবশেষ সঞ্চিত কর্ম্মফল ক্রমশঃ আমাদিগকে সুখ বা দুঃখ প্রদান করে।

আমরা কর্ম্মফলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি ;—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের প্রবল কর্ম্মফল সমষ্টি দেহীকে তাহাদের ফল ভোগ করাইবার জন্য সমষ্টীভূত হইয়া বলপূর্ব্বক দেহীর একটা দেহ গঠন করাইয়া লয়। ইহা প্রথমাংশ বা প্রারব্ধ কর্ম্ম। তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল কর্ম্ম সমূহ উহাদের ভোগ অন্তে দেহীকে কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। ইহা দ্বিতীয়াংশ বা সঞ্চিত কর্ম্ম। দেহী জন্ম লইয়া দেহ ধারণ পূর্ব্বক প্রথমাংশের কর্ম্মফল ভোগ করিবার সময় সুকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম যাহা করে, তাহা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহা তৃতীয়াংশ বা ক্রিয়মান কর্ম্ম।

কর্ম্মফল সমূহ আমায় ভোগ করিবার জন্য, আমার এই যে ভোগায়তন দেহ সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাই এ জন্মের প্রারব্ধ কর্ম্ম। ইহাদের হাত হইতে এড়াইবার কোনই উপায় নাই। যমরাজের নিকট দস্তুর মত পাট্টা লইয়া ইহারা আমার এই দেহ জমি অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

এবং ইহারা আমায় অধিকারস্বরূপ দাসত্বে নিয়োজিত করিয়া পূর্ণ কর্ম্মফল আদায় করিবেই। প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে নিস্তার নাই, ফলভোগ করিতে হইবেই। তবে উপায় কি ? উপায় আছে। আমরা যদি একান্ত মনঃপ্রাণে ভগবানের শরণাপন্ন হই, সৎকর্ম্মে, সদ্ধর্ম্মে, সদালাপে, সাধুসঙ্গে—সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে পারি, তবে ভগবানের দয়ায় কঠোর প্রারব্ধ কর্ম্মফলের ভোগ-কঠোরতারও হ্রাস হইবেই হইবে। যেমন, কাহারও হয় ত সর্পাঘাতে মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট ছিল ; কিন্তু এ জন্মের ক্রিয়মান সৎকর্ম্মের ফলে তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে তাহার পায়ে কাঁটা ফুটিল !

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের পুনর্জন্ম, ইহার অন্যতম উদাহরণ। সৎকর্ম্ম—মহাদেব পূজার ফলে তাঁহার মৃত্যুও রহিত হইল !

আবার ক্রিয়মান কর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, তাহা যদি সদ্ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহার ফলে সঞ্চিত কর্ম্মও নাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ক্রিয়মান কর্ম্মই সর্ব্ব-প্রধান। যদিও নিশ্চিত জানি যে, প্রারব্ধ কর্ম্ম আমাদের দেহে তাহাদের ফলভোগ করাইয়া লইবেই লইবে; তথাপিও, যদি আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কঠোর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা এক ঢিলে তিন পাখী মারিতে পারিব। প্রথমতঃ, তাহা দ্বারা এ জন্মের দুঃখভোগ ফলের হ্রাস হইবে; দ্বিতীয়তঃ, আমরা সঞ্চিত কর্ম্মকেও বিনষ্ট করিতে পারিব; তাহারা আর আমাদের অনুসরণ করিতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ, ভগবৎ কৃপায় আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে দুঃখমুক্ত ও সমুন্নত করিতে পারিব।

অতএব, এমন দুর্লভ মানব জীবনকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। জীবন্মুক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "আবাদ করলে ফল্ ত সোনা!" ইহা ধ্রুব সত্য। আবাদ করিলে সোনা ফলিবেই!

যাহারা নিষ্কর্ম্মা—জড়, কেবল তাহাদেরই কোষ্ঠীর ফল হুবহু মিলিয়া যায়! যাঁহারা সৎকর্ম্মী, নিষ্ঠাবান্, ত্যাগী, উদ্যমী, ভগবদ্ভক্ত,—জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মফল তাঁহাদিগের প্রতি, তাহাদের নির্ম্মম কঠোরতা পরিহার করে! যেন পরিতুষ্ট হইয়াই তাহাদের স্ব স্ব অধিকার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়! অথবা যাঁহারা কঠোর উদ্যম অধ্যবসায় সহকারে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে উন্নীত বা ভগবৎ কৃপালাভে ধন্য হন, প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের আইন কানুন বা সাধারণ কর্ম্মফলের সুখ দুঃখ আর তাঁহাদের ত্রিসীমাও স্পর্শ করিতে পারে না!

তাই পুনঃপুনঃ বলি, আমরা কি ভ্রান্ত! যাঁহাকে পাইলে আমাদের আর কোন কিছুর অভাব থাকে না, আমরা তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া, অর্থ সম্পত্তি, ধনরত্ন, বিদ্যা, মান, যশঃ ও স্ত্রীপুত্রাদি প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদাই কত অনর্থকে আহ্বান করিতেছি!

মহাত্মা শ্রীদামের উপাখ্যান পাঠ করত এক দিকে যেমন ভক্তের ভগবানের অসীম করুণা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই, অন্যদিকে তেমনই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সৎকর্ম্মে অনুপ্রাণনা, পুরস্কার ও উৎসাহ দান লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ সেবায় প্রলুব্ধ হই। অবশ্য, তাঁহার শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম পুরঃসর প্রার্থনা, যেন বিষয়ে মুগ্ধ না হই!

উপসংহারে এই মাত্র প্রার্থনা, যিনি যে অবস্থায় থাকুন, সৎকর্ম্ম করুন; কায়মনোবাক্যে যিনি যেরূপে পারুন, পরোপকার করুন। যিনি অর্থ বা সামর্থ্য দানে অসমর্থ, তিনি মনে মনেও লোকমঙ্গল কামনা করুন। পরের মঙ্গল কামনা করিলে নিজের মঙ্গলই আগে হয়। একমাত্র সৎকর্ম্মই জীবকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া অনন্ত সুখ প্রদান করে। একমাত্র সৎকর্ম্মই জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্ম ক্ষয় করাইয়া থাকে। তস্মাৎ কর্ম্মেভ্যোঃ নমোনমঃ!

আবার ভগবান্‌কে কেন্দ্র করিয়া সৎকর্ম্ম না করিলে তাহা প্রাণহীন হয়। শিব-বিহীন যজ্ঞ হইতেই পারে না। যজ্ঞের কল্পনা মনোমধ্যে উদয় হইলে প্রথমেই যজ্ঞেশ্বরকে মনে পড়ে। যজ্ঞেশ্বরের করুণা ভিক্ষা না করিয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হইলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না। যজ্ঞেশ্বর কৃপা করিলে তবে যজ্ঞের পূর্ণ ফল লাভ হয়।

তুমি সদাচারী হইতে পার, ত্যাগ, নিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়সংযম, সত্য ও লোক-মঙ্গলে তোমার অনুরক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তুমি তোমার কার্য্যের পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারিবে না। যেমন ইঞ্জিনে কার্য্য পরিচালনকর সমুদয় যন্ত্র সন্নিবিষ্ট থাকিলেও জল ও আগুণ বা বিদ্যুৎ নহিলে তাহাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয় না। তদ্রূপ আপনাকে পূর্ণপরিণতি দান করিতে হইলে,—অর্থাৎ যদি তুমি কোন উদ্দেশ্য লইয়া উদ্দিষ্ট ইন্দ্রিয়সংযম, ত্যাগ, সত্য, ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও লোকমঙ্গল প্রভৃতি সদাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাক, তবে,—তাহাদের মধ্যস্থলে তোমার ইষ্টদেবতাকে স্থাপন করিতে হইবে; নতুবা উদ্দেশ্য সাধন বা উদ্দিষ্ট কার্য্যের ফল লাভ ঘটিবে না। জন্ম-কর্ম্মের সাফল্য অপূর্ণই রহিয়া যাইবে।

আর যদি, তোমার কোন উদ্দেশ্য না থাকে, সদ্বিষয়—সদ্‌গুণ বলিয়াই ত্যাগ, সত্য ও ইন্দ্রিয়সংযমাদিতে আকৃষ্ট হইয়া থাক, তবে তাহা দ্বারা ঐ সমুদয় যন্ত্রই নির্ম্মিত হইয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেই থাকিবে। কোন কালেই তাহা প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ফলপ্রসূ হইবে না। হস্ত পদ, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মস্তকাদি বিশিষ্ট এই মানব দেহ, প্রাণ ব্যতীত শব। প্রাণ বহির্গত হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মনোরম লাবণ্য চলিয়া যায়। দেহ বিকৃত ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। প্রাণ সঞ্চারিত হইলে শক্তি সামর্থ্য জাগিয়া উঠে। জ্ঞান, ভক্তি-প্রীতি, প্রেম, কর্ত্তব্য, সদ্‌বুদ্ধি এবং হাসি ও লাবণ্য প্রভৃতি ফুটিয়া উঠে। হস্তপদমস্তকাদি

যন্ত্র স্বরূপ জড়দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইলে, তবে ফল স্বরূপ সদ্বৃত্তির উদ্ভব হয়। সদ্বৃত্তি হইতেই সদ্ভাব—সর্ব্ব-চরিতার্থতার জনক—ইষ্টলাভ হইয়া থাকে।

অতএব যদি জ্ঞানবান্ হও, তবে এই মুহূর্ত্ত হইতেই সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। অদৃষ্ট বলিয়া যাহা কল্পনা করিয়াছ তাহাকে দূরে নিক্ষেপ কর। অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বদাই ভগবন্মুখ হইয়া কঠোর সাধনায় নিরত হও। দৃঢ় সংকল্প—"বোধ" করিয়া একনিষ্ঠ হইয়া সৎকার্য্য, সৎসঙ্গ, সদালাপ ও সদাচারে প্রবৃত্ত হও, তোমার ইহকাল যৎসামান্ত যন্ত্রণাসঙ্কুল হইলেও পরকাল সমুজ্জল হইয়া উঠিবে! ভক্ত ও ভগবানের কৃপায় এই জন্মেই তোমার সর্ব্ব-দুঃখের অবসান হইবে। বাস্তবতঃ কিছুদিন মহাত্মা শ্রীদামের ন্যায় দীনহীন হইতে পার, কিন্তু তাহাতে ব্যাকুল না হইয়া, তাহাকে ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিয়া, আনন্দলাভ করিলে অচিরেই বিপুল আনন্দে নিমগ্ন হইবে!

-(•)-

প্রভাস মিলন।

এক সময় জ্যোতির্ব্বিদগণ সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ সংবাদ প্রচার করিলে চারিদিক হইতে শ্রেষ্ঠ মানবগণ গ্রহণস্নানে নিজ নিজ শ্রেয়ঃ বা পুণ্য লাভ জন্য কুরুক্ষেত্রের পবিত্র তীর্থ সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে উপনীত হইতে লাগিলেন।

তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পুণ্যকামী ব্যক্তিবর্গ, বৃষ্ণিবংশীয়গণ, অক্রূর, বসুদেব ও বাহুকাদি স্ব স্ব পাপ বিমোচনার্থ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। দ্বারকাবাসী জনগণ বিদ্যাধর তুল্য অপূর্ব্ব দীপ্তিশালী অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া দেব বিমান সদৃশ অপূর্ব্ব রথ সমূহে আরোহণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলেন।

সেই পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হইয়া সকলেই আগ্রহ সহকারে সমন্তপঞ্চক তীর্থে অবগাহন করিয়া স্নান পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে উপবাসী থাকিয়া বস্ত্রালঙ্কার শোভিত স্বর্ণ-মাল্যাদি ভূষিত ধেনু সমূহ ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে লাগিলেন।

বৃষ্ণিগণ যথাবিধি রামহ্রদে পুনবার স্নান করত দ্বিজাতিগণকে পরমান্নাদি বহুবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া "শ্রীকৃষ্ণে আমাদের ভক্তি হউক," বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণভক্ত বৃষ্ণিগণ আহার পর ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া সকলে তৃপ্তির সহিত ভোজন সমাপন পূর্ব্বক বৃক্ষ সমূহের স্নিগ্ধ-ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া সুহৃৎ সম্বন্ধী নৃপতিগণ এবং মৎস্য, উশীনর (অবন্তি) কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কেকয়, মদ্র, কুন্তী, আনর্ত্ত, কেরল ও অন্যান্য দেশীয় আত্মীয়গণ, পর পক্ষীয় নৃপতিবৃন্দ, নন্দ প্রভৃতি সুহৃৎ গোপগণ, এবং ধর্ম্মের জন্য উৎকন্ঠিত হৃদয়া গোপীগণ উপস্থিত হইয়াছেন অবলোকন করিয়া সকলে বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন।

পরস্পরের সন্দর্শন জনিত আনন্দোচ্ছ্বাসে পরস্পর অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন। আনন্দে তাঁহাদের মুখপদ্ম বিকসিত হইল; নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত

হইতে লাগিল; পরস্পর পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করত গদগদ কণ্ঠে ও রোমাঞ্চিত কলেবরে সকলে পরম প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন!

নারীগণও পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিয়া অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। পরস্পর প্রেমাবলোকনে পরস্পরের প্রীতি উৎপাদন করত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গাঢ় আলিঙ্গনে পরস্পরের কুঙ্কুমরঞ্জিত কুচযুগল ক্রমশঃই বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল। অনন্তর প্রীতির আবেশে পরস্পর পরস্পরের বাহু ধারণ করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর যাদবাদি বৃষ্ণিগণ বয়ঃ-জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধগণকে অভিবাদন করিয়া এবং ন্যূনবয়স্কগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পরস্পরের কুশল প্রশ্ন সমাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণ কথার আলোচনায় নিমগ্ন হইলেন।

কুন্তীদেবী তথায় ভ্রাতা, ভগিনী, তাঁহাদিগের পুত্রগণ, স্বীয় পিতামাতা, ভ্রাতৃ-পত্নীগণ এবং মুকুন্দকে সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনে, তাঁহাদিগের অদর্শন জনিত বিরহ ব্যথা দূরীভূত হইল।

কুন্তী তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আর্য্য! হে ভ্রাতঃ! এই সংসারে প্রকৃতপক্ষে আমিই হতভাগিনী! কারণ আপনারা পরম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াও আমাদের বিপদকালে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই; বা আমার বিষয় একবারও স্মরণ করেন নাই। ইহা অপেক্ষা আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বুঝিলাম, দৈব যাহার প্রতিকূল, তাহাকে সুহৃদ্বর্গ, জ্ঞাতিকুল এমন কি নিজের পুত্র, ভ্রাতা, পিতামাতা পর্য্যন্তও স্মরণ করেন না। তাহা শুনিয়া বসুদেব বলিলেন, হে অম্ব! এজন্য দুঃখিত হইও না; বা কাহারও প্রতি দোষারোপ করিও না। কারণ এ সংসারে মানুষ কেহ কিছুই নহে। সকলেই দেবতার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র! সেই পরমেশ্বরের অধীনে থাকিয়া জনগণ কার্য্য করে এবং অন্যকে প্রবৃত্ত করায়।

আমরা কংসের দৌরাত্ম্যে প্রপীড়িত হইয়া বহুকাল দেশ দেশান্তরে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে দৈবের কৃপাতেই পুনরায় পূর্ব্ব স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! উপনীত রাজন্যবর্গ, বসুদেব ও উগ্রসেনাদি যাদবগণ কর্তৃক বিশেষ সম্মান পূর্ব্বক সমাদৃত ও অর্চ্চিত হইয়া অচ্যুত সন্দর্শন জনিত পরমানন্দে পরম নিবৃত্তি লাভ করিলেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র, সপুত্রা গান্ধারী, সস্ত্রীক যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, কুন্তী, সঞ্জয়, বিদুর, কৃপাচার্য্য, কুন্তিভোজ বিরাট, ভীষ্মক, মহামনা নগ্নজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শৈব্য, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, মিথিলাধিপতি বহুলাশ্ব, মদ্র, কেকয়, যুধামন্যু, সুশর্ম্মা ও বাহ্লিক প্রভৃতি নৃপতিবর্গ এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগত অন্যান্য বিক্রমশালী নরপতিগণ পত্নীসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন মদনমোহনমূর্ত্তি দর্শনে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন!

তাঁহারা সকলেই রামকৃষ্ণ কর্তৃক বিশেষ সমাদৃত ও অভ্যর্থিত হইয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন। এবং হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে কৃষ্ণাশ্রিত বৃষ্ণিবংশীয়গণের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা উগ্রসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভোজপতে! এই সংসারে আপনারাই প্রকৃত মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, যোগি-গণেরও দুরারাধ্য কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে যখন নিরন্তরই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তখন ইহা অপেক্ষা আপনাদের সৌভাগ্যের পরিচয় আর কি আছে!

যাঁহার পবিত্র কীর্ত্তিরাশি জনশ্রুতিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র ধরণীকে পবিত্র করিতেছে, যাঁহার শ্রীচরণ-বারি মন্দাকিনী নামে স্বর্গরাজ্য, গঙ্গা নামে মর্ত্ত্যধাম এবং ভোগবতীরূপে পাতালপুরীকে পবিত্র করিতেছে, যাঁহার মুখনিঃসৃতবাণী বেদশাস্ত্ররূপে বিশ্ব-সংসারকে পবিত্র করিতেছে, এক্ষণে করাল কালকবলে দগ্ধমহিমা মহী সেই ভূভারহারী মধুসূদনের সুকোমল চরণারবিন্দের সুমধুর সংস্পর্শে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা হইয়া আমাদের সর্ব্ববিধ অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন, যাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনলাভ ঘটিলে জীবের স্বর্গভোগের কথা দূরে থাকুক, অপবর্গ (মুক্তি) লাভেও কখন রুচি হয় না। আপনারা সাক্ষাৎ নরকের দ্বার স্বরূপ ভীষণ সংসার ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াও সেই ভবভয়হারীর সহিত বিবাহাদি উপলক্ষে যৌন সম্পর্কে এবং জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন সপিণ্ড সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, তাঁহার সহিত সর্ব্বদা

শ্রীকৃষ্ণ নন্দ যশোদার সহিত গোপীবৃন্দের ২৪৭ পৃষ্ঠা।

দ্বারকা লীলা। কৃষ্ণ বলরাম প্রভাস-মিলন।

আলাপন, একত্র শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদি করিতেছেন। অহো! যাঁহাদের অনুরোধে স্বয়ং বিষ্ণু মানব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আপনাদেরই মনুষ্য জন্ম ধারণ যে প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রকারে সার্থক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের সমভিব্যাহারে সেই পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন, শুনিয়া ব্রজপতি নন্দ সাক্ষাৎ এবং তাঁহাদের বাসস্থানে একত্র বাস করিবার অভিপ্রায়ে শকটস্থ ধনরত্নরাজি সঙ্গে লইয়া অনুচর গোপগণসহ গমন করিলেন।

মহারাজ নন্দকে দর্শন করিয়া বৃষ্ণিগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। করচরণাদি দেহাবয়ব প্রাণ লাভে যেমন সচেতন হইয়া উঠে, যাদবগণও তদ্রূপ তাঁহাকে দর্শন করিয়া স্ব স্ব আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গনে চিরবিরহ-সন্তাপ দূর করিলেন।

নন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বসুদেব অসীম আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। কংসকৃত যাবতীয় ক্লেশ এবং তাহার ভয়ে পুত্রদ্বয়কে গোকুলে নন্দগৃহে গুপ্তভাবে রক্ষার বিষয় যুগপৎ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল! তিনি প্রেমে সম্পূর্ণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন!

রামকৃষ্ণ উভয়ে পিতামাতা নন্দযশোদার চরণ বন্দন পূর্ব্বক আনন্দে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। চক্ষু হইতে দরদরিত ধারায় প্রেমাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। আনন্দ-গদগদভাবে কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল! তাঁহারা পিতামাতাকে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহাদের বাল্যোচিত অপূর্ব্ব প্রীতিগদগদভাব দেখিয়া নন্দযশোদা স্নেহাতিশয্যে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে কোলে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক চুম্বন করিলে যেন তাঁহাদের সকল দুঃখের অবসান হইল।

ব্রজেশ্বরী যশোদাকে আলিঙ্গন করিবার কালে রোহিণী ও দেবকীর হৃদয়েও পূর্ব্ব বৃত্তান্তের স্মরণ হইল। যশোদা কৃত মিত্রকার্য্য স্মরণ করত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন, হে ব্রজেশ্বরি! তোমরা আমাদের প্রতি যে মিত্র ভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছ, এ সংসারে এমন কে আছে যে তাহা বিস্মৃত হইবে? ইন্দ্রতুল্য অতুল-ঐশ্বর্য্য প্রদানেও এ জীবনে তাহার ঋণ পরিশোধ করা কখনই

সম্ভব নহে। আহা! পুত্রদ্বয় পূর্ব্বে তাহাদের জনক জননীকে জানিত না, তোমরা তাহাদের পিতামাতা স্বরূপ হইয়া অতি যত্নের সহিত যেরূপে তাহাদিগকে লালন পালনাদি করিয়াছ তাহা বর্ণনাতীত। পক্ষদ্বয়ের আবরণে নয়নতারা যেমন সুরক্ষিত হয়, সেইরূপ তোমাদের যত্নে আমাদের বালকদ্বয় অকুতোভয়ে বিচরণ করিয়াছে। তোমাদের ন্যায় স্নেহশীল উদারচেতার নিকট কখনই আপন পর ভেদ জ্ঞান থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

কি ভাষায় আমরা তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আরও তদ্রূপ চেষ্টা ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, তোমাদের সে কার্য্যের পুরস্কার এ জগতে নাই! অতএব হে ভামিনি! আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমরা যুগে যুগে যেন তোমাদের প্রতি আত্যন্তিক প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃতজ্ঞ থাকিতে পারি।

রামকৃষ্ণ নন্দযশোদার ক্রোড়ে মুগ্ধ পুত্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, দেখিয়া রোহিণী দেবকীর ভয় হইল, পাছে সন্তানদ্বয় উঁহাদিগকেই প্রকৃত পিতামাতা বলিয়া অবধারণ পূর্ব্বক উঁহাদের সঙ্গেই ব্রজে চলিয়া যায়, তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ! তাই তাহারা নন্দযশোদার প্রশংসাচ্ছলে কৌশলে এমন ভাবে আপনাদের পুত্রত্বের দাবী করিতেছিলেন যে, পুত্রদ্বয়ও বিশেষরূপে অবগত হউক যে নন্দযশোদা তাহাদের জনক জননী নহেন, পালক পালিকা পিতামাতা মাত্র! পুত্রদ্বয় তাঁহাদিগকে দেখিয়া যেরূপ বিরহ কাতরতা প্রকাশ ও তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিতেছিল, এবং নন্দযশোদাও ঔরস ও গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় তাঁহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের ভয়ের কারণ আরও দৃঢ়ীভূত হইতেছিল। যশোদা দেবকী রোহিণীর প্রশংসার কোন উত্তর না দিয়া ক্রোড়ে উপবিষ্ট সন্তানের অশ্রুজল অঞ্চলের দ্বারা মুছাইয়া আপনিও ততোধিক স্নেহে আবিষ্ট হইয়া পুত্রের অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছিলেন। যেন হারান ধন পাইয়া তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন! যশোদার কোন উত্তর না পাইয়া দেবকী রোহিণীর ভয় আরও বাড়িতে লাগিল, তাঁহারা পুত্রধনে পাছে হারাই, এই চিন্তায় বিহ্বল হইয়া বলিলেন, আমরা গর্ভে ধারণ করিয়াছি বটে, কিন্তু তোমরা যেরূপ ভাবে লালন পালন করিয়াছ তাহা গর্ভধারিণীরও অধিক। এজন্য আমরা কি দিয়া তোমাদের সে ঋণ শোধিব

তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। তোমাদের মঙ্গল হউক; তোমরা আমাদিগকে দর্শন দান করিয়া যেরূপ কৃত-কৃতার্থ করিয়াছ তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। এজন্য আমরা তোমাদিগকে শত সহস্রবার অভিনন্দন করিতেছি। রোহিণী বলিলেন, দিদি! উঠিয়া আইস, কৃষ্ণ তোমাদেরই আছে। তোমাদের ত আত্ম-পর ভাব নাই। গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি অনিমেষ লোচনে চাহিয়া আছে, ইহাদের নয়নের পলক পড়িতেছে না, সখাগণ কৃষ্ণের সহিত আলাপ ও আলিঙ্গনের জন্য সমুৎসুক হইয়াছে! কৃষ্ণকে এখন ছাড়িয়া দিন; বহু পরিশ্রম হইয়াছে, কিছু মিষ্টান্ন মুখে দিয়া একটু সুস্থ হউন।

শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! এদিকে গোপীগণ বহুকালের প্রার্থনীয় রত্ন-স্বরূপ কৃষ্ণকে যশোদা ক্রোড়ে নিরীক্ষণ করিয়া দর্শনের বিঘ্নোৎপাদক পক্ষদ্বয়ের সৃষ্টি নিবন্ধন বিধাতার উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আগ্রহ ত আর চাপিয়া রাখা যায় না, তাঁহারা একবারে ভাবে বিভোর ও আত্মহারা হইয়া বহুদিনের অভিপ্সিত প্রাণনাথকে সম্মুখে দেখিয়া মনে মনেই গাঢ় আলিঙ্গন করত হৃদয় মন্দিরে স্থাপন করিলেন। ভক্তের ভগবান্ গোপীদিগের তাদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করত সহাস্যবদনে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া।
গতাংশ্চিরায়িতাঞ্ছত্রু-পক্ষ-ক্ষপণ চেতসঃ॥
অপ্যবধ্যায়থাস্মান্ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া।
নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি সঃ॥
বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণতূলরজাংসি চ।
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ॥ ১০।৮২।৩০

রোহিণীর ইঙ্গিতে যশোদা বুঝিলেন যে, কৃষ্ণ বৃন্দাবনের সকলেরই প্রিয় বস্তু। সকলেই কৃষ্ণকে সম্ভোগ করাইতে ব্যস্ত। বৃন্দাবনের তৃণ-লতারও এ আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই স্ফুরিত হয়। এজন্য তিনি কৃষ্ণের মুখ চুম্বন করিয়া রোহিণীর নির্দেশানুসারে গাত্রোত্থান করিলে মাতৃক্রোড়-মুক্ত শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সম্মুখে দেখিয়া

অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাঁহাদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে গিয়া সাগ্রহে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করত বলিলেন, হে সখিগণ! বহুকালের পর তোমাদের সহিত আবার আমার সাক্ষাৎ হইল। তোমরা আমায় ভুল নাই ত? আমার প্রতি তোমাদের সেই ভালবাসা (সখ্যভাব) স্মরণ হয় ত? জনকাদি বন্ধু বান্ধবগণের প্রয়োজন সাধনার্থ বহুকাল আমি অন্যত্র আছি; এবং শত্রুগণের নিধন সাধন চিন্তাতেই আমাদের মন সর্ব্বদাই ব্যাপৃত ছিল; এজন্য তোমাদিগকে একবারও চিন্তা করিবার অবকাশ পাই নাই। আমার এই কার্য্যে অবশ্য তোমরা মনে মনে দুঃখিত হইলেও, আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিও না। কারণ ইচ্ছা করিয়া কেহ কখন কোন অন্যায় কর্ম্ম করে না। সকলই বিধির চক্রে ঘটিয়া থাকে। যেমন বায়ু মেঘ সমূহ তৃণরাশি, তূলা বা ধূলিকণাকে কখনও একত্র, কখন বিশ্লিষ্ট করে, তদ্রূপ এই জগৎ সংসারের সৃষ্টি নিধনকারী ভগবান্ শ্রীহরিই ভূত সমূহকে কখন পরস্পরের মিলন সুখে দৃঢ় আবদ্ধ, কখন বা বিচ্ছেদ যাতনায় সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট করিতেছেন। দেখ, আমার নিকটে বা দূরে থাকার জন্য তোমাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কারণ আমার প্রতি কেবল ভক্তি করিতে পারিলেই জীব অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভ করে। বিশেষতঃ বহু ভাগ্যফলেই আমার প্রতি তোমাদের প্রেম জন্মিয়াছে। এবং সেই স্নেহের ফলে তোমরা আমার স্বরূপ সাক্ষাৎকারে সমর্থ বা আমায় প্রাপ্ত হইবে।

হে অঙ্গনাগণ! আমি সর্ব্বব্যাপী—জগদীশ্বর! ভূতমাত্রেরই আদি ও অন্ত কারণ রূপে আমিই বিদ্যমান আছি। ভৌতিক পদার্থ মাত্রেরই সার ও সর্ব্ব-স্বরূপে যেমন আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত প্রতীত হইতেছে, আমিও তদ্রূপ দেহীর দেহরূপে বাহিরে এবং অন্তর্য্যামীরূপে অন্তরে নিরন্তর বিরাজ করিতেছি।

এই ভূত সমূহ পঞ্চ-মহাভূতে বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু আত্মা জীবভোক্তৃ-রূপে তাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া জীবত্বের সাধন করিতেছে। এই উভয় জড় ও চেতন ভাব, এক আমা হইতেই উৎপন্ন এবং আমাতেই বিরাজ করিতেছে; কিন্তু আমি অক্ষয় ও অব্যয়রূপে নিত্য সর্ব্বত্র অবস্থান করিয়া থাকি।

তাহা শুনিয়া, গোপীগণ বলিলেন, হে পদ্মনাভ! অসীম জ্ঞান সম্পন্ন যোগেশ্বরগণের অন্তর্হৃদয়ে কেবল আরাধনীয় ভবদীয় চরণারবিন্দই এই ভীষণ সংসার কূপে পতিত জনগণের পক্ষে নিস্তারের একমাত্র উপায়, সন্দেহ নাই।

হে 'পতিতপাবন! আমরা গৃহ-ক্ষেত্রে বাস করত নিতান্তই পতিত হইয়াছি! অতএব প্রার্থনা করি, ভবদীয় চরণারবিন্দ যেন নিরন্তর আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে।

অর্থাৎ হে বিজ্ঞ! আমরা ও সব কথায় ভুলি না। আমাদের অত ধ্যান-ধারণার কলা কৌশল জ্ঞান নাই। যোগীর ধ্যেয় বস্তু আমাদের প্রার্থনীয় নহে। আমরা চাই বৃন্দাবনের সেই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ সেবন। সে সেবা ব্যতীত আমাদের বুদ্ধি আর কিছু অবধারণে সমর্থ নহে। সেইজন্য প্রার্থনা করি, হে গোকুলেশ! আমরা যেন শিখিপুচ্ছচূড়, পীতধড়াশালী, বংশীবদন, কুটিলকটাক্ষ, বনমালী, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠাম, আমাদের সেই মনোচোর রাখাল-কৃষ্ণ পাদপদ্ম সন্তপ্ত কুচোপরি ধারণ করিয়া আনন্দিত হই। মুক্তির লোভে আমরা প্রলুব্ধা নহি। স্বর্গ সুখ-মোক্ষাদি যাহারা চায়, তাহারা ধ্যান ধারণায় তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করুক, আমরা তাহা চাহি না। বৃন্দাবনের গোপবালক-কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত আর আমাদের কিছুই লোভনীয় নাই। দ্বারকার সমৃদ্ধি-সমৃদ্ধ তত্ত্বোপদেশ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না!

নির্জ্জনালাপ যে ভুল নাই, আজ তোমার তদ্রূপ আচরণে তাহার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইয়াছি। আজ আমাদিগকে আলিঙ্গন, আমাদিগের সহিত সেই ব্রজবিহারালাপ করিয়া যে আনন্দ দান করিয়াছ, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তুমি আমাদিগকে যতই ছাড়িবার প্রলোভন দেখাও আমরা তোমায় ছাড়িব না। বৃন্দাবনের সেই গোচারণ, যমুনার সেই জলকেলি, কেলিকদম্বমূলে বংশীবাদন, সেই রাসরসোৎসব, আমরা ভুলিব না; ভুলিতে পারি না। তোমার কেলির জন্য আমরা সব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার আগমনের অপেক্ষায় রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া কাটাইতেছি! আমরা চাই তোমার সেবা; মোক্ষের প্রলোভন-বক্তৃতা অন্যত্র প্রদান করিও। আর তোমায় ছাড়িব না। তোমায় লইয়া যাইবই যাইব। তবে আমরা দ্বারকার কৃষ্ণ চাই না; দ্বারকার কৃষ্ণ দ্বারকায় থাক। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে এস! আমরা বৃন্দাবনের কৃষ্ণ লইয়া যাইব। কারণ আমরা গৃহক্ষেত্রে বাস করিয়া পতিত হইয়াছি। পতিতজনের যোগবল ও ধ্যান-ধারণার শক্তি কোথায়? তাহারা শরীরের দ্বারা সেবা করিবারই অধিকারী। মোটা কাজ ভিন্ন সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর

হইবার তাহাদের তেমন জ্ঞান বুদ্ধিও নাই। অতএব হে রাধানাথ! আমাদিগকে আর প্রতারণা করিও না। তোমার সেই লাম্পট্য ও কপট স্বভাব গেল না। আমরা কি প্রভাসতীর্থে সূর্য্য-গ্রহণে স্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে আসিয়াছি? আমরা আসিয়াছি তোমায় দেখিতে। তুমি যতই নিষ্ঠুর হও, আমরা তোমায় ভুলিতে পারি না! আমাদের হৃদয় মনের অনুপরমাণুতে তোমার রাখালমূর্ত্তির হৃদয়মনোচোরা লাম্পট্য ভাবের কুটিল কটাক্ষ মাখা, নবঘনশ্যামসুন্দর শিখিপুচ্ছমুক্তাদাম শোভিত কুটিলকেশদামালঙ্কৃত ত্রিভঙ্গভঙ্গিম বংশীবদন, পীতধড়া পরিহিত বনমালীমূর্ত্তি সতত বিরাজ করিতেছে! ইহা অভাবের সান্ত্বনা! কারণ, ভাবের আতিশয্যে ভালবাসার ঘনীভূত টানে বা আকর্ষণে তোমায় ভুলিতে না পারিয়াই বুঝি সেইরূপ স্বপ্ন দেখি। সাক্ষাৎ থাকিতে অনুকল্পের ব্যবস্থা অসঙ্গত হইলেও হাতের কাছে না পাইয়া এইরূপে মনকে প্রবোধ দিই। কিন্তু তাহাও আর কত দিন সহ্য হয়? তাহা না পারিয়াই আজ আমরা সূর্য্য-গ্রহণ উপলক্ষ্য করিয়া তোমায় দেখিতে আসিয়াছি। তুমিই আমাদের সর্ব্ব-তীর্থ। তোমার দর্শন স্পর্শন, চুম্বন, আলিঙ্গন ভিন্ন আর আমাদের অন্য কোন কামনীয় নাই। এ ক্ষেত্রে এমন ভাবে পরের মত তোমায় দর্শন করিয়া আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না। এখানে তোমার এত কুলকামিনী, এত লোক, এত অনুচর, এত স্তাবক, এত সৈন্য সামন্ত, এত ঐশ্বর্য্য—সুতরাং এত সঙ্কোচে তোমার সহিত আমরা কি আলাপ করিব? ঐশ্বর্য্য আমাদের বিষবৎ বোধ হইতেছে! ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমাদের প্রাণ পালাই পালাই ডাক ছাড়িতেছে! আমরা নিরৈশ্বর্য্য রাখালকামিনী! ফলমূল, যমুনার জল, ভূমি শয্যাই আমাদের পরম প্রিয়! অতএব হে লম্পট! আর আমাদিগকে প্রতারণা করিও না। তোমার অভাবে আমরা ননী মাখন, ছানা চিনি, দুধ দই পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমাকে না দিয়া তাহা আমাদের মুখে উঠে কি? তোমার জন্য আমরা বৃন্দাবনে ঘরে ঘরে কত সামগ্রী কত আশা করিয়া কত যত্নে রক্ষা করিতেছি, একবার দেখিয়া আসিবে চল। তুমি এমন নিষ্ঠুর! সব ভুলিয়া গেলে? কার্য্যে ব্যস্ত বলিয়া তুমি বৃন্দাবনের কথা মনে করিতেও সময় পাও না, ইহাই তোমার কৈফিয়ত! ছি ছি! এ কথা আমাদের সম্মুখে না বলিলেই ভাল করিতে!

কত কেঁদেছ, কত সেধেছ, কত অনুনয় বিনয় করেছ, কত কাতর হয়েছ, বঁধু! সব ভুলিলে? এমন লম্পট,—এমন কপট তুমি? যাহাহউক, তুমি যদি না যাও, তবে তোমার সকল মান মর্য্যাদা ভাঙ্গিয়া দিব। রাজ-সম্মান, যশোগৌরব তাহাদের নিকট, যাহারা তোমার কুলের কথা জানে না।

শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাসি, হাসিয়া বলিলেন, সখিগণ! তোমাদেরই জয় লাভ হইবে। তোমাদিগকে অতিক্রম করিবার সাধ্য আমার নাই! প্রভাসে আসিয়াছ, পুণ্য ক্ষেত্রের পুণ্য ক্ষণের অবসান হউক! তোমাদের পুণ্য দিয়া আমার পাপ নাশ কর, নতুবা তোমাদের সঙ্গে যাইবার অধিকারী হইব কেন? এখানকার মনোরম দৃশ্য দেখ! কত দেশ হইতে কত রাজা মহারাজা, কত কত রাণী মহারাণী, কত দেশের কত রূপ নরনারী একত্র সমবেত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দ লাভ কর। অবশ্য তোমাদের সহিত কাহারই তুলনা না হইলেও তাহাদের আচার ব্যবহার, চাল চলন, আহার বিহার, আকাঙ্ক্ষা ও কার্য্য দেখিয়া তোমাদেরও অনেক শিক্ষা হইবে। তোমরা আমাদের সঙ্গে এখানে কিছুকাল অবস্থান কর। তোমাদিগকে দেখিলে আমার অপার আনন্দ লাভ হয়।

গোপীগণ বলিলেন, তোমার বাসনা পূরণই আমাদের কার্য্য। আমাদের অত্যন্ত অসহ্য হইলেও তোমার আনন্দ লাভের জন্য আমাদের অকরণীয় কার্য্য কিছুই নাই। তোমার দর্শন লাভের এমন সুযোগ ছাড়িয়া আমরা আর কোথায় যাইব?

ইহা বলিয়া গোপীগণ নন্দাদির সহিত প্রভাসের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি স্বজন-বর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন, হে প্রভো! দেহধারী জীবমাত্রেরই অনাদি অজ্ঞান নির্ম্মূলকারী ব্যাসাদি মহামনাঃ ব্যক্তিগণের মুখপদ্ম-নিঃসৃত ভবদীয় চরণারবিন্দের অমিয়পূর্ণ লীলা-কথা যাহারা শ্রুতিযুগল দ্বারা পান করিয়াছে, তাহাদের আবার অমঙ্গল কোথায়?

হে ভগবন্! বুদ্ধিবৃত্ত জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি রূপ অবস্থাত্রয় অতিক্রম

পূর্ব্বক আপনি স্বীয় তুরীয় অবস্থাতেই নিত্য অবস্থান করিতেছেন। আপনার স্বরূপানন্দের সীমা নাই। অখণ্ড ও অপ্রতিহিত জ্ঞানে আপনি চির-বিরাজ করিতেছেন। কালক্রমে বেদ-সমূহ লুপ্ত প্রায় হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের পুনঃস্থাপনার্থ স্বীয় যোগমায়াবলে বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছেন মাত্র। আপনি পরম বিবেকী জ্ঞানীগণের একমাত্র গতি আপনাকে প্রণাম করি!

এদিকে প্রভাসে উপস্থিত বৃষ্ণি ও কৌরব নারীগণ একত্র সমবেত হইলে দ্রৌপদী কৃষ্ণকান্তাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভামিনিগণ! সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ অনির্ব্বচনীয় মায়া বিস্তার পূর্ব্বক তোমাদের প্রত্যেককে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণন কর।

রুক্মিণী বলিলেন, হে ভগিনী! চেদিপতি শিশুপালের করে আমায় সমর্পণ করিবার জন্য আমার ভ্রাতা কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তার জন্য রাজন্যবর্গ অস্ত্র-সাজে সজ্জিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু সিংহ যেমন মেষপালের মধ্য হইতে অবলীলাক্রমে আপন ভাগ গ্রহণ করেন, তদ্রূপ কমলাপতিও অনায়াসে রাজযূথের মধ্য হইতে আমায় হরণ করিয়াছেন! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন শ্রীপতির চরণার্চ্চনে আমার মতি নিরন্তর অবিচলিত থাকে।

সত্যভামা বলিলেন, আমার ভ্রাতা প্রসেন স্যমন্তক মণি লইয়া প্রস্থান করিলে সিংহ কর্ত্তৃক হত হন। কিন্তু পিতা, মণির লোভে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে নিহত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিলে তিনি জাম্ববান্‌কে পরাজিত করত স্যমন্তক মণি আনিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। ইহাতে তিনি লজ্জিত হইয়া মণি সহিত আমাকে তাঁহার করে অর্পণ করেন।

জাম্ববতী বলিলেন, আমাদের বাসস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণি আহরণে প্রবৃত্ত হইলে পিতা জাম্ববান্ তাঁহাকে বাধা দিতে গমন করেন; তাহাতে সাতাইশ দিন যুদ্ধ হয়। পরে পিতা তাঁহাকে নিজ ইষ্ট সাক্ষাৎ কমললোচন শ্রীরামচন্দ্র বলিয়া বুঝিতে পারিলে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া মণি সহিত আমাকে তাঁহার করে অর্পণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তদবধি আমি তাঁহার দাসী হইয়া আছি।

কালিন্দী বলিলেন, ভূভারহারীর শ্রীচরণ স্পর্শের প্রত্যাশায় ঘোর তপস্যায়

অনুষ্ঠান করিতেছিলাম জানিয়া সেই হৃদয়বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, সখা অর্জ্জুনসহ উপস্থিত হইয়া আমার পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন। তদবধি আমি তাঁহার গৃহ-মার্জ্জন কার্য্যে নিযুক্ত আছি।

মিত্রবিন্দা বলিলেন, আমার পিতা স্বয়ম্বর সভার উদ্যোগ করিলে নানাদেশ হইতে বহু নৃপতি উপস্থিত হয়েন। আমার ভ্রাতৃগণের ইচ্ছা ছিল না যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে গ্রহণ করেন; কিন্তু কুক্কুরদল মধ্য হইতে পশুরাজ যেমন নিজ ভাগ গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ সমাগত নৃপতিগণকে উপেক্ষা করত আমাকে হরণ করিয়া নিজ আবাসে আগমন করিলেন। হে দেবি! আশীর্ব্বাদ করুন যেন চিরকাল তাঁহার শ্রীচরণ ধৌত করিবার সৌভাগ্য আমার থাকে।

সত্যা বলিলেন, ক্ষিতিপালগণের বলবীর্য্য পরীক্ষা করিয়া কন্যা দান জন্য আমার পিতা উপযুক্ত পাত্র নির্ণয়ার্থ প্রভূত বলশালী সাতটী ষাঁড়কে বন্ধন মুক্ত করিয়া রাখিয়া বলেন, যিনি ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিতে পারিবেন তাঁহাকেই কন্যা দান করিবেন। কোন বীর পুরুষই সাহস করিয়া তাহাদিগকে বন্ধন করিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া বালক যেমন ছাগ শিশুকে অনায়াসে বন্ধন করে, তিনিও বৃষগণের নিগ্রহ করত সহজেই তাহাদিগকে বন্ধন করিলেন।

পিতা তাঁহার বীর্য্য দর্শনে প্রীত হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনা ও দাসীগণে পরিবৃত করাইয়া আমাকে কৃষ্ণকরে অর্পণ করেন। কিন্তু পথে যাইবার সময় বহু রাজা তাঁহাকে বাধা দান করিলেও তিনি অতি সহজেই সকলকে পরাজিত করিয়া আমায় লইয়া আসেন। কৃপা করুন, আমি যেন চিরকাল তাঁহার দাসী থাকিতে পাই।

ভদ্রা বলিলেন, হে দ্রৌপদি! আমি মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি জানিয়া পিতা মাতুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং আহ্বান করত এক অক্ষৌহিনী সেনা ও সখীজনসহ আমায় সম্প্রদান করেন।

আমি কর্ম্মদোষে এই সংসার ক্ষেত্রে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছি, প্রার্থনা করি যেন জন্মজন্মান্তরে তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া ধন্য হই। কারণ ইহা অপেক্ষা জীবের শ্রেয়োলাভ আর কিছুই নাই।

লক্ষণা বলিলেন, হে রাজ্ঞি! দেবর্ষি নারদের মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের

জন্ম কর্ম্মের বিষয় বারম্বার শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত লোকপালগণকে উপেক্ষা করত মুকুন্দের প্রতি প্রধাবিত হয়।

আমার পিতা দুহিতৃবৎসল বৃহৎসেন আমার সংকল্প অবগত হইয়া এক স্বয়ম্বর সভার অনুষ্ঠান করেন। হে রাজ্ঞি! অর্জ্জুন লাভের প্রত্যাশায় আপনার পিতা যেমন অন্তরীক্ষে মৎস্য বেধনের পণ করিয়াছিলেন, আমার পিতাও শ্রীকৃষ্ণকে জামাতারূপে পাইবার আশায় ঐরূপ মৎস্য বেধনের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু আপনার স্বয়ম্বরকালে যে মৎস্য-লক্ষ্য সংস্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহার সর্ব্বদিক সর্ব্বতোভাবে আবৃত ছিল, কেবল নিম্নভাগ অনাবৃত থাকায় স্তম্ভ সংলগ্ন ঊর্দ্ধদৃষ্টি দ্বারা ঐ মৎস্য লক্ষিত হইত। কিন্তু আমার স্বয়ম্বর কালের মৎস্যকে ঊর্দ্ধে অবলোকন করিলে লক্ষিত হইত না; তবে যে স্তম্ভের উপরিভাগে সেই মৎস্য সংলগ্ন ছিল, সেই স্তম্ভের মূল দেশে রক্ষিত জলপূর্ণ কুম্ভে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছিল। সুতরাং এস্থলে নিম্নে দৃষ্টি করত ঊর্দ্ধস্থিত লক্ষ্য বিদ্ধ করা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারই সাধ্য নাই বলিয়া ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

স্বয়ম্বর সভায় নানা দিগ্দেশাগত রাজন্যবর্গ সমবেত হইয়াছিলেন। অনেকেই সেই বিপুল ধনু উত্তোলন করিতেই সমর্থ হইলেন না। কেহ কেহ ধনুকের কোটি পর্য্যন্ত জ্যা আকর্ষণ করিয়াও বলের অভাবে তাহা যোজনা করিতে পারিলেন না; বরং তাহারই আঘাতে আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

জরাসন্ধ, অম্বষ্ঠপতি এবং চেদিরাজ শিশুপাল প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণ এবং ভীম, দুর্যোধন ও কর্ণাদি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধৃগণ ধনুকে জ্যারোপণ করিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্যের অবস্থিতি অবধারণ করিতে না পারিয়া স্ব স্ব আসনে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরিশেষে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর পার্থ শরাসন গ্রহণে স্তম্ভের নিকট অগ্রসর হইলেন এবং কুম্ভস্থ জলে মৎস্যের প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া তাহার অবস্থিতি স্থান লক্ষ্য করত বাণ পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাণ মৎস্যকে স্পর্শমাত্র করিল; ছেদন করিতে সমর্থ হইল না।

বলদর্পিত রাজন্যবর্গ এইরূপে লক্ষ্য বেধনে অসমর্থ ও ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে

লক্ষণা স্বয়ম্বর সভায় শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্য-ভেদ
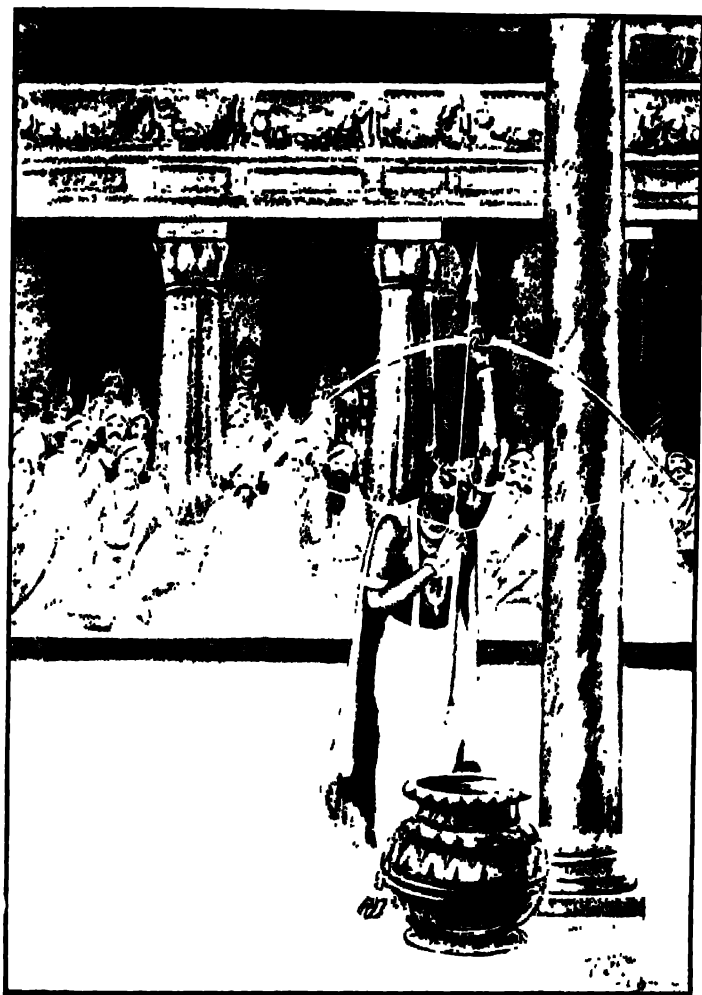
তাহাতে জ্যারোপণ এবং একবার মাত্র কুম্ভস্থ জলে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বাণক্ষেপ করত দিবাকরের অভিজিৎ নামক নক্ষত্রে অবস্থানরূপ সর্ব্বার্থ সাধক অপূর্ব্ব মধ্যাহ্ন মুহূর্ত্তে তাহা ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন।

তদ্দর্শনে স্বর্গপথে বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেবগণ সানন্দে ধরাধামে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন্।

আমি অভিনব কৌশিক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নীবিবন্ধন করত গলদেশে সমুজ্জ্বল সুবর্ণহার ও কবরীতে পুষ্পমালা ধারণ করত কলনাদী নূপুর পরিহিত চরণে মৃদু মন্দ পদ বিক্ষেপে লজ্জাবিড়ম্বিত সহাস্যবদনে স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করিলাম। নিবিড় অলকাজাল ও স্বচ্ছ কুণ্ডলজ্যোতিঃ-মনোরম গণ্ডস্থল শোভিত বদনমণ্ডল ঈষদুত্তোলন পূর্ব্বক সন্তাপহারক শিশির তুল্য শুভ্র কটাক্ষ বিলাসে চতুর্দ্দিকস্থ নৃপতিবৃন্দের প্রতি একে একে নিরীক্ষণ করিয়া অনুরক্ত হৃদয়ে আমি মুরারির গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিলাম। তখন চারিদিকে নানা বাদ্যধ্বনি এবং নট ও নর্ত্তকীগণ নৃত্য, গায়কগণ গান করিতে লাগিল।

সর্ব্বজন সমক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিলে উপস্থিত রাজন্যবর্গের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। তিনি আমায় লইয়া গমন করিলে তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি শার্ঙ্গধনু নিক্ষিপ্ত শরজালে তাহাদের হস্ত পদাদি ছেদন করিলে বহু সংখ্যক রাজা সমর শয্যায় শয়ন করিলেন। অনেকেই ভয়ে পলায়ন করিল। তিনি আমায় লইয়া পুরী প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর আমার পিতা বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার শয্যাসনাদি, দাসদাসী, গজবাজি বিশিষ্ট সৈন্যগণ ও অত্যুৎকৃষ্ট আয়ুধ সমূহ পূর্ণানন্দ স্বরূপ ভগবান্কে ভক্তিভাবে দান করিলেন।

অনন্তর ষোড়শ সহস্র মহিষী বলিলেন, হে সাধ্বি! কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ভূমিপুত্র নরকাসুরকে নিহত করিয়া দেখিলেন, সে দিগ্বিজয়ে পরাজিত নৃপতিগণের কন্যা সমূহকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কন্যাগণ অনন্যাশ্রয় হইয়া সর্ব্বভয়হারী হরিকে দেহমনঃপ্রাণ—সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া অ... অনন্যচিত্ত হইয়া চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া একান্তে তাঁহার শরণ ... দেখিয়া তিনি আমাদিগকে কারামুক্ত করিলেন। এবং তাঁহার পদকমলের

চিন্তায় এতকাল কালাতিপাত করিতেছি দেখিয়া পূর্ণকাম ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের সকলের পাণি গ্রহণ করিলেন।

আমরা সার্ব্বভৌমত্ব, স্বারাজ্যত্ব, স্বর্গ কিম্বা মর্ত্ত্যের যাবতীয় ভোগ, অণিমা লঘিমাদি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি, ব্রহ্মপদ, কৈবল্য মুক্তি বা ভগবানের সাযুজ্য লাভেরও প্রত্যাশা করি না। কেবল কমলার কুচকুঙ্কুমগন্ধযুক্ত সর্ব্বৈশ্বর্য্যের একমাত্র আশ্রয়স্থল এই গদাধারীর শ্রীচরণ রজঃ মস্তকে বহন করিয়া কৃতার্থ হইতে চাই।

বৃন্দাবনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণ করিতেন, তখন গোপগণ, গোপবধূ ব্রজাঙ্গনাগণ, এমন কি বৃন্দাবনের তৃণ বীরুধ পর্য্যন্ত যাহা প্রার্থনা করিতেন, আমরা সেই শ্রীচরণ ধূলিই প্রার্থনা করিতেছি।

সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহিষীগণের তাদৃশ প্রণয়ানুরাগ শ্রবণ করিয়া, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য রাজপত্নীগণ এবং কৃষ্ণ ভক্ত গোপীগণও বিস্মিতা ও আনন্দিতা হইলেন।

এই প্রকারে নারীগণ নারীগণের সহিত এবং পুরুষগণ পুরুষগণের সহিত সম্ভাষণাদি করিতেছেন, এমন সময় রামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাস, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গোতম, রাম, শিষ্যগণ সহ ভগবান্ বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয় ও বৃহস্পতি এবং দ্বিত, ত্রিত, একত নামক ব্রহ্মপুত্রগণ, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক ও বামদেবাদি ঋষিগণ উপস্থিত হইলে আসনসমাসীন নরপতিগণ, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ ও রামকৃষ্ণ সহসা আসন হইতে উঠিয়া বিশ্ববন্দিত ঋষিগণকে প্রণাম করিলেন।

রামকৃষ্ণের ন্যায় সভাস্থ অন্যান্য সকলেই পাদ্য, অর্ঘ, মাল্য, ধূপ ও অনুলেপন চন্দনাদি দান ও স্বাগত প্রশ্নাদি দ্বারা ঋষিগণের অর্চ্চনা করিলেন। ঋষিগণ আসন পরিগ্রহ করিলে সেই মহতী সভা নিস্তব্ধ হইল। অনন্তর ধর্ম্মগোপ্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সভাস্থ সকলের সমক্ষে ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যোগেশ্বরগণ! দেবতাগণেরও দুষ্প্রাপ্য আপনাদের ন্যায় যোগেশ্বরগণের সুদুর্লভ দর্শন লাভে আজ আমাদের মনুষ্য জন্মলাভের প্রকৃত ফল লাভ হইল।

প্রতিমাদিতে দেববুদ্ধি বিশিষ্ট স্বল্পপুণ্য তপস্যাহীন মানবগণের অদৃষ্টে যোগেশ্বর সন্দর্শন, তাঁহাদিগের চরণস্পর্শন, স্বাগত প্রশ্ন, প্রণাম ও পাদ-সম্বাহনাদি কর্ম্ম কি সম্ভবপর হইতে পারে?

সাধুগণকে উপেক্ষা করিয়া পবিত্রোদক তীর্থ বা মৃচ্ছিলাদিময় দেবতার সেবা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কারণ তীর্থ বা দেব-প্রতিমূর্ত্তি সমূহকে বহুকাল সেবা করিলে পবিত্র হওয়া যায়, কিন্তু সাধুগণের দর্শন প্রাপ্তি মাত্রেই জীব ভক্তি প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণে আশু পবিত্রতা লাভ করে।

অধিক কি অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথিবী, জল, পবন, বাক্য ও মন প্রভৃতির অভিমানী দেবতা নিচয়কে বহুকাল বিশেষ যত্নের সহিত আরাধনা করিলেও আত্মপর ভেদ জ্ঞান বিশিষ্ট মানবের পাপমূলক অজ্ঞান কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। কিন্তু মায়ামোহাদি নিবন্ধন ভেদজ্ঞানের অতীত, আপনাদের ন্যায় জ্ঞানবান্ বিবেকী সাধুগণের সঙ্গ মুহূর্ত্তকাল প্রাপ্ত হইলেও অনায়াসে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়।

বাতপিত্তশ্লেষ্মা ধাতুত্রয়ের সংযোগে এই জড়দেহের সৃষ্টি। সুতরাং যাহারা এই শবতুল্য জড়দেহেকে পরম প্রেমের আস্পদ বলিয়া মনে করে, পুত্র-কলত্রাদিকে আপনার বোধে এবং পার্থিব প্রতিমাদিকে দেব বুদ্ধিতে সম্মান করে, ও তত্ত্ব-জ্ঞানী বিবেকী সাধুগণকে ভক্তি করে না, তাহারা এই সংসারে গোতৃণবাহী গর্দ্দভ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শুকদেব বলিলেন, হে নরনাথ! অকুণ্ঠমেধা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অননুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগেশ্বরগণ কিয়ৎকাল হতবুদ্ধির ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

মুনিগণ পরে বহুক্ষণ বিবেচনার পর অবধারণ করিলেন যে, ভূতভাবন পরমেশ শ্রীকৃষ্ণ কেবল মানবগণকে সদুপদেশ দিবার জন্যই স্বয়ং এই প্রকারে মুনিগণের সেবা করিতেছেন। তখন তাঁহারা সহাস্যবদনে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

হে কৃষ্ণ! আমরা দক্ষ কশ্যপাদি প্রজাপতিগণেরও তত্ত্বোপদেশাদি প্রদানে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞানী মহামনাঃ হইলেও ভবদীয় মায়ায় মোহিত হইতেছি! আপনি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান পূর্ব্বক মনুষ্যবৎ আচরণে সাধারণ

সেবকের ন্যায় ব্যবহার করত কখন কি অভিপ্রায়ে যে কি করিতেছেন, আমরা তাহার গভীর-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিতেছি না। ভোগার্থ আপনার কোনরূপ আসক্তি নাই। অথচ আপনি স্বয়ং একাকী আত্মরূপে উপাদান ও নিমিত্তরূপে এই জগৎ সংসারকে বিচিত্রভাবে সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন। এবং সেই সমুদয় কর্ম্মে আপনার কোনরূপ অভিমান না থাকায়, জীবের ন্যায় সংসারে জড়িত হন না। হে ভগবন্! ঘট, পট ও বৃক্ষাদির উৎপাদনে এক পৃথিবী যেমন বহু নামে ও রূপে অভিব্যক্ত হয়, আপনিও তদ্রূপ এই বিশ্ব-সংসারে পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও ব্রাহ্মণগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনরূপ ঈদৃশ ব্যবহার করায় আমাদের নিকট তাহা কেবল বিড়ম্বনা বলিয়াই বোধ হইতেছে।

তথাপি কালে স্বজনাভিগুপ্তয়ে বিভর্ষি খলনিগ্রহায় চ।
স্বলীলয়া বেদপথং সনাতনং বর্ণাশ্রমাত্মা পুরুষঃ পরো ভবান্॥

আপনি প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষ; সুতরাং আপনার কর্ম্ম-জনিত জীববৎ জন্মান্তর প্রাপ্তি ঘটে না। তথাপি সাধুগণের পরিত্রাণ এবং খল-নিগ্রহের জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক দেহ ধারণ পূর্ব্বক বর্ণাশ্রমোক্ত ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে আপনি সনাতন বেদ-পথেরই প্রবর্ত্তনা করিতেছেন।

হে ব্রহ্মণ্যদেব। ব্যক্তাব্যক্ত কার্য্য, কারণ এবং এতদুভয়ের অস্তিত্ব ব্যঞ্জক সৎস্বরূপ ভাবত্রয়ের অতীত বিশুদ্ধ পরমব্রহ্ম স্বরূপ কেবল ব্রাহ্মণকুলেই অশনাদি তপস্যা, বেদাধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায় এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ সংযমের দ্বারাই আপনি উপলব্ধ হইয়া থাকেন। এইজন্য ব্রাহ্মণকুলই আপনার অন্তরঙ্গ ও পবিত্রহৃদয় বলিয়া আদৃত।

হে ব্রহ্মণ! বেদই আপনার স্বরূপের প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া আপনি শাস্ত্রযোনি নামে অভিহিত। এবং বেদাদি শাস্ত্রও আপনা হইতে উদ্ভূত। আপনার স্বরূপ কেবল ব্রাহ্মণকুলেই উপলব্ধ হয়। সেইজন্য আপনি ব্রাহ্মণকুলের সম্মান্য করিয়া থাকেন। এতএব ব্রহ্মণ্যগণের মধ্যে আপনিই অগ্রগণ্য নেতা।

সাধু ভক্তগণের একমাত্র গতি ভবদীয় সঙ্গলাভে আজ আমাদের জন্ম সফল,

বিদ্যা ও তপস্যা সার্থক এবং নয়নও চরিতার্থ হইল! কারণ, আপনার সঙ্গলাভই শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির চরম ফল।

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
স্বযোগমায়য়াচ্ছন্নমহিম্নে পরমাত্মনে॥

হে সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ! আপনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়া প্রভাবে আত্ম-গোপন করত এই কৃষ্ণ-বিগ্রহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; আপনাকে প্রণাম করি।

মায়া যবনিকা প্রচ্ছন্ন থাকিলেও আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর! এবং সর্ব্ব-নিয়ন্তা কালরূপে সৃষ্ট্যাদি সকল কার্য্যই সাধন করিতেছেন। আপনাকে কেহই অবধারণ করিতে পারে না। হে কৃষ্ণ! অত্র সমাগত নরপতিবৃন্দের কথা দূরে থাক, যাঁহারা আপনার সহিত একত্র পানভোজন ও বিহারাদি করিয়া থাকেন, সেই বৃষ্ণিগণও আপনার মহিমা অবগত হইতে পারেন না।

নিদ্রিত ব্যক্তি যখন স্বপ্ন দেখে, তখন মন ও ইন্দ্রিয়ে অভিব্যক্ত, অলীক সিংহ ব্যাঘ্রাদি পদার্থকেই সত্য বলিয়া জ্ঞান করে। অর্থাৎ নিদ্রামোহে তখন আর তাহার প্রকৃত বস্তু উপলব্ধি করিবার পৃথক সত্তা থাকে না।

অহো! স্বপ্নাবস্থায় নিজ বুদ্ধিতে কেবল নামরূপে অবভাসিত সিংহ ব্যাঘ্রাদি পদার্থের অস্তিত্বানুভবে, স্বীয় সত্তার প্রতি যেমন লক্ষ্য থাকে না, সেইরূপ, হে ব্রহ্মণ্! জগদ্বাসী জনগণ কেবল নাম ও রূপমাত্রে প্রতীত, স্বরূপতঃ নিস্তত্ত্ব বিষয়ের কামনায় একান্ত মোহিত হইয়া পড়ে। মায়ার মোহে তাহাদের স্মৃতি শক্তি বিনষ্ট হয় এবং চিত্তের বৈকল্য বশতঃ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের আধার স্বরূপ আপনাকেও অবধারণ করিতে পারে না।

হে ভগবন্! সর্ব্বপাপ বিনাশিনী সর্ব্বতীর্থস্বরূপা ভাগীরথী যে চরণকমল হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, যোগিগণ অষ্টাঙ্গ যোগে যে পাদপদ্মকে হৃদয় মন্দিরে নিরন্তর চিন্তা করিয়া থাকেন, ভবদীয় সেই চরণারবিন্দ আজ আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। ভক্তিভরে যাঁহারা ঐ চরণকমল চিন্তা করেন তাঁহাদের ভক্তির স্রোত ক্রমশঃ প্রবল এবং হৃদয়স্থ বাসনাজালের বিনাশে জীবকোশ

শিথিল হয়। ভবদীয় স্বরূপলাভে তাঁহারাই কৃতার্থ হন। হে ভগবন্! ভববন্ধননাশকারী ভবদীয় পাদপদ্ম যখন আমরা এই চর্ম্ম চক্ষে দর্শন করিলাম, তখন ভক্ত বলিয়া আমাদের প্রতি কৃপা বিতরণে কৃতার্থ করুন।

ইহা বলিয়া ঋষিগণ ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব আশ্রমে গমনোদ্যত হইলে বসুদেব তাঁহাদিগকে অতি ভক্তি সহকারে প্রণাম পুরঃসর বলিলেন, হে ঋষিগণ! বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের দেহে সকল দেবতাই অবস্থান করেন। অতএব সর্ব্বদেবময় আপনাদের চরণে আমার সহস্র প্রণিপাত। যে কর্ম্মের যাদৃশ অনুষ্ঠানে জীব কর্ম্ম বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে আপনারা কৃপা পূর্ব্বক তাহা বর্ণন করুন।

তাহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, হে বিপ্রগণ! নিজ শ্রেয়োলাভ জন্য নিজ পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বালক বোধে উপেক্ষা করত বসুদেব আপনাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ মরণধর্ম্মশীল মানবের একান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন বলিয়াই ইহারা ইঁহাকে এরূপ অনাদর করিতেছেন! দেখা যায়, গঙ্গাতীরবাসী জনগণ শুদ্ধির জন্য গঙ্গোদক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য তীর্থাদিতে সর্ব্বদাই গমন করিয়া থাকে। দিবাকর যেমন মেঘাদি দ্বারা প্রচ্ছন্নের ন্যায় প্রতীয়মান্ হন, ভূতভাবন শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ মানবদেহে প্রাণাদি দেহাবরণে প্রচ্ছন্ন থাকায় মনুষ্যবৎ প্রতীয়মান্ হইতেছেন।

যাহাহউক, মুনিগণ বসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে বিশেষ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা রূপ কর্ম্মই, কর্ম্ম বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়।

বিশেষ সদুপায়ে অর্জ্জিত স্বীয় বিত্তের দ্বারা একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সেই পরম পুরুষের আরাধনারূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা গৃহাশ্রমী দ্বিজাতিগণের পক্ষে অন্য কল্যাণকর কিছুই নাই।

যজ্ঞ ও দানের দ্বারা বিত্তাশক্তি বিসর্জ্জন দিতে হয়, গৃহোচিত ভোগের দ্বারা পুত্র কলত্রের মমতা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কালক্রমে দেবতাগণেরও যে ধ্বংস হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতগণ দেহান্তে স্বর্গাদি সুখময় লোকে গমনের আকাঙ্ক্ষাও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

গ্রামে বাস করিয়া গ্রামবাসীজনগণের আচরণে যখন বিরক্তি আসে, তখনই

ধীর ব্যক্তিগণ তপোবনে গমন করেন। দ্বিজাতিগণ দেবলোক, ঋষিলোক ও পিতৃলোকের ঋণভার লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাদি অধ্যয়ন এবং পুত্রোৎপত্তি দ্বারা যথাক্রমে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকের ঋণ পরিশোধ না করিয়াই গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নরকার্ণবে পতিত হন।

হে মহামতে! তুমি ঋষি ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছ; এক্ষণে যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবঋণ হইতে মুক্ত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর।

হে বসুদেব! জগৎপতি জনার্দ্দন যখন আপনাদের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন আপনি পরম ভক্তি সহকারে সেই পরমাত্মা শ্রীহরির যে প্রকৃত আরাধনা করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তাহা শুনিয়া বসুদেব আনন্দাতিশয়ে উৎফুল্ল হইয়া অত্যন্ত ভক্তিভরে ঋষিগণকে প্রণাম ও তাঁহাদের চরণ বন্দন পূর্ব্বক প্রসন্ন করত, যজ্ঞ সম্পাদনার্থ তাঁহাদিগকেই ঋত্বিক পদে বরণ করিলেন।

মহামহোৎসবে যজ্ঞ-কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হইলে ঋষিগণ শ্রীপতি বাসুদেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, পাণ্ডবগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, নারদ, ব্যাসদেব ও অন্যান্য বান্ধবগণ সকলেই যদুগণকে আলিঙ্গন করত প্রেমার্দ্র হইয়া অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যদুগণ যথেষ্ট উপহার প্রদানে বন্ধুবৎসল নন্দ মহারাজের বিশেষ সম্মান করিলেন। মহারাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণ ও উগ্রসেনাদির প্রীতি বর্দ্ধনার্থ কিছুকাল সেই স্থানেই গোপগোপীগণসহ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বসুদেব মহাসমুদ্র সদৃশ বিপুল যজ্ঞ-মহোৎসব সুসম্পাদন করত আনন্দিত হইয়া নন্দকে বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! মানবগণের মধ্যে যে স্নেহ বন্ধন অবলোকন করিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই জগদীশ্বরের কৃত। কারণ জগতে এমন জ্ঞানবান্, বলবান্ ও প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি কে আছেন যে, পরাক্রম, জ্ঞান বা যোগের প্রভাবে স্নেহপাশ অতিক্রম করিতে পারেন? আপনি আমাদের যে উপকার করিয়াছেন,

আমরা তাহার গুরুত্ব না জানিলেও জগতে তাহার তুলনা নাই। আমরা তাহার কিছুমাত্র প্রত্যুপকারে যত্নবান্ না হইলেও আপনারা এখনও উপকারে নিবৃত্ত নহেন।

হে মানদ! যাঁহারা পুরুষার্থস্বরূপ পরম শ্রেয়োলাভ প্রার্থনা করেন, তাঁহারা যেন রাজৈশ্বর্য্যাদি শ্রী-দ্বারা কখনও পরিবেষ্টিত না হন। কারণ ঐশ্বর্য্যমদে মানব এরূপ অন্ধ হয় যে, প্রকৃত উপকারী স্বীয় বন্ধুবান্ধবের প্রতিও দৃষ্টিপাত করে না!

এইপ্রকার সৌহার্দ্দ্য ও প্রেমার্দ্রচিত্ত বসুদেব নন্দযশোদাকৃত পুত্র পালনাদি মৈত্রীর কথা স্মরণ পূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জ্জন করত রোদন করিতে লাগিলেন!

বন্ধুবর্গের হিতকারী ব্রজপতি নন্দ রামকৃষ্ণের স্নেহে একান্তই বদ্ধ, তাহাতে আবার যদুগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের বিশেষ যত্ন করিতেন, এজন্য আজ কাল করিয়া তিনি সেখানে তিন মাস অবস্থান করিলেন!

বহুমূল্য আভরণ ও বস্ত্র পরিচ্ছদাদি সর্ব্বপ্রকার উপহার দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করত বসুদেব, উগ্রসেন, রামকৃষ্ণ ও উদ্ধব এবং যদুগণ বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত গমন করিলে নন্দরাজ ব্রজবাসী বান্ধবগণের সহিত ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন।

ব্রজপতি নন্দ, গোপ ও গোপীগণ গোবিন্দ-চরণারবিন্দে সমর্পিত মন প্রত্যাহার করিতে অসমর্থ হইয়া অতি ক্লেশের সহিতই ব্রজে গমন করিলেন।

বর্ষা পড়িলে বন্ধু বান্ধবগণও ক্রমশঃ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাদবগণও দ্বারকায় ফিরিলেন। তাঁহারা দ্বারকায় আসিয়া প্রভাসের ঘটনা, বসুদেবের যজ্ঞোৎসব, মহর্ষিগণের কৃষ্ণস্তুতি, সবিস্তারে বর্ণন পূর্ব্বক দ্বারকাবাসী জনগণে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন।

-(•)-

সময়োদ্যোগ।

পাঠক অবগত আছেন পাণ্ডবগণ বনবাসে গমন করিলেন। দ্বাদশবর্ষ বনবাস সমাপ্ত হইলে তাঁহারা অজ্ঞাতবাসের জন্য কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক বিরাটরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আপনাদের অস্ত্র শস্ত্র শবাকারে বন্ধন পূর্ব্বক এক শমীবৃক্ষে রক্ষা করিয়া বিরাটরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া নিম্ন লিখিত রূপ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক রাজ-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক আপনাকে কঙ্ক নামে অভিহিত করিয়া রাজসভাসদের পদ প্রার্থনা করিলেন; ভীমসেন উত্তম ভক্ষ্যভোজ্য প্রস্তুতকারী বল্লব নামে আপনার পরিচয় দিয়া সূপকারের কার্য্য করিবার বাসনা জানাইলেন; অর্জ্জুন ক্লীব বেশ ধারণ পূর্ব্বক বৃহন্নলা নামে পরিচিত হইয়া নৃত্যগীতবাদ্য শিক্ষকের পদ প্রার্থনা করিলেন; দ্রৌপদী আপনাকে সৈরিন্ধ্রী নামে পরিচিত করিয়া মাল্য গ্রন্থন, অনুলেপন পেষণ প্রভৃতি সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠবশিল্প কর্ম্ম-কুশলা বলিয়া তৎকার্য্য করিতে অভিলাষ জানাইলেন; এবং নকুল ও সহদেব যথাক্রমে গ্রন্থিক ও অরিষ্টনেমি নামে আপনাদের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক উত্তম অশ্ব ও গো-চিকিৎসক বলিয়া জানাইয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ প্রার্থনা করিলে রাজা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিকে তত্তৎকার্য্যে নিয়োগ করিলেন। অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর কাল তাঁহারা ঐ সমুদয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গোপনে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পাণ্ডবগণের এক বৎসর অতীত হইলে, এক দিবস দুষ্টমতি দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে মৎস্যরাজ বিরাটের গোধন হরণ করিতে আগমন করিল। সে সময় বিরাট স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। এই বিপদ দেখিয়া বৃহন্নলা—অর্জ্জুন সৈরিন্ধ্রী—দ্রৌপদীকে বলিলেন যে, উত্তরের নিকট আমার যুদ্ধ প্রশংসা করিবে এবং উত্তরা অনুরোধ

করিলে আমি সারথ্য গ্রহণ করিতে পারি, বলিয়া জানাইবে। কারণ আমরা থাকিতে ইহাদিগকে বিপন্ন দেখিলে আমাদের অধর্ম্ম হইবে।

গোধন হরণের সংবাদ প্রসঙ্গে সৈরিন্ধ্রী উত্তরের নিকট অর্জ্জুনের শিক্ষিত মত বলিলে, বিপদ ঘনীভূত এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া উত্তর সৈরিন্ধ্রীর বাক্যে সম্মত হইয়া উত্তরাকে দিয়া বৃহন্নলাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। বৃহন্নলা সারথ্য করিয়া রথ লইয়া চলিলেন। কিন্তু কৌরব সৈন্য-সমুদ্রে উপস্থিত হইলে উত্তর ভয় চকিত হইয়া রথ হইতে নামিয়া পলায়ন করিল। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন তাহাকে ধরিয়া আনিয়া রথে আরোহণ করাইয়া সারথ্য করিতে আদেশ করিলেন। যাহাহউক, বৃহন্নলার গাণ্ডীব টঙ্কার ও শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সে পুনবায় ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল! কৌরব সৈন্যগণেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হইল! ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন ও কর্ণ প্রভৃতি বৃহন্নলাকে দর্শন ও তাঁহার ধনুষ্টঙ্কার, শঙ্খধ্বনি এবং বাণ ক্ষেপণ প্রভৃতি দেখিয়া অর্জ্জুন বলিয়া অনুমান করিলেন।

দুর্য্যোধন উল্লাসে বলিল যে, পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে তাহারা দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিবে। অজ্ঞাত বাস সময়ে তাহাদের পরিচয় পাইলে আবার তাহাদিগকে দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত করিতে হইবে। ঐ ব্যক্তি যদি অর্জ্জুন হয়, তবে আমাদেরই জয় জয়কার! কর্ণও উল্লাসে সখার কথায় সায় দিল। যাহাহউক, হতভাগ্য-দিগের দুর্দ্দশার এক শেষ হইল। সুতীক্ষ্ণ বাণ রাশিতে যুদ্ধক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন হইল। অর্জ্জুন অতুল তেজে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সকলকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও সম্মোহিত করিয়া তাঁহাদের উষ্ণীষ ও অন্যান্য পরিচ্ছদ সমূহ আনয়ন পূর্ব্বক পুতুল খেলার জন্য তাহা উত্তরাকে প্রদান করিলেন। গোধন সমূহের সম্পূর্ণ উদ্ধার সাধন করিয়া বিজয় গৌরব সমুদয় উত্তরকে প্রদান করত রাজ-প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

ওদিকে কৌরবগণ পরাজিত হইয়া অসহ্য জ্বালায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনকে, চিনিতে না পারিলেও সকলেই অনুমান করিলেন যে, অর্জ্জুন ব্যতীত কেহই তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহারা সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে জানিয়া উক্ত যুদ্ধের দুইদিন পরেই

পাণ্ডবগণ স্নানান্তে বিবাটবাজের সভায় উপনীত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মৎস্য-রাজেব রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান্ হইলেন। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের বামভাগে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

বাজ-সভাসদ কঙ্ক স্নানান্তে শুভ্র বস্ত্রাদি পবিধান কবিয়া সৈরিন্ধ্রী সমভিব্যাহারে রাজ-সিংহাসনে বসিয়াছেন দেখিয়া বিরাটরাজ ক্রুদ্ধ হইলে বিরাট তনয় উত্তর তাঁহাব পিতাকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন, ইঁহারা যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, বামে রাজ-সিংহাসনে উঁহাদেব ধর্ম্ম-পত্নী রাজমহিষী দ্রৌপদী। ইঁহাদের বাহুবলেই আমবা পুনঃপুনঃ শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। কৌববগণ গোধন হরণ কবিলে মহাবীব অর্জ্জুনই বৃহন্নলারূপে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। ইঁহার ধনুষ্টঙ্কাব ও শঙ্খনাদে আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়া-ছিলাম। কৌববগণেব সৈন্য-সমুদ্র দেখিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল; আমি রথ হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম। অদ্বিতীয় বীব অর্জ্জুন আমায় ধবিয়া আনিয়া একাকীই সেই মহাবথীগণের সহিত অসংখ্য সেনার মধ্যে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত কবিয়াছেন।

তাহা শুনিয়া বিরাটরাজ বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও আনন্দিত হইলেন! এবং অত্যন্ত আনন্দে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মহারাজোচিত সম্মান পুরঃসর দণ্ড, কোষ ও সমুদয় রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্য প্রদর্শন করিলেন। এবং বলিলেন, মহাবাজ! না জানিয়া কত কি বলিয়াছি তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলে তিনি উত্তবের সহিত পরামর্শ কবিয়া বলিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমার কি পরম সৌভাগ্য যে আপনারা আমাকে দর্শন দানে কৃত-কৃতার্থ কবিয়া অজ্ঞাত ভাবে এখানে বাস করিতেছেন। অহো! আমার ভাগ্যেব সীমা নাই! আপনাবা যখন এত কৃপা করিয়াছেন, তখন আপনাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি উত্তরাকে মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পণ করিতে চাই। অর্জ্জুনেব মত উত্তরার ভর্ত্তা আমি আর কোথায় পাইব? কৃপা পূর্ব্বক অনুমতি কবিলেই উত্তরাকে আনিয়া সমর্পণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।

তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, হে মহাভাগ! সম্বন্ধ স্থাপন কর্ত্তব্য বটে,

তবে উত্তরাকে আমি আমার পুত্রবধূ-রূপে গ্রহণ করিতে পারি। কারণ এক বৎসরকাল আমি আচার্য্যরূপে তাহাকে নৃত্যগীতবাদ্য শিক্ষা করাইয়াছি। সেও, কি রহস্য, কি প্রকাশ্য, সকল বিষয়েই আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিত, এইরূপে আপনার যুবতি কন্যার সহিত এক বৎসর একত্র বাস করিয়াছি। এখন যদি তাহার পাণি-গ্রহণ করি, তাহা হইলে আপনার ও অন্যান্য ব্যক্তির সন্দেহ হইতে পারে। আমি জিতেন্দ্রিয়, নির্দ্দোষ ও দান্ত হইয়া আপনার কন্যার বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছি। তিনি আমার পুত্রবধূ হইলে আপনার কন্যা এবং আমার পুত্রের প্রতি কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না। আমি অভিশাপ ও মিথ্যাপবাদকে অত্যন্ত ভয় করি। এজন্য উত্তরাকে পুত্রবধূ-রূপে গ্রহণ করিতেছি। বাসুদেবের প্রিয়তম ভাগিনেয় সাক্ষাৎ দেবকুমার সদৃশ শস্ত্রকুশল আমার পুত্র শ্রীমান্ অভিমন্যু আপনার জামাতা এবং উত্তরার ভর্ত্তা হইবার একান্ত উপযুক্ত পাত্র।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরস্পরের সম্বন্ধ বন্ধন অনুমোদন করিলে, উভয়ের মিত্রগণের নিকট দূত প্রেরিত হইল। পাণ্ডবগণ এইরূপে আত্ম-প্রকাশ করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জ্জুন জনার্দ্দন, অভিমন্যু ও যাদবগণকে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন।

কাশীরাজ ও শৈব্য যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত অনুগত পাত্র; তাঁহারা প্রত্যেকে অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইলেন। মহাবল দ্রুপদও এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া আগমন করিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন।

আনর্ত্ত দেশ হইতে বাসুদেব বলদেব, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, যুযুধান, সাত্যকি, অনাধৃষ্টি, অক্রূর, শাম্ব, বলদেব-নন্দন নিষঠ, অভিমন্যু ও সুভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পাণ্ডব সারথিগণ এক বৎসরের পর তাঁহাদের সেই সমস্ত রথ আনয়ন করিল। যাদবেরা দশ সহস্র হস্তী, এক লক্ষ অশ্ব, দশ কোটী রথ, দশ সহস্র কোটী পদাতি, বৃষ্ণি অন্ধক ও ভোজ বংশীয় বহুব্যক্তির সহিত সমাগত হইলেন। এবং পাণ্ডবগণকে রাজোচিত অর্থ, শ্রীমন্ত ও পৃথক পৃথক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন।

উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজন উপস্থিত হইলে মহাসমারোহে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। নৃত্য, গীত, বাদ্যে মৎস্যরাজপুরী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল! সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মৎস্য-নারীগণ মণি কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া উত্তরাকে লইয়া বিরাটপত্নী সুদেষ্ণা সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পাঞ্চাল নন্দিনীর অসীম রূপ-লাবণ্য ও সমুজ্জ্বল কান্তি দর্শনে সকলেরই রূপজ্যোতিঃ ম্লান হইল!

মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। মৎস্যরাজ প্রজ্বলিত হুতাশনে বিধিবৎ হোম ও দ্বিজগণের অর্চ্চনা করিয়া জামাতাকে প্রীতিপূর্ব্বক সপ্ত সহস্র অশ্ব, দ্বিশত হস্তী, প্রভূত ধন, রাজ্য, বল, কোষ ও আত্মা পর্য্যন্ত প্রদান করিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে অচ্যুত প্রদত্ত সমুদয় ধন, গোসহস্র, রত্নজাত, বিবিধ বস্ত্র, ভূষণ, যান, শয্যা, অত্যুত্তম ভোজ্য পানীয় প্রদান করিলেন।

অভিমন্যু-উত্তরা বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে রাত্রিতে বিশ্রাম করিয়া পাণ্ডবগণ ও আত্মীয় স্বজন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে পুষ্পদাম বিভূষিত, সুগন্ধ সম্পন্ন, মণিরত্ন খচিত আসন-সনাথ বিরাটরাজের সভামণ্ডপে গমন করিলেন।

বিরাট ও দ্রুপদরাজ প্রথমে আসন গ্রহণ করিলে, বসুদেব প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ মাননীয়গণ উপবেশন করিলেন। পরে সাত্যকি ও বলদেব পাঞ্চালরাজ সমীপে এবং যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব বিরাটরাজের নিকট উপবেশন করিলেন। তৎপরে দ্রুপদ পুত্রগণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, বিরাটপুত্রবৃন্দ এবং পাণ্ডব সদৃশ শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন ও রূপবান্ দ্রৌপদেয়গণ সুবর্ণালঙ্কৃত আসনে উপবিষ্ট হইলে পাণ্ডবগণের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। তাঁহারা কতক আলোচনা করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি বলিলেন, হে রাজন্যবর্গ! রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় সৌবল কর্ত্তৃক যেরূপ শঠতা পূর্ব্বক অপহৃতরাজ্য ও বনবাসী হইয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। পাণ্ডবগণ বলপূর্ব্বক পৃথিবীমণ্ডল আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াও কেবল ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতা প্রযুক্ত এই দুরন্তুষ্ঠেয় ব্রত সমাপন করিয়াছেন। বিশেষতঃ অজ্ঞাতবাস সময়ে এই বিরাটরাজ গৃহে দাসত্ব স্বীকার করিয়া যে ক্লেশ পাইয়াছেন তাহা না বলিলেও চলে। ইহারা সেই সত্যবদ্ধ

ব্রত হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের রাজ্য-প্রাপ্তির বিষয়ে কুরু ও পাণ্ডব-গণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহারই উপায় চিন্তা করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত সুর সাম্রাজ্যও কামনা করেন না। পরন্তু ধর্ম্ম-সঙ্গত উপায়ে অর্জ্জিত একটী গ্রামের আধিপত্যেও তাঁহার পরম সন্তোষ জন্মে। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বলবীর্য্যে ইঁহাদিকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া শঠতা পূর্ব্বক ইঁহাদের রাজ্য অপহরণ করত অশেষ ক্লেশ প্রদান করিয়াছে; তথাপিও ইঁহারা তাঁহাদিগের কোন অকল্যাণ কামনা করেন না। তবে ইঁহারা বাহুবলে স্বয়ং যাহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু তাহারা এরূপ অসাধু যে, রাজ্যাপহরণ মানসে বিবিধ কৌশল দ্বারা বাল্যকালেই ইঁহাদিগকে নিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। অতএব কৌরবগণের লোভ প্রযুক্ত এইরূপ অসাধুতা ও যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতা প্রযুক্ত উদারতার সামঞ্জস্য করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।

ক্রুর প্রকৃতি দুর্য্যোধন সহজে পাণ্ডবগণকে রাজ্য ছাড়িয়া দিবে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও সে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। এরূপ অবস্থায় যদি কৌরবগণ ইঁহাদের সহিত যুদ্ধ করে, তাহা হইলে ইঁহারা আহত হইবামাত্র তাহাদিগকে নিহত করিবেন। তাহাদিগকে নিহত করা কর্ত্তব্য, কি সুহৃৎগণ বিসদৃশ কার্য্য সমূহ হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করুন। সংখ্যায় অল্প বলিয়া যদি পাণ্ডবগণের পরাজয় অবধারণ করেন, তবে সকল সুহৃৎ মিলিয়া কৌরবগণকে সংহারের উপায় অবলম্বন করুন। কিন্তু দুর্য্যোধন এ বিষয়ে কি করিবে তাহা সম্যক্ না জানিয়া সহসা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অতএব দুর্য্যোধন যাহাতে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করে এরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক সুবিজ্ঞ ব্যক্তিকে দূতরূপে তাহার নিকট প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

বলদেব শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়া বলিলেন, পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ করিয়া সুখে কালযাপন করিতে স্বীকৃত আছেন, ইহাই উত্তম কথা।' ইহাতে উভয় পক্ষেরই পরম মঙ্গল। আমার মতে একজন দৌত্যকার্য্যে অভিজ্ঞ, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে দূতরূপে পাঠাইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই অভিমত জানাইয়া তাঁহাদের কি অভিপ্রায়

তাহা অবগত হউন। মহানুভাব ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বিদুর, কৃপ, শকুনি, কর্ণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সমবেত করিয়া একটা মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। অনর্থক তাহাদিগকে কুপিত করা উচিত নহে।

ধর্ম্মরাজ সমধিক বিত্তশালী ছিলেন, কিন্তু দ্যূতে প্রমত্ত ও পরাজিত হইয়া রাজ্য সম্পত্তি সমস্ত পরহস্তগত করাইয়াছেন। যাহাহউক, এখন সুমীমাংসা হওয়াই প্রয়োজন।

বলভদ্র এই কথা বলিবামাত্র সাত্যকি মহাক্রুদ্ধ হইয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলরামের বাক্যে দোষারোপ করিয়া বলিলেন, যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে সেইরূপই কহিয়া থাকে। তোমার যেরূপ প্রকৃতি, তুমি তদ্রূপই কহিলে। এই ভূমণ্ডলে শূর ও কাপুরুষ উভয়বিধ লোকই দেখা যায়। হে হলধর! আমি তোমার বাক্যে দুঃখিত হইতেছি না, কিন্তু যাঁহারা স্থিরচিত্তে তোমার এই বাক্য শুনিতেছেন, আমি তাঁহাদের উপরই ক্রুদ্ধ হইতেছি। কোন্ ব্যক্তি সভামধ্যে নির্দ্দোষ ধর্ম্মরাজের প্রতি অণুমাত্র দোষারোপ করিয়াও পুনর্বার কথা কহিতে সমর্থ হয়? যখন অক্ষবিশারদগণ এই দ্যূতানভিজ্ঞ মহারাজকে দ্যূতে আহ্বান করিয়া পরাজয় করিয়াছে; তখন তাহাদিগের জয় কিরূপে ধর্ম্মানুগত হইল? দুরাত্মাগণ ইঁহাকে যখন কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়াছেন তখন তাহাদের মঙ্গল কোথায়? এক্ষণে মহারাজ স্বীয় প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত এবং প্রতিজ্ঞামুক্ত হইয়াই যখন পিতৃ পিতামহের সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, তখন কি নিমিত্ত সেই দুরাত্মাদিগের নিকট অবনত হইয়া পৈতৃক রাজ্য অধিকারার্থ প্রার্থনা করিবেন? পাণ্ডবগণ বনবাস ও অজ্ঞাতবাস সম্যক্ প্রতিপালন করিয়াছেন; তথাপিও দুরাত্মা কৌরবগণ বলিতেছে, ত্রয়োদশ বর্ষের মধ্যেই ইঁহারা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। অতএব দুরাত্মাদিগের রাজ্যাপহরণ বাসনা নাই, ইহা কিরূপে বলা যাইবে? কৌরবগণ মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তৃক অনুনীত হইয়াও পাণ্ডবদিগকে পৈত্রিক রাজ্য প্রদানে সম্মত হইতেছে না। আমি দুরাত্মাদিগকে বশীভূত করিয়া ধর্ম্মরাজের চরণে পাতিত করিব। তাহারা যদি ইহাতে স্বীকৃত না হয়, তবে অবশ্যই তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে হইবে।

দ্রুপদ কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি যেরূপ কহিলেন নিঃসন্দেহে

তাহাই ঘটিবে। দুর্য্যোধন স্বেচ্ছাক্রমে কদাচ রাজ্য প্রদান করিবে না। পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিরন্তর তাহার বাক্য অনুমোদন করিয়া থাকেন। ভীষ্ম, দ্রোণ দীনতা বশতঃ এবং কর্ণ ও শকুনি মূর্খতাপ্রযুক্ত তাহার ছন্দানুবর্ত্তন করিতেছেন। আমার মতেও বলদেবের বাক্য যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না।

দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে শান্তবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। মৃদুতা অবলম্বন করিলে সেই পাপাত্মা কদাচ বশীভূত হইবে না। বরং মৃদুভাব দেখিলে সে মনে করিবে আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব। ইহারা ভয়ার্ত্ত হইয়াই ঐরূপ করিতেছে! অতএব যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আমাদের সৈন্য সংগ্রহ ও মিত্রগণের নিকট দূত প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য। অতএব দ্রুতগামী দূত সকল শল্য, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন ও কেকয়দিগের নিকট অবিলম্বে গমন করুক। যিনি অগ্রে দূত প্রেরণ করেন, সাধু লোকেরা তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন, সুতরাং আমরা অগ্রেই সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিব।

মহারাজ শল্য ও অনুচর রাজগণের নিকট সত্বর দূত প্রেরিত হউক। অনন্তর পূর্ব্বসাগরবাসী মহারাজ ভগদত্ত, হার্দিক্য, আহুক, প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাবীর রোচমান, মহাবল পরাক্রান্ত বৃহন্ত, সেনাবিন্দু, সেনজিৎ, প্রতিবিন্ধ্য, চিত্রবর্ম্মা, সুবাস্তক, বাহ্লীক, মৃদুকেশ, চেদিপতি, সুপার্শ্ব, সুবাহু, পৌরব, শকরাজ, পহ্লবরাজ, দরদরাজ, সুবারি, নদীজ, কর্ণবেষ্ট, নীল, বীরধর্ম্মা, দন্তবক্র, রুক্মী, জনমেজয়, আষাঢ়, বায়ুবেগ, পূর্ব্বপালী, দেবক, সপুত্র একলব্য, কারুষদেশীয় ভূপালগণ, ক্ষেমমূর্ত্তি, সমস্ত কাম্বোজ, ঋষিকগণ, জয়সেন, পাশ্চাত্য সকল, কাশ্য, অনুপকগণ, সমস্ত পাঞ্চনদ ভূপাল, ক্রাথপুত্র, পার্ব্বতীয় নৃপতিগণ, জানকি, সুশর্ম্মা, মণিমান, পোতিমৎস্যক, পাংশুরাষ্ট্রাধিপতি, ধৃষ্টকেতু, পৌণ্ড্র, দণ্ডধার, বৃহৎসেন, অপরাজিত নিষাদ, শ্রোণিমান্, বসুমান্, বৃহদ্বল, মহাতেজা বাহু, সপুত্র সমুদ্রসেন, উদ্ভব, ক্ষেমক, বাটধান, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, শাল্যপুত্র, কুমার ও কলিঙ্গেশ্বর, ইঁহাদের নিকট দূত প্রেরণ কর।

এই সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ আমার পুরোহিত। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, ধার্ম্মিক, বিজ্ঞ ও নিসৃষ্টার্থ পুরুষ! ইহাকে দৌত্য কার্য্যে নিয়োগ কর। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম,

দ্রোণ ও দুর্য্যোধনের নিকট গিয়া ইনি কি বলিবেন, তাহা ইহাকে বলিয়া দাও।

বাসুদেব বলিলেন, দ্রুপদরাজ পাণ্ডবগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যাহা বলিলেন, তাহা কোন ক্রমেই অসম্ভব বা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। যদি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে ইঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অন্যথাচরণ করিলে যে মূর্খতা প্রকাশ পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডবের সঙ্গে আমাদের তুল্য সম্বন্ধ। তাঁহারা কখনও মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাদের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসিয়াছি; আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। আপনি বয়স ও জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের সখা; রাজা ধৃতরাষ্ট্রও আপনাকে বহুমান করিয়া থাকেন; আমরা আপনার শিষ্য স্বরূপ। অতএব, যাহা পাণ্ডবগণের হিতকর, আপনি তাহাই করুন, তাহাতে আমাদের কোন সংশয় নাই। যদি দুর্য্যোধন ন্যায়তঃ সন্ধিস্থাপন করে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের সৌভ্রাত্র নাশ বা কুলক্ষয় হয় না। কিন্তু, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন যদি দর্পান্বিত হইয়া তাহা না করে, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য রাজাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন। অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ দুর্য্যোধন বন্ধু বান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত যমালয়ে গমন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহা বলিয়া কৃষ্ণ গমনোদ্যত হইলে বিরাটরাজ সাদরে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া স্বজন সমভিব্যবহারে তাঁহাকে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন।

এদিকে রাজা দ্রুপদ ও বিরাটরাজ সমরের আয়োজন এবং চারিদিকে রাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে মহীপালগণ অগণ্য সৈন্য সমভিব্যবহারে মৎস্যরাজ্যে আগমন করিতে লাগিলেন।

ইহা শুনিয়া দুর্য্যোধনও চারিদিকে দূত প্রেরণ করিয়া রাজগণকে আহ্বান করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণের সাত অক্ষৌহিণী এবং কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হইল। উভয় পক্ষের যুদ্ধের আয়োজনে অদম্য উদ্যম, অধ্যবসায়, দম্ভ ও অহঙ্কার প্রকাশ পাইতে লাগিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাঞ্চালরাজ-পুরোহিত হস্তিনায় গমন করিয়

অর্দ্ধ রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি পাণ্ডবপক্ষের যুদ্ধের তুমুল আয়োজন অনুষ্ঠানের বার্ত্তা প্রচার করিয়া পাণ্ডবগণের অতুল বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। বাসুদেবও পাণ্ডবপক্ষের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, ইহাও সুবিস্তৃতভাবে তাঁহাদিগকে জানাইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রকে বিশেষ করিয়া সন্ধিস্থাপনে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

ধৃতরাষ্ট্র দূতের মহাসমাদর করিয়া তাঁহার বাক্য ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধায়োজন শ্রবণ করিলেন। এবং এমন ভাব দেখাইলেন যেন সন্ধির জন্য তাঁহার আন্তরিকতার সীমা নাই! কিন্তু ভাবে বুঝাইলেন যে, সে সন্ধি রাজ্য প্রদান করিয়া নহে, কুরু পাণ্ডবের পরস্পর সম্বন্ধ ও কল্যাণ বজায় রাখিয়া যুদ্ধ বিরতির সন্ধি।

ভাবগতিক দেখিয়া দূত ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ রাজা পরম ধূর্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়কে পাণ্ডবগণের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের যুদ্ধায়োজন সংবাদ অবগত হইবার প্রয়াস পাইলেন।

সঞ্জয় বিরাটরাজগৃহে উপস্থিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি তাঁহার পরম সমাদর করিলেন। যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতিকে জানাইবার জন্য বলিলেন। সঞ্জয়ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধায়োজন বর্ণন করিয়া পাণ্ডবগণের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিলেন।

মহারাজ পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের মিথ্যাচার, দুরভিসন্ধি প্রতারণা, অধার্ম্মিকতা ও ধূর্ত্ততা অবগত হইয়া জ্ঞাতি নিধন ভয়ে সঞ্জয়ের দ্বারা মাত্র পাঁচ খানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবগণের বল বিক্রম ও বাসুদেবের অমানুষিক কার্য্যের অনেক পরিচয় প্রদান করিলেন। বলিলেন, বাসুদেব স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁহার ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইতে পারে। তিনি একা একদিকে, এবং ব্রহ্মাণ্ড অন্যদিকে দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহার সমতুল্য হয় না। এমন অসীম প্রতাপশালী বাসুদেব পাণ্ডবগণের হিতসাধন-তৎপর। অতএব পাণ্ডবগণ যাহা চাহিতেছেন তাহাই দিয়া সন্ধি

করুন, মঙ্গল হইবে; নতুবা কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হইবে। প্রকাণ্ড ধূর্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্য অনুমোদন করিয়া, ক্রমশঃ পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ প্রভৃতি কে কি বলিলেন তাহাই শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সভাস্থ রাজগণের মনে আপনার সন্ধি প্রস্তাবে অনুকূল মতের ধারণা জন্মাইতে লাগিলেন।

পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্রের অভিসন্ধি অবগত হইয়া সঞ্জয় বলিলেন, যুধিষ্ঠির মাত্র পাঁচ খানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর কি উদারতা হইতে পারে? ইহাও যদি না প্রদান করেন, তবে নিশ্চয় জানিবেন কুরুকুল নিধনের আর অধিক বিলম্ব নাই।

এ সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া পরম চতুর ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর জ্ঞানে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের এক ইঙ্গিতে যে ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় হইতে পারে, তাহা অবধারণেও তাঁহার কোন ত্রুটিই লক্ষিত হইল না। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। তিনি দুর্য্যোধনকে ডাকাইয়া পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণের বল বিক্রম এবং অমানুষিক কার্য্যের কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন। সঞ্জয়ের মুখে শ্রুত যুদ্ধের বিবরণের কথাও বলিলেন। দুর্য্যোধন বলিল আমাদের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য, তাহাদের মাত্র সাত অক্ষৌহিণী। তাহারা হউক অসীম বলশালী যোদ্ধা; আমরাও তাহাদের অপেক্ষা অতুল বলশালী। আমাদের ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, শকুনী, দুঃশাসন ও আমি। আমরাও এক এক মহারথ ও অতিরথ। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সঞ্জয় যতই ভয় প্রদর্শন করুক, ওসব মিথ্যা। শ্রীকৃষ্ণের যদি এতই ক্ষমতা, তবে পাণ্ডবগণকে এতদিন এত ক্লেশ হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই কেন? **আমি বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদান করিব না।**

পুত্রের কথা শুনিয়া পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না।

এদিকে সঞ্জয়কে পুনরায় পাণ্ডব কাহিনী ও কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বলিতে অনুরোধ করিলেন।

সঞ্জয়, পাণ্ডব ও কৃষ্ণ মাহাত্ম্যের অনেক কথা বলিলেন; ধৃতরাষ্ট্রের আগ্রহ দেখিয়া প্রথমতঃ, তিনি সুফল ফলিবে বলিয়াই মনে করিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন শুধুই কাহিনী শুনিবার আগ্রহ, ফলের কোন সম্ভাবনা নাই; তখন অগত্যা হতাশ

হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। এমন কি কুরুগণের পরিণাম ভাবিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন! তাহাতেও তাহাদের চৈতন্য হইল না।

এদিকে, যে সময় রাজগণের নিকট দূত প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সময় দুর্য্যোধন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করে; অর্জ্জুনও সেই সময় তথায় উপস্থিত হন। অর্জ্জুন গিয়া দেখিলেন কৃষ্ণ সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার মস্তকদেশে একখানি সুসজ্জিত সিংহাসনে দুর্য্যোধন উপবিষ্ট। সুতরাং তিনি তাঁহার পাদদেশে উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইয়া প্রথমে অর্জ্জুনকে, পরে শিরোদেশের সিংহাসনে দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিলেন। বলা বাহুল্য, উভয়েই যুদ্ধার্থ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে গিয়াছিলেন। যিনি প্রথমে গমন করিবেন শিষ্টগণ তাঁহার পক্ষই অবলম্বন করেন, ইহা জানিয়া দুর্য্যোধন অগ্রে গমন করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অগ্রে দেখিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, দুর্য্যোধন বলিল, আমি অগ্রে আসিয়াছি। কৃষ্ণ বলিলেন আপনি অগ্রে আসিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু আমি অর্জ্জুনকে অগ্রে দেখিয়াছি। এই জন্য আমি যুদ্ধে অস্ত্র ধরিব না; উভয়কেই তুল্যরূপ সাহায্য করিব। এক পক্ষে আমার সমতুল্য যোদ্ধা এক অর্ব্বুদ নারায়ণ নামে খ্যাত গোপ সেনা, অপর পক্ষে নিরস্ত্র স্বয়ং আমি। তোমরা কে কি লইতে চাও বল। অর্জ্জুন বলিলেন আমি তোমাকেই চাই। দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধ বিরত জানিয়া এক অর্ব্বুদ নারায়ণী গোপ সেনা লইয়া সানন্দে প্রস্থান করিল।

দুর্য্যোধন প্রস্থান করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যখন যুদ্ধ করিব না, তখন আমায় লইয়া কি করিবে? অর্জ্জুন বলিলেন, আমি যুদ্ধের জন্য কৃষ্ণকে চাই না, আমি আমার জন্যই তোমাকে চাই। আমি বাহুবলে স্বয়ং কৌরবগণকে বিনাশ করিব, তুমি কেবল আমার রথ চালনা করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন সখে! আমার সহিত তোমার এই স্পর্দ্ধা, তোমারই উপযুক্ত।

যাউক, এদিকে দ্রুপদরাজ পুরোহিত এবং সঞ্জয় অকৃতকার্য্য হইলে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হইলেন। এবং কৃষ্ণকেই উপায় নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ

করিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ! আমরা তোমারই আশ্রিত, তোমার আদরেই প্রবর্দ্ধিত, তোমার যত্নেই রক্ষিত, তোমার বাহুবলেই রাজ্যধন সম্পত্তি প্রাপ্ত ও সম্মানিত হই। বিপদে তুমিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। এখন তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহাই কর। আমি শান্তিকামী। যাহাতে উভয়ের মঙ্গল হয় তাহারই বিধান কর।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মহারাজ! যুদ্ধ ভিন্ন উপায় নাই। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদান করিবে না। তবে দোষক্ষালনের জন্য আমি স্বয়ং একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। আমি হস্তিনাপুরীতে গিয়া ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতির নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিব। কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, যুদ্ধ অনিবার্য্য। আপনি যুদ্ধের পূর্ণ আয়োজন আরম্ভ করুন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, কৃষ্ণ! যাহাতে শান্তি স্থাপিত হয় তাহাই করিও, আমি পাঁচ খানি গ্রাম লইয়াও সন্তুষ্ট থাকিব, তথাপি যুদ্ধ বিগ্রহে জ্ঞাতি ধ্বংস করিতে পারিব না।

ভীমসেন ও অর্জ্জুনও রাজা যুধিষ্ঠিরের কথার অনুমোদন করিয়া কৃষ্ণকে শান্তি স্থাপনের উপযোগী ব্যবস্থা করিতেই অনুরোধ করিলেন।

তাহা শুনিয়া দ্রৌপদীর ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন পাপাত্মা দুঃশাসন ও দুর্য্যোধন আমায় সভার মাঝে লইয়া গিয়া যে অপমান করিয়াছে, তাহার জ্বালায় এখনও আমার গাত্র দাহ হইতেছে! ইহারা সে সময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা কি বিস্মৃত হইলেন? আমার মত হতভাগিনী আর নাই! আমি তোমার প্রিয় সখি, দ্রুপদরাজকন্যা, ইন্দ্রতুল্য পাণ্ডবগণের সহধর্ম্মিনী হইয়াও পুনঃপুনঃ যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তাহার তুলনা নাই। পাপাত্মা দুঃশাসন ও দুর্য্যোধন নিহত না হইলে আমি আর এ পাপ প্রাণ রাখিব না। ইহা বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিলে, কৃষ্ণ বলিলেন হে পাঞ্চালরাজনন্দিনি! কোন চিন্তা নাই, অচিরেই কৌরবকুলের স্ত্রীগণ পতিগণের বিয়োগে অজস্র অশ্রুপাত করিবে। কিছুতেই সন্ধি হইবে না; যুদ্ধ অনিবার্য্য। পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ এবং তোমার মনঃক্ষোভ দূরীভূত হইবে।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে কৃষ্ণ! কৌরবগণ দুরাত্মা, অনাচারী, পাপিষ্ঠ ও হঠকারী; তাহাদের সভায় তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই। যখন তাহারা

কোন কথাই শুনিবে না, তখন তথায় গমন করিয়াই বা ফল কি? আমরা রাজ্য ধন কিছুই চাই না। আমি তোমায় তাহাদের নিকট পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। হে মাধব! তোমার অনিষ্ট সংঘটন দ্বারা পার্থিব ঐশ্বর্য্য সুখের কথা দূরে থাকুক, যদি দেবত্ব বা সমুদয় দেবগণের ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তাহাতেও আমাদের প্রয়োজন নাই।

কৃষ্ণ বলিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি দুর্য্যোধনের পাপাভিসন্ধি অবগত আছি। তথাপিও অগ্রে তথায় উপস্থিত হইয়া সন্ধি বিষয়ক প্রস্তাব করিলে আমাদের নিন্দার কারণ থাকিবে না। এইজন্য কুরু সভায় গমন করিবার অভিলাষ করিয়াছি। যেমন ক্রোধান্বিত সিংহ অনায়াসেই পশুদিগকে সংহার করিতে পারে, তদ্রূপ আমি ক্রুদ্ধ হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমুদয় নৃপতিকে বিনাশ করিতে পারি। যদি কৌরবগণ আমার উপর কোন অত্যাচার করে, তাহা হইলে আমি এককালেই তাহাদের সকলকেই সংহার করিব; তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমাদিগকে কেহ কোন প্রকারে দোষী করিতে না পারে, এই জন্যই আমি স্বয়ং গিয়া সন্ধির চেষ্টা করিব। আমি জানি সন্ধি হইবে না, তথাপিও ইহা আমাদের কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, তবে তাহাই হউক; তোমার যেমন ইচ্ছা, সেইরূপই কর। তুমি আমাদের ভ্রাতা, বিশেষতঃ অর্জ্জুনের সখা, তুমি অর্থতত্ত্বজ্ঞ ও পরম বাগ্মী; তুমি আমাদিগকে ও কৌরবদিগকে বিশেষ রূপ জান, অতএব যাহাতে উভয়পক্ষের হিতজনক সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবে।

বাসুদেব বলিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি সঞ্জয়ের কথা শুনিয়াছি; এখন আপনার কথাও শুনিলাম। তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মানুগত; কৌরবগণের বুদ্ধি বৈরাচরণে নিরত। বিনা যুদ্ধে যাহা লাভ হয় তুমি তাহারই বহুমান করিয়া থাক। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। ভিক্ষাবৃত্তিও ক্ষত্রিয়ের নহে। সংগ্রামে জয় লাভ বা প্রাণ পরিত্যাগই ক্ষত্রিয়ের নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া বিধাতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্তই নিন্দনীয়। হে অরাতিনিপাতন! আপনি দীনতা অবলম্বন করিলে কখনই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন না। অতএব বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুগণকে বিনাশ করুন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি তাহাদের পক্ষে থাকাতে তাহারা বলবত্তার অহঙ্কারে

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ লুব্ধ; আপনি যতই কৃপা, দৈন্য, ধর্ম্ম বা অর্থ প্রার্থন করুন, তাহাতে কখনই আপনার ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। আপনারা যখন কৌপীন পরিধান করিয়া বনে গমন করেন, তখন তাহারা কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয় নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য কুরু প্রধান ব্যক্তিগণ, ব্রাহ্মণ ও নাগরিকগণের সমক্ষে দ্যূত ক্রীড়ায় আপনাকে বঞ্চনা করিয়াও কিছুমাত্র লজ্জিত হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে আপনাদের সহিত আত্মীয়তা করা তাহাদের অভিপ্রেত নহে। হে মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ অসৎ-স্বভাব-সম্পন্ন; তাহাদের সহিত প্রণয় করা আপনার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এইজন্য তাহারা, আপনার কথা দূরে থাকুক, ভূমণ্ডলস্থ সকল লোকেবই বধ্য।

হে অজাতশত্রো! দ্যূতক্রীড়া কালে তাহারা দ্রুপদনন্দিনীকে সভামধ্যে আনিয়া যে অকথ্য লাঞ্ছনা করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে রোগীরও রক্ত গরম হইয়া উঠে! তৎকালে আপনার ভ্রাতৃগণ তাহা নিরীক্ষণ করিয়াও কেবল আপনার নিষেধাজ্ঞা পালন পূর্ব্বক নীরবে সে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন! হে মহারাজ! নিন্দা অপেক্ষা সৎকুলজাত ব্যক্তির মৃত্যুই শ্রেয়স্কর! দুরাত্মা দুর্য্যোধন ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত নৃপতি কর্ত্তৃক নিন্দিত ও লজ্জিত হইয়া তৎকালেই মৃতপ্রায় হইয়াছে। দুর্য্যোধন সদৃশ অসচ্চরিত্র জনগণকে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় বিনাশ করা অনায়াস সাধ্য। অনার্য্য ব্যক্তি সর্পের ন্যায় সমুদয় লোকের বধ্য! অতএব আমার মতে আপনি নিঃসন্দেহে দুর্য্যোধনকে সংহার করুন। ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের নিকট অত প্রণিপাত-পরতন্ত্র হইবার আবশ্যক নাই।

কৃষ্ণের দৌত্য

উক্তরূপ কথোপকথনে রাত্রি প্রভাত হইলে অরুণোদয়ে ভগবান ভাস্কর মৃদু কিরণ জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন।

যদুবংশাবতংস বাসুদেব কার্ত্তিক মাসের রেবতীনক্ষত্রযুক্ত মৈত্র মুহূর্ত্তে কৌরব সভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য ধ্বনি শ্রবণ ও প্রাতঃ কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক স্নান ও বসনভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য্য ও বহ্নির উপাসনা করিলেন। অনন্তর বৃষলাঙ্গুল স্পর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল দর্শন করিয়া সাত্যকিকে কহিলেন, হে ভদ্র! আমার রথের উপর শঙ্খ, চক্র, গদা, তূণীর, শক্তি ও অন্যান্য অস্ত্র সমূহ স্থাপন কর। দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি নিতান্ত দুরাত্মা। বলবান্ ব্যক্তির অতি দুর্ব্বল শত্রুকেও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।

আদেশ পাইয়া অগ্রগামিগণ রথ যোজনায় প্রবৃত্ত হইল। গগনচারী, প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায় পথগামী, সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ চক্রদ্বয়ে বিভূষিত, কৃত্রিমচন্দ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, মৎস্য, মৃগ ও পক্ষী সমুদয় শোভিত এবং বিবিধ পুষ্প, মণিরত্ন ও সুবর্ণালঙ্কৃত, ধ্বজপাতাকামণ্ডিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত রথে শৈব্য ও সুগ্রীব প্রভৃতি অশ্ব সংযোজিত এবং ধ্বজাগ্রভাগে বিহঙ্গমরাজ গরুড় সন্নিবিষ্ট হইল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি আরোহণ করিলে বশিষ্ঠ, বামদেব, ভূরিদ্যুম্ন, গয়, ক্রথ, শুক্র, নারদ, বাল্মীক, মরুত, কুশিক ও ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ, দেববৃন্দ ও ব্রহ্মর্ষি সকল কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় বা অর্থের বশীভূত হইয়া কদাচ অন্যায়াচরণ করেন নাই, যিনি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর এবং সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি, ধৃতিমান্ ও প্রাজ্ঞ, সেই মহারাজ যুধিষ্ঠির ভূপতিগণ সমক্ষে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন শ্রীবৎসলাঞ্ছন সনাতন দেবদেবকে আলিঙ্গন করিয়া চিরদুঃখিনী মাতা ও বিদুর প্রভৃতিকে প্রণাম জানাইয়া কুশলবার্ত্তা কহিতে আদেশ করিলেন।

অর্জ্জুন গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, কৌরবগণ যদি সৎকার পুরঃসর রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করে, তবে ভালই, নতুবা আমি একাই সমুদয় কৌরবকে সংহার

কবিব। তাহা শুনিয়া মহাবীর ভীম অত্যন্ত উল্লাসে গভীর চীৎকার করিয়া উঠিলেন!

তাঁহাকে অভ্যর্থনার্থ সঙ্গগামী চেকিতান, ধৃতকেতু, দ্রুপদ, কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সপুত্রবিরাট, কৈকেয়গণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়বৃন্দ প্রতিনিবৃত্ত হইলে অশ্বগণ দারুক কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। রথ যেন আকাশমণ্ডলকে গ্রাস কবিতে কবিতে চলিল। মহাবাহু কেশব কিয়দ্দূর গমন কবিয়া রথের উভয় পার্শ্বে ব্রহ্মতেজে সমুজ্জ্বল কতিপয় মহর্ষিকে সন্দর্শন কবিয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিবাদন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! সমুদয় লোকের কুশল? ধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসনা করিয়াছেন? আপনাদেব প্রয়োজন কি? আমাকে আপনাদের কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে? এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন?

মহাভাগ জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ষি, কেহ কেহ বহুশ্রুতব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজর্ষি, এবং কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেকবার দেবাসুরের সমাগম দেখিয়াছি। এক্ষণে সমুদয় ক্ষত্রিয়, সভাসদ, ভূপতি ও আপনাকে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন করিতেছি। আমরা কৌরব সভামধ্যে আপনার মুখ নিঃসৃত ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ ও আপনি যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন, আমরা সেই সকল কথা শুনিতে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি সত্বর কুরুরাজ্যে গমন করুন, আমবা তথায় আপনাকে সভামণ্ডপে দিব্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপ-কথন করিব।

দেবকীনন্দন গমন কালে দশজন মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ, সহস্র পদাতি ও অশ্বারোহী এবং বিপুল ভক্ষ্য দ্রব্য সহ গমন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ সর্ব্বশস্য পরিপূর্ণ অতিরম্য সুখাস্পদ পরম পবিত্র শালিভবন এবং অতি মনোহর হৃদয়তোষণ বহুবিধ গ্রাম্য পশু সন্দর্শন করত বিবিধ পুব ও রাজ্য

অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংবৰ্দ্ধিত, নিত্যপ্রহৃষ্ট, অনুদ্বিগ্ন, ব্যসনরহিত পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে পথিমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার পথ প্রতীক্ষা এবং কিয়ৎকাল পরে মহাত্মা বাসুদেব সমাগত হইলে বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।

এদিকে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলে অরাতিনিসূদন রথ হইতে অবরতণ পূর্ব্বক যথাবিধি শৌচ সমাপনান্তে রথাশ্ব মোচন করিতে আদেশ দিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপাসনা সমাপ্ত হইলে তিনি বলিলেন, হে পরিচারকবর্গ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কার্য্যানুরোধে অদ্য এই স্থানে রাত্রি যাপন করিতে হইবে।

তাহা শুনিয়া তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বৃক্ষস্থলে পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিলেন।

অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বী আর্য্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদয় অরাতিকুল নিসূদন মহাত্মা হৃষীকেশের নিকট আগমন এবং বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে লইয়া যাইবার বাসনা জানাইলে তিনি আনন্দ সহকারে সম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্চ্চনা করত তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া পুনরায় তাঁহাদের সহিত পটমণ্ডপে ফিরিয়া আসিলেন; এবং সেই সমুদয় ব্রাহ্মণের সহিত সুমিষ্ট ভোজ্যাদি ভোজন করিয়া পরম সুখে রজনী যাপন করিলেন।

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র দূত মুখে শ্রীকৃষ্ণের আগমন সংবাদ শুনিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ সঞ্জয় ও বিদুরের সমক্ষে অমাত্যসমেত দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! অতি আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম যে, বাসুদেব পাণ্ডবগণের কার্য্য সাধনার্থ আমাদিগের নিকট আগমন করিবেন। পথ ঘাট নগর পল্লীর সর্ব্বত্রই এই কথা শুনা যাইতেছে। মহাত্মা মধুসূদন আমাদের মান্য ও পূজনীয়; তাঁহার প্রভাবেই লোকযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতেছে; তিনি সমুদয় ভূতের ঈশ্বর। তাঁহাতে ধৈর্য্য বীর্য্য, প্রজ্ঞা ও তেজ বর্ত্তমান আছে, এবং তিনিই সাধুলোকের মাননীয় ও সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ। তাঁহাকে পূজা করিলে সুখোদয় হয়; না করিলে দুঃখের সীমা থাকে না। আমরা যদি যথাবিধি পূজা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমুদয় অভিলাষ পূর্ণ হইবে। অতএব হে অরাতিনিপাতন!

অদ্যই পূজার পূর্ণায়োজন কর। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে ভোগ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ সভা সকল প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হও এবং যাহাতে তিনি তোমার প্রতি প্রীত হন, এরূপ কার্য্য অবিলম্বে সম্পাদন কর। তবে ভরতকুলচূড়ামণি ভীষ্ম কি বলেন তাহা শ্রবণ কর।

ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনিয়া ভীষ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ সকল ব্যক্তিগণ একবাক্যে তাহা অনুমোদন করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদের বাক্যানুসারে কেশবের হস্তিনা গমনের পথে, মধ্যে মধ্যে রমনীয় সভাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা নানা বস্ত্র পরিপূর্ণ করিয়া বিচিত্র আসন, মনোরমা স্ত্রী, গন্ধ, অলঙ্কার, সূক্ষ্মবস্ত্র, সুমিষ্ট অন্ন পান ও সুগন্ধ মাল্য দ্বারা সুশোভিত করাইয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ বাসের জন্য বৃকস্থলের সভা সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও সুসজ্জিত করা হইয়াছিল; কিন্তু কৃষ্ণ সে সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া হস্তিনার উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে বিদুর! মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা জনার্দ্দন উপপ্লব্য (মৎস্যদেশ) নগর হইতে যাত্রা করিয়া আমাদের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। কাল প্রাতঃকালে এখানে আগমন করিবেন। তিনি আহুকদিগের অধিপতি, সাত্বতগণের অগ্রগণ্য, অতি বিস্তৃত বৃষ্ণিরাজ্যের ভর্ত্তা ও রক্ষয়িতা এবং লোকত্রয়ের পিতামহ। যেমন আদিত্য, রুদ্র ও বসুগণ বৃহস্পতির বুদ্ধির অনুগামী হন, তদ্রূপ বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ বাসুদেবের নিদেশানুবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকেন। আমি তোমারই সাক্ষাতে সেই মহাত্মাকে যে সকল দ্রব্য দিয়া পূজা করিব তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বাহ্লিক দেশীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একবর্ণ চতুরশ্ব সমন্বিত সুবর্ণ নির্ম্মিত ষোড়শ রথ, নিত্যমদস্রাবী বিশালদশন অষ্ট অষ্ট অনুচরের অনুগত অষ্ট মাতঙ্গ, সুবর্ণবর্ণ অজাতাপত্যা শত দাসী, তৎসংখ্যক দাস, পার্ব্বতীয়গণোপহৃত সুখস্পর্শ অষ্টাদশ সহস্র মেষ এবং চীনদেশসম্ভূত সহস্র অশ্ব, দিবারাত্র প্রজ্বলিত প্রভূত তেজঃসম্পন্ন নির্ম্মল মণি, অতি দ্রুতগামিনী অশ্বতরী এবং মহাবাহু কেশবের বাহন ও তাঁহার সমভিব্যাহারী পুরুষগণ যে পরিমাণ ভোজন করিতে পারেন, তাহার অষ্টগুণ অধিক ভোজ্য প্রদান করিব।

দুর্য্যোধন ব্যতীত আমার সমুদয় পুত্র ও পৌত্রগণ দিব্য অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক

মনোরম রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার প্রত্যুদগমন করিবে। সহস্র সহস্র বারবিলাসিনী অত্যুত্তম বসনভূষণ পরিধান পূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিতে পদব্রজে গমন করিবে। এবং যে সকল মহিলা নগর হইতে তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে যাইবে, তাহাদিগকেও প্রকাশ্যভাবে গমন করিতে হইবে। মানবগণ যেমন সূর্য্য দর্শন করে, তদ্রূপ নগরস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মহাত্মা মধুসূদনকে অবলোকন করুক। চারিদিকে উচ্চতর ধ্বজা ও পতাকা সকল উত্থাপিত ও রাজমার্গ সমূহ জলসিক্ত হউক। দুঃশাসনের ভবন দুর্য্যোধনের ভবন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সেই প্রাসাদ সত্বর সুমার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত হউক। ঐ সমুদয় ভবন মনোরম আকার বিশিষ্ট প্রাসাদ সমূহে সুশোভিত, পরম রমনীয় এবং সকল ঋতুতেই সুখকর। আমার ও দুর্য্যোধনের রত্নরাশির মধ্যে যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট, তৎসমুদয়ই ঐ গৃহ মধ্যে স্থাপিত হউক।

বিদুর বলিলেন হে মহারাজ! আপনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি সমুদয় লোকের মান্য, আদরনীয় ও প্রিয়। আপনি শাস্ত্র ও তর্কদ্বারা স্থিরবুদ্ধি হইয়াছেন। আপনার এই সকল কথা শুনিয়া প্রজাগণ আপনার ধর্ম্মকে প্রস্তরফলকাঙ্কিত লেখা, সূর্য্যকিরণ ও সাগরতরঙ্গের ন্যায় অবিনশ্বর বলিয়া স্থির করিবে। আপনার গুণগ্রামে লোক সকল সন্তুষ্ট হইবে। অতএব আপনি বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে গুণরক্ষণে সতত সচেষ্ট হউন এবং সরলতা অবলম্বন করুন। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত বহুসংখ্যক পুত্রপৌত্র ও প্রিয় সুহৃদগণকে কাল কবলে নিক্ষেপ করিবেন না।

হে মহারাজ! আপনি কৃষ্ণকে যে সকল দ্রব্য প্রদান করিতে বাসনা এবং যাহা প্রদান করিলে তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন, মহাত্মা দেবকীনন্দন তৎসমুদয় এবং তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্যান্য দ্রব্যজাতের, এমন কি তিনি সমস্ত পৃথিবীলাভেরও উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আপনি ধর্ম্মানুষ্ঠান বা কৃষ্ণের প্রীতিসাধনোদ্দেশে তাঁহাকে ঐ সমুদয় দ্রব্য প্রদান করিতে বাসনা করেন নাই; কেবল কপটতা সহকারে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। আমি আপনার বাহ্য কর্ম্মদ্বারা আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে পারি। পঞ্চপাণ্ডব আপনার নিকট পঞ্চগ্রাম যাচ্ঞা করিতেছেন, আপনি তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করিতে অসম্মত! অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনার সন্ধি করিবার বাসনা নাই। . . .

আপনি অর্থ প্রদান দ্বারা প্রলোভিত করিয়া কৃষ্ণকে পাণ্ডবগণ হইতে বিচ্যুত করিতে বাসনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি, কি অর্থ, কি উদ্যম; কি নিন্দা, কোন উপায়েই তাঁহাকে অর্জ্জুন হইতে পৃথক করিতে পারিবেন না। আমি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও অর্জ্জুনের দৃঢ়ভক্তি জানি; এবং বাসুদেব যে অর্জ্জুনকে প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন ও তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না তাহাও বিলক্ষণ অবগত আছি। ভগবান্ বাসুদেব পূর্ণকুম্ভ, পাদ্য ও কুশলপ্রশ্ন ব্যতীত আপনাদের নিকট আর কিছুই অভিলাষ করেন না। অতএব যেরূপ সৎকার করিলে মাননীয় মধুসূদন প্রীত হন, তাহারই আয়োজন করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা কেশব মঙ্গল কামনায় এখানে আগমন করিতেছেন, অতএব তাঁহার যাহা আকাঙ্ক্ষা, তাহা পূরণ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণ ও আপনার শান্তি বিধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অতএব তাঁহার কথামত কার্য্য করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ আপনার পুত্রস্বরূপ, আপনি তাহাদের পিতৃতুল্য; তাহারা বালক, আপনি বৃদ্ধ; তাহারা আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করে, আপনিও তাহাদিগকে সন্তান সদৃশ জ্ঞান করুন।

দুর্য্যোধন বলিলেন হে মহারাজ! বিদুর কৃষ্ণের বিষয় যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। আপনি তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারিবেন না। তাঁহার সৎকারার্থ যে সমস্ত ধনসম্পত্তি প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছেন তাহা কদাচই দাতব্য নহে। কেশব আমাদেরও পূজনীয়; কিন্তু এ সময়ে ঐ সকল সামগ্রী দ্বারা পূজা করিলে তিনি মনে করিবেন, আমরা ভীত হইয়াই তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছি। অতএব যে কর্ম্ম করিলে স্বয়ং অপমানিত হইতে হয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বিশাললোচন কৃষ্ণ ত্রিভুবনের পূজ্য, তাহা আমরাও অবিদিত নাই; কিন্তু যখন তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে উপস্থিত যুদ্ধ প্রশমিত হইবে না, তখন তাঁহাকে পূজা করা আমার মতে নীতি বহির্ভূত কার্য্য।

দুর্য্যোধনের নীতিসম্মত বাক্য শুনিয়া কুরুকুল পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, হে মহাবাহো! কৃষ্ণের সৎকারই কর বা অসৎকারই কর, তিনি কখনও ক্রুদ্ধ হন না। তথাপি তাঁহাকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি অবজ্ঞার পাত্র নহেন! তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিলেও কেহ তাহার অন্যথা করিতে পারে না। সেই মহাবাহু মধুসূদন যাহা করিবেন

অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, সেই মহাত্মাকে অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য বলিবেন। অতএব আপনারও বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

দুর্য্যোধন বলিল, হে পিতামহ! আমি পাণ্ডবগণকে বশীভূত করিয়া স্বয়ং যে সমুদয় রাজ্য ভোগ করিতে পারিব, এমন কোন উপায় দেখি না। তবে মনে মনে একটা এই উপায় স্থির করিয়াছি যে, পাণ্ডবগণের একমাত্র অবলম্বন ভগবান্ যদুনন্দন কল্য প্রাতঃকালে এখানে আগমন করিলে আমি কৌশলে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিব; তাহা হইলে বৃষ্ণি, পাণ্ডবগণ এবং সমুদয় পৃথিবী আমার করায়ত্ত হইবে। কিন্তু জনার্দ্দন যাহাতে আমার এই অভিসন্ধি বুঝিতে এবং আমাদের কোন অপকার করিতে না পারেন, তাহার কোন উপায় বলুন।

তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন বৎস! ওরূপ কথা বলিও না! তিনি দূত হইয়া আসিতেছেন; বিশেষতঃ আমাদের আত্মীয় এবং কখনও আমাদের অনিষ্টাচরণ করেন নাই, অতএব তাঁহাকে আবদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে।

ভীষ্ম বলিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! তোমার এই সন্তান নিতান্তই দুর্ব্বুদ্ধি-বিশিষ্ট। সুহৃদগণের অনুরোধেও সৎচিন্তা করে না। তুমি নিরন্তরই এই পাপিষ্ঠের অনুবর্ত্তন করিতেছ। দুরাত্মা, অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের ক্রোধে অমাত্যগণ সহ সত্বরই শমন সদনে গমন করিবে। আমি আর এই পাপাত্মার এই দুর্ব্বাক্য শুনিতে চাই না।

ইহা বলিয়া ভীষ্ম সক্রোধে সভা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান এবং আহ্নিককার্য্যাদি সমাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ করত পূর্ব্বেই হস্তিনাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা জন্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহাত্মগণ, দুর্য্যোধন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র পৌত্রাদি, নগরবাসী ও পুরবাসীবৃন্দ নগর-প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন মানসে শত শত লোক কেহ যানে, কেহ পদব্রজে গমন করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণের সম্মান জন্য সমুদয় নগর ধ্বজপত্রপুষ্পপল্লব ও রাজমার্গ বহুবিধ বস্ত্রবস্ত্রাদিতে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণ নানারত্নালঙ্কৃত

মনোরম রথে আরোহণ করিয়া নগরদ্বারে সমুপস্থিত হইলে ভীষ্ম দ্রোণাদি তাঁহাকে বহুমান প্রদর্শন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করত পুরী প্রবেশ করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পুরী প্রবেশ মাত্রেই সমুদয় লোক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাব স্তব করিতে লাগিলেন। বাজমার্গ জনসমুদ্রে পবিণত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণের বথ অতি ধীর মন্থর গতিতে গমন কবিতে লাগিল। বরস্ত্রীগণ তাঁহাকে দেখিবাব জন্য তুমুল কোলাহল উৎপাদন করিলেন; তাঁহাদেব আগ্রহ ও অনুরাগে প্রাসাদশ্রেণী সাগবতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল ও শব্দায়মান হইতে লাগিল! বরাবোহাগণেব অপরূপ রূপলাবণ্যে নগরেব আকাশ বাতাস অপূর্ব্ব শোভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল! শিঞ্জন ও দুকূল সঞ্চালন রব, সম্মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব কলধ্বনির সৃষ্টি কবিল! শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে তিন কক্ষা অতিক্রম করিয়া সুধাধবলিত ধৃতবাষ্ট্র প্রাসাদে পদার্পণ করিলে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লিক প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ আসন হইতে গাত্রোত্থান কবিয়া কৃষ্ণেব পূজা করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা কৃষ্ণ ধৃতবাষ্ট্র ও ভীষ্মকে বিনীত বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক যথোচিত সৎকার কবিয়া বয়ঃক্রমানুসাবে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত ভূপতিগণকে সম্ভাষণ পুরঃসর সম্মান প্রদর্শন কবিলেন। পবে বাহ্লিক, কৃপ ও সোমদত্তের সহিত একত্র উপবিষ্ট দ্রোণাচার্য্যেব নিকট গমন কবিয়া তাঁহার যথোচিত সৎকাব করিলেন। ঐ স্থানে অতি বিশুদ্ধ কাঞ্চনময় আসন পাতিত ছিল, ধৃতরাষ্ট্রের নিদেশানুসারে মহাত্মা অচ্যুত তাহাতে উপবেশন করিলে কৌরব পুবোহিতগণ ন্যায়ানুসাবে কৃষ্ণকে গো, মধুপর্ক ও উদক প্রদান করিলেন। মহানুভাব গোবিন্দ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কুরুবংশীয়গণের সহিত সম্বন্ধোচিত পবিহাস ও কথোপকথনাদি কবিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ ধৃতবাষ্ট্র কর্তৃক এইরূপে পূজিত হইয়া তথা হইতে কৌরব সভায় গমন করত তাহাদিগের সহিত যথাবীতি সম্ভাষণাদি করিয়া বিদুর ভবনে উপস্থিত হইলেন। বিদুব তাঁহাকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত আগ্রহেব সহিত আহ্বান কবিয়া যথারীতি পূজা কবিয়া বলিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার দর্শনে আমার আজ আনন্দেব সীমা নাই। তুমি সকলেরই অন্তরাত্মা, তোমার অবিদিত কিছুই নাই। আমি কেমন কবিয়া তোমাব আদর করিব? তোমাব আদর কবিতে কেই বা জানে? তোমার কৃপা ব্যতীত মানুষ তোমার আদর কবিতে পারে না। তোমার আদব একমাত্র তুমিই জান।

তাঁহার আদরাতিশয়ে পরিতৃপ্ত হইয়া মধুসূদন বিদুরের প্রশ্নোত্তরে পাণ্ডবগণের কুশল জ্ঞাপন করত পিশীমা কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের রক্ষাকর্ত্তা বাসুদেবকে দেখিয়া অতিশয় আগ্রহে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রতিপুত্রের নাম করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবগণের কুশল সংবাদ শ্রবণে হৃষ্টা হইয়া রাজ্য সম্পত্তি লাভ ও সন্ধির কথা শুনিলেন। পাণ্ডবগণ মাত্র পাঁচখানি গ্রাম লইয়াও কোন প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন, শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বলিলেন, হে কৃষ্ণ! পাণ্ডবগণ কি সমুদয় ভুলিয়া গেল? কুরু সভায় কুলবধূ দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, কপটদ্যূতে পরাজয়, ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসাদি, বারাণাবত নগরে জতুগৃহ দাহ ও বনবাস, বাল্যকালে বিষপ্রয়োগাদির বিষয় কি তাহাদের কিছুমাত্র মনে নাই? পৈতৃকরাজ্য একজন বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবে, আর তাহারা তাহা দেখিয়া, মস্তক নত করিয়া তাহা সহ্য করিবে, ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? তাহারা যে এক এক জন দিকপাল! এই কি তাহাদের দিকপালত্বের পরিচয়? তাহারা বনগমন কালে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছে? সভামধ্যে কুরুগণ সমক্ষে একবস্ত্রা রজস্বলা কৃষ্ণা অবমানিতা হওয়াতে আমার হৃদয় যেরূপ দগ্ধ হইতেছে, বোধ হয় মৃত্যু যন্ত্রণাও সেরূপ নহে। আমি পুত্রগণের নির্ব্বাসন, প্রবজ্যা, অজ্ঞাতবাস ও রাজ্যাপহরণ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। দুর্য্যোধন আমাকে ও আমার পুত্রগণকে এই চতুর্দ্দশ বৎসর অপমান করিতেছে। কথিত আছে দুঃখ ভোগ করিলে পাপক্ষয় হয়; এবং পরে পুণ্যফলে সুখসম্ভোগ হইয়া থাকে। আমরা দুঃখ ভোগ করিয়া পাপ ক্ষয় করিতেছি; পরে পুণ্যফলে সুখসম্ভোগ করিব। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে কখনই আপন সন্তানগণ অপেক্ষা বিভিন্ন জ্ঞান করি নাই। সেই পুণ্যফলে তোমাকে পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে সমুদয় শত্রু বিনাশ করিয়া সংগ্রাম বিমুক্ত হইতে দেখিব। শত্রুগণ কখনই তোমাদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে না। হে মাধব! অর্জ্জুনের জন্মকালে দৈববাণী হইয়াছিল "তোমার এই পুত্র পৃথিবী জয় করিবে ইহার যশঃ আকাশস্পর্শ ও মহাযুদ্ধে কৌরবগণকে পরাজয় করিয়া রাজ্যলাভ পূর্ব্বক তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।" আমি দৈববাণীর নিন্দা করিতেছি না। বিশ্ব-কর্ত্তা ধর্ম্ম ও মহাত্মা কৃষ্ণকে নমস্কার। ধর্ম্ম লোক সকলকে ধারণ করিতেছেন।

হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! যদি ধর্ম্ম থাকেন, দৈববাণী যথার্থ হয়, তুমি সত্য হও, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি আমার সমুদয় অভিলাষ পূর্ণ করিবে।

যাহা হউক, যুধিষ্ঠিরকে বলিবে তাহার বাক্য যেন মিথ্যা না হয়। ধর্ম্মই তাহার জীবন, সে যেন ধর্ম্মের ব্যতিক্রম না করে। ধর্ম্ম নাশ হইলেই সমুদয় গেল। যে নারী পরাধীন হইয়া জীবন যাপন করে, তাহাকে ধিক্। দীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে প্রতিষ্ঠালাভ হয় না। হে কেশব! বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে বলিবে যে, ক্ষত্রিয় কন্যা যে নিমিত্ত গর্ভধারণ করে, তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এ সময় তোমরা যদি তাহার বিপরীতাচরণ কর, তবে তাহা অতি ঘৃণ্য! তাহারা নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিলে আমি তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিব। সময় ক্রমে প্রাণ পরিত্যাগও করিতে হয়। হে কৃষ্ণ! তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মনিরত মাদ্রীতনয়দ্বয়কে কহিবে যে, তোমরা বিক্রমার্জ্জিত সম্পত্তি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জ্ঞান কর। বিক্রমাধিগত অর্থই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে।

দুরাত্মা দুর্য্যোধন সভা মধ্যে দ্রৌপদীকে আনয়ন এবং কর্ণ ও দুঃশাসন তাহাকে যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা ভীমার্জ্জুনের পক্ষে নিতান্ত অপমানের বিষয়, ইহাও স্মরণ করাইয়া দিবে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, পিশিমা! আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না। পাণ্ডবগণ প্রভূত বীর। তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট হন না। তাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরোচিত সুখ সম্ভোগে সন্তুষ্ট আছেন। বীর ব্যক্তিরা, হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে। কারণ ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু তাহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান! পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী আপনাকে প্রণাম জানাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি দেখিবেন, অচিরেই তাঁহারা শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি সম্ভোগ করিবেন।

এইরূপে পৃথাকে সন্তুষ্ট করিয়া কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের ভবনে গমন করিলেন। দ্বারবান্ কর্ত্তৃক অনিবারিত হইয়া তিনকক্ষা অতিক্রম পূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত সুধাধবল পরমশোভাসম্পন্ন প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, দুর্য্যোধন বহু ভূপাল ও কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহার্হ আসনে উপবিষ্ট

এবং দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি তাহার সমীপে অত্যুৎকৃষ্ট আসনে সমাসীন আছে।

শ্রীকৃষ্ণ তথায় গমন করিলে দুর্য্যোধন অমাত্যগণ সহ গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাব সম্মান প্রদর্শন করিলেন। কৃষ্ণ ভূপালগণের সহিত আলাপ করিয়া আস্তরণে আস্তীর্ণ সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাকে গো, মধুপর্ক, জল, গৃহ ও রাজ্য সমর্পণ কবিলে অন্যান্য কৌববগণ তাঁহাব অর্চনা করিতে লাগিল।

অনন্তর দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ কবিলে তিনি তাহা অস্বীকার করিলেন। দুর্য্যোধন বলিল, হে জনার্দ্দন! এই সমুদয় অন্ন, পান, বসন ও শয়ন আপনার জন্যই আনীত হইয়াছে। আপনি কি নিমিত্ত ইহা গ্রহণ করিতেছেন না? আপনি আমাদেব উভয়েরই সাহায্যকাবী ও হিতাকাঙ্ক্ষী এবং আমার পিতার আত্মীয় ও দয়িত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দূতগণ কার্য্য সাধনান্তেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ কবিয়া থাকেন। আমি কৃতকার্য্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব।

দুর্য্যোধন বলিল, আপনি কৃত বা অকৃতকার্য্যই হউন, আমরা আপনাকে পূজা করিতে যত্ন করিব। কিন্তু আপনার পূজা কবা আমাদের সাধ্য নহে। যাহাহউক, আমরা প্রীতি-পূর্ব্বক পূজা করিলেও আপনি কি নিমিত্ত ইহা গ্রহণ করিতেছেন না? আপনার সহিত আমাদেব কোন বৈর ভাব নাই।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে কৌরব! আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অর্থ, কপটতা বা লোভ নিবন্ধন কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। লোকে হয় প্রীতি-পূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন কবে। আপনি প্রীতি সহকাবে আমাকে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই। এবং আমিও বিপদ-গ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব? আপনি অকারণে সর্ব্বগুণসম্পন্ন সোদরকল্প পাণ্ডবগণেব দ্বেষ কবিয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পাণ্ডবগণ ধর্ম্মপথাবলম্বী। কাহার সাধ্য তাহাদিগকে কোন কথা বলে? যে পাণ্ডবগণের দ্বেষ করে, সে আমাবও দ্বেষ্টা; যে তাঁহাদের অনুগত, সে আমারও অনুগত! ফলতঃ, আমি পাণ্ডবগণ হইতে ভিন্ন নহি। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও মোহের বশীভূত হইয়া লোকের সহিত

বিরোধ করে, সে নরাধম। যে ব্যক্তি কল্যাণকর গুণসম্পন্ন জ্ঞাতিগণকে অকারণে দুষ্ট জ্ঞান ও তাঁহাদের ধন অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই দুরাচার কখনই বিষয়সম্ভোগ-সুখভোগ করিতে পারে না। আর গুণশালী ব্যক্তি আপনার অপ্রিয় হইলেও যে তাহাকে প্রিয়াচরণ দ্বারা বশীভূত করে, সে চিরকাল যশস্বী হইয়া থাকে। যাহাহউক, এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি কোন দুরভিসন্ধি করিয়া আমাকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিতেছেন! অতএব আমি কখনই আপনার এই সকল দ্রব্য ভোজন করিব না। বিদুরের ভবনে ভোজন করাই শ্রেয়ো বোধ হইতেছে। ইহা বলিয়া তিনি সত্বর বিদুর ভবনে গমন করিলেন।

মহাত্মা বিদুর অতীব যত্ন সহকারে নানাবিধ অন্ন পানাদি সমর্পণ করিলে তিনি তাহা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণের ভোজন সমাপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে প্রভূত ধনরত্নাদি দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন স্বগণ সহিত ভোজন করিলেন।

কৃষ্ণাদির ভোজন সমাপ্ত হইলে পরম ধার্ম্মিক বিদুর কৃষ্ণকে দুরাত্মা কৌরবগণের নানা দুক্রিয়ার কথা বলিতে লাগিলেন। তাহাদের নিকট কেশবের আগমন করা অন্যায় হইয়াছে বলিয়াও বলিলেন।

কৃষ্ণ বলিলেন, হে বিদুর! আমি দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য ও ক্ষত্রিয়গণের শত্রুতা অবগত হইয়াই এখানে আগমন করিয়াছি। যিনি অশ্বকুঞ্জর রথ সমেত বিপর্য্যস্ত সমুদয় পৃথিবীকে মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হয়। যে যথাসাধ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনে সচেষ্ট হইয়াও যদি তাহা সম্পাদন করিতে না পারে, তথাপি তাহার সেই কার্য্যে সাধনানুরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে। এবং মনে মনে পাপানুষ্ঠানের বাসনা করিয়া যদি তাহাতে কৃত-কার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলেও তাহাকে সেই পাপানুষ্ঠানের ফলভোগ করিতে হয় না।

কর্ণ দুর্য্যোধনের অপরাধে কুরুকুলে ঘোর আপৎ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহাতে সংগ্রামে বিনাশোন্মুখ কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের শান্তি হয়, তাহারই যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

যে ব্যক্তি বিপদগামী বান্ধবকে বিপন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা

না করে, তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইবেন। যদি সে তাহাতে নিবৃত্ত না হয় তবে বান্ধব ধর্ম্মতঃ নিন্দনীয় নহেন। জ্ঞাতিভেদ সময়ে যে ব্যক্তি মিত্রকে সৎপরামর্শ না দেয়, সে কখনই আত্মীয় নহে। আমি কুরুপাণ্ডবের শান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইলেও কেহই বলিতে পারিবে না যে, কৃষ্ণ সমর্থ হওয়াও ক্রোধবিমূঢ় কুরুপাণ্ডবগণকে নিবারণ করিল না। যাহাহউক, হে বিদুর! আমার জন্য তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। যদি দুরাত্মা কৌরবগণ আমার প্রতি কোন অপ্রিয়াচরণ করে, তবে অনায়াসে পশুকুলনাশক সিংহের ন্যায় আমিও তাহাদিগকে নৃপতিগণের সহিত অবলীলাক্রমে সংহার করিব।

ইহা বলিয়া কৃষ্ণ সুখস্পর্শ শয্যাতলে শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে কৃষ্ণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক জপ, হোম ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া নবোদিত আদিত্য ও সন্ধ্যার উপাসনা করিতেছেন; এমন সময় শকুনি ও দুর্য্যোধন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, হে মধুসূদন! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবগণ এবং ভূপতিবৃন্দ উপস্থিত হইয়া আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে বিদায় দিয়া যথাসময়ে স্বগণ সহিত রথারোহণে ধৃতরাষ্ট্র রাজ-সভায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ ও সহস্র সহস্র ভূপতি সহসা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সভামধ্যে কৃষ্ণের জন্য এক অতি মনোরম সুবর্ণ-খচিত মণিরত্নজড়িত বিচিত্র আসন সন্নিবিষ্ট ছিল। বাসুদেব সহাস্য মুখে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য ভূপতিগণকে বয়ঃক্রমানুসারে অভিবাদন অভ্যর্থনাদি করিয়া দণ্ডায়মান্ হইলে ভূপতিবৃন্দ ও কৌরবগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহাদের অর্চ্চনা সমাপ্ত হইলে সভা গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন অন্তরীক্ষস্থ নারদ প্রভৃতি ঋষিগণকে অবলোকন করত ভীষ্মকে বলিলেন, হে সুব্রত! ঐ দেখুন নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ সভা দর্শন করিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছেন। উঁহাদিগকে যথাযোগ্য

আসন প্রদান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করুন। উঁহারা সৎকৃত হইয়া আসন পরিগ্রহ না করিলে কেহই উপবেশন করিতে পারিবেন না। অতএব অবিলম্বে উঁহাদের পূজা করুন।

মহামতি ভীষ্ম ঋষিগণকে সভাদ্বারে সমুপস্থিত দেখিয়া অতি আগ্রহ সহকারে অতি সত্বর তাঁহাদিগকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া বিচিত্র রত্ন-খচিত বিপুল আসন সমূহে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইলেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে কৃষ্ণ ও পরে অন্যান্য ভূপতিগণ উপবেশন করিলেন। দুঃশাসন সাত্যকিকে এবং বিবিংশতি কৃতবর্ম্মাকে কাঞ্চনময় উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন। অমর্ষ পরায়ণ কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণের অনতিদূরে একাসনে উপবিষ্ট হইল। মহাত্মা বিদুর কৃষ্ণের আসন স্পর্শ করিয়া শুক্লাজীন সংস্তীর্ণ মণিময় আসনে উপবেশন করিলেন।

যেমন বারম্বার অমৃত পান করিয়াও আকাঙ্ক্ষা মিটে না, তদ্রূপ ভূপতিগণ অনিমেষ লোচনে শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না! অতসী কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ পীতবসনজনার্দ্দন, সুবর্ণ-মণ্ডিত নীলকান্ত মণির ন্যায় সভামধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন! তাঁহার প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া রাজগণ ভয়চকিত নেত্রে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

তদনন্তর, তিনি রাজগণকে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক সজলজলদ গম্ভীরস্বরে সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস। আমার ইচ্ছা যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপিত হয় এবং বীর পুরুষগণের বিনাশ না হয়। আমি ইহাই প্রার্থনা করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনাকে অন্য কোন হিতোপদেশ প্রদান করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহা জ্ঞাতব্য, আপনি তাহা অবগত আছেন। আপনাদের কুল বিদ্যা, সদাচার প্রভৃতি গুণসম্পন্ন এবং অন্যান্য ভূপতিগণের কুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দয়া, অনৃশংসতা, সরলতা, ক্ষমা ও সত্য কুরুকুলে বিশেষরূপে বর্ত্তমান আছে। অতএব এই কুলে, বিশেষতঃ, আপনা হইতে অযুক্ত কার্য্য সমুৎপন্ন হওয়া নিতান্ত অনুচিত। আপনি কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ ও শাসনকর্ত্তা থাকিতে কৌরবগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে অনৃত ব্যবহার করিতেছে। দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ নিতান্ত অশিষ্ট,

মর্য্যাদানাশক ও লোভপরতন্ত্র। উহারা ধর্ম্মার্থের উপর দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতেছে।

এক্ষণে এই কুরুকুলে ঘোরতর আপৎ উপস্থিত হইয়াছে, যদি আপনি ইহা উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে ইহা পরিশেষে সমুদয় পৃথিবী নষ্ট করিবে। হে মহারাজ! আপনি মনে করিলেই এই বিপদ বিনাশ করিতে পারেন। বোধ হয়, উভয় পক্ষের শান্তি হওয়া দুষ্কর নহে। কুরুপাণ্ডবগণের শান্তি আপনার ও আমার অধীন। আপনি আপনার পুত্রগণকে শান্ত করুন, আমি পাণ্ডবগণকে নিরস্ত করিব। আপনার আজ্ঞা পালন করা আপনার পুত্রগণের অবশ্য কর্ত্তব্য; আপনার শাসনে থাকিলে তাহাদের যথেষ্ট শ্রেয়োলাভ হইবার সম্ভাবনা।

প্রাণপণে যত্ন করিলেও পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা অসাধ্য। হে রাজন্! কৌরবগণ আপনার সহায় আছে, এক্ষণে পাণ্ডবগণকে সহায় করিয়া স্বচ্ছন্দে ধর্ম্মার্থ চিন্তায় নিমগ্ন থাকুন। আপনি পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে ভূপতিগণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও দেবগণ সমভিব্যাহারে আপনার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিবেন না।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, সৈন্ধব, কলিঙ্গ, কাম্বোজ, সুদক্ষিণ, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও মহারথ, যুযুৎসু, এই সমুদয় মহাবীরগণের সহিত কোন্ যোদ্ধা যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবে? ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে আপনি পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলে অনায়াসেই সমুদয় লোকের অধীশ্বরত্ব লাভ করিতে পারিবেন। আপনার সমকক্ষ, কি আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সকল ভূপতিই আপনার সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন। আপনি স্বীয় পুত্র ও পাণ্ডবগণের প্রভাবে অনায়াসে অন্যান্য শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া পুত্র ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহার পাণ্ডবগণের বিজয়লব্ধ ভূমি ভোগ করিতে পারিবেন।

হে মহারাজ! সংগ্রাম মহাক্ষয়ের হেতু। দেখুন, পাণ্ডব ও কৌরব এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষ বিনষ্ট হইলে আপনারই যথেষ্ট হানি হইবে। পাণ্ডব বা কৌরবগণ সংগ্রামে বিনষ্ট হইলে আপনার কি সুখোদয় হইবে? পাণ্ডবগণ সকলেই শূর, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধাভিলাষী। তাঁহারাও আপন আত্মীয়। অতএব

আপনি তাহাদিগকে এই ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা করুন। ভূমণ্ডলস্থ ভূপালগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সমবেত হইয়াছেন; তাঁহাদের ক্রোধে সমুদয় প্রজা বিনষ্ট হইবে। হে মহারাজ! আপনি প্রজাগণকে রক্ষা করুন। আপনি প্রকৃতিস্থ হইলেই ইহাদের পরস্পরের বিবাদ ভঞ্জন হইবে। কুরুপাণ্ডব মিত্র ভাবাপন্ন হইলে এই সমুদয় নৃপ পরস্পর মিলিত হইয়া বৈর ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তম বসন ও মাল্য ধারণ এবং একত্র পানভোজন করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিবেন।

পাণ্ডবগণ বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া আপনা কর্তৃক পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাহারা সকল সময়ে, বিশেষতঃ আপৎকালে আপনারই রক্ষণীয়। অতএব আপনি তাহার বিপরীতানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন না।

পাণ্ডবগণ আপনাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিয়াছেন, "আমরা আপনাকে পিতা জ্ঞান করিয়া আপনার আদেশানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়া নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। এই ব্রাহ্মণগণ জানেন, আমরা প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছি। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমরা স্বীয় রাজ্যাংশ লাভ করিতে পারি, এরূপ করুন। আপনি ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ। আপনাকে গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া আছি। এক্ষণে মাতা পিতার ন্যায় আমাদিগকে বিপদ হইতে ত্রাণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা উৎপথগামী হইলে আমাদিগকে সৎপথাবলম্বী করা আপনার উচিত। অতএব আপনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া আমাদিগকে সেই পথে সমানীত করুন।"

তাঁহারা সভাসদগণকেও কহিয়াছেন যে, "ধর্ম্মজ্ঞ সভ্যগণ সে স্থানে থাকিতে অন্যায় কার্য্য হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যদি সভ্যগণের সমক্ষে অধর্ম্ম প্রভাবে ধর্ম্ম এবং অসত্য প্রভাবে সত্য বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারাও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি কোন সভা মধ্যে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ শল্যে বিদ্ধ হন, আর তথাকার কোন সভ্য সেই শল্য ছেদন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই সেই শল্যে বিদ্ধ হয়েন। নদী যেমন তীরস্থ বৃক্ষ সমূহকে সমূলে নিপাতিত করে, ধর্ম্ম তদ্রূপ উক্ত সভ্যগণকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন।"

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধি

করা ভিন্ন আপনাকে আর অন্য কিছু বলিতে পারি না। অথবা সভাস্থ সভ্যগণ যাহা সমুচিত হয়, তাহা বলুন।

হে মহীপাল! আমার বাক্য যদি ধর্ম্ম-সঙ্গত ও সত্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই সমুদয় ভূপতিকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করুন। এক্ষণে শান্ত হউন, ক্রোধ পরবশ হইবেন না। পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈত্রিক রাজ্যাংশ প্রদান পূর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদিগণ সহিত বিবিধ ভোগসুখ উপভোগ করুন। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে সৎপথাবলম্বী বলিয়া জানিবেন। সেই মহাপুরুষ আপনার এবং আপনার পুত্রগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি তাঁহাকে দুঃখ-দগ্ধ ও নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আপনিই তাঁহাকে আপনার পুত্রগণের পরামর্শানুসারে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন; তিনি তদনুসারে তথায় বাস করিয়া স্বপ্রভাবে সমুদয় ভূপতিকে বশীভূত করিয়া আপনারই অধীন করিয়াছিলেন। কখনই আপনার মর্য্যাদা অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু শকুনি আপনার মতানুসারে কপট-দ্যূতে তাঁহার রাজ্য ও ধনসম্পত্তি অপহরণ করিল। তিনি সেই অবস্থায় সভামধ্যে দ্রৌপদীর অপমান নিরীক্ষণ করিয়াও ক্ষাত্র ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই।

এক্ষণে আমি উভয় পক্ষের মঙ্গল কামনায় কহিতেছি, প্রজাগণকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখ ভ্রষ্ট করিবেন না। আপনার পুত্রগণ অনর্থকে অর্থ ও অর্থকে অনর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে; আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন। ফলতঃ পাণ্ডবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছেন; আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।

ইহা বলিয়া কৃষ্ণ নিরস্ত হইলে সভাস্থ ভূপতিবৃন্দ মনে মনে কৃষ্ণের প্রশংসা করিলেও মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। তখন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জামদগ্ন্য বলিলেন, হে রাজন্! আমার বাক্য শ্রবণ কর। পরে যাহা বিচার হয় করিও। পূর্ব্বকালে দম্ভোদ্ভব নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিল। সমুদয় পৃথিবীতে তাহার সমান যোদ্ধা না থাকায় সে ব্রাহ্মণগণের নিকট তাহার সমযোদ্ধার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বারম্বার দম্ভ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেও সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না।

তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বলিলেন, হে রাজন্! মহাপুরুষ নর ও নারায়ণ মর্ত্যে আগমন করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে কোন অনির্দ্দেশ্য তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। সেই দুই মহাপুরুষ সমরে অনেক বীরকে পরাজয় করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদের সমকক্ষ হইবেন না।

বিপুল যোদ্ধার সন্ধান পাইয়া মহা দাম্ভিক বিপুল ধরণীর একমাত্র অধীশ্বর দম্ভোদ্ভব, সেই স্থানে উপনীত হইয়া তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, হে রাজন্! ক্রোধ লোভ বিবর্জ্জিত আশ্রমে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই নাই। যুদ্ধ বা কুটিলতার কোন চিন্তাই এখানে নাই। পৃথিবীতে অনেক ক্ষত্রিয় আছেন, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ কর।

কিন্তু সে নিবৃত্ত না হইয়া পুনঃপুনঃ যুদ্ধ প্রার্থনা করিলে নর বলিলেন, হে যুদ্ধকাম! অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ কর, সেনা সন্নিবেশ কর, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও, আমি তোমার সমর বাসনা চরিতার্থ করিতেছি।

দম্ভোদ্ভব বলিল, হে তাপস! আমি প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি। আপনি যুদ্ধারম্ভ করুন। ইহা বলিয়াই সে নর ঋষিকে সংহার করিবার জন্য তাঁহার চারিদিকে সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক শর বর্ষণ করিতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া তপস্বী নর এক মুষ্টি ইষিকা বা কুশ লইয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে, তাঁহার মায়া প্রভাবে তৎসমুদয় দ্বারা তাহার সৈন্যগণের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা বিকৃত এবং সমুদয় আকাশ মণ্ডল ইষিকা ব্যাপ্ত ও শ্বেতবর্ণ অবলোকন করিয়া, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, বলিয়া দম্ভোদ্ভব তাঁহার চরণে নিপতিত হইল।

তখন ভগবান্ নর বলিলেন, হে নরশার্দ্দূল! অতঃপর ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মপরায়ণ হও। এমন কর্ম্ম আর কখনও করিও না। তোমার সদৃশ পুরুষ, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কখন মনে মনেও ঈদৃশ সংকল্প করে না। তুমি গর্ব্বিত হইয়া কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কাহাকেও আক্রমণ করিও না। এক্ষণে কৃতপ্রাজ্ঞ, লোভ-হীন, নিরহঙ্কার, মহানুভাব, দান্ত, ক্ষমাশীল, মৃদু ও সৌম হইয়া প্রজা পালন কর।

হে মহারাজ! ভগবান্ নর যে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহা সামান্য নহে! কিন্তু নারায়ণ নর অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব শরাসন শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবে শর যোজনা না হইতেই, আপনি সম্মান প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করুন।

সকল লোকেব নির্ম্মাতা ও ঈশ্বব, সর্ব্ব-কর্ম্মবিৎ নারায়ণ যাঁহার বন্ধু, ত্রিলোকীব মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সেই রণত্রঃসহ অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? মহাবীর অর্জ্জুন যুদ্ধে অদ্বিতীয় ও অশেষ গুণ সম্পন্ন। আপনিও ধনঞ্জয়ের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। আবার জনার্দ্দন তাঁহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে রাজন্! পূর্ব্বে যে নর ও নারায়ণের কথা বলিয়াছি, অর্জ্জুন ও কেশব সেই দুই মহাপুরুষ! যদি আমাব বাক্যে আপনাব বিশ্বাস জন্মে এবং মঙ্গল সাধনে আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, তবে শান্ত হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন। আপনার মঙ্গল হউক।

জামদগ্ন্যের বাক্যাবসানে ভগবান্ কণ্ব নর নারায়ণের বিষ্ণুতেজ সম্বন্ধে উপাখ্যান বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাদের অতুল শক্তির পবিচয় প্রদান কবিলে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভ্রূকুটি কুটিল মুখে কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য কবিতে লাগিল। এবং মহর্ষিব বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া কহিল, হে তপোধন! ভগবান্ আমাকে সৃষ্টি করিয়া যেরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ কার্য্যই করিতেছি। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে। আপনি বৃথা প্রলাপ বকিতেছেন কেন?

মহর্ষি তাহার বিদ্রূপ ও অবজ্ঞায় নীরব হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ ইচ্ছা কবিলে এক হুঙ্কারেই দুরাত্মাগণকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতে পারেন! কিন্তু কি অভাবনীয় ক্ষমা! কি অচিন্তনীয় বিকাব-রাহিত্য! কি ঔদার্য্য! কি ধৈর্য্য স্থৈর্য্য! কি ভগবন্নির্ভরতা! ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাঁহাদেব নখ দর্পণে! যাহা ঘটিবে তাঁহাবা তাহা জানেন। তবুও কর্ত্তব্য বোধে লোক শিক্ষার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

যাহাহউক, অনন্তর দেবর্ষি নাবদ বলিলেন, হে কুরুনন্দন! হিতকারী সুহৃদ্ যেমন দুর্লভ; সুহৃদেব বাক্য শ্রবণ করে এরূপ ব্যক্তিও সেইরূপ দুর্লভ! ইত্যাদি বলিয়া তিনি মহর্ষি গালবের উপাখ্যান চ্ছলে বলিলেন, নির্ব্বন্ধাতিশয় বা জিদ্ বজায় করিতে গেলে অনেক সময় বিপন্ন হইতে হয়। তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ কহিতেছেন সেরূপ হইবাব সম্ভাবনা নাই। তাহা আমার অভিপ্রেত বটে, কিন্তু তাহা সম্পাদন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

অনন্তর কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কেশব ! তোমার বাক্যও সুখকর, লোকাচার সঙ্গত, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায়োপেত তাহাব সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমি স্বাধীন নহি ; সুতবাং আমাব প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা কব। সে গান্ধাবী, ধীমান্ বিদুব ও ভীষ্ম প্রভৃতি হিতৈষী সুহৃদ্‌গণেব হিতকব বাক্য শ্রবণ করে না। তুমি স্বয়ং সেই ক্রূরাত্মাকে শাসন কর, তাহা হইলে তোমার বন্ধুজনোচিত কার্য্য করা হইবে।

পুনরায় কেশব, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর দুর্য্যোধনকে অনেক হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু "চোবা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" "উপদেশ হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন সন্তয়ে।" মূর্খকে উপদেশ দিলে সে ক্রুদ্ধই হয়, সন্তুষ্ট হয় না।

দুর্য্যোধন অতি ক্রোধে জর্জ্জরিত হইয়া কেশবকে বলিল, হে বাসুদেব ! অগ্রে উত্তমরূপে বিবেচনা কবিয়া বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি তাহা না কবিযা বিশেষরূপে আমাবই নিন্দা কবিতেছ। তুমি অকস্মাৎ কি বলাবল দেখিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার নিন্দা করিতেছ ? তুমি, বিদুর, পিতা, আচার্য্য ও পিতামহ ভীষ্ম, তোমরা এই কয়জন সতত আমাবই নিন্দা কবিয়া থাক। অন্য কোন ভূপালের নিন্দা কর না। কিন্তু আমি বিশেষরূপ অনুসন্ধানে আমার অনুমাত্রও অপরাধ ও অন্যায়াচবণ দেখিতে পাই না। তথাপি তোমরা সকলে নিয়ত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছ !

পাণ্ডবগণ প্রীতি-পূর্ব্বক দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলে শকুনি তাহাদের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাহাতে আমাব অপরাধ কি ? আরও সে জয় পাণ্ডবগণের অসম্মতি ক্রমে হয় নাই। অতএব অজেয় পাণ্ডবগণ যে দুরোদর-মুখে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বনে গমন কবিয়াছিল, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অপরাধ নাই ! এক্ষণে নিরস্ত্র অসমর্থ পাণ্ডবগণ কি বলিয়া হৃষ্টচিত্তে শত্রুর ন্যায় আমাদের সহিত বিরোধ কবিতে চেষ্টা করিতেছে ? আমবা তাহাদের কি করিয়াছি ? তাহাবা কি অপরাধে সৃঞ্জয়গণ সমভিব্যাহাবে আমাদেব অনিষ্ট চিন্তা করিতেছে ? আমরা উগ্রকর্ম্ম বা ভীষণ বচনে ভীত হইয়া সুবরাজের সমীপেও নত হই না। হে কৃষ্ণ ! আমি এমন কোন ক্ষত্রিয়কে দেখি না যে

আমাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে উৎসাহিত হয়। পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজয় করিতে পারে না। যাহাহউক, আমরা স্বধর্ম্মে উপেক্ষা না করিয়া সংগ্রামে গমন পূর্ব্বক যদি অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে স্বর্গ লাভ করিতে পারিব। সংগ্রামে শরশয্যায় শয়ন করা ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ধর্ম্ম। যদি আমরা শত্রুগণের নিকট অবনত না হইয়া সংগ্রামে বীরশয্যা প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমাদের নিমিত্ত কেহই অনুতপ্ত হইবে না। কোন্ সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাবলম্বী ভীত হইয়া শত্রুর নিকট অবনত হইতে সম্মত হয়? মাতঙ্গমুনি বলিয়াছেন, "উদ্যমই পৌরুষ বলিয়া গণ্য; অতএব উদ্যম করা নিতান্ত আবশ্যক। নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে; বরং অসময়ে ভগ্ন হইবে, তথাপি কোনক্রমে নত হইবে না।" হিতাভিলাষী ব্যক্তিগণ মাতঙ্গের এই বচনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

আমার পিতা যে পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, আমি জীবিত থাকিতে তাহা কখনই হইবে না। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিবেন তাবৎ আমাদের বা তাহাদের এক পক্ষকে অবশ্যই ক্ষত্র-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুকের ন্যায় কালাতিপাত করিতে হইবে। হে কেশব! পূর্ব্বে আমি পরাধীন ও বালক ছিলাম, তৎকালে অজ্ঞানতা বশতঃই হউক বা ভয় প্রযুক্তই হউক, আমার অদেয় রাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল; এক্ষণে আর তাহা হইবে না। অধিক কি, তীক্ষ্ণ সূচির অগ্রভাবে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ করা যায়, পাণ্ডবগণকে তাহাও প্রদান করিব না।

তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, দুর্য্যোধন! বীরশয্যা লাভের বাসনা করিতেছ, তাহা অচিরেই হইবে। শীঘ্রই মহান্ সংগ্রাম উপস্থিত হইবে।

হে মূঢ়! তুমি যে কহিলে পাণ্ডবগণের প্রতি কিছুমাত্র অত্যাচার কর নাই, ভূপতিগণ তাহা বিচার করিয়া দেখুন। হে ভরতকুলতিলক! পাণ্ডবগণের সম্পত্তি দর্শন করিয়া নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া শকুনির সহিত পরামর্শ করত কপটদ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। কপটাচার বিহীন অতি প্রধান তোমার জ্ঞাতিবর্গ কিরূপে কুটিল ব্যক্তির সহিত অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? অক্ষক্রীড়ায় সাধুগণের বুদ্ধি লোপ এবং অসাধুগণের ভেদ ও ব্যসন উৎপন্ন

হইয়া থাকে। তুমি দুষ্ট বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সদাচার পরায়ণ পাণ্ডবগণের সহিত কপটদ্যূত-ক্রীড়া করিয়া এই ব্যসন উৎপন্ন করিয়াছ। তুমি কুলশীল সম্পন্না পাণ্ডবগণের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক যেরূপ অপমান ও কটুক্তি করিয়াছ, কোন ব্যক্তি ভ্রাতৃ-ভার্য্যার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারে? পাণ্ডবগণের অবণ্য গমন সময়ে দুঃশাসন কুরু-সভা মধ্যে তাঁহাদিগকে যাহা কহিয়াছিল, কৌরবগণ তৎসমুদয় অবগত আছেন। তুমি, কর্ণ ও দুঃশাসন পাণ্ডবগণের প্রতি যে অনার্য্য ও নৃশংস আচরণ করিয়াছ, তাহা জানিতে কাহারও বাকি নাই। বারণাবত নগরে জতুগৃহে দগ্ধ ও বিষধর সর্প প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিবার কত চেষ্টাই করিয়াছিলে, কিন্তু পাণ্ডবগণ বারম্বার দৈব কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন। অতএব তুমি পাণ্ডবগণের অনিষ্ট কর নাই, তোমার কোন অপরাধ নাই, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

পাণ্ডবগণ স্বীয় পৈত্রিক রাজ্যাংশ প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি তাহাতে সম্মত হইতেছ না। কিন্তু অচিরাৎ তোমাকে ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে তৎসমুদয় প্রদান করিতে হইবে। তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি নিতান্ত হীন ও নৃশংস ব্যবহার করিয়া পুনর্বার তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ করিতে বাসনা করিতেছ; কাল তোমার সমীপবর্ত্তী হইয়াছে!

কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া দুঃশাসন দুর্য্যোধনকে বলিল, হে রাজন্! যদি আপনি স্বেচ্ছাক্রমে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি না করেন, তবে কৌরবগণ আপনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হস্তে অর্পণ করিবেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও পিতা, আপনাকে, আমাকে ও কর্ণকে পাণ্ডবগণের একান্ত বশীভূত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন।

তাহা শুনিয়া দুর্ম্মতি, নির্লজ্জ, মর্য্যাদানাশক, অহঙ্কারপরবশ দুর্য্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও জনার্দ্দন প্রভৃতির প্রতি অনাদর প্রকাশ পূর্ব্বক, সম্ভবতঃ ভয়ে, সত্বর সভা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃবর্গ, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতিও সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সভার বাহিরে গিয়া কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি কৃষ্ণকে অবরুদ্ধ

করিবার পরামর্শ করিতে লাগিল। সাত্যকি তাহা জানিতে পারিয়া কৃতবর্ম্মাকে বলিলেন, যতক্ষণ না আমি এ সংবাদ কৃষ্ণকে প্রদান করি, ততক্ষণ তুমি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সসৈন্যে সভা দ্বারে অপেক্ষা কর।

ইহা বলিয়া সাত্যকি সভামধ্যে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক বাসুদেবকে দুর্য্যোধনাদির পাপ-সংকল্প অবগত করাইলেন। পরে সভামধ্যে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পাপাত্মাগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও লোভের বশীভূত হইয়া সাধুজন বিগর্হিত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু কোন প্রকারে তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। বালকগণ যেমন বস্ত্র দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপন করিতে বাসনা করে, সেইরূপ দুর্য্যোধনাদি কাম, ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া বাসুদেবকে বন্ধন করিতে অভিলাষী হইয়াছে!!

তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মহারাজ! আপনার পুত্রগণ কাল প্রেরিত হইয়া এই পুরুষশ্রেষ্ঠ অনভিভবনীয় ভগবান্ বাসুদেবকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিয়া নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। পতঙ্গগণ যেমন পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও সেইরূপ হইবে! জনার্দ্দন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে ইহাদের সকলকেই শমন সদনে প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু পুরুষোত্তম বাসুদেব কখনই নিন্দিত কর্ম্ম করিবেন না এবং ধর্ম্ম হইতেও পরিভ্রষ্ট হইবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, হে মহারাজ! শুনিতেছি দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনি মন্ত্রণা করিয়া আমায় আবদ্ধ করত নিগৃহীত করিবে। আমি একাকীই ইহাদিগকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই পাপজনক নিন্দিত কর্ম্ম করিব না। আপনার পুত্রগণই পাণ্ডবগণের প্রতি দ্বেষ করিয়া তাহাদের অর্থ-লুব্ধ হইয়া আপনারাই স্বার্থ ভ্রষ্ট হইবে। এবং আমাকে নিগৃহীত করিবার কল্পনা করিয়া যুধিষ্ঠিরকেই কৃতকার্য্য করিতেছে! আমি এখনই ইহাদিগকে এবং ইহাদের অনুচরগণকে নিগৃহীত করিয়া পাণ্ডবগণকে অর্পণ করিতে পারি; তাহাতে আমাকে পাপভাগীও হইতে হয় না। কিন্তু আপনার সন্নিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। দুর্নীতি-পরায়ণগণ দুর্য্যোধনের ইচ্ছানুসারেই কার্য্য করুক, আমি অপেক্ষা করিতেছি।

তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভয়-ব্যাকুল হইয়া বিদুরকে বলিলেন, বিদুর! দুর্য্যোধনকে লইয়া আইস, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। দুর্য্যোধন আসিলে তিনি বলিলেন, দুর্য্যোধন! তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয়! কুল-পাংশুল মূঢ়ের ন্যায় দুরাত্মাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ জনার্দ্দনকে নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? বালক যেমন চাঁদ ধরিতে উদ্যত হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণের দুরাক্রম্য কেশবকে আবদ্ধ করিবার বাসনা করিতেছ? দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও উরগগণ যাঁহার সংগ্রাম সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, তুমি কি সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই? বৎস! হস্ত দ্বারা কখনও বায়ু গ্রহণ করা যায় না।

বিদুর বলিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমার বাক্য শ্রবণ কর। সৌভনগর দ্বারে দ্বিবিদনামা বানররাজ যাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রভূত শিলা বর্ষণ পূর্ব্বক আচ্ছাদিত করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। নির্ম্মোচন নগরে ষট্ সহস্র মহাসুর যাঁহাকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে আপনারাই পাশবদ্ধ হইয়াছিল; সেই পুরুষোত্তম নারায়ণকে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিবার বাসনা করিতেছ? প্রাগ্-জ্যোতিষ নগরে নরকাসুর দানবগণের সহিত মিলিত হইয়া যাঁহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই, তুমি সেই নরোত্তম নারায়ণকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিবার কল্পনা করিয়া নিজ সর্ব্বনাশ টানিয়া আনিতেছ! ইনি বাল্যকালে পূতনা ও শকুনিকে বধ করিয়াছেন। গোকুল রক্ষার্থ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি অরিষ্ট, ধেনুক, মহাবল চাণূর, অশ্বরাজ, কংস, জরাসন্ধ, বক্র, শিশুপাল, বাণ ও অন্যান্য রাজগণকে সমরে সংহার করিয়াছেন। ইনি তেজ দ্বারা বরুণ, অগ্নি এবং পারিজাত হরণ কালে দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছেন। ইনি সকলের কর্ত্তা। ইহার কেহ কর্ত্তা নাই। ইনি সকল পৌরুষের কারণ। ইনি যাহা ইচ্ছা করেন, তৎসমুদয় সংসাধন করিতে ইহার কোন যত্নের আবশ্যক নাই; তাহা আপনিই সিদ্ধ হইয়া উঠে। ইনি মহা প্রলয়জলে শয়নকালে মধুকৈটভকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পরে জন্মান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক হয়গ্রীবকেও কাল-কবলে নিক্ষেপ করেন। তুমি এই মহাবল পরাক্রান্ত অনন্তকর্ম্মা কৃষ্ণকে অবগত হইতে সমর্থ হও নাই? পতঙ্গ যেমন

পাবকে পড়িয়া নিজেই ভস্মসাৎ হয়, তুমিও সেইরূপ বাসুদেবকে আক্রমণ করিয়া সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে!

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি আমাকে একাকী মনে করিয়া পরাভূত ও রুদ্ধ করিবার বাসনা করিতেছ, ইহা তোমার ভ্রান্তি! পাণ্ডব, অন্ধক, বৃষ্ণি, আদিত্য, রুদ্র, বসু ও ঋষিগণ এই স্থানেই বিদ্যমান আছেন! ইহা বলিয়া তিনি উচ্চস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

তখন তাঁহার শরীর হইতে বিদ্যুতের ন্যায় রূপবান্, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দেবগণ আবির্ভূত হইতে লাগিলেন!—তাঁহার ললাট হইতে ব্রহ্মা, বক্ষঃ হইতে রুদ্র, হস্ত হইতে লোকপালগণ, মুখমণ্ডল হইতে অনল, আদিত্য সাধ্য, বসু ও বায়ুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র এবং ত্রয়োদশ বিশ্বদেব সমুৎপন্ন হইলেন! দক্ষিণ বাহু হইতে ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়, বাম বাহু হইতে হলধর বলরাম এবং পৃষ্ঠ হইতে ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, শার্ঙ্গ, লাঙ্গল ও নন্দক এই সকল মহাস্ত্র সমুদ্যত হইয়া তাঁহার বাহু সমূহে দেদীপ্যমান্ হইতে লাগিল। তাঁহার নেত্র, নাসিকা, কর্ণ হইতে সধূম অতি ভীষণ হুতাশন শিখা আবির্ভূত হইল! এবং লোমকূপ সমূহ হইতে সূর্য্য কিরণের ন্যায় কিরণ সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল।

ভগবান্ বাসুদেব, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সঞ্জয় ও ঋষিগণকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভিন্ন সভাস্থ সমুদয় ভূপাল মহাত্মা কেশবের ভীষণ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ভয়-ব্যাকুলচিত্তে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিল! সভাতলে বাসুদেবের সেই সর্ব্ব-লোকাতীত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া দেব দুন্দুভি সকল নিনাদিত ও পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল!!

রাজা ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়াদির নিকট কৃষ্ণের সেই বিশ্বরূপ দর্শনে সভায় মহা-ভীতির ভাব অবগত হইয়া বলিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে যাদবশ্রেষ্ঠ! তুমি সকল জগতের হিতকারী। অতএব প্রসন্ন হইয়া আমাকে চক্ষু প্রদান কর। আমি তদ্দ্বারা তোমাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি; অন্যকে দেখিবার ইচ্ছা আমার নাই। তোমাকে দর্শন করা হইলে তাহা যেন তিরোহিত হয়।
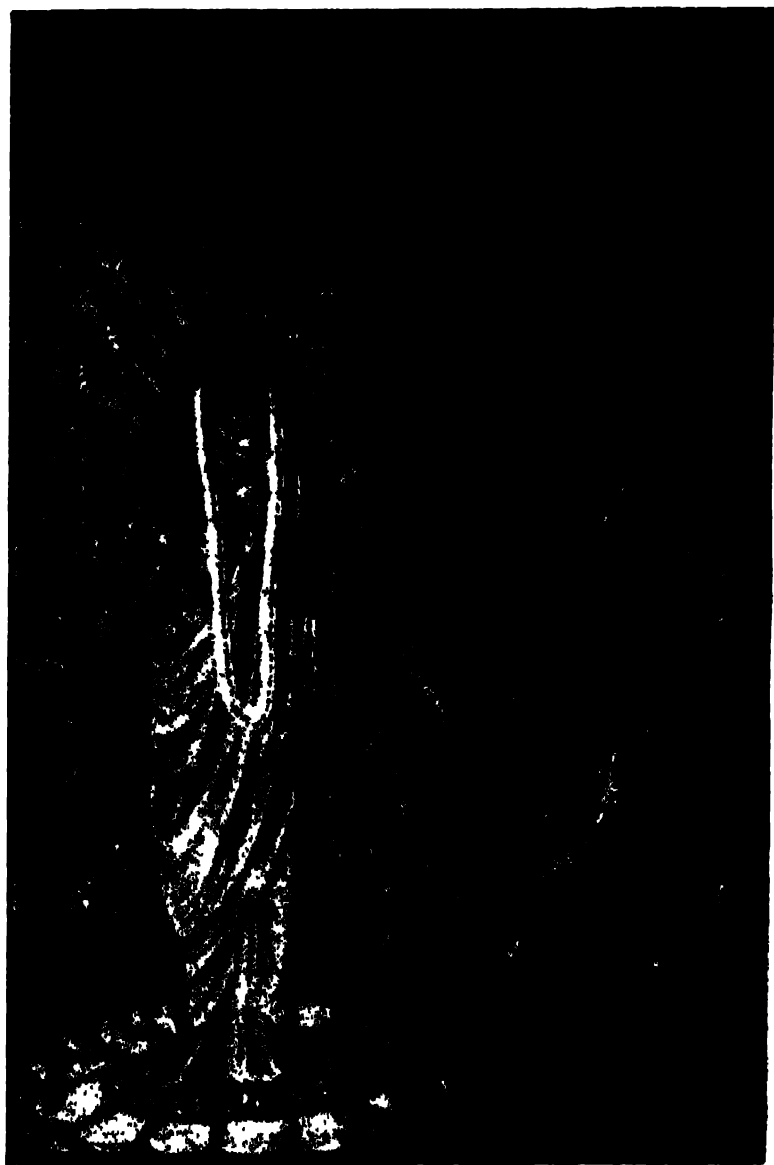
[শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা লীলা]　　শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ　　৩০৬ পৃষ্ঠা

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে কুরুনন্দন! আপনি অন্য কর্ত্তৃক অদৃশ্যমান নেত্রদ্বয় লাভ করুন।

বরলাভের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের বিশ্বরূপ সন্দর্শন জন্য দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন। রাজা ও ঋষিগণ তাঁহাকে দিব্যনয়নে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী বিচলিত ও সাগর সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল! ভূপতিগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন!

অনন্তর বাসুদেব স্বীয় মূর্ত্তি ও সেই বিচিত্র অদ্ভুত সমৃদ্ধি উপসংহার পূর্ব্বক ঋষিগণের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সাত্যকি ও হার্দ্দিক্যের হস্ত ধারণ করত সভামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে নারদাদি ঋষিগণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তাহাতে সভায় এক অদ্ভুত কোলাহল উত্থিত হইল!

শ্রীকৃষ্ণ সভা হইতে প্রস্থান করিলে রাজগণও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, বাহ্লিক ও কৃপাচার্য্যকে বলিলেন, হে মহানুভাবগণ! আজি কৌরব সভায় যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, দুরাত্মা দুর্য্যোধন রোষ বশতঃ যে প্রকার অশিষ্টের ন্যায় সমুত্থিত হইয়াছিল এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া যে প্রকার পরিচয় প্রদান করিলেন, আপনারা তৎসমুদয়ই প্রত্যক্ষ করিলেন। এক্ষণে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিতেছি। ইহা বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও যুযুৎসু প্রভৃতি তাঁহার অনুগমন করিলেন।

ভারত সমর।

শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সভা হইতে বহির্গত হইয়া আপন রথে কর্ণকে তুলিয়া লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে কর্ণকে বলিলেন যে, তুমি কুন্তীর কানীন পুত্র। ধর্ম্মানুসারে তুমি কুন্তীর স্বামী পাণ্ডুর পুত্র। অতএব তুমি পাণ্ডবগণের অগ্রজ। তুমি পাণ্ডবগণের সহিত যোগদান করিলে তাঁহারা, আমি ও সাত্যকি প্রভৃতি তোমারই অনুবর্ত্তী হইব। তুমি রাজা হইবে। অভিমন্যাদি সমুদয় পাণ্ডব সন্তান তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে, ইত্যাদি।

কর্ণ, কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রস্থান করিলে পর বাসুদেব বিদুর গৃহে কুন্তীব নিকট উপস্থিত হইয়া, সন্ধি হইল না বলিয়া জানাইলেন। তাহা শুনিয়া তিনি আনন্দিতা হইয়া যুদ্ধায়োজনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

অনন্তব বাসুদেব যথা সময়ে মৎস্য নগরে পাণ্ডবগণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া সভার সমুদয় বিবরণ, তাঁহাকে বন্ধনোদ্যোগ প্রভৃতি বৃত্তান্ত জানাইয়া সন্ধি হইল না বলিয়া প্রকাশ করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের অভিমতানুসারে সৈন্য সজ্জার আদেশ দিলেন। এবং কৃষ্ণের নির্দ্দেশানুসারে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবপক্ষের সেনাপতি হইলেন।

তদনন্তর, সেনাপতি, পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ সহিত যোদ্ধৃগণকে লইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

কুরুগণের সেনাপতি হইলেন পিতামহ ভীষ্ম। কুরু সৈন্যগণও কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ব্যূহ রচনা করিতে লাগিল।

সৈন্যগণের সহিত উভয় পক্ষেরই শকট, আপণ, বেশ্যাগণ, যান, বাহন, কোষ, যন্ত্র, আয়ুধ, শত শত সুনিপুণ শিল্পী, সর্ব্বোপকরণ সম্পন্ন শাস্ত্র বিশারদ অস্ত্র-চিকিৎসক ও চিকিৎসকগণ, পর্ব্বতোপম ধূনকচূর্ণ, তূর্ণ, তুষ, অঙ্গাররাশি, অপরিমিত মধু, ঘৃত ও উদক প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত

হইল। এবং পরিখাখনন, সৈন্য সমাবেশ, ব্যূহরচনা প্রভৃতি কার্য্য সত্বর সম্পাদিত হইতে লাগিল।

উভয় দলের সৈন্য সমাবিষ্ট হইলে ভগবান্ ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে এই যুদ্ধ নিবারণ করিতে বলিয়া বলিলেন, "হে মহারাজ! তুমি ইচ্ছা করিলে এ যুদ্ধ নিবারণ করিতে পার। যুদ্ধ না হইলেই কৌরবগণের মঙ্গল। নতুবা কৌরবগণ সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, ভগবন্! দৈবই বলবান্; যাহা হইবার তাহাই হইবে। তাহা রোধ করিবার আমার সাধ্য নাই।

ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ ব্যাসদেব বলিলেন, রাজন্! তোমার পুত্রগণের আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে একত্র হইয়া বিনষ্ট হইবে। পুত্র বিয়োগজনিত শোকে আকুল হইও না। যদি তুমি তাহাদিগের যুদ্ধ দেখিতে চাও, তবে আমি তোমায় চক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি স্বচক্ষেই রণক্ষেত্র প্রত্যক্ষ কর।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে তপোধন! আমি জ্ঞাতি বধ সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। আপনার তেজোপ্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব।

ব্যাসদেব বলিলেন, আমি সঞ্জয়কে বর প্রদান করিতেছি। সঞ্জয় তোমার নিকট যুদ্ধ বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন করিবেন। ইনি দিবারাত্র—সকল সময়েই কি প্রকাশ, কি অপ্রকাশ, সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন। এমন কি অন্যে মনে মনে যাহা কল্পনা করিবে, ইনি তাহাও অবগত হইবেন। ইহার শরীরে অস্ত্র স্পর্শ হইবে না এবং ইনি পরিশ্রমেও কদাচ ক্লান্ত হইবেন না। একমাত্র সঞ্জয়ই যুদ্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবিত থাকিবেন। তুমি শোকাকুল হইও না। ইহাদের অদৃষ্টে এইরূপই নির্দ্দিষ্ট আছে। তুমি ইহা নিরাকরণ করিতে পারিবে না। যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়!

ইহা বলিয়া তিনি দুর্নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

যথা সময়ে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুদ্ধ বিবরণ বর্ণন করিতে আজ্ঞা করিলে সঞ্জয় বলিলেন, পিতামহ ভীষ্ম ধরাশায়ী হইয়াছেন।

তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বল কি?

যাঁহার তুল্য মহারথী আর নাই, যিনি মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র সৈন্ত নাশ করিতে পাবেন, তিনি দেহত্যাগ কবিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! আমি প্রত্যক্ষ ও যোগবলে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও অমিততেজা ভূপতিগণের যাহা কিছু দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন; শোকে অধীব হইবেন না। এক্ষণে যেরূপ ঘটিতেছে তাহা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছি। অতএব যাঁহার প্রসাদে আমি দিব্যজ্ঞান, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, দূরশ্রবণ, পরচিত্ত বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট আকাশ গতি, শাস্ত্র বহিষ্কৃত ব্যক্তিদিগের কাবণ জ্ঞান, অতীত ও অনাগত বৃত্তান্তেব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; এবং যে মহাত্মার বব প্রভাবে আমি অস্ত্র সমূহের অস্পৃশ্য হইয়াছি; এক্ষণে আপনার পিতা সেই ধীমান্ পবাশর-নন্দনকে নমস্কার করিয়া ভরতগণেব লোমহর্ষণ বিচিত্র যুদ্ধ সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

ইহা বলিয়া সঞ্জয় বলিলেন, মহাবীর অর্জ্জুন, সাবথী ভগবান্ বাসুদেব পবিচালিত রথে আবোহণ কবিয়া যুদ্ধস্থলের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধস্থলের মধ্যস্থলে রথ বাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্জ্জুন! দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ সমবোদ্যত। এক্ষণে সমব-বিজয়িনী দুর্গার স্তব কর। তাঁহার কৃপায় তুমি যুদ্ধে জয়লাভ কবিবে।

তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মৃত্তিকায় জানু পাতিয়া বসিয়া দুর্গাব স্তব কবিতে লাগিলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বশক্তি বিধায়িনী সর্ব্বশক্তি স্বরূপিনী মহামায়া বাসুদেবের সমক্ষে অন্তরীক্ষে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, হে বীর! তুমি অত্যল্প কাল মধ্যেই শত্রু জয় করিবে। তুমি নর, নারায়ণ তোমার সহায়; সুতরাং তোমায় পরাজয় করিবার সাধ্য কাহার? ইহা বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

অর্জ্জুন বর লাভে আনন্দিত হইয়া রথে আরোহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি কবিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহাব শঙ্খধ্বনির সহিত আপন শঙ্খ-নিনাদ মিশাইলে রণস্থল কম্পিত হইয়া উঠিল!

———(০)———

বিষাদযোগ।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমরাভিলাষে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল?

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণের ব্যূহ দর্শন করিয়া দ্রোণাচার্য্য সমীপে গমন পূর্ব্বক বলিলেন, আচার্য্য! ঐ দেখুন আপনার শিষ্য ধীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবসেনা ব্যূহিত করিয়াছে। যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান্, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিত, কুন্তিভোজ, নবোত্তম শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজা, অভিমন্যু ও মহারথ দ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্র, এই সকল শৌর্য্যশালী মহাবথ ভীমার্জ্জুনেব সমকক্ষ মহাধনুর্দ্ধব বীরপুরুষ ঐ ব্যূহবদ্ধ সৈন্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। আমাদেব যে সকল প্রধান সেনানায়ক আছেন, তাঁহাদেব মধ্যে আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত পুত্র ভূবিশ্রবা, জয়দ্রথ ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র সম্পন্ন যুদ্ধ বিশারদ বীরগণ আমার নিমিত্ত প্রাণদানে প্রস্তুত আছেন। আমাদের এই ভীষ্ম নিয়ন্ত্রিত সৈন্য অসংখ্য। ভীম বক্ষিত পাণ্ডবসেনা পবিমিত। এক্ষণে আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগানুসারে সমুদয় ব্যূহ দ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

প্রতাপবান্ ভীষ্ম রাজা দুর্য্যোধনের আনন্দ-বর্দ্ধনার্থ সিংহনাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন। পরক্ষণেই শঙ্খ, ভেবী, পণব, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বাদ্য সমূহ ঘোর রবে বাজিয়া উঠিল।

এ দিকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরূঢ় হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ বাদন করিলে, ভীম, যুধিষ্ঠিব, নকুল, সহদেব, কাশিবাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদেয়গণ এবং অভিমন্যু পৃথক পৃথক শঙ্খধ্বনি করিলেন। সেই তুমুল শব্দ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত কবিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল!

হে রাজন্! অনন্তর ধনঞ্জয় এই সমারব্ধ যুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে যথাযোগ্য রূপে অবস্থিত দেখিয়া নিজ শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক বাসুদেবকে কহিলেন,

অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন কর। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়াচরণ বাসনায় যে সকল ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারা যুদ্ধ করিবেন, আমাকে কাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে এবং কে কে যুদ্ধার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিব।

তাহা শুনিয়া বাসুদেব উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, হে পার্থ! ঐ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধা ও কৌরবগণ সমবেত হইয়াছেন, অবলোকন কর।

ধনঞ্জয় উভয় সেনার মধ্যে আপন পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর ও মিত্রগণ অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া করুণার্দ্র ও বিষণ্ন হইয়া বাসুদেবকে বলিলেন, হে মধুসূদন! এই সমস্ত আত্মীয়গণ যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত, আমার মুখ শুষ্ক ও গাণ্ডীব হস্তস্খলিত এবং আমার সমুদয় ত্বক্‌ দগ্ধ হইতেছে! আমার আর উপবেশন করিবার সামর্থ্য নাই। আমার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে; আমি যেন কেবল দুর্নিমিত্তই দর্শন করিতেছি! এই সমস্ত আত্মীয়কে বধ করা শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে না। হে কৃষ্ণ! আমি আর জয়, রাজ্য বা সুখের আকাঙ্ক্ষা করি না। যাঁহাদিগের নিমিত্ত রাজ্য ভোগ ও সুখের কামনা করিতে হয়, সেই আচার্য্য, পিতাপুত্র প্রভৃতি সকলেই এই যুদ্ধে জীবন ও ধন পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব আমাদিগের আর রাজ্য, ধন ও জীবনে প্রয়োজন কি? ইহারা আমাদিগকে বিনাশ করিলেও আমি ইহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিলে আমাদিগের কি প্রীতি লাভ হইবে? এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপভাগীই হইতে হইবে। অতএব আমাদের বান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। হে মাধব! আত্মীয়দিগকে বিনাশ করিয়া আমরা কি সুখী হইব? ইহাদিগের চিত্ত লোভ দ্বারা অভিভূত হইয়াছে বলিয়াই ইহারা কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ জনিত পাতক দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু আমরা কুলক্ষয় জনিত দোষ দর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত এই পাপবুদ্ধি হইতে নিবৃত্ত হইব না? কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে সমস্ত কুল

অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কুল অধর্ম্মপূর্ণ হইলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচার দোষে দূষিত হয়। কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণ-সঙ্কর সমুৎপন্ন হয়। এবং বর্ণ-সঙ্কর কুল ও কুল-নাশকগণকে নিরয়গামী করে। কারণ, সেই ধর্ম্মহীন কুলে পিণ্ড তর্পণাদি ক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়ায়, পিতৃ পিতামহ সদ্গতি প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমশঃ নরকে পতিত হইতে থাকেন। কুলনাশক ব্যক্তিগণের বর্ণ-সাঙ্কর্য্যের হেতুভূত এই সমস্ত দোষে জাতি, ধর্ম্ম ও সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। শুনিয়াছি কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে মনুষ্যগণকে চিরকাল নরকে বাস করিতে হয়। হায়! হায়! কি দুর্দ্দৈব। আমি এই মহাপাপানুষ্ঠান জন্যই এত উদ্যম ও অধ্যবসায়শীল হইয়াছি? আমি প্রতিকার-পরাঙ্মুখ ও শস্ত্রহীন হইলে যদি রাজ্যসুখলাভাশায় স্বজন বিনাশে সমুদ্যত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে বিনাশ করে, তবে তাহাও শ্রেয়স্কর।

হে মহারাজ! ধনঞ্জয় এইরূপ কহিয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষণ্নমনে রথে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

তাহা দেখিয়া বাসুদেব বলিলেন, অর্জ্জুন! এই বিষম সময়ে কি নিমিত্ত তোমার এই অনার্য্যজনোচিত স্বর্গপ্রতিরোধক অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল? তুমি ক্লীবতা বা কাপুরুষতা অবলম্বন করিও না; ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! অতি তুচ্ছ হৃদয় দৌর্ব্বল্য দূরীভূত করিয়া উত্থিত হও।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে ভগবন্! আমি কি প্রকারে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত শরজাল দ্বারা যুদ্ধ করিব? মহানুভাব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া যদি ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু ইহাদিগকে বধ করিলে ইহকালেই রুধির, অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে। ফলতঃ এই যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টীর গৌরব অধিক তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। কেননা, যাহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমরা স্বয়ং জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে উপস্থিত। কাতরতা ও অবশ্যম্ভাবী কুলক্ষয় জনিত দোষে আমার স্বাভাবিক শৌর্য্যাদি অভিভূত ও চিত্ত ধর্ম্মান্ধ হইয়াছে। এই নিমিত্ত তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হয়, বল; আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাপন্ন হইরাছি; আমায় উপদেশ দাও। ভূমণ্ডলে অকণ্টক সুসমৃদ্ধ রাজ্য ও সুরগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণ এই শোকে পরিশুষ্ক হইবে। আমি এমন কিছুই দেখিতেছি

না যাহাতে শোকাপনোদন হইতে পারে। অতএব আমি যুদ্ধ করিব না। শত্রুতাপন গুড়াকেশ হৃষীকেশের সম্মুখে এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুন নীরব হইলেন।

তখন সহাস্য আস্যে হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যবর্ত্তী বিষণ্নবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার মুখ হইতে পণ্ডিতের ন্যায় বাক্য সকল বিনির্গত হইতেছে; কিন্তু তুমি অশোচ্য বন্ধুগণের নিমিত্ত শোক করিয়া মূর্খতা প্রদর্শন করিতেছ! পণ্ডিতগণ, কি জীবিত, কি মৃত, কাহারই জন্য অনুশোচনা করেন না। পূর্ব্বে আমি, তুমি ও এই ভূপালগণ, সকলেই বিদ্যমান্ ছিলাম এবং পরেও বর্ত্তমান থাকিব। দেহ যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়; জীবাত্মাও তদ্রূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধীর ব্যক্তি তদ্বিষয়ে মুগ্ধ হন না। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ, তাহাই শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখের কারণ। সে সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন, কখন বিনষ্ট হয়। অতএব তুমি এই অনিত্য সম্বন্ধ সকল সহ্য কর। এই সম্বন্ধ সকল যাহাকে ব্যথিত করিতে পারে না, সেই সমসুখদুঃখ ধীর পুরুষ মোক্ষ লাভের যোগ্য। যাহা কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না; এবং যাহা বিদ্যমান্ আছে, তাহারও কখন অভাব হয় না। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ভাব ও অভাবের এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। যিনি এই দেহাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন তাঁহার বিনাশ নাই। কোন ব্যক্তি সেই অব্যয় পুরুষকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, শরীর অনিত্য; কিন্তু শরীরী জীবাত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয়। অতএব তুমি যুদ্ধ কর।

যিনি মনে করেন এই জীবাত্মা অন্যকে বিনাশ করে, এবং অন্যে জীবাত্মাকে বিনাশ করে, তাঁহারা উভয়েই আত্মানভিজ্ঞ। কেননা, জীবাত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না, এবং জীবাত্মাকেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না। ইহার জন্ম মৃত্যু নাই। ইনি পুনঃপুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হন না। যে পুরুষ ইঁহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কি জন্য এবং কিরূপেই বা কাহাকে বধ করিবেন? স্বয়ং উদ্যত হইয়া কেন এবং কাহাকেই বা হনন করাইবেন? যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে; সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করত নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অস্ত্র সমূহ ইহাকে ছেদন, অগ্নি দগ্ধ, জল দ্রব বা বায়ু শোষণ কবিতে পাবে না। ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থিব, অচল ও অনাদি; অতএব ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। ইনি চক্ষুরাদিব অগোচব, মনেব অবিষয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বা অগ্রহনীয়। অতএব তুমি আত্মার এই প্রকার স্বরূপ অবগত হইয়া শোক পবিত্যাগ কর।'

যদি জীবাত্মা নিত্য জন্ম-গ্রহণ কবেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন বলিয়া তাঁহাকে জাত ও মৃত বোধ কর, তাহা হইলেও তোমাব শোক করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা, জাত ব্যক্তির মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। অতএব ঈদৃশ বিষয়ে তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে। ভূত সকল উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল; ধ্বংস সময়েও অব্যক্ত হইয়া থাকে। কেবল জন্ম-মবণেব মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রকাশিত হয়। অতএব কিসের জন্য শোক? কেহ এই জীবাত্মাকে বিস্ময়েব সহিত দর্শন, বর্ণন বা শ্রবণ কবেন; কেহ শ্রবণ কবিয়াও বুঝিতে পারেন না। জীবাত্মা সর্ব্বদা সকলেব দেহে অবধ্যরূপে অবস্থান কবেন। সুতবাং কোন প্রাণীব জন্যই শোক কবা উচিত নহে।

আবও, তুমি স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলে তোমাব এ প্রকার দুর্ব্বলতা সহজেই দূবীভূত হইবে। যেহেতু ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়েব শ্রেয়স্কব আর কিছুই নাই; যে সকল ক্ষত্রিয়, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত, উন্মুক্ত স্বর্গদ্বাব স্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ কবে, তাহারাই সুখী। যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কব তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হইতে পবিভ্রষ্ট ও পাপভাগী হইবে। লোকে চিবকাল তোমার অকীর্ত্তি কীর্ত্তন কবিবে। গুণবান্ শক্তিশালী ব্যক্তির অকীর্ত্তি, মবণ অপেক্ষাও অধিকতব দুঃসহ। যে সকল মহারথ তোমাকে বহুমান কবিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেব নিকট তোমার গৌরব থাকিবে না; তাঁহাবা মনে কবিবেন তুমি ভয় প্রযুক্ত সমরে পবাঙ্মুখ হইয়াছ। তাঁহাবা তোমায় কত অকথ্য কথা বলিবেন; এবং তোমাব কার্য্যের নিন্দা কবিবেন; ইহা অপেক্ষা অধিকতব দুঃখ আব কি আছে? সমবে বিনষ্ট হইলে স্বর্গ-প্রাপ্ত হইবে, জয়লাভ কবিলে পৃথিবী ভোগ কবিবে; অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও, সুখ দুঃখ, লাভালাভ ও জয় পবাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে পাপভাগী হইতে হইবে না।

হে পার্থ। যে জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে কর্ম্মযোগ বিষয়িণী বুদ্ধি অবগত হও; এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তুমি কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান বিফল হয় না; তাহাতে প্রত্যবায় বা পাপও নাই! বরং তাহা অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ একমাত্র সংশয়-রহিত বুদ্ধিই জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু সকাম কর্ম্মযোগিগণের বুদ্ধি বহু শাখাবিশিষ্ট হয়; ও অনন্তরূপ ধারণ করে। যাহারা আপাতঃমনোহর শ্রবণমনোরম বাক্যে অনুরক্ত, বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই তাহাদের প্রীতিকর। যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধনকর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না, যাহারা কামনাপরায়ণ; স্বর্গই তাহাদের পরম পুরুষার্থ, জন্ম, কর্ম্ম ও ফলপ্রদ; ভোগ ও ঐশ্বর্য্য লাভের সাধনাভূত; নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে, এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত সংসক্ত; সেই বিবেকহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগের ব্যাসায়াত্মিকা বুদ্ধি, সমাধি অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ পূর্ব্বক রসসাগর ভগবানে সর্ব্বপ্রকারে চিত্ত সন্নিবেশ করত, তাহাতে তন্ময়তানন্দ লাভের সুখোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারে না। বেদ সকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফল প্রতিপাদক। অতএব তুমি শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ধৈর্য্যশালী, যোগক্ষেম রহিত ও অপ্রমাদী হইয়া নিষ্কাম হও। যেমন কূপ, বাপী, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, একমাত্র মহাহ্রদে সেই সকল প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ সমুদয় বেদে যে সকল কর্ম্মফল বর্ণিত আছে, সংশয়-রহিত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ একমাত্র ব্রহ্মেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্ম্মেই তোমার অধিকার; কর্ম্মফলে তোমার কামনা যেন না হয়। কর্ম্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং কর্ম্ম পরিত্যাগেও তোমার বাসনা না জন্মে। তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়কেই তুল্যজ্ঞান করত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান কর। পণ্ডিতেরা সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ের তুল্যজ্ঞানকেই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংশয়-রহিত-বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। সকাম কর্ম্ম সমুদয় অতিশয় অপকৃষ্ট; অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কর। সকাম ব্যক্তিরা অতি কৃপণ বা দীন। যাঁহার কর্ম্মযোগ বিষয়িনী বুদ্ধি উপস্থিত

হয়, তিনি ইহজন্মেই পবমেশ্বর প্রসাদে সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই পবিত্যাগ কবেন। অতএব কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্ন কর। ঈশ্বরারাধনা দ্বারা, বন্ধন-হেতু কর্ম্ম সকলের মোক্ষ-সাধনতা-সম্পাদক-চাতুর্য্যই যোগ। কর্ম্মযোগ বিশিষ্ট মনীষিগণ কর্ম্ম-জনিত ফল পবিত্যাগ কবেন; সুতবাং কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পবম পদ লাভ করেন। যখন তোমার মন অতি দুর্গম মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে! তখন আব তোমাব জিজ্ঞাস্য কিছুই থাকিবে না। তোমার বুদ্ধি নানাবিধ বৈদিক ও লৌকিক ফল শ্রুতি শুনিয়া অতিশয় সংশয়যুক্ত হইয়াছে। যখন ইহা বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হইয়া স্থিবভাবে পবমেশ্বরে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? তাঁহাব বাক্য, অবস্থান ও গতি কি প্রকাব?

কৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ! যিনি সর্ব্বপ্রকাব মনোগত কামনা পরিত্যাগ কবেন, যাঁহাব আত্মা আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

যিনি দুঃখে অক্ষুব্ধ চিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য এবং অনুবাগ, ভয় ও ক্রোধ বিবর্জ্জিত, সেই মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

যিনি দেহ, পুত্র, মিত্র সকলেব প্রতি স্নেহশূন্য, যিনি অনুকূল বিষয়ে সমাদব বা প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ কবেন না, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা এবং তিনিই স্থিত-প্রজ্ঞ। কূর্ম্ম যেমন নিজ শিবঃপাদাদি আপন অঙ্গ সকল সঙ্কোচ কবে, সেইরূপ যিনি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহাব কবেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

যেমন রুগ্ন ব্যক্তিব বোগেব প্রভাবে বাক্ রোধ হইলেও বলিবাব ইচ্ছা নিবৃত্ত হয় না; তদ্রূপ যিনি ইন্দ্রিয়েব দ্বাবা বিষয় গ্রহণ না কবেন, বিষয় সকল তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পাবে কিন্তু তাহাব বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয় না। পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ভগবদ্দর্শন হইলে বিষয় বাসনা পর্য্যন্তও তিবোহিত হয়।

হে কৌন্তেয়! বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ অতি যত্নশীল বিবেকী পুরুষগণের মনকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ কবিয়া বিকারযুক্ত করিয়া দেয়! এই নিমিত্ত যোগশীল ব্যক্তি তাহাদিগকে সংযমন পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া থকিবেন। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। প্রথমতঃ মন দ্বারা বিষয়

চিন্তা করিলে আসক্তি উৎপন্ন হয়, আসক্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতি-বিভ্রম হইতে বুদ্ধি-নাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি রাগ-দ্বেষ বর্জ্জিত আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়োপভোগ করিয়াও আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন; আত্ম-প্রসাদ থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। এবং প্রসন্নতায় বুদ্ধি শীঘ্রই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি নাই। সুতরাং সে চিন্তা করিতেও পারে না; যাহার পরিণাম চিন্তা নাই, তাহার শান্তিও নাই; শান্তিহীন ব্যক্তির সুখ কোথায়? যে চিত্ত স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়, সেই চিত্ত বায়ু কর্ত্তৃক সমুদ্রে ইতস্ততঃ বিচালিত নৌকার ন্যায় জীবাত্মার বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে।

অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে, সেই ব্যক্তির প্রজ্ঞাই নিশ্চলা এবং তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

যাহা সর্ব্বভূতের নিশা স্বরূপ, সংযমী তাহাতে জাগরিত থাকেন; ভূতগণ যাহাতে জাগরিত থাকে, তাহাই তত্ত্বদর্শী মুনির রাত্রি স্বরূপ। অর্থাৎ আত্ম সাক্ষাৎকার রূপ প্রজ্ঞা, অজ্ঞান পুরুষগণের পক্ষে রাত্রি স্বরূপ। ঈদৃশী রাত্রিতে সংযতেন্দ্রিয়গণ জাগ্রত থাকেন। এবং যে অবিদ্যায় অজ্ঞান পুরুষগণ জাগ্রত থাকে, আত্মসাক্ষাৎকারবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের সেই অবিদ্যা রাত্রি স্বরূপ। অথবা অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশা স্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগরিত থাকেন। অর্থাৎ প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠারূপ দিবায় জাগরিত থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগিদিগের তাহাই রাত্রি।

অপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

যেমন নদী সকল সর্ব্বদা পরিপূর্ণ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে প্রবেশ করে, ভোগ

সকল সেইরূপে যাঁহাকে আশ্রয় করে, তিনিই মোক্ষ বা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিষয়কামী বা ভোগার্থী ব্যক্তি সে শান্তি পায় না। যিনি কামনা সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমতাবিহীন হইয়া ভোগ্য বস্তু সমুদয় উপভোগ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা এই প্রকার। ইহা প্রাপ্ত হইলে সংসারে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। যিনি চরম সময়েও এই ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠায় অবস্থান করেন, তিনিই পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন।

কর্ম্মযোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যদি তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; তবে আমাকে এই মারাত্মক কর্ম্মে কি নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছ? তুমি কখন জ্ঞানের, কখন বা কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছ, এক্ষণে যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তাহাই নিশ্চয় করিয়া বল।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহলোকে নিষ্ঠা দুই প্রকার; এক, শুদ্ধচেতাদিগের জ্ঞানযোগ; দ্বিতীয়, কর্ম্মযোগীদিগের কর্ম্মযোগ। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না; এবং জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কেহ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক গুণ সমুদয়ই তাহাকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে॥

যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সমূহকে স্মরণ করে, সে মূঢ়াত্মা কপটাচারী বলিয়া কথিত হয়। যে ব্যক্তি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা

কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি নিয়তই কর্ম্মানুষ্ঠান কর। কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তোমার শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। যে কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, লোকে তদ্দ্বারাই বদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ভগবদুদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান কর।

পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাগণকে যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, হে প্রজাগণ। তোমরা যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও; যজ্ঞ তোমাদের কামনা পরিপূর্ণ করুক; তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে সম্বর্দ্ধিত কর; দেবগণও তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পর সম্বর্দ্ধন করিলে তোমরা উভয়েই পরম কল্যাণ লাভ করিবে।

দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ সকল প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি দেবগণ প্রদত্ত ভোগ্য সকল তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া ভোগ করে, সে চোর। সাধুগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যাহারা কেবল আপনার নিমিত্ত পাক করে, সেই পাপাত্মাগণ পাপই ভোজন করিয়া থাকে।

প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন্ন পর্জ্জন্য বা মেঘ সম্ভূত বৃষ্টি হইতে, পর্জ্জন্য যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে, কর্ম্ম বেদ হইতে এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে ব্যক্তি ইহলোকে বিষয়াসক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদি চক্রের অনুবর্ত্তী না হয়, তাহার আয়ুঃ পাপময় ও জীবন বৃথা।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

আত্মাতেই যাঁহার প্রীতি, আত্মাতেই যাঁহার আনন্দ এবং আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ, তাঁহাকে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় না।

কর্ম্মানুষ্ঠান কবিলেও তাঁহাব পুণ্য হয় না ; কর্ম্ম না কবিলেও তাঁহার পাপ হয় না ; এবং মোক্ষের নিমিত্ত তাঁহাকে ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত কাহারও আশ্রয় গ্রহণ কবিতেও হয় না।

পুরুষ আসক্তি পবিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান কবিলে মোক্ষ লাভ কবেন। অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান কর। জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম্ম দ্বাবাই সিদ্ধিলাভ কবিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ বা কর্ম্মানুষ্ঠান কবিয়া থাকেন, ইতব বা সাধাবণ ব্যক্তিগণও তাহাবই অনুসরণ কবিয়া থাকে ; এবং তিনি যাহা মান্য কবেন, তাহারা তাহারই মর্য্যাদা কবে। অতএব তুমি লোকদিগেব ধর্ম্ম-বক্ষার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর।

ন মে পার্থাঽস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নাঽনবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয় জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মাঽনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥

দেখ ত্রিভুবন মধ্যে আমাব কিছুই অপ্রাপ্য নাই ; সুতরাং আমার কোন প্রকাব কর্ত্তব্যও নাই ; তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি।

যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কখন কর্ম্মানুষ্ঠান না কবি, তাহা হইলে সমুদয় লোক আমাব অনুবর্ত্তী হইবে। অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে। এবং আমি বর্ণসঙ্কব ও প্রজাগণেব মলিনতাব হেতু হইব।

মূর্খগণ যেমন ফল-প্রত্যাশী হইয়া কর্ম্ম করে ; তদ্রূপ বিদ্বান্‌গণ আসক্তি পবিত্যাগ পূর্ব্বক লোকদিগেব ধর্ম্ম বক্ষণের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন না করিয়া বরং স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক তাহাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত রাখিবেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে ॥

সকল প্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির গুণ-স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে; কিন্তু অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা ব্যক্তিগণ আপনাদিগকেই ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।

ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে জানিয়া গুণ-কর্ম্মবিভাগের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত হন না। যাহারা প্রকৃতির সত্ত্ব প্রভৃতি গুণে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আসক্ত হয়; সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ অল্পদর্শী মন্দমতি লোকদিগের শ্রদ্ধা শুভকর্ম্ম হইতে বিচালিত করিবেন না।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥

তুমি আমাতে সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, আমি অন্তর্য্যামী পুরুষের অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি এইরূপ ভাবিয়া কামনা, মমতা ও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যাহারা শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া নিরন্তর আমার মতের অনুসরণ করে তাহারা সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়।

যাহারা অসূয়া পরবশ হইয়া ইহার অনুষ্ঠান না করে, সেই সকল বিবেকশূন্য ব্যক্তি সমুদয় কর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ে অজ্ঞানবশতঃ মোহমুগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজ স্বভাবের অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের বশবর্ত্তী, তখন আমার অনুসাশন দ্বারা তাহাদিগের কি ফল হইবে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ আছে। এ উভয়ই জীবের পরম শত্রু। অতএব কদাচ উহাদের বশীভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

সম্যক্ অনুষ্ঠিত পবধর্ম্মাপেক্ষা, কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ; পরধর্ম্ম অতি ভয়ঙ্কব; অতএব স্বধর্ম্মে মবণও শ্রেয়স্কব।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে বলপূর্ব্বক পাপাচরণে নিয়োজিত করে?

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এই কামই ক্রোধরূপে পরিণত, রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, দুষ্পূবণীয় ও অতিশয় উগ্র। ইহাকেই (কামকেই) মুক্তি পথের বৈরী বলিয়া জানিবে। যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বাবা দর্পণ ও জবায়ু দ্বাবা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ জ্ঞানিগণের চিববৈরী, দুষ্পূবণীয়, অনল স্বরূপ কামনা, জ্ঞানকে আচ্ছন্ন কবিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার আবির্ভাব স্থান। এই কাম আশ্রয়ীভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন কবিয়া দেহীকে মোহিত কবে। অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত কবিয়া সর্ব্বপাপেব মূলীভূত ও জ্ঞানবিজ্ঞান বিনাশকারী এই কামকে বিনষ্ট কব। দেহাদি স্থূল শবীব হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয় হইতে মন এবং মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। আর বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা।

হে মহাবাহো! তুমি আত্মাকে এইরূপে বিদিত হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বাবা মনকে স্থিব কবিয়া এই তৃষ্ণারূপ দুর্জ্জয় মহাশত্রু কামকে বিনাশ কর।

-(•)-

চতুর্থ অধ্যায়।

জ্ঞানযোগ।

আমি পূর্ব্বে আদিত্যকে এই অব্যয়যোগ বলিয়াছিলাম; তৎপবে আদিত্য মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেন। নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণও পবম্পরাগত এই যোগ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। অনন্তর কালক্রমে উহা বিলুপ্ত হইয়াছিল। আজ আমি তোমাকে সেই যোগ বৃত্তান্ত বর্ণন কবিলাম। তুমি আমাব ভক্ত ও সখা; এজন্য আমি তোমায় এ রহস্য বলিলাম।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে কেশব! আদিত্য জন্ম গ্রহণ করিলে পর, তোমার

জন্ম হইয়াছিল, সুতরাং কি প্রকারে জানিব যে তুমি অগ্রে তাঁহাকে এই যোগ বৃত্তান্ত বলিয়াছিলে ?

কৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি অনেকবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। তোমারও বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তুমি তাহার কিছুই জান না; কিন্তু আমি তৎসমুদয় অবগত আছি। আমি জন্ম রহিত, অবিনশ্বর ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় জন্ম গ্রহণ করি।

যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়; সেই সেই সময়ে আমি আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি বা আপন দেহ রচনা করিয়া লই। সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।

যিনি আমার এই অলৌকিক জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থ অবগত হইতে পারেন, তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লাভ করেন; তাঁহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মাঽনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

অনেকে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্ত, একান্ত আশ্রিত এবং জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিয়াছে। যাহারা যেরূপে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যগণ নানাপ্রকারে নানা দেবদেবীর পূজা করিলেও তাহারা একমাত্র আমারই অনুসরণ বা পূজা করিয়া থাকে।

(আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথাগচ্ছতি সাগরম্।
সর্ব্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি॥)

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মাণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

মনুষ্যলোকে অচিরকাল মধ্যেই কর্ম্ম সকল সফল হয়; এইজন্য ফলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ দেবতা সমূহের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি তাহার স্রষ্টা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা- অব্যয় বলিয়া জানিবে। কারণ, কর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই। যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপে অবগত হইতে পারে, তাহাকে কর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না। পূর্ব্বতন মুমুক্ষুগণ আমাকে এইরূপে অবগত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন; অতএব তুমিও তাঁহাদের ন্যায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও মোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন; এইজন্য আমি তোমাকে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছি; ইহা জ্ঞাত হইলে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইবে।

বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম এই ত্রিবিধ কর্ম্মেরই তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কেননা, এ সমুদয়ের তত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়।

যিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম, ও অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দর্শন করেন, অর্থাৎ যিনি কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিতেও আপনাকে কর্ম্মশূন্য এবং কর্ম্মত্যাগ হইলেও কর্ম্মযুক্ত বলিয়া বোধ করেন; তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, যোগী ও সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা।

যাঁহার সমুদয় কর্ম্মই নিষ্কাম এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ; জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই পণ্ডিত বলিয়া থাকেন।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরতৃপ্ত ও নিরবলম্ব থাকেন, তিনি কর্ম্মে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও, তাঁহার কিছুমাত্রই কর্ম্ম করা হয় না।

যিনি কামনা ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন; যাঁহার মন

ও আত্মা বিশুদ্ধ; তিনি কর্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত হইয়া কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও পাপভাগী হন না।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে॥

যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট; শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, বৈরহীন, সিদ্ধি, অসিদ্ধি বা লাভালাভে সমভাবাপন্ন, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হন না।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাঽবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥

যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়া, রাগাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতেছে, তিনি যজ্ঞাদি কর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও সেই সকল কর্ম্ম ফলসহিত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাঽর্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাঽগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

অর্পণ (আহুতি) ব্রহ্ম, ঘৃতও ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হোতা যে হোম করিতেছেন, তাহাও ব্রহ্ম, এবং যজ্ঞাদি দ্বারা লভ্য স্বর্গাদিও ব্রহ্ম; এইরূপ কার্য্যে যাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন।

কতকগুলি যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৈবযজ্ঞই করিয়া থাকেন; অপর তত্ত্ববেত্তা যোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকে আহুতি প্রদান করেন। কেহ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে, আবার কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল আহুতি দিয়া থাকেন।

কেহ কেহ ধ্যেয় বিষয় দ্বাবা উদ্দীপিত আত্মধ্যানরূপ যোগাগ্নিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ বায়ুব কর্ম্ম সকল আহুতি প্রদান কবেন।

কেহ কেহ দ্রব্যত্যাগ বা দানরূপ যজ্ঞ, কেহ কেহ চান্দ্রায়ণাদি ব্রত বা তপোরূপ যজ্ঞ, কেহ কেহ সমাধি বা যোগরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি বেদাভ্যাস ও জ্ঞানরূপ যজ্ঞ কবিয়া থাকেন।

কেহ কেহ প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ুকে আহুতি প্রদান কবিয়া পূবক, অপান বায়ুতে প্রাণ বায়ুতে আহুতি প্রদান কবিয়া বেচক এবং প্রাণ ও অপানের গতিরোধ কবিয়া কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম করেন। আবাব কেহ কেহ নিয়মিতাহার হইয়া প্রাণেন্দ্রিয় সমুদয়কে হোম কবিযা থাকেন। এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বাবা নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষরূপ অমৃত ভোজন করত সনাতন ব্রহ্মকে লাভ কবেন। কিন্তু যজ্ঞহীন ব্যক্তিদিগেব স্বর্গাদি লাভের কথা দূবে থাকুক, তাহারা ইহলোকেও সুখলাভ কবিতে পারে না।

এই প্রকাব বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে বিবৃত হইয়াছে ; তৎসমুদয়ই কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। তুমি তাহা অবগত হইয়া সংসাব হইতে মুক্তিলাভ কব। কাবণ দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু ফলসহ সমস্ত নিরবশেষ কর্ম্মই জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যতি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ববেত্তা শ্রীগুরুব চবণে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক প্রশ্ন ও সেবা দ্বাবা আত্ম-জ্ঞান শিক্ষা কব। তত্ত্বদর্শী গুরুগণ জ্ঞানোপদেশ প্রদান কবিবেন।

হে পাণ্ডব ! জ্ঞান লাভ করিলে তুমি আব এ প্রকাব বন্ধুবান্ধব জনিত মোহে অভিভূত হইবে না ; আপনাতে সমুদয় ভূতকে অভিন্ন অবলোকন কবিয়া পরিশেষে পরমাত্মা ও আত্মাকে অভিন্ন দেখিবে।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসি ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাঽগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

যদি তুমি অন্যান্য পাপী হইতে অধিকতর পাপাচারীও হও, তথাপি সেই পাপরূপ সমুদ্র, এই জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।

ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই; মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ম্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতেই আত্ম-জ্ঞান লাভ করে। যে ব্যক্তি গুরূপদেশে শ্রদ্ধাবান্, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়; তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্ধাহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক, পরলোক এবং কিছুমাত্র সুখও নাই।

যিনি কর্ম্মযোগ দ্বারা কর্ম্ম সকল ঈশ্বরে সমর্পণ ও জ্ঞান দ্বারা সংশয়চ্ছেদ করিয়াছেন, কর্ম্ম সকল সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না। অতএব অজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা হৃদয় নিহিত, অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়চ্ছেদ করিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর এবং উত্থিত হও।

পঞ্চম অধ্যায়।

সন্ন্যাসযোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ের কথাই বলিতেছ, এক্ষণে উভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল।

কৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ; কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

যাঁহার দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী; কারণ তাদৃশ

নির্ব্বন্ধ পুরুষেরাই অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। মূর্খেরাই সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন ফলের কথা বলিয়া থাকে; পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। বাস্তবিকই যিনি সন্ন্যাস ও যোগ এই উভয়ের একটীমাত্র সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনি উভয়েরই ফল প্রাপ্ত হন। সন্ন্যাসীরা মোক্ষ নামক যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও সেই সেই স্থান প্রাপ্ত হন। যিনি সন্ন্যাস ও যোগ একরূপই দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। কিন্তু কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস, দুঃখ প্রাপ্তির কারণ; কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া অচিরাৎ ব্রহ্মলাভ করেন।

যিনি যোগযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্ত হন, যাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, যাঁহার আত্মা সকল ভূতের আত্মা স্বরূপ, তিনি লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না।

পরমার্থদর্শী কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, অশন, গমন, শয়ন, আলাপ, ত্যাগ, উন্মেষ ও নিমেষ ইত্যাদি কার্য্য করিয়াও মনে করেন আমি কিছুই করিতেছি না। এ সমস্তই ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্য। যিনি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় তাঁহাতে পাপ লিপ্ত হয় না।

কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর, মন, বুদ্ধি ও মমত্ব বর্জ্জিত ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

পরমেশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু ঈশ্বরনিষ্ঠাবিমুখ ব্যক্তি কামনা বশতঃ, ফল প্রত্যাশী হইয়া বদ্ধ হয়।

জিতেন্দ্রিয় দেহী মনে মনে সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বার বিশিষ্ট দেহপুরে সুখে অবস্থান করেন। তিনি স্বয়ং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না এবং অন্যকেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন না।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥

বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বর লোকের দেহাদির কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম সকল সৃষ্টি করেন না।

স্বভাবই তৎসমুদয়ের প্রবর্ত্তক; ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত অর্থাৎ মায়াচ্ছন্ন হয় বলিয়াই জীব সকল মোহাবিষ্ট হইয়া থাকে।

যাঁহারা জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়।

যাঁহাদের সংশয় রহিত বুদ্ধি, আত্মা ও নিষ্ঠা ঈশ্বরেই সন্নিবিষ্ট এবং একমাত্র ঈশ্বরই যাঁহাদের পরম আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষলাভ করেন।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালকে তুল্যরূপ দেখেন।

যাঁহাদিগের মন সর্ব্বত্রই এইরূপ সমভাবে অবস্থান করে, তাঁহারা জীবিতাবস্থাতেই সংসার জয় করেন; এবং নির্দ্দোষ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সমভাবে আছেন, ইহা জানিয়া সমদর্শী ব্যক্তিরাও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন।

যিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তিনি প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত বা অপ্রিয়বস্তু পাইয়া উদ্বিগ্ন হন না; কেননা তিনি মোহ হইতে মুক্ত হইয়া স্থিরবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

যাঁহার চিত্ত বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হয় না; তিনি অন্তঃকরণে শান্তিসুখ অনুভব করেন; পরিশেষে ব্রহ্মে সমাধি লাভ করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

হে কৌন্তেয়! পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়-বিষয়-সমুৎপন্ন ভোগসুখে আসক্ত হন না। কারণ তাহা দুঃখের আকর ও ক্ষণবিধ্বংসী। যিনি ইহলোকে শরীর পরিত্যাগের পূর্ব্বে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী ও সুখী।

আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আরাম ও একমাত্র দৃষ্টি, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন।

যাঁহাবা পাপ বিনাশ, সংশয় ছেদন এবং চিত্ত বশীভূত করিয়া সকলের হিতসাধনে ব্যাপৃত আছেন, সেই তত্ত্বদর্শিগণই মোক্ষলাভ কবেন।

যে সকল সন্ন্যাসী চিত্তকে আয়ত্ত করিয়াছেন, কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহাবা ইহকাল ও পরকাল উভয়ত্রই মোক্ষ লাভ করেন।

যে মোক্ষপবায়ণ মুনি মন হইতে বাহ্য চিন্তা সকল দূরীভূত কবিয়া চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রূমধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসা মধ্যে অবরোধ করত ইন্দ্রিয় ও মনকে জয় এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধকে সকল সময়ের জন্য বশীভূত করিয়াছেন, যিনি বিষয় বিরাগী, সেই মননশীল সন্ন্যাসী মুক্ত।

মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোক মহেশ্বর এবং সকলের সুহৃৎ জানিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধ্যানযোগ।

হে অর্জ্জুন! যিনি কর্ম্মফলের আশা না কবিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিরগ্নি বা নিষ্ক্রিয় না হউন, তথাপি তিনি যোগী।

হে পাণ্ডব! শ্রুতি যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই যোগ। কেননা, সংকল্প ত্যাগ না কবিলে কখনই যোগী হওয়া যায় না।

যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, কর্ম্মই তাঁহার সহায়; আর যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগই কর্ত্তব্য।

যিনি সর্ব্ব প্রকার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়েব ভোগ্য ও ভোগ সাধন কর্ম্মে আসক্ত না হন, তাঁহাকেই যোগরূঢ কহে।

জীবাত্মা আপনিই আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, তাহাকে কখনই অবসন্ন করিবে না; কারণ, আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু।

যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু; আর যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেই আত্মাই শত্রুর ন্যায় আত্মার অপকারে প্রবৃত্ত হয়।

শীতোষ্ণ সুখদুঃখসহিষ্ণু হইয়া মানাপমান সমান বোধ করত যে আত্মা জিতাত্মা ও প্রশান্ত হইয়াছেন, সেই আত্মাতেই পরমাত্মা সমাহিত অর্থাৎ নিশ্চল ভাবে বিরাজিত থাকেন।

যাঁহার চিত্ত জ্ঞানবিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত; যিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়; যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সম জ্ঞান করেন, সেই যোগীই যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন।

যিনি সুহৃদ্‌, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু সকলকেই সম জ্ঞান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যোগী ব্যক্তি একাকী নিরন্তর নির্জ্জনে অবস্থান এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃকরণ ও দেহ বশীভূত করিয়া চিত্তকে সমাহিত করিবেন।

পবিত্র স্থানে নিজ আসন নিশ্চল রাখিতে হয়। এই আসন যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়। প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগাজিন, তাহার উপর বস্ত্রাচ্ছাদন করিতে হয়। এইরূপ আসনে বসিয়া জিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রিয় পুরুষ নিজ মনকে একাগ্র করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত সমাধি অভ্যাস করিবেন।

যোগাভ্যাসী ব্যক্তি যত্ন পূর্ব্বক, দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সমান এবং অচলভাবে রাখিয়া স্থিরতার সহিত নাসাগ্র দর্শন করিবেন; অন্যদিকে চাহিবেন না।

যোগী ব্যক্তি প্রশান্তাত্মা, নির্ভয়, ব্রহ্মচারী, সংযতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক অবস্থান করিবে। সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে অন্তঃ-করণকে সমাহিত করিলে আমার স্বরূপস্বরূপ মোক্ষ প্রধান শান্তি লাভ করে।

অতি ভোজনশীল বা একান্ত অনাহারী এবং অতি নিদ্রালু বা একান্ত নিদ্রাহীন ব্যক্তির সমাধি হয় না। যাঁহার আহার, বিহার, কর্ম্ম, চেষ্টা, নিদ্রা ও

জাগরণ নিয়মিত, তিনিই দুঃখ বিনাশক সমাধি লাভ করিতে পারেন। যখন বশীভূত চিত্ত সর্ব্বপ্রকার কাম্য বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে, তখনই তাহা সমাহিত বা যোগসিদ্ধি বলিয়া উল্লিখিত হয়।

জিতচিত্ত যোগীর চিত্ত আত্মযোগানুষ্ঠান কালে নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে।

যে অবস্থায় যোগভ্যাস দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপশম প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়, যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অতীত, কেবল শুদ্ধবুদ্ধি গ্রাহ্য অত্যন্ত সুখানুভব করেন এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে যোগী আত্মস্বরূপ ভাব হইতে কিছুতেই বিচলিত হন না, যে অবস্থা লাভ করিয়া যোগী অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ করে না, এবং যে অবস্থায় অবস্থান করিলে কোনরূপ দুঃসহ দুঃখই বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ। সে অবস্থায় দুঃখের লেশমাত্রও নাই, ইহা স্থির জানিবে; এবং নির্ব্বেদ-শূন্য হৃদয়ে তাহা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

সংকল্পজাত কামনা সমূহকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া যোগী যোগ সাধন করিবেন।

স্থিরবুদ্ধি দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে মন নিরুদ্ধ করিবেন এবং মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া অনন্যচিন্ত হইবেন।

চঞ্চল স্বভাব মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মার বশীভূত করিবে।

প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিস্পাপ ও জীবন্মুক্ত যোগী নিরতিশয় সুখ লাভ করেন। নিস্পাপ যোগী এই প্রকারে মনকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জনিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥

ব্রহ্মদর্শী সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র সকল ভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সর্ব্ব ভূত দর্শন করিয়া থাকেন।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥

যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু এবং সকল বস্তুতে আমাকে দর্শন করে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না; সেও আমার অদৃশ্য হয় না।

যে ব্যক্তি আমার সহিত একীভূত হইয়া আমাকে সর্ব্বভূতস্থ মনে করিয়া ভজনা করে, সে যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করুক, আমাতেই অবস্থান করে। যে ব্যক্তি আপনার সুখদুঃখের ন্যায় সকলের সুখদুঃখ দর্শন করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি আত্মার সমতারূপ যে যোগের কথা বলিলে, মনের চঞ্চলতা নিবন্ধন আমি ইহার দীর্ঘকাল স্থায়ীত্ব দেখিতেছি না। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকর, অজেয় ও দুর্ভেদ্য! যেমন বায়ুকে নিরুদ্ধ করা অতি কঠিন, মনকে নিগৃহীত করাও সেইরূপ দুষ্কর বোধ হইতেছে।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! চঞ্চল স্বভাব মন যে দুর্নিগ্রহ বা অ-বশ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে নিগৃহীত বা বশীভূত করিতে হয়। যাহার চিত্ত বশীভূত নহে, তাহার পক্ষে যোগ লাভ করা দুর্ঘট। যে যত্নশীল ব্যক্তি অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়াছে, সে ব্যক্তি যথোক্ত উপায় দ্বারা যোগ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু যত্নহীন ও যোগ-ভ্রষ্টচেতা, যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া তাহার কি অবস্থা হয়?

সে কি যোগ ও কর্ম্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট, নিরাশ্রয় ও ব্রহ্ম লাভ বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না? হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় ছেদন কর, তোমা ব্যতীত আর কেহই এই সংশয় অপনোদনে সমর্থ হইবে না।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কি ইহলোক, কি পরলোক কোথাও বিনষ্ট হয় না। কোন শুভকারী ব্যক্তিই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীদিগের প্রাপ্য লোকে বহু বৎসর অবস্থান করিয়া সদাচার ও ধন সম্পন্নদিগের গৃহে অথবা বুদ্ধিমান্ যোগীদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করে। যোগীদিগের জন্ম অতি দুর্লভ। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করিলেও

পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ সেই জন্মে পূর্ব্বজন্ম সজ্জাত বুদ্ধি লাভ করে এবং এবং মুক্তি বিষয়ে পূর্ব্বজন্ম অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিয়া থাকে।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কোন অন্তরায় বশতঃ ইচ্ছা না করিলেও পূর্ব্বজন্ম কৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ করেন; তখন তিনি জিজ্ঞাসু হইয়াই বেদোক্ত কর্ম্মফল অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ করেন।

নিষ্পাপ যোগী অধিকতব যত্ন সহকাবে অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পবিশেষে পরম গতি প্রাপ্ত হন। হে অর্জ্জুন! যোগী,—তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি যোগী হও।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনাঽন্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

হে পার্থ! আবার যোগীদিগের মধ্যে যিনি মদ্গত চিত্ত হইয়া কেবল আমাকেই ভজনা করেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সপ্তম অধ্যায়।

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ।

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত ও আমাব আশ্রিত হইয়া যোগাভ্যাস পূর্ব্বক যেরূপে আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পাবিবে, তাহা শ্রবণ কর।

আমি তোমাকে সাধন ফলাদি সহিত যে জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলিতেছি, সেই চৈতন্যরূপ জ্ঞানকে বিদিত হইলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে একজন হয় ত জ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করে, আর তাদৃশ যত্নশীল সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ হয় ত আমার (পরমেশ্বরের) স্বরূপ তত্ত্ব বিদিত হয়।

আমার মায়ারূপ প্রকৃতি ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত; এই প্রকৃতি অপরা। এতদ্ভিন্ন আমার আর একটী জীব স্বরূপা পরা প্রকৃতি আছে; তাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

হে পার্থ! স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদয় এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ প্রকৃতিদ্বয় হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও আমিই ইহার প্রলয় কর্ত্তা; আমা ভিন্ন ইহার সৃষ্টি সংহারের আর শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র কারণ নাই। যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। আমি সলিলে রসরূপে, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভারূপে, সমুদয় বেদে ওঁকাররূপে, আকাশে শব্দরূপে, মনুষ্য সকলে পৌরুষরূপে, পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অনলে তেজঃরূপে, সর্ব্বভূতে জীবনরূপে ও তপস্বিগণে তপস্যারূপে অবস্থান করিতেছি। হে পার্থ! তুমি আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও। আমি বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ, বলবানের দুরাকাঙ্ক্ষা শূন্য বল এবং সর্ব্বভূতের ধর্ম্মানুগত কাম।

যে সমস্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে, তাহা আমা হইতে উৎপন্ন এবং আমারই অধীন; কিন্তু আমি কদাচ এ সকলের বশীভূত নহি। জগৎস্থ সমুদয় লোক এই ত্রিগুণাত্মক ভাবে বিমোহিত হইয়া আমাকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় না।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত দুস্তরা আমার এক মায়া আছে; যাহারা আমাকে আশ্রয় করে, তাহারাই ঐ মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

ঐ মায়া দ্বারা যাহাদিগের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা আসুর

ভাব অবলম্বন কবিয়াছে, সেই দুষ্কর্মকাবী নবাধম মূর্খ কদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না।

আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানাভিলাষী, অর্থার্থী (ইহ পবলোকের সুখাকাঙ্ক্ষী) ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার লোক আমাকে ভজনা কবিযা থাকে।

তন্মধ্যে অতিমাত্র ভক্ত ও যোগযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; আমি জ্ঞানীব এবং জ্ঞানী আমাব অতিশয় প্রিয়।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবাঽনুত্তমাং গতিম্॥

উক্ত চাবি প্রকাষ ভক্তই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু জ্ঞানী আমাব আত্মা স্বরূপ; তিনি সর্ব্বদাই আমাতে সমাহিত থাকেন এবং আমা ভিন্ন তাঁহাব আব উৎকৃষ্ট ফল কামনাও নাই।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহু জন্ম অতিক্রম পূর্ব্বক বাসুদেবই এই চরাচব বিশ্ব, এই প্রকাব অভেদ দর্শন কবিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হয়। সুতবাং তাদৃশ মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

কামনা দ্বাবা যাহাদেব তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাবা তাহাদেব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেব বাসনানুসাবে নিয়মাদিব আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য দেবতাব উপাসনা করিয়া থাকে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াঽর্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাঽচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

যে যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া যে যে দেবমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্চ্চনা কবিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিই তাঁহাদিগকে সেই সেই দেবতার প্রতি তাঁহাদিগের অচলা ভক্তি প্রদান করিয়া থাকি।

তাহাবা শ্রদ্ধা সহকারে সেই সকল দেবতার আরাধনা করিয়া নিজ নিজ কামনানুযায়ী যে সব ফল লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে আমিই তাহাদের সেই সমুদয় কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি।

কিন্তু অল্পবুদ্ধিগণেব আবাধনালব্ধ ফল সমুদয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কারণ দেবার্চ্চনা দ্বারা তাহাবা দেবলোকই প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আমাব ভক্তগণ পরিণামে আমাকেই লাভ কবিয়া থাকে।

আমি অব্যক্ত; কিন্তু নির্ব্বোধগণ আমাব অব্যয় ও অতি উৎকৃষ্ট স্বরূপ অবগত না হইয়া আমাকে মনুষ্য, মীন ও কুর্ম্মাদি ভাবাপন্ন মনে কবে। আমি সকল লোকেব নিকট প্রকাশিত হই না; এবং যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছি বলিয়া মূঢ়গণ আমাকে জন্মহীন অব্যয় বলিয়া অবগত নহে।

আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালেব সমস্ত বিষয়ই অবগত আছি, কিন্তু হে অর্জ্জুন! কেহই আমাকে জ্ঞাত নহে।

হে ভারত! প্রাণিগণের স্থূলদেহ উৎপন্ন হইলে তাহাবা ইচ্ছা-দ্বেষ জনিত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব কর্তৃক মোহ প্রাপ্ত হইয়া হইয়া থাকে। কিন্তু পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বাবা যাঁহাদিগেব পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই দ্বন্দ্ব মোহাদি বিনির্ম্মুক্ত ব্যক্তিগণই আমাব ভজনা কবিয়া থাকেন।

যাঁহারা আমাকে (সগুণ ব্রহ্মকে) আশ্রয় কবিয়া জরামৃত্যু হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবাব যত্ন কবেন, তাঁহাবাই সমগ্র অধ্যাত্মা বিষয়, নিখিল কর্ম্ম ও সনাতন ব্রহ্ম অবগত হইতে সমর্থ হন। যাঁহাবা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞেব সহিত আমাকে সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, সেই সমস্ত সমাহিতচিত্ত-ব্যক্তি মৃত্যু কালেও আমাকে বিস্মৃত হন না।

-(•)-

অষ্টম অধ্যায়।

অক্ষরব্রহ্ম যোগ।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে বাসুদেব! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কাহাকে বলে? অধিভূত, অধিদৈব বা কি? মনুষ্যদেহে অধিযজ্ঞ কি এবং তাহা কিরূপে অবস্থান করিতেছে? সংযতচিত্ত ব্যক্তিবা মৃত্যুকালে কি প্রকারে ব্রহ্মকে বিদিত হন?

বাসুদেব বলিলেন, হে অর্জ্জুন! যিনি পরম, অক্ষয় ও জগতের মূল কারণ, তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ যিনি জীবদেহ অধিকার করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহাকে অধ্যাত্ম বলে। প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যজ্ঞাদিই কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।

বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ সকল, ভূত সকলকে অধিকার করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাহাকে অধিভূত কহে। সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী বৈরাজ পুরুষ দেবতাদিগের অধিপতি বলিয়া তাঁহাকে অধিদৈবত কহে। আর আমি এই দেহে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অবস্থান করিতেছি, এজন্য অধিযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি।

যিনি অন্তকালে আমাকে স্মরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

যং যং বাঽপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

(চিরজীবনে সর্ব্বদা স্মরণ জন্য) মরণকালে যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহত্যাগ করে, সেই সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যস্য সংশয়॥

অতএব সর্ব্বদা আমাকে চিন্তা কর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; (অর্থাৎ দুষ্প্রবৃত্তিকে বিবেকযুদ্ধে পরাস্ত কর।) মন ও বুদ্ধি সমস্ত আমাতে অর্পণ করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাঽন্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থাঽনুচিন্তয়ন্॥

হে অর্জ্জুন। অভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অনন্যমনে সেই দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি ও সর্ব্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, যিনি সকলের বিধাতা ও অচিন্ত্য স্বরূপ এবং যিনি আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ ও প্রকৃতির অতীত;

মৃত্যুকালে যিনি মনকে একাগ্র করিয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে স্মরণ করেন, যিনি ভক্তিযুক্ত ও যোগবলে বলীয়ান্, তিনিই ভ্রূযুগল মধ্যে প্রাণবায়ুকে রাখিয়া সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন।

হে অর্জ্জুন! বেদবেত্তারা যাঁহাকে অক্ষয় বলিয়া থাকেন এবং বিষয়াসক্তি শূন্য যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন ও যাঁহাকে বিদিত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করেন, আমি সেই বস্তু লাভের উপায় সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর :—

যে উপাসক সমস্ত ইন্দ্রিয় অবরুদ্ধ ও মনকে হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণবায়ুকে শিরোদেশে স্থাপন ও আত্মসমাধি লাভ করেন; এবং "ওঁ" এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে (পরমেশ্বরকে) চিন্তা করেন, সেই ব্যক্তি দেহান্তকালে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাঽহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

যিনি অনন্যমনে সতত আমাকে স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগী আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

এই প্রকার উপাসকগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সর্ব্ব দুঃখের আলয় স্বরূপ সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন না। যেহেতু তাঁহারা পরম সিদ্ধি স্বরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোকবাসিগণেরই পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। কেবল একমাত্র আমাকে লাভ করিলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

সহস্র দৈব যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐরূপ সহস্র যুগে এক রাত্রি হয়। যাঁহারা ইহা বিদিত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই অহোরাত্র বেত্তা।

ব্রহ্মার দিবস আগত হইলে অব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূত সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আর রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই কারণ স্বরূপ সেই অব্যক্ত পদার্থে সমস্ত বস্তু বিলীন হইয়া যায়।

সেই ভূত সকল ব্রহ্মার দিবসাগমে বারম্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া রাত্রি সমাগমে বিলীন হয়; এবং পুনরায় দিবসাগমে কর্ম্মাদি পরতন্ত্র ও সমুৎপন্ন হইয়া পুনরায় রাত্রি সমাগমে বিলীন হইয়া থাকে।

সেই চরাচরের কারণ-রূপ অব্যক্ত অপেক্ষাও পরতর অতিশয় অব্যক্ত (অব্যক্তেরও অতীত, ইন্দ্রিয়গণের অগোচর) সনাতন বা নিত্য আর একটী স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও কদাচ বিনষ্ট হয় না।

সেই অক্ষয় অব্যক্ত সত্তা-স্বরূপকে শ্রুতি স্মৃতি জীবের পরম গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সত্তারূপ ভাব প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না। তাহাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম।

হে অর্জ্জুন! সেই পরম পুরুষকে একান্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়;

সমস্ত ভূতই তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থান কবিতেছে; এবং তিনিও সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

হে ভরতর্ষভ! যোগীরা যে কালে গমন করিলে আবৃত্তি বা অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন, আমি সেই কালের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

যে স্থানে দিবস শুক্লবর্ণ ও অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং ছয় মাস উত্তরায়ন; সেই দেবযান মার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মোপাসনাশীল পুরুষ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন; আর যে স্থানে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং ছয় মাস দক্ষিণায়ন অবস্থিতি করিতেছে, সেই স্থানে গমন করিয়া কর্ম্মী পুরুষ চন্দ্রমাকে লাভ করেন এবং কর্ম্মফল ভোগ কবিয়া পুনরায় সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়েন।

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পথ জগতে নিত্যসিদ্ধ। শুক্লমার্গের দ্বারা উপাসক অপুনরাবৃত্তি এবং কৃষ্ণমার্গেব দ্বারা পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে পার্থ! পূর্ব্বোক্ত মার্গদ্বয় অবগত হইয়া যোগী মোহ প্রাপ্ত হন না। অতএব তুমিও সকল কর্ম্মে যোগযুক্ত হইয়া থাক।

বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও পুণ্য কার্য্যে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, ধ্যাননিষ্ঠ যোগীগণ সেই সকল ফলবাশি অতিক্রম কবিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণ রূপ শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন; এবং জগতের মূল কারণ রূপ বিষ্ণুপদ লাভ কবিয়া থাকেন।

নবম অধ্যায়।

রাজযোগ।

হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়াশূন্য; এইজন্য যাহা অবগত হইলে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, আমি সেই গুহ্য উপাসনা সম্বন্ধীয় ঈশ্বর জ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কব।

এই আত্মজ্ঞান, সকল বিদ্যা ও সকল গুহ্য পদার্থেব রাজা; এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট,

পবিত্র ও প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মের ফল স্বরূপ, সুখসাধ্য ও অক্ষয় ফলপ্রদ।

এই আত্মজ্ঞান রূপ ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যু সমাকীর্ণ সংসার পথে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহহং তেষবস্থিতঃ॥

অব্যক্তরূপে আমি জগতেব সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত আছি; সমস্ত ভূতই আমাতে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি।

তুমি আমার অদ্ভুত প্রভাব দর্শন কর। এই ভূত সকল আমাতে অবস্থিত নহে। আমাব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ভূত সকলকে ধারণ ও উৎপাদন কবিয়াও ভূতমধ্যে অবস্থিত নহে।

সর্ব্বতোগমনশীল, মহান্ ও সর্ব্বদা বেগবান্ বায়ু যেরূপ আকাশে অবস্থান কবে, ভূত সমস্ত সেইরূপ আমাতে অবস্থিতি করিয়া থাকে; তুমি ইহাই অবধারণ কর।

হে কৌন্তেয়! প্রলয়কালে এই সমস্ত ভূত আমাব শক্তিরূপিনী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে বিলীন হয়। পুনঃসৃষ্টিকালে আমি আবার সেই সকল ভূত সৃষ্টি করিয়া থাকি।

আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মান্তবীন কর্ম্মানুসারে প্রলয়কাল-বিলীন কর্ম্মাদি-পরবশ ভূত সকল বাবম্বাব সৃষ্টি করিতেছি। কিন্তু হে ধনঞ্জয়! উদাসীন পুরুষের ন্যায় কর্ম্মাদিতে আসক্ত না থাকায় সৃষ্টি আদি ক্রিয়া সকল আমাকে বন্ধন কবিতে পারে না।

হে কৌন্তেয়! আমাব অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চবাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন; এবং আমার অধিষ্ঠান জন্যই এই জগৎ নানারূপে পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পবং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্॥

আমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর; কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বভূতের পরমেশ্বর স্বরূপ পরমার্থ তত্ত্ব না জানিয়া আমার মনুষ্য মূর্ত্তিতে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে।

নিষ্ফল কাম, নিষ্ফল কর্ম্মা, বিফল জ্ঞান ও বিচারহীন পুরুষগণ রাক্ষসী, আসুরী ও মোহিনী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে পার্থ! যাঁহারা দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি অনন্যচিত্ত হয়েন, সেই মহাত্মগণ আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জানিয়া ভজনা করেন।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

তাঁহারা সর্ব্বদা আমার নাম সংকীর্ত্তন, প্রযত্ন পূর্ব্বক দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার এবং ভক্তি পূর্ব্বক নিষ্ঠাযুক্ত চিত্তে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন।

কেহ তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ আমার সহিত আপনাকে অভেদ ভাবনা, কেহ পৃথক ভাবনা, কেহ বা সর্ব্বাত্মক বলিয়া ভিন্ন ভিন্নরূপে আমার আরাধনা করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি, হোম; আমি এই জগতের পিতা, মাতা, পিতামহ ও বিধাতা; আমি জ্ঞেয়, পবিত্র বস্তু, ওঁকার, সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ স্বরূপ; আমি কর্ম্মফল, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাসস্থল, রক্ষক, সুহৃদ, প্রভাব, প্রলয়, আধার, স্থান, নিধান ও অব্যয় বীজ; আমি উত্তাপ প্রদান ও বারি আকর্ষণ এবং পুনরায় বারি বর্ষণ করি; আমি অমৃত ও মৃত্যু এবং সৎ ও অসৎ স্বরূপ।

ত্রিবেদ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর, সোমপায়ী, বিগতপাপ, মহাত্মগণ যজ্ঞ দ্বারা আমার সৎকার করিয়া সুরলোক লাভের অভিলাষ করেন; এবং পরিশেষে সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। তৎপরে নানাপ্রকার সুখভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে তাঁহারা পুনরায় মর্ত্ত্য ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেন, এইরূপে স্বর্গ কামনায় বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সংসারে বারম্বার গমনাগমন করিতে হয়।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাঽভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

যাঁহারা অনন্যচিত্তে চিন্তা করিয়া আমার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, আমি সেই সকল নিত্যযুক্ত মদেকনিষ্ঠ পুরুষদিগকে যোগ (অপ্রাপ্ত বিষয়) ও ক্ষেম (তৎরক্ষণ) প্রদান করিয়া থাকি। অর্থাৎ যে সকল ভক্ত একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত আর কোন বিষয়েরই, এমন কি নিজ দেহযাত্রা নির্ব্বাহেরও চিন্তা করেন না, ভগবান্ তাঁহাদের সমস্ত বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। অপ্রাপ্ত অন্ন বস্ত্রাদির সংস্থান এবং তৎসমুদয় রক্ষণাবেক্ষণের ভারও ভক্তের ভগবান্ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কথিত আছে, পরম ভক্ত অর্জ্জুন মিশ্র গীতার শ্লোকের টীকা লিখিতে ছিলেন। গীতার শ্লোকে "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।" দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বহাম্যহম্—অহং বহামি অর্থাৎ আমি ধনধান্যাদি স্বয়ং বহন করি বা বহন করিয়া লইয়া গিয়া ভক্তের দ্বারে উপস্থিত হই;—ইহা কখনও হইতে পারে না। ভগবান্ স্বয়ং কেন বহন করিবেন? নিশ্চয়ই ইহা লিপিকারের ভ্রম। দদাম্যহম্ স্থানে বহাম্যহম্ লেখা হইয়াছে। দদাম্যহম্—অহং দদামি,—আমি প্রদান করি, ইহাই হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি "বহাম্যহম্" কাটিয়া তৎস্থানে "দদাম্যহম্" লিখিয়া, টীকা করিলেন।

পরদিন মিশ্র পত্নী প্রাতঃকালেই সুদরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্জ্জুন মিশ্রকে বলিলেন, আজ গৃহে তণ্ডুলকণাও নাই! পুঁথিপত্র ছাড়িয়া একবার অন্ন সংগ্রহের চেষ্টা করুন, নতুবা আজ উপবাসী থাকিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ পত্নী একবার বলিলেন, মিশ্র গীতার টীকা লেখায় ব্যস্ত! তাঁহার কথা কানে গেল না। কিয়ৎকাল পরে গৃহিণী আসিয়া দেখিলেন, তখনও মিশ্র নিবিষ্ট মনে সেইরূপ ভাবেই পুঁথি লিখিতেছেন। তখন আবার সেই কথা বলিলেন। মিশ্র কোন উত্তর দিলেন না। গৃহিণী নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন। পরে পুনরায় আসিয়া দেখিলেন, তখনও তেমনই নিবিষ্ট! গৃহিণী কিঞ্চিৎ চিন্তিত ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, হে প্রভো! আমার প্রতি কৃপা করুন, আজ গৃহে তণ্ডুলকণাও নাই, আহারের সময় আমি আপনাকে কি দিয়া

পরিতুষ্ট করিব ? ক্ষুধার ন্যায় পরম শত্রু আর নাই! ক্ষুধা শান্তি না হইলে অবশ্য করণীয় ভগবচ্চিন্তারূপ অমৃতও বিষের ন্যায় প্রতীয়মান্ হয়। অতএব আপনি কৃপা পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অন্ন সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করুন।

গৃহিণীর মিষ্ট ভৎর্সনায় মিশ্র গামছা কাঁধে লইয়া বাহির হইলেন। এবং অন্নের চেষ্টায় বহুদুর পর্য্যন্ত গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মিশ্র বাহির হইবার দণ্ড দুই মধ্যে পরিপূর্ণাঙ্গ অতি সুকোমল অপরূপ রূপবান্ শ্বেত কৃষ্ণ দুইটী অপূর্ব্ব বালক দুই ভার খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া মিশ্র গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "লও গো লও—মিশ্র মহাশয়ের এই সমুদয় জিনিস লও।" গৃহিণী বাহিরে আসিয়া দুই ভাবে অপবিমেয় খাদ্য দ্রব্যাদি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বালকদ্বয়ের অপরূপ রূপ দেখিয়া তাঁহাব বিস্ময়ের সীমা বহিল না! ভাবিলেন, তাই ত এমন ভদ্র ঘরের ছেলেদেব দ্বারা এত সব জিনিস পাঠান ভাল হয় নাই। প্রকাশ্যে বলিলেন, তোমরা কাদের ছেলে বাছা ?

তাঁহারা বলিলেন, গোপ।

গৃহিণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দ্রব্যগুলি লইবার উপক্রম করিলে তাঁহাবা বলিলেন, কোন স্থানে রাখিতে হইবে বলুন, আমরা রাখিয়া দিতেছি।

তাহা বলিয়া তাঁহাবা মিশ্র পত্নীর নির্দ্দেশ মত দ্রব্য সমুদয় গৃহে রাখিতে লাগিলেন। গৃহিণী বালকদ্বয়েব রূপে মোহিত হইয়া তাহাদের শবীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ কবিতে ছিলেন। দেখিলেন, জগন্মনোহর কৃষ্ণবর্ণ বালকটীর পৃষ্ঠদেশে আঁচড়েব দাগ, তাহা হইতে রক্ত বহিয়া পড়িতেছে! তাহা দেখিয়া মিশ্র-পত্নী অতিমাত্র স্নেহে কাতর হইয়া বলিলেন, "আহা হা! বাছা! তোমাব পৃষ্ঠে এমন আঘাত লাগিল কেমন করিয়া ?" বালক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মিশ্র মহাশয় লেখনী দ্বারা আমাকে এইরূপে আঘাত করিয়াছেন।

তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ! বল কি ? মিশ্র ? মিশ্রের এমন নিষ্ঠুরতা ত কখনও দেখি নাই! তোমাদের মত এমন সুকোমল নয়নমনোরম অপূর্ব্ব বালককে আঘাত করে; এমন নিষ্ঠুর কে আছে ? আচ্ছা তিনি ঘরে আসুন, তাঁহার এমন নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ স্বরূপ আমি

উপবাসী থাকিব। তোমরা বাছা বিশ্রাম কর। আমি রান্না করি; রান্না হইলে তোমরা আহার করিয়া যাইবে।

তাঁহাবা বলিলেন না মা—আমাদের অনেক কাজ। আরও অনেক স্থানে ভার লইয়া যাইতে হইবে; আমরা গোপের ছেলে, ভার বহাই আমাদের কাজ।

ইহা বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। মিশ্র-পত্নী অতি কাতরভাবে অনিমেষ লোচনে তাঁহাদিগকে দর্শন কবিতে লাগিলেন। তাঁহারা যখন দৃষ্টির অন্তরাল হইলেন, তখন গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, অপরিমিত ভোজ্য দ্রব্যে গৃহ পরিপূর্ণ! ভাবিলেন, মিশ্র এত দ্রব্য কোথায় পাইলেন? আব এই বালকদ্বয়ই বা এত দ্রব্য আনিল কেমন করিয়া? দুই ভাবে কি এত দ্রব্য একবারে আসে? বালকদ্বয় এক এক ভারে এত দ্রব্য আনিয়াছে? বিস্ময়ে তাঁহাব হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল!

যাহাহউক, নানাপ্রকাব চিন্তা কবিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়া রন্ধন কার্য্যে গমন করিলেন। মিশ্রের জন্য নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া অপূর্ব্ব খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মিশ্র মহাশয় বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরে অতি শুষ্কবদনে গৃহে আগমন করিয়া বলিলেন, "সতি! ভগবদিচ্ছায় আজ আর কিছুই পাওয়া গেল না!"

মিশ্র পত্নী বলিলেন, সে কি! তুমি ত দুই ভার খাদ্য দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছ; শ্বেত কৃষ্ণ অপরূপ রূপলাবণ্যময় দুইটী গোপবালক এই সমুদয় দ্রব্য দিয়া গেল। কৃষ্ণবর্ণ বালকটীকে তুমি লেখনী দ্বারা এমন আঘাত কবিয়াছ যে, তাহার পৃষ্ঠদেশ দিয়া রক্ত পড়িতেছে! তুমি এমন নিষ্ঠুর বলিয়া জানিতাম না। যাহাকে দেখিলে মনঃপ্রাণ গলিয়া যায়, যাহার মধুরিম মূর্ত্তি প্রাণে অপূর্ব্ব শান্তি দান করে, তাহাব গায়ে হাত উঠিল কেমন করিয়া?

মিশ্র অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সে কি? তুমি কি বলিতেছ আমি কিছুই বুঝিতেছি না। কৈ কি দ্রব্য দেখি,—বলিয়া মিশ্র উঠিয়া গিয়া গৃহে অপূর্ব্ব অতি মূল্যবান্ অপরিমেয় ভোজ্যদ্রব্য দেখিয়া কিয়ৎকাল বিস্মিত হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, লেখনী দ্বারা মারিয়াছি?—"অহো! ধন্য গৃহিণী, তুমিই ধন্য! হতভাগ্য আমি তাঁহাদের দর্শন পাইলাম না!" বলিয়া

হত হইয়া পড়িয়া গেলেন! বহুক্ষণ পরে গৃহিণীর শুশ্রূষায় চৈতন্য লাভ করিলে, গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি?

তিনি বলিলেন, আমি গীতার শ্লোকের "বহাম্যহম্" কাটিয়া "দদাম্যহম্" করিয়াছি। ধন্য তুমি, তাঁহাদের রূপ দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছ, তাঁহারা গোপ-বালক রামকৃষ্ণ! এখন বুঝিতেছি গীতা তাঁহার শরীর! গীতার বাণী তাঁহার শ্রীমুখেরই বাণী! হায়! আমার পাণ্ডিত্যাভিমান—সাধন গর্ব্ব,—তোমার পদরজের তুল্যও নহে! তুমি স্ত্রী বলিয়া সঙ্কুচিত হইও না, তুমিই ধন্য! ধন্য প্রভো! তুমি এমনই করিয়া যোগক্ষেম স্বয়ং বহন কর! অধম আমি তোমার ভক্ত না হইলেও আমাকে শিক্ষা দিবার জন্যই আজ আমার গৃহেও উপস্থিত হইয়াছ! এমন অধম আমি যে তোমার চিন্তা না করিয়া অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মরি! তুমিই যে একমাত্র অন্নদাতা, তাহা ভুলিয়া যাই! প্রভো! প্রভো! প্রভো! আমার বলিবার কিছুই নাই! আমায় প্রাণ দাও, মন দাও, শক্তি দাও, যেন তোমাতে মগ্ন হইয়া থাকি।

ইহা বলিয়া হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! শব্দে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন!

যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ আমারই পূজা করিয়া থাকে।

আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা, ইহা না জানিয়া জীবগণ পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াত করে।

দেবব্রত-পরায়ণ ব্যক্তিরা দেবগণ, পিতৃব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ পিতৃগণ ও ভূত সেবকেরা ভূত সকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
অহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

পত্র, পুষ্প, ফল বা জল, যিনি যাহা ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে দান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির শ্রদ্ধা প্রদত্ত পদার্থ প্রীতি পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর,—ভোজন কর বা হোম কর, দান বা তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে। তাহা হইলে কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং কর্ম্মার্পণরূপ যোগযুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাঽপ্যহম্॥

আমি সর্ব্বজীবের পক্ষেই একরূপ, কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নাই। যাহারা ভক্তি পূর্ব্বক আমার আরাধনা করে, তাহারা আমাতেই অবস্থান করিয়া থাকে এবং আমিও তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্॥
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

যদি কোন ব্যক্তি নিতান্ত দুরাচার হইয়াও অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে; কারণ তাহাব অধ্যবসায় অতি সুন্দর।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

হে কৌন্তেয়! সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্য শান্তি লাভ করে। তুমি নিশ্চয় জানিও আমাব ভক্ত কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তিপরায়ণ রাজর্ষিগণের কথা দূরে থাকুক, যাহারা নিতান্ত পাপাত্মা (পাপযোনিসম্ভূত), কৃষি ব্যবসায় নিরত বৈশ্য, অধ্যয়ন বিরহিত শূদ্র এবং বিচালিতাবুদ্ধি স্ত্রীগণও আমাকে আশ্রয় করিলে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে।

হে অর্জ্জুন! তুমি এই অনিত্য অসুখকর লোক প্রাপ্ত হইয়া আমার আরাধনা ও আমাকে নমস্কার কর। আমাতে মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও এবং সর্ব্বদা আমার পূজা কর। তুমি এইরূপে আমাতে আত্মা সমাহিত করিলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

দশম অধ্যায়।

বিভূতি যোগ।

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইতেছ; এজন্য তোমার হিতকামনায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

মহর্ষি ও সুরগণও আমার প্রভাব অবগত নহেন; কারণ আমি সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের আদি। যিনি আমাকে অনাদি, জন্মবিহীন ও সকল লোকের ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি জীবলোকে মোহ বিরহিত ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

আমি বুদ্ধি, জ্ঞান, ব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম,

মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা; সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশঃ ও অযশঃ। প্রাণিগণের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বতন সনকাদি চারি জন ও ভৃগু প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি এবং মনু সকল আমারই প্রভাব সম্পন্ন ও আমারই মন হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই লোক ও প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন।

যিনি আমার এই বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন। তিনি সংশয়রহিত জ্ঞান প্রাপ্ত হন।

পণ্ডিতগণ আমাকে সকলের কারণ ও আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত জানিয়া প্রীতমনে আমার অর্চ্চনা করেন। তাঁহারা আমাতে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত হন এবং আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া একান্ত সন্তোষ ও শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

যাহারা এইরূপে একাগ্রচিত্তে প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাহাদিগকে এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।

আমি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশীল জ্ঞান প্রদীপ দ্বারা (তাঁহাদের) অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করি।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত দেবল ও বেদব্যাস তোমাকে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, দিব্য, আদি দেব ও অজ বলিয়া থাকেন, তুমিও আপনাকে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিলে, তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেব ও দানবগণ তোমাকে সম্যগ্ অবগত নন; তুমি আপনিই আপনাকে বিদিত হইতেছ। হে দেবদেব! হে ভূতভাবন! তুমি যে সমস্ত বিভূতি দ্বারা এই লোক সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, এক্ষণে সেই সকল দিব্য বিভূতি কীর্ত্তন কর। আমি কিরূপে তোমাকে সতত চিন্তা করিয়া অবগত হইতে সমর্থ হইব এবং কোন

কোন পদার্থেই বা তোমাকে চিন্তা করিব? এক্ষণে তুমি সবিস্তারে পুনরায় আপন ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি কীর্ত্তন কর। তোমার এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি হইতেছে না।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই। অতএব এক্ষণে প্রধান প্রধান বিভূতি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর; আমি আত্মারূপে সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থান করিতেছি। আমি সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও অন্ত স্বরূপ।

আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সমুজ্জ্বল সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র, বেদের মধ্যে সাম, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে মন ও ভূতগণের মধ্যে চৈতন্য। আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ রাক্ষসের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু, পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনাদিগের মধ্যে কার্ত্তিকেয় ও জলাশয় সকলের মধ্যে সাগর। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য সকলের মধ্যে ওঁকার, যজ্ঞ সমুদয়ের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষ সকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ ও সিদ্ধগণের মধ্যে মহামুনি কপিল। আমি অশ্বগণের মধ্যে অমৃত-মন্থনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, মাতঙ্গ মধ্যে ঐরাবত, মনুষ্য মধ্যে রাজা, আয়ুধ মধ্যে বজ্র, ধেনুগণ মধ্যে কামধেনু। আমি প্রাণিগণের উৎপত্তির হেতু কন্দর্প, সবিষ ভুজঙ্গগণের মধ্যে বাসুকি, নির্ব্বিষ ভুজঙ্গগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, নিয়মীদিগের মধ্যে যম ও দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ। আমি গণনাকারীদিগের মধ্যে কাল, মৃগগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র, পক্ষীদিগের মধ্যে বৈনতেয়, বেগবান্দিগের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে দাশরথী রাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর, স্রোতস্বিনীগণের মধ্যে জাহ্নবী।

আমি সৃষ্ট পদার্থ সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত, বিদ্যা সকলের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, বিবদমান তার্কিকগণের কথা সমূহের মধ্যে বাদ, অক্ষর সকলের মধ্যে অকার ও সমাস মধ্যে দ্বন্দ্ব।

আমি অনন্তকাল, সর্ব্বতোমুখ বিধাতা, সর্ব্বসংহারক মৃত্যু ও অভ্যুদয় লাভের যোগ্য প্রাণিগণের অভ্যুদয়, নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি,

মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত, প্রতারকদিগের মধ্যে আমি দ্যূতরূপ ছল, তেজস্বীদিগেব তেজ, বিজয়ীদিগের জয়, ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়, সত্ত্ব-গুণযুক্ত পুরুষদিগের সত্ত্ব, বৃষ্ণিবংশীয়গণেব মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস ও কবিগণের মধ্যে শুক্র ; শাসনকর্ত্তাদিগের দণ্ড, জয়াভিলাষীদিগের নীতি, গোপ্য বিষয়ের মধ্যে মৌনভাব, জ্ঞানবান্‌দিগের জ্ঞান ও সর্ব্বভূতের বীজ স্বরূপ।

হে অর্জ্জুন! এই চরাচর ভূত আমা হইতে স্বতন্ত্র নয়। অর্থাৎ ভূত সকলের মূল কারণ চেতন স্বরূপ আমি। আমা ব্যতীত চরাচরে উৎপন্ন হইতে পারে, এমন কোন বস্তু নাই। সুতরাং আমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই। হে পার্থ! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহা আমার বিভূতির অতি সংক্ষেপ বর্ণনা মাত্র। বস্তুতঃ যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্য ও প্রভাববল-সম্পন্ন সেই সমস্তই আমার প্রভাবের অংশ দ্বারা সম্ভূত হইয়াছে।

হে অর্জ্জুন। আব অধিক জানিবাব প্রয়োজন নাই, শুদ্ধ, এই মাত্র জানিয়া রাখ, যে, আমি আমার একাংশ দ্বারা এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ধাবণ করিয়া অবস্থান করিতেছি।

-(০)-

একাদশ অধ্যায়।

বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি আমাব প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া যে পরম গুহ্য আত্মা ও দেহ প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তন করিলে তদ্দ্বারা আমার ভ্রান্তি দূব হইয়াছে। আমি তোমার মুখে ভূতগণের উৎপত্তি, লয় এবং তোমার অক্ষয়

মাহাত্ম্য সবিস্তারে শ্রবণ করিলাম। হে পুরুষোত্তম! তুমি আপনার যে ঐশিক-রূপের বিষয় যেরূপ কীর্ত্তন করিলে, আমি তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করি। কিন্তু তুমি যদি আমাকে তাহা দর্শন করিবার সম্যক্ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই অবিনাশী নিত্যরূপ প্রদর্শন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি আমার নানা বর্ণ ও নানা প্রকার আকার বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ প্রত্যক্ষ কর। দেখ, আমার দেহে আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদগণ, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য বহুতর বস্তু, চরাচর বিশ্ব এবং অন্য যাহা কিছু অবলোকন করিবার বাসনা থাকে, তাহাও অবলোকন কর।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥

কিন্তু তুমি এই সামান্য চক্ষু দ্বারা আমার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে না; আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা আমার ঐশরূপ দর্শন কর।

অনেক বক্ত্রনয়নমনেকাঽদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যাঽনেকোদ্যতায়ুধম্॥
দিব্যমাল্যাঽম্বরধরং দিব্যগন্ধাঽনুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥

অনন্তর মহাযোগেশ্বর হরি, পার্থকে বহুমুখ ও বহু নয়ন বিশিষ্ট দিব্যালঙ্কার ভূষিত, দিব্যায়ুধধারী, দিব্যমাল্য ও অম্বরশোভিত, দিব্যগন্ধচর্চ্চিত, সর্ব্বতোমুখ, অদ্ভুতদর্শন,, পরম ঐশিকরূপ প্রদর্শন করিলেন।

যদি নভোমণ্ডলে এককালে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয়, তাহা হইলেও তাঁহার তৎকালীন তেজঃপুঞ্জের সমতুল্য হইতে পারে না।

ধনঞ্জয় তাঁহার দেহের একাংশ মধ্যে নানা প্রকারে বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন জগৎ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও পুলকে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে

নমস্কাব পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব! তোমাব এই বিশ্বরূপ দেহে দেবতাগণ, স্থাবরজঙ্গম ও ভূত সকল, কমলাসনস্থ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ঋষি ও সর্পগণকে দেখিতেছি।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নাঽন্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তাঽনলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥

হে বিশ্বেশ্বব! তোমাকে বহু বাহু, বহু উদব, বহু মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট অনন্তরূপ-ধারী দর্শন কবিতেছি। তোমাব অন্ত, মধ্য ও আদি দেখিতে পাইতেছিনা। কিরীট, গদা ও চক্রবিশিষ্ট, তেজস্বরূপ সর্ব্বথা প্রকাশমান, দর্শনাতীত অগ্নি ও সূর্য্যেব ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ও অপ্রমেয় স্বরূপ তোমায় দর্শন কবিতেছি।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥
আদিমধ্যাঽন্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥

তুমি অক্ষর, পবব্রহ্ম, জ্ঞাতব্য, বিশ্বেব একমাত্র আশ্রয়, নিত্য, সনাতন ধর্ম্ম প্রতিপালক ও অনন্তবীর্য্য; তুমি উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশবর্জ্জিত; অনন্ত প্রভাব-শালী ও অনন্ত বাহু; সূর্য্য চন্দ্র তোমাব নেত্র; তোমাব মুখমণ্ডলে যেন প্রদীপ্ত হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে; তুমি নিজ তেজে সমস্ত জগৎকে সন্তপ্ত করিতেছ। তুমি একাকী হইলেও স্বর্গ, মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ ও দিকসমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, তোমাব এই অদ্ভুত ও উগ্রমূর্ত্তি দর্শন কবিয়া লোকত্রয় ভীত হইতেছে। সুরগণ শঙ্কিত মনে তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন, কেহ কেহ বা আমাদিগকে রক্ষা কর বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন। সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্বস্তি বচনে তোমার স্তব কবিতেছেন। রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ,

অসুর, বিশ্বদেব, সিদ্ধগণ ও অশ্বিনীকুমার দ্বয় তোমাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছেন।

হে মহাবাহো! তোমার এই মহৎ ও বহুনেত্রযুক্ত বহু মুখমণ্ডল, বহু বাহু, বহু উরু, বহু পদ, বহু উদর, বহুদংষ্ট্রাবিকাশক ভয়াবহ বিশ্বরূপ দেখিয়া সমস্ত জীব ভীত হইয়াছে এবং আমিও ভয় পাইয়াছি। হে বিষ্ণো! তোমার নভোমণ্ডলব্যাপী মহাতেজস্বী নানাবর্ণ বিশিষ্ট বিস্ফারিত মুখমণ্ডল ও প্রদীপ্ত বিশাল নেত্রবিশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমি কোন ক্রমেই ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছিনা।

হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও, তোমার কালাগ্নিসন্নিভ দংষ্ট্রাকরাল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছে, আমি কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারিতেছি না।

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও অন্যান্য মহীপালবৃন্দ, আমাদের আত্মীয় যোদ্ধৃবৃন্দের সহিত তোমার ভয়ঙ্কর বদন বিবরে প্রবেশ করিতেছেন! তন্মধ্যে কাহারও মস্তক চূর্ণীকৃত, কেহ বা তোমার বিশাল দশনসন্ধিতে সংলগ্ন হইয়াছে! যেমন নদীপ্রবাহ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সকল বীরপুরুষ তোমার অতি প্রদীপ্ত মুখ মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। যেমন সমৃদ্ধ বেগশালী পতঙ্গগণ মরণের নিমিত্ত অতি প্রদীপ্ত হুতাশন মধ্যে আত্মাহুতি দান করে (ঝাঁপাইয়া পড়ে); তদ্রূপ এই সমস্ত লোক নিজ নিজ মরণের নিমিত্ত অতিবেগে তোমার মুখ বিবরে প্রবেশ করিতেছে!

> লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
> তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥

হে বিষ্ণো! তুমিও যেন সমগ্র লোকের গ্রাসাভিলাষী হইয়া নিজ প্রদীপ্ত বদন বিস্তার পূর্ব্বক বীরগণকে ভক্ষণ করিতেছ; তোমার অত্যুগ্র দীপ্তি সমস্ত জগৎকে সন্তপ্ত করিতেছে!

হে ভগবন্! এই উগ্রমূর্ত্তিধারী তুমি কে, তাহা আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। সর্ব্বকারণস্বরূপ তোমাকে

জানিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে, কেননা তোমার প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধোলোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বামিতি ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥

ভগবন্ কহিলেন, আমি লোকক্ষয়কাবী সাক্ষাৎ কাল। আপাততঃ দুর্য্যোধনাদিকে ভক্ষণ করিবার জন্য প্রবৃত্তি হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধ্গণের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবেনা।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥

অতএব তুমি যুদ্ধার্থ সমুত্থিত হও, বিজয়-যশোরাশি লাভ কর; শত্রুবর্গকে পরাভব করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে সব্যসাচিন্! দেখিলে ত তোমার যুদ্ধ করিবাব পূর্ব্বেই (তোমার) শত্রুগণকে আমি সংহার করিয়া রাখিয়াছি; যাহা হউক, তুমি তাহাদেব মবণের নিমিত্তমাত্র হও।

দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ আদিকে আমি স্বরূপতঃ বধ করিয়া রাখিয়াছি; তুমি বাহ্যতঃ,তাহাদিগকে বধ কর; ব্যথিত হইওনা, যুদ্ধ কর। তুমি নিশ্চয়ই এই সংগ্রামে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! কিরীটী অর্জ্জুন ভগবানের এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতকলেবরে অত্যন্ত ভীতিবিহ্বলচিত্তে নমস্কার পূর্ব্বক নম্রতাসহ গদ্গদভাবে বলিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমাব মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে সমস্ত জগৎ যে প্রহৃষ্ট হয় ও অনুরাগ লাভ করে; এবং রাক্ষসকুল যে ভয়ে দিগদিগন্তে পলায়ন ও সিদ্ধ মহাত্মগণ যে তোমাকে নমস্কাব করে, এ সমস্ত যুক্তিযুক্ত।

হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মারও গুরু ও জনক। তোমাকে দেবগণ কেনইবা নমস্কাব না করিবেন? হে ভগবন্! তুমি সৎ, তুমি অসৎ; আবার তুমি উভয়েরই অতীত অক্ষর ব্রহ্ম।

হে অনন্তরূপ! তুমিই আদিদেব; তুমিই পুরাণপুরুষ; তুমিই বিশ্বের একমাত্র

নিধান, তুমিই সর্ব্বজ্ঞ, তুমিই জ্ঞেয় বস্তু, তুমি পরম ধর্ম্ম ও বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমান।

হে ভগবন্! বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি ও প্রপিতামহরূপ সকল দেবতাই তুমি। তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার করি। হে ভগবন্! তোমাকে পুনঃ বারম্বার নমস্কার করি।

হে সর্ব্ব-স্বরূপ! আমি তোমাব সম্মুখভাগে, পশ্চাতে ও চতুষ্পার্শ্বেই নমস্কার কবি। তুমি অনন্তবীর্য্য ও অমিতবিক্রম; এবং তুমি জগতের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান্। এইজন্য তুমি সর্ব্ব নামে অভিহিত হইয়া থাক।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাঽপি॥

হে ভগবন্! তোমার এই বিশ্বরূপ ও ঐশ্বর্য্য মহিমা না জানিয়া, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! এইরূপ লৌকিক সম্বন্ধ বুদ্ধিতে যাহা কিছু সামান্য (মর্য্যাদা হীন) ব্যবহার করিয়াছি, তজ্জন্য তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

হে অচ্যুত। তোমার বিহাব, শয্যা, আসন ও ভোজন কালে, অথবা যখন তুমি একাকী থাকিতে, কিম্বা যখন তুমি অন্যান্য বন্ধুবর্গ মধ্যে অবস্থান করিতে, তখন পরিহাসচ্ছলে তোমায় কত তিবস্কার করিয়াছি; তুমি অপ্রমেয়, তজ্জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

হে অনুপম প্রভাবশালিন্! তুমি এই চবাচব সমস্ত লোকের পিতা, পূজ্য ও গুরু; এবং তুমি গুরু হইতেও গুরুতর; ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেহ নাই। তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেইবা হইতে পারে?

অতএব দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক তোমাকে সকলের বন্দনীয় জানিয়া তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। যেমন পিতা পুত্রের, সখা মিত্রের, পতি পত্নীর অপবাধ ক্ষমা করেন, তদ্রূপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

হে দেবেশ! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু ভয়ে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। অতএব হে জগন্নিবাস! তোমার সেই মনোহর পূর্ব্ব রূপ দেখাও এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

হে ভগবন্! কিরীটযুক্ত ও গদাচক্রহস্ত, তোমাব সেই পূর্ব্ব রূপ দর্শনের অভিলাষী হইয়াছি। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! এক্ষণে তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াই আমি আত্ম-যোগবলে তোমাকে এই বিশ্বাত্মক অপূর্ব্ব, অনাদি, অনন্ত ও তেজোময় রূপ দেখাইলাম; আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন এপর্য্যন্ত আর কেহ দেখিতে পায় নাই।

হে কুরুপ্রবীব! মনুষ্যলোক মধ্যে বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান, বা যথেষ্ট দান, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া, কিম্বা অত্যুগ্র তপস্যা দ্বারাও আমাব এ রূপ, তুমি ভিন্ন আর কেহই দর্শন কবিতে সমর্থ হয় নাই।

হে অর্জ্জুন! আমাব এই ঘোররূপ দর্শনে ব্যথিত বা বিমোহিত হইও না। তুমি নির্ভয় ও প্রসন্নচিত্তে আমাব পূর্ব্ব রূপই দর্শন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিয়া পুনর্ব্বাব সৌমমূর্ত্তি ধাবণ পূর্ব্বক নিজ রূপ দেখাইয়া ভয়বিহ্বলচিত্ত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত কবিলেন।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌমং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তোমাব এই সৌম মানুষ রূপ দর্শনে আমি শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম।

ইহাই মানুষেব স্বভাব। মানুষ অলৌকিক একটা কিছু দেখিয়া বিস্মিত, ভীত ও ভয়পূর্ণ ভক্তিযুক্ত হয় বটে; কিন্তু তাহাতে তাহাব হৃদয়েব পূর্ণভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতিব পরিচয় পাওয়া যায় না। ভয় থাকিলে পূর্ণ প্রীতি শ্রদ্ধা হয় কি? একটা জিনিস একস্থান অধিকাব করিলে অন্য পদার্থ সেস্থানে থাকিতে পারে না। বস্তুব স্থানাবরোধকতা গুণ আছে। সুতরাং যে যেখানে স্থানলাভ করে অন্য পদার্থ তথায় থাকিতে পারে না। আর পাশাপাশি সঙ্কুচিত হইয়া অবস্থান কবিলে তাহা যে পূর্ণত্ব লাভ করিতে পাবে না, তাহা না বলিলেও চলে। যতগুলি

পদার্থ ঐরূপ সঙ্কুচিত ভাবে পাশাপাশি রাখা যাইবে ততগুলিরই অঙ্গহানিত্ব বা পূর্ণবিস্তৃতি লাভের অন্তরায় ঘটিবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

আমি যদি কাহাকেও সখা বলিয়া চিরকাল প্রীতি প্রেমে আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়া আসি, আমারই মত মানুষ বলিয়া ঠাট্টা, বিদ্রূপ, পরিহাস, সুখেদুঃখে হাসি কান্না, সাহায্য সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আসি, আজ যদি তাহাতে অলৌকিকত্ব কিছু দেখি; সে অলৌকিকত্বে যদি আমার হৃদয় ভয়ে পূর্ণ হইয়া উঠে, তবে তৎক্ষণাৎ আমার পূর্ব্বভাব সঙ্কুচিত হইবে; আমি ভয়বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহাকে আর আমার তত সহজপ্রাপ্য বলিয়া মনে করিব না। তখন হইতেই আমি ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে অবস্থান করিব। কেননা, তাহার অলৌকিকত্ব আমাতে নাই। যে অলৌকিকত্ব আমায় ভীতি প্রদর্শন করে, তাহা সমান প্রীতি শ্রদ্ধা জাগাইতে পারে না। এই জন্য, সমানে সমানে যেমন প্রীতি প্রেম জাগে, যেমন ভালবাসা আন্তরিকতা পরিস্ফুট হয়; সমানে অসমানে তেমন হয় না। মনে করুন, লাট-সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তিনি আমাকে ভালবাসেন, আমিও তাঁহাকে ভালবাসি। বন্ধুত্বের গাঢ়ত্বও খুব বেশী। উভয়েই উভয়কে "তুমি তুমি" বলিয়া কথা কহি, উভয়েই উভয়ের দোষ দেখিয়া উভয়কেই রূঢ় কথা বলিতেও সঙ্কুচিত হই না। হাস্য পরিহাস, আচার ব্যবহারে উভয়েই তুল্য আচরণ করিয়া আসিতেছি। আজ যদি দেখি, যাঁহাকে এতদিন বন্ধু বলিয়া কত হাস্য পরিহাস, বিদ্রূপ, ভৎর্সনা করিয়া আসিয়াছি, তিনি বন্ধু নহেন লাট সাহেব! তিনি আমায় লাট সাহেবীত্ব প্রদর্শক নানা শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া আপন মহত্ব প্রদর্শন করিতেছেন! তখনই আমার মন সঙ্কুচিত হইবে। তখনই আমি "নহি বিশ্বাস কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" বলিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিব। আমার হাস্য পরিহাসের মাত্রা কমিয়া আসিবে। আমি ভয়ে ভয়ে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব।

এই জন্য অর্জ্জুন বলিলেন, আমি বড় ভয় পাইয়াছি, তোমার ওরূপ সম্বরণ কর। তুমি আমার যেমন সখা, সেই মানুষরূপ ধারণ কর; তোমাতে আমাতে সমান হই এস। কারণ, সমানে অসমানে প্রেম হয় না। তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমাকে ছোট বলিয়া ঘৃণা করিওনা, আমার মত হইয়া আমাকে ভালবাস, তবে তোমার ভালবাসার মত আমারও ভালবাসা পাইবে। প্রেম

সামঞ্জস্যের ইহাই প্রকৃষ্ট বিধান। ইহাতেই হৃদয়-ঢালা ভালবাসা পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। ভগবানের অন্য কোন অবতারে এমন মানুষীভাব নাই। সে জন্য মানুষের হৃদয়ঢালা ভালবাসাও তাঁহাতে নাই। যাহা আছে তাহা ভয়মিশ্রিত ভক্তির সঙ্কোচ ভাব!

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলায় হয় অনুরূপ॥

তিনি কত ছোট হইয়াছেন,—একবারে রাখাল। গরু চরান, রাখাল বালক গণের সহিত খেলা, তাহাদিগকে কাঁধে করা, তাহাদের কাঁধে উঠা, তাহাদিগকে খাওয়ান, তাহাদের এঁটো খাওয়া,—একবারে রাখাল বালক! অভিমান নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, ঈশ্বরত্ব নাই, একবারে খাঁটী নবশিশু, খাঁটী রাখাল বালক। তাহারা যাহা খায়, তাঁহাকেও তাহাই খাওয়ায়! ছুটাছুটী, লাফালাফি, হাসি কান্না, ব্যথা বেদনায় একবারে তাহাদেরই সমসুখদুঃখী একজন! কেহ বুঝিতে পারেনা যে, কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, মহৎ হইতেও মহত্তম ভগবান্ ঈশ্বর! কারণ স্নেহ ভালবাসা, প্রীতি প্রেম আদায় করিতে হইলে সমান হওয়া চাই। গোপীরাও দেখিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাদের মতই মানুষ! অহঙ্কার অভিমান নাই, আমরা যাহা বলি তাহাই শুনে। কত ভৎর্সনা করি, কত ভয় দেখাই, তবুও বিকার নাই, বিতৃষ্ণা নাই, পায়ে ধরিয়া সাধে! বিরহ অদর্শনে কাঁদে! দেখা হইলে আনন্দে গলিয়া যায়, কত ভালবাসে! আমাদের আনন্দের জন্যই বাঁশী বাজায়! আমাদের জন্যই গোচারণে যায়। কৃষ্ণ আমাদের! আমরা কৃষ্ণের! সে প্রেমে ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই একবারে হৃদয়-ঢালা ভালবাসা!—ভালবাসার চরমোৎকর্ষ! ভালবাসার পূর্ণ পরিণতি! কৃষ্ণও তাই! তাহাদের ভালবাসায় কোন প্রকার বাধা না জন্মে, এজন্য তাহাদের লাঞ্ছনা গঞ্জনাকেও অঙ্গের ভূষণ করিয়া ফেলিলেন। তাহাদের ভালবাসা দেখিয়া মোহিত হইলেন। দেখাইলেন একবারে তিনি তাহাদের কলের—হাতের—পুতুল! যেমন নাচাইতেছে তেমন নাচিতেছেন! তাঁহার ব্যক্তিত্ব কিছু মাত্রই নাই! তিনি বলিলেন—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন,
বেদস্তুতি হইতে তাহা হরে মোর মন!

আবার প্রভাসে নন্দযশোদার কোলে বসিয়া পিতা মাতার কান্নাকেও ছাপাইয়া, যেন তাঁহাদের অদর্শনে,—বহুকাল পরে দর্শনে কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন, চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিয়া গেল! একবারে পিতা মাতার পরম দরদী মরমী পুত্র!

পাণ্ডবগণের সহিতও তাই! একবারে পিসতুত ভাই! অর্জ্জুনের পরম সখা! যুধিষ্ঠির, ভীম ও পিসীমা প্রভৃতিকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম! দ্রৌপদীর সহিত সখীভাবের অন্তরঙ্গ সম্ভাষণ! একবারে চৌদ্দপুয়া মানুষ! অর্জ্জুন এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, শ্রীকৃষ্ণ এমন জিনিস! অন্তরঙ্গতা তাঁহার সহিত এমনই ছিল! আদান প্রদানেই মানুষ মানুষকে চিনে! আদান প্রদান সমভাবে হইলে উভয়েই মুগ্ধ হয়, উভয়েই উভয়কে আপনার অন্তরঙ্গ জানিয়া জীবনে মরণে পরস্পরের সাথী হয়! ইহাই মনুষ্যত্ব। এই জন্যই অর্জ্জুন বলিলেন, হে জনার্দ্দন! তোমার ও রূপ সম্বরণ কর। আমাকে তোমার সেই সখারূপ দেখাও। এ রূপে আমি ভয় পাই; সে রূপে আমার সাহস বাড়ে, আনন্দে পুলকিত হই!

তবে কৃষ্ণ এমন ভীষণ রূপ দেখাইলেন কেন? তিনি কি নির্ব্বোধ? নির্ব্বোধ ত নিশ্চয়ই! বোধে যাঁহার বোধ হয় না, তিনি সহজেই নির্ব্বোধ! যাহা হউক, তাঁহার উদ্দেশ্য কি? তিনি অর্জ্জুনকে স্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য বিরাট সংহারক মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, আমিই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কর্ত্তা, আমিই মারিয়া রাখিয়াছি, তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও। এই জন্যই তিনি ঐরূপ দেখাইয়া অর্জ্জুনকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। নতুবা শেষ পর্য্যন্ত তিনি পাণ্ডব সখা যেমন কৃষ্ণ তেমনই ছিলেন। সেই মানুষী ভাব, সেই সারথ্য, সেই মানবীয় যুদ্ধ! একদণ্ডে যিনি লয় করিতে পারেন, তিনি যেন সর্ব্বশক্তিহীন সীমা বিশিষ্ট মানুষ! মানুষের ন্যায় প্রতিপদেই তাঁহার উদ্যম, অধ্যবসায়, যত্ন, চেষ্টা! তিনি মানুষ হইয়া আসিয়াছিলেন জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য। আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়!

জীবকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের সম ভাবাপন্ন হওয়া চাই। তাহাদেরই মত জীব হওয়া চাই। নতুবা তাহারা সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে না। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাদেরই একজন হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই জন্যই কৃষ্ণ আমাদের পরম আদর ও প্রেমের পাত্র। তাঁহার সে ভাব দেখিয়া জীবের প্রতি তাঁহার কত প্রেম, তাহার পরিচয় পাইয়া কে না মুগ্ধ হয়?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে, এ রূপ নিতান্ত দুর্ঘট। দেবতাগণও নিত্যই এই রূপ দর্শনের কামনা করিয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন। তুমি আমাব যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলে, তাহা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, অগ্নিহোত্রাদি করিয়াও কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! জীব কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমার এইরূপ তত্ব জানিতে, আমাব স্বরূপ দর্শন করিতে বা আমাতে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয়।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥

হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমাব কর্ম্মানুষ্ঠান কবে, আমার ভক্ত ও একান্ত অনুবক্ত, যে পুত্র কলত্রাদিব প্রতি আসক্তি রহিত, সর্ব্ব সঙ্গ বর্জ্জিত, যাহার কাহাবও সহিত বিরোধ নাই, সেই ব্যক্তিই আমাকে অভেদরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তিযোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি নিরন্তব ভক্তিযুক্ত হইয়া তোমার সাকাব-রূপের শরণাগত হয়, আব যে তোমার অক্ষর, অব্যক্ত ও নিগুর্ণ রূপের ধ্যান করে, এতদুভয়েব মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত ও সাত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত

হইয়া আমার সগুণ রূপের আরাধনা করেন, আমার মতে তিনিই সর্ব্বোত্তম যোগী।

আর যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন, সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠান-তৎপর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষয়, অনির্দ্দেশ্য, অচিন্তনীয়, সর্ব্বব্যাপী, হ্রাসবৃদ্ধিহীন, কূটস্থ এবং নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা আমার নির্গুণ স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। কারণ নির্গুণ ব্রহ্মলাভ করা দেহাভিমানীর পক্ষে নিতান্ত ক্লেশ সাধ্য।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

হে পার্থ! যে সকল ব্যক্তি আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্ত সমাধিযোগ দ্বারা কেবল আমারই চিন্তা ও উপাসনা করেন, আমি সেই আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণকে শীঘ্রই মৃত্যু সমাকুল সংসার সিন্ধু হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতেই মন ও বুদ্ধি সন্নিবিষ্ট কর; তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই (পরব্রহ্মে) অভেদ ভাবে অবস্থান করিবে।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥

হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে (সগুণ ব্রহ্মে) চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে আমার (লীলা) স্মরণরূপ অভ্যাস দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা কর।

যদি তাহাতেও অসমর্থ হও তাহা হইলে তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ ব্রত পূজাদি কার্য্যানুষ্ঠান করিলেও সিদ্ধি বা মোক্ষ লাভে সমর্থ হইবে।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥

যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তবে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া সংযতচিত্তে সকল কর্ম্মফল পরিত্যাগ কর।

কারণ, বিবেকশূন্য অভ্যাস যোগ অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেয়স্কর। আর এই ত্যাগেই মুক্তিরূপ শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি দ্বেষশূন্য, কৃপালু, মমতাবিহীন, নিরহঙ্কার, সুখদুঃখে সমভাব সম্পন্ন, ক্ষমাবান্, সতত প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও দৃঢ়নিশ্চয়; যিনি আমাতেই মনোবুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন তিনিই আমার প্রিয়।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

লোক সকল যাঁহা কর্ত্তৃক সন্তপ্ত হয় না এবং যিনি নিজেও কোন ব্যক্তি হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হন না, যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ শূন্য, তিনিই আমার প্রিয়।

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবর্জ্জিত, সর্ব্বারম্ভ পবিত্যাগী বা সকাম কর্ম্ম সকল পবিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ভক্তই আমাব প্রিয়। যিনি শোক, হর্ষ, দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষা, পাপ ও পুণ্য পবিত্যাগ করিয়া ভক্তিমান্ হন, তিনিই আমার প্রিয়।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথামানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

যিনি সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রু মিত্র, মান অপমান, শীত ও উষ্ণ, সুখ দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা তুল্যরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন, যিনি যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট হন, কোন স্থলেই প্রতিনিয়ত বাস কবেন না এবং স্থিবমতি ও স্থিরভক্তি সম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই আমাব প্রিয়।

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥

যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপবায়ণ হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মামৃত পান করেন, সেই ভক্তিমান্ পুরুষগণই আমার প্রিয়।

——(•)——

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

তত্ত্বজ্ঞানযোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই কয়টীর তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা কবি।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এই শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়া থাকে; যিনি ইহা বিদিত হইয়াছেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। তুমি অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ আমাকে সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে প্রভেদ জ্ঞান, তাহাই আমাব মতে প্রকৃত জ্ঞান।

এক্ষণে ক্ষেত্র যে প্রকাব ধর্ম্ম বিশিষ্ট, যে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকারযুক্ত, যেরূপে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে উদ্ভূত হয়, যে রূপে স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে বিভিন্ন হয়, স্বরূপতঃ যেরূপ এবং যে প্রকার প্রভাব সম্পন্ন তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শুন।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞেব স্বরূপ নানা প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন। ঋগাদি বেদেও এই সমস্ত বিষয়কে পৃথক পৃথক রীতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যুক্তিবাদিগণ নিশ্চয়ার্থকারিগণ এবং ব্রহ্মসূত্র পদ সকলও এই সকল কথা বিবিধ প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন।

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল বা অব্যক্ত প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচটী বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য এই কয়টী ক্ষেত্র ধর্ম্ম।

হে অর্জ্জুন! উক্ত ধর্ম্ম বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়াদি বিকারশালী ক্ষেত্র সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। অমানিত্ব, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, আর্জ্জব, আর্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মসংযম, বিষয়-বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের বারম্বার সমালোচনা, প্রীতি ত্যাগ; এবং পুত্র, কলত্র, ও গৃহাদির প্রতি অনাসক্তি, ইষ্ট ও অনিষ্টপাতে সমচিত্ততা, আমার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জনে অবস্থান, জন সমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞানপরায়ণতা ও তত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শন, ইহাই জ্ঞান; ইহার বিপরীত অজ্ঞান।

হে অর্জ্জুন! এক্ষণে মুমুক্ষুদিগের জ্ঞেয় বস্তুর বিষয় তোমাকে বলিতেছি, যাহাকে বিদিত হইলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে, সেই অনাদিমৎ পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন।

সর্ব্বতঃপাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

সর্ব্বত্রই তাঁহার কর, চরণ, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিরাজিত আছে। তিনি সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥

তিনি ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত, অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়ও তাহাদের গুণ সমূহের প্রকাশক। তিনি সর্ব্ব সম্বন্ধ বিহীন হইয়াও সমস্ত পদার্থই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সত্ত্বাদিগুণ রহিত ও তত্তদ্গুণের ভোক্তারূপে বিদ্যমান্। (অর্থাৎ তাঁহার নিজের ইন্দ্রিয় নাই; কিন্তু তাঁহার শক্তি ব্যতীত কেহই হস্তপদাদির কার্য্য করিতে পারে না। শ্রবণ, কথন, সংকল্প ও নিশ্চয় আদি এবং শ্রোত্র, বাক্, মনঃ ও বুদ্ধির ক্রিয়াও তাঁহারই শক্তিতে পরিচালিত। সেই পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় হইলেও সমস্ত ক্রিয়ার মূল তিনিই। তিনি চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন এবং শ্রুতিহীন হইয়াও শ্রবণ করেন। আবার তিনি কাহারও সঙ্গ বা সম্বন্ধযুক্ত নহেন, কিন্তু তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই ত্রিজগৎ বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। তিনি স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও গুণ সমূহের জনকরূপে বিদ্যমান্। জাগতিক সমস্ত শক্তিই তাহা হইতে অনুস্যূত। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে সমুদয় জগতের প্রাণশক্তি। তাঁহাকে অবলম্বন না করিলে জগৎ নিষ্ক্রিয় জড়মাত্র। সমস্ত পদার্থ তাঁহাতে এবং তিনি সমস্ত পদার্থে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান্।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

সমস্ত বস্তুরই বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর তিনি। স্থাবর জঙ্গমও তিনি। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জন্য অবিজ্ঞেয়। তিনি দূর হইতেও দূরে, এবং নিকট হইতেও নিকটে অবস্থান করিতেছেন।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

তিনি সর্ব্বভূতে অবিভক্ত থাকিয়াও প্রত্যেক প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়েন। তিনি ভূত সকলের ভর্ত্তা অর্থাৎ তাহাদিগকে ধারণ করিয়া আছেন এবং তিনি ভূত সকলের সংহর্ত্তা ও উৎপাদন কর্ত্তা: অর্থাৎ তিনি প্রলয়কালে সমুদয় গ্রাস করেন এবং সৃষ্টিকালে নানারূপ ধারণ করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিঃস্বরূপ; জড়বর্গরূপ তমঃ শক্তির অতীত; তিনিই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য; এবং তিনি সকলের হৃদয়েই বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছেন।

হে অর্জ্জুন। আমি তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটী সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। আমার ভক্তগণ ইহা অবগত হইয়া মদ্ভাব লাভের উপযুক্ত হয়।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥

প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই অনাদি। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকার সমূহ ও সুখদুঃখাদি গুণ সমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥

প্রকৃতিই ক্রিয়া-শক্তির মূল অর্থাৎ শবীব ও ইন্দ্রিয়গণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতি, এবং সুখদুঃখভোগ বিষয়ে পুরুষই কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(শরীবেব নাম কার্য্য। দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই কয়টী তাহার কার্য্যেব কাবণ। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিব যত কিছু কার্য্য হয়, তাহাব সমস্তই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি সুখী বা দুঃখী এই ভাব ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষেই আবোপিত হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিপ্রতপ্ত সমুজ্জ্বল লৌহপিণ্ডে, অগ্নি ও লৌহের প্রভেদ বুঝিতে পাবা যায় না; তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ, কার্য্য কাবণ ভাবে অভেদরূপে একত্র বিজড়িত ও বিবাজিত। এতদুভয়কে অনুভব ব্যতীত প্রত্যক্ষতঃ স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না।)

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু॥

ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ মায়ারূপ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া সেই প্রকৃতি জনিত সুখ দুঃখাদি ভোগ কবিয়া থাকেন, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্য বা একীকবণ সম্বন্ধ জন্যই পুরুষের সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্ম হয়।

(পুরুষ প্রকৃতির সহিত ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান কবাতে অন্তঃকবণ বৃত্তি সহযোগে সুখদুঃখাদি ভোগ কবিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক তাদাত্ম্য জন্য সত্ত্বগুণাধিকাবে পুরুষ দেবযোনিতে, রজোগুণাধিকাবে মানবদেহে ও তম-গুণাধিকারে পশ্বাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ কবে। তদাত্মতা অভিমানই ভিন্ন ভিন্ন পথেব একমাত্র কাবণ। গুণত্রয়েব সঙ্গ বর্জ্জিত হইলে অর্থাৎ আপনাকে সত্ত্বাদিগুণ হইতে নির্লিপ্ত বুঝিয়া লইতে পাবিলে যোনি ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা দূবীভূত হইয়া যায়। গুণ সঙ্গ—কাম বা বাসনা মুমুক্ষুব পক্ষে নিতান্তই পবিহার্য্য। কামনা বর্জ্জিত হইয়া কোন কার্য্য করিলে এবং গুণাদি হইতে আঁপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পাবিলে, কাহাকেও আর সুখদুঃখাদির জন্য হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট হইতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি অন্তঃকরণে নিঃসঙ্গ হইয়া যদি বাহ্যতঃ কোন প্রকার অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহাকে দেহাদি পরিগ্রহ করিতে হয় না। কেননা কার্য্যকালে কোন প্রকার ফলাভাকাঙ্ক্ষা না

থাকায় তাহাতে অভিমানরূপ যোনি ভ্রমণেব কারণ বীজস্বরূপে সঞ্চিত হইতে পায় না। তদাত্মতা অভিমানই পুরুষকে প্রকৃতি জনিত ক্রিয়ার ফলভাগী করে। যেমন কোন ব্যক্তিকে "ভূতে পাইলেও" তাহাব আত্মা তাহাব দেহেই অবস্থান করে, কিন্তু পিশাচের শক্তিতে অভিভূত হইয়া অন্তঃকরণ বৃত্তিব সহযোগিতা বা স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ কবত পৈশাচিক ভাবে পূর্ণ হইয়া পৈশাচিক কার্য্যই কবিতে থাকে। তখন ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির নাম কবিয়া গালি দিলে সে ক্রুদ্ধ হয় না। আবিষ্ট ভূতকে গালি দিলে সে তৎক্ষণাৎ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ কবে! এবং তাহার দেহে আঘাত কবিলে পর দেহকে আপনার বলিয়া অভিমানী ভূত "যাচ্চি যাচ্চি" বলিয়া চীৎকাব বা ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার একমাত্র কাবণ, সেই দেহে পিশাচের তাদাত্ম্য অভিমান। সেইরূপ দেহে, গুণে বা গুণ-সম্বন্ধযুক্ত পদার্থে তাদাত্ম্য অভিমান থাকিলেই গুণভেদানুসাবে সুখদুঃখাদি ভোগ জন্য জীবকে নানাবিধ দেহ ধারণ কবিতে হয়।)

উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাঽপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

তিনি এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও দেহ হইতে ভিন্ন; কাবণ তিনি সাক্ষীস্বরূপ, অনুগ্রাহক, বিধানকর্ত্তা, প্রতিপালক, মহেশ্বব ও অন্তর্য্যামী। শ্রুতিতে তিনি পবমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন।

যে ব্যক্তি এইরূপে পুরুষ ও সমগ্র গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত হন, তিনি শাস্ত্র সম্মত পথ অতিক্রম করিলেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ ধ্যান, কেহ কেহ সাংখ্যযোগ বা প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য দর্শিযোগ, কেহ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বা আত্মাকে বিদিত না হইয়া গুরুর উপদেশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাব উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। তাঁহারাও সেই সমুদয় উপদেশ শুনিতে শুনিতে মৃত্যুময় সংসাব অতিক্রম করিয়া থাকেন।

হে ভরতর্ষভ! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হইতেছে।

যিনি বিনাশধর্ম্মশীল স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থে আত্মাকে সমান ও নির্ব্বিকার ভাবে স্থিত ও তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শী।

কারণ, জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বররূপ আত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার হনন করেন না, তন্নিমিত্ত পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥

মায়া অর্থাৎ প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। যে বিবেকী পুরুষ ইহা বুঝিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্ দর্শী।

যদা ভূতপৃথগ্ ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥

যখন সাধক ভূত সকলকে পৃথক্ পৃথক ভাবে এক আত্মাতে অবস্থিত এবং একমাত্র আত্মা হইতেই ভূত সকলের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥

হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া পরমাত্মা অব্যয়। তিনি শরীরে থাকিয়াও তাহার সহিত লিপ্ত হয়েন না।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাঽবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥

যেমন আকাশ সকল পদার্থে অবস্থান করিলেও কোন পদার্থ দ্বারা উপলিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থান করিলেও দৈহিক দোষগুণ দ্বারা কখনই লিপ্ত, রঞ্জিত বা প্রভাবিত হন না।

যেমন সূর্য্য সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে পূর্ব্বোক্ত প্রকাবে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা বিভিন্নরূপে জানিতে পারেন এবং ভূত সমূহের কারণরূপ মায়াব অত্যন্তাভাব বুঝিতে পাবেন, তিনি কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হয়েন।

(যিনি ক্ষেত্রকে জড়, কার্য্যের কর্ত্তা, বিকারযুক্ত ও পরিচ্ছিন্ন; এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে চৈতন্তময়, অকর্ত্তা, অবিকারী ও অপরিচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পাবেন; যিনি আত্মতত্ব জ্ঞান দ্বারা ভূতপ্রকৃতি অবিদ্যা মায়ার সম্পূর্ণ উপশম কবিতে সমর্থ হয়েন; তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তি ও পরম পদ লাভ হইয়া থাকে।)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুণত্রয়বিভাগ যোগ।

হে অর্জ্জুন। যে জ্ঞান দ্বারা মুনিগণ দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হয়েন, আমি তোমাকে আবাব সেই সর্ব্বোত্তম জ্ঞান সাধন বিষয় কহিতেছি।

এই জ্ঞান সাধন করিলে সাধক আমার স্বরূপের সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে সৃষ্টিকালে জন্ম বা প্রলয়কালে ব্যথা বা লয় পাইতে হয় না।

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম।
সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥

হে ভারত! ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই আমার গর্ভাধানের ক্ষেত্রস্বরূপ। আমি তাহাতে সংকল্প রূপ জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি। তাহাতেই ভূত সকল সমুৎপন্ন হয়।

হে কৌন্তেয়! দেবাদি সমস্ত যোনিতে যে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, মায়াই তাহাদিগের মাতৃস্বরূপা এবং আমি তাহাদের গর্ভাধান কর্ত্তা পিতৃস্বরূপ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥

হে মহাবাহো! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতিজাত এই গুণত্রয় দেহ মধ্যে জীবাত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥

হে সর্ব্বব্যসনবর্জ্জিত অর্জ্জুন! সত্ত্বগুণ নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত নিতান্ত ভাস্বর ও নিরুপদ্রব; এই নিমিত্ত ইহা দেহীকে সুখী ও জ্ঞান সম্পন্ন করে। রজোগুণ অনুরাগাত্মক; এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুদ্ভূত। ইহা দেহীকে কর্ম্মে নিবদ্ধ করিয়া রাখে। তমোগুণ অজ্ঞান সমুৎপন্ন ও সকল দেহীর মোহজনক; ইহা প্রাণিগণকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা অভিভূত করিয়া রাখে।

সত্ত্বং সুখেন সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মনি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥

হে ভারত! সত্বগুণ প্রাণিগণকে সুখে মগ্ন, রজোগুণ কর্ম্মে আসক্ত এবং তমোগুণ জ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া প্রমাদের বশীভূত করে।

রজস্তমশ্চাঽভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথা॥

হে ভারত! যখন সত্বগুণ রজঃ ও তমঃকে, রজোগুণ সত্ব ও তমঃকে, এবং তমোগুণ সত্ব ও রজঃকে অভিভূত করিয়া প্রবল হয়, তখনই সত্বাদি গুণ সকল নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত॥

যখন সত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন এই দেহের সমুদয় দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ জন্মে।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥

হে ভরতর্ষভ! রজোগুণ প্রবল হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, স্পৃহা ও অশান্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে অপ্রকাশ (বিবেকভ্রংশ) অপ্রবৃত্তি (আলস্য), প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥

সত্বগুণের পরিবর্দ্ধন কালে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তবে তিনি হিরণ্য-গর্ভোপাসকদিগের প্রকাশমান উত্তম লোক প্রাপ্ত হন। রজোগুণ পরিবর্দ্ধন কালে যাহার মৃত্যু হয়, সে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য যোনিতে, এবং তমোগুণাধিক্য-কালে যে দেহত্যাগ করে, তাহার পশ্বাদি যোনিতে জন্ম হয়।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥

সাত্বিক কর্ম্মের ফল সুনির্ম্মল সাত্বিক সুখ; রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ; এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান। অর্থাৎ অজ্ঞানতা জনিত অবিচ্ছিন্ন মহাদুঃখ।

সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥

সত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজো হইতে লোভ, এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়া থাকেন। রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ মনুষ্যলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং তমোগুণশালী ব্যক্তি সমূহ জঘন্যগুণ সঞ্জাত প্রমাদ মোহাদির বশীভূত, তামসিকলোকে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥

মানব বিবেকী হইয়া গুণ সকলকে সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া নিরীক্ষণ করিলে এবং আত্মাকে গুণাতীত (গুণসম্পর্কশূন্য স্বতন্ত্র) বলিয়া বুঝিতে পারিলে (জীব) মদ্ভাব (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হয়।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥

হে অর্জ্জুন। দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ সত্বাদি গুণত্রয় পরিহার করিলে জীব জন্মমৃত্যুজরা জনিত দুঃখ অতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব। মনুষ্য কি কি চিহ্ন ও কিরূপ আচার সম্পন্ন হইলে এই তিনটী গুণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়?

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পাণ্ডব! প্রকাশরূপ জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বয়ং উদিত হইলে যিনি দ্বেষ করেন না, বা তাহাদের নিবৃত্তিরও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত পুরুষ। (অর্থাৎ কারণ উপস্থিত হইলে যদি সত্ত্ব-গুণের ক্রিয়া প্রকাশ, রজোগুণ জন্য কর্ম্মপ্রবৃত্তি বা তমোগুণ প্রভাবে মোহ উপস্থিত হয়, তবে তাহাতে যিনি দুঃখ বোধ বা বিরক্তি প্রকাশ কিংবা সুখ সাধন জন্য তন্নিবারণের চেষ্টা বা ইচ্ছাও করেন না; অর্থাৎ যিনি গুণ ক্রিয়া সমূহকে স্বপ্নদৃষ্ট অলীক ঘটনাবলীর ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জানেন, [স্বপ্নের শত্রু-মিত্রকে শত্রুমিত্র বলিয়া যিনি গ্রাহ্য করেন না] তিনি গুণাতীত পুরুষ।)

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াঽপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতি ॥

যিনি উদাসীনের ন্যায় সমাসীন হইয়া সুখ দুঃখাদি গুণকার্য্য দ্বারা বিচলিত হন না; প্রত্যুত গুণ সকল স্বকার্য্যেই ব্যাপৃত আছে, তৎসমুদয়ের সহিত আমরা কোন সংস্রব নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন; যিনি সমসুখদুঃখ, স্বস্থ বা আত্মনিষ্ঠ ও ধীমান্, যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সমদৃষ্টিতেই দর্শন করেন, যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই একরূপ, যিনি নিন্দা প্রশংসা, মান, অপমান, ও শত্রু, মিত্রকে তুল্যরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী, তিনিই গুণাতীত পুরুষ।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

যে ব্যক্তি অনন্যভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভে সমর্থ হয়েন।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাঽব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

যেহেতু আমি (কৃষ্ণ) অমৃত, অব্যয়, শাশ্বত, ধর্ম্ম, এবং অব্যভিচারী সুখস্বরূপ ব্রহ্ম। (অতএব আমাকে ভক্তি করিলে জীব মুক্তিলাভ করে।)

-(•)-

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তম যোগ।

ঊৰ্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

এই সংসাবরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊৰ্দ্ধ ও শাখা অধোদিকে বিস্তৃত; ইহা অব্যয়; কৰ্ম্মকাণ্ডরূপ বেদ ইহার পত্র। যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষকে বিদিত আছেন, তিনি বেদবেত্তা।

অধশ্চোৰ্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥

এই সংসাবরূপ বৃক্ষের শাখা ঊৰ্দ্ধাধঃ প্রদেশে বিস্তৃত। সত্বাদি গুণ দ্বারা ইহা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সকল ইহার পত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বৃক্ষের ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপ কৰ্ম্মপ্রসৃতি সকল অধঃ প্রদেশে জীবলোকে বিস্তৃত রহিয়াছে।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদি র্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা॥

সংসাববাসী প্রাণিগণ, এই সংসাবরূপ বৃক্ষের রূপ, আদি, অন্ত ও মধ্য, কিছুই অবগত নহে। তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র দ্বারা এই সুদৃঢ়মূল সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে ছেদন করিয়া ব্রহ্মকে জানিতে হয়।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন গতা ন নিবৰ্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥

যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না, যাঁহা দ্বারা এই সংসার প্রবৃত্তির বিস্তার হইয়াছে আমি সেই আদি পুরুষেরই শরণাগত হই, ইহা বলিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদব্যয়ং তৎ॥

যাঁহারা অভিমান, মোহ ও আসক্তি শূন্য, পরমাত্মার স্বরূপ বিচারে তৎপর, নিষ্কাম, সুখদুঃখোপাধিক শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব পরিত্যাগী, তাহারাই সেই ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

ন তদ্ভাসতে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

যে পদ প্রাপ্ত হইলে তত্ত্ববেত্তা পুরুষের পুনরাবৃত্তি হয় না, চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশন যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যাহা স্বপ্রকাশ, তাহাই আমার স্বরূপভূত পরমোৎকৃষ্ট পদ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥

এই সংসারে সনাতন জীব আমারই অংশ সম্ভূত। এই জীব প্রকৃতি-বিলীন পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥

বায়ু যেমন কুসুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করে, সেইরূপ জীব

যখন শরীর ধারণ ও শরীর পরিত্যাগ করে, তখন পূর্ব্ব দেহ হইতে ইন্দ্রিয় সমুদয় (ইন্দ্রিয়ের দোষ গুণ সমূহ) গ্রহণ পূর্ব্বক গমনাগমন করিয়া থাকে।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চাঽয়ং বিষয়ানুপসেবতে।

জীবাত্মা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক, নাসিকা ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয় সমুদয় উপভোগ করে।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাঽপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নাঽনুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥

মূঢ় ব্যক্তিরা দেহান্তরগামী, দেহাবস্থিত বা বিষয়োপভোগলিপ্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবাত্মাকে কদাচ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন মহাত্মগণই তাহা অবলোম্বন করিয়া থাকেন।

যোগী ব্যক্তিরা যত্নবান্ হইয়া নিজ নিজ দেহস্থিত আত্মাকে সন্দর্শন করেন। কিন্তু মলিনচিত্ত অবিবেকী পুরুষগণ যত্ন করিলেও তাঁহাকে অবলোকন করিতে পারে না।

সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা আমারই তেজাংশ।

আমি ওজঃ প্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত সকলকে ধারণ এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া ওষধি সমুদায়ের পুষ্টি সাধন করিতেছি।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাঽপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥

আমিই জঠরাগ্নিরূপে সর্ব্ব প্রাণীর দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ু সহ চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পরিপাক করি।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥

সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই জীবাত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া স্মৃতি ও জ্ঞানরূপে উদিত হই; আবার সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও আমা দ্বারাই হইয়া থাকে। বেদ সকল দ্বারা আমিই বেদ্য (জ্ঞাতব্য) বেদান্তার্থের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক। অর্থাৎ লোক সকলের জ্ঞানদাতা এবং বেদের একমাত্র প্রকৃত অর্থবেত্তা আমিই।

ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষই ইহলোকে প্রসিদ্ধ। কার্য্যরূপ ভূতগণ ক্ষর ও কারণরূপ মায়া অক্ষর বলিয়া কথিত হয়েন।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

আর পরমোৎকৃষ্ট চৈতন্যরূপ পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর এতদুভয় হইতে ভিন্ন। তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি অব্যয় ও ঈশ্বর।

আমি ক্ষর হইতে অতীত এবং অক্ষর হইতে পরমোৎকৃষ্ট। এই জন্য লোক ও বেদমধ্যে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যিনি নির্ম্মোহচিত্তে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ এবং ভক্তিযোগ দ্বারা আমার যথার্থ রূপ সেবা করিয়া থাকেন।

হে অনঘ! হে ভারত! আমি তোমার নিকট এই যে অতীব গুহ্য রহস্য শাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম, যিনি ইহা বিদিত হয়েন, তিনি আত্ম জ্ঞানযুক্ত ও কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

দৈবাসুর সম্পদ্‌বিভাগ যোগ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্‌॥

ভগবান্‌ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! অভয়, সত্ত্ব-সংশুদ্ধি, (চিত্তশুদ্ধি) জ্ঞান ও যোগে স্থিতি, এবং দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (জপ বা শাস্ত্রপাঠ), তপ ও আর্জ্জব (সরলতা) এই সমস্ত দৈবী সম্পৎ।

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্‌।
দয়া ভূতেষলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্‌॥

অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য (পরনিন্দা বর্জ্জন), সর্ব্বভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, লজ্জা ও অচাপল্য (চাঞ্চল্য শূন্যতা), এই সমুদয় দৈবী সম্পৎ।

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহ নাহতিমানতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভি জাতস্য ভারত॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণময়ী বাসনা লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ (অবিরোধ) ও অনভিমানত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

দম্ভো দর্পোঽতিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাঽভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্‌॥

হে পার্থ! যাহারা অশুভ বাসনাক্রান্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই রজোস্তমোগুণময় মনুষ্যগণ দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞান আদি আসুরী সম্পৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥

দৈবী সম্পৎ মোক্ষ এবং আসুরী সম্পৎ বন্ধনের হেতু জানিবে। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী সম্পৎসহ জন্মিয়াছ, অতএব শোক করিও না।

এই জগতে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার, ভূতসর্গ (ভূতলোক) সৃষ্ট হইয়াছে। হে পার্থ! দৈবী সর্গের বিষয় তোমায় ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি; এক্ষণে আসুর সর্গের (ভূত সৃষ্টি) কথা বলিতেছি, শুন।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাঽপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥

আসুর স্বভাব বিশিষ্ট লোক সকলের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই; অর্থাৎ তাহারা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নহে। তাহাদের শৌচ, আচার এবং সত্যও নাই।

তাহারা জগৎকে অসত্য, স্বাভাবিক, ঈশ্বরশূন্য, স্ত্রীপুরুষ সম্ভূত ও কাম জনিত কহে।

সেই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান আশ্রয় করিয়া মলিনচিত্ত, উগ্রকর্ম্মা ও অহিতকারী হইয়া প্রাণিগণের বিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥

তাহারা দম্ভ, অভিমান, মদ ও অশুচিব্রত, এবং দুষ্পূরণীয় কামনা অবলম্বন

পূর্ব্বক মোহ বশতঃ অসৎ প্রতিগ্রহ (অশুভ সিদ্ধান্ত গ্রহণ) করিয়া বেদ-বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনাঽর্থসঞ্চয়ান্॥

তাহারা ইহ-জীবনসর্ব্বস্ব ; অর্থাৎ মরণ পর্য্যন্তই (ভোগ) স্থিতি, এইরূপ চিন্তা পরায়ণ, কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ বলিয়া কৃতনিশ্চয়, এবং শত শত আশাপাশে বদ্ধ (অর্থাৎ বিষয়জনিত সুখই একমাত্র সুখ) ও কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া কামভোগার্থ অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাঽপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥

আজ আমার এই ধন লাভ হইল ; আমার এই অভীষ্টও শীঘ্র সিদ্ধ হইবে। আমার গৃহে এত ধন পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত আছে ; এবং এই ধন আগামী বর্ষে আরও অধিক বাড়িবে।

আমি এই শত্রুকে নাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করিব। আমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্ এবং আমিই সুখী।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

আমি ধনাঢ্য ও কুলীন; আমার তুল্য আর কেহ নাই। আমি যাগ করিব, দান করিব, ইহাতে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে; অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ এইরূপে অজ্ঞান-মোহিত হয়।

এইরূপ নানাবিধ দূষিত সংকল্প কলাপে বিভ্রান্ত, মোহজালে আচ্ছন্ন ও কামভোগে অত্যন্ত আসক্ত অসুরপ্রকৃতি পুরুষগণ অতি কুৎসিত নরকে নিপতিত হয়।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাঽবিধিপূর্ব্বকম্॥

আত্মশ্লাঘাবিশিষ্ট, দুর্ব্বিনীত, ধন, মান ও মদযুক্ত আসুর ব্যক্তিগণ অবিধি পূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞ করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়া থাকে।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ক্রোধের বশীভূত এবং অসূয়াকারী আসুর পুরুষগণ নিজ ও অন্যের দেহস্থিত আত্মরূপী আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

এইরূপ বিদ্বেষ-পরায়ণ, ক্রূর, নরাধম, নিত্য অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠানশীল নরাধমগণকে আমি নিরন্তর সংসারে আসুর-যোনি মধ্যে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করি। অর্থাৎ এইরূপে তাহাদিগকে অনন্ত দুঃখ প্রদান করি।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি একবার আসুর-যোনি প্রাপ্ত হয়, সে অবিবেক জন্য আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া জন্ম জন্ম আরও অধোগতি লাভ করে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী নরকের দ্বারস্বরূপ; এবং ইহাই জীবের অধোগতির একমাত্র কারণ। অতএব এই তিনটী অবশ্য পরিহার্য্য।

এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বারস্বরূপ এই কাম, ক্রোধ, লোভকে পরিত্যাগ করিলে মানুষ শ্রেয়ঃ সাধন পূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে, তাহার সিদ্ধিলাভ, ঐহিক সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষরূপ উৎকৃষ্ট গতিও লাভ হয় না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাঽকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা বা নিরূপণ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম, শাস্ত্রানুযায়ী নিজ অধিকারানুরূপ ব্যবস্থা অবগত হইয়া তাহারই অনুষ্ঠান কর;—কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

-(০)-

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্র-বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা-সহকারে পূজার্চ্চনাদি করিয়া থাকে, তাহাদের সেই নিষ্ঠা সাত্ত্বিকী, রাজসী না তামসী?

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দেহিগণের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি ভেদে তিন প্রকার।

হে ভারত! প্রাণিমাত্রেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপই হইয়া থাকে। পুরুষও শ্রদ্ধাময়; অতএব যে পুরুষ, যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি তাদৃশই হইয়া থাকেন।

যাঁহারা দেবতাগণের পূজা করেন, তাঁহারা সাত্ত্বিক, যাহারা যক্ষ রাক্ষসের পূজা করেন, তাঁহারা রাজস এবং যাহারা ভূত প্রেতাদির পূজা করে, তাহা-দিগকে তামস বলিয়া জানিবে।

যে সকল হীনচেতা ব্যক্তি দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ (মোহ) ও বল সম্পন্ন হইয়া শরীরস্থ ভূতগণকে ক্লেশ প্রদান করিয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোরতর তপস্যা করে, তাহারা আমাকেই ক্লিষ্ট করিয়া থাকে। তাহাদিগকে ক্রূরকর্ম্মা অসুরপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে।

সমস্ত প্রাণীর আহার এবং যজ্ঞ, তপ ও দান তিন প্রকার। আহারাদির প্রকার ভেদও বলিতেছি শুন।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়ঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥

আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচি বৰ্দ্ধক, এবং সরস, স্নিগ্ধ দীর্ঘস্থায়ী রসযুক্ত হৃদ্য (রুচিকর) আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রিয়।

কটু, অম্ল, লবণ, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উগ্র (শুষ্কপাক) এবং দুঃখ, শোক ও রোগজনক আহার রাজসদিগের প্রিয়।

প্রহরেকের পক্ক, শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত (পচা) উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র ভোজ্য তামসদিগের প্রিয়।

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তিরা একাগ্র মনে, কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে, যে অবশ্য কর্ত্তব্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক।

ফল লাভ বা মহত্ব প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহাই রাজসিক।

শাস্ত্রবিধি, অন্নদান, মন্ত্র, দক্ষিণা ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞ তামসিক বলিয়া কীর্ত্তিত।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, আৰ্জ্জব (সরলতা), ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এইগুলি শারীর তপঃ।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥

সুখদায়ক, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য বা সুভাষণ এবং বেদাধ্যয়ন বাঙ্ময় (বাচিক) তপঃ।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥

চিত্তশুদ্ধি (মনের প্রসন্নতা) অক্রূরতা, মৌন, আত্মসংযম (ব্রহ্মচর্য্য) মনোনিগ্রহ ও অন্তঃকরণশুদ্ধি এইগুলি মানস তপঃ।

ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সাত্বিক।

সৎকার, মান, পূজা, লাভ ও দম্ভ প্রকাশের নিমিত্ত যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজসিক। রাজস তপস্যা ইহলোকেই ফল দান করে; তাহা চঞ্চল ও ক্ষণিক।

যে তপস্যা দুরাগ্রহ বা অবিচার পূর্ব্বক আত্মপীড়া দ্বারা অথবা অন্তের উৎসাদন বা বিনাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় তাহাই তামসিক।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্॥

দেশ কাল ও পাত্রের উত্তমতা বিচার পূর্ব্বক কেবল কর্ত্তব্য বোধে, প্রত্যুপ-কারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান তাহাই সাত্বিক।

যে দান প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় বা স্বর্গাদি ফল কামনায় বা ক্লেশ সহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা রাজসিক।

আর যে দান অনুপযুক্ত স্থানে ও কালে এবং অযোগ্য পাত্রে সৎকার রহিত ও অবজ্ঞা পূর্ব্বক প্রদত্ত হয়, তাহা তামসিক।

"ওঁ তৎসৎ" ব্রহ্মের এই অবয়বত্রয়যুক্ত নাম স্মরণ করিয়া সৃষ্টির আদি কালে 'প্রজাপতি,' ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তা, করণরূপ বেদ ও কর্ম্মরূপ যজ্ঞ উৎপাদন করিয়াছেন।

এইজন্ত ওঁকার উচ্চারণ করিয়া বেদবিদ্গণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ আদি ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ "তৎ" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিতচিত্তে নানাবিধ যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

হে পার্থ! সদ্ভাব, সাধুভাব ও মঙ্গলজনক কার্য্যকালে শিষ্টগণ "সৎ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে যজ্ঞ, দান ও তপঃ বা অন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসমস্ত অসৎ বলিয়া কথিত হয়। শ্রদ্ধা বিহীন কার্য্য ইহলোক বা পরলোকে কোন ফলই দান করিতে পারে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মোক্ষ যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব পৃথকরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। (তুমি কৃপা করিয়া তাহা কীর্ত্তন কর।)

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সকল প্রকার কর্ম্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন ক্রিয়াকলাপ দোষের ন্যায় পরিত্যাগ করা বিধেয়। অন্যেরা বলেন যজ্ঞ, দান, তপস্যা এই কয়েকটী কার্য্য কোনরূপেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি প্রকৃত ত্যাগ কিরূপ তাহা শ্রবণ কর।

তামসাদি ভেদে ত্যাগ তিন প্রকার। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কদাচ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; বরং ইহার অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। কারণ এই কয়েকটী কার্য্য বিবেকীদিগের চিত্ত-শুদ্ধির কারণ।

হে পার্থ! আমার নিশ্চিত মত এই যে, আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ।

নিত্যকর্ম্ম (নিত্যকৃত্য) পরিত্যাগ কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। মোহ বশতঃ নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ, তামস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। অর্থাৎ তামসিক ব্যক্তিরাই মোহ বশতঃ নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

নিতান্ত দুঃখজনক বলিয়া কায়ক্লেশভয়ে যে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ, তাহা রাজসিক। রজোগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ এই রাজস ত্যাগ দ্বারা প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ করিতে পারে না।

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়, তদবধি বেদ বিহিত সন্ধ্যা, গায়ত্রী, পূজা, হোম, স্তব স্তুতি, সেবা সৎকার প্রভৃতি কার্য্যানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। "আমার স্বর্গ লাভ হইবে, আমার বিষয় সম্পত্তি, পুত্র লাভ হইবে" ইত্যাদি কামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষা করা সাত্ত্বিক কর্ম্ম নহে। ভগবান্‌কে ভালবাসা, ভক্তি করা আমার কর্ত্তব্য; তাঁহার স্মরণ মনন, স্তব স্তুতি, তাঁহার ভক্তজনের সেবাবন্দনা মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; এই বোধে যে নিত্যকর্ম্ম তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনোপলক্ষে যে আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। অর্জ্জুন পক্ষে বলিতেছেন, যজ্ঞার্থ পশুবধাদি কার্য্য ও ধর্ম্মযুদ্ধ কালে প্রাণ হানিও দুষ্ট কর্ম্ম বা হিংসা নামে কথিত নহে। আসক্তি ও কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। নতুবা মোহবশতঃ বা কায়িকক্লেশ ও ভয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ সাত্ত্বিক ত্যাগ নহে। অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্য বোধেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; ফলাফলের প্রতি তোমার লক্ষ্য করিবার আবশ্যক নাই।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥

সত্ত্বগুণসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ, মেধাবী ও সংশয়বিরহিত ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখাবহ বিষয়ে দ্বেষ এবং সুখাবহ বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥

দেহাভিমানী পুরুষ একবারে কখনই সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্ত যিনি কর্ম্মফল ত্যাগী, তিনিই ত্যাগী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাং কচিৎ ॥

অত্যাগিগণ মরণান্তর ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্র (ইষ্টানিষ্ট) কর্ম্ম সকলের ফলভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসিগণ এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ফলভাগী হন না।
হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তসিদ্ধান্তানুসারে যে পঞ্চবিধ কারণ নিরূপিত আছে, তাহা বলিতেছি শুন।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাঽত্র পঞ্চমম্ ॥

অধিষ্ঠান (দেহ) কর্ত্তা (অন্তঃকরণ) নানাবিধ করণ (পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়) নানাবিধ চেষ্টা এবং এতৎ কারণ সমূহের সহিত দৈব (ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার) এই পাঁচটী, কর্ম্মের কারণ স্বরূপ।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥
তত্রৈব সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥

অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণ নিরূপিত হইল। যে মূঢ় অসঙ্গ ও উদাসীন আত্মাকে কর্ত্তৃ স্বরূপে অবলোকন করে, সে দুর্ম্মতি কদাচ সম্যগ্দর্শী হয় না।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥

যিনি "আমি কর্ত্তা" এরূপ অভিমান করেন না, যাঁহার বুদ্ধি কার্য্যে লিপ্ত (বিষয়ে আসক্ত) হয় না, তিনি সমস্ত লোক বিনাশ করিলেও কিছুই বিনাশ করেন না বা তজ্জন্য ফলভাগীও হন না।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটী কর্ম্মের, প্রবৃত্তি সম্পাদনের হেতু। আর করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা এই তিনটী কর্ম্মের আশ্রয়।

সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা প্রত্যেকে সত্বাদিগুণ ভেদে তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; তাহা বলিতেছি শুন।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্॥

যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূত সমূহে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এক অব্যয় সত্তারূপ ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥

যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক পৃথক পদার্থ, পৃথক পৃথকরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা রাজসিক জ্ঞান।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥

যে জ্ঞান দ্বারা কোন একটী পদার্থ বিশেষে সম্পূর্ণ আত্মার বিদ্যমানতার অনুভব হয়, সেই অযৌক্তিক ও অযথার্থ জ্ঞানই তামস জ্ঞান।

ফলকামনা রহিত পুরুষ, সঙ্গশূন্য ও রাগদ্বেষাদি বর্জ্জিত হইয়া যে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্বিক কর্ম্ম।

সকাম ও অহঙ্কার পরতন্ত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বহুল ব্যয় ও আয়াস সাধ্য কর্ম্মই রাজসিক। আর ভাবী শুভাশুভ, বিত্তক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষ পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহ বশতঃ যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক।

অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সম্পন্ন এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে

বিকার রহিত কর্ত্তাই সাত্ত্বিক। অনুরাগপরায়ণ কর্ম্মফলপ্রার্থী, লুব্ধ প্রকৃতি, হিংস্রক, অশুচি ও হর্ষ শোক সমন্বিত কর্ত্তাই রাজসিক। আর অনবহিত, বিবেক বিহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাভিমানী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাই তামসিক।

হে অর্জ্জুন! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের ত্রিবিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, আমি তাহা সম্যক্‌রূপে পৃথক পৃথক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাঽকার্য্যে ভয়াঽভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥

যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ অবগত হওয়া যায়, তাহা সাত্ত্বিকী। যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য, অকার্য্য প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া যায় না, তাহা রাজসী। আর যে বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও সমস্ত পদার্থ বিপরীত রূপে প্রতিপন্ন করে, তাহা তামসী।

যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন অন্য বিষয় ধাবণ না করিয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদয় ধারণ কবে, তাহা সাত্ত্বিকী। যে ধৃতি প্রসঙ্গত ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করিয়া থাকে, তাহা রাজসিকী। আব অবিবেচক পুরুষ যাহাব প্রভাবে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাই তামসিক ধৈর্য্য।

হে অর্জ্জুন! যে সুখে অভ্যাস বশতঃ আসক্ত হইতে হয় এবং যাহা লাভ করিলে দুঃখের অবসান হইয়া থাকে, এক্ষণে সেই ত্রিবিধ সুখের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শুন।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥

যে সুখ প্রথমতঃ বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃত তুল্য বোধ হয় এবং যে সুখ দ্বারা আত্ম-বিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, যোগী পুরুষগণ তাহাকেই সাত্ত্বিক সুখ বলিয়া থাকেন।

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখের উৎপত্তি হয়; এবং যে সুখ প্রথমে অমৃতবৎ ও পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, তাহা রাজস সুখ।

যে সুখ প্রারম্ভ ও পরিণামে বুদ্ধিকে মোহমুগ্ধ করে এবং নিদ্রা ও আলস্যাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তামস সুখ।

পৃথিবী বা স্বর্গে বা দেবতাদিগের মধ্যে প্রকৃতিজাত এমন কোন পদার্থ নাই যাহারা এই তিনগুণ বিরহিত।

স্বভাবজগুণানুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্ম পৃথক পৃথকরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রাহ্মং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

শম দম তপঃ শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই নয়টী ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম (ধর্ম্ম)।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য (দক্ষতা) যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ও প্রভুত্ব এই কয়টী ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম (ধর্ম্ম)।

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যং কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের, এবং দ্বিজাতিদিগের শুশ্রূষা শূদ্রের কর্ম্ম (ধর্ম্ম)।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥

মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হইলে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত থাকিলে কিরূপে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা শুন।

হে অর্জ্জুন! যে ঈশ্বর আকাশাদি ভূত সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ঈশ্বর চরাচর বিশ্বের সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, মানব নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা স্বধর্ম্ম অঙ্গহীন হইয়া অনুষ্ঠিত হইলেও শ্রেষ্ঠ; কেননা, স্বভাবজ কর্ম্ম সাধন করিলে মনুষ্যকে পাপভাগী হইতে হয় না।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাঽগ্নিরিবাবৃতাঃ॥

হে কৌন্তেয়! স্বভাবজ কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিতে নাই। ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই সামান্যতঃ দোষাবৃত থাকে।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাঽধিগচ্ছতি॥

আসক্তিবিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও স্পৃহাশূন্য মনুষ্য সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম নিবৃত্তিরূপ সত্ত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে পার্থ! এইরূপ সিদ্ধ ব্যক্তি যাহাতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, এক্ষণে সেই জ্ঞান নিষ্ঠার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥

যে মনুষ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি সংযুক্ত হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত করিবেন, শব্দাদি বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ বিরহিত হইবেন,

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥

শরীর মন ও বাক্য সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক লঘু আহার ও নির্জ্জন বাস করিবেন,

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ (বাহ্য ভোগ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমতাশূন্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবেন, তিনিই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভের উপযুক্ত হইবেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক লোভের বশীভূত হন না, এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমার পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাঽস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

তৎপরে সাধক ভক্তি প্রভাবে আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্যগ্ অবগত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম ॥

সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যিনি আমার শরণাগত হয়েন, তিনি আমার প্রসাদেই শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥

হে অর্জ্জুন! মদগতচিত্ত হইলে আমার অনুগ্রহে দুস্তর সংসার দুঃখাদি হইতে উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি অহঙ্কার পরতন্ত্র হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে তুমি বিনষ্ট হইবে।

যদি তুমি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া "আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না" এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া থাক, তবে তাহাও নিষ্ফল হইবে; কারণ প্রকৃতি তোমাকে অবশ্য প্রবর্ত্তিত করিবেই করিবে।

হে অর্জ্জুন! মোহ প্রযুক্ত তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছ না, পরিণামে স্বভাবজাত ক্ষত্রিয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তোমাকে তাহা করিতেই হইবে।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

ভগবান্ প্রাণি সমূহের হৃদয়ে বাস করিয়া যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ (বিঘূর্ণিত) করাইতেছেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবানেরই শরণাগত হও, তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পূর্ণ শান্তি ও শাশ্বতধাম প্রাপ্ত হইবে।

হে অর্জ্জুন! আমি তোমার নিকট গুহ্যাতিগুহ্য আত্মজ্ঞান কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সম্যগ্ আলোচনা করিয়া যেরূপ অভিলাষ হয়, তাহাই কর।

তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, এইজন্য তোমার হিতার্থ আমি পুনর্ব্বার সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

হে অর্জ্জুন! তুমি মদগতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও। আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান ও আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। তুমি

আমার অতিশয় প্রিয় পাত্র, এইজন্ত অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত কবিব। অতএব আর শোক করিও না।

ইদং তে নাঽতপস্কায় নাঽভক্তায় কদাচন।
ন চাঽশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥

হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে যে সকল উপদেশ (গীতাশাস্ত্র কীর্ত্তন) করিলাম, তুমি ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠান শূন্য, ভক্তি-বিহীন ও শুশ্রূষা বিরহিত ব্যক্তিকে, এবং যে আমার প্রতি অসূয়াপরবশ তাহাকে কদাচ শ্রবণ করাইবে না।

যে ব্যক্তি আমাতে পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট পরম গুহ্যশাস্ত্র কীর্ত্তন করিবেন; তিনি নিঃসন্দেহ আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

মনুষ্য লোকে গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাতার ন্যায় আমার অতি প্রিয় আর কেহ নাই এবং আর হইবেও না।

যে ব্যক্তি আমাদিগের ধর্ম্মার্থ সংবাদরূপ এই গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, সেই ব্যক্তির জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা নিশ্চয় আমাকেই পূজা করা হইবে, জানিও।

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া এই গীতাশাস্ত্র কেবলমাত্র শ্রবণ করেন, তিনিও সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া পুণ্যাত্মাগণের ভোগ্য শুভলোক লাভ করিয়া থাকেন।

হে পার্থ! তুমি এই গীতাশাস্ত্র একাগ্রচিত্তে শুনিলে কি? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানকৃত মোহজাল কি বিনষ্ট হইল?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার সমস্ত মোহ বিনষ্ট হইল। আমি আত্মজ্ঞানরূপ স্মৃতি লাভ করিলাম। আমার সমুদয় সংশয় তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমারই উপদেশানুরূপ কার্য্য করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহানুভাব বাসুদেব ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণকর সংবাদ আমি পূর্ব্বকথিতানুরূপ শ্রবণ করিলাম।

হে মহারাজ! বেদব্যাসের প্রসাদে যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখ হইতেই আমি এই পরম গুহ্য যোগতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি।

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের পুণ্যরূপ এই অদ্ভুত সংবাদ আমি যতই স্মরণ করিতেছি, ততই আমার অত্যধিক আনন্দ হইতেছে।

হে মহারাজ! ভগবান্ কৃষ্ণের সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ যতবার স্মরণ হইতেছে, ততবারই পুনঃপুনঃ আমি বিস্ময় ও হর্ষ সাগরে ভাসমান হইতেছি!

হে মহারাজ! যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ও যে পক্ষে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন রহিয়াছেন, রাজশ্রী, বিজয়, ভূতি (অভ্যুদয়) ও নীতি, সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

হে লোকেশ! তুমি জগতের কারণ, সকল ভূত স্বরূপ, আত্মতত্ত্ব, হে মহাভাগ! তুমি প্রলয়কর্ত্তা, উৎপত্তির কারণ, মনোভাব ও ব্রাহ্মণের প্রিয়; তুমি সৃষ্টি-সংহার নিরত। হে কামেশ! তুমি অমৃতসম্ভব, সৎস্বভাবসম্পন্ন, যুগান্তকালীন অগ্নি; হে বিজয়প্রদ! তুমি প্রজাপতির পতি, মহাবল, মহাভূত, কর্ম্মস্বরূপ, সর্ব্বদাতা; তুমি জয়যুক্ত হও; ভগবতী বসুন্ধরা তোমার চরণদ্বয়, দিক সমুদয় বাহু, গগনমণ্ডল মস্তক, আমি মূর্ত্তি, দেবগণ দেহ, চন্দ্রসূর্য্য চক্ষু, তপঃ ও সত্য বল, ধর্ম্মকর্ম্ম আত্মজ, অগ্নি তেজ ও সমীরণ নিশ্বাস।

সলিলরাশি তোমার স্বেদ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার শ্রবণযুগল, দেবী সরস্বতী জিহ্বা, এবং বেদ সকল তোমার সংস্কারনিষ্ঠ। তুমি এই জগতের আশ্রয়; তোমার কি পরিমাণ, কি তেজ, কি পরাক্রম, কি বল, কিছুরই ইয়ত্তা নাই। আমরা তোমার জন্ম অবগত নহি। আমরা তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ম দ্বারা তোমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি। তুমি পরমেশ্বর ও মহেশ্বর। আমরা তোমাকে সতত অর্চ্চনা করি। আমি তোমারই প্রসাদে দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পন্নগ, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও সরীসৃপ প্রভৃতি সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছি। তুমি দুঃখের অবসান করিয়া থাক, তুমি সর্ব্বভূতের গতি, তুমি সকলের নেতা এবং তুমি এই জগতের আদি; দেবগণ তোমারই অনুগ্রহে সতত সুখে অবস্থান করিতেছেন। তোমারই অনুগ্রহে পৃথিবী নির্ভয় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ধর্ম্ম সংস্থাপন, দানবদলন ও পৃথিবী ধারণের নিমিত্ত যদুবংশে অবতীর্ণ হও। হে বিভো! আমি যাহা নিবেদন করিলাম, তাহার অনুষ্ঠান কর। আমি তোমারই অনুগ্রহে পরম গুহ্য বিষয় সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি। তুমিই আমার সাক্ষী। তুমি আত্মাস্বরূপ সঙ্কর্ষণ, আত্মজ স্বরূপ প্রদ্যুম্ন ও প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করিয়াছ।

সকলে এই অনিরুদ্ধকে অব্যয় বিষ্ণু স্বরূপ বলিয়া অবগত আছেন। এই অনিরুদ্ধই আমাকে লোকধারী ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব আমিও তোমার বিনির্ম্মিত বাসুদেব স্বরূপ। এক্ষণে তুমি আপনাকে ঐরূপ ভাগে বিভক্ত করিয়া মনুষ্য দেহ ধারণ কর। তুমি মনুষ্যলোকে সকলের সুখ সম্পাদনার্থ অসুর বধ, ধর্ম্মস্থাপন ও যশোলাভ করিয়া পুনরায় স্ব স্থানে

গমন করিবে। হে অমিতবিক্রম! দেবতা ও ঋষিগণ পৃথক পৃথক হইয়া তোমার সেই সকল নাম দ্বারা তোমাকেই পরমাদ্ভুত বলিয়া গান করিয়া থাকে। ভূত সকল তোমাতে অবস্থান করিতেছে; ব্রাহ্মণগণ তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া তোমাকেই অনাদি, অবধ্য, অনন্ত, অসীম ও সংসারের সেতু বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! অনন্তর ত্রিলোকপতি ভগবান্ বিষ্ণু স্নিগ্ধ-গম্ভীরস্বরে ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে তাত! আমি যোগবলে তোমার অভিলষিত সকল বিষয়ই অবগত হইয়াছি। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। ইহা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট ও একান্ত কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি যাঁহাকে বিনীত ভাবে নমস্কার করিয়া উৎকৃষ্ট বাক্যে স্তব করিলেন, উনি কে? আমরা তাহা শ্রবণ করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবর্ষে! গন্ধর্ব্বগণ! যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান; যিনি সকলের পর, যিনি প্রভু-ব্রহ্ম ও পরম পদ, তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছিলেন, আমি জগতের হিতার্থ তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া কহিলাম, হে বিশ্বেশ! তুমি বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর। এবং অসুর সংহার করিবার নিমিত্ত ধরাতলে অবতীর্ণ হও। যে সমস্ত ঘোররূপ মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষস সমরক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল, তাহারাই মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তুমি তাহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত নরের সহিত মানবদেহ ধারণ করিয়া ভূতলে বিচরণ করিবে। অমরগণও পুরাতন ঋষি নর নারায়ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা একত্র হইয়া নরলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মূঢ় লোকেরা তাঁহাদিগকে অবগত নহে। আমি তাঁহারই আত্মজ ও জগতের পতি। সেই সর্ব্বলোকেশ্বর বাসুদেব তোমাদের পূজ্য; তোমরা শঙ্খচক্রগদাধর বাসুদেবকে মনুষ্য বলিয়া কদাচ অবজ্ঞা করিও না। তিনি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্ম ও পরম যশ। তিনি অক্ষর, অব্যক্ত ও শাশ্বত। লোকে তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া কীর্তন

করিয়া থাকে, কিন্তু কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত নয়। বিশ্বকর্ম্মা ইঁহাকে পরম তেজ, পরম সুখ ও পরম সত্য বলিয়া থাকেন। অতএব কি ইন্দ্রাদি দেবতা, কি অসুরগণ, কাহারই বাসুদেবকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করিয়া হৃষীকেশকে মনুষ্য বলে, সেই মূঢ়মতি পুরুষাধম। যে ব্যক্তি সেই পরমকারণ পরমাত্মাকে, মনুষ্য কলেবর পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া অবজ্ঞা করে, মনুষ্যগণ তাহাকে তামস পুরুষ বলিয়া থাকে; এবং যে ব্যক্তি সেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বাসুদেবকে বিদিত নয়, লোকে তাহাকেও তামস পুরুষ বলিয়া থাকে। সেই কিরীট কৌস্তুভধারী মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাত্মা বাসুদেবকে অবজ্ঞা কারলে ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইতে হয়। সকল লোকেই এইরূপ তত্ত্বার্থ অবগত হইয়া সকল লোকের ঈশ্বর কৃষ্ণকে নমস্কারক রিবে।

ভগবান্ কমলযোনি দেবর্ষিদিগকে এইরূপ কহিয়া সকলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব ভবনে গমন করিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি ও অপ্সরা সকল ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া প্রীতমনে সুরলোকে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া এইরূপে বাসুদেবের গুণ-গান করিতে ছিলেন। আমি তাঁহাদের মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি। এবং জামদগ্ন্য, মার্কণ্ডেয়, ব্যাস ও নারদও আমাকে এইরূপ কহিয়াছেন। সকল জগতের পিতা ব্রহ্মা যাঁহার আত্মজ, সেই ত্রিলোকীনাথ অব্যয় বাসুদেবের গুণগ্রাম অবগত হইয়া ও তাঁহার বিষয় সমুদয় শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে সৎকার না করিবে?

হে বৎস! মহাত্মা মহর্ষিগণ তোমাকে ধন্বী বাসুদেব ও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না বলিয়া বারম্বার নিবারণ করিয়াছেন; কিন্তু তুমি মোহপরতন্ত্র হইয়া ইহা অনুধাবন করিতেছ না; এক্ষণে তোমাকে ক্রূর রাক্ষস বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি অজ্ঞানান্ধকারে একান্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া আছ বলিয়া বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছ। দেখ, কোন্ মানুষ নর ও নারায়ণের দ্বেষী হইতে সমর্থ হয়? তিনি নিত্য, অব্যয়, সর্ব্বলোকময়, শাস্তা, বিধাতা, লোকপাল ও নিশ্চল। সেই চরাচর পুরুষ হরি এই ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন। তিনি যোদ্ধা, জয়, জেতা, প্রকৃতি ও

ঈশ্বর। তিনি সত্ব, রজ ও তমোগুণ বিবর্জ্জিত। অতএব যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই ধর্ম্ম; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। তাঁহার মাহাত্ম্য ও আত্মযোগ দ্বারা পাণ্ডবেরা রক্ষিত হইতেছে; সুতরাং তাহাদিগেরই জয় লাভ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি পাণ্ডবগণকে সৎ পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করেন; তিনি সতত নির্ভয়ে কাল যাপন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! তুমি যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শাশ্বত সর্ব্বভূতময় দেবতাই বাসুদেব নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। স্ব স্ব লক্ষণোপেত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারই সেবা ও সৎকার করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলদেব দ্বাপরের অন্তে ও কলিযুগের আদিতে সাত্বতবিধি অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহার গুণ গান করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা প্রতিযুগে সমস্ত সুরলোক, সত্যলোক, সমুদ্রগর্ভস্থ পুরী এবং মনুষ্যের আবাস স্থান বারম্বার সৃষ্টি করিতেছেন।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! সকল লোকে যাঁহাকে মহাভূত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, এক্ষণে সেই বাসুদেব কোন স্থান হইতে পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং কোথায়ই বা অবস্থান করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

ভীষ্ম কহিলেন হে মহারাজ! বাসুদেব মহাভূত ও সকল দেবতার দেবতা। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই লক্ষিত হয় না। মহর্ষি মার্কেণ্ডের তাঁহাকে মহৎ ও অদ্ভুত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি সমুদয় ভূত, ভূতাত্মা, মহাত্মা ও পুরুষোত্তম। সেই মহাত্মা পুরুষোত্তম পৃথিবী, জল বায়ু ও তেজ এই তিনটী পদার্থ সৃষ্টি করিয়া সলিলে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্ব তেজোময় পুরুষ যোগবলে সলিলে শয়ন করিয়া মুখ হইতে অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু এবং মন হইতে সরস্বতী ও বেদ সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অগ্রে দেবতা, ঋষি ও লোক সকল সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের উৎপত্তি ও প্রলয় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞ, বরদ ও সর্ব্ব কামদাতা; তিনি কর্ত্তা ও কার্য্য। তিনি প্রথমতঃ জগতের স্রষ্টাকে সৃষ্টি করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় কল্পনা করিয়াছেন; তিনি সকল ভূতের অগ্রজ সঙ্কর্ষণ ও শেষনাগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলে এই শেষনাগকে

অনন্ত বলিয়া বিদিত আছেন। ইঁনিই পর্ব্বত ও প্রাণিগণ সমাকীর্ণ ধরা ধারণ করিতেছেন। জ্ঞানিগণ ধ্যান যোগে ইঁহাকে অবগত হইয়া মহাতেজা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বাসুদেব, ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত, স্বীয় কর্ণ সম্ভূত ভয়ঙ্কর, ভীমকর্ম্মা, উগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন মধু নামক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। দেব, দানব ও মনুষ্যগণ, মধু নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া বাসুদেবকে মধুসূদন ও মহর্ষিরা তাঁহাকে জনার্দ্দন বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। তিনি বরাহ, সিংহ ও বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; তিনি প্রাণিগণের পিতা, মাতা ও দুঃখহর; তিনি ভিন্ন সর্ব্বদুঃখহারী আর কেহ হয় নাই ও হইবেও না। তিনি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং চরণযুগল হইতে শূদ্র উৎপাদন করিয়াছেন। তপোনুষ্ঠানে নিরত সকল দেহীর বিধাতা, ব্রহ্ম ও যোগ স্বরূপ কেশবকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়ুত অর্চ্চনা করিলে অবশ্যই মহৎ ফল লাভ হয়। মহর্ষিগণ তাঁহাকে পরম তেজ ও সর্ব্বলোকপিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাকে আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া অবগত হইবে। কৃষ্ণ যাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তিনি অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়া থাকেন। যিনি শঙ্কা উপস্থিত হইলে কেশবের শরণাপন্ন হন এবং যিনি এই বিষয়টী পাঠ করেন, তাঁহার মঙ্গল ও সুখ লাভ হয়। কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলে মানবগণ কদাচ মুগ্ধ হয় না। হে মহারাজ! কেশব ভীত ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিয়া থাকেন; ইহা সম্যগ্ অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন।

ইহা বলিয়া মহামতি ভীষ্ম বলিলেন, হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ যে জন্য অবধ্য হইয়াছে তাহা তোমাকে কহিলাম। বাসুদেব পাণ্ডবগণের প্রতি একান্ত প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব আমি তোমাকে বারম্বার কহিতেছি, তাঁহাদের সহিত শান্তিস্থাপন করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে রাজ্য ভোগ কর। নর ও নারায়ণকে অবজ্ঞা করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। ইহা বলিয়া তিনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক শিবিরে প্রত্যাগমন করত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে আবার সৈন্যগণ ও সেনাপতি সকল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। ভীষ্মের হিতবাণী দুর্য্যোধনের কর্ণে পৌঁছিয়াও পৌঁছিল না। যথা পূর্ব্বং তথা পরং—পুনরায় যুদ্ধ চলিল! ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় সমুদয়ই নিরর্থক হইল!—ভীষ্ম বুঝিলেন হতভাগ্য দুর্য্যোধনের মতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। অগত্যা তাঁহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আবার ভীষণ রণ বাধিয়া গেল। ভীষ্ম যেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তেজে বাদলের বারিধারার ন্যায় বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ তাঁহার অমিত তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন মৃদুভাবে যুদ্ধ করায় ভীষ্মের বাণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া তিনি যেন কতকটা হতাশ হইয়া পড়িলেন দেখিয়া, অর্জ্জুনের বজ্রতসন্নিভ অশ্বগণ পরিত্যাগ ও মহারথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বাসুদেব কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কশা হস্তে সিংহনাদ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই তেজস্বী রোষকষায়িতলোচন অমিতদ্যুতি মহাযোগী জগদীশ্বরের পদভরে জগতীতল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল! বাসুদেব ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হইলে "ভীষ্ম হত হইলেন, ভীষ্ম হত হইলেন" চারিদিক হইতে এই শব্দই শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল! পীতকৌষেয়বসন মরকতকান্তি বাসুদেব সিংহনাদ সহকারে মাতঙ্গের অভিমুখীন সিংহের ন্যায় ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া বিদ্যুন্মালাবিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন!

বীরবর ভীষ্ম বাসুদেবকে যুদ্ধার্থ আগমন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বৃহৎ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক অভ্রান্তচিত্তে কহিলেন, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে দেবদেব! তোমাকে নমস্কার; এস, আজ এই মহাযুদ্ধে আমাকে নিপাতিত কর; তোমার হস্তে নিহত হইলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিব। আজ আমি ত্রৈলোক্যে সম্মানিত হইয়াছি! অদ্য যুদ্ধে তুমি আমাকে যথেচ্ছ প্রহার কর; আমি তোমার দাস!"

এদিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া তাঁহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন। রাজীবলোচন কৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলেও তাঁহাকে লইয়াও বেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দশ পদ গমন করিলে পর মহাবল অর্জ্জুন হস্ত দ্বারা তাঁহার চরণদ্বয় আবেষ্টন পূর্ব্বক অতি কষ্টে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় রোষে আকুলিত হইয়া উঠিল। প্রতিজ্ঞা

হইয়া তিনি আশীবিষের ন্যায় ঘোর রবে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন প্রীতি-সম্ভাষে কহিলেন, হে মহাবাহো! নিবৃত্ত হও; তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে আমি যুদ্ধ করিব না, এক্ষণে সেই বাক্য মিথ্যা করা উচিত নয়। তাহা হইলে লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী কহিবে। আমার উপরই সকল ভার অর্পিত আছে। আমিই পিতামহকে বিনাশ করিব। শস্ত্র, সত্য ও সুকৃত দ্বারা শপথ করিতেছি যে, আমি শত্রুগণকে নিঃশেষিত করিব। দুর্জ্জয় মহারথ ভীষ্মকে অদ্যই প্রলয়কালীন অসম্পূর্ণ শশধরের ন্যায় নিপাতিত করিতেছি, অবলোকন কর।

মাধব মহাত্মা অর্জ্জুনের শপথ শ্রবণান্তর কোন কথা না কহিয়া সক্রোধচিত্তে পুনরায় রথারোহণ করিলেন। তাঁহারা রথারোহণ করিলে ভীষ্ম যেন কৃষ্ণের হস্তে মৃত্যুর লোভে উৎসাহিত হইয়া পুনরায় বাদলের বারিধারার ন্যায় শর বৃষ্টিতে পাণ্ডব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য তাঁহার বাণাঘাতে দেহত্যাগ করিতে লাগিল দেখিয়া যুধিষ্ঠির বিষম বিষণ্ন হইয়া কৃষ্ণের নিকট শোক করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের করুণরসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! বায়ু ও অগ্নিসম তেজস্বী আপনার ভ্রাতা দুর্জ্জয় ভীমার্জ্জুন এবং ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত নকুল সহদেব থাকিতে বিষণ্ন হইবেন না। আমাকে আদেশ করুন, আমিও সেই সৌহার্দ্দ নিবন্ধন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি নিয়োগ করিলে আমি মহাযুদ্ধে কি না করিতে সমর্থ হই? যদি অর্জ্জুনের ইচ্ছা না হয়, তবে আমিই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে পুরুষবর ভীষ্মকে আহ্বান করিয়া সংহার করিব। যদি মনে করেন ভীষ্ম হত হইলেই জয় লাভ হইবে, তাহা হইলে আমি এক রথে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের প্রাণ নাশ করিব। আপনি এই যুদ্ধে মহেন্দ্রের বিক্রমতুল্য আমার বিক্রম অবলোকন করুন। আমি মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে রথ হইতে নিপাতিত করিব। আপনাদের শত্রুই আমার শত্রু; আপনাদিগের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন; আর আমার প্রয়োজনই আপনাদিগের প্রয়োজন, তাহার সন্দেহ নাই। আপনার ভ্রাতা ধনঞ্জয় আমার সখা, সম্বন্ধী ও শিষ্য। আমি তাহার নিমিত্ত নিজ মাংস কর্ত্তন করিয়া প্রদান করিব। সেও আমার নিমিত্ত প্রাণ দান

করিবে; এইরূপে আমরা পরস্পরকে উদ্ধার করিব প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলাম। অতএব আপনি আমাকে যোদ্ধ্‌পদে নিযুক্ত করুন। আমিই পার্থেব প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিব। অথবা এই ভার পার্থের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত হইবে। অতএব ধনঞ্জয়ই পরপুরঞ্জয় ভীষ্মকে সংহার কবিবেন। অর্জ্জুন সমুদ্যত হইলে অশক্য কার্য্যও সম্পাদন করিতে পারে। ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক দেবগণ, দৈত্য দানবদলের সহিত একত্র হইয়া যুদ্ধে সমুদ্যত হইলেও অর্জ্জুন অনায়াসে তাহাদিগকে বিনষ্ট কবিতে পাবে। মহাবীর ভীষ্ম ত বিপরীতমতি, সত্ত্বহীন ও অল্পচেতন হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন।

যুধিষ্ঠিব কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা অসম্ভব কিছুই নহে। কৌরবেবা সমুদয় একত্র হইলেও তোমাব বেগ ধাবণে সমর্থ নহে। তুমি যখন আমার পক্ষে অবস্থান কবিতেছ, তখন প্রতিনিয়তই আমার সমুদয় অভিলাষ পূর্ণ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। তুমি রক্ষা করিলে মহাবথ ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও পবাজয় করিতে পারি। কিন্তু আত্ম-গৌববের নিমিত্ত তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে পারিব না। তুমি অযোদ্ধমান থাকিয়াই এইরূপ সাহায্য কর। পিতামহ ভীষ্ম আমার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না; কিন্তু আমার হিতার্থে মন্ত্রণা প্রদান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। অতএব তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করি।

ইহা বলিয়া মহামতি যুধিষ্ঠিব, কেশব ও ধনঞ্জয় সহ ভীষ্মেব নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পিতামহ! যাহাতে আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হই, যাহাতে আমার রাজ্য লাভ হয় এবং আমাব সৈন্যগণ কল্যাণ লাভ করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, সত্য কহিতেছি, আমি জীবিত থাকিতে তোমাদের জয়ের আশা নাই। অতএব যদি জয়ের আশা থাকে, আমি অনুমতি করিতেছি আমাকে প্রহার কর। তোমবা যে আমার বিদিত হইয়াছ, ইহাই সুকৃত বলিয়া বিবেচনা কবিতেছি। আমি নিহত হইলে সকলেই নিহত হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ক্রুদ্ধ হইলে বোধ হয় যেন যমরাজ দণ্ড হস্তে আগমন করিতেছেন। দেবরাজ, যমরাজ ও বরুণকেও পরাজয়

করিতে পারা যায়; কিন্তু আপনাকে পরাজয় অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং অসুরগণও আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হয় না।

ভীষ্ম বলিলেন, হে মহাবাহো! আমি কার্ম্মুক ও অস্ত্র গ্রহণ করিলে ইন্দ্র প্রভৃতি ও অসুরগণও আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না, ইহা অযথার্থ নহে। আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাঁহারা আমাকে বধ করিতে পারেন। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি শস্ত্র, কবচ বা ধ্বজহীন, পতিত, পলায়মান, ভীত, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীনামা, বিকলাঙ্গ, একমাত্র পুত্রের পিতা, অপ্রশস্ত অথবা "আমি তোমার" বলিয়া শরণাপন্ন হয়, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। পূর্ব্বে ঐরূপ সংকল্পও করিয়াছিলাম যে, অমঙ্গল লক্ষণযুক্ত ধ্বজ অবলোকন করিলে কখনই যুদ্ধ করিব না। তোমার সৈন্যের মধ্যে শিখণ্ডী নামে যে মহারথ দ্রুপদ তনয় আছেন, তিনি যেরূপে স্ত্রী হইতে পুরুষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই অবগত আছ।

বর্ম্মিতাঙ্গ ধনঞ্জয় তাঁহাকে অগ্রে লইয়া নিশিত শরজালে আমাকে প্রহার করুক। শিখণ্ডী অমঙ্গল্যধ্বজ, বিশেষতঃ স্ত্রীপূর্ব্ব। এজন্য আমি তাঁহাকে শস্ত্র প্রহার করিতে ইচ্ছা করি না। ধনঞ্জয় এই অবসর প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শর দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করুক। আমি সংগ্রামে সমুদ্যত হইলে মহাভাগ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ব্যতীত এই ভূমণ্ডলে কেহই আমাকে বধ করিতে পারিবে না।

ইহা কহিয়া ভীষ্ম তাঁহাদিগকে বিদায় দিলে তাঁহারা শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মের প্রাণত্যাগের সংকল্প শুনিয়া অর্জ্জুন হৃদয়ে যথেষ্ট বেদনানুভব করিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইলেন; বলিলেন মাধব! বাল্যকালে যাঁহার ক্রোড়ে চড়িয়া তাঁহার অঙ্গ ধূলি ধূসরিত করিয়াছি, যাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলে, যিনি বলিতেন, আমি তোমাদের পিতার পিতা, যিনি কত স্নেহে আমাদিগকে পালন করিয়াছেন, হায়! আজ কেমন করিয়া আমাদের সেই পরম পূজ্য পরম স্নেহময় পিতামহকে সংহার করিব?

কৃষ্ণ আপাততঃ গম্ভীর হইয়া যেন কর্ত্তব্যানুরোধে সাতিশয় বিস্ময়ের ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি "ভীষ্মকে বধ করিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিলে, ক্ষত্রিয় হইয়া একণে কিরূপে তাহার অন্যথাচরণ কবিবে? দুর্ব্বলতা পবিহার কর। কঠোবকর্ত্তব্য তোমাব সত্যবাদিতার পরীক্ষা করিতেছে। অতএব এই যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়কে রথ হইতে পাতিত কর। ভীষ্মকে সংহার না করিলে তোমার জয় লাভ হইবে না। তুমি যেমন তাঁহাকে স্নেহবান্ বলিয়া অস্ত্রক্ষেপে সঙ্কুচিত হইতেছ, কিন্তু কৈ তিনি ত তদ্রূপ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিয়া তোমার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপে বিরত নহেন। ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য বড়ই কঠোর। দুর্ব্বলতা আশ্রয় করিয়া ক্ষাত্র ধর্ম্ম কলুষিত করিও না। তোমার ন্যায় অদ্বিতীয় বীর ভিন্ন কাহার সাধ্য মৃত্যুরও ভয়প্রদ সেই বীরাগ্রগণ্য মহারথ ভীষ্মকে নিপাতিত করে? দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, কিন্নর ও ঋষিগণ তোমার প্রতি উৎসুক নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অতএব আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে স্বয়ং ভীষ্ম বধোদ্যমাদি দ্বারা অর্জ্জুনকে উত্তেজিত করিলে তিনি অগত্যা সংকল্প স্থিব করিয়া বহির্গত হইলেন।

এদিকে কৌরবগণ সংবাদ পাইলেন, ভীষ্ম প্রাণ পবিত্যাগে কৃতসংকল্প। শিখণ্ডীকে তাঁহার সম্মুখীন করিয়া যুদ্ধ করিলে তিনি আর অস্ত্র ধরিবেন না। ইহা শুনিয়া দুর্য্যোধন, দুঃশাসন মহা চিন্তিত হইয়া পড়িল। দ্রোণাচার্য্যকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করা হইলে তিনি বলিলেন, শিখণ্ডীবাহন অর্জ্জুনকে ভীষ্মের সম্মুখীন হইতে দেওয়া হইবে না; এজন্য সকলে মিলিয়া অর্জ্জুনকে বাধা দিতে হইবে।

পরম নীতিজ্ঞ কৃষ্ণ কৌববগণেব এই সংকল্প শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য, শল্য, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য প্রভৃতিকে বাধা দিবাব জন্য বিপুল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল রণ বাধিয়া গেল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনায় শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। লক্ষ লক্ষ বাণ আসিয়া অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি অসাধারণ রণ-কৌশলে তাহা ব্যর্থ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভীষ্ম বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন। আজ তাঁহাব যুদ্ধেব দশম দিন। তাঁহাব শরাঘাতে লক্ষ লক্ষ সৈন্য ভূতলশায়ী হইতেছে। অর্জ্জুন কৃষ্ণের উত্তেজনা ও সারথ্য কৌশলে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ভীষ্মের সম্মুখীন হইয়া বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দূর হইতে শিখণ্ডীকে অবলোকন করিয়া ভীষ্ম ধনুঃশর ছাড়িলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে

বলিলেন, ভীষ্ম আজ অদম্য উৎসাহে বিপুল বিক্রমে আমাদের লক্ষ লক্ষ সৈন্য ধ্বংস করিয়াছেন, আর ক্ষণমাত্র বিলম্বের আবশ্যক নাই। শরজালে এই দণ্ডেই শান্তনুনন্দনকে বিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত কর। কৃষ্ণের কথা শেষ হইতে না হইতেই অর্জ্জুন অদ্ভুত কৌশলে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অসংখ্য বাণাঘাতে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিলেন। বাণ সমূহ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ভল্লুকের রোমরাজির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ভীষ্ম অর্জ্জুনের অসংখ্য বাণে জর্জ্জরিত হইয়া যেন উন্মত্তের ন্যায় ধনঞ্জয়ের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি চর্ম্ম ও খড়্গ ধারণ করিয়া রথ হইতে অবতরণের উপক্রম করিতে না করিতেই অর্জ্জুন নিশ্চিত শর সমূহে তাহা শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম ক্রোধে চতুর্গুণ বলে প্রায় দশ সহস্র সৈন্য ধ্বংস করিলেন। অর্জ্জুন অমিত বিক্রমে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষত বিক্ষত কলেবর ভীষ্ম আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আপনার পুত্রগণের সমক্ষে পূর্ব্বশিরা হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তাহা দেখিয়া স্বর্গে দেবগণ এবং মর্ত্ত্যে ভূপতিগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিলেন। নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের ধ্বজস্বরূপ ভীষ্ম, সমুত্থিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলে বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি এরূপ শরজালে আবৃত হইয়াছিলেন যে, পতিত হইয়াও ধরাতল স্পর্শ করিলেন না। শর সমূহ শয্যার ন্যায় তাঁহাকে ধারণ করিয়া রহিল। দিব্যভাব সকল তাঁহাতে প্রবেশ করিল, জলধর বর্ষণ করিতে লাগিল।

মহাবীর ভীষ্ম পতন সময়ে দিবাকরকে দক্ষিণ দিকে অবলোকন করিয়াছিলেন; এইজন্য সমুচিত সময় প্রতীক্ষায় পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিলেন। ঐ সময় অন্তরীক্ষ হইতে এই দিব্য বাক্য শ্রুতিগোচর হইল যে, নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ করিবেন? তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমি জীবিত আছি। ইহা বলিয়া তিনি উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন।

এদিকে ভীষ্ম নিপতিত হইলে পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

ভীষ্ম মহোপনিষদ-বিহিত যোগাশ্রয় পূর্ব্বক জপে প্রবৃত্ত হইয়া আদিত্য দেবের উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহামতি দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র কাতর হইয়া সহসা রথ হইতে নিপতিত হইলেন; এবং অবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

ভূপতিগণ কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষ্মের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন কবিলে তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। বলিলেন, হে ভূপতিগণ! আমি তোমাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। হে ভূপতিগণ! আমার মস্তক অতিশয় লম্বমান হইতেছে, আমাকে উপাধান প্রদান কর। ভূপতিগণ তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম কোমল ও উৎকৃষ্ট উপাধান সমূহ আনয়ন করিলেন। ভীষ্ম তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, হে পার্থিবগণ! এ সকল উপাধান এ বীর শয্যার উপযুক্ত নহে। অনন্তর পুরুষ প্রধান পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! হে মহাবাহো! হে বৎস! আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে, উপযুক্ত উপাধান প্রদান কব।

ধনঞ্জয় ত্বরান্বিত হইয়া ভীষ্মকে অভিবাদন পুরঃসব গাণ্ডীব ধারণ করত মহাবেগে তিন শর নিক্ষেপ করিলে, শরত্রয় তাঁহার মস্তক বিদ্ধ করিয়া উপাধান স্বরূপ হইল। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, যুদ্ধে এইরূপ শরশয্যায় শয়ন করাই ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। ভীষ্ম এইরূপ কহিয়া পার্শ্বস্থ রাজা ও রাজপুত্রগণকে কহিলেন, হে ভূপতিগণ! দেখ ধনঞ্জয় আমায় কেমন উপাধান দিয়াছে। সূর্য্যের উত্তরায়ণে আবর্ত্তন পর্য্যন্ত আমি এই শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। এক্ষণে তোমরা আমার এই বাসস্থানে পরিখা খনন কব, আমি দিবাকরের উপাসনা করিব। তোমরা বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে বিরত হও।

অনন্তব শল্যোদ্ধরণ-কুশল, সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ সর্ব্বপ্রকার উপকরণ সহ তথায় উপস্থিত হইলে ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, দুর্য্যোধন! সৎকার পূর্ব্বক ধন প্রদান করিয়া চিকিৎসকগণকে বিদায় কর। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের প্রশংসনীয় পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছি; চিকিৎসকের

প্রয়োজন কি? হে ভূপালগণ! শরশয্যাগত ভীষ্মের এরূপ ধর্ম্ম নহে। আমাকে এই সমুদয় শরের সহিত দগ্ধ করিতে হইবে।

দুর্য্যোধন ভীষ্মের আদেশানুযায়ী যথাযোগ্য সৎকার সহকারে বৈদ্যগণকে বিদায় করিলেন। অনন্তর সেই সমুদয় রাজা, পাণ্ডব ও কৌরবগণ ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে নিপীড়িত রুধিরাদ্র-কলেবর বীরগণ সায়াহ্ন সময়ে স্ব স্ব স্কন্ধাবারে সমুপস্থিত হইলেন।

মহারথ পাণ্ডবগণ ভীষ্মের পতনে পুলকিত হইয়া উপবেশন করিলে পর বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনি ভীষ্মকে নিপাতিত করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন। মহারথ সত্যসন্ধ সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী ভীষ্ম কি দেবগণ, কি মানবগণ সকলেরই অবধ্য। কিন্তু হে মহারাজ! আপনি যাহার প্রতি কোপনয়নে দৃষ্টিপাত করেন, তাহার আর নিস্তার নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমরা তোমার প্রসাদেই জয় লাভ করিয়াছি। কৌরবেরা তোমারই ক্রোধে পরাজিত হইয়াছে। তুমি আমাদিগের শরণ; ভক্তগণের অভয়দাতা; তুমি যাহাদিগের রক্ষক ও হিতকারী, তাহাদিগের জয় বিস্ময়কর নয়। আমার মতে তোমাকে প্রাপ্ত হইলে কিছুই বিস্ময়কর হয় না।

জনার্দ্দন হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, মহারাজ! ঈদৃশ বাক্য আপনারই উপযুক্ত।

রজনী প্রভাত হইলে পাণ্ডব, কৌরব ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ বীর শয্যায় শায়িত ক্ষত্রিয়োত্তম ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সহস্র সহস্র কন্যা আগমন করিয়া ভীষ্মের উপর চন্দনচূর্ণ, লাজ ও মাল্য সমূহ প্রদান করিতে, লাগিলেন। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, বাদক, বারাঙ্গনা, নট, নর্ত্তক এবং শিল্পিগণ ও অন্যান্য দর্শকগণও ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া সোৎসুক নয়নে তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক অভিবাদন করিতে লাগিল।

কুরু, পাণ্ডব ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ ভীষ্মের উভয় পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া

চন্দ্র পরিবেষ্টিত নক্ষত্ররাজির ন্যায় সুশোভিত হইলে ভীষ্ম শস্ত্র-সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত বেদনা সম্বরণ করত পানীয় প্রার্থনা করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চারিদিক হইতে নানাবিধ খাদ্য ও সুশীতল জলপূর্ণ কুম্ভ সকল আনয়ন করাইলেন। ভীষ্ম সেই উপানীত পানীয় নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন হে ভূপালগণ! আমি শরশয্যায় শায়িত হইয়া মনুষ্যলোক হইতে নিক্রান্ত হইয়াছি। কেবল চন্দ্রসূর্য্যের পরিবর্ত্তন কাল প্রতীক্ষায় পিতার ইচ্ছামরণ বর প্রভাবে জীবিত আছি। সুতরাং এখন মনুষ্যলোকের ভোগ সকল গ্রহণ করিতে পারিব না। অতএব হে ভূপালগণ! আমি অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। ভীষ্ম এইরূপ কহিবামাত্র ধনঞ্জয় নিকটবর্ত্তী হইয়া ভীষ্মকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ভাবে কহিলেন, পিতামহ! কি করিতে হইবে আদেশ করুন।

ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম অর্জ্জুনকে প্রণতভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান্ দেখিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমার শরজালে আবৃত হইয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে! মর্ম্মস্থান সকল ব্যথিত হইয়াছে; মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে; আমি নিতান্ত আকুল হইয়াছি! তুমিই সমর্থ, আমায় পানীয় প্রদান কর।

অর্জ্জুন যে আজ্ঞা বলিয়া রথে আরোহণ ও গাণ্ডীবে জ্যারোপণ পূর্ব্বক তাহা আকর্ষণ করিলেন। সমুদয় সৈন্য ও পার্থিবগণ বজ্রের ন্যায় জ্যাতল নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন! ধনঞ্জয় ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রদীপ্ত শর সন্ধান আমন্ত্রণ ও পার্জ্জন্যাস্ত্র সংযোজন পূর্ব্বক সকল লোকের সমক্ষে ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথিবীকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই স্থান হইতে অমৃততুল্য দিব্যগন্ধ ও দিব্যস্বাদু অতি শীতল বিমল বারিধারা সমুত্থিত হইল। ধনঞ্জয় তদ্দারা দিব্যকর্ম্মা দিব্যপরাক্রম ভীষ্মকে পরিতৃপ্ত করিলেন। ভূপতিগণ অর্জ্জুনকে ইন্দ্রের ন্যায় কর্ম্ম করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। এবং এইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উত্তরীয় বস্ত্র সমুদয় গাত্রস্খলিত হইল! কৌরবগণ অর্জ্জুনের এই অলৌকিক কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া শীতার্ত্ত গো সমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল!

ভীষ্ম পরিতৃপ্ত হইয়া পার্থিবগণের সমক্ষে অর্জ্জুনকে সৎকার পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! এ কার্য্য তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়। নারদ তোমাকে

পূর্ব্বতন ঋষি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত একত্র হইয়া যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হন না, তুমি বাসুদেবের সাহায্যে তাহাও সম্পাদন করিবে। ধনুর্বিদ্যাবিশারদগণ তোমাকে সকল ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। যেমন জগতের মধ্যে মনুষ্য, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, জলের মধ্যে সাগর, চতুষ্পদের মধ্যে গো, তেজের মধ্যে আদিত্য, গিরির মধ্যে হিমালয়, জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধনুর্দ্ধরের মধ্যে তুমিই প্রধান। আমি দুর্য্যোধনকে বারম্বার কহিতেছি, এবং বিদুর, দ্রোণ, বলদেব, বাসুদেব ও সঞ্জয়ও পুনঃপুনঃ কহিয়াছিলেন; কিন্তু বিপরীতবুদ্ধি, অচেতন, শাস্ত্র-ত্যাগী দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ বা তাহাতে শ্রদ্ধাও করেন নাই। অতএব তিনি অচির-কাল মধ্যে ভীমসেনের বলে অভিভূত ও নিহত হইয়া শয়ন করিবেন।

রাজা দুর্য্যোধন তাহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। ভীষ্ম তদ্দর্শনে তাহাকে কহিলেন, দুর্য্যোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ধনঞ্জয় এই সুশীতল অমৃতগন্ধি জলধারা সমুৎপাদন করিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিলে। এই ধরাধামে আর কেহই এ কার্য্য সাধনে সমর্থ নন। এই মনুষ্যলোকে অর্জ্জুন বা কৃষ্ণ ব্যতীত কেহই আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, পারমেষ্ঠ, প্রাজাপত্য, ধাত্র, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্র ও বৈবস্বত অস্ত্র অবগত নন। অধিক কি সুরাসুরগণও ধনঞ্জয়কে জয় করিতে পারেন না। অতএব অচিরাৎ এই অমানুষকর্ম্মা, সত্যবান্, শৌর্য্যশালী সব্যসাচীর সহিত তোমার সন্ধি হউক। হে বৎস! মহাবাহু কৃষ্ণ স্বাধীন থাকিতে থাকিতে ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। তোমার হতাবশিষ্ট সহোদর ও ভূপালগণ নিহত না হইতে হইতেই এবং ক্রোধোদ্দীপিতলোচন যুধিষ্ঠির তোমার সৈন্যগণকে দগ্ধ না করিতে করিতে, এবং তোমার সৈন্যগণ নকুল, সহদেব ও ভীমসেনের হস্তে নিহত না হইতে হইতে পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সন্ধি করা কর্ত্তব্য। আমার নিধনেই যুদ্ধের অবসান হউক। হে ধার্ম্মিক! আমার বাক্যে তোমার অভিরুচি হউক। আমি তোমার ও বংশের পক্ষেই ইহা ক্ষেমঙ্কর বোধ করিতেছি। ধনঞ্জয় যাহা করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। অনন্তর ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর। ভীষ্মের নিধনের পর তোমাদের মিত্রতা হউক। অবশিষ্ট সুহৃদগণও জীবিত থাকুন; ইহাই উত্তম।

হে রাজন্! প্রসন্ন হও, পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর; যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন। তুমি মিত্রদ্রোহী ও পার্থিবগণের জঘন্য হইয়া পাপীয়সী কীর্ত্তি ভোগ করিও না। আমার মৃত্যুর পর প্রজাগণ শান্তি লাভ করুক। পার্থিবগণ প্রীতিমান হইয়া পরস্পর মিলিত হউন। পিতা পুত্রকে, ভাগিনেয় মাতুলকে ও ভ্রাতা ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হউক। যদি মোহাবেশ বা নির্ব্বুদ্ধিতা নিবন্ধন আমার এই সময়োচিত বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে পরিণামে তুমি পরিতপ্ত ও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে রুচি হয় না, তদ্রূপ এই ধর্ম্মার্থযুক্ত, হিতকর ও অনাময় বাক্যে দুর্য্যোধনের অভিরুচি হইল না।

অনন্তর রাজগণ স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলে কর্ণ একাকী ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে প্রতিদিন আপনার নয়নপথের অতিথি হইত, আপনি সর্ব্বদাই যাহার উপর রোষ প্রকাশ করিতেন, আমি সেই রাধেয়।

ইহা শুনিয়া ভীষ্ম যোগ হইতে বলপূর্ব্বক নেত্রদ্বয় উন্মীলন করত, কেহ নাই দেখিয়া, রক্ষিগণকে অপসারিত করিয়া পিতা যেমন পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, তদ্রূপ তিনি কর্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং সস্নেহ বচনে বলিলেন, কর্ণ! আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে শুনিয়াছি তুমি কুন্তীর নন্দন, রাধেয় নহ। অধিরথ তোমার পিতা নহে, এ কথা যথার্থ, ইহাতে সংশয় নাই। আমি সত্য কহিতেছি, আমি কদাপি তোমার প্রতি দ্বেষ করি নাই; তুমি অকারণে পাণ্ডবগণের নিন্দা করিতে বলিয়া আমি তোমার তেজোবধের নিমিত্ত তোমায় পরুষ বাক্য কহিতাম। নীচ আশ্রয়, মাৎসর্য্য ও ধর্ম্মলোপে জন্ম বশতঃ তোমার এই গুণীজনদ্বেষিনী বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। আমি তোমার দুর্ব্বিসহ বীরত্ব, ব্রহ্মনিষ্ঠা ও দানশৌণ্ডতা অবগত আছি। তুমি শর, অস্ত্র, অস্ত্রসন্ধান, অস্ত্রবল ও লঘুতায় অর্জ্জুন ও মহাত্মা কেশবের সমান। আমি তোমার প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলাম, আজ তাহা অপনীত হইল। হে আদিত্য-নন্দন! পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নয়। এক্ষণে যদি আমার প্রিয়াচরণ অভিলাষ কর, তাহা হইলে স্বীয় সহোদর পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হও! আমাকে দিয়া বৈরভাব প্রশমিত হউক এবং ভূপতিগণও শান্তি লাভ করুন।

কর্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; আমি যথার্থই কৌন্তেয়, সুতপুত্র নহি। কিন্তু কুন্তী আমায় পরিত্যাগ করিলে সুতের হস্তে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি এবং পরে দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছি; সুতরাং দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যেমন দৃঢ়ব্রত বাসুদেব পাণ্ডবগণের নিমিত্ত ধন, শরীর, পুত্র, দারা ও যশঃ পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমিও সেইরূপ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পুত্র দারা প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়াছি। ক্ষত্রিয়গণের ব্যাধিমরণ নাই। পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের প্রতি নিতান্ত কুপিত হইয়াছেন। অতএব এই অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার কোন ক্রমেই নিবারণ করা যায় না। আমিও অবগত আছি যে, কোন ব্যক্তিই পাণ্ডবগণ ও বাসুদেবকে পরাজয় করিতে সমর্থ নয়। তথাপি আমি তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত ও জয় লাভ করিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। এই নিদারুণ বৈরভাব কিছুতেই নিরাকৃত হইবে না। আপনি অনুজ্ঞা করুন; আপনার অনুজ্ঞাত হইয়া যুদ্ধ করিব। আমি ক্রোধ ও চপলতা নিবন্ধন যাহা কিছু বিরুদ্ধ বা মন্দ বলিয়াছি, এক্ষণে তাহা ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কর্ণ! যদি এই সুদারুণ বৈরভাব পরিহার করিতে না পার, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, স্বর্গকাম হইয়া যুদ্ধ কর। নিরহঙ্কার হইয়া বল ও বীরতা অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে আর শুভ কর্ম্ম কিছুই নাই। দীনতা ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদাচার হইয়া উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে রাজা দুর্য্যোধনের কার্য্য সম্পাদন কর।

কৃষ্ণ-সখা পাণ্ডবগণের জয় অনিবার্য্য। নিয়তির নিপীড়ন উপস্থিত হইয়াছে, আর রক্ষা নাই।

ইহা চিন্তা করিয়াই বুঝি মহামতি ভীষ্ম তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। কর্ণ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

-(০)-

দ্রোণ বধ।

অচিন্ত্যশক্তিশালী মহামতি ভীষ্ম মৃত্যুর অপেক্ষায় শরশয্যায় শয়ন করিলে কৌরব সৈন্যের সেনাপতিত্ব করিবার জন্য দুর্য্যোধন বীর্য্যশালী ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইয়া ভীষ্মের পতনে ভীষণ মর্ম্মবেদনা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে কৌরব সৈন্যের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। তিনি স্বীকৃত হইলে দুর্য্যোধন বলিল, হে আচার্য্য! আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে অসম্ভবও সম্ভব করিতে পারেন। আপনার ন্যায় মহাশক্তিশালী যুদ্ধ বিশারদ আর দ্বিতীয় নাই। আপনি কৃপা পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে অক্ষত দেহে ধৃত করুন।

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, আহা! ধর্ম্মরাজের প্রাণহানি করিতে তোমারও ইচ্ছা নাই দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাস্তবিকই অজাতশত্রু। তাঁহার উপর অস্ত্রক্ষেপ করিতে সকলকেই সঙ্কুচিত হইতে হয়। যাহাহউক, তোমার অভিপ্রায় কি? দুর্য্যোধন বলিল, তাঁহাকে ধরিতে পারিলে আমি আবার তাঁহার সহিত পাশক্রীড়া করিব। এবং তাহাতে পরাজিত করিয়া আবার বনবাসে পাঠাইব। তাহা হইলে আব এ যুদ্ধেব বিভীষিকা ভোগ করিতে হইবে না। এবং পুনঃপুনঃ ঐরূপ করিলে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে পারিব। আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন।

দ্রোণাচার্য্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মহারাজ! তোমার অভিপ্রায় অবগত হইলাম। এজন্য চেষ্টার ক্রটি হইবে না। কিন্তু ইহা অসাধ্য ব্যাপার। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির হইতে দূরে থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে। কারণ কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনকে পরাভূত করিতে পারে ত্রিজগতে এমন কেহ নাই। তবে কৌশল করিয়া অর্জ্জুনকে অন্যত্র যুদ্ধে নিয়োজিত রাখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধৃত করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

যাহাহউক, সেনাপতি দ্রোণের নেতৃত্বে আবার যুদ্ধের তুমুল আয়োজন

হইল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ সমাগত হইলে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচিত হইল। শস্ত্র বিশারদ দ্রোণ ব্যূহমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কৌঞ্চ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক সারথী, সখা কৃষ্ণের সহিত ব্যূহমুখ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনতিবিলম্বেই শঙ্খনিনাদের সহিত অপূর্ব্ব রণকোলাহল আরম্ভ হইল। চর আসিয়া পাণ্ডবগণকে সংবাদ দিল যে, মহামতি দ্রোণ সংকল্প করিয়াছেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জীবিত ধৃত করিয়া দুর্য্যোধনকে প্রদান করিবেন। ধর্ম্মরাজকে ধৃত করিলে সহজেই পাণ্ডবগণকে পরাভূত করা যাইবে। পাশ-ক্রীড়ায় তাঁহাকে পরাভূত ও বনবাসে প্রেরণ আদি সংকল্পও বিবৃত করিলে পাণ্ডবগণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠিরকে ধৃত করিবার উদ্দেশ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। দ্রোণাচার্য্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অর্জ্জুনের প্রভাব হইতে রক্ষা পাইলেন না। সহস্র সহস্র সৈন্য অর্জ্জুনের বাণে ধরাশায়ী হইল। দ্রোণাচার্য্য যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সেদিনকার তুমুল সংগ্রাম ব্যর্থ হইল দেখিয়া দুর্য্যোধন পরদিন দ্রোণের নিকট গমন পূর্ব্বক দুঃখ প্রকাশ করত কতকটা অভিমানের সহিত বলিল, আপনি ইচ্ছা করিলে এক দিনেই পৃথিবী পাণ্ডব শূন্য হইতে পারে। কিন্তু আপনি পাণ্ডবগণকেই অধিক স্নেহ করেন ও প্রীতির চক্ষে দেখেন! তাই তাহাদিগের উপর তেমন অস্ত্রক্ষেপ করেন না। আপনি আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আমারই অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। আপনি পাণ্ডব-গণকে পুত্রাধিক স্নেহ না করিলে পাণ্ডবগণের সাধ্য কি আপনার সম্মুখে ক্ষণকাল অবস্থান করে? আমি আপনার উপর নির্ভর করিয়া রাজন্যগণ সহিত সভ্রাতৃক হত হইলাম! প্রকাশ্য শত্রু ভাল; কিন্তু আপনার ন্যায় মিত্ররূপী শত্রু সর্ব্বনাশের একমাত্র হেতু! আমরা আপনার একান্ত আশ্রিত, ভক্ত ও শিষ্য। তথাপি আপনি আমাদিগের কল্যাণ কামনা করেন না। যাহাহউক, আপনি এখনও বলুন, আমি রাজ্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বনে গমন করি। আপনার কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আমি হতাশ ও যুদ্ধ জয়ে নিরাশ হইয়াছি। আপনি যদি বিরূপ হন, তবে অনর্থক, আমার জন্য কেন আমার হিতৈষী রাজন্যবর্গের জীবন নাশের নিমিত্তভাগী হই।

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, মহারাজ! আমি তোমার ও কথায় কোন দোষ গ্রহণ করি না। আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন জন্য নিরন্তর যত্নবান্ আছি। আমাকে কদাচ ওরূপ জ্ঞান করিও না। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও উরগগণও অর্জ্জুন রক্ষিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। যে স্থানে বিশ্বস্রষ্টা জনার্দ্দন বিদ্যমান আছেন এবং অর্জ্জুন সেনাপতি হইয়াছেন; সেখানে ভগবান্ শূলপানি ব্যতিরেকে আর কাহার বল কার্য্যকরী হইতে পারে? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এবার পাণ্ডবগণের একজন মহারথকে নিপাতিত এবং দেবগণেরও দুর্ভেদ্য এক ব্যূহ প্রস্তুত করিব। কিন্তু যে কোন উপায়ে অর্জ্জুনকে ধর্ম্মরাজের নিকট হইতে অপনীত কর।

অভিমন্যু বধ।

আচার্য্য দ্রোণ এইরূপ কহিলে সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ দক্ষিণদিকে আহ্বান করিতে লাগিল। তাহাদের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল। আর এদিকে দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহারথ অভিমন্যু জ্যেষ্ঠতাত যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সেই দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ বারম্বার ভেদ করিতে লাগিলেন।

দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা করিয়া তন্মধ্যে দেবরাজতুল্য মহীপালগণকে সংস্থাপিত করিলেন। তাঁহার দ্বারদেশে সূর্য্যসঙ্কাশ রাজকুমারগণ সন্নিবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলেই রক্তবর্ণ-পতাকা-পরিশোভিত, হেমহার-বিভূষিত, চন্দন ও অগুরু চর্চ্চিত, রক্তবর্ণ-বিভূষণ-সম্পন্ন, সূক্ষ্মরক্তাম্বরধারী, মাল্যদামমণ্ডিত, স্বর্ণখচিত ধ্বজদণ্ডশোভিত ও কৃতপ্রতিজ্ঞ। সেই দশ সহস্র রাজপুত্র একত্র সমবেত হইয়া সমরাভিলাষে অভিমন্যুর প্রতি ধাবিত হইল।

তাহারা পরস্পর সমদুঃখসুখ, সমসাহস ও হিতানুষ্ঠান নিরত হইয়া দুর্য্যোধনপুত্র লক্ষ্মণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে সমরে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন, মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুঃশাসন কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া দ্রোণাধিকৃত সেনামুখে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, সৈন্য মধ্যে সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে এবং দুর্য্যোধনের ত্রিংশৎ ভ্রাতা অশ্বত্থামাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া

সিন্ধুরাজের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল। শকুনি, শল্য ও ভূরিশ্রবা সিন্ধুরাজের পার্শ্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কুন্তিভোজ, দ্রুপদ, অভিমন্যু, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, বিরাট, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিশুপালনন্দন, ক্ষত্রধর্ম্মা, বৃহৎক্ষত্র, চেদিপতি, ধৃষ্টকেতু, নকুল, সহদেব, ঘটোৎকচ, যুধামন্যু, মহাবীর্য্য কেকয়গণ, শত সহস্র সৃঞ্জয় এবং অন্যান্য যুদ্ধ দুর্ম্মদ সানুচর বীরবর্গ যুদ্ধার্থী হইয়া দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

দ্রোণাচার্য্য ও কৌরবগণের একমাত্র লক্ষ্য যুধিষ্ঠিরকে ধৃত করা। তজ্জন্য তাহারা তদ্রূপ ভাবেই যুদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে হরণের উদ্যম প্রকাশ করিতেছে দেখিয়া, অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করিয়া ব্যূহ মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। অভিমন্যুর অসীম তেজোবীর্য্যে মহা মহা রথীবৃন্দ ভীষণ পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহারা তখন যুধিষ্ঠির হরণের লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া ষোড়শবর্ষের বালক অভিমন্যুকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে বলিয়াছিলেন, আমরা এমন ভাবে যুদ্ধ করিব যেন অর্জ্জুন আসিয়া আমাদিগকে দোষ না দেয়। অভিমন্যু জ্যেষ্ঠতাতের সেই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যখন অভিমন্যুর অতুলবিক্রম মহারথীদের একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল তখন দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয়জন মহারথী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার উপর অজস্র শরাঘাত করিতে লাগিল।

এদিকে অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করিয়া সৈন্য সাগর মধ্যে প্রবেশ করিলে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি তাঁহার সাহায্যার্থ ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিবার উদ্যম করিলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মহাদেবের বরে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহাদের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিল। অভিমন্যু একাকী হইয়াও ঐ সমুদয় মহারথীর শরজালকে পুনঃপুনঃ অপসারিত করিতে লাগিলেন। অভিমন্যুর অলৌকিক তেজ নিরীক্ষণ করিয়া উক্ত মহারথীবৃন্দ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া এক যোগে পুনঃপুনঃ শর বর্ষণে তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া হত্যা করিল।

অভিমন্যু নিপাতিত হইলে কৌরব পক্ষের মহোল্লাস ধ্বনি শ্রুত হইল।

পাণ্ডবগণ সংবাদ পাইলেন অভিমন্যু হত হইয়াছেন। তাহা শুনিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির অতিমাত্র বিচলিত হইলেন দেখিয়া তথায় সহসা মহামতি মূর্তিমান্ বেদস্বরূপ বেদব্যাস আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে সহসা সমাগত দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যথোচিত সম্মান-সম্ভ্রম সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! মৃত্যু কি, কেন হয়? ইহার উৎপত্তিইবা কেমন করিয়া হইল? আমি অভিমন্যুর মৃত্যুতে বড়ই বিচলিত হইয়াছি। রাজ্যৈশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া বনে গমন করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

তিনি বলিলেন, মহারাজ! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। সকলেই মৃত্যুর অধীন। রোগ শোকে জীবন বিসর্জ্জন অপেক্ষা সৎকার্য্যে দেহত্যাগ করিলে ইহ পরকালের কল্যাণ লাভ হয়। ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে স্বর্গে মহাসুখ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা দস্যু কর্ত্তৃক বা বৃথা জীবন ত্যাগ করে বা করিতে বাধ্য হয়, তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিতে পারা যায়; কিন্তু যাঁহারা সুকৃতির বলে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গাদি শ্রেষ্ঠ লোকে গমন করেন, তাঁহারা পুনরায় দুঃখশোকময় মরণশীল মর্ত্ত্যধামে আগমন করিতে চাহেন না। বা বলপূর্ব্বকও তাঁহাদিগকে আনয়ন বা পুনর্জ্জীবিত করা যায় না।

যাহাহউক, মৃত্যুর উৎপত্তি সম্বন্ধে তোমায় সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর।

ভূতভাবন কমলযোনি ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, প্রজাগণ কর্ম্মে কর্ম্মে পূর্ব্বাপর বেশ অবিচলিতই আছে; তাহাদের ক্ষয় ব্যয় নাই। বিনাশ না হইলে উৎপত্তির বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় না। জন্ম মৃত্যুই জগতের বৈশিষ্ট্য। তজ্জন্য তিনি চিন্তিত হইলেন। সৃষ্টি সংহার বিষয়ে কিছুই অবধারণ করিতে না পারায় তাঁহার রোষ প্রভাবে আকাশে এক অগ্নি সমুত্থিত ও চরাচর সংসারে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহা দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই ক্রোধাগ্নি বিশ্ব-সংসার ভস্মসাৎ করিতেছে দেখিয়া জটাজুটধারী ভূতপতি ভগবান্ ভবানীপতি পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা লোকহিত কামনায় সমাগত ভূতপতিকে দেখিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি আমার ইচ্ছানুসারেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এক্ষণে বল তোমার কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

তিনি বলিলেন; প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে তুমিই যত্ন করিয়াছিলে এবং তুমিই নানাবিধ ভূত সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ। কিন্তু এক্ষণে তোমার রোষানলে তাহারা দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া আমার করুণা সঞ্চার হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হও।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে রুদ্র! সংহার বিষয়ে আমার অভিলাষ ছিল না, কিন্তু পৃথিবীর হিতকামনায় আমার ক্রোধ উপস্থিত হইল। দেবী বসুন্ধরা দুর্ভর ভারে নিতান্ত পীড়িতা হইয়া ভূতসংহারার্থ আমায় অনুরোধ করেন। কিন্তু এই অনন্ত জগতের সংহার কারণ কিছুই উদ্ভাবন করিতে না পারায় আমার হৃদয়ে ক্রোধের উদয় হয়।

অনন্তর লোক পিতামহ ব্রহ্মা ক্রোধ সম্বরণ করিলে সেই অগ্নি তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইল। তদনন্তর তিনি প্রজাদিগের হিতানুষ্ঠান জন্য রুদ্রদেবের সমক্ষে সৃষ্টি হেতু প্রবৃত্তি এবং মোক্ষ হেতু নিবৃত্তি ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন।

তিনি ক্রোধ জনিত হুতাশনকে সংহার করিলে তাঁহার ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে কৃষ্ণ, রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণা, রক্তজিহ্বা, রক্তাস্যা ও রক্তলোচনা, মনোরম কুণ্ডলালঙ্কৃতা বিবিধ ভূষণে ভূষিতা এক নারী আবির্ভূতা হইলেন। ঐরূপে নির্গতা হইয়া ব্রহ্মা ও রুদ্রকে নিরীক্ষণ করত হাস্য করিতে করিতে দক্ষিণদিক আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে মৃত্যু বলিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি আমার সংহার-বুদ্ধি বশতঃ আবির্ভূত হইয়াছ, অতএব তুমি আমার নিয়োগ ক্রমে পৃথিবীর সমুদয় প্রাণীকে সংহার কর; তোমার মঙ্গল হইবে।

ধর্ম্ম-পরায়ণ সুকর্ম্ম নিরত মনুষ্যাদিকে সংহার করিতে হইবে ভাবিয়া মৃত্যু প্রথমতঃ শঙ্কিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মার পুনঃপুনঃ অনুরোধ ও ভয়ে তাহা স্বীকার করিয়া কহিলেন, হে দেব! যদি একান্তই আমাকে এ কার্য্যে নিয়োগ করেন, তবে প্রাণিগণ আপনাপনিই মৃত্যুর কারণ উদ্ভাবন করিবে। আমি কেবল নিমিত্তমাত্র হইব। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ ও নির্লজ্জতা, এই সকল পরুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা আবিষ্ট হইয়া প্রাণিগণ স্বয়ংই মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইবে।

ব্রহ্মা বলিলেন, তাহাই হইবে। প্রাণিগণ আত্ম-কৃত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া দেহত্যাগ করিবে। তুমি প্রাণিগণের ধর্ম্ম, ধর্ম্মের অধীশ্বরী, ধর্ম্ম-পরায়ণা ও

ধর্ম্মের কারণ। তুমি কাম ও ক্রোধ বর্জ্জিত হইয়া প্রাণিগণের প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হও। অধর্ম্ম দুরাচারদিগকে নির্ম্মূল করিবে।”

রোগ নামধারী ব্যাধি প্রাণিগণ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা সাতিশয় নিপীড়িত ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব আপনি জীবনান্ত জীবগণের নিমিত্ত বৃথা শোক করিবেন না। ইন্দ্রিয় সকল জীবনান্তে জীবগণের সহিত পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সংসাধন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ দেবগণও মনুষ্যের ন্যায় পরলোকে গমন ও স্ব স্ব কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন।

অতএব হে মহারাজ! প্রাণিগণের মৃত্যু দেব নির্দ্দিষ্ট। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে প্রজাগণের প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! চন্দ্রাংশ সম্ভূত মহারথ অভিমন্যু অসংখ্য ধনুর্দ্ধারী বিনাশ পূর্ব্বক সংগ্রাম করত অসি, গদা, শক্তি ও কার্ম্মুক দ্বারা বিনষ্ট ও রজোগুণ বিবর্হিত হইয়া পুনরায় চন্দ্রে বিলীন হইয়াছেন। অতএব তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করত অপ্রমত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সত্বর যুদ্ধার্থ গমন কর।

নির্ম্মল নভোমণ্ডল সদৃশ শ্যামকলেবর ভগবান্ ব্যাস এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলে ধর্ম্মনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুন আসিলে কি বলিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে কপিকেতন ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্রজালে সংসপ্তকগণকে সংহার ও বাসুদেব সহিত সন্ধ্যোপাসনা সমাপন পূর্ব্বক মনোরম রথে যুদ্ধ বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে করিতে শিবিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শিবির নীরব, নিরানন্দময় ও শ্রীভ্রষ্ট। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন আকুল হৃদয়ে কৃষ্ণকে কহিলেন, কেশব! আমার ভ্রাতৃগণের কুশল ত? আজি মঙ্গল বাদ্য, তূর্য্য, দুন্দুভি, শঙ্খ, বীণা প্রভৃতি বাদিত হইতেছে না কেন? বন্দিগণ স্তুতি ও মঙ্গল গীত গান ও পাঠ করিতেছে না কেন? আজি অভিমন্যু ভ্রাতৃগণের সহিত আমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছে না কেন?

এইরূপ বলিতে বলিতে অর্জ্জুন রথ হইতে অবরোহণ করিয়া দেখিলেন, ভ্রাতৃগণ এবং পুত্রগণ বিমনা ও শোকাতুর। তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া [illegible] কহিলেন, তোমাদিগের সকলকে দেখিতেছি, কিন্তু আমার [illegible] দেখিতেছি না।

কোথায় ? কৈ কৈ আমার অভিমন্যু কৈ ? প্রিয় পুত্র অভিমন্যু কৈ ? শুনিয়াছি দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিলে অভিমন্যু তাহা ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। অহো! মহাধনুর্দ্ধর সুভদ্রানন্দন কি ব্যূহ ভেদ করিয়া যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে ? বল বল লোহিতাক্ষ মহাবাহু, পর্ব্বতজ সিংহ সদৃশ, উপেন্দ্রোপম মহাবীর অভিমন্যু কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল ? কোন্ ব্যক্তি কালমোহিত হইয়া দ্রৌপদী, কেশব ও কুন্তীর নিরন্তর প্রীতি-ভাজন সুভদ্রার প্রিয়পুত্রকে বিনাশ করিল ? আমি যদি সেই প্রিয়-পুত্রের দর্শন প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যদি প্রদ্যুম্ন, কেশব ও আমার নিরন্তর প্রীতি-ভাজন, রথী গণনায় মহারথ বলিয়া পরিগণিত, যুদ্ধে আমা অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক, তরুণ বয়স্ক মহাবাহু পুত্রকে দেখিতে না পাই, তবে নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। প্রিয়তম তনয়ের সেই সুন্দর নাসা, সুন্দর ললাট, সুন্দর চক্ষু, সুন্দর ভ্রূ ও সুন্দর ওষ্ঠ সমন্বিত মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ, সেই বীণা বিনিন্দিত স্বর, পুংস্কোকিল রবের ন্যায় মনোহর বাণী শ্রবণ এবং দেবগণ দুর্লভ অপ্রতিমরূপ অবলোকন না করিলে আমার শান্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায় ? অভিবাদন দক্ষ, পিতৃগণের বাক্যে অনুরক্ত অভিমন্যুকে না দেখিলে আমার হৃদয় কোন মতেই সুস্থির হইবে না।

মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এরূপ হইও না। সমরে অপলায়ী, শূরগণের, বিশেষতঃ যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের ইহাই সনাতন পথ। মহাবীর অভিমন্যু অতি বড় তেজোবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাসমরক্ষেত্রে উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রের কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক পুণ্যকর্ম্মাদিগের আনন্দময় পবিত্রলোকে গমন করিয়াছে। অতএব তুমি শোক করিও না। তুমি শোকাবিষ্ট হইয়াছ বলিয়াই তোমার ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ ও ভূপতিবৃন্দ দীনমনা হইয়াছেন। তুমি শান্ত বাক্যে ইহাদিগকে আশ্বাস প্রদান কর।

মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! সেই দীর্ঘবাহু কমলায়তলোচন অভিমন্যু যে প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। তোমাদের সমক্ষে বীর পুত্রের অরিগণকে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পরিবারবর্গের সহিত সমরে

করিব। তোমরা সকলে কৃতাস্ত্র ও শাস্ত্রপাণি। তোমাদের সমক্ষে বজ্রপাণি সুররাজও অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিতে পারে না। হায়! যদি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আমার পুত্রের রক্ষণে অসমর্থ জানিতাম, তাহা হইলে আমি স্বয়ংই তাহাকে রক্ষা করিতাম। তোমরা রথারূঢ় হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতেছিলে, তথাপি শত্রুগণ কি প্রকারে অন্যায় সংগ্রাম করিয়া অভিমন্যুর প্রাণ সংহার করিল? কি আশ্চর্য্য! এখন জানিলাম তোমাদের কিছুমাত্র পৌরুষ বা পরাক্রম নাই; এইজন্যই অভিমন্যু তোমাদের সমক্ষেই নিপাতিত হইয়াছে। অথবা সকলই আমার দোষ। কারণ, তোমাদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বল, ভীরু ও অকৃতনিশ্চয় জানিয়াও আমি এ স্থান হইতে গমন করিয়াছিলাম। তোমরা যদি আমার পুত্রকেও রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে, তবে তোমাদের বর্ম্ম, শাস্ত্র ও আয়ুধ সকল কি ভূষণের নিমিত্ত? এবং বাক্য কি কেবল সভা মধ্যে বক্তৃতা করিবার জন্য?

উঃ! পুত্রশোক কি ভীষণ! অর্জ্জুনের ন্যায় মহাবীরের হৃদয়ও শোকে আকুল হইয়া উঠিয়াছে! যাহাহউক, পুত্রশোক সন্তপ্ত ধনঞ্জয় পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিলাপ করিয়া অশ্রুপূর্ণ মুখে ধনু ও খড়্গহস্তে অবস্থান করত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির ও বাসুদেব ব্যতীত আর কোন সুহৃদই তাঁহার সহিত আলাপ বা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সাহসী হইলেন না।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে মহাবাহো! পরম ধার্ম্মিক মহাবীর অভিমন্যু প্রথমতঃ সহস্র মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গ, তৎপরে পুনরায় আট সহস্র রথ, নয় শত হস্তী, দুই সহস্র রাজপুত্র ও অলক্ষিত বহু বীর ও রাজা বৃহদ্বলকে সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং স্বর্গে গমন করিয়াছে। মহাবীর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কোশল রাজ বৃহদ্বল ও কৃতবর্ম্মা এই ছয়জন রথী সেই অসহায় বালককে বেষ্টন করিয়া হত্যা করিয়াছে। জয়দ্রথ মহাদেবের বরে আমাদিগকে পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য্য করিয়াছে। আমরা কোন প্রকারেই শ্রীমান্ অভিমন্যুকে সাহায্য করিবার সুযোগ পাই নাই।

তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন শোক-কাতর হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িলেন। এবং কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া

উঠিয়া বসিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি কল্যই জয়দ্রথকে বিনাশ করিব। যদি জয়দ্রথ মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া কৌরবগণকে পরিত্যাগ না করে এবং আমাদিগের পুরুষোত্তম কৃষ্ণ বা আপনার শরণাপন্ন না হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই কল্য আমার শরে বিনষ্ট হইবে। সেই পাপাত্মাই অভিমন্যু বধের হেতু হইয়াছে। কাল তাহাকে সংহার করিবই করিব। যদি তাহা না করি, তাহা হইলে মাতৃহন্তা, পিতৃঘাতী, গুরুদাররত, খল, সাধুনিন্দক ও তাঁহাদের পরীবাদকারী, গচ্ছিত ধনাপহারক, বিশ্বাস-ঘাতক, ভুক্তপূর্ব্ব স্ত্রীর নিন্দক, অকশ্মী, ব্রহ্ম ও গোঘাতী, বৃথা পায়স, যবান্ন, শাক, তিলান্ন, পিষ্টক, মাংসভোজী, বেদধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও গুরুর অবমন্তা যে লোকে গমন করে, আমিও যেন সেই লোক প্রাপ্ত হই।

আমি যদি জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণ, গো ও অগ্নি স্পর্শ করে, যে ব্যক্তি জলে শ্লেষ্মা, পুরীষ ও মূত্র পরিত্যাগ করে, আমি যেন তাহাদিগের কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হই। ইত্যাদি শপথ করিয়া বলিলেন, যদি কল্য পাপাত্মা জয়দ্রথ জীবিত থাকিতে থাকিতে দিবাকর অস্তগত হন, তাহা হইলে আমি সেই স্থানেই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব।

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বাসুদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন। এবং অর্জ্জুনও দেবদত্ত শঙ্খ বাদন করিলেন।

চরগণ জয়দ্রথকে এই সংবাদ প্রদান করিলে জয়দ্রথ অত্যন্ত ভীত চকিত হইয়া ভূপালগণের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় নিবেদন করিল। কৌরব-গণের মধ্যে এই বলিয়া উল্লাসধ্বনি উঠিল যে, কল্য সূর্য্য অস্ত গমন পর্য্যন্ত দ্রোণ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, শল্য, বাহ্লিক ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন। সূর্য্য অস্ত গমন কাল পর্য্যন্ত ইহারা জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন। তখন এক অর্জ্জুন কেন, দশ অর্জ্জুন আসিলেও তাঁহার কেশ স্পর্শও করিতে পারিবে না। সুতরাং অর্জ্জুনকে অগ্নি প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিতে হইবে। আর অর্জ্জুন দেহত্যাগ করিলে পাণ্ডবগণ অনায়াসেই পরাজিত ও সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে।

কৌরবগণ এইরূপে শূন্যে দুর্গ নির্ম্মাণ বা আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়া বিষম উৎসাহিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে হর্ষধ্বনির সহিত বিপুল আস্ফোটন

জয়দ্রথ রক্ষার ব্যূহ নির্ম্মাণ পরিকল্পিত হইতে লাগিল। প্রাতঃকালেই জয়দ্রথ দ্রোণ প্রভৃতি মহারথিগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। দুর্য্যোধন তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, আপনি স্বয়ং মহারথী; তাহার উপর দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, আমি ও দুঃশাসন প্রভৃতি আপনার রক্ষায় নিযুক্ত হইব। সমুদয় সৈন্য দ্বারা অদ্ভুত এক ব্যূহ নির্ম্মিত হইবে। যাহার অগম্য পথে সর্ব্বশেষে আপনি অবস্থান করিবেন। তাহা দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রভৃতিরও অগম্য স্থান। সূর্য্যের এক অশ্ব গমন কেন, তাহার শত শত অশ্ব গমন সময় পর্য্যন্তও অর্জ্জুনের তথায় গমন অসম্ভব। আপনি নিশ্চিন্ত হউন; আজ পৃথিবী পাণ্ডব শূন্য হইবে।

দুর্য্যোধনের উক্ত প্রকার আড়ম্বরের সহিত দ্রোণ কর্ত্তৃক অদ্ভুত ব্যূহ রচিত হইল। ব্যূহমুখে দ্রোণ, এবং সর্ব্বশেষে কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য ও দুঃশাসন জয়দ্রথকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা বাসুদেব রজনী মধ্যেই জাগরিত হইয়া পার্থের প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক দারুককে বলিলেন, অর্জ্জুন, প্রিয়-পুত্র অভিমন্যু বিয়োগে কাতর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, কল্য জয়দ্রথকে সংহার করিবে। যদি দ্রোণাচার্য্য তাহাকে রক্ষা করেন, তবে দৈত্যদানবদর্পহারী ইন্দ্রও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু ধনঞ্জয় যাহাতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে সংহার করিতে পারে, আমি অবশ্যই তাহার উপায় করিব। কি দারা, কি মিত্র, কি জ্ঞাতি, কি বান্ধব, অর্জ্জুন অপেক্ষা কেহই আমার প্রিয়তর নহে। আমি মুহূর্ত্তমাত্রও অর্জ্জুন শূন্য পৃথিবী অবলোকন করিতে পারিব না। ফলতঃ অর্জ্জুন অবশ্যই কল্য সংগ্রামে জয়লাভ করিবে। আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের হিতার্থ অসংখ্য নাগাশ্ব সমবেত বীরগণকে কর্ণ দুর্য্যোধনের সহিত পরাজিত ও সংহার করিব। আমি তোমার সমক্ষে পাণ্ডবগণের হিতার্থ ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কৌরব সৈন্যকে চক্র দ্বারা প্রমথিত ও নিপাতিত করিব। কাল দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই দেখিবে, আমি সব্যসাচীর কিরূপ সুহৃৎ। যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের দ্বেষ করে, সে আমার দ্বেষ্টা; যে তাহার বশীভূত সে আমারও বশীভূত। ফলতঃ অর্জ্জুনকে তুমি আমার শরীরার্দ্ধ বলিয়া জানিবে। রথ প্রস্তুত এবং তাহা সমুদয় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত রাখিবে।

কৃষ্ণ এদিকে অর্জ্জুনকে প্রভূত উৎসাহসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, সখে! পাশুপত অস্ত্র দ্বারা জয়দ্রথকে বিনাশ করিবে। যদি তাহা তোমার স্মরণ না থাকে তবে তাহা স্মরণ কর।

অর্জ্জুন কেশবের বাক্যে সলিল স্পর্শ করিয়া একাগ্রমনে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে দেখিলেন, তিনি কেশবের সহিত শূন্যে উত্থিত হইয়াছেন। অনন্তর জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল-সমাকীর্ণ, সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে মণিমান্ পর্ব্বতে বায়ুবেগে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে উত্তরদিকে শ্বেত পর্ব্বত। কুবের বিহার-প্রদেশস্থিত প্রফুল্ল সরসিজ সম্পন্ন সরোবর ও পুষ্প ফল সমাকীর্ণ দ্রুমরাজি বিরাজিত, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানাবিধ মৃগগণে পরিপূর্ণ পবিত্র আশ্রম সম্পন্ন, মনোহর বিহগ সমূহে পরিশোভিত, স্ফটিক সদৃশ অগাধ জলপূর্ণ নদী শ্রেষ্ঠ গঙ্গা ও কিন্নর গীত ধ্বনিত, হেম রৌপ্যময় শৃঙ্গে সুশোভিত, কুসুমিত মন্দার বৃক্ষে সুবাসিত, নানাবিধ ওষধিতে সন্দীপিত মন্দর পর্ব্বতের মনোরম প্রদেশ সমূহ দর্শন করিয়া সুচিক্কণ অঞ্জনরাশিসন্নিভ কাল পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মতুঙ্গ, বহুসংখ্যক নদী, জনপদ, সুশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, শর্য্যাতিবন, পবিত্র অশ্বশির স্থান, আথর্ব্বণগণের স্থান, বৃষদংশ পর্ব্বত, অপ্সরা ও কিন্নরগণে সমাকীর্ণ মহামন্দর শৈল এবং মনোরম প্রস্রবণ, সুবর্ণ ও নগর সমূহে সুশোভিত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পৃথিবী ও বহু রত্নের আকর অদ্ভুতাকার সমুদ্র সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এইরূপে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সহিত অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশে পর্য্যটন করত বিস্মিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ এক পর্ব্বত তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন তিনি সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, মহাত্মা বৃষভধ্বজ তথায় তপশ্চর্য্যায় ব্যাপৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার তেজোরাশি সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছে। তাঁহার হস্তে ত্রিশূল, মস্তকে জটা, পরিধান অজিন ও বল্কল; তিনি তুষারধবলকায় ও সহস্র লোচনে সুশোভিত। তাঁহার সঙ্গে পার্ব্বতী ও ভাস্বর ভূতগণ অবস্থান করিতেছেন। তিনি কখন গীত, কখন বাদ্য, কখন

শব্দ, কখন হাস্য, কখন নৃত্য, কখন হস্তপদাদি আস্ফালন, কখন আস্ফোটন, কখন বা চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার গাত্র পবিত্র গন্ধে সুবাসিত এবং দিব্য ঋষি ও ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন।

ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব সেই শরাসনধারী ভূতনাথ ভবানীপতিকে অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পার্থের সহিত ক্ষিতিতলে মস্তকাবনমন করিলেন।

যিনি সকল লোকের আদি, অজন্মা, ঈশান, অব্যয়, মনের পরম কারণ, আকাশ ও বায়ু স্বরূপ, সমস্ত জ্যোতির আধার, পর প্রকৃতি, দেব, দানব, যক্ষ ও মানবগণের সাধনীয়; যোগের আধার, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞদিগের আশ্রয়, চরাচরের স্রষ্টা ও প্রতিহর্ত্তা এবং ধীরতা ও প্রচণ্ডতার উদয় স্থান; সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম পদলাভার্থী জ্ঞানিগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হন এবং সংহারকালে যাঁহার কোপের উদয় হয়; বাসুদেব মন, বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহাকে সকল ভূতের আদি এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কারণ জানিয়া ভূয়োভূয়ঃ অভিবাদন করিতে লাগিলেন।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব নর ও নারায়ণকে সমাগত দেখিয়া প্রসন্নমনে সহাস্যবদনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, হে নরোত্তম বীরদ্বয়! তোমাদের ক্লেশ দূর হউক। যে কার্য্যের জন্য আগমন করিয়াছ, আমি তাহা অবগত আছি।

ইহা বলিয়া বহু সম্মান পুরঃসর তিনি অর্জ্জুনকে শরশরাসন প্রদান করিলেন। তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে মহাদেবকে প্রণাম করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে অর্জ্জুন প্রাতঃকৃত্য সমাপন, গো ব্রাহ্মণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করত মাঙ্গল্যদ্রব্য দর্শন ও স্পর্শন পুরঃসর সজ্জিত হইয়া শ্বেতাশ্বচতুষ্টয় সমন্বিত কপিধ্বজ রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলে শঙ্খ, পণব, ভেরী, তুরী আদি বাদ্য সকল ঘোররবে বাদিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ অশ্বদিগকে ধাবিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন, সখে! মহাবীর দ্রোণ এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ শকট এবং পশ্চাতার্দ্ধ পদ্মের ন্যায়। পদ্মের মধ্যস্থলে সূচী নামক গূঢ় ব্যূহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

জয়দ্রথ অসংখ্য বীর রক্ষিত হইয়া সেই সূচীব্যূহের পার্শ্বে অবস্থান করিবে। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, দুর্জ্জয় বৃষসেন, কৃপ, শল্য এই ছয়জন সমরে অগ্রসর হইবে। তাহারা ধনু, বল, বীর্য্য ও ঔরস প্রভাবে নিতান্ত অসহনীয়। ঐ ছয়জনকে পরাজয় না করিলে জয়দ্রথকে পাওয়া যাইবে না। তাহাদের মিলিত শক্তিকে পরাজয় করা সুসাধ্য নহে। অতএব তাহা বিশেষ করিয়া চিন্তা কর।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন! তুমি দুর্য্যোধনের যে ছয়জন রথীকে অধিকতর বলবান্ বলিয়া বোধ করিতেছ, আমার বোধ হয় তাহাদিগের বীরত্ব আমার বীরত্বের অর্দ্ধ ভাগের তুল্যও নহে। দুর্য্যোধন এ যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের উপরই সংগ্রামের জয় পরাজয় নির্ভর করিয়াছে। এজন্য আমি অগ্রে পাপাত্মা জয়দ্রথের রক্ষক মহাধনুর্দ্ধর আচার্য্য দ্রোণকেই আক্রমণ করিব। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সৈন্যব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট নিশ্চয়ই উপস্থিত হইব। আমার প্রতিজ্ঞা কখনই ব্যর্থ হইবে না। আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন স্থির জানিও যে জয়দ্রথ বিনষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণে সত্য, সাধুতে নম্রতা, যজ্ঞে শ্রী ও নারায়ণে জয় প্রতিনিয়তই বিরাজমান থাকে।

ইতিমধ্যে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য শঙ্খনিনাদ ও স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রবলবেগে ভ্রমণ করত ব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে জয়দ্রথকে কহিলেন, হে সিন্ধুরাজ! তুমি সৌমদত্তি, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন, কৃপ, এক লক্ষ অশ্ব, ষড় অযুত রথ, চতুর্দ্দশ সহস্র মত্ত হস্তী, একবিংশতি সহস্র বর্ম্মধারী পদাতি লইয়া আমার ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থান কর। তথায় পাণ্ডবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমায় আক্রমণ করিতে পারিবে না। তাহা শুনিয়া জয়দ্রথ আশ্বস্ত হইয়া গান্ধার দেশীয় মহারথ ও বর্ম্মধারী পাশপাণি অশ্বারোহিগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। চামরালঙ্কৃত, সুবর্ণ-বিভূষিত দ্বি-সহস্র সিন্ধু দেশীয় অশ্ব ও সপ্ত সহস্র অন্তবিধ অশ্ব তাহার সহিত গমন করিল।

সেই ব্যূহের দৈর্ঘ্য চতুর্বিংশতি ক্রোশ। এবং পশ্চাদর্দ্ধের বিস্তৃতি দশ ক্রোশ। দ্রোণ ঐ ব্যূহের পশ্চাদর্দ্ধস্থিত পদ্মাকৃতি ব্যূহ মধ্যে সূচী নামে

আর এক দুর্ভেদ্য গূঢ় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা সূচীমুখে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ কাম্বোজ ও জলসন্ধ্যা, তৎপশ্চাৎ রাজা দুর্য্যোধন ও কর্ণ অবস্থান করিতে লাগিল। শত সহস্র যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষ শকটের অগ্রভাগ রক্ষায় নিযুক্ত হইল। মহারাজ জয়দ্রথ অসংখ্য সৈন্যের সহিত তাহাদের সকলের পশ্চাতে সেই সূচী-ব্যূহের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং মহাতেজস্বী দ্রোণ শ্বেত বর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ পরিধান পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় শকট-ব্যূহের মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের সহিত প্রলয়ান্তক রুদ্রের ন্যায় সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সত্বর দ্রোণ নির্ম্মিত শকট-ব্যূহের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার ধ্বজস্থ কপি অন্যান্য জন্তগণের সহিত মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক ভীষণ শব্দ করত কৌরব সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিল।

অর্জ্জুন উপস্থিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ পাঁচবাণে বাসুদেব এবং ত্রিসপ্ততিবাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার ধ্বজ বিপাটিত করিলেন। সুতরাং ভীষণ রণ বাধিয়া গেল। অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া শত সহস্র বাণে দ্রোণাচার্য্যকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। এদিকে দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রায় মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ বলিলেন, আর দ্রোণের সহিত যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, জয়দ্রথের অভিমুখে শীঘ্র গমন কর। অর্জ্জুন তাহা শুনিয়া সত্বর দ্রোণের সৈন্য-ব্যূহ ভেদ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন সূচী-ব্যূহ মুখে কৃতবর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ বলিলেন, হে পার্থ! কৃতবর্ম্মার প্রতি দয়া করিবার প্রয়োজন নাই। সম্বন্ধের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া সত্বর উহাকে সংহার কর। অর্জ্জুন লঘুহস্তে ভীষণ শরক্ষেপে রণস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল। সহস্র সহস্র সৈন্য, অশ্ব, গজ, রথী মহাশব্দে রুধির বমন পূর্ব্বক ভূপতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন অবসর বুঝিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের ত্রাসে সৈন্যগণ অশ্ব, গজ, রথ প্রভৃতি লইয়া বেগে পলায়ন এবং ত্বরিত পলায়নের সংঘর্ষে পরস্পর আহত হইয়াও প্রাণত্যাগ করিতে

লাগিল। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পাণ্ডব পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া তার ভৎর্সনা করিতে লাগিল। বলিল, আপনার ন্যায় যোদ্ধাকে অতিক্রম করিতে পারে ত্রিজগতে এমন কে আছে? আপনি অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহ বশতঃ তাহাকে পথ প্রদান না করিলে আজ সহস্র সহস্র রথ, রথী, গজ, অশ্ব ও সৈন্য বিনষ্ট হইত না। সে সূচী-ব্যূহের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে তথায় বাধা দিতে পারে এমন বীর আপনি ভিন্ন কে আছে? আপনার উপর নির্ভর করিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইল!

এত যত্ন করিয়াও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমার আশা ভরসা সকলই সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় অন্তর্হিত হইল। আমরা আপনার একান্ত ভক্ত; তথাচ আপনি আমাদের হিতাভিলাষ করেন না। প্রত্যুত, আমাদের অপকারে প্রবৃত্ত পাণ্ডবগণের নিরন্তর প্রীতি সম্পাদন করেন। আপনি আমাদের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আমাদিগেরই অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি যে মধুলিপ্ত ক্ষুর সদৃশ তাহা এতকাল অবগত ছিলাম না। যদি আপনি অর্জ্জুন নিগ্রহে স্বীকৃত না হইতেন, তাহা হইলে আমি গৃহ গমনোন্মুখ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে কখনও নিবারণ করিতাম না। আমি দুর্ব্বুদ্ধি প্রভাবে আপনার অস্ত্রবলে পরিত্রাণেচ্ছা করিয়া মোহ বশতঃ সিন্ধুরাজকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে মৃত্যু-মুখে নিক্ষেপ করিয়াছি। বরং মনুষ্য কৃতান্ত কবলে পড়িয়াও মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু জয়দ্রথ অর্জ্জুনের সম্মুখবর্ত্তী হইলে কদাচ পরিত্রাণ পাইবে না।

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, হে মহারাজ! তুমি আমার আত্মজ অশ্বত্থামার তুল্য। আমি তোমার বাক্যে দোষারোপ করি না। কৃষ্ণ, সারথী শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সকল অশ্ব অতিশয় বেগগামী এবং মহাবীর অর্জ্জুন অত্যল্পমাত্র পথ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র গমন করিতে সমর্থ হয়। তুমি কি নিরীক্ষণ করিতেছ না যে, অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শর নিকর তাহার রথের এক ক্রোশ পশ্চাতে নিপতিত হইতেছে? হে মহারাজ! আমি এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি; সুতরাং শীঘ্র গমনে সমর্থ নহি। বিশেষতঃ পাণ্ডবদিগের সেনাগণ আমাদের সেনামুখে সমুত্থিত হইয়াছে। আর আমিও ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ

করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। একণে যুধিষ্ঠিরও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঐ অগ্রে অবস্থান করিতেছে। অতএব এ সময় আমি ব্যূহমুখ পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব না। মহারাজ! তুমি অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইও না। আমি তোমায় অদ্ভুত কবচ দিতেছি, তাহা মনুষ্যাস্ত্রে ভিন্ন হইবে না। কি কৃষ্ণ, কি অর্জ্জুন কেহই এ কবচে অস্ত্রক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। তুমি এই কবচ পরিধান করিয়া নির্ভয়ে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ কর।

দুর্য্যোধন কবচ পরিধান করিয়া দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার লোভ প্রলুব্ধ হইয়া যথাস্থানে গমন করিল। অর্জ্জুন অসীম তেজে যুদ্ধ করিতে করিতে বহুদূর গমন করিলে অশ্বগণ বাণ-বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও তৃষার্ত্ত হইলে কৃষ্ণ বলিলেন, সখে! অশ্বগণ জল পানের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছে; ইহাদের জল পান নিতান্ত আবশ্যক; অবগাহনের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু রণক্ষেত্রে কোথাও একটী কূপও দেখিতেছি না, ইহারা জল পান করিবে কোথায়? তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, জলাশয় আছে। ইহা বলিয়া অশ্বগণের শ্রমাপনোদন জন্য অর্জ্জুন রথ হইতে অবতরণ করিলে তাঁহাকে সহজে পরাজয় করিবার মানসে চারিদিক হইতে অসংখ্য যোদ্ধা তাঁহার প্রতি বাণ নিক্ষেপে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহাদের রথ সমূহ সাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইল। শরনিকর তাহার তরঙ্গ, ধ্বজ আবর্ত্ত, হস্তী নক্র, পদাতি মৎস্য, উষ্ণীষ কমঠ, ছত্র ও পতাকা সমূহ ফেনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল! তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে তাহা নিরাকৃত করিলে যোদ্ধ্বর্গ ভয়ে পলায়ন করিল; তাহাদের অধিক সংখ্যকই মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

অনন্তর তিনি অস্ত্র দ্বারা অবনী বিদারণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যে হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক সুশোভিত, মৎস্যকূর্ম্ম সমাকীর্ণ, ঋষিগণ সেবিত নির্ম্মল সলিল সম্পন্ন বিকসিত কমলদলোপশোভিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর প্রস্তুত করিলেন। দেবর্ষি নারদ সেই তৎক্ষণ-বিনির্ম্মিত সরোবর দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা সদৃশ অদ্ভুতকর্ম্মা অর্জ্জুন, তথায় শরবংশ, শরস্তম্ভ ও শরাচ্ছাদন সম্পন্ন অদ্ভুত শরগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ পার্থের এই আশ্চর্য্য কার্য্য সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া হাস্য করত তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর অশ্ব-বিদ্যা-নিপুণ মহাত্মা মধুসূদন সৈন্যগণ সমক্ষে অর্জ্জুন নির্ম্মিত সেই শরগৃহে অশ্বগণকে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদের শ্রমগ্লানি ও কম্প নিবারণ করিলেন। স্বহস্তে তাহাদের শল্যোদ্ধার ও গাত্র পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক তাহাদিগকে জল পান করাইলেন। অশ্বগণের জল পান, স্নান, ভক্ষণ ও শ্রমনাশ হইলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে উত্তম রথে সংযোজিত করিয়া অর্জ্জুন সহিত পুনবার রথারোহণ করত গমন করিতে লাগিলেন।

আবার ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল! অর্জ্জুন অমিত তেজে কৌরব সৈন্য মথিত করিয়া চলিলেন। দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ন কাল সমুপস্থিত হইল। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ত্বরান্বিত হইয়া যুদ্ধ করিতে বলিলেন।

অর্জ্জুন কৃষ্ণের আদেশের সহিত যেন বিপুল শক্তি লাভ করিয়া চতুর্গুণ বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিলেন! এবং সমুদায় বাধা অতিক্রম পূর্ব্ব জয়দ্রথের নিকটে উপস্থিত হইয়া অশ্বত্থামাকে পঞ্চাশৎ, কৃপাচার্য্যকে নয়, শল্যকে ষোড়শ, কর্ণকে দ্বাত্রিংশৎ ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন!

কৃষ্ণ বলিলেন, ধনঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত ছয়জন মহারথ জয়দ্রথকে মধ্যস্থলে রাখিয়া অবস্থান করিতেছে। তুমি ছয়জনকে পরাভূত না করিলে জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবে না। এ দিকে সূর্য্যও অতি সত্বর অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতেছেন। আমি সূর্য্যকে আবৃত করিবার জন্য যোগমায়া প্রকাশ করিব। তাহার প্রভাবে দুরাত্মা সিন্ধুরাজ দিবাকরকে অস্তগত দেখিয়া আপনার জীবন লাভ এবং তোমার বধ সাধন হইল মনে করিয়া হর্ষ ভরে গুপ্তস্থান হইতে আত্মপ্রকাশ করিবে। সেই সুযোগে তুমি তাহাকে অনায়াসে বধ করিতে পারিবে। কিন্তু ভ্রমবশতঃ তৎকালে দিবাকর অস্তগত হইলেন মনে করিয়া তুমি কদাচ সৈন্ধব সংহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না।

অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ যোগমায়া প্রভাবে অন্ধকার সৃষ্টি করিলেন; দিবাকর অদৃশ্য হইলেন! তাহা দেখিয়া কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনের জীবন নাশ আসন্ন মনে করিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইল। কৌরব সৈন্যগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। জয়দ্রথ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক অগ্রবর্ত্তী হইয়া নভোমণ্ডলে দিবাকর অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া

কৃষ্ণ বলিলেন, সখে! জয়দ্রথ নিঃশঙ্কচিত্তে দিবাকর অন্বেষণ করিতেছে! এই উপযুক্ত সময়! অচিরে উহাকে সংহার কর। কিন্তু দেখিও উহার মস্তক ভূমিতে পতিত না হয়। উহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্র, এই কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে সমন্তপঞ্চক নামক তীর্থে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। তিনি এক্ষণে সন্ধ্যোপাসনা করিতেছেন, উহার কর্ত্তিত মস্তক অলক্ষিতে তাঁহার ক্রোড়দেশে স্থাপন কর।

কেশবের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই অর্জ্জুন প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ দিব্য মন্ত্রপূত শর নিক্ষেপ করিয়া জয়দ্রথের মস্তক ছিন্ন ও তাহা ভূপতিত হইতে না হইতেই শর দ্বারা তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন ও বহন পূর্ব্বক বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়দেশে তাঁহার অজ্ঞাতে স্থাপন করিলেন। বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করিয়া উঠিবামাত্রই জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক তাঁহার ক্রোড় হইতে যেমন ভূপতিত হইল, অমনই তাঁহারও মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূপতিত ও শতধা বিদীর্ণ হইল!

কেশব বলিলেন, সখে! জয়দ্রথ জন্ম গ্রহণ করিলে দৈববাণী হয় যে, এই পুত্র অসীম তেজ ও প্রতিপত্তিশালী হইবে। কিন্তু কোন প্রবল যশস্বী শত্রু কর্ত্তৃক ইহার মস্তক ছিন্ন হইবে। তাহা শুনিয়া জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্র অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন, যে আমার পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিবে, তাহারও মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইবে। ইহা বলিয়াই তিনি তপস্যার্থ সমন্তপঞ্চক তীর্থে আগমন করিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। এইজন্য উহার মস্তক তোমায় ভূপাতিত করিতে নিবারণ করিলাম। তোমার এ অদ্ভুত শক্তি বলে পিতাপুত্র উভয়েই নিহত হইল!

এদিকে জয়দ্রথের মস্তক ছিন্ন হইবামাত্র কেশব মায়া সংহার করিলে আবার সকলেই সূর্য্য দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হইল!

কৃষ্ণার্জ্জুন জয়োল্লাসে সমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতেই সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলেন। কৌরবগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের অভাবনীয় অত্যদ্ভুত কৃতিত্ব অবলোকন করিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল!

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া আনন্দ-সংবাদ প্রদান করিলে তিনি রথ হইতে অবতরণ পুরঃসর কৃষ্ণার্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,

হে মধুসূদন! তুমি ত্রিলোক-গুরু; তুমি সহায় থাকিলে ত্রিলোক মধ্যে কোন কার্য্যই দুষ্কর নহে। হে গোবিন্দ! পূর্ব্বকালে পাকশাসন যেমন তোমার প্রসাদে দানবগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও তোমার প্রসাদেই অরাতিগণকে পরাজিত করিতেছি। হে বাষ্ণের্য়! তুমি যাহাদের প্রতি পরিতুষ্ট থাক, তাহাদিগের পক্ষে পৃথিবী জয়ও অতি তুচ্ছ! ত্রিলোক বিজয়ও তাহাদের দুষ্কর হয় না। হে জনার্দ্দন! তুমি ত্রিদশেশ্বর; তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের পাপের লেশমাত্রও থাকে না। তোমার প্রসাদেই সুররাজ রণক্ষেত্রে দানবদল দলন পূর্ব্বক ত্রিলোক মধ্যে জয়লাভ করিয়া সুরগণের ঈশ্বর হইয়াছেন। তোমার অনুগ্রহেই দেবগণ অমরত্ব লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিতেছেন। তোমার প্রসাদেই এই চরাচর পৃথিবীস্থ সমুদয় লোক স্ব স্ব ধর্ম্ম অবলোকন পূর্ব্বক নিত্য জপ হোমাদির অনুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে সমস্ত জগৎ একার্ণবময় হইয়া গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; কেবল তোমার কৃপাতেই পুনরায় ব্যক্ত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বলোকের স্রষ্টা, পরমাত্মা, অব্যয় পুরাণপুরুষ, দেবদেব, সনাতন, পরাৎপর ও পরম পুরুষ; তোমার আদি নাই, অন্তও নাই। তুমি একবার যাহাদের নয়নে নিপতিত হও, তাহারা কখনই মুগ্ধ হয় না। তুমি ভক্তগণকে আপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক। যে ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়, সে পরমৈশ্বর্য্য লাভ করে। হে পরমাত্মন্! তুমি চারি বেদে গীত হইয়া থাক। আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। হে নরেশ্বর! তুমি পরমেশ্বর, তির্য্যগ্‌গণের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; তোমায় নমস্কার। হে মাধব! হে সর্ব্বাত্মন্! হে পৃথুলোচন! তুমি সমস্ত লোকের আদি কারণ। যিনি ধনঞ্জয়ের সখা ও সর্ব্বদা তাঁহার হিতসাধনে রত আছেন, তিনিও তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া অপার সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার ক্রোধাগ্নি প্রভাবেই পাপাত্মা সিন্ধুরাজ ও বিপুল কৌরব সৈন্য দগ্ধ হইয়াছে! আপনার কোপেই কৌরবগণ নিহত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। হে বীর! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আপনাকে কোপান্বিত করিয়াই বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে প্রাণ ত্যাগ করিবে। পূর্ব্বে দেবতারাও যাঁহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় নাই, আজি

সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম আপনার কোপ প্রভাবেই শর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন।

ইত্যাদি বলিয়া আনন্দিত হইয়া কৃষ্ণ, ভীম ও সাত্যকি প্রভৃতির সহিত সকলে শিবিরে গমন করিলেন।

এদিকে দুর্য্যোধন যুদ্ধে কিছু করিতে না পারিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে বলিতে লাগিল, হে মহাত্মন্! ধনঞ্জয় আপনার শিষ্য, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, সাত অক্ষৌহিণী সেনার সংহর্ত্তা, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করিয়াছে। হে আচার্য্য! আমি এক্ষণে কিরূপে আমাদিগের বিজয়াভি-লাষী, উপকার-নিরত, যমসদনে প্রস্থিত সুহৃদগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব? যে সকল ভূপাল আমাকে রাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত! আমি অতি কাপুরুষ! এইরূপে মিত্রগণকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিতেছি। এক্ষণে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও আমার এই পাপ ক্ষয় হইবে না। আপনি অর্জ্জুনকে উপেক্ষা করাতে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী বীরগণ বিনষ্ট হইতেছে। হে আচার্য্য! আপনি সংগ্রামে আমাদিগের মৃত্যু বিধান করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে কেবল কর্ণকে আমাদের জয়ার্থী বলিয়া বোধ হইতেছে! হে ব্রহ্মণ্! মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি যেমন যথার্থ বন্ধু অবগত না হইয়া তাহার বলে জয়াভিলাষ করত স্বয়ং অবসন্ন হয়; আমার সুহৃদগণও আমার নিমিত্ত তদ্রূপ হইতেছেন। আমি অতি মূঢ়, পাপাশয়, কুটিলহৃদয় ও ধনলোভী! আমার নিমিত্তই মহাবীর সিন্ধুরাজ, ভূরিশ্রবা, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতিগণ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। অতএব আজ আমি সেই সকল মহাত্মার অনুগমন করিব। যখন তাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, তখন আমার আর প্রাণ ধারণের প্রয়োজন নাই। হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য! আমায় অনুমতি দান করুন।

ঘটোৎকচ বধ।

এইরূপ কহিয়া দুর্য্যোধন অত্যন্ত রোদনপরায়ণ হইলে দ্রোণাচার্য্য তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বিপুল উদ্যমে পাণ্ডব বল ক্ষয় করতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাতঃ

কালে আবার যুদ্ধ কোলাহলের ভৈরবনাদ শ্রুত হইল। উভয় পক্ষে আবার বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্য্যোধন প্রাণ পরিত্যাগ সংকল্প করিয়া যুদ্ধে নিরত হইল। যুধিষ্ঠির অতুল পরাক্রমে দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখীন হইলে কৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি আচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করুন। আচার্য্য আপনাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টায় সতত যত্নশীল। ইঁহাকে বধ করিবার জন্য যিনি উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি সে কার্য্য সাধন করিবেন। নরপতিরা ভূপাল ভিন্ন অন্য কাহারই সহিত যুদ্ধাভিলাষ করেন না।

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, তাহাই হইল। পাণ্ডবগণ ভীষণ বেগে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ভীমপুত্র ঘটোৎকচ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া কর্ণের সহিত অমানুষিক যুদ্ধ আরম্ভ করিলে কৌরবগণের অসংখ্য সৈন্য নিহত হইতে লাগিল। কৌরব পক্ষীয় অশ্বত্থামা আদি কেহই তাহার বেগ প্রশমিত করিতে পারিতেছে না দেখিয়া কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাসবদত্ত শক্তি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে ঘটোৎকচ ধরাশায়ী হইল।

ঘটোৎকচ নিপাতিত হইলে কৌরব পক্ষের সৈন্যগণ মধ্যে মহা আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, রাজন্! আমার নিয়োগ ক্রমেই মহা যোদ্ধা ঘটোৎকচ ভীষণ যুদ্ধে কর্ণাদিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কোন অস্ত্রই ঘটোৎকচকে ভীত করিতে পারে নাই। তাহার বিপুল পরাক্রমে কৌরবগণের মহা মহা রথীও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ণ বীরগণকে বিপন্ন ও বালকের সহিত যুদ্ধে আপনাদিগকে একরূপ অক্ষম বিবেচনা করিয়া লোকে হাসিবে, ইহা মনে করিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া অর্জ্জুন বিনাশের জন্য বাসবদত্ত যে ভীষণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই নিক্ষেপ করিয়া ঘটোৎকচকে হত্যা করিয়াছে!

মহাবীর কর্ণ আজি ঘটোৎকচের উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের অতিশয় প্রীতিকর কার্য্য করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এক্ষণে কর্ণকে সমর ভূমিতে নিপাতিত বলিয়া বোধ কর। কারণ, এই পৃথিবী মধ্যে এমন কোন বীরপুরুষ নাই যে, কার্ত্তিকের সদৃশ শক্তিধারী সূতপুত্রের অভি-মুখে অবস্থান করিতে পারে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে কর্ণের কবচ ও

কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে; এবং অদ্য উঁহার শক্তিও ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহাও অপহৃত হইল! সূতপুত্রের কবচ ও কুণ্ডল থাকিলে, ঐ বীর একাকীই সুরগণের সহিত ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হইত। দেবরাজ, কুবের, বরুণ ও যম প্রভৃতি কেহই কর্ণ সমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন না। তুমি গাণ্ডীব এবং আমি সুদর্শনচক্র উদ্যত করিয়াও উঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতাম না। কিন্তু দেবরাজ তোমার হিতার্থ কর্ণকে কবচ ও কুণ্ডল বিহীন করিয়াছেন। মহাবীর রাধেয় পূর্ব্বে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ছেদন করিয়া পুরন্দরকে প্রদান করাতে বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে মহারাজ! ইহা আমাদের পরম ভাগ্য যে অর্জ্জুন কর্ণের শক্তি অস্ত্র হইতে রক্ষা পাইল। আমি অর্জ্জুনকে ঐ শক্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ও বিনিদ্র ছিলাম। আজ আমার সে দুর্ভাবনা অন্তর্হিত হইল!

মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে শোকার্ত্ত দেখিয়া মহর্ষি বেদব্যাস তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! সৌভাগ্যক্রমে অর্জ্জুন কর্ণের বাসবদত্ত শক্তি হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অর্জ্জুনের অস্ত্রে কর্ণের অস্ত্র সমুদয় ছিন্ন হইলে, নিশ্চয়ই কর্ণ তাহার বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিত। অর্জ্জুন বধের জন্য কর্ণ এ পর্য্যন্ত সেই শক্তি রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। যাহাহউক, ভাগ্যক্রমে কর্ণ তাহা না করিয়া তাহা দ্বারা ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়াছে। হে ভরতবংশাবতংস! দৈবই তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে। অতএব ক্রোধ ও শোক সম্বরণ কর। জীব মাত্রেরই মৃত্যু আছে। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা নৃপতিগণ সমভিব্যাহারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজি হইতে পঞ্চম দিবসে বসুন্ধরা তোমার হস্তগত হইবে। তুমি নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও। পরম প্রীতমনে অনৃশংসতা, তপ, দান, ক্ষমা ও সত্যের অনুষ্ঠান কর। যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানে জয়।

ইহা বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি ব্যাসদেবের কথায় সান্ত্বনা লাভ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়! তুমি দ্রোণ বিনাশের নিমিত্ত শর, কবচ, খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। হৃষ্টচিত্তে সমরে যাবতীয়

হও; এবং তাঁহাকে বিনাশ পূর্ব্বক তোমার কর্ত্তব্য সমাপন কর। তোমার সাহায্যার্থ জনমেজয়, শিখণ্ডী, যশোধর, দৌর্ম্মুখি, নকুল, সহদেব, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত দ্রুপদ ও বিরাট, মহাবল সাত্যকি ও অর্জ্জুন, প্রভদ্রক, কেকয় এবং দ্রৌপদী তনয়গণ গমন করুন। তুমি রথিগণ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি-গণ পরিবৃত হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত কর।

তাহা শুনিয়া যোদ্ধৃগণ বিপুল বিক্রমে ধাবিত হইলেন। রাত্রিকালেই অন্ধকারে আবার ঘোর রণ বাধিয়া গেল। কিন্তু সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া রথী, সারথী, মহারথ ও সৈন্যগণ নিদ্রাতুর হইয়া পড়িল। নিদ্রিত যোদ্ধৃগণকেও বিপক্ষগণ অনায়াসে হত্যা করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন উচ্চৈঃস্বরে যোদ্ধৃবর্গকে কহিলেন, আপনারা অনায়াসে নিদ্রা যান। চন্দ্রমা উদিত হইলে আপনারা নিদ্রোত্থিত হইয়া আবার স্বর্গ কামনায় পরস্পর যুদ্ধ করিবেন। তাহা শুনিয়া কৌরব সৈন্যগণও অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রালসে স্থির হইল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণই কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ গজে, কেহ কেহ রথে, কেহ কেহ ধরাপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। মাতঙ্গগণও ধরাপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। পরস্পরের শবে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ কুণ্ডলধারী তরুণ বয়স্ক ক্ষত্রিয়গণ গজ কুম্ভের উপর শয়ন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা কামিনীগণের কুচকলস আলিঙ্গন পূর্ব্বক শায়িত রহিয়াছে।

অনন্তর নয়ন প্রীতি-বর্দ্ধক কামিনীর গণ্ডদেশের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ কুমুদনায়ক চন্দ্রমা মাহেন্দ্রী দিক অলঙ্কৃত করিলেন। তিনি উদয় পর্ব্বতের সিংহের ন্যায় পূর্ব্বদিক রূপ দরী হইতে বিনিঃসৃত হইয়া তিমিররূপ হস্তীযূথ বিনাশ করত সমুদিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই হরবৃষ-সমপ্রভ, কন্দর্প-চাপ সদৃশ, নববধূর হাস্যের ন্যায় মনোহর কুমুদবান্ধব প্রথমতঃ আলোকমাত্র প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ বর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে চন্দ্রমা সমুদিত হইলে সৈন্যগণ সূর্য্যাংশু সন্তিন্ন পদ্মবনের ন্যায় প্রবুদ্ধ হইতে লাগিল ও চন্দ্রোদয় দর্শনে মহাসাগরের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; এবং লোক বিনাশের নিমিত্ত পরমগতি লাভার্থী বীরপুরুষগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন রাত্রির তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এদিকে রাজা দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, হে আচার্য্য! হীনমনা শ্রমাপনোদন-প্রবৃত্ত অরাতিগণকে ক্ষমা করা লব্ধলক্ষ্য বীরপুরুষগণের কর্ত্তব্য নহে। আমরা আপনার প্রিয়-কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে ক্ষমা করিয়াছিলাম; তাহারা সেই অবসরে সমুদয় সমর-শ্রম অপনোদন করিয়াছে। যাহাহউক, আপনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই বারম্বার তাহাদের অভ্যুদয় লাভ হইতেছে; এবং আমরা ক্রমশঃ তেজঃ ও বলবীর্য্য পরিশূন্য হইতেছি। হে ব্রহ্মণ্! আপনি ব্রহ্মাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্র সমুদয় সম্যগ্ অবগত আছেন। আপনি দেব, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণকেও অনায়াসে উচ্ছিন্ন করিতে পারেন; পাণ্ডব ত সামান্য। কিন্তু তাহারা আপনার শিষ্য বলিয়াই হউক, বা আমার ভাগ্যদোষেই হউক, আপনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন।

মহাবীর দ্রোণ এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে বলিলেন, দুর্য্যোধন! আমি বৃদ্ধ হইয়াও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি। আমি অস্ত্রবেত্তা। অন্যান্য বীরগণ অস্ত্রবিদ্যায় তাদৃশ নিপুণ নহে। বিজয়াভিলাষে এই সকলকে নিহত করিতে হইলে আমাকে নিতান্ত ক্ষুদ্রজনের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হয়। যাহাহউক, তুমি যাহা বিবেচনা করিতেছ, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, আমি তোমার বাক্যানুসারে তদনুরূপ কার্য্য করিব। আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া কবচ পরিত্যাগ করিব।

হে মহারাজ! তুমি মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিশ্রান্ত বিবেচনা করিতেছ; তুমি তাহার প্রকৃত বলবীর্য্যের বিষয় কি অবগত নহ?

অর্জ্জুন রণস্থলে ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা রাক্ষসগণ তাঁহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। ঐ মহাবীর খাণ্ডবদাহ সময়ে সুরনাথ ইন্দ্র, যক্ষ, নাগ ও দানবগণকে দলন করিয়াছিল; ঘোষযাত্রাকালে চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বকে পরাজিত করিয়া তোমাদিগকে তাহাদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়াছে; সুরগণেরও অজেয় নিবাতকবচ ও হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবকে পরাভূত করিয়াছে। অতএব সামান্য মানব কিরূপে সেই মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবে? হে মহারাজ! তোমার সৈন্য সকল

আমাদের বহু প্রযত্নে সুরক্ষিত হইলেও ধনঞ্জয় তাহাদিগকে যেরূপে বিনাশ করিতেছে, তাহা সমস্তই অবলোকন করিতেছ।

মহাবীর আচার্য্য দ্রোণ, অর্জ্জুনের এইরূপ প্রশংসা করিলে দুর্য্যোধন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ব্রহ্মণ্! আমি, দুঃশাসন, কর্ণ ও মাতুল শকুনি আমরা সৈন্যগণকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্যমুখে তাহাতে অনুমোদন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! কোন্ ক্ষত্রিয় স্বীয় তেজোপ্রভাবে প্রদীপ্ত ক্ষত্রিয় প্রধান অক্ষয় ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে? ধনাধিপতি কুবের, দেবরাজ ইন্দ্র, জলেশ্বর বরুণ, লোকান্তকর কৃতান্ত এবং অসুর রাক্ষসগণও আয়ুধধারী অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। হে বৎস! তুমি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যাহা কহিলে, মূর্খেরাই ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রস্থান করা কাহারই সাধ্য নহে। হে রাজন্! তুমি অতি নিষ্ঠুর ও পাপ-স্বভাব। যাহারা তোমার শ্রেয়স্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সন্দিহান হইয়া তাহাদিগকেই তিরস্কার করিতেছ।

যাহাহউক, তুমি সৎকুলসম্ভূত ক্ষত্রিয় ও সমরপ্রার্থী। অতএব, এক্ষণে স্বীয় কার্য্য সংসাধনার্থ অর্জ্জুন সমীপে গমন পূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ কর। তুমিই এই শত্রুতার মূল কারণ। তোমার মাতুল শকুনি অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ, প্রতারণাপরতন্ত্র ও কুটিলহৃদয়; এক্ষণে ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তিনি অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। আমার বোধ হয়, সেই মহাবীরই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন! তুমি কর্ণ সমভিব্যাহারে বারম্বার সভাস্থলে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছ যে, তুমি, কর্ণ ও দুঃশাসন তিন জনেই পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবে; এক্ষণে প্রতিজ্ঞানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কর্ণাদির সহিত সত্যবাদী হও। অর্জ্জুনের হস্তে মৃত্যুও তোমার শ্লাঘনীয়! তুমি অভিলষিত ঐশ্বর্য্য লাভ, দান ও ভোজন করিয়াছ; এবং কৃতকার্য্য ও ঋণমুক্ত হইয়াছ; অতএব এক্ষণে নিঃশঙ্কমনে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও!

অনন্তর দুর্য্যোধনের প্রার্থনানুসারে কৌরব সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ দ্রোণ ও অন্য ভাগ দুর্য্যোধনাদিকে আশ্রয় পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

দেখিতে দেখিতে রজনীর চতুর্থ প্রহর অতীত হইলে ভগবান্ মরীচিমালী মার্ত্তণ্ডদেব পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিয়া উদিত হইলেন। সূর্য্যমণ্ডল অরুণ কিরণে অরুণিত হইয়া তপ্ত-কাঞ্চন নির্ম্মিত চক্রের ন্যায় পূর্ব্বদিকে প্রকাশিত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও নরযান সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবাকরের অভিমুখীন ও করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌরব সৈন্য দ্বিধা বিভক্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সোমক, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাহা দেখিয়া বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, তুমি কৌরব সৈন্যকে বাম ভাগে ও দ্রোণকে দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও। কৃষ্ণের নির্দেশানুসারে অর্জ্জুন সেইরূপ ভাবে অবস্থিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদ পৌত্রত্রয়ের প্রাণ বিনাশ করিলে দ্রুপদ, বিরাট প্রভৃতি ভীষণ বেগে দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ অচিরকাল মধ্যেই দ্রুপদ, বিরাট, কৈকেয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চালগণকে নিহত করিলেন দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপুল বিক্রমে দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে রক্ষার জন্য ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতিও দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন। অত্যল্প কালমধ্যেই সহস্র সহস্র যোদ্ধা, রথ, রথী, হস্তী, অশ্ব ভূতলশায়ী হইল। পাণ্ডবপক্ষ দ্রোণের সুতীক্ষ্ণ শরে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আজ দ্রোণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। দ্রোণাচার্য্য শরাসন ধারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও ইঁহাকে নিধন করিতে সমর্থ নহেন; কিন্তু অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও ইঁহাকে বধ করিতে পারে। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌশল অবলম্বন করিয়া ইঁহাকে পরাজিত কর; নচেৎ আচার্য্য তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে "অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন" ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর অস্ত্র ধারণ করিবেন না। অতএব উঁহার নিকট গমন করিয়া বল যে, "অশ্বত্থামা সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন।" অর্জ্জুন তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। ইতি মধ্যে ভীম গদাঘাতে অশ্বত্থামা নামক এক হস্তীকে বধ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গিয়া অশ্বত্থামা রণে নিহত হইয়াছেন বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

তাহা শুনিয়া প্রথমতঃ তিনি বিমনা হইলেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই পুনরায় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথ, পঞ্চাশৎ সহস্র, বট্ সহস্র অশ্ব, অযুত হস্তী ও অশ্বের প্রাণ বিনাশ করিলেন।

ঐ সময় বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, পৃশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচি ও অন্যান্য সূক্ষ্মতর সাত্ত্বিক ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া দ্রোণকে বলিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম্ম যুদ্ধ করিতেছ, এজন্য এক্ষণে তোমার বিনাশ সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণ! অস্ত্রানভিজ্ঞ লোকদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্য্য করিয়াছ। একবার অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। তুমি বেদবেদাঙ্গবেত্তা সত্যধর্ম্মপরায়ণ; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ! তোমার এরূপ ক্রূর কার্য্যানুষ্ঠান অত্যন্ত গর্হিত! তোমার মর্ত্তলোক নিবাসের কাল পূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং অবিলম্বে আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া ক্রূর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও।

পূর্ব্বে ভীমের নিকট অশ্বত্থামার নিধনবার্ত্তা ও ঋষিদের এই বাক্য শুনিয়া এবং সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখিয়া বিমনাঃ হইয়া পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে কিনা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য যদি রোষ পরবশ হইয়া আর অর্দ্ধ দিন যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে আপনার সমুদয় সৈন্য বিনষ্ট হইবে। আপনি মিথ্যা কহিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। যেহেতু এরূপ স্থলে মিথ্যা বাক্য সত্য অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। প্রাণ রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয় না। কামিনীগণের নিকট, বিবাহ স্থলে, গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলেও পাতক নাই।

কৃষ্ণ-প্রাণ মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণবাক্যে অঙ্গীকার করিয়া আচার্য্য দ্রোণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "অশ্বত্থামা হতঃ" এবং অনুচ্চস্বরে বলিলেন "ইতি গজঃ।"

তিনি জানিতেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্ম্মিক আর নাই। বাল্যাবধি তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ। ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ হইলেও কদাচ মিথ্যা বলিবেন না। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে বিমনাঃ হইয়া আকর্ণ পলিত শ্যামাঙ্গ পঞ্চাশীতিবর্ষ বয়স্ক আচার্য্য দ্রোণ যুবার ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিলেও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে দেখিয়া বিচেতনপ্রায় হইলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে বিশেষরূপ যত্ন করিলেও অস্ত্র সমূহ আর প্রাদুর্ভূত হইল না দেখিয়া ঋষিদের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক পঞ্চম দিবসের অপরাহ্নে অস্ত্রত্যাগ যোগাসন অবলম্বন পূর্ব্বক অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন; এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত ও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাহ্য পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করত সাধুজনেরও দুর্লভ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ঐ সময় আকাশমণ্ডল তেজোরাশিতে পরিপূর্ণ হইল।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি, ধনঞ্জয়, অশ্বত্থামা, বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই পাঁচজন, সেই অস্ত্রত্যাগী যোগারূঢ় মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে শরবিদ্ধ ও রুধিরাক্ত কলেবরে ঋষিগণের সহিত স্বর্গে গমন করিতে দেখিলাম।

ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন মৌনাবলম্বী গতায়ু দ্রোণাচার্য্যকে জীবিত জ্ঞান পূর্ব্বক অসি দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করত সেই প্রকাণ্ড মস্তক কৌরবগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্যকে নিহত দেখিয়া কৌরবগণ নিরুৎসাহ হইয়া বেগে চারিদিকে পলায়ন করিল। সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব সৈন্যগণও তাহা দেখিয়া বেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।

অর্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বারম্বার নিষেধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! আচার্য্যকে বিনাশ না করিয়া জীবিতাবস্থায় আনয়ন কর। অর্জ্জুন বারম্বার চীৎকার করিয়া বলিলেও দ্রুপদতনয় তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অতি রোষভরে অচিরে তাঁহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূপাতিত করিলেন।

তাহা দেখিয়া ভীম পরাক্রম ভীমসেন দ্রুত গিয়া আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন, হে দ্রুপদাত্মজ! দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্র তনয় নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমাকে সমর-বিজয়ী বলিয়া আলিঙ্গন করিব।

এদিকে দ্রোণ নিহত হইলে অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনাদির নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং "অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন," এই মিথ্যা বাক্য দ্বারা দ্রোণকে

প্রতারণা পূর্ব্বক নিরস্ত্র করিয়া হত্যা করা হইয়াছে শুনিয়া তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। সৈন্যগণকে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করত প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজ নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগে পাঞ্চাল, পাণ্ডব, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ ত দূরের কথা, সমুদয় জগৎকেও ধ্বংস করিব! দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ কেহই তাহার গতিরোধ করিতে পারিবে না। তাহা শুনিয়া কৌরবগণ শঙ্খনাদাদি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্ত পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

অশ্বত্থামা অতিমাত্র ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত হইয়া নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বৃষ্টিপাত, মহাবেগে ঝটিকা উপস্থিত হইল; ধরাতল কম্পিত, সাগর সকল সংক্ষুব্ধ, নদী সকল বিপরীত দিকে প্রবাহিত, গিরিশৃঙ্গ সমুদয় বিদীর্ণ, দিঙ্মণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন, দিনকর মলিন, মাংসলোলুপ প্রাণিগণ প্রহৃষ্ট, এবং দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল! সকলেই সেই প্রলয় সদৃশ ভয়ঙ্কর কাণ্ড দর্শনে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এবং ভূপতিগণ অশ্বত্থামার সেই ভীষণ অস্ত্র সন্দর্শনে ভীত ও ব্যথিত হইলেন!

ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের মস্তক ছেদন করিলে অর্জ্জুন তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার নিন্দা করিলেন। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, সংগ্রামে যাঁহার কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ই সমান জ্ঞান ছিল, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, কি বলিয়া নির্দ্দেশ করিব? যিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করেন, তাঁহাকে যে কোন উপায়ে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। দ্রোণ আমার পিতা ও পুত্র ও বন্ধু বান্ধবগণের বধ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াও আমার ক্ষোভ দূর হয় নাই! আমি যে জয়দ্রথের মস্তকের ন্তায় তাঁহার মস্তক চণ্ডাল সমক্ষে নিক্ষেপ করি নাই, এই নিমিত্ত আমার অতিশয় মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। হে ধনঞ্জয়! আমি শুনিয়াছি শত্রু নাশ না করিলে অধর্ম্ম-স্পৃষ্ট হইতে হয়। হয় শত্রুকে নাশ, না হয় তাহার হস্তে বিনষ্ট হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

আচার্য্য আমার শত্রু ছিলেন, সুতরাং আমি ধর্ম্মানুসারেই তাঁহাকে সংহার করিয়াছি। এজন্ত আমাকে অধার্ম্মিক প্রতিপন্ন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি সম্বন্ধ নিবন্ধন স্বগাত্রকৃত সোপান-নিমগ্ন-কুঞ্জরের ন্তায় তোমার

নিকট অবনত হইয়া আছি; অতএব আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার অস্ত্র প্রভাবে স্বীয় সৈন্যমধ্যে কতকগুলি বিনষ্ট, কতকগুলিকে জ্ঞানশূন্য ও কতকগুলিকে ধাবমান এবং অর্জ্জুনকে সময়ে উদাসীন অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি পাঞ্চাল-সেনা সমভিব্যাহারে পলায়ন কর। হে সাত্যকি! তুমিও বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান কর। ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব জন সমূহের উপদেষ্টা। উনি স্বয়ং আপনার পরিত্রাণের উপায় করিয়া লইবেন। হে সৈন্যগণ! আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, আর যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। আমি নিশ্চয়ই সোদরগণের সহিত অনলে প্রবেশ করিব। হায়! আমি ভীষ্মদ্রোণরূপ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দ্রোণপুত্ররূপ গোষ্পদে বন্ধুগণের সহিত নিমগ্ন হইলাম! আমি সচ্চরিত্র আচার্য্যকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি বলিয়া ধনঞ্জয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে! একণে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হউক। রণ-বিশারদ ক্রূরকর্ম্মা মহারথীরা যখন যুদ্ধানভিজ্ঞ বালক অভিমন্যুকে বিনাশ করেন, তখন যে দ্রোণাচার্য্য তাহাকে রক্ষা করেন নাই; দীনভাবাপন্না সমাগতা দ্রৌপদী প্রশ্ন করিলে যিনি পুত্র সমভিব্যাহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অশ্বগণ সমস্ত সৈন্য পরিশ্রান্ত হইলে; যিনি অর্জ্জুন-জিঘাংসু দুর্য্যোধনকে কবচ-বদ্ধ ও সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মবেত্তা আমার জয়াভিলাষী সত্যজিৎ প্রমুখ পাঞ্চালগণকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছেন; এবং কৌরবগণ অধর্ম্ম পূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলে, যিনি আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন, আমাদের সেই পরম সুহৃৎ দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন; একণে আমিও বান্ধবগণের সহিত নিহত হই!

যুধিষ্ঠিরের বাক্য শুনিয়া মহাত্মা বাসুদেব হস্ত-সঙ্কেত দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করত কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা শীঘ্র অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহন হইতে অবতীর্ণ হও। তোমরা নিরায়ুধ ও ভূতলে অবতীর্ণ হইলে নারায়ণাস্ত্র আর আমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। অস্ত্রের প্রতিঘাত করিবার এই একমাত্র উপায় আছে। তোমরা যে যে স্থানে শস্ত্র বা অস্ত্রবল নিবারণার্থ যুদ্ধ করিবে, সেই সেই স্থানে কৌরবেরা অতি

ভীষণ হইয়া উঠিবে। যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহন হইতে অবতীর্ণ হইবে, তাহারা কখনই এ অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে না। যুদ্ধে আহত হওয়া দূরে থাকুক, যাহারা যুদ্ধ করিবার চিন্তাও করিবে, তাহারা রসাতলে প্রবেশ করিলেও এই অস্ত্র তাহাদিগকে বিনাশ করিবে!

বাসুদেবের বাক্য শুনিয়া সকলেই তৎক্ষণাৎ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে নারায়ণাস্ত্রও প্রশমিত হইল!

তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে কহিল, হে অশ্বত্থামন্! তোমার অস্ত্র প্রশমিত হওয়াতে পাঞ্চালগণ পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে, অতএব আবার সেই অস্ত্র পরিত্যাগ কর। তাহা শুনিয়া অশ্বত্থামা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর সে অস্ত্র প্রত্যাবৃত্ত করিবার সাধ্য নাই! কারণ তাহা প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে প্রযোক্তার প্রাণ সংহার করে! বাসুদেব কৌশল-ক্রমে সেই অস্ত্রের প্রতিঘাত করিয়াছেন, তজ্জন্য শত্রু সংহার হইল না।

যাহাহউক, পরাজয় ও মৃত্যু উভয়ই সমান। বরং পরাজয় অপেক্ষা প্রাণত্যাগই শ্রেয়স্কর। ইহা বলিয়া অশ্বত্থামা আবার বিপুল বিক্রমে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পরাভবে কৌরবগণ আবার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল! তাহাদের পরিতাপের সীমা রহিল না!

কর্ণ বধ।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। অশ্বত্থামার অতি ভীষণ অচিন্তনীয় নারায়ণাস্ত্র কৃষ্ণের কৌশলে প্রশমিত হওয়ায় নানা চিন্তায় অতি দুঃখে কৌরবগণের রজনী প্রভাত হইল।

কর্ণ দুর্য্যোধনকে আশ্বাস দিয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতে পরামর্শ দিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকে সেনাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে কর্ণ বলিল, শল্য আমার সারথী হইলে আমি সৈন্যাপত্য করিতে

প্রস্তুত আছি। যুদ্ধস্থলে আমার অভিপ্রায়ানুযায়ী রথ চালনা করা সাধারণ সারথীর কার্য্য নহে।

তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন মদ্ররাজ শল্যকে কর্ণের সারথী হইতে অনুরোধ করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমার ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত অপমানিত ক্ষত্রির রাজাকে শূদ্র কর্ণের সারথ্য-পরিচর্য্যা করিতে বলা নিতান্ত ধৃষ্টতা। কারণ, সূতেরা ক্ষত্রির পরিচারক। বরং কর্ণ আমার রথের সারথ্য গ্রহণ করুক, আমি একাই পাণ্ডবগণকে সংহার করিব। কর্ণের সারথ্য গ্রহণ করিতে বলিয়া আমাকে এরূপে অপমানিত করা আপনার উচিত হয় নাই। আমি কর্ণ অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন? আমি কর্ণের ন্যায় শত শত যোদ্ধাকে একাই পরাস্ত করিতে পারি। ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্মান, প্রতিপত্তি, জাতি ও ক্ষত্রিয়ত্বে আমি কর্ণ অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমি মহাবংশজ ক্ষত্রিয়রাজ হইয়া সূতপুত্রের সারথ্য গ্রহণ করিব? ইহা অপেক্ষা আমার অবমাননা আর কি হইতে পারে? আপনি আমায় বিদায় দিন, আমি আমার রাজ্যে প্রত্যাগমন করি। অর্থসংগ্রহ, দান ও প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যাজন, অধ্যাপন, বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ ও লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনই ব্রাহ্মণের ধর্ম। কৃষি-কার্য্য, পশুপালন ও ধর্মতঃ দান বৈশ্যের কর্ম এবং উক্ত তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের পরম ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। সূতেরাও ক্ষত্রিয়ের পরিচারক। অতএব সূতের শুশ্রূষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে। আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজর্ষি কুল-সম্ভূত মহারথ এবং বন্দিগণের বন্দনীয় ও স্তুতিভাজন। সুতরাং সংগ্রামে সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন মদ্ররাজের স্তব স্তুতি করিতে লাগিল। বলিল, হে মহাত্মন্! আপনি ঐশ্বর্য্য, জাতি, সত্ত্ব, বল বিক্রম, রাজ্য ও প্রতিপত্তিতে কর্ণ অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। আপনা অপেক্ষা বিক্রমশালী মহাত্মা আর কে আছে? কর্ণ যদি জয় লাভ করে, তবে তাহা আপনারই বিক্রম সম্ভূত কৌশলে। অর্জ্জুন অমিত বলশালী মহাযোদ্ধা। তাহার সমকক্ষ যোদ্ধা আপনি ও কর্ণ। আপনাদের দুই শক্তি একত্র সম্মিলিত হইলে অর্জ্জুনের বিনাশ অনিবার্য্য। আপনার ন্যায় হিতকারী পরম সুহৃদ আর

দ্বিতীয় নাই। হিতাকাঙ্ক্ষী জনগণ হিতেচ্ছায় আপনাকে ভুলিয়া যান। হিতসাধন জন্য নিজের মান-সম্ভ্রম বিত্তৈশ্বর্য্যের কথা বিস্মৃত না হইলে প্রকৃত হিতসাধন হয় না। বৃষ্ণি প্রধান মহামনস্বী অদ্ভুতকৌশলী অচিন্ত্যশক্তিশালী কেশব বহুগুণে অর্জ্জুন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তথাপিও পাণ্ডবগণের হিতাকাঙ্ক্ষায় আপনার সর্ব্বগুণ, সর্ব্বসম্ভ্রম বিস্মৃত হইয়া অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এবং সেই অতিকূটমন্ত্রকৌশলী কৃষ্ণের সারথ্যেই অর্জ্জুন প্রতি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অসম্ভবকেও সম্ভব করিতেছে। হে মাতুল! এখন আর মান সম্ভ্রমের সময় নাই। এ বিপদ আপনারই। ভীষ্মদ্রোণসাগর উত্তীর্ণ ও নারায়ণাস্ত্র অতিক্রম করিয়া পাণ্ডবগণ এখন অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে! অর্জ্জুনই পাণ্ডবগণের বল বিক্রম। কূট নীতিতে আপনি কৃষ্ণ অপেক্ষাও কৌশলী। বল বিক্রমেও আপনি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আপনার রথ পরিচালন বিদ্যা অদ্বিতীয়। আপনি এ বিপদে রক্ষা না করিলে আমরা সবংশে নিহত হইব। হে মদ্ররাজ! আপনাতেই আমাদের রাজ্য লাভ প্রত্যাশা, জীবিতাশা এবং কর্ণের সাহায্য নিবন্ধন জয়াশা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের রাজ্য, জয়লাভ, মহাবীর কর্ণ ও আমরা আপনারই আয়ত্ত। অতএব আপনি অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। রথী অপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তিকে সারথী করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা, মহাদেব অপেক্ষা অধিক বীর্য্যশালী বলিয়া দেবগণ যেমন বিধাতাকে শঙ্করের সারথী করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কর্ণ অপেক্ষা বলশালী বলিয়া আমরা আপনাকে কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিয়োগ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি।

ইত্যাদি বাক্যে শল্যের স্তব স্তুতি করিলে মদ্ররাজ শল্য বলিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি যে আমায় কেশব অপেক্ষাও উত্তম বলিয়াছ, ইহাতেই আমি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি! তোমার বিপদ চিন্তা করিয়া আমি এখন কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমি কর্ণের সমক্ষেই স্বেচ্ছানুসারে, বাক্য প্রয়োগ করিব। আমার সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ সারথ্য পরিত্যাগ করিব। ইহাই আমার সর্ত্ত। কর্ণ যদি ইহাতে সম্মত হয়, তবে আর আমার আপত্তি নাই।

তাহা শুনিয়া কর্ণও তাহাতে স্বীকৃত হইলে দুর্য্যোধন বিজয়াভিলাষী

অন্যান্য ভূপালগণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া সুবর্ণ ও মৃণ্ময় পূর্ণ কুম্ভ, হস্তী, গণ্ডার ও বৃষের বৃষাণ, বিবিধ সুগন্ধি ঔষধ এবং সুসংবৃত অন্যান্য উপকরণ দ্বারা ক্ষৌমাচ্ছাদিত তাম্রময় আসনে আসীন মহাবীর কর্ণকে বিধি পূর্ব্বক সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সেই বরাসন সমাসীন সূতপুত্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। কর্ণ এইরূপে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নিষ্ক (মুদ্রা) ধন ও গো সমূহ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ শ্বেতপতাকা পরিশোভিত নাগকক্ষকেতুসম্পন্ন বলাকাবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত বিমল আদিত্যসঙ্কাশ রথে আরূঢ় হইয়া স্বর্ণ-ভূষিত শঙ্খ প্রধ্মাপিত (নিনাদিত) ও কনকমণ্ডিত কোদণ্ড বিধুনিত করিতে লাগিল। এবং শঙ্খধ্বনিতে যোধগণকে ত্বরান্বিত করিয়া বিপুল কৌরবসৈন্য দ্বারা মকর ব্যূহ নির্ম্মাণ করিল।

সেই ব্যূহের মুখে কর্ণ, নেত্রদ্বয়ে মহাবীর শকুনি ও মহারথ উলূক, মস্তকে অশ্বত্থামা, মধ্যদেশে সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন, গ্রীবায় অন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, বামপদে নারায়ণীসেনাপরিবৃত যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃতবর্ম্মা, দক্ষিণ পদে মহা ধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যগণে পরিবেষ্টিত সত্যবিক্রম কৃপাচার্য্য, বাম পদের পশ্চাদ্ভাগে বিপুল সেনা পরিবৃত মদ্ররাজ শল্য, দক্ষিণ পদের পশ্চাদ্ভাগে সহস্র রথ ও তিন শত হস্তী সমেত সত্যপ্রতিজ্ঞ সুষেণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবল পরাক্রান্ত সসৈন্যে রাজা চিত্র ও চিত্রসেন নামক সহোদরদ্বয় অবস্থান করিতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে অর্জ্জুন অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ব্যূহের বাম পার্শ্বে ভীমসেন, দক্ষিণ পার্শ্বে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ধনঞ্জয়; এবং যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠদেশে নকুল ও সহদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ব্যূহ নির্ম্মিত হইলে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষেরই হস্তী, অশ্ব ও রথ সমন্বিত অসংখ্য সৈন্য, রথী ও মহারথ বিনষ্ট হইতে লাগিল।

মহাবীর অর্জ্জুন সমস্ত সংসপ্তকগণকে বধ করিয়া কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে কর্ণ বধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য ইন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলে

সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র শর উৎপন্ন হইল। তাহাতে রাশি রাশি ধ্বজ, পতাকা, রথ, কার্ম্মুক, তূণীর, যুগ, অক্ষ, যোক্ত্র, রশ্মি, কুবর, বরূথ, প্রাস, ঋষ্টি, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, চক্রযুক্ত শতঘ্নী, ভুজ, উরু, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার, নিষ্ক, বর্ম্ম, ছত্র, ব্যজন ও মুকুট সকল হইয়া নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

এদিকে মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিলে কর্ণ অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনের আলিঙ্গন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন প্রমুখ পাণ্ডব বিজয় জন্য আস্ফালন করিতে লাগিল। শল্য কর্ণ রথের অশ্ব বল্গা গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে কর্ণের আস্ফালনে অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণকে কি সাহসে অবজ্ঞা করিতেছ? সেই মহাবীরগণ কদাপি সমরে প্রতিনিবৃত্ত বা পরাজিত হইবেন না। যখন শুনিবে সংগ্রামস্থলে ধনঞ্জয়ের অশনি নির্ঘোষ সদৃশ ভীষণ গাণ্ডীব নিঃস্বন হইতেছে, যখন দেখিবে ভীমসেন কৌরব পক্ষীয় কুঞ্জরগণকে বিশীর্ণ-দন্ত ও নিহত করিতেছেন; ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে নিশিত শর নিকরে নভোমণ্ডলকে ঘনঘটা সমাচ্ছন্নের ন্যায় করিয়াছেন ও অন্যান্য লঘুহস্ত দুরাসদ পার্থিবগণ শত্রুগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতেছেন, তখন আর এরূপ কথা মুখে আসিবে না।

ধনঞ্জয় পুরুষ প্রধান, তুমি পুরুষাধম। তাহার সহিত তোমার কোনরূপেই তুলনা হইতে পারে না। হে কর্ণ! বায়ু অবরোধ, সমুদ্র পান, জল দ্বারা বরুণকে বিনাশ ও ইন্ধন দ্বারা অগ্নি প্রশমন করা যেমন অসাধ্য, মহাবীর ধনঞ্জয়কে সমরে নিপীড়িত করাও তদ্রূপ, সন্দেহ নাই। যাহাহউক, তুমি অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব, মুখে এই কথা বলিয়া পরিতুষ্ট ও সুমনা হও, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাকে জয় করিতে পারিবে না। অতএব অর্জ্জুন পরাজয় ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ করাই তোমার কর্ত্তব্য।

শল্য এইরূপে যখনই কর্ণের মুখে পাণ্ডব বিজয় ও অর্জ্জুনের প্রাণনাশের তেজোযুক্ত বাক্য শ্রবণ করেন, তখনই ঐরূপে তাহাকে ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার বল হ্রাস করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট অঙ্গীকৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে লাগিলেন।

কর্ণ শল্যের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার দারথ্যে আনন্দিত হইয়া বিপুল সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিল। পরন্তপর জিগীষা পরবশ উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ যশোলুব্ধ হইয়া পরস্পরের শিক্ষা বাহু, কর্ম ও স্বভাবগত দোষের উল্লেখ করিয়া আস্ফালন আরম্ভ করিল।

ভীমসেন কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য সৈন্য করী ও হস্তী অশ্ব ও রথ চূর্ণ করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনও সংসপ্তকগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে সুশর্ম্মা দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া জনার্দ্দনের দক্ষিণভুজে তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার রথকেতু বিদ্ধ করিল। অর্জ্জুনের রথস্থিত বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বানরবর সুশর্ম্মার শরে আহত হইয়া সৈন্যগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মহা গর্জ্জন করিতে লাগিল।

অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাণাঘাতে সংসপ্তকগণকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। সেই যুদ্ধে অযুত রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য ও তিন সহস্র কুঞ্জর বিনাশ করিলেন।

এদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনঃপুনঃ কর্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যুদ্ধস্থল হইতে এক ক্রোশ দূরে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, সখে! মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রণস্থলে দেখিতেছি না, সম্ভবতঃ কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। অতএব চল অগ্রে তাঁহার কুশল অবগত হইয়া আসিয়া পরে যুদ্ধ করিবে। কৃষ্ণ রথ লইয়া তাঁহার উদ্দেশে গমন করিলেন। মধ্যস্থলে ভীমবিক্রম ভীমসেনের যুদ্ধ দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহার নিকট রথ লইয়া গিয়া যুধিষ্ঠিরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীম বলিলেন, তিনি কর্ণশরে জর্জ্জরিত হইয়া এতক্ষণ জীবিত আছেন কিনা বলিতে পারি না। অর্জ্জুন বলিলেন, আমি যুদ্ধ করি, আপনি গিয়া তাঁহার কুশল অবগত হউন। ভীম বলিলেন, আমি যুদ্ধ করিতেছি, তুমি যাও।

অনন্তর রথ আসিয়া যুধিষ্ঠির শিবির সমীপে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণার্জ্জুন অগ্রজ পরন্তপ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিলে, তিনি কর্ণ-শরে জর্জ্জরিত হইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। বলিলেন, অর্জ্জুন আসিয়াছ, এস এস! কর্ণকে নিহত করিয়া আসিয়াছ, ইহাতে আমি

আর অকৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় মহাপাপে নিমগ্ন হয়।

পূর্ব্বকালে বলাক নামে এক সত্যবাদী অসূয়াশূন্য ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা মাতা ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মৃগয়া করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন করিয়া কোথাও মৃগ না পাইয়া প্রত্যাগমন করিতেছিল, এমন সময় পথে এক নেত্রহীন ব্যাঘ্র দৃষ্টিগোচর করিল। ব্যাঘ্র ঘ্রাণ দ্বারা দূরস্থ বস্তুও অবগত হইতে পারিত। ব্যাধ তাহাকে একাগ্রচিত্তে জল পান করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। শ্বাপদ তপঃ প্রভাবে বর লাভ করিয়া প্রাণিগণের বিনাশের হেতু হওয়াতে বিধাতা তাহাকে অন্ধ করিয়াছিলেন। বলাক সেই ভূতগণ নাশক শ্বাপদকে বিনাশ করিয়া অনায়াসেই স্বর্গে গমন করিল। আর কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বী ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থলে বাস করিতেন। সর্ব্বদা সত্য বাক্য বলায় তিনি সত্যবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যু ভয়ে ভীত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। দস্যুগণ তাহাদের অন্বেষণে আসিয়া কৌশিককে জিজ্ঞাসা করিলে সে দস্যুদিগকে তাহাদের সন্ধান বলিয়া দেয়। দস্যুগণ তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিল। কিন্তু সত্যবাদী কৌশিক ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত না হইয়া এই সত্যবাক্য জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইল!

হে ধনঞ্জয়! প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া পরদারাভি-গমনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ কাহাকে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে পৃষ্ট ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করাই উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যা বলাই সঙ্গত। সে মিথ্যা, সত্য স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার মানসে ব্রত অবলম্বন করিয়া

তাহা কার্য্যে পরিণত না করে, সে কখনই তাহার ফল লাভে সমর্থ হয় না। প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতি নিধন, এবং উপহাস এই কয় স্থলে মিথ্যা বলিলে তাহা দোষাবহ হয় না। ধর্ম্মতত্ত্বদর্শীরাও উহাতে অধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন নাই। যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌর সংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। চোরদিগকে ধন দান করা বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন দাতাকেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়। ধর্ম্মার্থ মিথ্যা কহিলেও যে অনৃত নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই। তোমার ধর্ম্ম লক্ষণ কহিলাম, এখন তুমিই বিবেচনা কর ধর্ম্মরাজ তোমার বধার্হ কি না।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন। আমাদের হিতার্থ যাহা কহিলে তাহা নিশ্চিতই সত্য। তুমি আমাদের পিতা মাতা সদৃশ এবং আমাদের গতি ও আশ্রয়। এই ত্রিলোক মধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই। ধর্ম্মরাজ যে আমার অবধ্য, তাহা আমার বোধগম্য হইয়াছে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য এবং আমার ও ধর্ম্মরাজের প্রাণ রক্ষাকর হয়, তাহার উপায় বিধান কর।

বাসুদেব বলিলেন, সখে! তুমি ধর্ম্মরাজের বাক্যে কুপিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ করিবে, ইহাই উঁহার অভিপ্রায়। পাপাত্মা সূতপুত্র একান্ত দুর্দ্ধর্ষ। আজি কৌরবগণ তাহাকে পণস্বরূপ করিয়া যুদ্ধরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলেই কৌরবগণ অনায়াসেই পরাভূত হইবে।

হে পার্থ! এই জীবলোকে মাননীয় ব্যক্তি যতদিন সম্মান লাভ করেন, ততদিন তিনি জীবিত এবং অপমানিত হইলেই তাঁহাকে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গুরুকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিলে তাঁহাকে বধ করা হয়। অতএব তুমি পূজ্যপাদ ধর্ম্মরাজকে "তুমি" বলিয়া নির্দ্দেশ কর। তাহা হইলেই তিনি আপনাকে নিহত বলিয়া বোধ করিবেন। তৎপরে তুমি ইঁহার চরণে প্রণত হইয়া সান্ত্বনা করিবে। তুমি এইরূপ করিলে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া কখনই রোষাবিষ্ট হইবেন না। অতএব তুমি এক্ষণে এইরূপে স্বীয় সত্যপালন ও ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা করিয়া সূতপুত্রকে বিনাশ কর।

এইরূপে দুই ভাই বহুক্ষণ রোদন করিয়া পরিশেষে শান্তি লাভ করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার জীবনে আর আস্থা নাই। যদি অদ্যই তুমি কর্ণকে নিপাতিত করিতে না পার, তবে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।"

তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, হে মহারাজ! আমি সত্য, অস্ত্রশস্ত্রের স্পর্শ, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের শপথ করিয়া কহিতেছি যে, অদ্য হয় সমরে কর্ণকে নিপাতিত করিব, নচেৎ স্বয়ং তাহার হস্তে নিহত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইব; এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলাম। ইহা বলিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! অদ্য তোমার বুদ্ধিবলে নিশ্চয়ই সূতপুত্রকে সংহার করিব। বাসুদেব বলিলেন, পার্থ! তুমি মহাবল কর্ণকে বিনাশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তুমি পরাক্রান্ত সূতপুত্রকে নিহত করিবে, আমি ইহা সতত অভিলাষ করিয়া থাকি। অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা দিয়া দুরাত্মা কর্ণের বিনাশে অনুজ্ঞা করুন। আমরা আপনাকে কর্ণশরে পীড়িত শ্রবণ করিয়া আপনার কুশল জানিবার জন্য এখানে আগমন করিয়াছি। ভাগ্যক্রমে আপনি নিহত বা ধৃত হন নাই। এক্ষণে অর্জ্জুনকে বিজয় লাভার্থ আশীর্ব্বাদ করুন।

যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি আমাকে অবশ্য হিতকর কথা কহিয়াছ, তাহা পরুষ হইলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি কর্ণকে জয় কর। আমি তোমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইও না। অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা শুনিয়া প্রণত হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমাকে বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়াছ, অতএব আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অচিরাৎ জয় ও মাহাত্ম্য লাভ কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহারাজ! অদ্যই বলগর্ব্বিত পাপাত্মা কর্ণকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া দুরাত্মা যে শরজালে আপনাকে নিপীড়িত করিয়াছে, তাহার ফল প্রদান করিব। হে মহারাজ! আপনার পদ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাচ রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিব না।

অনন্তর কৃষ্ণার্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় লইয়া রণস্থলে প্রত্যাগমন

করিতে করিতে পথিমধ্যে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন, সখে! গাণ্ডীব প্রভাবে তুমি যাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ, তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে। তোমা ভিন্ন কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, শ্রুতায়ুঃ, অচ্যুতায়ুঃ, কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ, অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়? তোমার দিব্য অস্ত্র, হস্তলাঘব, বাহুবল, যুদ্ধে অসংমোহবিজ্ঞান, দৃঢ়ভেদিতা, লক্ষ্যে অস্খলন ও প্রহার বিষয়ে বিশেষ সুনিপুণতা আছে। তুমি দেব গন্ধর্ব্ব সমবেত সমুদয় স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত বিনাশ করিতে পার। পৃথিবীতে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর নাই। অধিক কি সমরদুর্ম্মদ ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়গণের কথা দূরে থাকুক, দেবতাদিগের মধ্যেও তোমার তুল্য বীর কখন শ্রবণ বা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সর্ব্বলোক স্রষ্টা পিতামহ গাণ্ডীব শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি সেই গাণ্ডীব লইয়া যুদ্ধ করিতেছ; অতএব তোমার তুল্য বীর আর নাই। যাহা-হউক, যাহা তোমার হিতকর তাহা নির্দ্দেশ করা আমার কর্ত্তব্য। হে মহাবাহো! কর্ণকে অবজ্ঞা করিও না। মহারথ সূতপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত, নিতান্ত গর্ব্বিত, সুশিক্ষিত, কার্য্যকুশল, বিচিত্র যোদ্ধা ও দেশকালকোবিদ। আমার মতে সে তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা সমধিক শক্তিশালী হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব পরম যত্ন সহকারে তাঁহাকে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য। সেই মহাবীর তেজে হুতাশন সঙ্কাশ, বেগে বায়ু সদৃশ ও ক্রোধে অন্তক তুল্য। সেই বিশাল বাহুশালী বীরবরের দৈর্ঘ্য আট অরত্নি (হস্ত) পরিমিত। বক্ষঃস্থল অতি বিস্তৃত এবং সে নিতান্ত দুর্জ্জয়, অভিমানী, প্রিয়-দর্শন, যোধগুণে সমলঙ্কৃত, মিত্রগণের অভয়প্রদ, পাণ্ডবগণের বিদ্বেষী এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হিতানুষ্ঠাননিরত। আমার বোধ হইতেছে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কেহই সেই মহাবীরকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব তুমি অদ্য তাহাকে বিনাশ কর। সূতপুত্র অতিশয় দুরাত্মা, পাপস্বভাব, ক্রূর ও তোমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধিসম্পন্ন। দুরাত্মা সূতপুত্র বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া সতত পাণ্ডবগণের অপমান করিয়া থাকে। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধনও উহার বীর্য্য প্রভাবে আপনাকে মহাবীর বলিয়া বিবেচনা করে। অতএব আজি তুমি সেই শরাসন ধনুর্দ্ধারী গর্ব্বিতস্বভাব পাপকার্য্যের মূল স্বরূপ

সূতপুত্রকে বিনাশ করিয়া আমার প্রীতিভাজন হও। আমি তোমার বলবীর্য্য সম্যক্ অবগত আছি।

অদ্য সপ্তদশ দিন হইল অনবরত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য বিনষ্ট হইতেছে। পাণ্ডব পক্ষীয় বিপুল সৈন্য কৌরব সৈন্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়া অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। কৌরবগণ প্রভূত গজবাজি সম্পন্ন হইয়াও তোমার প্রভাবে যমালয়ে গমন করিতেছে। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য, কারুষ ও চেদিগণ তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই শত্রুক্ষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া কৌরবগণকে জয় করিতে পারে? আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, কৌরব সৈন্যের কথা দূরে থাকুক, তুমি সুরাসুর নর সমবেত ত্রিলোক জয় করিতে পার। তুমি জয়দ্রথ বিনাশ সময়ে যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আর কোন ক্ষত্রিয় তদ্রূপ করিতে পারে? তুমি সমুদয় কৌরব সৈন্য নিবারণ ও মহাবীর ভূপতিগণকে সংহার করিয়া অস্ত্রবলে সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছ, ভূপতিগণ সিন্ধুরাজের বধ আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু তুমি সেরূপ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে নিহত করিয়াছ বলিয়া আমার কোন আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তুমি যদি সম্পূর্ণ একদিন যুদ্ধ করিয়া এই সমুদয় ক্ষত্রিয়কে বিনষ্ট কর, তাহা হইলেও আমি ইহাদিগকে বলবান্ বলিয়া স্বীকার করি; কিন্তু তুমি মুহূর্ত্ত মধ্যে ইহাদিগকে সংহার করিতে পার! যখন ভীষ্ম দ্রোণ নিহত হইয়াছেন, তখন ভয়ঙ্কর কৌরব সৈন্য বীরশূন্য হইয়াছে। এক্ষণে কৌরব পক্ষে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ, মদ্ররাজ ও কৃপাচার্য্য এই পাঁচজন মাত্র মহারথ অবশিষ্ট রহিয়াছে। তুমি অদ্য এই পাঁচজন মহারথকে নিপাতিত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গিরিকানন সমন্বিত এই পৃথিবী প্রদান কর। যদি তুমি তোমার গুরু দ্বিজাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের সম্মান রক্ষার্থ অশ্বত্থামা ও আচার্য্যগৌরব প্রযুক্ত কৃপাচার্য্যের প্রতি দয়া কর; এবং মাতৃ-বান্ধব বলিয়া কৃতবর্ম্মাকে ও মাতার ভ্রাতা বলিয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে বিনাশ না কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু পাপাত্মা নীচাশয় সূতপুত্রকে অবিলম্বে নিশিত শরে নিহত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি কহিতেছি, ইহাতে তোমার অণুমাত্রও দোষ নাই।

দুর্য্যোধন রজনীযোগে তোমাদিগকে মাতার সহিত দগ্ধ করিতে উদ্যত ও সভামধ্যে দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পাপপরায়ণ সূতপুত্রই তৎসমুদয়ের মূল। দুরাত্মা দুর্য্যোধন কর্ণের সাহায্যেই প্রতিনিয়ত পরিত্রাণ কামনা করিয়া থাকে এবং তাহার বলেই আমাকে নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। পাপিষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র তনয় ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়াছে, কর্ণই পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিবে। ঐ দুরাত্মা তোমার বলবীর্য্য অবগত হইয়াও একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুরাত্মা সূতপুত্রও, আমি পাণ্ডবগণ ও বাসুদেবকে পরাজয় করিব বলিয়া প্রতিনিয়ত দুরাশয় দুর্য্যোধনকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে গর্জ্জন করিয়া থাকে। ফলতঃ দুরাত্মা দুর্য্যোধন তোমাদের প্রতি যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছে, পাপাত্মা কর্ণই তৎসমুদয়ের মূল। অতএব অদ্যই কর্ণকে বিনাশ কর।

অসহায় বালক অভিমন্যুকে এই সমস্ত ক্রূরকর্ম্মা মহারথ নিরস্ত্র দেখিয়াও বিনাশ করিয়াছে। সেই অবধি ক্রোধানলে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। হে ধনঞ্জয়! পাপাত্মা সূতপুত্র সভামধ্যে কৌরব ও পাণ্ডব সমক্ষে দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল, হে বিপুলনিতম্বে! মৃদুভাষিণি কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ নিহত হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে! অতএব তুমি অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ কর। তোমার পূর্ব্ব ভর্তৃগণ বর্ত্তমান নাই, অতএব এক্ষণে দাসীভাবে কুরুরাজ সদনে প্রবেশ করা তোমার কর্ত্তব্য। হে পার্থ! পাপপরায়ণ সূতনন্দন তোমার সমক্ষেই দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ কুবাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিল। আজি তুমি জীবিতনাশক শিলাশিত সুবর্ণময় শরনিকরে সেই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া তাহার দুর্ব্বাক্য ও তোমার প্রতি যে সকল পাপাচরণ করিয়াছে, তৎসমুদয়ের শাস্তি বিধান কর। আজ কর্ণ গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত ঘোরতর শরনিকর স্পর্শ করিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বচন স্মরণ করুক। আজ তোমার ভুজনিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎপ্রভ সুবর্ণ-পুঙ্খ নারাচ সমুদয় সূতপুত্রের চর্ম্ম ও মর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক শোণিত পান করত তাহাকে যমরাজ রাজধানীতে প্রেরণ করুক। সেই দুরাত্মার হস্তিকক্ষ ধ্বজ তোমার ভল্লে উন্মথিত হইয়া কম্পিত হইতে হইতে ভূতলে নিপতিত হউক।

মহাবীর শল্য তোমার শরনিকরে সংচূর্ণিত, যোধশূন্য, কনকমণ্ডিত রথ

পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করুক। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া রাজ্যলাভ ও জীবনে নিরাশ হউক।

তাহা শুনিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষণমধ্যে শোকশূন্য এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কর্ণ বিনাশার্থ গাণ্ডীব গ্রহণ ও তাহার জ্যা পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক কেশবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কেশব! তুমি ভূত ভবিষ্যতের প্রবর্ত্তয়িতা। তুমি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সহায় হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার জয়লাভ হইবে। হে কৃষ্ণ! আমি তোমার সাহায্য লাভ করিয়া সূতপুত্রের কথা দূরে থাকুক, একত্র মিলিত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই জীবন নাশ করিতে পারি। আজি ঘোরতর সংগ্রামে আমি সূতপুত্রকে নিহত করিলে যতদিন পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন আমার কীর্ত্তি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিবে। আজি আমার বিকর্ণ অস্ত্র সকল গাণ্ডীব নির্মুক্ত হইয়া কর্ণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। সূতপুত্রকে সমরশায়ী করিয়া ধর্ম্মরাজের ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী রজনী জাগরণ অপনীত করিব। আজি তিনি প্রীত ও প্রসন্নমনে শাশ্বত সুখভোগে কৃতনিশ্চয় হইবেন। হে কৃষ্ণ! দুরাত্মা সূতপুত্র পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ পদ প্রক্ষালন করিব না; আজ সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাহার দেহ রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই ব্রত উদ্যাপন করাইব। দুরাত্মা যে কৃষ্ণাকে "পতিহীনা হইয়াছ" বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজ আমার রোষোদ্ধত আশীবিষের ন্যায় ভীষণ-দর্শন সুনিশিত শরজালে তাহার উত্তর প্রদান করিবে।

ইহা বলিতে বলিতে তাঁহারা রণস্থলাভিমুখে ভীষণ বেগে গমন করিতে লাগিলেন।

মানুষ মাত্রেই শক্তি নিহিত আছে। সময় সময় তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয়। যাহার যেমন শক্তি, উদ্বুদ্ধ হইলে ব্যক্তি বিশেষে তাহা দশ, বিশ বা শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। উত্তেজনা মানুষকে অসীম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত ও অসম্ভাবিতপূর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদনে প্ররোচিত করে। উত্তেজনার বশেই মানুষ কত অচিন্তনীয় গর্হিত ও অমানুষিক কার্য্য সম্পাদন করে। উত্তেজনা দ্বারা সময় বিশেষে যেমন গর্হিত কার্য্য সম্পাদিত হয়, আবার সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইলে তাহাই মানুষকে দেবত্ব প্রদান করে। সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করিয়া

দেখিলে, দেখা যায়, উত্তেজনাই সদসদ সমুদয় কর্ম্মের মূল। উত্তেজনা না থাকিলে কোন কার্য্যেই সাফল্য লাভ করা যায় না। উত্তেজনা না হইলে অনুরাগ জন্মে না। শিক্ষক, গুরু, উপদেশক, সমাজ সংস্কারক, দেশপ্রাণ ও ধর্ম্ম-রক্ষক ব্যক্তিবর্গ উপদেশের মূলে উত্তেজনা অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দেন। সদ্গুরু, সদুপদেশক বা সৎশিক্ষক, শিষ্য, ছাত্র বা আজ্ঞানুবর্ত্তী জনগণে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন ও ধর্ম্মাদি লাভরূপ লোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক অনুরাগোত্তেজনায় প্রবুদ্ধ করিয়া যেমন তাহাদিগকে বীর্য্যশালী ও মহদ্ভাব পদবীতে উন্নত করত মানবের প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া তুলেন; পক্ষান্তরে তেমনই আপনাদের মহত্ত্বও প্রদর্শন করেন।

মহোপদেশক মহামহীয়ান্ ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানজ্ঞ মহামতি কৃষ্ণ, কর্ণবধ জন্য অর্জ্জুনকে উত্তেজনা প্রদান করিবার নিমিত্তই যুদ্ধস্থল হইতে সহসা কর্ণ শর-পীড়িত যুধিষ্ঠিরের নিকট আনয়ন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের অবস্থাও অর্জ্জুনকে অল্প উত্তেজনা প্রদান করে নাই। তাহার উপর যুধিষ্ঠিরের মর্ম্মান্তিক মর্ম্ম-বেদনাও তাঁহাকে বিষম উত্তেজিত করিয়া তুলিল। যুধিষ্ঠিরবধোত্তোজনাদি ঘটনাচ্ছলে কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের কর্ণবধ-প্রতিজ্ঞা নবরাগে রঞ্জিত করিলেন। যুধিষ্ঠিরের মর্ম্মান্তিক বাক্য অর্জ্জুনকে উত্তেজনা-পূর্ণ ও অসীম বলে বলীয়ান্ করিয়া তুলিল। তাহার উপর পরম বাক্চতুর, মহামনস্বী, সাক্ষাৎবেদস্বরূপ, মহোপদেশক, সর্ব্ববলের আধার, পরমমনোজ্ঞ অমৃতভাষী, নয়নমনোহর, মদনমোহন, সর্ব্বজনপ্রিয় মাধব যেমন করিয়া বলিলে অর্জ্জুনের হৃদয় উত্তেজিত হয়, তেমনই করিয়া বলিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করাইলেন। এক অর্জ্জুন, কৃষ্ণ প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া সহস্র হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সবই হয়। অর্জ্জুনও তাহা জানেন। তথাপিও তিনি লোক শিক্ষার জন্য অর্জ্জুনকে প্রণোদনা দান করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন এমন আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠ হইলেন যে, তেমন এক কর্ণ কেন, সহস্র কর্ণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি অনায়াসে অবহেলায় কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান না করিয়াও তাহাদিগকে মুহূর্ত্তে বিনাশ করিতে পারেন।

ওদিকে কর্ণ পাণ্ডবগণকে তিরস্কার ও তাঁহাদিগের পরাক্রমকে করিলে বিশেষতঃ ভীমার্জ্জুনের প্রাণনাশ বিষয়ক উত্তেজনা পূর্ণ বাক্যে নিজ

শক্তি সামর্থ্য ও মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলে মদ্ররাজ শল্য তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবগণের গুণ-কীর্ত্তন এবং অর্জ্জুনের অসীম বিক্রম ও মহত্ব বর্ণনচ্ছলে, কর্ণ যে তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ, তাহাই প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার শক্তি হ্রাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব বলিয়াছেন, "নাই নাই করিলে সাপের বিষও থাকে না।" "পাপী পাপী করিলে মানুষ পাপী হইয়া যায়!" এই নীতিতে কর্ণ ক্রমশঃ দমিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার শক্তি সামর্থ্য ক্রমশঃ যেন জড়ীভূত হইতে লাগিল। কর্ণ বহুবার অর্জ্জুনের নিকট পরাভূত হইয়াছে, শল্যের বাক্যে তাহা তাহার স্মৃতিপথে জাগরূক হইয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, তাই ত অর্জ্জুনকে পরাভূত করা সহজ নহে। তখন নিরাশার অবসাদে তাহার শক্তি অবসন্ন হইতে লাগিল!

এই জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব সকলকেই উৎসাহ দিয়া বলিতেন "ওগো! তোমার ভিতরে যে মহৎ শক্তি আছে, তাহাকে জাগাও, জাগাও জাগাও! হবে না কে বল্লে? শক্তি জাগ্‌লে, হ'তে কতক্ষণ? তুমি আশা ভরসায় অনুরাগে অগ্রসর হও, কাজ কর, তবে ত হবে।"

যে মন্ত্রে সাপের বিষ নষ্ট হয়, বোজায় খাইলে আবার সেই মন্ত্রেই প্রাণ বিয়োগও ঘটে। যে মন্ত্রে লোক নরকে যায়, সেই মন্ত্রে লোক স্বর্গলাভও করে! মন্ত্র এক, কেবল বীজ তফাৎ!

উত্তেজনা অনুপ্রাণনায় কি না হয়? অসৎ উত্তেজনায় এক ছুলো, হাতে রিভলবার বাঁধিয়া আলীপুরের সরকারী উকীল আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করিল! আর সদুত্তেজনায় নিষাদ পুত্র একলব্য অর্জ্জুন অপেক্ষাও অদ্ভুত ধনুর্ব্বিদ্‌বিশারদ হইয়া উঠিলেন!

উৎসাহ পাইলে, যাহা দ্বারা যে কাজ যতটুকু পাওয়া সম্ভব, দশ বিশগুণ না হউক, তাহার বেশী পাইবেই পাইবে। যাহাকে গধা মূর্খ বলিবে, বলিতে বলিতে সে তদ্রূপই হইয়া যাইবে। মন্ত্র আর কি? ইহাই ত মন্ত্র। অতএব সকলকে এমন মন্ত্র দাও, যে মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা আপনাদের কল্যাণ এবং জগতের মঙ্গল করে। গধা ছেলেকেও বুদ্ধিমান্ বলিয়া উৎসাহ

দিলে ক্রমশঃ তাহার বুদ্ধির স্ফূরণ হইবে। অন্ততঃ সে সে বিষয়ে চিন্তা করিবে; এবং চিন্তায় ক্রমশঃ তাহাকে উন্নত করিবেই করিবে।

যাহাহউক, এক মন্ত্রে অর্জ্জুন উত্তেজিত ও প্রভূত বলসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন; অন্য মন্ত্রে কর্ণ বলবুদ্ধিহীন ও ভয়াকুল হইয়া উঠিল। কিন্ত ক্ষত্রিয় সন্তান, অভ্যাস বশে তাহা পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়া কর্ণ মৌখিক তেজোসম্পন্ন হইয়া যুদ্ধে বলবিক্রম প্রকাশের অভিনয় করিতে লাগিল।

অর্জ্জুন কৃষ্ণের নিয়োগে একবারে রণক্ষেত্রে কর্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রণস্থল ভেদ করিয়া আসিতে আসিতে দেখিলেন, ভীমবিক্রম ভীমসেন গদাঘাতে দুঃশাসনের মস্তক চূর্ণ করত তাহাকে রথ হইতে ভূপাতিত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ভীষণ আকার ধারণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ অসি হস্তে লইয়া কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে যোধগণ! আজ আমি পাপাত্মা দুঃশাসনের উষ্ণ রক্ত পান করিব! তোমাদের সাধ্য থাকে তাহাকে রক্ষা কর। ইহা বলিয়াই তিনি বিপুল বিক্রমে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া উষ্ণ শোণিত পান করিতে করিতে বলিলেন, রে পাপাত্মা! এখন আর একবার আমায় "গরু-গরু" বলিয়া উপহাস কর্। রে দুঃশাসন! দুর্য্যোধন, শকুনি ও সূতপুত্রের কুমন্ত্রণাতে আমরা যে প্রমাণকোটি নামক প্রাসাদে শয়ন, কালকূট ভোজন, কৃষ্ণ-সর্পের দংশন, দ্যূতে রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, জতুগৃহে দাহ, অরণ্যে বাস, সংগ্রামে অস্ত্রাঘাত, স্বগৃহে ও বিরাট ভবনে দুঃখোদ্বেগজনিত বিবিধ ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়াছি, তুই সে সকলের মূল! আজ তাহার অবসান হইল।

অনন্তর কেশব ও অর্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি দুঃশাসন নিধনার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম আজ রণস্থলে তাহা সফল করিলাম।

এক্ষণে অবিলম্বে এই সংগ্রামরূপ যজ্ঞে দুর্য্যোধনরূপ দ্বিতীয় পশুকে সংহার করিব। আমি নিশ্চয়ই কৌরবগণের সমক্ষে গদাঘাতে ঐ দুরাত্মার মস্তক বিমর্দ্দন পূর্ব্বক উহাকে বিনাশ করিয়া শান্তি লাভ করিব।

দুর্য্যোধন, কর্ণাদির সমক্ষেই ভীমকে বলপূর্ব্বক দুঃশাসনের রক্ত পান করিতে দেখিয়া যুদ্ধজয়ে নিরাশ ও ভ্রাতৃশোকে কাতর হইল!

এদিকে অর্জ্জুন উপস্থিত হইলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সূতপুত্র কর্ণের উদ্যোগে দুর্য্যোধন, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, কৃপ ও অশ্বত্থামা একযোগে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে শাণিত শরনিকরে অত্যন্ত তাড়না করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন অরাতি শরে সমাহত হইয়া অতি লঘুহস্তে শরনিকরে তাহাদিগের শরাসন, তূণীর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ ও সারথিকে এককালে ধ্বংস করিয়া দ্বাদশ বাণে সূতপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর একশত রথী, এক শত গজারোহী এবং অশ্বারোহী শক, যবন ও কাম্বোজগণ অর্জ্জুনের বধাভিলাষে সত্বর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সত্বর শরনিকর ও ক্ষুর দ্বারা সেই অশ্ব, হস্তী ও রথারোহী বীরগণের অস্ত্র শস্ত্র ও মস্তক ছেদন করিয়া তাহাদিগকে বাহনগণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া দেবতাগণ তাঁহার মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! ক্ষান্ত হউন, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। অর্জ্জুনের অসাধারণ বীরত্ব দর্শন করিলেন ত? আর যুদ্ধজয়ের আশা করিবেন না। আমি ও মাতুল কৃপাচার্য্য অবধ্য বলিয়াই এখনও জীবিত আছি। অর্জ্জুনের হস্তে কাহারই নিস্তার নাই। আমি অনুরোধ করিলে পাণ্ডবগণ অবশ্যই সন্ধি করিবে। জনার্দ্দনের বিরোধে বাসনা নাই; কেবল আপনি অভিমত করিলেই হয়। যদি আমার বাক্যে কর্ণপাত না করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই নিহত হইবেন। কারণ, স্বচক্ষে দেখিলেন যে ইন্দ্র, যম, কুবের ও ভগবান্ বিধাতা যে কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হন, অর্জ্জুন একাকী সেই কার্য্য সাধন করিল। হে রাজন্! অর্জ্জুন এতাদৃশ গুণশালী হইয়াও আমার বাক্য লঙ্ঘন করিবে না। সে সর্ব্বদা তোমার অনুগত হইয়া কালযাপন করিবে। তুমি প্রসন্ন হইয়া শান্তি অবলম্বন কর। তুমি আমাকে সম্মান করিয়া থাক; এবং আমার সহিত সৌহার্দ্দ আছে বলিয়াই আমি তোমাকে এইরূপ কহিতেছি।

দুর্য্যোধন বলিল সখে! দুরাত্মা বৃকোদর শার্দ্দূলের ন্যায় সহসা দুঃশাসনকে নিহত করিয়া আপনার সাক্ষাতেই যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা আমার হৃদয়ে গ্রথিত হইয়াছে! আমরা পাণ্ডবগণের সহিত বারম্বার

বৈরাচরণ করিয়াছি! তাহারা তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া কখনই সন্ধি করিতে সম্মত হইবে না। বিশেষতঃ, এ সময় কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা আপনার কর্ত্তব্য নহে! প্রচণ্ড বায়ু যেমন উন্নত মেরু পর্ব্বতকে ভঙ্গ করিতে পারে না, তদ্রূপ অর্জ্জুনও কখনই কর্ণকে নিহত করিতে পারিবেনা। হে গুরুপুত্রো! আজি অর্জ্জুন অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে; কর্ণ এখনই উঁহাকে বিনাশ করিবে।

অনন্তর কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের বিষম যুদ্ধ বাধিল। কর্ণ অতিরোষে অর্জ্জুনের প্রতি নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিলে বাসুদেব তৎক্ষণাৎ রথচক্র মৃত্তিকাগর্ভে কিঞ্চিৎ প্রবেশ করাইয়া দিলেন। অশ্বগণও জানু আকুঞ্চিত করিয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইল। সুতরাং ভীষণ নাগাস্ত্র অর্জ্জুনের কিরীটে লাগিয়া তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এক নাগ খাণ্ডব দাহ সময়ে রক্ষা পাইয়া শত্রুতা সাধন জন্য অর্জ্জুনের প্রাণনাশ নিমিত্ত সেই বাণে অলক্ষ্যে অবস্থান করিতেছিল; সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে না পারিয়া কর্ণকে বলিল যে আমাকে না দেখিয়াই আপনি বাণ পরিত্যাগ করায় আমি উহার জীবননাশ করিতে পারিলাম না। অতএব আপনি আবার সেই বাণ নিক্ষেপ করুন আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ করি। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ সত্বর সেই সর্পকে বিনাশ করিতে আদেশ করিলে অর্জ্জুন ছয় বাণে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সংহার করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন অতি সত্বর অসংখ্য সুশাণিত বাণে কর্ণের মর্ম্মচ্ছেদ করিলেন। শোণিতস্রাবে তাহার অঙ্গ প্লাবিত হইল এবং সে রথোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন কিয়ৎকাল অপেক্ষা করত বাণত্যাগ বন্ধ করিলেন দেখিয়া, বাসুদেব বলিলেন, অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ? পণ্ডিতেরা দুর্ব্বল অরাতিকেও নিধন করিতে কাল প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহারা ব্যসননিমগ্ন শত্রুকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্ম ও কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি প্রবল শত্রু বীরপ্রধান কর্ণকে সহসা নিহত করিতে সচেষ্ট হও।

সর্পমুখ বাণ বিনষ্ট, রথ ঘূর্ণিত ও পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হওয়াতে কর্ণ অতিশয় বিষণ্ণ ও বিহ্বল হইল। এবং ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত বিঘূর্ণন পূর্ব্বক আক্ষেপ করত কহিতে লাগিল, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা সতত কহিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে সর্ব্বদা রক্ষা করেন।

[illegible] বায়ু ও প্রভৃতি অস্ত্রগারে কর্ণ কবচে বহু ও দুর্দ্ধ [illegible] [illegible]; এবং ত্রাসাদি [illegible] নিক্ষেপ করিয়াছেন। [illegible] সাহায্যে কর্ণ এরূপ নিষ্ঠুর ধার্মিকদিগকে রক্ষা করেন না।

[illegible] বলিতে বলিতে অর্জ্জুন পরে বিচলিত হইল। তাহার অশ্ব ও সারথি আহত হইল। ইহাতে কর্ণ আরও শিথিলপ্রযত্ন হইয়া [illegible] [illegible] ক্রিয়া করিতে লাগিল।

অনন্তর কর্ণ ভীষণ তিনবাণে বাসুদেবের হস্ত ও বাকবাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিল। অর্জ্জুনও তৎক্ষণাৎ বজ্রতুল্য সপ্তদশবাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। তাহা দেখিয়া কর্ণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। অর্জ্জুনও জনার্দ্দনে ঐন্দ্রাস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কর্ণ তৎসমুদয়কে ব্যর্থ করিলে বাসুদেব বলিলেন, অর্জ্জুন! কর্ণ তোমার শরজাল ব্যর্থ করিতেছে, তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্র নিক্ষেপ কর। তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন অসুহত্তে ভীষণ অস্ত্র সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। একবার কর্ণ অর্জ্জুনের মৌর্ব্বী ছেদন করিয়া ফেলিল এবং অর্জ্জুনও তাহার ধনুক কাটিয়া অশ্ব ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। আবার কর্ণ শরবর্ষণে অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিল, আবার অর্জ্জুনও বর্ষাকালীন বারিধারার ন্যায় অবিরাম শরবর্ষণে তাহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কর্ণের রথচক্র ভূগর্ভে প্রোথিত হইলে কর্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, অর্জ্জুন! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমার রথচক্র ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে, আমি ইহা উত্তোলন করি। এ সময় তুমি কাপুরুষোচিত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। তুমি রণ-পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে অন্যের ন্যায় কাপুরুষতা তোমার উচিত নহে। হে অর্জ্জুন! সাধু-ব্রতাবলম্বী শূরগণ মুক্তকেশ, বিমুখ, কৃতাঞ্জলি, শরণাগত, ন্যস্তশস্ত্র, ক্ষতশর, বাণবিহীন, কবচহীন ও ভগ্নাস্ত্র ব্যক্তির এবং ব্রাহ্মণের প্রতি শর নিক্ষেপ করেন না। ইহলোকে তুমি শূরশ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিক, যুদ্ধশাস্ত্রবিৎ, দিব্যাস্ত্রবেত্তা, মহাত্মা, বেদপারগ ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় পরাক্রান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। আমি এক্ষণে ভূতলস্থ ও বিকলাঙ্গ হইয়াছি; তুমি রথারূঢ় অবস্থান করিতেছ; অতএব যে পর্য্যন্ত চক্রটি উদ্ধার করিতে না পারি, তাবৎ আমাকে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি

বাসুদেব বা তোমা হইতে কিছুমাত্র ভীত হই নাই। তুমি ক্ষত্রিয়দিগের মহাকুলে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়াই তোমাকে কহিতেছি, তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।

কৃষ্ণ, কর্ণের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র! "তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে। আপনাদের দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে যখন সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধি-পরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতাবলম্বী হইয়া ভীমসেনকে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহ মধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে, "হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিকে বরণ কর" এই বলিয়া উপহাস, এবং অনার্য্য ব্যক্তিরা তাহাকে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয় পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি, মহারথগণের সহিত বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালু শুষ্ক করিলে কি হইবে? তুমি যে এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও জীবন সত্ত্বে মুক্তিলাভ করিবে, তাহা কদাচ মনে করিও না। পূর্ব্বে নিষধ-দেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন; তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও সোমক-দিগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করত রাজ্য লাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্ম-সংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।

তাহা শুনিয়া কর্ণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা ও কোন উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া শরাসন উদ্যত করত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে বাসুদেব অর্জ্জুনকে বলিলেন, তুমি দিব্যাস্ত্র বিস্তার পূর্ব্বক অচিরেই সূতপুত্রকে বিনাশ কর। কর্ণ নিক্ষিপ্ত ভীষণ শায়ক নিচয়ে অর্জ্জুনের বক্ষঃ ভিন্ন হইলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া কর্ণ ইহাই সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া রথচক্র উত্তোলনের চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অর্জ্জুন সংজ্ঞালাভ করিয়া ক্ষুরপ্র অস্ত্র দ্বারা কর্ণের রথধ্বজস্থিত বিমলার্কসদৃশ হস্তীকক্ষা ও ধ্বজদণ্ডাদি ছেদন করত বাসুদেবের উপদেশানুসারে সত্বর অঞ্জলিক নামক ভীষণ অস্ত্রে কর্ণের মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়া ভূপাতিত করিলেন।

মহাবীর কর্ণ বিনষ্ট হইলে বাসুদেব অত্যন্ত আনন্দে গম্ভীরনাদে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমকগণ পরমাহ্লাদে সিংহনাদ, তূর্য্যধ্বনি এবং অস্ত্র ও হস্ত বিধূনন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যোধগণ অত্যধিক আনন্দে অর্জ্জুন সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অন্যান্য বীরগণ পরস্পর আলিঙ্গন করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

দিবাবসান সময়ে কর্ণ নিহত ও কৌরবগণ শত্রু শরে অত্যধিক বিদ্ধ হইলে তাহারা ভয়-বিহ্বল হইয়া অর্জ্জুনের সুপ্রভ রথধ্বজ নিরীক্ষণ করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল। দুর্য্যোধনের রাজ্যলাভাকাঙ্ক্ষা কর্ণের সহিত চিরতিমিরে ডুবিয়া গেল!

মদ্ররাজ শল্য কর্ণের নিধনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দুর্য্যোধনকে কর্ণের ছিন্নমস্তকদেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলিলেন, হে মহারাজ! এক্ষণে সৈন্যগণ স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শিবিরে গমন কর। সূর্য্যদেবও অস্তাচলে গমন করিতেছেন।

দুর্য্যোধন অতিমাত্র দুঃখে ভগ্নহৃদয় হইয়া রোদন করিতে করিতে প্রতি-নিবৃত্ত হইল।

——(•)——

শল্য বধ।

মহাবীর কর্ণ নিহত হইলে দুর্য্যোধন অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইল। "কর্ণ যেরূপ অসাধারণ বীর, তাহাতে আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব, কর্ণের রণবেগ সহ্য করিতে পারে পৃথিবীতে এমন কেহই নাই; অর্জ্জুন নিশ্চয়ই কর্ণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইবে;" দুর্য্যোধনের এইরূপ দৃঢ় ধারণা ছিল। বাস্তবিকই কর্ণের রণ-নিপুণতা অবধারণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধজয়ে নিরাশ হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষ নিদ্রাসুখ লাভ করিতে পারেন নাই। এরূপ কর্ণের নিধনে দুর্য্যোধনের আশা ভরসা এক কালেই লোপ পাইল। কেবল মানের ভয়ে বাহিরে ক্ষাত্রতেজ দেখাইয়া মরণ নিশ্চিত জানিয়াও দুর্য্যোধন শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে কৃত-সংকল্প হইল।

অনন্তর ভগ্ন হৃদয়ে মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করিয়া আবার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং পাণ্ডবগণের ভয়ে পলায়নমান সৈন্যগণকে বলিল, হে সৈন্যগণ! তোমরা পৃথিবীর কোন স্থানে পলাইয়া নিস্তার পাইবে? যেখানেই যাও পাণ্ডবগণ তোমাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তোমাদিগকে সংহার করিবে। অতএব যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করত ক্ষত্রিয়ের অক্ষয় স্বর্গ লাভ কর। দেহ ত একদিন যাইবেই। তবে কেন এমন সুলভ স্বর্গলাভ পরিহার করিতেছ? রণস্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পাপ কর্ম্ম এবং যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গ গমনের অন্য সদুপায়ও আর নাই। অন্যান্য লোকে ধর্ম্ম কর্ম্মাদি দ্বারা বহু দিনে যে সমুদয় দুর্লভ লোক লাভ করে, যোদ্ধগণ অনায়াসেই অতি অল্পক্ষণে তৎসমুদয় লাভ করেন। মহারাজ শল্যের ন্যায় বীর আর নাই। আমরা ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক শল্যের পশ্চাৎ রক্ষা করিয়া পাণ্ডবগণকে আজ যমালয়ে প্রেরণ করিব। মহাবীর শল্যের সম্মুখীন হওয়া কাহারই সাধ্য নহে। ইত্যাদি বাক্যে সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া কৌরব যূথপতি দুর্য্যোধন আবার ভীমবেগে ধাবিত হইল।

এদিকে শল্য রথী হইয়া ব্যূহ রচনা করিলে কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে যুধিষ্ঠির

তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আবার গভীর ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। প্রাতঃকাল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নকালে যুধিষ্ঠিরের হস্তে শল্য নিহত হইলে যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায় সমাপ্ত হইল।

সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তি তৃণ পাইলেও যেমন তাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে চায়। যদিও দুর্য্যোধন মরণসংকল্প হইয়া নিরাশ হইয়াছিল, তথাপিও আশা ছাড়িতে পারে নাই। আশা করিয়াছিল অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণের সহায়তায় শল্য জয় লাভ করিবে। কিন্তু হতভাগ্যের সুখাশা কোথায়? এত অল্পকাল মধ্যে শল্য নিহত হইলে কৌরব সৈন্যগণ পাণ্ডবগণের ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিল! অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যও রণস্থল হইতে অদৃশ্য হইল। রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত হতাশ হইয়া রথ ও সারথি ছাড়িয়া কেবলমাত্র গদা লইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করত দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে উপস্থিত হইল। কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা রণক্ষেত্রে দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া তাহার জীবনে সন্দিহান হইয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে সঞ্জয়ও রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া হ্রদের নিকট দুর্য্যোধনকে বিমনাঃ হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দুর্য্যোধন বলিল, আমি যুদ্ধে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি, এই হ্রদের জল স্তম্ভিত করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিব। তুমি কাহাকেও এ কথা বলিবে না। সম্ভবতঃ পাণ্ডবগণ আমার অন্বেষণে আগমন করিবে, তুমি সত্বর পলায়ন কর।

ইহা বলিয়া দুর্য্যোধন হ্রদের জল স্তম্ভিত করিয়া তন্মধ্যে আত্মগোপন করিল। অনন্তর কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি দুর্য্যোধনের অন্বেষণে আগমন করিতে করিতে সঞ্জয়কে দর্শন করিয়া তাহাকে দুর্য্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে সঞ্জয় তাহাদিগকে দ্বৈপায়ন হ্রদে তাহার আত্মগোপনের কথা বলিল। তদনন্তর তাহারা দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মহারাজ! আমরা এখনও জীবিত আছি; আপনি আমাদিগকে না বলিয়া রণস্থল পরিত্যাগ করায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও আপনার জীবনে সন্দিহান হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছি। আপনি হ্রদ মধ্য হইতে উত্থিত হউন, আমরা প্রাণপণ করিয়া আপনার জন্য যুদ্ধ করিব।

আমরা বর্ত্তমান থাকিতে আপনার এ দুর্দ্দশা অতীব মর্ম্মপীড়াকর। আপনাকে না দেখিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিয়াছে।

তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন হ্রদ মধ্য হইতে তাহাদিগকে বলিল, তোমরা জীবিত আছ দেখিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তোমরাও নিহত হইয়াছ। যাহাহউক, তোমরা এখন বিশ্রাম কর। আমিও পরিশ্রান্ত হইয়াছি, অদ্য এই রাত্রিটী বিশ্রাম করিব। কল্য প্রাতেঃ মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিব।

অশ্বত্থামা বলিল, হে বীর! রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই যদি তোমার শত্রুগণকে বিনাশ করিতে না পারি; তবে যেন আমার সজ্জনোচিত যুদ্ধকৃত প্রীতি কদাচ অনুভূত না হয়। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাপি কবচ পরিত্যাগ করিব না।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় কতিপয় ব্যাধ মাংসভার বহন ক্লেশে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া জল পানের নিমিত্ত সেই হ্রদের নিকট আগমন করিল। ঐ ব্যাধগণ ভীমের আহারার্থ প্রতিদিন পরম ভক্তি সহকারে মাংস আহরণ করিত। তাহারা হ্রদের কূলে উপবেশন করিয়া রাজা দুর্য্যোধনের এই প্রকার কথোপকথন শুনিয়া গিয়া যুধিষ্ঠিরকে আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে ধর্ম্মরাজ জনার্দ্দনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে অচিরে হ্রদের নিকট উপস্থিত হইলেন।

পাণ্ডবগণ ইতি পূর্ব্বে সমরক্ষেত্রে দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া কলহের মূলোচ্ছেদ বাসনায় তাহার অনুসন্ধানার্থ রণক্ষেত্রের চারিদিকে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সন্ধান পাইয়া গজবাজি রথরথী ও সৈন্য সমভিব্যাহারে হ্রদতীরে উপস্থিত হইয়া ভীষণ কোলাহল আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পলায়ন করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, কৃষ্ণ! ঐ দেখ দুর্য্যোধন মায়াবলে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদ মধ্যে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং মনুষ্য হইতে উহার কিছুমাত্র ভয় নাই।

বাসুদেব বলিলেন, মহারাজ! আপনি মায়াবলেই মায়াবীর মায়া বিনষ্ট করুন। আপনি উপায় দ্বারা এ দুরাত্মাকে বিনষ্ট করুন। দেবরাজ উপায়

বলেই অসংখ্য দানবকে নিধন করিয়াছেন। কৌশল প্রভাবেই বলিরাজা বদ্ধ এবং হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু ও বৃত্রাসুরের বধ সাধন হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র উপায় প্রভাবেই রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছেন। অতএব আপনি উপায় অবলম্বন করিয়া বিক্রম প্রকাশ করুন।

দুর্য্যোধন বধ।

তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির জলমধ্যস্থ দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, কুরুরাজ! তুমি সমস্ত ক্ষত্রিয় ও আপনার বংশ বিনষ্ট করিয়া কি নিমিত্ত আজ নিজ জীবন রক্ষার্থ জলাশয়ে প্রবেশ করিয়াছ? অচিরাৎ জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে পুরুষোত্তম! আজি তোমার সে দর্প ও অভিমান কোথায়? সভামধ্যে সকলেই তোমাকে বীরপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু আজি প্রাণভয়ে সলিল মধ্যে প্রবেশ করাতে তাহা বৃথা বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি ক্ষত্রিয়বংশে বিশেষতঃ কৌরবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, যুদ্ধে ভীত হইয়া সলিল মধ্যে অবস্থান করা তোমার নিতান্ত অনুচিত। অসাধু লোকেরাই সমরাঙ্গন হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। এক্ষণে ভ্রাতা, পুত্র, বয়স্ত, গুরুজন ও বন্ধু বান্ধবকে নিপাতিত করিয়া হ্রদ মধ্যে বাস করা কি তোমার মত ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য? হে দুর্ব্বুদ্ধে! সর্ব্বলোক সমক্ষে আপনাকে যে বীর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে তাহা নিতান্ত নিরর্থক।

ইত্যাদি বাক্যে তিরস্কার করিলে মহা অভিমানী বীর দুর্য্যোধন সেই সমুদয় বাক্য জ্বালায় অস্থির হইয়া আর হ্রদ মধ্যে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং বহির্গত হইয়া কহিল, হে কুন্তীনন্দন! তোমাদিগের বন্ধুবান্ধব, রথ ও বাহন সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি একাকী, বিরথ, হতবাহন, পরিশ্রান্ত, বিপন্ন ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া জীবিত রহিয়াছি। তোমরা অনেকে রথারূঢ় হইয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আমার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিলে আমি পদাতিক ও অস্ত্র শস্ত্র বিহীন হইয়া তোমাদের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিব? অতএব এক্‌ একে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই কর। তুমি পাণ্ডবগণের যাহার সহিত ইচ্ছা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বধ করিতে পারিলে রাজ্য লাভ করিবে, অথবা বিনষ্ট হইয়া স্বর্গে যাইবে।

তাহা শুনিয়া বাসুদেব কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, আপনি কোন্ সাহসে এ কথা বলিলেন? দুর্য্যোধনের ন্যায় পরাক্রমশালী গদাযুদ্ধে কৃতী আর কেহই নাই। একমাত্র ভীমসেন উঁহার সমকক্ষ হইলেও গদাযুদ্ধে যে কৃতী, সে-ই সমধিক ক্ষমতাপন্ন। দুর্য্যোধন ভীমসেনের নিধন বাসনায় ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত লৌহময় পুরুষের সহিত ব্যায়াম করিয়াছে। দুর্য্যোধন যদি ভীমসেন ব্যতীত আপনাদের অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আর আমাদের জয়ের আশা নাই। কারণ ন্যায়তঃ গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে পরাস্ত করা দেবগণেরও অসাধ্য।

তাহা শুনিয়া ভীমসেন বলিলেন, হে মধুসূদন! আজ নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনকে নিধন করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। আমার গদা দুর্য্যোধনের গদা অপেক্ষা বহুগুণে গুরুতর। তোমরা দূরে দাঁড়াইয়া আমাদের যুদ্ধ দর্শন কর। ধর্ম্মরাজের জয় সুনিশ্চিত।

ভীমের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, হে বীর! ধর্ম্মরাজ তোমার বাহুবলেই অরাতি বিহীন হইয়া অচিরেই রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় পুত্র, কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য রাজা, রাজকুমার ও নাগগণকে নিপাতিত করিয়াছ; তোমার প্রভাবেই কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি দুর্য্যোধনকেও নিপাতিত করিয়া বিষ্ণু যেমন দেবরাজকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজকে সসাগরা পৃথিবী প্রদান কর। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন তোমার হস্তেই নিহত হইবে। তুমি অচিরাৎ উঁহার ঊরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে।

এক্ষণে গম্ভীর-হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপাইয়া গদা হস্তে উঁহার সম্মুখীন হইয়া উঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান কর।

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ইঙ্গিত করিলে ভীমসেন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ধাবিত হইয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধনও তাহার আহ্বান

সহ্য করিতে না পারিয়া গদা হস্তে ক্রুদ্ধনেত্রে আহ্বানের উত্তর দান জন্য দণ্ডায়মান হইল।

তাহা দেখিয়া ভীমসেন বলিলেন, দুর্য্যোধন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তুমি, তোমরা হস্তিনায় আমাদিগের প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছ, এক্ষণে তাহা স্মরণ কর; তুমি শকুনির বুদ্ধি প্রভাবে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজয়, সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে অপমান এবং নিরপরাধ পাণ্ডবগণকে কষ্ট প্রদান করিয়া যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। হে কুলনাশক নরাধম! তোমার নিমিত্তই মহাযশাঃ পিতামহ ভীষ্মদেব নিহতপ্রায় হইয়া শরশয্যায় শায়িত রহিয়াছেন। তোমার পাপেই সহোদরগণ, পুত্রবৃন্দ, বহুসংখ্যক ভূপতি, অসংখ্য সৈন্য, এবং আমাদের এই বিবাদের মূলীভূত কারণ শকুনি ও দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রাতিকামী শমন সদনে গমন করিয়াছে। এক্ষণে কেবল তুমিই অবশিষ্ট আছ, আজি গদা প্রহারে তোমাকেও নিশ্চয়ই যমালয়ে পাঠাইব। আজি পাণ্ডবগণের ক্লেশ, তোমার দর্প ও রাজ্য লালসা অচিরাৎ দূরীভূত হইবে!

তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন বলিল, বৃকোদর! আর বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই; এখন সমরে প্রবৃত্ত হও। আমি হিমালয় শিখরের ন্যায় গদা ধারণ করিয়া সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছি। ন্যায়ানুসারে গদা যুদ্ধে দেবরাজ পুরন্দরও আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। তুমি শরৎকালীন সলিলবিহীন মেঘের ন্যায় আর বৃথা গর্জ্জন করিও না। যতদূর পরাক্রম থাকে সংগ্রামে প্রকাশ কর।

শরৎকালীন মত্তমাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহারা জিগীষা পরবশ হইয়া পরস্পরের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন এবং উরগের ন্যায় ক্রোধবিষ উদগার করত পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলদেবের শিষ্য, মহাবলপরাক্রান্ত, গদাযুদ্ধবিশারদ এবং সিংহের ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, নখদংষ্ট্রায়ুধ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় একান্ত দুঃসহ, লোক সংহারার্থ সমুচ্ছলিত সাগরদ্বয়ের ন্যায় দুস্তর, হুতাশনের ন্যায় তেজোযোগ-জ্বলিত ও প্রলয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। ফলতঃ তৎকালে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন মঙ্গলগ্রহদ্বয় যোদ্ধবেশে ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছেন!

অনন্তর দুর্য্যোধনের সহিত ভীমসেনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ, বলদেব, কেকয়, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ দর্শকরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর উল্লম্ফনকালে ভীম গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন। দুর্য্যোধন ধরাশায়ী হইলে পাণ্ডব-গণের আনন্দের সীমা রহিল না।

বলরাম তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া দ্বারকায় ফিরিতে ছিলেন। পথে তাঁহার শিষ্যদ্বয় ভীম ও দুর্য্যোধনের গদা যুদ্ধের কথা শুনিয়া সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। ভীম কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জ্জুনের সঙ্কেতে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিলে বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যায় যুদ্ধ বলিয়া হলধারণ পূর্ব্বক ভীমকে আক্রমণ করিবার জন্য উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ স্থূলবর্ত্তুল বাহুযুগল দ্বারা বলদেবকে ধারণ করিয়া বলিলেন, দাদা! অন্যায় যুদ্ধ নহে; দুর্য্যোধন কুরুসভায় রজস্বলা দ্রৌপদীকে আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে বামোরু প্রদর্শন করায় ভীম তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞা সফল করিবার জন্যই ভীম ইহাব উরু ভঙ্গ করিয়া প্রতিজ্ঞা পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। অন্যথায় ভীমকে পাপভাগী হইতে হইত। কারণ প্রতিজ্ঞা পালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

কৌরবগণ নানা পাপাচারে ধরণী কলুষিত করিতেছিল, সমর্থ ব্যক্তিগণ তাহার প্রতিকার না করিলে তাঁহারাও সেই পাপভাগী হইবেন! অতএব ভীমের কার্য্য দোষাবহ নহে।

শাস্ত্রে ছয় প্রকার উন্নতি কথিত আছে;—আপনার উন্নতি, আপনার মিত্রগণের উন্নতি, তাহাদের বন্ধু বান্ধবগণের উন্নতি। এবং শত্রুর অবনতি, শত্রুর মিত্রগণের অবনতি ও তাহাদের বন্ধু বান্ধবগণের অবনতি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপনার ও স্বীয় মিত্রগণের অবনতি অবলোকন করিলে, আপনার ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করিবে। সমরবিশারদ পাণ্ডবগণ আমাদের পিতৃস্বসার পুত্র; সুতরাং ইহারা আমাদের সহজ মিত্র। বিপক্ষেরা ইহাদিগকে নিতান্ত পরাভূত করিয়াছিল। পূর্ব্বেও মহাবল মৈত্রেয় "ভীমের গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ হইবে" বলিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব ভীমসেনের এই প্রকার যুদ্ধে

কোন প্রকার দোষ দৃষ্ট হইতেছে না। লোকে আপনাকে অতিশয় শান্ত-প্রকৃতি ও ধর্ম্মবৎসল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব আপনি ক্রোধ সম্বরণ ও শান্তি অবলম্বন করুন। এক্ষণে কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভীমসেন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবার এই উপযুক্ত সময়। অতএব ইনি এক্ষণে বৈর ও প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত হউন।

তাহা শুনিয়া বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রথারোহণে দ্বারকা যাত্রা করিলেন।

এদিকে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ দুর্য্যোধনকে নিপাতিত দেখিয়া আনন্দে শঙ্খ ও বাদ্যধ্বনি এবং উত্তরীয় বিধূনন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

তাহা দেখিয়া বাসুদেব বলিলেন হে ভূপতিগণ! মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে! পাপসহায় নিলর্জ্জ দুর্য্যোধন যখন মহাত্মা বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম ও সঞ্জয় প্রভৃতি সুহৃদগণ বারম্বার অনুরোধ করিলেও লোভ প্রযুক্ত তাঁহাদের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া পাণ্ডবগণকে পৈত্রিক রাজ্যের অংশ প্রদানে অসম্মত হইয়াছিল, তখনই আমি উহাকে নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছি। এক্ষণে ঐ নরাধম মিত্র বা শত্রু মধ্যে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে; ও কাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত জড় হইয়াছে। পাপাত্মা দুর্য্যোধন এত দিনের পর ভাগ্যবলে জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত নিহত হইল।

তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন বাহুদ্বয়ে পৃথিবী ধারণ করিয়া সক্রোধে উপবিষ্ট হইবার জন্য শরীর অর্দ্ধোন্নত করিয়া প্রাণান্তকর বিষম বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াও কৃষ্ণের তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, হে কংসদাসতনয়! তোমার বাক্যানুসারে সঙ্কেত করাতে বৃকোদর অধর্ম্মযুদ্ধে আমার ঊরু ভগ্ন করিয়া আমায় নিপাতিত করিয়াছে। এজন্য তুমি লজ্জিত হইতেছ না? তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন। তুমি শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ। অশ্বত্থামা নামক গজ নিহত হইলে তুমিই কৌশলে আচার্য্যকে অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার সমক্ষে আচার্য্যকে নিহত করিতে উদ্যত হইলে, তুমি তাহাকে নিষেধ কর নাই। কর্ণ অর্জ্জুনের বিনাশার্থ বহু দিন অতি যত্ন সহকারে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশল

ক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া তাহা ব্যর্থ করাইয়াছ। সাত্যকি তোমারই প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছে। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুন বধে সমুদ্যত হইলে তুমি কৌশল ক্রমে তাঁহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ এবং তাঁহার রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে তিনি তাহা উদ্ধারের উপায় অবলম্বন করিলে, তুমি কৌশল ক্রমে অর্জ্জুন দ্বারা তাঁহার বিনাশ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছ। অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা নির্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? দেখ, যদি তোমরা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায় যুদ্ধ করিতে তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য্য উপায় প্রভাবেই আমরা ধর্ম্মানুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।

তাহা শুনিয়া বাসুদেব বলিলেন, হে গান্ধারীনন্দন! তুমি অসৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইলে। তোমার পাপেই মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও তোমার ন্যায় অসচ্চরিত্র সূতপুত্র নিহত হইয়াছেন। তুমি দুরাত্মা শকুনির পরামর্শে লোভ প্রভাবে পাণ্ডবগণকে পৈত্রিক রাজ্যের অংশ প্রদান কর নাই। তুমি ভীমকে বিষান্ন ভোজন, কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহাতে অগ্নি সংযোগ করাইয়াছিলে। ধর্ম্মরাজকে কপটদ্যূতে পরাজিত ও রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনাইয়া পশুর ন্যায় আচরণ করিয়াছিলে। পাণ্ডবগণ মৃগয়ার্থ বিদুর আশ্রমে গমন করিলে অরণ্য মধ্যে দুরাত্মা জয়দ্রথ তোমার পরামর্শানুসারেই দ্রৌপদীকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল। তোমার মন্ত্রেই বহু সংখ্যক রথী একত্র হইয়া বালক অভিমন্যুর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল। হে নির্লজ্জ! তুমি আমাদিগের উপর দোষারোপ করিয়া যে সব কুকার্য্যের কথা বলিলে তাহা তোমারই আচরিত কুকার্য্য সমূহের পরিণত ফল। প্রবল লোভ ও ভোগতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া যে সমস্ত অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, আজ তাহারই ফল লাভ করিলে।

তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিল কৃষ্ণ! আমি অধ্যয়ন, বিধি পূর্ব্বক দান, সসাগরা বসুন্ধরা পালন, বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অন্য ভূপালের নিতান্ত দুর্লভ দেবভোগ্য সুখসম্ভোগ ও অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি।

এবং পরিশেষে ধর্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় রণমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে? একণে আমি ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধু বান্ধবের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিত চিত্তে মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।

অনন্তর কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে চিন্তাকুল দেখিয়া বলিলেন, পাণ্ডবগণ! ভীষ্ম প্রভৃতি চারি মহাত্মা অতিরথ ছিলেন। আমিই কৌশল প্রভাবে তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। শত্রু সংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগকে কূট যুদ্ধে বিনাশ করিতে হয়। সুরগণ কূট যুদ্ধেই অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসরণ করাই সকলের কর্ত্তব্য। একণে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি। সায়ং কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব চল স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া বিশ্রাম করি।

অনন্তর পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ সমভিব্যবহারে শিবিরে প্রত্যাগমন করিলে, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি অক্ষয় তূণীর ও গাণ্ডীব লইয়া অগ্রে অবতীর্ণ হও, পশ্চাৎ আমি অবতীর্ণ হইতেছি। অনন্তর অর্জ্জুন ও বাসুদেব অবতরণ করিলে রথধ্বজস্থিত কপিবর অন্তর্হিত হইলেন। এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সহিতই রথ অশ্বাদি সহিত প্রজ্বলিত অনলে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ বলিলেন সখে! বিবিধ ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে পূর্ব্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল, কেবল আমি উহাতে অবস্থান করিয়াছিলাম বলিয়াই ইহা এ কাল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয় নাই। একণে তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ বলিয়া আমি রথ পরিত্যাগ করিলে ইহা দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইল।

তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির আনন্দিত হইয়া বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমা ব্যতীত মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ পরিত্যক্ত ব্রহ্মাস্ত্র সহ্য করা কাহার সাধ্য? বিরাট নগরে মহামতি বেদব্যাস আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই কৃষ্ণ, এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেরই জয় লাভ হইয়া থাকে।

অনন্তর কৃষ্ণ বলিলেন, হে বীরগণ! মঙ্গলানুষ্ঠানের নিমিত্ত আজ রাত্রিতে শিবিরের বহির্ভাগে অবস্থান করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তদনুসারে সকলেই নদী সমীপে উপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া গান্ধারীকে সান্ত্বনা প্রদান জন্য সেই রজনীতেই বাসুদেবকে হস্তিনা নগরে প্রেরণ করিলেন।

কৃষ্ণ দারুক চালিত রথে সত্বর হস্তিনা রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দর্শন ও তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন! আপনার দোষেই এই কুলক্ষয় হইয়াছে। ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি অসূয়া শূন্য হউন। এক্ষণে কুলরক্ষা, পিণ্ডদান ও পুত্রকর্ত্তব্য অন্যান্য কার্য্য সমুদয় পাণ্ডবগণের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব আপনি ও আর্য্যা গান্ধারী শোক সম্বরণ ও পাণ্ডবগণের প্রতি রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করুন। আপনার প্রতি ধর্ম্মরাজের স্বভাবতঃ যেরূপ স্নেহ ও ভক্তি আছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তিনি এক্ষণে সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়াও দুঃখানলে দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছেন। আপনার ও গান্ধারীর জন্য অনবরত শোক করাতে তাঁহার সুখের লেশমাত্রও নাই। আপনি পুত্র শোকে সন্তপ্ত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বলিয়া তিনি লজ্জা বশতঃ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না।

অনন্তর গান্ধারীকে কহিলেন হে সুবলনন্দিনি! ইহলোকে আপনাব তুল্য নাবী আর নয়নগোচর হয় না। আপনি সভা মধ্যে আমার সমক্ষেই আপনার পুত্রগণকে উভয় পক্ষেব হিতকর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আপনার পুত্রগণ তাহা পালন করে নাই। আপনি তখন দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া কহিয়াছিলেন, "রে মূঢ়! আমি কহিতেছি, যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়!" এক্ষণে আপনার সেই বাক্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অতএব আপনি আদ্যোপান্ত সমুদয় চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন। হে মহাভাগে! আপনি ইচ্ছা করিলে তপোবলে স্বীয় ক্রোধানলে চরাচর বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া পাণ্ডবগণের বিনাশ বাসনা করিবেন না।

তাহা শুনিয়া গান্ধারী বলিলেন, হে কেশব! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সত্য বটে, দারুণ শোকানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে! কিন্তু তোমার

বাক্য শ্রবণে আমি শান্তভাব অবলম্বন করিলাম। যাহাহউক, বৃদ্ধ রাজা একে অন্ধ, তাহার উপর পুত্র বিহীন হইয়াছেন! একণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত উঁহার অবলম্বন হইলে। ইহা বলিয়া তিনি অঞ্চবস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ তাঁহাকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন হে রাজন্! আপনি আর শোক করিবেন না। অশ্বত্থামা অন্ত রাত্রেই পাণ্ডবগণকে বিনাশের কল্পনা করিয়াছে, সহসা ইহা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে; অতএব আমি চলিলাম। তাহা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, হে কেশব! তুমি অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর; কিন্তু পুনরায় যেন তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়।

এদিকে অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের নিকট পাঞ্চাল বধের প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়া মধ্য রাত্রিতে পাঞ্চাল শিবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, একজন শ্বেতকায় ত্রিশূলধারী ব্যক্তি শিবির দ্বারদেশে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন! তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ অবগত হইয়া তাঁহাকে দেবদেব মহাদেব বলিয়া জানিয়া স্তবস্তুতি আরম্ভ করিল।

তিনি অশ্বত্থামার স্তব ও আত্মোৎসর্গে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে বীর! পাঞ্চালগণের বিনাশ কাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আমি দ্বার পরিত্যাগ করিতেছি, তুমি আমার এই খড়্গ লইয়া ইহাদিগকে হনন কর। আমি তোমার ভিতর প্রবেশ করিয়া ইহাদিগকে গ্রাস করিব।

এইরূপে মহাদেব দত্ত খড়্গ লইয়া অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত নির্দ্দয়ের ন্যায় নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করিয়া তাহার গলদেশে পদ দিয়া বিদলিত করিতে লাগিল। তিনি নিদ্রিত অবস্থায় হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। পরে শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকেও নিদ্রাবস্থায় আক্রমণ করিয়া রাক্ষসের ন্যায় সংহার করিল। এবং অত্যল্পকাল মধ্যে মহাদেব দত্ত খড়্গের আঘাতে সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়কে সংহার করিতে লাগিল। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা দ্বার দেশে দণ্ডায়মান হইয়া পলায়িত ব্যক্তিগণকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া সংহার ও পটাবাসে অগ্নি সংযোগ করিল।

অনন্তর অশ্বত্থামা নিদ্রিত অসহায় জনগণের হৃদয় বিদারক সংহার কার্য্য

শেষ করিয়া পাণ্ডবদিগের ভয়ে চোরের ন্যায় রথারোহণে কৃপ ও কৃতবর্ম্মার সহিত সত্বর পলায়ন করিল।

অনন্তর তিন জনে দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, কুরুরাজ বিচেতন হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতেছে এবং তাহার জীবন অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। বৃক প্রভৃতি ঘোরদর্শন শ্বাপদগণ তাহাকে ভক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে! সে গাঢ়তর বেদনায় অত্যন্ত কাতর ও ভূলুণ্ঠিত হইয়া অতি কষ্টে তাহাদিগকে নিবারণ করিতেছে। তাহা দেখিয়া তাহারা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হায়! দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই!

ইহা বলিয়া তাহারা দুর্য্যোধনের নিকট উপবেশন করিয়া বলিল, হে মহারাজ! আমাদিগকে স্বর্গহীন ও অর্থবিহীন হইয়া চিরকাল আপনার সুকৃত স্মরণ করিতে হইবে। আপনি স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক আমার পিতা ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য আচার্য্যদেবকে কহিবেন, আজি অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিয়াছে।

হে কুরুরাজ! যদি জীবিত থাকেন, তবে এই শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ করুন; এক্ষণে পাণ্ডব পক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাত জন এবং আমাদের পক্ষে আমরা তিন জন, উভয় পক্ষে এই দশ জন জীবিত আছি। দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সমুদয়, পাঞ্চালগণ ও অবশিষ্ট মৎস্যগণ আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। আমি এই রাত্রি যোগে শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় সংহার ও পাণ্ডবগণের সমুদয় বাহন, সৈন্য ও পুত্রগণকে বিনাশ পূর্ব্বক বৈর নির্য্যাতন করিয়াছি।

তাহা শুনিয়া বিচেতনপ্রায় দুর্য্যোধন সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিল, হে বীর! মহাবাহু ভীষ্ম, কর্ণ ও তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্য যে কার্য্য সংসাধনে অক্ষম হইয়াছিলেন, আজ তুমি, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহা সম্পাদন করিয়াছ। নীচাশয় পাণ্ডব-সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আজি আমি আপনাকে ইন্দ্রতুল্য জ্ঞান করিতেছি। এক্ষণে তোমাদের মঙ্গল হউক। পুনরায় স্বর্গে আমার সহিত মিলন হইবে। ইহা বলিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক দুর্য্যোধন হর্ষ বিষাদে দেহ ত্যাগ করিল।

এদিকে রজনী প্রভাত হইবামাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথী যুধিষ্ঠির সমীপে উপস্থিত হইয়া সেই রাত্রির ঘটনা বর্ণন করত বলিল, মহারাজ! কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা আমাদের শিবিরে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ নিদ্রিত দ্রুপদতনয়গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং আপনার শিবিরস্থ সমুদয় প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়াছে! কেবলমাত্র আমি অনবহিত কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে অতি কষ্টে মুক্তিলাভ করিয়াছি।

তাহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া অতি বিষণ্ন হৃদয়ে বিলাপ করত বলিতে লাগিলেন, হায়! হায়! কার্য্যগতি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও নিতান্ত দুজ্ঞের্য়। আমরা বিপক্ষগণের গুরু, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, বয়স্য ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া পরিশেষে পরাজিত হইলাম! দৈব প্রভাবে অর্থ, অনর্থের ন্যায় এবং অনর্থ, অর্থের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের এই জয়, পরাজয় তুল্য এবং বিপক্ষদিগের পরাজয়, জয়ের তুল্য হইয়াছে! যে জয় দ্বারা বিপদগ্রস্তের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়, সে জয়, জয় নহে; তাহা পরাজয় স্বরূপ। হায়! হায়! মহেন্দ্রতুল্য বীরগণ মহারথদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া অনবধান বশতঃ ক্ষুদ্র অরাতি হস্তে নিহত হইল!

কমলনয়না পাঞ্চালী ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শুনিয়া অতি শোকে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, পাপপরায়ণ নৃশংস অশ্বত্থামা সুখ প্রসুপ্ত বীরগণকে নিহত করিয়াছে শুনিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। পাপাত্মাকে নিধন করিয়া আমার হৃদয় জ্বালা নিবারণ করুন, নতুবা আমি প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিব। অনন্তর বলিলেন, পাপাত্মার মস্তকে সহজ মণি আছে, তাহাকে নিপাতিত করিয়া সেই মণি আনয়ন পূর্ব্বক আপনার মস্তকে স্থাপন করিলে আমি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারি।

দ্রৌপদীর শোকাকুলহৃদয় দেখিয়া ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, বাসুদেব ও অর্জ্জুন অশ্বত্থামার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তাহার অনুসন্ধান করত ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সমীপে ঘৃতাক্ত, কুশচীরধারী ও ধূলিপটল পরিবৃত হইয়া সন্ন্যাসী বেশে অবস্থান করিতেছে।

ভীমসেন তাহাকে দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলে, অশ্বত্থামা ভীমসেন এবং তৎপশ্চাৎ তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়সহ বাসুদেবকে অবলোকন করিয়া ভীষণ বিপদ সন্নিহিত বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ ঈষিকা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে ব্রহ্মশির অস্ত্র সংযোজন পূর্ব্বক "পাণ্ডববংশ বিনষ্ট হউক" বলিয়া তাহা ত্যাগ করিল। সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্রই যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহাতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল।

তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, সখে! তোমার নিকট দ্রোণোপদিষ্ট যে দিব্যাস্ত্র আছে, এখনই তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার অস্ত্রকে নিবারণ কর। অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। তাহা দেখিয়া সর্ব্বভূতাত্মা নারদ ও ভরতকুলপিতামহ ব্যাসদেব দিব্যাস্ত্রদ্বয়ের তেজঃ প্রভাবে সমুদয় লোককে তাপিত দেখিয়া অশ্বত্থামা ও ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা এবং তাঁহাদের অস্ত্র নিবারণ করিবার মানসে সেই প্রদীপ্ত অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।

অর্জ্জুন হুতাশন সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর তাপসদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, আমি অশ্বত্থামার অস্ত্রবেগ নিবারণ করিবার মানসেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। এক্ষণে উহার প্রতিসংহার করিলে নিশ্চয়ই পাপাত্মা অশ্বত্থামা স্বীয় অস্ত্রের প্রভাবে আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবে। অতএব যাহাতে আমাদের ও লোক সমূহের মঙ্গল হয়, আপনারা তাহাই করুন, আমি আমার অস্ত্র প্রতিসংহার করিতেছি।

মহাবীর ধনঞ্জয় সত্যব্রতপরায়ণ, ব্রহ্মচারী ও গুরু-শুশ্রূষাপরতন্ত্র ছিলেন বলিয়াই তাহা প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াও এই অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই।

ব্যাসদেব অশ্বত্থামাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, মহাবীর ধর্ম্মপরায়ণ অর্জ্জুন সমর্থ হইয়াও লোকহিতার্থ কখনই এই অস্ত্র কাহারও উপর প্রয়োগ করে নাই। তুমি ইহা প্রয়োগ করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। অতএব অচিরে ইহার প্রতিসংহার কর। তাহা শুনিয়া অশ্বত্থামা বলিল, আমি অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে পারিতেছি না। ইহা পাণ্ডবতনয়গণের কামিনীর গর্ভস্থ সন্তানের উপর নিপতিত হইবে।

তাহা শুনিয়া বাসুদেব বলিলেন, তোমার অস্ত্র কদাচ ব্যর্থ হইবে না সত্য।

কিন্তু উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান মৃত ও পুনরায় জীবিত হইয়া সুদীর্ঘকাল বসুন্ধরা শাসন করিবে। কৌরবগণের পরিক্ষীণ অবস্থায় ঐ পুত্রের জন্ম হইবে বলিয়া তাহার নাম পরীক্ষিৎ হইবে।

হে দ্রোণাত্মজ! মনীষিগণ তোমাকে পাপপরায়ণ কাপুরুষ বলিয়া অবগত আছেন। তুমি বালকঘাতী। এজন্য তোমাকে অবশ্যই সেই পাপকর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। তুমি অসহায় হইয়া মৌনভাবে তিন সহস্র বৎসর নির্জ্জন প্রদেশে পর্য্যটন করিবে। কদাচ লোকালয়ে অবস্থান করিতে পারিবে না। তুমি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ও পূয়শোণিতগন্ধসম্পন্ন হইয়া নিরন্তর দুর্গম অরণ্যে পরিভ্রমণ করিবে। আর পাণ্ডবকুলতিলক পরীক্ষিৎ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে ষষ্ঠি বৎসর পৃথিবী পালন করিবে। হে নির্ব্বোধ! তোমার সমক্ষেই পরীক্ষিৎ কুরুকুলে রাজপদবী প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি তাহাকে অস্ত্রানলে দগ্ধ করিলেও আমি পুনরায় তাহার জীবন প্রদান করিব। আজ তুমি আমার তপস্যা ও সত্যের পরাক্রম অবলোকন কর।

ব্যাসদেব বলিলেন, তুমি যখন আমাদিগকে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক নিদারুণ কার্য্য করিলে, তখন বাসুদেব যাহা বলিলেন তাহা তোমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

অনন্তর পাণ্ডবগণ অশ্বত্থামার সহজ মণি হরণ করিয়া ব্যাস ও নারদকে সম্মান পুরঃসর কৃষ্ণের সহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রায়োপবিষ্টা দ্রৌপদীর নিকট আগমন করিলেন।

দ্রৌপদীর সম্মুখে ভীমসেন মণি লইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মস্তকে স্থাপন করিলে দ্রৌপদী উঠিয়া বসিলেন এবং শোক পরিত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন।

ওদিকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে সমর ক্ষেত্রাভিমুখে আগমন করিতেছেন শুনিয়া পাণ্ডবগণ মহাত্মা বাসুদেব, সাত্যকি ও যুযুৎসুর সহিত তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বহির্গত হইলেন।

পথিমধ্যে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া ভীমকে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহামনস্বী মতিমান্ বাসুদেব তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া দুর্য্যোধন নির্ম্মিত লৌহের

ভীমমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিলে, তিনি তাহাকে এমন ভীষণ আলিঙ্গনে নিষ্পেষণ করিলেন যে, তৎক্ষণাৎ লৌহের ভীম চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল! তাহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র হা ভীম! হা ভীম! বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে বাসুদেব বলিলেন, ভীমসেন অক্ষত দেহেই জীবিত আছেন; আপনার অভিপ্রায় বুঝিয়া আমি আপনাকে লৌহের ভীম দিয়াছি। আপনি অযুত নাগ তুল্য বলশালী। যাহাহউক, আপনার এরূপ কার্য্য, এত ক্রোধ উপযুক্ত নহে। পুত্রশোকে আপনি নিতান্ত সন্তপ্ত ও ধর্ম্মভাব শূন্য হইয়াছেন। ভীমকে বধ করা আপনার কোনমতেই শ্রেয়স্কর নহে। যে নীচাশয় স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, মহাবীর বৃকোদব তাহাকে বধ করিয়া বৈর নির্য্যাতন করিয়াছেন। আপনি তৎকালে পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাদের প্রতি কত অত্যাচার করিয়াছেন এবং দুর্য্যোধনও কি প্রকার কুৎসিত আচরণ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া শোক সম্বরণ করুন।

তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, মাধব! পুত্রশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া আমি এইরূপ কার্য্য করিলাম, এজন্য আমি লজ্জিত হইতেছি। এক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। এখন করণীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের ব্যবস্থা কর।

কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় রমণীগণ রণক্ষেত্রে পতি, পুত্র, ভ্রাতা, পিতা প্রভৃতি বীরগণে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত দেখিয়া ভীষণ শোকাবেগে কাতর হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় হইলেন! কেহ পতি, কেহ পুত্র, কেহ ভ্রাতা প্রভৃতির মৃত দেহ ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন! তাহাদের গাত্র মার্জ্জন, বেশ বিন্যাস, আদর আপ্যায়ন প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে জীবিত জ্ঞানে পরিচর্য্যা করত হৃদয়ের আবেগে আত্মহারা হইতে লাগিলেন!

ধর্ম্মশীলা গান্ধারী কেশবকে তাহা দেখাইয়া শোকে মুহুর্মুহুঃ মুহ্যমান হইতে লাগিলেন। এবং শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন, কেশব! ইহা তোমারই কৌশল! তুমি এই সমুদয় ক্ষত্রিয়ের জীবন নাশের মূল। অতএব যদুবংশ তোমারই সাক্ষাতে ধ্বংস হইবে।

তাহা শুনিয়া কেশব বলিলেন, সতি! আপনি যে অভিশাপ দিলেন, তাহা আমারও অভিপ্রেত। যদুগণ দেব দানবেরও অবধ্য। আমি তাহাদিগকে নিহত না করিলে কে করিবে?

অনন্তর রমণীগণ কেশবের সান্ত্বনায় ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভাগীরথীতে গমন পূর্ব্বক মৃত বীরগণের উদ্দেশ্যে জলদান করিতে লাগিলেন।

——(০)——

ভারত সমরের অবসান হইল। এই ভারতবর্ষ বীর শূন্য হইয়া চিরপরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য ফল ফলিতে বিলম্ব ঘটিলেও ভারতের চির-দুঃখের বীজ ঐ সময়েই উপ্ত হইয়াছে। ভারত সমরের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে মনে যে কি ভীষণ দুঃখসিন্ধু উথলিয়া উঠে, তাহা বলা যায় না। ক্ষত্রিয়ের যে বীর দর্পে পৃথিবী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, ভারত তাহার কেন্দ্রস্থল। কুরু-পাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীস্থ ভূপালগণ নিয়তির নিপীড়নে দেহত্যাগ করিল। তেজোদর্পে তাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া নানাপ্রকার কুক্রিয়ার লোক লজ্জা পরিহার করত অচিন্তনীয় কুৎসিত কার্য্যে নিরত হইয়াছিল। বিলাসব্যসনের স্রোতে ভাসমান হইয়া পূজ্য আত্মীয় আত্মীয়াকে তাহার উপকরণরূপে ব্যবহার করিতেও কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করে নাই। সুতরাং তাহারা মনুষ্যত্বের সীমা লঙ্ঘন করিয়া পশুত্বের পাপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল।

দর্পহারী হরি কাহারই দর্প রাখেন না। তাঁহার নিকট সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্। সীমা লঙ্ঘন করিলে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করেন না। তজ্জন্যই তিনি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে আকর্ষণ করত এইরূপে ভূভার হরণ করিলেন। তিনি কুরুপাণ্ডব সমরের উপসংহারে এই শিক্ষা দিলেন যে, ধন বল, জন বল পাপ-প্রবৃত্তির উপকরণ রূপে যতই বহুল রূপ ব্যবহৃত হউক, তাহারা পাপকর্ম্মকৃৎ পাপিষ্ঠ কর্ত্তাকে রক্ষার যথোপযুক্ত উপকরণ নহে। পাপিষ্ঠগণ যতই প্রবল-শক্তিসম্পন্ন হউক, তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। ধর্ম্মই মানবের একমাত্র কৃত্য। ধর্ম্মঃ রক্ষতি ধার্ম্মিকম্।

যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রোণাচার্য্য পঞ্চম দিবসে অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রে অনভিজ্ঞ যোদ্ধৃগণকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সহস্রে সহস্রে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই প্রকার অধর্ম্মাচরণ দেখিয়া ঋষিগণ্ ব্রহ্মলোকাদি হইতে আসিয়া তাঁহাকে তদ্রূপ কার্য্য করিতে নিবারণ করিলেন। তাঁহাদের কথায়

তিনি কর্ণপাত না করিলে, তাঁহারা বলিলেন, এই অধর্ম্মাচরণ দ্বারা তোমার আয়ুঃ ক্ষয় হইয়াছে; তুমি চেষ্টা করিলেও, আর অস্ত্রাদি তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। দ্রোণাচার্য্য তবুও বলপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিলেন এবং অসংখ্য প্রাণীনাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঋষিদিগের কথা মিথ্যা হইবার নহে। সত্বর তাঁহার স্মৃতি লোপ হইয়া আসিল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানেন, তবুও যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" আচার্য্যকে এই কথা বলিতে হইবে। কৃষ্ণের প্ররোচনায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঠিক সেই সময়েই ঐ কথা বলিলেন। তিনি অগত্যা স্বতঃই অস্ত্রত্যাগ করিতে যাইতে ছিলেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির ঐ কথা বলিলেন। লোকে দেখিল তিনি ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের কথায় পুত্রস্নেহে আকুল হইয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন। যুধিষ্ঠির নিমিত্তের ভাগী হইলেন। কৃষ্ণ হাসিলেন!

এখন কথা এই যে, কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে কলঙ্কিত করিলেন কেন? অবশ্যই তাহার কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, শত্রু অধর্ম্মাচরণ করিয়া জগতের অকল্যাণ সাধন করিতে থাকিলে, জগতের আশু কল্যাণ সাধন জন্য কৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যেহেতু অধর্ম্মেরও প্রভাব আছে। লোকহিতেচ্ছায় তাহাকে সত্বর দমন করিতে হইলে, তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত। ধর্ম্ম দ্বারা অধর্ম্মকে দমন করাই ধর্ম্ম্য। কিন্তু তাহার গূঢ়তত্ত্ব যে কি, তাহা সাধারণ বুদ্ধির গম্য নহে। বোধ হয় অধার্ম্মিককে কৌশল দ্বারা জয় করাই ধর্ম্ম্য। হইতে পারে, তাহা অধর্ম্মের নামান্তর; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, প্রাণ রক্ষার জন্য যে মিথ্যা কথন, তাহা অধর্ম্ম নহে। অধার্ম্মিক ব্যক্তি তোমার ধর্ম্মরূপ দুর্ব্বলতার সন্ধান পাইলে সত্বরই তোমার গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তোমার আত্মরক্ষার সময় থাকিবে না। ব্যাঘ্র তোমার গ্রাস করিতে আসিতেছে; তুমি যদি বল, ইহা অধর্ম্ম, তবে ব্যাঘ্র কি তাহা শুনিবে? সে স্থলে প্রাণী বধ অধর্ম্ম বলিয়া ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে তোমার অস্তিত্ব যে সত্বরই লোপ পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে স্থলে কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্র বধই ধর্ম্ম্য।

কর্ণ ও দুর্য্যোধন বধের কৌশলও ঐ প্রকার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু বলিতে পারেন, যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের হেতু কি? মহাভারতে উল্লেখ

আছে, যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামা হতঃ ইতিগজঃ।" বলিবার পরই তাঁহার রথ ভূমি স্পর্শ করিল। তাহার পূর্ব্বে তাঁহার রথ ভূমি হইতে চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে অবস্থান করিত।

যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্ম্মিকের পক্ষে যে, "ইতিগজঃ" দোষাবহ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণের পক্ষে তাহা নহে। কারণ, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু দমন কার্য্যে লিপ্ত। তিনি যুধিষ্ঠিরের হিতার্থী নায়ক। তাঁহার পরিচালনোপদেশ যুধিষ্ঠিরকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। পাপ পুণ্যের ভাগী তিনি। সুতরাং পাপ, তাঁহার না হইয়া যুধিষ্ঠিরের হইল কেন? কারণ অবশ্যই আছে; যুধিষ্ঠির তাহা কৃষ্ণের উপর অর্পণ না করিয়া দেহাত্মবোধে স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। আমি পাপ করিলাম, যেমন এই জ্ঞান, অমনই তাহার ফল লাভ!

যাহাহউক, অধর্ম্মাচারী প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে কেমন করিয়া কৌশলে বিনাশ করিতে হয়, শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে তাহাই দেখাইলেন। আরও দেখাইলেন, মানবদেহে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পরম ধর্ম্মপরায়ণ রাজাকেও বিষয়াদির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে হয়। বিষয় সংস্পর্শে একবারে নিখুঁত ধর্ম্মাচরণ হয় না। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের পরম অনুগত ভক্ত। কৃষ্ণ জানেন তাঁহার বাক্য যুধিষ্ঠির কখনই লঙ্ঘন করিবেন না। তথাপি তিনি পরম অনুগত ভক্তকেও পরীক্ষা করিলেন। দেখাইলেন, ধর্ম্ম আমা অপেক্ষাও বড়। আমার অনুগত থাকিলেও, ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইলে তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। শুধু আমায় ভক্তিশ্রদ্ধা, প্রীতিপ্রেম অর্পণ করিলে হইবে না—ধর্ম্ম অলঙ্ঘনীয়। আর, ব্যক্তিত্ব যদি ভুলিয়া যাও, আমায় সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া ফকির হও, তবে তোমার আর পাপস্পর্শের সম্ভাবনা নাই। আমার প্রীত্যর্থে কৃত কার্য্য তোমায় কোন কালিমা প্রদান করিতে পারিবে না।

যাহাহউক, পৃথিবীর ভার নাশ জন্য যিনি অবতীর্ণ, সেই দর্পহারী হরি ছলে বলে কৌশলে উভয় পক্ষকেই সবলে নিধন করিলেন। এই নিধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। এইজন্য পাণ্ডবগণকে শিবির হইতে দূরে রাখিয়া পাঞ্চাল ও মৎস্য প্রভৃতি পাণ্ডব আত্মীয়দিগের বিনাশসাধন করাইলেন; এমন কি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রও জীবিত রহিল না। চক্রীর চক্র, লীলাময়ের লীলা বুঝিবার সাধ্য কাহার? পাণ্ডবগণকে লইয়া তিনি ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহাদের

দ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের আদর্শ জগতে প্রচার করিবেন, তাই এখনও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। যুদ্ধ বিগ্রহের সমুদয় শেষ হইয়াছে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে শান্ত করিয়া তাঁহাকে হস্তিনায় ভবিতব্যের দুস্তব চিন্তায় নিমগ্ন রাখিয়াছেন! কর্ম্মফল কত কঠোর হইয়া দণ্ডে দণ্ডে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে! তিনি হস্তপদ আবদ্ধ রোগীর অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণার ন্যায় অসহ্য হইলেও তাহা সহ্য করিতেছেন!

আবার এদিকে পাণ্ডবদিগকে জয়যুক্ত ও পরম ভক্ত ভীষ্মকে সম্মানিত করিবার জন্য এখন ভীষ্মের কথা স্মরণ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম এতদিন শরশয্যায় শয়ন করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে এবার শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ বাসনায় তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বেদবিৎ ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, দেবস্থান, বাৎস্য, অশ্মক, সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শাণ্ডিল্য, দেববাত, মৈত্রেয়, অসিত, বশিষ্ঠ, কৌশিক, হারীত, লোমশ, আত্রেয়, বৃহস্পতি, শুক্র, চ্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বাল্মীকি, তুম্বুরু, কুরু, মৌদ্গল্য, ভৃগুনন্দন রাম, তৃণবিন্দু, পিপ্পলাদ, বায়ুসম্বর্ত্ত, পুলহ, কচ, কাশ্যপ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অঙ্গিরা, কাণ্ব, গৌতম, গালব, ধৌম্য, বিভাণ্ড, মাণ্ডব্য, ধৌম্র, কৃষ্ণানুভৌতিক, উলূক, মার্কণ্ডেয়, ভাস্করি, পূরণ, কৃষ্ণ, সূত ও অন্যান্য শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ও শান্তিগুণোপেত মহর্ষিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন।

ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়াই কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে উদ্দেশে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন;—

হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার আরাধনা করিবার নিমিত্ত সংক্ষেপে ও সবিস্তরে যে সমুদয় কথা বলিব তাহাতে তুমি প্রীত হইও। তুমি দোষহীন ও নির্দ্দোষতার আস্পদ, তুমি পরমহংস ও ঈশ্বর। এক্ষণে আমি তনু ত্যাগ করিয়া যেন তোমাকে প্রাপ্ত হই। তুমি অনাদি, অনন্ত ও পরব্রহ্ম স্বরূপ; দেবতা ও ঋষিগণ তোমাকে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। কেবল ভগবান্ ধাতাই তোমার তত্ত্ব অবগত আছেন। এবং তাঁহা হইতেই কোন কোন মহর্ষি, সিদ্ধ, দেবতা, দেবর্ষি ও মহোরগ তোমার তত্ত্ব কথঞ্চিৎ নির্ণয় করিয়াছেন। তুমি পরম ও অব্যয়। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ তুমি কে

এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন। সূত্রে গ্রথিত মণি সমূহের স্থায় কার্য্যকারণসবন্ধ, সমস্ত বিশ্ব ও ভূত সমূহের তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। তুমি নিত্য ও বিশ্বকর্ম্মা। লোকে তোমাকে সহস্রশিরঃ, সহস্রবদন, সহস্রচক্ষু, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু ও সহস্রমুকুটসম্পন্ন নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূল, গুরু হইতেও গুরু এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। মন্ত্র—মন্ত্রার্থ প্রকাশক ব্রাহ্মণ বাক্য, নিষৎ, উপনিষৎ ও সামবেদ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি সত্য স্বরূপ ও সত্যকর্ম্মা, তুমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে চারি দেহ ধারণ করিতেছ। তুমি এক মাত্র বুদ্ধিতে অবিভক্ত। তুমি ভক্তদিগের রক্ষক, লোকে তোমার পরম গুহ্য দিব্য নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তোমার প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত নিত্য-তপোনুষ্ঠান করিলে কদাচ তাহা ক্ষয় হয় না। তুমি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভাবন। অরণি কাষ্ঠ যেমন বহ্নি রক্ষার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ তুমিও ভূতলস্থ বেদের রক্ষা বিধানার্থ দেবকীর গর্ভে বসুদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি নিষ্পাপ ও সর্ব্বেশ্বর। মনুষ্য অভেদ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া হৃদয়াকাশে তোমাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। তুমি বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য ও তেজকে অতিক্রম করিয়াছ। তুমি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি পুরাণে পুরুষ, যুগ প্রারম্ভে ব্রহ্ম ও ক্ষয় কালে সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হইয়া থাক। তুমি পরমারাধ্য। অতএব আমি তোমার উপাসনা করি। তুমি একমাত্র হইয়াও বহু অংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। তুমি সর্ব্বাভিলাষ সম্পাদক। তোমারই একান্ত ভক্ত ক্রিয়াবান্ লোকেরা তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি জগতের ভাণ্ডার স্বরূপ। জগতের সমস্ত ব্যক্তি তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। নীর মধ্যে হংস, সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণের স্থায় জীবগণ সতত তোমাতেই বিহার করিতেছে। তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অক্ষয়, ব্রহ্ম এবং সৎ অসতের অতীত, তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ নহেন। সুর অসুর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ঋষি ও উরগগণ প্রযত্নমনে প্রতিনিয়ত তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তুমি দুঃখ নাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তুমি স্বয়ম্ভু, সনাতন, অদৃশ্য ও অজ্ঞেয়। তুমি বিশ্বের সৃষ্টি কর্ত্তা ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থের অধিপতি। তুমি পরমপদ, হিরণ্যবর্ণ ও দৈত নাশক। তুমি একমাত্র হইয়াও দ্বাদশ অংশে আবির্ভূত হইয়াছ। তুমি সূর্য্য স্বরূপ; তোমাকে নমস্কাব। যিনি শুক্লপক্ষে দেবগণকে ও কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণকে অমৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন, তুমি সেই চন্দ্ররূপী; তোমাকে নমস্কার। যিনি নিবিড়তর অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবর্ত্তী, যাহাকে অবগত হইলে মৃত্যুভয় থাকে না; সেই জ্ঞেয়াত্মাকে নমস্কার। অতি বিস্তীর্ণ সামবেদ যাঁহাকে বৃহৎ বলিয়া কীর্ত্তন করে, অগ্নি সন্নিধানে ও যজ্ঞস্থলে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হয়, ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে সতত ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই বেদস্বরূপকে নমস্কার। ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ যাঁহার তেজ, যিনি পঞ্চহবিঃ ও সপ্ততন্তু বলিয়া অভিহিত হন, সেই যজ্ঞ স্বরূপকে নমস্কার। যিনি সপ্তদশ অক্ষরে আহূত হইয়া থাকেন, সেই হোম স্বরূপকে নমস্কার। যে বেদ পুরুষের নাম যজু, ছন্দ সকল যাঁহার গাত্র, ঋক্, যজু ও সামবেদ প্রবর্ত্তিত তিন যজ্ঞ যাঁহার তিন মস্তক এবং রথান্তর যাঁহার প্রীতি বাক্য, সেই স্তোত্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সহস্র বৎসর সাধ্য যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি বিশ্বস্রষ্টাদিগেরও শ্রেষ্ঠ, সেই হিরণ্ময়পক্ষসম্পন্ন হংসস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞাঙ্গভূত বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বীর্য্য-স্বরূপকে নমস্কার। যিনি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্তের সহস্র ফণা বিরচিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই নিদ্রাস্বরূপকে নমস্কার। যিনি বশীভূত ইন্দ্রিয়বর্গ, মোক্ষোপায় ও বেদোক্ত উপায় দ্বারা সাধুগণের যোগধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন, সেই সত্যস্বরূপকে নমস্কার।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মফলাভিলাষী মহাত্মারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই ধর্ম্মাত্মাকে নমস্কার। যাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় কামময়, যিনি সকল প্রাণীকে কামমদে উন্মত্ত করিয়া থাকেন, সেই কামাত্মাকে নমস্কার। মহর্ষিগণ যে দেহস্থিত অব্যক্ত পুরুষকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, যে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সতত বুদ্ধিতে বিরাজমান আছেন, সেই ক্ষেত্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি নিত্য স্বরূপ, যিনি ষোড়শগুণে পরিবৃত হইয়া জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় অবস্থিত আছেন; সাংখ্যে

যাঁহাকে সপ্তদশ বলিয়া কীর্ত্তন করে, সেই সাংখ্যাত্মাকে নমস্কার। শান্ত প্রকৃতি ইন্দ্রিয় দমনশীল মনুষ্যগণ নিদ্রা ও শ্বাস প্রশ্বাস পরাজয় পূর্ব্বক যোগে মনোনিবেশ করিয়া যাঁহাকে জ্যোতিঃরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার। শান্ত প্রকৃতি মোক্ষার্থী সন্ন্যাসীরা পাপ পুণ্য ক্ষয় হইলে যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই মোক্ষস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যুগ সহস্রের পর প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ডরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত ভূতের বিনাশ সাধন করেন, সেই ঘোরস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সমস্ত ভূত বিনষ্ট ও সমুদয় জগৎ একার্ণবময় করিয়া একাকী বালকবেশে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই মায়া-স্বরূপকে নমস্কার। যিনি স্বয়ম্ভুর নাভি হইতে সম্ভূত হইয়াছেন, যাঁহাতে সমুদয় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই পদ্মস্বরূপকে নমস্কার। যে সহস্র মস্তকসম্পন্ন নিরুপম পুরুষ এককালে সমুদয় কামনা অতিক্রম করিয়াছেন, সেই যোগনিদ্রাস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার কেশপাশে জলদজাল, অঙ্গ সন্ধিতে নদী ও জঠর মধ্যে চারি সমুদ্র বিরাজমান, সেই জলস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহা হইতে সমুদয় পদার্থ সমুৎপন্ন এবং যাঁহাতে সমুদয় লীন হয়, সেই কারণস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রাত্রিতে শয়ন ও দিবাভাগে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্টানিষ্ট সমুদয় বিষয় সন্দর্শন করিতেছেন, সেই দর্শকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সমস্ত কার্য্যে অবিচলিত ও ধর্ম্ম কার্য্যের নিমিত্ত উদ্যত হইয়া থাকেন, সেই কার্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্মাচরণ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছেন, সেই ক্রূরতাস্বরূপকে নমস্কার।

যিনি বায়ুরূপে শরীর মধ্যে পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া প্রাণিগণকে সচেষ্ট করিতেছেন সেই পবনস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উদর হইতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্ববর্ণ-স্বরূপকে নমস্কার। অগ্নি যাঁহার আস্য, স্বর্গ মস্তক, আকাশমণ্ডল নাভি, ভূমণ্ডল চরণদ্বয়, সূর্য্যমণ্ডল চক্ষু, দিঙ্মণ্ডল কর্ণ, সেই লোকস্বরূপকে নমস্কার। যিনি কাল ও যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি বিশ্ব সংসারের আদি কারণ, এবং যাঁহার আদি কেহই নাই, সেই বিশ্বস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রাগ দ্বেষাদি দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে রক্ষা করিতেছেন, সেই রক্ষককে নমস্কার। যিনি অন্ন পান ও ইন্ধনরূপী, যিনি লোকের বল ও

জীবনের বর্দ্ধন-কর্ত্তা, যিনি প্রাণিগণকে ধারণ করিতেছেন, সেই প্রাণস্বরূপকে নমস্কার। যিনি প্রাণ ধারণের নিমিত্ত চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন এবং প্রাণিগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্নাদি পাক করিতেছেন, সেই পাবকস্বরূপকে নমস্কার।

যিনি পিঙ্গল-নেত্র পিঙ্গল-কেশর নরসিংহ রূপ ধারণ পূর্ব্বক নখ ও দশন দ্বারা দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছেন সেই দৃপ্ত-স্বরূপকে নমস্কার। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য ও দানবগণ যাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে অসমর্থ সেই সূক্ষ্মস্বরূপকে নমস্কার। যিনি রসাতলগত হইয়া অনন্তরূপে জগৎ সংসার ধারণ করিতেছেন, সেই বীর্য্যস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সংসার পরিরক্ষণার্থ প্রাণিগণকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া মুগ্ধ করিতেছেন সেই মোহস্বরূপকে নমস্কার। যিনি আত্মজ্ঞানের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন এবং যাহার মহিমা কেবল আত্মজ্ঞান প্রভাবেই অবগত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার দেহ অপ্রমেয় এবং যাঁহার পরিমাণের ইয়ত্তা নাই, সেই জ্ঞাননেত্র সম্পন্ন দিব্যস্বরূপকে নমস্কার। যে লম্বোদর পুরুষ জটা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মদিগ্ধ যিনি নিরন্তর ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ত্রিদশেশ্বর, ত্রিলোচন, ঊর্দ্ধলিঙ্গ ও রুদ্রস্বরূপকে নমস্কার। যাহাব ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, হস্তে ত্রিশূল ও পিণাক, সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী উগ্রস্বরূপকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বভূতের আত্মা, সর্ব্বভূতের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা এবং ক্রোধ, দ্রোহ ও মোহ পরিশূন্য, সেই শান্তস্বরূপকে নমস্কার। যাঁহাতে এই চরাচর বিশ্ব লীন রহিয়াছে এবং যাঁহা হইতে ইহা সম্ভূত হইয়াছে সেই সর্ব্বময়—সর্ব্বস্বরূপকে নমস্কার। হে বিশ্বকর্ম্মণ! হে বিশ্বাত্মন্! তুমি পঞ্চভূতকে অতিক্রম পূর্ব্বক নিত্য নির্ম্মুক্ত হইয়াছ, তুমি ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ, তুমি ধর্ম্মময় এবং প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংহাব কর্ত্তা। আমি ভূতাদি কালত্রয়ে তোমার অবস্থিতি অবলোকনে সমর্থ নহি, কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তোমার সনাতন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছি। তোমার মস্তক দ্বারা স্বর্গ এবং পদযুগল দ্বারা মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমি ত্রিবিক্রম সনাতন পুরুষ। দিক সকল তোমার বাহু, সূর্য্য তোমার চক্ষু এবং শুক্র ও প্রজাপতি তোমার বলস্বরূপ। তুমি বায়ুর সপ্তমার্গ রোধ করিয়া রহিয়াছ। তুমি অতসী পুষ্প সদৃশ, কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবস্ত্র

ধারী। যে তোমাকে নমস্কার করে তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। অতএব আমি ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

কৃষ্ণকে একটী মাত্র প্রণাম করিলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, তাহার পুনর্ব্বার জন্ম হয়, কিন্তু যে একবার কৃষ্ণকে প্রণাম করে, তাহাকে আর ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা কৃষ্ণব্রতপরায়ণ এবং যাহারা রাত্রিকালেও উত্থিত হইয়া কৃষ্ণকে স্মরণ করে, তাহারা বহ্নিমধ্যে মন্ত্রপূত ঘৃতের ন্যায় কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। হে কৃষ্ণ! তুমি নরক ভয় নিবারক এবং সংসারসাগর পার হইবার নৌকা স্বরূপ। তুমি ব্রহ্মণ্যদেব এবং গোব্রাহ্মণ ও জগতের হিতকারী, তোমাকে নমস্কার। হরি এই দুইটী অক্ষর জীবনবন ভ্রমণের পাথেয়, সংসারশৃঙ্খল ছেদনের উপায় এবং শোক দুঃখের অন্ত স্বরূপ।

সত্য বিষ্ণুময়, জগৎ বিষ্ণুময় এবং সমস্ত বস্তুই বিষ্ণুময়; অতএব বিষ্ণুর প্রসাদে আমার পাপ সকল বিনষ্ট হউক। হে পদ্মপলাশলোচন! এক্ষণে এই নরাধম তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে, তুমি ইহার শুভানুধ্যান কর। তুমি বিদ্যা ও তপস্যার উৎপত্তি স্থান এবং স্বয়ম্ভূ। এক্ষণে আমার এই বাক্যে প্রীত ও প্রসন্ন হও। বেদ তপস্যা ও বিশ্বসংসার সকলই নারায়ণাত্মক। হে নারায়ণ! তুমি সর্ব্বদা সকল বস্তুতেই বিরাজমান আছ।

মহাত্মা ভীষ্ম এইরূপে তদগতচিত্তে কৃষ্ণকে স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব যোগবলে ভীষ্মের ভক্তিভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে ত্রিকালদর্শি-জ্ঞান প্রদান করিলেন।

অনন্তর সেই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ বাষ্প গদগদকণ্ঠে পুরুষোত্তম নারায়ণের স্তব করিয়া বারম্বার ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এদিকে কৃষ্ণ সমুদয় অবগত হইয়া ভীষ্মকে দর্শনদানে কৃতকৃতার্থ করিয়া সম্মান প্রদর্শন জন্য যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকির সহিত রথারোহণ করিয়া সত্বর ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং রথ হইতে অবতরণ পুরঃসর আসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রশান্ত পাবক সদৃশ ভীষ্মকে ক্ষণকাল অবলোকন করিয়া বলিলেন, হে শান্তনুতনয়! আপনার জ্ঞান পূর্ব্বের

ন্যায় অক্ষুণ্ণ আছে ত? আপনার বুদ্ধি ত পর্য্যাকুল হয় নাই? শরাঘাত নিবন্ধন আপনার গাত্র ত নিতান্ত অবশ হইতেছে না? মানসিক দুঃখ অপেক্ষা শারীরিক দুঃখ সমধিক বলবান্। আপনার পিতা ধর্ম্মপরায়ণ শান্তনু রাজার বর প্রভাবেই আপনি এরূপ ইচ্ছা-মৃত্যুতে অধিকারী হইয়াছেন। আমি আপনার ইচ্ছা-মৃত্যুর কারণ নহি। একটী সূক্ষ্ম শল্য শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যারপর নাই ক্লেশ উপস্থিত হয়; কিন্তু আপনি শর সমূহে সমাচিত হইয়াছেন; শর দ্বারা শরীর ভেদ নিবন্ধন আপনার ত কোন ক্লেশ হইতেছে না? যাহাহউক, আপনি যখন দেবগণকেও উপদেশ দান করিতে পারেন, তখন আপনার নিকট প্রাণিগণের জন্ম মৃত্যুর বিষয় কীর্ত্তন করা নিতান্ত অবিধেয়। আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই আপনার অবিদিত নাই। প্রাণিগণের মৃত্যু ও সৎকার্য্যের ফলোদয়ের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি ধর্ম্মময়, আপনি পূর্ব্বে যে বিশালরাজ্যে সুস্থ শরীরে সহস্র সহস্র মহিলা পরিবৃত থাকিতেন, তাহা এখনও আমার চিত্তে বর্ত্তমানের ন্যায় জাগরুক আছে। আপনি সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও মহাবলপরাক্রান্ত। আপনি ব্যতীত ত্রিলোক মধ্যে তপঃপ্রভাবে মৃত্যু অতিক্রম করে, এমন আর কোন ব্যক্তিই আমার শ্রবণ-গোচর হয় নাই। হে কুরুপিতামহ! আপনি সততই সত্য, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদ, ধনুর্ব্বেদ, নীতি, প্রজারক্ষণ, সরলতা, পবিত্রতা ও প্রাণিগণে দয়াপরতাতেই তৎপর ছিলেন। আপনার সদৃশ মহারথ আর কেহই নাই। আপনি এক রথে সমুদয় দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আপনি বসুগণের শ্রেষ্ঠ। আমি আপনাকে বিলক্ষণ অবগত আছি। আপনি বলবীর্য্য প্রভাবে স্বর্গলোকেও বিখ্যাত হইয়াছেন। মর্ত্ত্যলোকে আপনার তুল্য গুণশালী আর কেহই দর্শন বা শ্রবণগোচর হয় নাই। আপনি স্বীয় গুণগ্রাম প্রভাবে দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। আপনি যখন তপোবলে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তখন স্বীয় উত্তম গুণ-প্রভাবে যে উত্তম লোক সমুদয় লাভ করিবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি?

যাহাহউক, রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি সংক্ষয় নিবন্ধন নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন। আপনি ইহার শোকাপনোদন করুন। চাতুর্ব্বেদ্য, চাতুর্হোত্র ও সাংখ্যযোগে

যে যে ধর্ম্ম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদয় এবং চারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের সনাতনধর্ম্ম সকল আপনাব অবিদিত নাই। বর্ণসঙ্করদিগের দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্ম লক্ষণও আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। বেদোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচার প্রণালী এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র আপনার হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। হে পুরুষোত্তম! ইহলোকে কোন বিষয় বিশেষে সন্দেহ উপস্থিত হইলে আপনি ভিন্ন তাহার ভঞ্জনকর্ত্তা আর কেহ নাই। অতএব আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরের শোকাবেগ অপনোদন করুন। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা মোহাবিষ্ট মানবের সান্ত্বনার একমাত্র উপায়।

তাহা শুনিয়া মহাত্মা ভীষ্ম বদন মণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বাসুদেব! তুমি জগতের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা। কেহই তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। তুমি নিত্য নির্মুক্ত ও মোক্ষস্বরূপ। তুমি একাকী ত্রিলোক মধ্যে ত্রিকালে বিগুমান রহিয়াছ। তুমি সকলের আশ্রয়। হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে যে কথা বলিলে সেই বাক্য প্রভাবে আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে তোমার দিব্য ভাব সমুদয় এবং তোমার অবিনশ্বর রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল, চরণযুগল দ্বারা বসুন্ধরা ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার পরাক্রমের ইয়ত্তা নাই। তুমি বায়ুর সাত পথ রোধ করিয়া রহিয়াছ। দিক সকল তোমার বাহু, সূর্য্য চক্ষু এবং শুক্র তোমার বলস্বরূপ। তোমার অতসী পুষ্প সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কলেবর, পীতবস্ত্র সমাবৃত হইয়া বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত মেঘের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে! হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার ভক্ত এবং অভিলষিত গতি লাভার্থ তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; এক্ষণে তুমি আমার শুভানুধ্যান কর।

তখন মহাত্মা বাসুদেব, ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি আমার একান্ত ভক্ত বলিয়াই আমি আপনাকে আমার দিব্য কলেবর প্রদর্শন করিয়াছি। যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ নহে এবং যে ব্যক্তি ভক্তি পরায়ণ হইয়াও অতিশয় কুটিলস্বভাবসম্পন্ন হয়, আর যে ব্যক্তি অশান্ত প্রকৃতি, আমি কদাচ তাহাদিগকে দর্শন প্রদান করি না। আপনি আমার পরম ভক্ত; অতি সরল স্বভাব, সতত তপোনিরত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও বদান্য; এইজন্য আমার দর্শনলাভ করিয়াছেন। আপনার নিমিত্ত যে সমুদয়

শুভ লোক বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় গমন করিলে আর পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে না। আপনি এক্ষণে আর বট্‌পঞ্চাশৎ দিবস জীবিত থাকিবেন। পরে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় শুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিবেন। প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ বসু প্রভৃতি দেবগণ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে আপনার উত্তরায়ণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ সময় উপস্থিত হইলেই আপনি অভীষ্ট লাভ করিবেন।

আপনার মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হওয়াতেও জ্ঞানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই; এই নিমিত্ত আমরা সকলেই ধর্ম্ম সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইতে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি শোকে হতজ্ঞান হইয়াছেন। অতএব আপনি ধর্ম্মার্থযুক্ত কথা কীর্ত্তন করিয়া অবিলম্বে ইঁহার শোকাপনোদন করুন।

মহানুভাব ভীষ্ম তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, হে লোকনাথ! আজি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইল। আমি তোমার নিকট কি কীর্ত্তন করিব? সকল বাক্যই তোমাতে বিদ্যমান। ইহলোকে তুমিই বুদ্ধিমান্‌দিগের অগ্রগণ্য। মনুষ্য যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে বা করিতেছে, তৎসমুদয়ই তোমা হইতেই উৎপন্ন। যে ব্যক্তি দেবরাজ সমীপে সমুদয় দেবলোকের কথা কহিতে পারে, সেই ব্যক্তিই তোমার নিকট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের অর্থ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। এক্ষণে শরাঘাত নিবন্ধন আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যথিত, গাত্র অবসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হইয়া গিয়াছে। আমি বিষাগ্নি সদৃশ শরজালে নিপীড়িত হইয়া একেবারে বক্তৃতা শক্তি বিহীন হইয়াছি। এখন আমার কিছুমাত্র বল নাই। প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে। দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত উত্তমরূপে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। এক্ষণে আমি কিরূপে তোমার আজ্ঞা পালন করি? অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমায় ক্ষমা কর। সুরগুরু বৃহস্পতিও তোমার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে অবসন্ন হন; আর আমি কিরূপে তাহা কীর্ত্তন করিব? বিশেষতঃ এক্ষণে আমি পৃথিবী, আকাশ ও দিক্ সকল নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। কেবল তোমারই বীর্য্য প্রভাবে এতাবৎকাল জীবিত আছি। অতএব তুমি ধর্ম্মরাজকে হিতোপদেশ প্রদান কর। তুমি সমুদয় শাস্ত্রের আকর,

লোককর্তা ও নিত্যপদার্থ। তুমি বিদ্যমান থাকিতে আমার মত ক্ষুদ্র জন কিরূপে অন্যকে উপদেশ প্রদান করিবে? গুরু বিদ্যমান থাকিতে শিষ্য কি উপদেশ প্রদান করিতে পারে?

বাসুদেব বলিলেন, হে গাঙ্গেয়! আপনি সর্ব্বার্থদর্শী, মহাবীর ও কৌরবগণের ধুরন্ধর; সুতরাং আপনি এরূপ বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আপনি শরপীড়িত হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছেন; অতএব আমি আপনাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, আপনার শরাঘাত নিবন্ধন গ্লানি, মূর্চ্ছা, দাহ ও ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি কোন প্রকার ক্লেশ থাকিবে না। আপনার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জল হইবে এবং বুদ্ধির কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। আপনার মন রজোগুণ ও তমোগুণ পরিহার পূর্ব্বক সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া মেঘ নির্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় নির্ম্মল হইবে; এবং আপনার বুদ্ধিবৃত্তি কেবল ধর্ম্মার্থযুক্ত বিষয়ে আসক্ত থাকিবে। মীন যেমন নির্ম্মল জল মধ্যে সমুদয় দেখিতে পায়, তদ্রূপ আপনি দিব্যচক্ষুঃ প্রভাবেই এই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

মধুসূদন এই কথা বলিলে, ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ বেদবাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বাসুদেব, ভীষ্ম ও পাণ্ডবগণের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে মহর্ষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিবার জন্য গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভগবান্ বাসুদেব, ভীষ্মদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন, পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মনিরত মহর্ষিগণ সৎকৃত হইয়া আবার কল্য আগমন করিব বলিয়া প্রস্থান করিলে মহাত্মা বাসুদেবও পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে রথারোহণ পূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব সুখে প্রসুপ্ত ও যামিনী অর্দ্ধপ্রহর মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে জাগরিত হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক জ্ঞান সমুদয় অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন। মধুরকণ্ঠ স্তুতিবাদক বৈতালিকগণ কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল। গায়কেরা গান, পাণিস্বনিকগণ করতালি দ্বারা তাল প্রদান করিতে লাগিল। শঙ্খ ও মৃদঙ্গ

ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। এবং বীণা, পণব ও বেণুর অতি মনোহর স্বর প্রাসাদের অট্টহাস্তের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবোধনার্থ মধুর স্তুতিবাদ ও গীতবাদ্য আরম্ভ হইল। তখন বাসুদেব শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সলিলে অবগাহন করিলেন এবং পরম গুহ্য মন্ত্র জপ ও হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে সহস্র গো দান করিয়া স্বস্তিবাচন করাইলেন। পরে মাঙ্গল্যদ্রব্যজাত স্পর্শ ও নির্ম্মল আদর্শে আপন প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া সাত্যকিকে বলিলেন, যুযুধান! রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন কিনা দেখ। অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীমাদি ভ্রাতৃগণের সহিত বাসুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া রথারোহণে ভীষ্ম দর্শনে যাত্রা করিলেন।

তদনন্তর তাঁহারা ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলে বাসুদেব ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজসত্তম! আপনি সুখে রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন ত? আপনার জ্ঞান সকল প্রসন্ন ও বুদ্ধির জড়তা দূর হইয়াছে ত? আপনার শরীরের কোন গ্লানি এবং মনের কোন ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় নাই ত?

ভীষ্ম কহিলেন হে বাসুদেব! তোমার অনুগ্রহে আমার দাহ, মোহ, পরিশ্রম, গ্লানি ও রোগ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে! এক্ষণে আমি তোমার বর প্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হস্তগত ফলের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছি। বেদ ও বেদোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচারপ্রথা, আশ্রমধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, এবং দেশীয়, জাতীয় ও কুলাচরিত ধর্ম্ম সমস্তই আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। যেস্থলে যাহা কীর্ত্তন করিতে হয় আমি তৎসমুদয়ই কহিব। তোমার অনুগ্রহে আমার বুদ্ধি নির্ম্মল ও চিত্তস্থ হইয়াছে। আমি তোমাকে ধ্যান করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছি। এক্ষণে হিতাহিত সমুদয় কীর্ত্তন করিতে পারিব। কিন্তু তুমি স্বয়ং কি নিমিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না, তাহা জানিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে; আমার সংশয় দূর কর।

বাসুদেব বলিলেন, হে কুরুপিতামহ! আপনি আমাকে কীর্ত্তি ও কল্যাণের মূল বলিয়া জ্ঞাত আছেন। আমা হইতেই হিতাহিত কার্য্য সমুদয় সম্ভূত হইয়া থাকে। অতএব চন্দ্রকে শীতাংশু বলিলে যেমন কেহই বিস্ময়াবিষ্ট হয় না; তদ্রূপ আমি যশস্বী হইলে কেহই আশ্চর্য্যান্বিত হইবে না।

এজন্য আমি আপনাকে সমধিক যশস্বী করিবার বাসনায় আমার সমুদয় বুদ্ধি আপনাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। যতদিন পৃথিবী থাকিবে, লোক ততদিন আপনার অক্ষয় যশঃ কীর্ত্তন করিবে। আপনার উপদেশ বেদ বাক্যের ন্যায় চির সমাদৃত থাকিবে। যে ব্যক্তি আপনার বাক্যানুসারে কার্য্য করিবে, সে পরলোকে সমুদয় পুণ্যের ফল ভোগ করিবে।

অনন্তর মহামতি ভীষ্ম ধর্ম্ম, জগদ্বিধাতা কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া রাজধর্ম্মাদি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে বক্তব্য শেষ করিয়া কৃষ্ণ, মহর্ষিগণ ও পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মহামতি ভীষ্ম বাসুদেবকে বলিলেন, তুমি দেবদেবেশ, সুরাসুরনমস্কৃত, ত্রিবিক্রম, শঙ্খচক্র-গদাধারী বাসুদেব, হিরণ্যাত্মা, পরমপুরুষ সবিতা, বিরাটরূপী, জীবস্বরূপ, অনুরূপ, পরমাত্মা ও সনাতন; এক্ষণে আমি একাগ্রচিত্তে তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমাকে পরিত্রাণ ও তোমার একান্ত অনুগত পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর। এক্ষণে আমার দেহত্যাগের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি অনুমতি কর, আমি যেন দেহান্তে পরমগতি লাভ করিতে পারি।

বাসুদেব বলিলেন, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি আপনি কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই বসুলোক লাভ করিবেন। আপনার পাপের লেশ মাত্রও নাই। আপনি মার্কেণ্ডেয়ের ন্যায় পিতৃভক্ত। মৃত্যু ভৃত্যের ন্যায় আপনার অনুগত রহিয়াছে।

অনন্তর ভীষ্ম সকলকে আলিঙ্গন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেব দ্বিজ ও পিতৃগণাদিকে সম্মান করিতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দান পূর্ব্বক মূলাধারাদি স্থানে চিত্তকে সন্নিবেশ করত যোগাবলম্বন করিলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হওয়াতে, তাহা যে যে অঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল, তাঁহার সেই সেই অঙ্গ শরশূন্য ও ব্রণ রহিত হইতে আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে মহামতি বেদব্যাস, পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এবং ক্ষণকাল মধ্যে ভীষ্মের গাত্র হইতে সমুদয় শরব্রণ অপনীত এবং প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উল্কার ন্যায় আকাশ পথে উত্থিত হইল!

অশ্বমেধ যজ্ঞ।

মহামতি ভীষ্ম মহাপ্রয়াণ করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুমান পুরঃসর রাজরাজেশ্বরোচিত বিপুল সমারোহে তাঁহার দেহ ভাগীরথী তীরে চন্দনকাষ্ঠ ও ঘৃতাদি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া অত্যন্ত দুঃখে পুনঃপুনঃ মুহ্যমান হইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া পরমযোগী ভগবান্ ব্যাস তাঁহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দান করিলেও তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। তিনি কেবলই রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাস গমনেরই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তাহা শ্রবণ করিয়া অদ্বিতীয় মতিমান্ পরম সুধী বাসুদেব নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! কুটিলতাই মৃত্যু এবং সরলতাই ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ; এই বাক্যটী বিশেষরূপে বোধগম্য হইলেই যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন আর যত বাক্য তাহা সকলই প্রলাপ মাত্র। আপনার কোন কার্য্যই সমাহিত হয় নাই। আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে অহঙ্কাররূপ যে দুর্জ্জয় শত্রু আছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না? আমিত্বই সর্ব্বনাশের মূল। ভগবদিচ্ছাতেই সকলই হয়; আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র; এইরূপ জ্ঞানই জীবের সর্ব্ব আপদ শান্তির মূল। আপনি মহামতি ভীষ্মের নিকট এত উপদেশ শুনিয়া এখনও জ্ঞাতিবধ নিবন্ধন বৃথা শোকে মুহ্যমান হইতেছেন! আমিত্ব থাকাতেই এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি জ্ঞাতি বধ করিয়া দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, এ চিন্তা একবারে পরিত্যাগ করুন। অহঙ্কার এই দুশ্চিন্তার রূপ ধারণ করিয়া আপনাকে আক্রমণ করত বেদনা প্রদান করিতেছে, আপনি সাবধান এবং সর্ব্ব কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হউন।

হে ধর্ম্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। মমতা সংসার প্রাপ্তির এবং নির্ম্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতা নিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস

করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাঁহাকে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসারপাশে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফল মূলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াও বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহাকে নিশ্চয়ই সংসার জালে জড়িত হইতে হয়। যে সমুদয় মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাসবশতঃ কামনাকে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এককালে কামনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন।

কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য্য দ্বারা আমাকে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমান রূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা আমাকে পরাজয় করিতে যত্ন করে, আমি তাহার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হই। এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমাকে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। অতএব হে ধর্ম্মরাজ! কামনাকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি ব্যাসদেবের উপদেশ মত অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কামনাকে ধর্ম্ম বিষয়ে নীত করুন। বারম্বার বন্ধু বিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগের পুনর্দর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব মহাসমারোহে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সমুদয়ের অনুষ্ঠান করুন। তাহাহইলেই ইহলোকে অতুলকীর্ত্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

এইরূপে ভগবান্ কৃষ্ণ, বেদব্যাস, দেবস্থান, নারদ, ভীম, দ্রৌপদী, সহদেব, অর্জ্জুন ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ আশ্বাস প্রদান করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এককালে বন্ধুবিয়োগ জনিত শোক পরিত্যাগ করিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির শান্ত ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিষয়ে কৃতসংকল্প হইলে বাসুদেব অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের অনুমতি লইয়া সুভদ্রার সহিত বহু-কালের পর দ্বারকায় গমন করিলেন।

অনন্তর মহামতি ব্যাসদেবের আদেশানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও হিমালয় প্রদেশ হইতে অসম্ভাবিতপূর্ব্ব অপরিমেয় ধনরাশি আহৃত হইলে মহাত্মা বাসুদেব অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া বলদেব, সুভদ্রা, প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, চারুদেষ্ণ, শাম্ব, গদ, কৃতবর্ম্মা, সারণ, নিশঠ ও উল্মুখ প্রভৃতি বীরগণের সহিত হস্তিনায় সমুপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিলে আনন্দের উৎস উথলিয়া উঠিল!

বাসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ উপবেশন করিলে উত্তরার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তিনি একটী মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। তাহা দেখিয়া কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলে বাসুদেব অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই মৃত পুত্রকে সঞ্জীবিত করিয়া তাঁহাদিগকে পরমানন্দিত করিলেন।

অনন্তর কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদিন মহাত্মা বেদব্যাস হস্তিনানগরে উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, তুমি সত্বর প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। এই যজ্ঞ দ্বারা সমুদয় পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হে রাজন্! যে সময়ে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আমি, পৈল ও যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা তিন জনেই নিশ্চয় তাহা সম্পাদন করিব। চৈত্র পৌর্ণমাসীতে তোমাকে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদয় আহরণ ও অশ্ববিদ্যাবিশারদ সারথি ও ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞীয় অশ্ব পরীক্ষা করিতে আদেশ কর। সেই অশ্ব শাস্ত্রানুসারে উন্মুক্ত হইয়া সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তোমার প্রদীপ্ত যশঃশশাঙ্কের জ্যোতিঃ বিস্তার পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিবে।

অনন্তর দীক্ষাকাল উপস্থিত হইলে পুরোহিতগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। তখন তিনি ঋত্বিকগণের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ সুবর্ণ মাল্য কৃষ্ণাজিন, দণ্ড ও ক্ষৌমবস্ত্র ধারণ করাতে তাঁহাকে যজ্ঞ-দীক্ষিত প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ঋত্বিকগণ ও মহাবীর অর্জ্জুনও তাঁহার তুল্য বেশ ধারণ করিয়া হুত হুতাশনের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাত্মা বেদব্যাস শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞীয় অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বের অনুগমনে উদ্যত হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অশ্ব! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; অচিরাৎ এই স্থানে প্রত্যাগমন করিও। ইহা বলিয়া অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের আদেশক্রমে অঙ্গুলিত্র ধারণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসন কম্পিত করিয়া মহাহ্লাদে সেই অশ্বের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

অশ্ব সসাগরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিল। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্ব রক্ষণার্থ তাহার সহিত গমন করিয়া পৃথিবীস্থ সমুদয় রাজাকে পরাজিত ও বশীভূত করত প্রত্যাগমন করিলে যজ্ঞস্থলে মহানন্দের রোল উঠিল। অনন্তর যজ্ঞ-দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ বলিপ্রদত্ত সমুদয় পশু ক্রমে ক্রমে পাক করিলে শাস্ত্রানুসারে সেই অশ্বকে ছেদন করিলেন। তখন পাণ্ডবগণের মহিষী শ্রদ্ধাদিগুণসম্পন্না দ্রৌপদী ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে সেই তুরঙ্গমের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ যথাশাস্ত্র সেই অশ্বের হৃদয়ের মেদ গ্রহণ করিয়া তাহা পাক করিতে আরম্ভ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাহার সর্ব্বপাপ বিনাশন পবিত্র ধূম আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ষোড়শজন ঋত্বিক সেই অশ্বের অবশিষ্ট অঙ্গ সমুদয় লইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন।

এইরূপে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ভগবান বেদব্যাস শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র কোটী সুবর্ণ মুদ্রা ও বেদব্যাসকে সমুদয় পৃথিবী দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস তাহা গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাহা যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ!' ব্রাহ্মণেরা ধনেরই অভিলাষ করিয়া থাকেন, অতএব তুমি আমাকে পৃথিবীর পরিবর্ত্তে ধন দান কর। মহাত্মা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, মহারাজ! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা কহিতেছেন, তাহাই করুন। তদনুসারে তাহাকে প্রভূত ধন দান করা হইলে তিনি তাহা ব্রাহ্মণগণকে বিভাগ করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণগণ ধন গ্রহণ করিবার পর সেই স্থানে যে সমুদয় সুবর্ণময় পাত্র

অবশিষ্ট রহিল, তাহা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ম্লেচ্ছগণ পরমাহ্লাদে গ্রহণ করিল।

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সুরার সাগর, ঘৃতের হ্রদ, অন্নের পর্ব্বত ও রস সমূহের নদী প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে কত শত লোক যে খাণ্ডব-মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও ভোজন করিয়াছিল এবং কত শত পশু যে নিহত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যুবতী রমণী এবং মত্ত ও প্রমত্ত ব্যক্তিগণ পরমাহ্লাদে নিরন্তর যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিয়াছিল। মৃদঙ্গ ও শঙ্খ নিনাদে সে স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তথায় কেবল "দান দাও" "ভোজন কর" এই বাক্য ভিন্ন আর কোন কথাই শ্রুতিগোচর হয় নাই।

অশ্বমেধ যজ্ঞের পর, শ্রীকৃষ্ণ স্বজনগণ সহিত পুনরায় দ্বারকায় গমন করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া পঞ্চদশ বৎসর রাজ্য শাসন করিলে ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মলাভার্থ গান্ধারীর সহিত বানপ্রস্থ অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর পিতৃ, পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি ও আপনাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও দানাদি করিয়া বহির্গত হইলে সঞ্জয়, বিদুর ও তাঁহার পুত্রবধূ সমূহও তাঁহার সহিত যাত্রা করিলেন। মনস্বিনী কুন্তী পাণ্ডবগণকে প্রথমতঃ কিছু না বলিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিবার ছলে বহুদূর গমন করিয়া যখন পাণ্ডবগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন কুন্তী আর প্রত্যাগমন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং পাণ্ডবগণ বহু কষ্টে তাঁহাকেও বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা ভগবান্ ব্যাসদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দীক্ষা দিয়া উপাসনা বিহিত বিবিধ কর্ম্মের উপদেশ দান করিলেন। তাঁহারা বিশেষ সংযম অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্যমনে উপাসনায় নিরত থাকিয়া দেহ ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

ছয় দিন পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ, সুভদ্রা, দ্রৌপদী, উত্তরা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া সৈন্য সামন্ত পরিবৃত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও মাতা কুন্তীকে দর্শন জন্য বেদব্যাস নির্দ্দিষ্ট ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া জ্যেষ্ঠতাত, গান্ধারী ও মাতা কুন্তী প্রভৃতির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের তুষ্টি বিধান জন্য সচেষ্ট হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র ভগবান্ ব্যাসদেবের

আদেশানুসারে উপাসনায় নিরত হইলেও পুত্রগণের শোকে নিতান্ত ব্যথিত ছিলেন; তজ্জন্ত উপাসনাদিতে তাঁহার মনস্থির হয় না দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব একদিন উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরাদির সমক্ষে বলিলেন, হে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির! অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তী শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। ইহাদের দেহান্তরিত পুত্র পৌত্রাদিকে দর্শন করাইয়া শোকাপনোদনের বাঞ্ছা করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমার সেই বাঞ্ছা বলবতী হইয়াছে। সুভদ্রা, দ্রৌপদী এবং উত্তরাও তোমাদের সঙ্গে আছে। আমি তোমাদিগকে তোমাদের আত্মীয়স্বজনকে দর্শন করাইতেছি। তোমরা সকলে ভাগীরথী তীরে গমন কর।

তাঁহাব আদেশে তাঁহারা অত্যন্ত উৎসাহে ভাগীরথী তীরে সমাগত হইলেন। তাঁহাদেব গমনের কিছুকাল পরে সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন; অনন্তর ব্যাসদেবের আদেশে সান্ধ্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক তাঁহারা সকলে জাহ্নবী তীরে উপবেশন করিলে মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভাগীরথী সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক মৃতদিগের আত্মাকে আহ্বান করিলে সহসা ভাগীবথী সলিলে মহান্ রণকোলাহল শ্রুত হইল। সেই শব্দ শুনিয়া তাহাবা অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই সমরে নিহত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অশ্বত্থামা, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু ও বহু সহস্র রাজা এবং রাজপুত্র সৈন্য সামন্ত সহিত স্ব স্ব পূর্ব্ব বেশে সলিল হইতে উত্থিত হইলে মহানন্দের রোল পড়িয়া গেল! তাঁহারা সকলেই নিরহঙ্কার, নির্ব্বৈর ও নির্ম্মৎসর হইয়া দিব্যবস্ত্র, দিব্যকুণ্ডল ও দিব্যমাল্য ধারণ পূর্ব্বক পুত্র পিতামাতার সহিত, ভার্য্যা পতির সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত ও সখা সখার সহিত মিলিত হইল। পাণ্ডবগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ, অভিমন্যু ও দ্রৌপদেয়-গণের সহিত সমবেত হইয়া প্রীতমনে পরস্পর সুহৃদ্ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং যোধগণ মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদে বৈরভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর সুহৃদ্ভাবে অবস্থান করিয়া অগাধ আনন্দসাগবে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে কৌরব ও অন্যান্য ভূপালগণ স্ব স্ব পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া স্বর্গবাসী রাজাদিগের ন্যায় পরম সুখে সে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন! সমাগত রমণীগণ স্ব স্ব পিতা, ভ্রাতা ও পতির সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখ অনুভব করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই রজনী অতিবাহিত হইলে সমাগত বীরগণ স্ব স্ব পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ বেদব্যাসও তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব রথধ্বজের সহিত ভাগীরথী সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া কেহ কেহ দেবলোক, কেহ কেহ ব্রহ্মলোক, কেহ কেহ বরুণলোক, কেহ কেহ কুবেরলোক, কেহ কেহ সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। রাক্ষস পিশাচদিগের মধ্যে কেহ কেহ উত্তর কুরুতে, কেহ কেহ অন্যান্য স্থানে প্রস্থান করিল।

এইরূপে বীর সমুদয় অদৃশ্য হইলে কুরুকুলহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা বেদব্যাস বিধবা রমণীগণে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সীমন্তিনিগণ! তোমাদের মধ্যে যাহার যাহার পতিলোক লাভে বাসনা আছে, তাহারা অবিলম্বে জাহ্নবী জলে অবগাহন কর। ইহা কহিবামাত্র পতিব্রতা কৌরব রমণীগণ সেই জাহ্নবী জলে অবগাহন পূর্ব্বক অচিরাৎ মানবদেহ হইতে মুক্তি লাভ পুরঃসর দিব্যদেহ লাভ করিয়া স্ব স্ব পতিগণের সহিত মিলিত হইলেন। ঐ সময় যিনি যাহা প্রার্থনা করিলেন ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিলেন।

ইহার কিয়দ্দিবস পরে যুধিষ্ঠিরাদি মহাত্মা বেদব্যাস ও মতিমান্ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

প্রায় দুই বৎসর পরে দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ঘোরতর তপস্যা করাতে অন্ধরাজের শরীর অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইয়াছিল। গান্ধারী কেবলমাত্র জল পান, কুন্তী এক মাসের পর এক দিন, সঞ্জয় পাঁচ দিনের পর একদিন মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত। এজন্য তাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল। একদা অন্ধরাজ গঙ্গা সলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন, এমন সময় দাবানল প্রচণ্ড বায়ুসহযোগে প্রজ্বলিত হইয়া বন দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দুর্ব্বলতা হেতু অন্ধরাজ দ্রুত পলায়নে অসমর্থ হইয়া সঞ্জয়কে বলিলেন, সঞ্জয়! তুমি পলায়ন কর, আমরা এই অনলে দেহত্যাগ করিয়া পরম গতি লাভ করিব। ইহা বলিয়া কৌরবনাথ গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত পূর্ব্বাস্য হইয়া আসনবন্ধনে উপবেশন

করিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ড অনল আসিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিলে সঞ্জয় অতি দুঃখিত মনে হিমালয় প্রদেশে প্রস্থান করিল।

তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরাদি দুঃখের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা আপনাদিগকে ধিক্কার প্রদান করত কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনন্তর দেবর্ষি নারদের সান্ত্বনায় কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ, অন্তঃপুরস্থ কামিনীবৃন্দ ও রাজভক্তি-পরায়ণ পুরবাসিগণের সহিত একবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভাগীরথী তীরে সমাগত হইয়া সলিলে অবগাহন করত অন্ধরাজ, গান্ধারী ও কুন্তীর উদ্দেশে তর্পণ করিতে লাগিলেন। পরে দ্বাদশ দিনে তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক মহামহোৎসবে ভূরি দান ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণনিচয়কে ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করিলেন।

মহাত্মা বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গমন করিয়াছিলেন। বিদুর অতি কঠোর তপস্যায় শরীর ক্ষীণ করিয়া ইতিপূর্ব্বে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

যদুবংশ ধ্বংস।

কালের কি বিচিত্র গতি! কালো জগদ্ভক্ষকঃ! কাল জগৎ ভক্ষণ করিয়া থাকেন! তাঁহার নিকট কাহারই নিস্তার নাই! জীব জন্ম গ্রহণ করিয়া দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত ও যৌবনে বৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হয়! তাহার পরই তাহার ক্ষয় আরম্ভ হয়, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যে তাহার শরীর গঠনের উপাদান ক্ষয়িত হইতে হইতে চরম সীমায় উপনীত হয়। জরা তাহাকে গ্রাস করিয়া তাহার ভবলীলা শেষ করায়, ব্যক্তি বা জীব সম্বন্ধে যেমন, রাজ্য বা জগৎ সম্বন্ধেও তেমনই। যত বড় দুর্দ্দান্ত লোক হউক, যত বড় পরাক্রমশালী রাজ্য হউক, যত বড় জ্ঞানগরিমাসম্পন্ন জগৎ হউক, নিয়তির হস্তে কাহারই নিস্তার নাই। এক দিন না এক দিন, তাহাকে কালচক্রে চূর্ণীকৃত হইতে হইবেই হইবে! যে অযুত হস্তী তুল্য বলশালী ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে লৌহের ভীমকে আলিঙ্গন করিয়া চূর্ণ করিয়াছিলেন, তিনিই দৌর্ব্বল্য বশতঃ পলায়নে অসমর্থ হইয়া দাবানলে প্রাণত্যাগ করিলেন!

আজ অমিত বিক্রম বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয়দিগের কি শোচনীয় পরিণাম দেখুন! নিয়তির বশে তাহারা পরস্পর কাটাকাটি মারামারি করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন! জগতে অদ্বিতীয় বীর মহাধনুর্দ্ধর গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন যদু রমণীগণে আনয়ন কালে দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গাণ্ডীবে জ্যা রোপণ করিতেও কষ্ট অনুভব করিলেন! তাঁহারই সম্মুখ হইতে দস্যুগণ শত শত রমণীকে হরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করিল, তিনি তাহার কোন প্রতিকার করিতেও পারিলেন না!

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্তে রাজ্য লাভ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ছত্রিশ বৎসর রাজ্যশাসন করিবার পর সহসা নানা দুর্নিমিত্ত দর্শনে বিচলিত হইলেন। কিয়দ্দিবস পরে শুনিলেন, বৃষ্ণিবংশ ব্রহ্মশাপে মুষল প্রভাবে নষ্ট হইয়াছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও দেবর্ষি নারদ এই ঋষি দ্বারকা দর্শনে গিয়াছিলেন। সারণ

প্রভৃতি কতিপয় মহাবীর শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গিয়া বলিলেন, মহর্ষিগণ! ইনি অমিত পরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব আপনারা বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন। তাহা শুনিয়া সেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আপনাদিগকে উপহসিত ও অবজ্ঞাত বিবেচনা করিয়া রোষভরে বলিলেন, বাসুদেব তনয় শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধক কুল বিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুষল প্রসব করিবে। বলদেব ও জনার্দ্দন ভিন্ন যদুবংশের আর সকলেই এককালে বিনষ্ট হইবে।

মহাত্মা বলদেব যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইবেন; এবং বাসুদেব ভূতলে শয়ন করিয়া জরা নামক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করিবেন। মুনিগণ রোষকষায়িত নেত্রে সারণাদিকে এই কথা কহিয়া হৃষীকেশের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহাদের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে কহিলেন, মুনিগণ যাহা কহিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহা ঘটিবে। ইহা বলিয়া তিনি শাপ নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট না হইয়া পুরোমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন শাম্ব বৃষ্ণ্যন্ধক কুলনাশক এক ঘোরতর মুষল প্রসব করিলেন। ঐ মুষল প্রসূত হইবামাত্র নরপতি উগ্রসেনের নিকট তাহা সমানীত হইল। তিনি রাজপুরুষগণ দ্বারা সেই মুষল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। ঐ সময় আহুক, জনার্দ্দন, বলদেব ও বভ্রুর বাক্যানুসারে নগর মধ্যে এই ঘোষণা করা হইল যে, আজি হইতে নগর মধ্যে কোন ব্যক্তি সুরা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। যে কেহ আমাদের অজ্ঞাতসারে সুরা প্রস্তুত করিবে তাহাকে সবান্ধবে শূলে দেওয়া হইবে। এইরূপ ঘোষণা হইলে নগরবাসী জনগণ সেই শাসন শিরোধার্য্য করিয়া এককালে সুরা প্রস্তুত করিতে বিরত হইল।

এত সাবধান হইলেও কালের হস্তে নিস্তার কাহার? নানা দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইলে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ কৃষ্ণের আদেশে সপরিবারে তীর্থ যাত্রা করিতে অভিলাষী হইয়া বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় ও মদ্য মাংস প্রস্তুত করিতে লাগিল। এবং অচিরাৎ হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী অসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া প্রভাস তীর্থে সমুপস্থিত এবং ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক স্ত্রীগণের সহিত অনবরত পান ভোজনে রত হইলেন।

ঐ সময় যোগবিদ্ অর্থতত্ত্ব-বিশারদ মহাত্মা উদ্ধব যাদবগণের প্রভাসতীর্থে সমাগম অবগত হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ পুরঃসর প্রস্থানে উদ্যত হইলে মহাত্মা বাসুদেব কাল বিপর্য্যয় নিবন্ধন তাঁহাকে নিবারণ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

মহাত্মা উদ্ধব বাসুদেব কর্তৃক এইরূপে সম্মানিত হইয়া তেজ দ্বারা ভূমার্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে মহারথ যাদবগণ কালের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত সমাহৃত অন্ন সমুদয় সুরা মিশ্রিত করিয়া বানরদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে প্রভাসতীর্থ নট, নর্ত্তক ও মত্ত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য তূরী শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বলদেব, সাত্যকি, গদ, বভ্রু ও কৃতবর্ম্মা বাসুদেবের সমক্ষেই সুরা পান আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সাত্যকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মত্ত হইয়া কৃতবর্ম্মাকে উপহাস ও অবমাননা করিয়া কহিলেন, ক্ষত্রিয় মধ্যে কেহ এরূপ নির্দ্দয় নাই যে, নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, যাদবগণ কখনই তাহা সহ্য করিবেন না। সাত্যকি এই কথা কহিলে, মহারথ প্রদ্যুম্নও কৃতবর্ম্মাকে অবজ্ঞা করিয়া সাত্যকির বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, বামহস্ত সঞ্চালন দ্বারা সাত্যকির ঐ বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক শাণিত খড়্গ লইয়া তাহার মস্তক ছেদন করত অন্যান্য বীরগণকেও আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সমবেত হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রবল মত্ততায় পরস্পর মধ্যে মহা যুদ্ধ বাধিয়া গেল। মহাত্মা বাসুদেব কালের গতি বিবেচনা করিয়া এতক্ষণ উদাসীন ভাবে উপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে অচিরকাল মধ্যে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ পরস্পর একা-ঘাতে কালকবলে পতিত হওয়ায় বলদেব ও কৃষ্ণ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন; তাহাতে তাহারা তাঁহাদিগকে শত্রু বিবেচনা করিয়া আক্রমণ করিলে তাঁহারাও এরকা (চূর্ণিতমুষলসম্ভূত শরস্তম্ভ) দ্বারা অচিরাৎ তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ পরে বলদেবের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,

তিনি এক নির্জন প্রদেশে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনি দারুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দারুক! তুমি অচিরে হস্তিনায় গমন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট যাদবদিগের বিনাশ বৃত্তান্ত নিবেদন কর, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে দ্বারকায় আগমন করিবেন।

দারুক সত্বর হস্তিনায় গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ বভ্রুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভদ্র! তুমি অবিলম্বে অন্তঃপুর কামিনীগণের রক্ষার্থ গমন কর; দস্যুগণ ধন লোভে যেন তাহাদিগের হিংসা না করে। বভ্রু মধুপান-মত্ত স্ত্রীগণের রক্ষার্থ ধাবমান হইলে এক মুষল তাঁহার গাত্রে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিল।

কৃষ্ণ বভ্রুকে নিহত দেখিয়া বলদেবকে বলিলেন, যে পর্য্যন্ত না আমি স্ত্রীগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া প্রত্যাগমন করি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি এই স্থানে অবস্থান করুন। পরে নগর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বসুদেবকে কহিলেন, পিতঃ! যে পর্য্যন্ত ধনঞ্জয় এখানে আগমন না করেন, সেই পর্য্যন্ত আপনি অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণে রক্ষা করুন। দাদা বলদেব বনমধ্যে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমি চলিলাম। আজ যাদবগণের বিরহে এই পুরী আমার চক্ষে শল্যস্বরূপ হইয়াছে, আমি বন গমন করিয়া বলদেবের সহিত কঠোর তপোনুষ্ঠান করিব।

কৃষ্ণ এই কথা কহিয়া পিতার চরণ বন্দন পূর্ব্বক অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর মধ্যে বালক ও বনিতাগণের ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। তখন শ্রীমান্ বাসুদেব অবলাগণের রোদন শব্দ শ্রবণে কাতর হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হে সীমন্তিনিগণ! মহাত্মা ধনঞ্জয় এই নগরে আগমন করিতেছেন, তিনি তোমাদের দুঃখ মোচন করিবেন। অতএব তোমরা আর রোদন করিও না।

ইহা বলিয়া তিনি সত্বর বনপ্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, বলদেব যোগাসনে সমাসীন রহিয়াছেন, তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ সর্প বিনির্গত হইতেছে; তাহার মস্তক সহস্র সংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ। দেখিতে দেখিতে সর্প বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হইল।

সর্প বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইলে তাঁহার দেহ নিস্তব্ধ নিশ্চেষ্ট

হইল। তখন সর্ব্বজ্ঞ দিব্যচক্ষু ভগবান্ বাসুদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেহত্যাগ করিলেন জানিয়া চিন্তাকুলিতচিত্তে সেই বিজন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ইন্দ্রিয় সংযম ও মহাযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে ভূতলে শয়ন করিলেন। ঐ সময় জরা নামক এক ব্যাধ মৃগ বিনাশ বাসনায় দূর হইতে শায়িত কেশবকে মৃগবোধে তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র হৃষীকেশের নবনীত কোমল রক্তিমাভ কমলকোরক সদৃশ পদতলে বিদ্ধ হইল। তখন সে মৃগ গ্রহণ বাসনায় সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অনেক বাহুসম্পন্ন পীতাম্বরধারী পুরুষ যোগাসনে শায়িত অবস্থায় তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুব্ধক তাহা দেখিয়া আপনাকে ঘোরতর অপরাধী জ্ঞানে তাঁহার চরণতলে পতিত হইল। তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহাকে আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, তোমার কোন অপরাধ নাই আমার ইচ্ছাতেই এইরূপ হইয়াছে। তোমার পরম গতি লাভ হইবে। ইহা বলিয়াই তিনি পরমজ্যোতিঃ বিকাশ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিয়া নিজ লোকে গমন করিলেন।'

এদিকে অর্জ্জুন দ্বারকাপুরীতে সমাগত হইলে বাসুদেবের অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র মহিষীর চীৎকারে অর্জ্জুনের প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনিও অজস্র অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে করিতে কৃষ্ণ বিরহে নিতান্ত অধীর ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে সংজ্ঞাশূন্য অবলোকন করিয়া সত্যভামা ও রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রিয়াগণ সত্বর আসিয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া রমণীগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মাতুল বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, দেখিলেন তিনি কৃষ্ণ বিরহে ধরাশয্যাগত! অর্জ্জুন আগমন করিয়াছেন জানিয়া তিনি তাঁহার হস্তে রমণীগণকে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, বৎস অর্জ্জুন! যে দুর্দ্ধর্ষ অমিতপরাক্রম অতিরথ যাদবগণের ভয়ে পৃথিবী শঙ্কিত ছিল, যে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে প্রিয় শিষ্য বলিয়া প্রশংসা করিতে, এক্ষণে তাঁহাদেরই দুর্নীতিনিবন্ধন যদুকুল ধ্বংস হইয়াছে! অথবা তাহাদের দোষই বা কি; তুমি, দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ যাহাকে

সনাতন দেবদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাক, তিনি যখন স্বচক্ষে জ্ঞাতিবধ দেখিয়াও তাহা নিবারণ করেন নাই, তখন তাঁহার ইচ্ছাতেই যদুকুল ধ্বংস হইয়াছে।

যাহাহউক, তিনি বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজকুলকে নিহত দেখিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "পিতঃ! আজি এই যদুকুল একবারে নিঃশেষিত হইল। আমার প্রিয়সখা অর্জ্জুন দ্বারকায় আগমন করিলে তাঁহার নিকট আপনি এই কুলক্ষয়ের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিবেন। অর্জ্জুনের সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ঐ মহাত্মা এখানে আগমন করিয়া যাহা কহিবেন, আপনি অবিচারিতচিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহা দ্বারাই আপনার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন ও বালক এবং রমণীগণের রক্ষা হইবে। তিনি এই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবামাত্র এই অসংখ্য প্রাচীর ও অট্টালিকা সম্পন্ন দ্বারকাপুরী সমুদ্র জলে প্লাবিত হইয়া যাইবে। আমি এক্ষণে বলদেবের সহিত কোন পবিত্র স্থানে সমুপস্থিত হইয়া কাল প্রতীক্ষায় অবস্থান করিব।"

ইহা বলিয়া হৃষীকেশ বালকগণের সহিত আমায় এই স্থানে রাখিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, কিছুই বলিতে পারি না। আমি নিতান্ত শোকাকুলিতচিত্তে দিবারাত্র বলদেব, বাসুদেব ও জ্ঞাতিগণকে স্মরণ পূর্ব্বক অনাহারে কালহরণ করিতেছি। অতএব তুমি অবিলম্বেই বাসুদেবের বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এক্ষণে এই রাজ্য, স্ত্রী ও রত্ন সমুদয় তোমারই অধিকৃত হইল। আমি অচিরাৎ তোমারই সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব।

তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, মাতুল! আমি কোনক্রমেই কেশব ও অন্যান্য বীরশূন্য এই পুরীতে অবস্থান করিতে পারিব না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী আমরা সকলেই এক আত্মা। কেশবের অন্তর্দ্ধানে তাঁহারা অত্যন্ত শোকাকুল হইবেন। এক্ষণে মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরও মর্ত্ত্যলোক হইতে প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আর এখানে অধিক দিন অবস্থান করিতে পারিব না। আমি অচিরাৎ বৃষ্ণিবংশীয় বালক ও বনিতাদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব। ইহা বলিয়া অর্জ্জুন বৃষ্ণিবংশীয় অমাত্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমি অন্ধকদিগের পরিবার-

বর্গকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিব। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র ঐ নগরে রাজা হইয়া তোমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। এই নগর অচিরাৎ সমুদ্র জলে প্লাবিত হইবে; অতএব তোমরা অবিলম্বে যান ও গৃহ সমুদয় সুসজ্জিত কর। সপ্তম দিবসে সূর্য্যোদয় সময়ে আমাদিগকে এই নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে হইবে। অতএব তোমরা বিলম্ব করিও না; শীঘ্র সুসজ্জিত হও।

অর্জ্জুন শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া কৃষ্ণের গৃহে সেই রজনী যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহাত্মা বসুদেব যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে অর্জ্জুন মহামূল্য নরযানে তাঁহার শবদেহ স্থাপন করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলে দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা নাম্নী তাঁহার পত্নী চতুষ্টয় দিব্য অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া সহমৃতা হইবার জন্য বহির্গত হইলেন। জীবদ্দশায় যে স্থান বসুদেবের মনোরম ছিল, সেই স্থানে চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ কাষ্ঠ দ্বারা পত্নীগণ-সমেত বসুদেবকে দাহ করিলেন। অনন্তর বজ্র প্রভৃতি যদুবংশীয় কুমারগণ ও কামিনীগণের সহিত সমবেত হইয়া বসুদেবের উদক কার্য্য সমাধা করিলেন।

তদনন্তর মহামতি অর্জ্জুন ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মুষল নিহত বৃষ্ণিবংশীয়গণ প্রভাসে যে স্থলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এবং বলদেব ও বাসুদেবের শরীরদ্বয় আহরণ পূর্ব্বক চিতানলে ভস্মসাৎ করিলেন। কিন্তু ভাগবতে উক্ত আছে যে, বাসুদেবের দেহ সহসা অন্তর্হিত হয়। বসুদেব পত্নী দেবকী ও রোহিণী পুত্রদ্বয়ের তিরোভাব শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ প্রভাস তীর্থেই দেহত্যাগ করেন। বাসুদেব ও বলদেব পত্নীগণ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া এবং প্রদ্যুম্ন প্রভৃতির পত্নীগণ স্ব স্ব স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভাস তীর্থেই প্রাণ-ত্যাগ করেন। বাসুদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ব্রহ্মা, ঈশান ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেব ও মহর্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার অত্যাশ্চার্য্য তিরোধান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

যাহাহউক, মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপে শাস্ত্রানুসারে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিয়া সপ্তম দিবসে রথারোহণে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তখন বৃষ্ণিবংশীয় কামিনীগণ শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্ব, গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বালকগণ, বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র পত্নী, কৃষ্ণ পৌত্র বজ্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের কত যে অনাথা কামিনী পার্থের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই।

দ্বারকাবাসী লোক সমূহ বহির্গত হইলে পর অর্জ্জুন তাঁহাদের সহিত বিবিধ রত্নপরিপূর্ণ নগরের যে যে অংশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, সেই সেই অংশ তৎক্ষণাৎ সমুদ্র জলে প্লাবিত হইতে লাগিল! তাহা দেখিয়া দ্বারকাবাসী জনবৃন্দ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া "দৈবের কি আশ্চর্য্য ঘটনা" বলিয়া বেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কিয়দ্দিবস পরে অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন পঞ্চনদ প্রদেশে উপস্থিত হইয়া পশু ও ধান্য পরিপূর্ণ প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে দস্যুগণ, ধনঞ্জয় একাকী সেই যদুকুল কামিনীগণে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া অর্থলোভে তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহা দেখিয়া রোষভরে গাণ্ডীবে জ্যা রোপণ করিতে উদ্যত হইলে সহসা তাহা কষ্টকর বলিয়া বোধ হইল। যাহাহউক, বহুকষ্টে জ্যা রোপণ করিয়া দিব্যাস্ত্র সমূহ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন কোনক্রমেই সেই সমুদয় অস্ত্র তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল না। তখন তিনি স্বীয় ভুজবীর্য্যের হানি ও দিব্যাস্ত্র সমূহের অস্মরণ নিবন্ধন নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। ঐ সময় বৃষ্ণি-বংশীয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী যোধগণও সেই দস্যুগণকে নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না।

দস্যুগণ যে দিকে গমন করিতে লাগিল মহাবীর অর্জ্জুন যত্নপূর্ব্বক সেই দিক রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

তাহারা সৈন্যগণের সমক্ষেই বলপূর্ব্বক রমণীগণকে হরণ করিতে লাগিল। কোন কোন কামিনী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা অর্জ্জুন তদ্দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন বৃষ্ণিবংশীয়গণের ভৃত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া তূণীর হইতে সমুদয় শর নিষ্কাশন পূর্ব্বক দস্যুগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অক্ষয় তূণীরও ক্ষণকাল মধ্যেই বাণ শূন্য হইল।

শরসমূহ নিঃশেষিত হইলে পাণ্ডুনন্দন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসনের অগ্রভাগ-দ্বারা দস্যুগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে দস্যুগণ তাঁহার সম্মুখ হইতেই বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করিল।

অনন্তর অর্জ্জুন হৃতাবশিষ্ট কামিনীগণ ও রত্নরাশি সমভিব্যবহারে কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া হার্দ্দিক্য তনয় ও ভোজকুল কামিনীগণকে মার্ত্তিকাবত নগরে, অবশিষ্ট বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং সাত্যকি পুত্রকে সরস্বতী-নগরীতে সন্নিবিষ্ট করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণপৌত্র বজ্রের উপর সমর্পিত হইল। অক্রূরের পত্নীগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জাম্ববতী ইঁহারা হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ তপস্যা করিবার মানসে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূল ভোজনপূর্ব্বক হিমালয় অতিক্রম করত কলাপগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় দ্বারকাবাসী লোকদিগকে যথোপযুক্ত স্থান বিভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বজ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই সমুদয় কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ধনঞ্জয় অতি দুঃখে ব্যাসদেবের আশ্রমে গমন করিয়া কহিলেন ভগবন্! নবজলধর সদৃশ নীলকলেবর পঙ্কজলোচন পীতাম্বর ও কৈলাস পর্ব্বত তুল্য শ্বেতকায় অসীম শক্তিশালী বলদেব কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের যে সকল মহাত্মা সিংহতুল্য মহাবলপরাক্রান্ত ছিলেন, ব্রহ্মশাপ নিবন্ধন প্রভাসে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মুষলীভূত এরকা প্রহার পূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কালের কি আশ্চর্য্য গতি! যাঁহারা পূর্ব্বে অনায়াসে গদা, পরিঘ ও শক্তির প্রহার সহ্য করিতেন, তাহারা সামান্য তৃণ প্রহারে নিহত হইলেন! এইরূপে সর্ব্বসমেত পাঁচ লক্ষ লোক বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে বাসুদেব ব্যতীত ক্ষণকালও আমার জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা নাই। আরও এক হৃদয় বিদারক বৃত্তান্ত আপনাকে জানাই। যদুবংশ ধ্বংস হইবার পর আমি দ্বারকায় গিয়া যাদবকুল কামিনীগণে লইয়া আগমন করিতেছিলাম; পঞ্চনদ প্রদেশে দস্যুগণ আমাকে আক্রমণ করিয়া আমারই সমক্ষে অসংখ্য কামিনীকে অপহরণ করিয়াছে! তৎকালে গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়াও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না!

সে সময় আমার পূর্ব্বের ন্যায় বাহুবল রহিল না; আমি দিব্যাস্ত্রসমূহ এক-কালে বিস্মৃত হইলাম! ক্ষণকাল মধ্যেই আমার অক্ষয় তূণীরস্থিত শরসমূহও নিঃশেষ হইল। এবং যে শঙ্খচক্রগদাধারী চতুর্ভুজ পীতাম্বর পুরুষ আমার রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া শত্রু সৈন্য সমুদয়কে দগ্ধ করিতেন, আমি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। দেব! অচ্যুত ব্যতিরেকে আমার আর ক্ষণকাল জীবিত থাকিবার বাসনা নাই। আমি বীর্য্যহীন ও শূন্য হৃদয় হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছি। এখন আমার কর্ত্তব্য কি, বলুন।

মহর্ষি বেদব্যাস বলিলেন, বৃষ্ণিবংশীয়গণ ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হইয়াছে, অতএব তজ্জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ বীরগণের নিধন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মহাত্মা বাসুদেব তাহা নিবারণে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি মনে করিলে মহর্ষিগণের শাপ খণ্ডনের কথা দূরে থাকুক, এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারকেও অন্যরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারেন। সেই পুরাতন মহর্ষি কেবল পৃথিবীর ভার হরণ করিবার নিমিত্তই বসুদেবের গৃহে উৎপন্ন হইয়া-ছিলেন। তিনি তোমার প্রতি স্নেহ নিবন্ধন রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন। একণে ভার হরণ করা হইয়াছে বলিয়াই তিনি কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তুমিও ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের সাহায্যে গুরুতর দেবকার্য্য সংসাধন করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা কৃতকার্য্য হইয়াছ। অতএব অতঃপর ইহলোক হইতে প্রস্থান করাই তোমাদের শ্রেয়ঃ। লোকের মঙ্গল লাভের সময় উপস্থিত হইলেই সুবুদ্ধি, তেজঃ ও অনাগত দর্শন প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে; আবার দুঃসময় উপস্থিত হইলেই তাহা ক্ষয় হয়। ফলতঃ কালই জগতের বীজস্বরূপ; কাল প্রভাবেই সমুদয় উৎপন্ন ও লয় হয়। কালই বলবান্ হইয়া আবার দুর্ব্বল এবং ঈশ্বর হইয়াও আবার অন্যের আজ্ঞাবহ হয়। তোমার অস্ত্র সমূহের কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়া তাহারা যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, সে স্থানে প্রত্যাগমন করিয়াছে। এক্ষণে তোমাদের স্বর্গগমন সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়াই তোমাদের শ্রেয়ঃ।

অনন্তর অর্জ্জুন মহর্ষির অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাজ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের মুখে বৃষ্ণি বংশীয়দিগের বিনাশ ও

গ্রন্থ শেষ হইল। কিন্তু একটা কথা মনের মধ্যে পুনঃ পুনঃ উদিত হইতেছে যে, ভাগবত বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ দেহ সহিত অন্তর্হিত হইলেন, আর মহাভারত বলিতেছেন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। সুতরাং কোন্‌টা ঠিক? আমার মনে হয়, দুই সত্য। পার্থিব দেহ না দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের সম্বন্ধে পাছে অর্জ্জুনের মনে সন্দেহ হয়, এজন্য তিনি মায়া দেহ রাখিয়া গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি দেহ লইয়া আসেন নাই এবং দেহ লইয়াও যান নাই। যেহেতু তাঁহার দেহ যে চিন্ময়!

গোড়ায় জন্ম সম্বন্ধে মহাত্মা বেদব্যাস বলিয়াছেন:—

আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।

পূর্ব্ব দিকে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ের ন্যায় তিনি সহসা আবির্ভূত হইলেন।
সুতরাং যেমন আবির্ভাব, তিরোভাবও তদ্রূপ।

সম্পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ (চরিতামৃত)

ব্রজ ও মথুরা-লীলা।

বহু রঙ্গীন ছবি সমলঙ্কৃত।

মূল্য ২৲ টাকা বাঁধাই ২॥০ টাকা।

প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহের অভিমত।

World renowned
Amrita Bazar Patrika says:—

Sri Krishna Charitamrita (Illustrated) Part I and II By Manmatha Nath Nag. Price Rs. 2. paper bound and Rs. 2-8, cloth bound. To be had at the Midnapur Hitaishi Karyalay, Midnapur.

As Hindus we believe in the divinity of Srikrishna. The Lord incarnated Himself to protect the righteous, to punish the wicked and to re-establish "Dharma" in this world. He also set up in the person of the Divine Cowboy of Brindaban an ideal of human perfection. Stories of Srikrishna's career and His teachings can not but elevate the soul of the reader and inspire him with noble ideas and ideals. These stories lie scattered hither, thither and everywhere throughout the vast field of our Puranic literature. In this book an attempt has been made by the author to collect all these scattered stories in one place and

to give a running and connected history of Srikrishna's life and teachings in plain and simple language. The volume under review contains what is known to every Hindu as the Braja and a Mathura Leela of Srikrishna. The third part which is in the press contains the Dwarka-Leela. These "Leelas" of our Lord are in themselves soul-captivating and they have been made more so by the author's manner of expression. We have nothing but admiration for the author's noble endeavour. He approached his task in a spirit of humility worthy of a devout Vaishnab and has thus been able to come to the end of his labours with such eminent success. He has not only narrated these accounts with scrupulous care and devotion but has been able to infuse them with a part of his own devotional fervour.

Amrita Bazar Patrika, Town Edition wednesday

27th, February 1924.

Star of Utkal says :—

Srikrishna—his Lila in Braja and Mathura (Bengali) by Manmatha Nath Nag of the 'Medinipur Hitaishi. Published by the author. Rs. 2 paper and Rs 2-8 boards.

This is the first part of a work which makes an attempt to re-tell the life story of Krishna. It does not pretend to be a treatise, reducing every incident in Krishna's life to an allegorical abstraction. It is a lucid presentation of the case for a layman who would regard the Bhagabat as a human document. The

'moonlight revels of the pastoral god are, for instance here fourd,to be the work of a man, albeit a superman. And the author has adduced reasons for his point of view ; nonetheless, the author is a worshipper of Krishna and his book is evidently the outcome of devotional musings. It has an element of strangeness, too. for it interprets a few incidents in Krishna's life in the light of dreams ascribed to the agency of Haridas, the famous Vaishnav saint of Mahomedan. Origin.

A baeezy, popular style and some coloured illustrations have gone to make it a charming book.

Star of Utkal, 7th. May 1924.

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে দেশের সহস্র সহস্র ভক্ত ভাবুকের একমাত্র নিত্য আরাধ্য এবং ধ্যেয়,—যাঁহাব সুমধুব চরিত-লীলা ভব-যন্ত্রণাকাতর, মুমুক্ষু জনের শ্রবণ-রসায়ন এবং জন্মজ্বালা নিবারণের মহৌষধ স্বরূপ,—যে মহামৃতেব কণামাত্র আস্বাদন করিলে ক্রোধ, দ্বেষ, শোক, মোহ এবং ক্ষুত্তৃষ্ণাদি সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়া থাকে, জীবন মধুময় হইয়া উঠে ;—সাহিত্যকেশরী বঙ্কিমচন্দ্রের কথাতেই বলি,—যে দেশে "গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, ও মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণ-গীতি, সকল মুখে কৃষ্ণ নাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণ নামাবলি, কাহারও গায়ে

কৃষ্ণ নামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণ নাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করে না,—কেহ কৃষ্ণ নাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করে না। ভিখারী "জয় রাধেকৃষ্ণ" না বলিয়া ভিক্ষা চায় না,—কোন ঘৃণার কথা শুনিলে "রাধে-কৃষ্ণ" বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করে; বনের পাখী পুষিলে তাহাকে "রাধেকৃষ্ণ" নাম শিখাই। কৃষ্ণ এ দেশে সর্ব্বব্যাপক"—সে দেশে সেই কৃষ্ণ-কথা যত অধিক চিন্তিত, কীর্ত্তিত এবং আলোচিত হইবে,—সে দেশের ততই অধিক—সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-রসরসিক বহু লেখকই আজকাল এই শ্রীকৃষ্ণ কথার আলোচনা করিতেছেন। ইহা প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক হিসাবে অধোগত এ দেশের পক্ষে নিশ্চিতই সুলক্ষণ। সম্প্রতি মেদিনীপুরের "মেদিনীপুর-হিতৈষী" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ নাগ মহাশয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাধুরীর আলোচনা করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ" নামে একখানি সুমধুর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস-মণ্ডিত ব্রজলীলা ও মথুরালীলা প্রকাশিত হইয়াছে। কেবলমাত্র ভাসা-ভাসা ভাবের খাসা খাসা বুলি লইয়া এ গ্রন্থ রচিত নহে;—পরন্তু, গ্রন্থকার যে শ্রীকৃষ্ণ-করুণা লাভ করিয়া তাঁহারই লীলা-পীযুষসাগরে আত্মহারা হইয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, গ্রন্থের প্রারম্ভ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উপসংহার পর্য্যন্ত তাহার অনেক উদাহরণই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ লীলার কেবলমাত্র বহিরঙ্গ বিকাশেই এ গ্রন্থের মনোহর কলেবর পরিপুষ্ট নহে,—লীলাসমূহের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া অন্তর্দর্শী গ্রন্থকার লীলাসমূহের অন্তর্গূঢ় মধুর ভাবরাশিরও প্রোজ্জ্বল আলেখ্য ইহাতে আঁকিয়া দিয়াছেন। যেখানে যে রঙটী যেমন করিয়া ফলাইলে চিত্রমান্ আলেখ্যখানি নিখুঁতরূপে চিত্রিত হইয়া উঠে,—গ্রন্থকার এই "শ্রীকৃষ্ণ" গ্রন্থে সেইরূপ নিখুঁতচিত্র ফলাইবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ, দেবকীর বিবাহ, কারাবাসের কঠোরতা এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জরাসন্ধ যুদ্ধ পর্য্যন্ত এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে কেবলমাত্রই যে গ্রন্থাকারের ভাব-বিভোরতারই পরিচয় আছে,—তাহা নহে,—সেই ভাব বিকাশের ভাষাও স্থানে স্থানে অতীব হৃদয়গ্রাহিণী,—সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন। মাত্র এক স্থানের বর্ণনার কিঞ্চিৎ পরিচয় লউন,—

"নবজাত পুত্র মুখ দর্শন করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ পিতা বসুদেব যুগপৎ সুখ ও দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

*   *   *   *   *   *

*   *   *

মধুর ভাষার সহিত মধুর তত্ত্ব-ব্যাখ্যারমণিকাঞ্চন সংযোগ কিরূপ,—পুতনাবধ বিবরণে তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন,—

*   *   *   *   *   *

*   *   *

ভগবল্লীলার নিগূঢ় আলোচনায় গ্রন্থকারের শক্তিমত্তা গ্রন্থের বহুল স্থলেই পরিপাটীরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। মাতা যশোদা "দুরন্ত" কৃষ্ণকে যখন উদূখলে বন্ধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন,—তখন একগাছির পর একগাছি—এইরূপ করিয়া বহু রজ্জু সংযোগ করিয়াও তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারিলেন না,—"তথাপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনম্।" পুনঃ পুনঃ এইরূপ চেষ্টায় যশোমতী যখন ক্লান্তা এবং ঘর্ম্মাক্তা হইয়া পড়িলেন,—তখন করুণাময় ভগবান,—মাতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে আপনিই ধরা দিলেন এবং বাঁধা পড়িলেন। যশোদা তাঁহার কোমরে রজ্জুর এক প্রান্ত বাঁধিয়া অপর প্রান্ত উদূখলের সহিত বাঁধিয়া দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই রজ্জুবন্ধন লীলা উপলক্ষে গ্রন্থকার যে আলোচনা-বিন্যাস এই গ্রন্থে করিয়াছেন,—তাহার কিয়দংশ পাঠক শুনুন,—

*   *   *   *   *   *

*   *   *

এই গ্রন্থে ২৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপিনী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার এবং ৭৮ পৃষ্ঠাব্যাপিনী মথুরা লীলার বহুল অংশেই শ্রীকৃষ্ণলীলাতত্ত্বের এইরূপ গভীর আলোচনা বিনিহিত রহিয়াছে। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ-প্রণালী প্রায় সর্ব্বত্রই সুমধুর ও মনোমদ,—প্রায় সর্ব্বত্রই প্রগাঢ় ভক্তির ও আন্তরিকতার অন্তঃস্রোত প্রবাহিত। বক্তব্য বিষয় বিশদতর করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার স্থানে স্থানে প্রসঙ্গান্তরেরও উল্লেখ করিয়াছেন;—সকল স্থলেই আমাদের মত-সামঞ্জস্য না থাকিলেও,—অধিকাংশ স্থলেই তাহা সারগর্ভ এবং সুখপাঠ্য।

ভগবল্লীলা-বর্ণন বিষয়ক এরূপ গ্রন্থের সমালোচনা হইতে পারে না,—বা রত্নাকর হইতে দুই চারিটী রত্ন চুনিয়া লইয়া পাঠকের সমক্ষে ধরিলেও তাহাতে রত্নাকরের সম্যক পরিচয় প্রদান করা হয় না। এ গ্রন্থ ভক্তের

আস্বাদ্য এবং উপভোগ্য। বৃন্দাবনবিহারীর সুমধুর বৃন্দাবন-লীলা এবং মথুরা লীলা-রসের আস্বাদন করিয়া যাঁহারা ধন্য হইতে চাহেন,—তাঁহারা গভীর তত্বপূর্ণ পরম পবিত্র সুমধুর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের সঙ্গে এই "শ্রীকৃষ্ণ" গ্রন্থও পাঠ করিবেন; ইহাতে তাঁহারা তৃষিত প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত অনেক বস্তুই পাইবেন বলিয়া আমাদের ধারণা। ইদানী বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারে যেরূপ অত্যধিক পরিমাণে অনীপ্সিত এবং অমেধ্য সামগ্রীর আবির্ভাব হইতেছে,—তাহাতে এইরূপ ভগবল্লীলামাধুরী বিকাশক গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রকাশও এক্ষণে প্রচুর পরিমাণেই প্রয়োজনীয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, গ্রন্থকারের শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি দিন দিন সংবর্দ্ধিত হইতে থাকুক এবং তিনি এইরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলার বিকাশ এবং প্রচার করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গ,—অকলঙ্ক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে থাকুন। গ্রন্থে "শ্রী বালগোপাল" (রঙ্গিন), "কংস চালিত রথে নব দম্পতী বসুদেব দেবকী" (রঙ্গিন), "কারারুদ্ধ বসুদেব দেবকী" (একরঙ্গা), "বসুদেবের সন্তান পরিবর্ত্ত (একরঙ্গা)" "কংস ও যোগমায়া" (রঙ্গিন) প্রভৃতি কতিপয় চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "রাস সম্মিলন" (রঙ্গিন) এবং "কুব্জার সম্ভোগেচ্ছা"র চিত্র (রঙ্গিন) অতীব মনোহর। পরিপাটী ছাপা,—মূল্য কাগজে বাঁধা দুই টাকা,—বাঁধাই আড়াই টাকা। প্রাপ্তিস্থান,—"মেদিনীপুর-হিতৈষী" কার্য্যালয়,—মেদিনীপুর।

বঙ্গবাসী—২৮শে আষাঢ় ১৩৩১।

হিতবাদী বলেন :—

শ্রীকৃষ্ণ। (ব্রজ ও মথুরা লীলা সচিত্র)। শ্রীমন্মথনাথ নাগ কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—"মেদিনীপুর-হিতৈষী" আফিস বক্সীবাজার, মেদিনীপুর। মূল্য ২৲।

শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনীর ব্রজলীলা ও মথুরা লীলা এবং সেই সকল লীলার কারণ ও তাৎপর্য্য লেখক সরল বাঙ্গালা গদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে প্রচুর আনন্দ পাইবেন সন্দেহ নাই। ভাষাটি বেশ প্রাঞ্জল ও সরল। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি, আমাদের বিশ্বাস অন্যেও আনন্দ পাইবেন।

হিতবাদী—৫ই বৈশাখ ১৩৩১।

উদ্বোধন বলেন ঃ—

১। শ্রীকৃষ্ণ (চরিতামৃত) প্রথম খণ্ড—ব্রজলীলা—শ্রীমন্মথনাথ নাগ প্রণীত—বহু রঙ্গীন ছবি সমন্বিত—উৎকৃষ্ট বস্ত্রে বাঁধাই, মূল্য ২॥০ টাকা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবন চরিত লেখা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা আমরা আচার্য্য শ্রীধরের বাক্য হইতেই অনুভব করি। তাঁহার ন্যায় সন্ন্যাসী বিদ্বান্-ভক্তও টীকা প্রারম্ভে বলিতেছেন ঃ—

কাহং মন্দমতে ক্বেদং মথনং ক্ষীরবারিধেঃ।
কিং তত্র পরমাণুর্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ॥

—কিন্তু যে দেশের "গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণ নাম। কাহারও গায়ে দিবাব বস্ত্রে কৃষ্ণ নামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণ নাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করে না, কেহ কৃষ্ণ নাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করে না। ভিখারী 'জয় রাধেকৃষ্ণ' না বলিয়া ভিক্ষা চায় না, কোন ঘৃণার কথা শুনিলে 'রাধেকৃষ্ণ' বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করে; বনের পাখী পুষিলে তাহাকে 'রাধেকৃষ্ণ' নাম শেখায়।"—সে দেশ সেই ভগবানের জীবনী আলোচনা করিয়া আনন্দলাভ করিবে, সন্দেহ নাই। ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত আছে, তাহা সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য। যাঁহারা উচ্চশিক্ষিত হইয়াও সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ—স্বদেশী হইয়াও স্বদেশীয় আচার্য্যদেব ভাষায় অপরিচিত, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বদেশী ধর্ম্মের ভাব কিছু কিছু প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

উদ্বোধন—চৈত্র ১৩৩০।

বঙ্গরত্ন বলেন ঃ—

শ্রীমন্মথনাথ নাগ সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান হিতৈষী কার্য্যালয়, মেদিনীপুর। মূল্য ২৲ টাকা বাঁধাই ২॥০ টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ সমালোচনার জন্ত পেয়েছি। লেখার বেশ কায়দা আছে। বইখানা পড়ে ভক্ত ভাবুক সাহিত্যিক বেশ আনন্দ পাবে। যাঁর লীলার আভাষ গ্রন্থকার সুনিপুণ হাতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁরই ইচ্ছায় বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ রচিত হয়েছে। বাঙলা ভাষায় এমন নানা উদাহরণ দিয়ে লীলা পরিস্ফুট

করে তুলতে কম লেখকই পেরেছেন। তা ছাড়া বই খানিতে অনেকগুলি রঙ্গিন ছবি আছে, ছবিগুলিতেও বেশ প্রাণ মাতান ভাব আছে। কুব্জার সম্ভোগেচ্ছা ছবি খানি এখন যেন চোখের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। জগৎপতির সম্ভোগেচ্ছায় কাহার না হয়? তাই হৃদয়হারী পরম পুরুষকে দেখা পেয়ে কুব্জা হৃদয়ে রাখবার জন্য, আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য, কেমন ব্যাকুলিতা, তার ভাবেই সুন্দর পরিস্ফুট হইয়েছে। রাসের বিষয় গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম করে নিত্যসত্য রাসকে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। পাঠকগণ পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন শ্রীকৃষ্ণ কেমন। বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক। আশাকরি বইখানির বহুল প্রচার হোক; বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করুন।

বঙ্গবন্ধু—২৭শে ফাল্গুন ১৩৩০।

কাশীপুর নিবাসী বলেন ঃ—

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও মথুরালীলা। মেদিনীপুর-হিতৈষী সম্পাদক সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ মহাশয় ইহার লেখক। মন্মথবাবু এই পুস্তকখানিকে বহু শ্রম স্বীকার ও অর্থব্যয়ে যতদূর সম্ভব হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়াছেন তাহা—১। শ্রীবালগোপাল, ২। কংসচালিত রথে নবদম্পতী বসুদেব দেবকী, ৩। কারারুদ্ধ বসুদেব দেবকী, ৪। বসুদেবের সন্তান পরিবর্ত্ত, ৫। গোবর্দ্ধন ধারণ; ৬। রাস সম্মিলন প্রভৃতি চিত্রগুলি বড়ই নয়ন তৃপ্তিকর। সুখের বিষয় পুস্তক অপেক্ষা মূল্য বেশী নয়। মূল্য ২৲ টাকা, বাঁধাই ২॥০ টাকা মাত্র। এই পুস্তক হিন্দুর গৃহে রাখা উচিত। বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত। ঠিকানা—মেদিনীপুর-হিতৈষী কার্য্যালয়, মেদিনীপুর। কাশীপুর নিবাসী ৮ই ফাল্গুন ১৩৩০।

ঢাকা প্রকাশ বলেন ঃ—

শ্রীকৃষ্ণ—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ প্রণীত; মূল্য বাঁধাই ২॥০ টাকা, কাগজে বাঁধাই ২৲ টাকা; "মেদিনীপুর-হিতৈষী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ও মথুরালীলা সরল ও সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেকটী লীলার আখ্যান ভাগ প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, তিনি ঐ সব লীলা

মাধুরীর যেরূপ সুন্দর দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা একাধারে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য গ্রন্থখানিতে কয়েকখানি রঙ্গীন ছবিও প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা মনে. করি, ভক্ত ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থখানি পাঠ করা উচিত। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। ঢাকা প্রকাশ ৩রা চৈত্র ১৩৩০।

বীরভূমবার্ত্তা বলেন ঃ—

"শ্রীকৃষ্ণ" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ও মথুরা-লীলার বর্ণনা ও শাস্ত্র বর্ণিত বর্ণনার বিশদ সমালোচনা আছে। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ। গ্রন্থকর্ত্তা ভূমিকায় বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের জীবন-চরিত লিখিবার ইচ্ছা তাঁহার বলবতী থাকিলেও বিষয়ের গুরুত্ব নিবন্ধন, তিনি এ দুরূহ কার্য্যে হাত দিতে প্রথমে সাহসী হন নাই শেষে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা হিন্দু, এ কথা পূর্ণভাবে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। এরূপ ঘটনাও আমাদের অনেকের মধ্যে বিরল নহে। গ্রন্থখানি ধর্ম্মভাবে রচিত, ভক্তির স্রোত গ্রন্থের মধ্যে বহিয়া গিয়াছে। আজকালকার এই বৈজ্ঞানিকযুগে গ্রন্থকার যে ভাষার মুখে নিজের হৃদয়ের ভক্তি বাহির করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

এই গ্রন্থ রচনার উপকরণ যোগাড় করিতে গ্রন্থকারকে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ অনুশীলন করিতে হইয়াছে। সেই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের সমালোচনায় মন্মথ বাবুর বিচার শক্তির নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা ভাল; আধুনিক নব্য ফ্যাসানের আদর গ্রন্থকার করেন নাই। সহজ সরল কথায় বর্ণনা মহিলাদেরও বোধগম্য হইবে। বইখানি ছবিতে ভরা। ছবিগুলি দেখিলেই শ্রদ্ধা হয়। আজকালকার দিনে এমন ধরণের পুস্তকের বহুল প্রকাশ ও বহুল প্রচার হিন্দু সমাজের পক্ষে যে উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা মন্মথ বাবুর "শ্রীকৃষ্ণের" অপরখণ্ড দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। বীরভূমবার্ত্তা ৮ই বৈশাখ ১৩৩১।

খুলনা বলেন ঃ—

শ্রীকৃষ্ণ (চরিতামৃত) ব্রজ ও মথুরালীলা একত্রে। মেদিনীপুর-হিতৈষী সম্পাদক শ্রীমন্মথনাথ নাগ কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা, বাঁধাই ২॥০ টাকা।

ঁরকালীগা যন্ত্রে। প্রাপ্তিস্থান—মেদিনীপুর হিতৈষী কার্য্যালয়, মেদিনীপুর। ইহা সচিত্র (কয়েকটী মনোহর রঙ্গীন ছবি সমন্বিত।) ছাপা ও কাগজ উত্তম। ভাগবতপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি হইতে শ্রীকৃষ্ণের মধুময় জীবনী সঙ্কলিত। শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লেখা দুঃসাধ্য কার্য্য। লেখক বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় নানা উপকথার দ্বারা লীলা পরিস্ফুট কার্য্যে প্রশংসাতীত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এমন মধুময় চরিত এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। যিনি একবার পাঠ করিবেন, তিনি পুনঃ পুনঃ পাঠ না করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন না। শুধু লেখক হিসাবে নহে, কৃষ্ণানুধ্যান সাধনা হিসাবে লেখকের প্রাণের কথার মূল্য অপরিসীম। ভাগবত পুরাণাদির গভীর ভাব ভাষার যাহা সহজে রসগ্রহ হয় না, লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় তাহাকে সাধারণের উপাদেয় করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ফলতঃ ভাগবত পুরাণাদির বিশালক্ষেত্র হইতে বিপুলকর্ম্মা, অপূর্ব্ব প্রেমময়, অদ্বিতীয় রাজনৈতিক, কঠোর শাসক, অপরিসীম জ্ঞানতত্ত্ববেত্তা শ্রীকৃষ্ণের জীবনী সঙ্কলন করিয়া লেখক ভক্ত, সাধক, বৈষ্ণব ও তত্ত্ববিদ্‌গণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন।

খুলনা ১১ই বৈশাখ ১৩৩১।

ফরিদপুর হিতৈষিণী বলেন :—

শ্রীকৃষ্ণ :—মেদিনীপুর হিতৈষী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ কর্ত্তৃক প্রণীত।

আমরা শ্রীকৃষ্ণের কিয়দংশ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। লেখক কৃষ্ণ-চরিত সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির যে বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন, এবং উক্ত গবেষণার ফল যে তাঁহার সুলেখনীতে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পুতনা রাক্ষসী যাহাদিগের দ্বারা আজকাল সূতিকা গৃহের ব্যাধিবিশেষ বলিয়া আখ্যায়িত হয়, গ্রন্থকার ব্যাজচ্ছলে তাহাদিগের যথোপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন।

"শ্রীকৃষ্ণে" ভগবানের বাল্যখেলা, বাল্যলীলা, গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতির ব্যাখ্যা বিশেষ চিন্তাপ্রসূত এবং [illegible]